We still have to go a longway in achieving quality control and standardisation and mastering the difficult problem of marketing. But our loan programme to individuals and to industrial co-operatives has infused the spirit of hope and optimism, however strenuous, since 1955-56. We expect that this loan programme will have a snow-ball effect when the organisation of production co-operatives and servicing-cum-marketing co-operatives gather strength.

Sir, with these words I move my demands for the acceptance of the House.

[*Mr. Speaker*: I take it that all the cut motions are moved.]

Sj. Ajit Kumar Ganguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchanan Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

[5-35—5-45 p.m.]

অন্য ডাক্তাররা নিউ সেট-আপএ চলে গেছে মেডিক্যাল কলেজএ। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজএর সার্জারি ডিপার্টমেন্টএর হেড অমূল্য সাহা তিনি হান্টারিয়ান প্রফেসর হয়েছেন, তিনি আর জি করের ছাত্র। আজকে কার্মানিএর দিকে চেয়ে দেখুন সেখানে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের হেড বিধু ভট্টাচার্য আর জি করএর ছাত্র। সেখানে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের হেড যোগেশ গুপ্ত আর জি করএর ছাত্র। তাই আমি বলছিলাম আর জি কর শুধু ছাত্র তৈরী করে নি, আর জি কর বাংলাদেশ শুধু নয় বাংলার বাহিরে পর্যন্ত শিক্ষক তৈরী করেছে। আমরা কুমোরের কাজ করেছি, প্রতিমা তৈরী করেছি। কিন্তু পূজা করবার জন্য আমরা ঘরে একটা প্রতিমা রাখতে পারি না। এই কথা আমি জানাতে চাই যখন ১৯১৬ সালে, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, গভর্ণমেন্ট দিত ৫০ হাজার টাকা, কতগুলি বেড ছিল—না, ১০০টা বেড—সেকথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০০টা বেড তার জন্য ৫০ হাজার টাকা। এখন উনি বলেছেন ৬০০ বেড। এবং সেই তুলনায় গ্র্যান্টএর অংক কষলে কত হয়। তার ৬ গুণ হলে ৩ লক্ষ টাকা। এবং প্রাইস ইনডেক্স যদি ধরা যায় এখন ৪০০ পারসেন্ট হস্‌পিটাল ইকুপ্‌মেন্ট অ্যান্ড মেডিসিনএর দাম বেড়েছে। অতএব একটা সিম্পল ক্যালকুলেশনএতে আর জি করকে ১২ লক্ষ টাকা দেওয়া উচিত ছিল। আজকে যে জায়গায় ৩ লক্ষ ১৫ হাজার—তার মধ্যে মাত্র স্ট্যাটুটরি গ্র্যান্ট হচ্ছে ৫০ হাজার আপনারা নিজেরা ভাবুন—ভেবে বলুন, মিঃ স্পীকার, স্যার, কি কোরে, কোন সেন্স অব সিকিউরিটি কোন সেন্স অব জাসটিস দেখানো হয়েছে কি কোরে আমরা এ জিনিস করতে পারি? আমার কাছে রয়েছে ১৯৫৫ সালের এ্যাসেম্বলি প্রসিডিংস—আমি যখন প্রথম এ্যাসেম্‌ব্লিতে এসেছিলুম—সদর অ্যান্ড সাব্‌ডিভিসনাল হস্‌পিটাল বিল—সেই আমার মেডেন্‌ স্পীচ ছিল—তাতে আমি বলেছিলাম যে হাসপাতালের মধ্যে তারতম্য আছে, এ্যামেনিটিজএর তারতম্য আছে। শম্ভুখলাল কার্মানি হস্‌পিটালএ ২৷৷৵০ ডায়েট পার ক্যাপিটা, পার ডে। ট্রপিক্যাল স্কুলএ ২৷৷০ টাকা, মেডিক্যাল কলেজএ ২ টাকা, আর আর জি কর মেডিক্যাল কলেজএ হচ্ছে ৸৶০ আনা। অতএব পটলডাঙ্গা কলেজে যদি ২ টাকা হয়, উল্টোডাঙ্গা কলেজের ৸৵০ আনা হলে বুঝতে হবে পটল এবং উল্টোর মধ্যে এক টাকার তফাত। এই জিনিস আমি জানতে চাই। এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসএর কথা বলেছেন—কবে এই ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস এ্যাকচুয়ালি হয়েছিল? আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করি মুখ্যমন্ত্রীকে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে রোগ যখন সবচেয়ে প্রকট হয় তখন তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। ১৯৫৫ সালে প্রথম তিন মাসে—আমার কাছে এখানে ডেটস আছে যখন ক্যাপ্টেন এস কে সেন ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল তখন বাজারে দেনা ছিল আমাদের কলেজের ৩ লক্ষ টাকার বেশী। সেই তিন লক্ষ টাকা বাজার দেনা শোধ করব্যর জন্য আমাদের কলেজের যা গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি ছিল তা ইম্পিরিয়াল ব্যাংকএ মর্টগেজ দিয়ে সেই টাকা নিতে হয়েছিল। গভর্নমেন্ট তখন দিয়েছিলেন মাত্র এক লক্ষ টাকা আমাদের বাজার দেনা শোধ করবার জন্য। তখন তিন লক্ষ টাকার উপর দেনা ছিল—সেই সময় এ্যাকচুয়ালি ছিল ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস—রুগী যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে, রুগী যখন মরছে তখন চিকিৎসা এল না—সেই ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিসএর অজুহাত এল কবে, না ১২ই মে ১৯৫৮ যখন সেই ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিসএর করাল ছায়া সরে গেছে। আমাদের যা অবস্থা, আমাদের যা রোগের লক্ষণ সেগুলি ছিল ক্রনিক্। ১৯১৬ সাল থেকে দারিদ্র্য—ক্রনিক্ যখন ডিজিজ তার জন্য এমার্জেন্সি মেজারএর প্রয়োজন হয় না—অর্ডিনান্সএর প্রয়োজন হয় না। ক্রনিক্ ডিজিজ, ক্রনিক্ প্রভার্টি, ক্রনিক্ ওয়ান্ট—এই যা ছিল তার চিকিৎসা বহুদিন পূর্বে করা উচিত ছিল। শ্রদ্ধেয় বন্ধু নারায়ণচন্দ্র রায় প্রত্যেক বার আর জি করএর কথা বলেছেন। আমি আর জি কর-এর কথা এ যাবত কাল বলি নি—তার কারণ সেটা সুশোভন হয় না বলে বলি নি, সেটা নারায়ণবাবু বলতেন। কিন্তু আজকে জিজ্ঞাসা করি যে ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিসএর অজুহাত দেখাচ্ছেন। এটা কি তাদেরই সৃষ্ট ব্যুমারাং নয়? এটা কি আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টএরই লজ্জার কথা নয়? যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কথা, তার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বললেন যেটাকে যাদবপুরের সঙ্গে তুলনা করা যায়; ন্যাশনাল মনুমেন্ট হিসেবে, তার এই দারিদ্রের কথা দুঃখের কথা এতদিন তাদের ব্যথিত করে নি, এত দিন তাদের বুকে বাজে নি—

ol. XX—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twentieth Session

(June-August, 1958)

(From 3rd June to 4th August, 1958)

The 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 23rd, 24th, 25th and 26th June and 2nd July, 1958

WEST BENGAL LEGISLATIVE
LIBRARY.
Date 5.9.61
Accn. No........
Catalg No........
Price ....

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNOR

Sreemati PADMAJA NAIDU.

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY, Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department except the Police and the Defence Branches, Departments of Finance, Development, Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Minister-in-charge of the Department of Food, Relief and Supplies and the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble KALI PADA MOOKERJEE, Minister-in-charge of the Police and Defence Branches of the Home Department.

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Department of Works and Buildings and the Department of Housing.

The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI, Minister-in-charge of the Department of Irrigation and Waterways.

The Hon'ble HEM CHANDRA NASKAR, Minister-in-charge of the Department of Fisheries and of the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

The Hon'ble SYAMA PRASAD BARMAN, Minister-in-charge of the Department of Excise.

The Hon'ble Dr. RAFIUDDIN AHMED, Minister-in-charge of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests except the Forests Branch.

The Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Department of Law and Local Self-Government and Panchayats.

The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA, Minister-in-charge of the Department of Land and Land Revenue.

The Hon'ble BHUPATI MAZUMDAR, Minister-in-charge of the Department of Commerce and Industries and Tribal Welfare.

The Hon'ble ABDUS SATTAR, Minister-in-charge of the Department of Labour.

The Hon'ble Rai HARENDRA NATH CHAUDHURI, Minister-in-charge of the Department of Education.

MINISTER OF STATE

Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY, Minister of State for the Jails Branch of the Home Department and for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

Hon'ble TARUN KANTI GHOSH, Minister of State for the Departments of Development and Refugee Relief and Rehabilitation.

Hon'ble Dr. ANATH BANDHU ROY, Minister of State in charge of the Department of Health.

DEPUTY MINISTERS

Sj. Satish Chandra Ray Singha, Deputy Minister for the Transport Branch of the Home Department.

Sj. Sourindra Mohan Misra, Deputy Minister for the Department of Education and Local Self-Government and Panchayats.

Sj. Tenzing Wangdi, Deputy Minister for the Department of Tribal Welfare.

Sj. Smarajit Bandyopadhyay, Deputy Minister for the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Sj. Rajani Kanta Pramanik, Deputy Minister for the Relief and Supplies Branches of the Department of Food, Relief and Supplies.

*Sj. Chittaranjan Roy, Deputy Minister for the Department of Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

Janab Syed Kazem Ali Meerza, Deputy Minister for the Department of Commerce and Industries.

Janab Md. Zia-ul-huque, Deputy Minister for the Department of Health.

Srijukta Maya Banerjee, Deputy Minister for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

Sj. Charu Chandra Mahanty, Deputy Minister for the Food Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. Jagannath Kolay, Deputy Minister for the Publicity Branch of the Home Department and Chief Government Whip.

Sj. Narbahadur Gurung, Deputy Minister for the Department of Labour.

PARLIAMENTARY SECRETARIES

*Janab Mohammad Sayeed Mia, Parliamentary Secretary for Relief Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Sj. Sankar Narayan Singha Deo, Parliamentary Secretary for Department of Health.

Sj. Ardhendu Sekhar Naskar, Parliamentary Secretary for Police Branch of Home Department.

Sj. Nishapati Majhi, Parliamentary Secretary for Department of Fisheries and the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Janab Md. Afaque Chowdhury, Parliamentary Secretary for the Development Department.

Sj. Kamala Kanta Hembram, Parliamentary Secretary for Development and Labour Departments.

*Sj. Ashutosh Ghosh, Parliamentary Secretary for the Department of Food, Relief and Supplies.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Speaker .. .. The Hon'ble SANKARDAS BANERJI.

Deputy Speaker .. .. Sj. ASHUTOSH MALLICK.

SECRETARIAT

Secretary .. .. Sj. AJITA RANJAN MUKHERJEA, M.SC., B.L.

Special Officer .. .. Sj. CHARU CHANDRA CHOWDHURI, B.L., Advocate.

Deputy Secretary .. .. Sj. A. K. CHUNDER, B.A. (HONS.) (CAL.), M.A., LL.B. (CANTAB.), LL.B. (DUBLIN), Barrister-at-law.

Assistant Secretary .. Sj. AMIYA KANTA NIYOGI, B.SC.

Registrar .. .. Sj. SYAMAPADA BANERJEA, LL.B.

Legal Assistant .. .. Sj. BIMALENDU CHAKRAVARTY, B.COM., B.L.

Editor of Debates .. .. Sj. KHAGENDRANATH MUKHERJI, B.A., LL.B.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Hameed, Hazi. [Hariharpur—Murshidabad.]
(2) Abdulla Farooquie, Janab Shaikh. [Garden Reach—24-Parganas.]
(3) Abdus Sattar, Janab. [Ketugram—Burdwan.]
(4) Abdus Shokur, Janab. [Canning—24-Parganas.]
(5) Abul Hashem, Janab. [Magrahat—24-Parganas.]

B

(6) Badiruddin Ahmed, Hazi. [Raiganj—West Dinajpur.]
(7) Badrudduja, Janab Syed. [Raninagar—Murshidabad.]
(8) Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath. [Rajnagar—Birbhum.]
(9) Bandyopadhyay, Sj. Smarajit. [Haringhata—Nadia.]
(10) Banerjee, Dr. Dhirendra Nath. [Balurghat—West Dinajpur.]
(11) Banerjee, Sjkta. Maya. [Kakdwip—24-Parganas.]
(12) Banerjee, Sj. Profulla Nath. [Basirhat—24-Parganas.]
(13) Banerjee, Sj. Subodh. [Joynagar—24-Parganas.]
(14) Banerjee, Dr. Suresh Chandra. [Chakdah—Nadia.]
(15) Banerji, Sj. Sankardas. [Tehatta—Nadia.]
(16) Barman, Sj. Syama Prasad. [Raiganj—West Dinajpur.]
(17) Basu, Sj. Abani Kumar. [Uluberia—Howrah.]
(18) Basu, Sj. Amarendra Nath. [Burtolla South—Calcutta.]
(19) Basu, Dr. Brindabon Behari. [Jagatballavpur—Howrah.]
(20) Basu, Sj. Chitto. [Barasat—24-Parganas.]
(21) Basu, Sj. Gopal. [Naihati—24-Parganas.]
(22) Basu, Sj. Hemanta Kumar. [Shampukur—Calcutta.]
(23) Basu, Sj. Jyoti. [Baranagar—24-Parganas.]
(24) Basu, Dr. Monilal. [Bally—Howrah.]
(25) Basu, Sj. Satindra Nath. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(26) Bera, Sj. Sasabindu. [Shyampur—Howrah.]
(27) Bhaduri, Sj. Panchugopal. [Serampore—Hooghly.]
(28) Bhagat, Sj. Budhu. [Mal—Jalpaiguri.]
(29) Bhagat, Sj. Mangru. [Mal—Jalpaiguri.]
(30) Bhandari, Sj. Sudhir Chandra. [Maheshtala—24-Parganas.]
(31) Bhattacharjee, Dr. Kanailal. [Howrah South—Howrah.]
(32) Bhattacharjee, Sj. Panchanan. [Noapara—24-Parganas.]
(33) Bhattacharjee, Sj. Shyamapada. [Jangipur—Murshidabad.]

Note.—Sj. stands for Srijut, and Sjkta. stands for Srijukta.

(34) Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna. [Sankrail—Howrah.]
(35) Bhattacharyya, Sj. Syamadas. [Panskura West—Midnapore.]
(36) Biswas, Sj. Manindra Bhusan. [Bongaon—24-Parganas.]
(37) Blanche, Sj. C. L. [Nominated.]
(38) Bose, Sj. Jagat. [Beliaghata—Calcutta.]
(39) Bose, Dr. Maitreyee. [Fort—Calcutta.]
(40) Bouri, Sj. Nepal. [Raghunathpur—Purulia.]
(41) Brahmamandal, Sj. Debendra Nath. [Kalchini—Jalpaiguri.]

C

(42) Chakravarty, Sj. Bhabataran. [Patrasayer—Bankura.]
(43) Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra. [Muchipara—Calcutta.]
(44) Chatterjee, Sj. Basanta Lal. [Itahar—West Dinajpur.]
(45) Chatterjee, Dr. Binoy Kumar. [Ranaghat—Nadia.]
(46) Chatterjee, Sj. Mihirlal. [Suri—Birbhum.]
(47) Chattopadhyay, Sj. Bijoylal. [Karimpur—Nadia.]
(48) Chattopadhyay, Dr. Hirendra Kumar. [Chandernagore—Hooghly.]
(49) Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna. [Mekliganj—Cooch Behar.]
(50) Chattoraj, Dr. Radhanath. [Labpur—Birbhum.]
(51) Chaudhuri, Sj. Tarapada. [Katwa—Burdwan.]
(52) Chobey, Sj. Narayan. [Kharagpur—Midnapore.]
(53) Chowdhury, Sj. Benoy Krishna. [Burdwan—Burdwan.]

D

(54) Das, Sj. Ananga Mohan. [Mayna—Midnapore.]
(55) Das, Dr. Bhusan Chandra. [Mathurapur—24-Parganas
(56) Das, Sj. Durgapada. [Rampurhat—Birbhum.]
(57) Das, Sj. Gobardhan. [Rampurhat—Birbhum.]
(58) Das, Sj. Gokul Behari. [Onda—Bankura]
(59) Das, Dr. Kanailal. [Ausgram—Burdwan].
(60) Das, Sj. Khagendra Nath. [Falta—24-Parganas.]
(61) Das, Sj. Mahatab Chand. [Mahisadal—Midnapore.]
(62) Das, Sj. Natendra Nath. [Contai North—Midnapore.]
(63) Das, Sj. Radha Nath. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(64) Das, Sj. Sankar. [Ketugram—Burdwan.]
(65) Das, Sj. Sisir Kumar. [Patashpore—Midnapore.]
(66) Das, Sj. Sunil. [Rashbehari Avenue—Calcutta.]
(67) Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra. [Sabong—Midnapore.
(68) Das Gupta, Sj. Khagendra Nath. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(69) Dey, Sj. Haridas. [Santipur—Nadia.]
(70) Dey, Sj. Kanai Lal. [Jangipara—Hooghly.]

(71) Dey, Sj. Tarapada. [Domjur—Howrah.]
(72) Dhar, Sj. Dhirendra Nath. [Taltola—Calcutta.]
(73) Dhara, Sj. Hansadhwaj. [Kulpi—24-Parganas.]
(74) Dhibar, Sj. Pramatha Nath. [Galsi—Burdwan.]
(75) Digar, Sj. Kiran Chandra. [Vishnupur—Bankura.]
(76) Digpati, Sj. Panchanan. [Khanakul—Hooghly.]
(77) Dolui, Dr. Harendra Nath. [Ghatal—Midnapore.]
(78) Dutt, Dr. Beni Chandra. [Howrah East—Howrah.]
(79) Dutta, Sjkta. Sudharani. [Raipur—Bankura.]

E

(80) Elias Razi, Janab. [Harishchandrapur—Malda.]

F

(81) Fazlur Rahman, Janab S.M. [Nakashipara—Nadia.]

G

(82) Ganguli, Sj. Ajit Kumar. [Bongaon—24-Parganas.]
(83) Ganguli, Sj. Amal Kumar. [Bagnan—Howrah.]
(84) Gayen, Sj. Brindaban. [Mathurapur—24-Parganas.]
(85) Ghatak, Sj. Shib Das. [Asansol—Burdwan.]
(86) Ghosal, Sj. Hemanta Kumar. [Hasnabad—24-Parganas.]
(87) Ghose, Dr. Prafulla Chandra. [Mahisadal—Midnapore.]
(88) Ghosh, Sj. Bejoy Kumar. [Berhampore—Murshidabad.]
(89) Ghosh, Sj. Ganesh. [Belgachia—Calcutta.]
(90) Ghosh, Sjkta. Labanya Prova. [Purulia—Purulia.]
(91) Ghosh, Sj. Parimal. [Beldanga—Murshidabad.]
(92) Ghosh, Sj. Tarun Kanti. [Habra—24-Parganas.]
(93) Golam Soleman, Janab. [Jalangi—Murshidabad.]
(94) Golam Yazdani, Dr. [Kharba—Malda.]
(95) Gupta, Sj. Nikunja Behari. [Malda—Malda.]
(96) Gupta, Sj. Sitaram. [Bhatpara—24-Parganas.]
(97) Gurung, Sj. Narbahadur. [Kalimpong—Darjeeling.]

H

(98) Hafizur Rahaman, Kazi. [Bhagabangola—Murshidabad.]
(99) Haldar, Sj. Kuber Chand. [Jangipur—Murshidabad.]
(100) Haldar, Sj. Mahananda. [Nakashipara—Nadia.]
(101) Halder, Sj. Ramanuj. [Diamond Harbour—24-Parganas.]
(102) Halder, Sj. Renupada. [Joynagar—24-Parganas.]
(103) Hamal, Sj. Bhadra Bahadur. [Joro Bangalow—Darjeeling.]

(104) Hansda, Sj. Jagatpati. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(105) Hansda, Sj. Turku. [Suri—Birbhum.]
(106) Hasda, Sj. Jamadar. [Binpur—Midnapore.]
(107) Hasda, Sj. Lakshan Chandra. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(108) Hazra, Sj. Parbati. [Tarakeswar—Hooghly].
(109) Hazra, Sj. Monoranjan. [Uttarpara—Hooghly.]
(110) Hembram, Sj. Kamalakanta. [Chhatna—Bankura.]
(111) Hoare, Sjkta. Anima. [Kalchini—Jalpaiguri.]

J

(112) Jalan, Sj. Iswar Das. [Barabazar—Calcutta.]
(113) Jana, Sj. Mrityunjoy. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(114) Jehangir Kabir, Janab. [Haroa—24-Parganas.]
(115) Jha, Sj. Benarashi Prosad. [Kulti—Burdwan.]

K

(116) Kar, Sj. Bankim Chandra. [Howrah West—Howrah.]
(117) Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra. [Egra—Midnapore.]
(118) Kazem Ali Meerza, Janab Syed. [Lalgola—Murshidabad.]
(119) Khan, Sjkta. Anjali. [Midnapore—Midnapore.]
(120) Khan, Sj. Gurupada. [Patrasayer—Bankura.]
(121) Kolay, Sj. Jagannath. [Kotulpur—Bankura.]
(122) Konar, Sj. Hare Krishna. [Kalna—Burdwan.]
(123) Kundu, Sjkta. Abhalata. [Bhatar—Burdwan.]

L

(124) Lahiri, Sj. Somnath. [Alipore—Calcutta.]
(125) Lutfal Hoque, Janab. [Suti—Murshidabad.]

M

(126) Mahanty, Sj. Charu Chandra. [Dantan—Midnapore.]
(127) Mahata, Sj. Mahendra Nath. [Jhargram—Midnapore.]
(128) Mahata, Sj. Surendra Nath. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(129) Mahato, Sj. Bhim Chandra. [Balarampur—Purulia.]
(130) Mahato, Sj. Debendra Nath. [Jhalda—Purulia.]
(131) Mahato, Sj. Sagar Chandra. [Arsha—Purulia.]
(132) Mahato, Sj. Satya Kinkar. [Manbazar—Purulia.]
(133) Mohibur Rahaman Choudhury, Janab. [Kaliachak—Malda.]
(134) Maiti, Sj. Subodh Chandra. [Nandigram North—Midnapore.]
(135) Majhi, Sj. Budhan. [Kashipur—Purulia.]
(136) Majhi, Sj. Chaitan. [Manbazar—Purulia.]
(137) Majhi, Sj. Jamadar. [Kalna—Burdwan.]
(138) Majhi, Sj. Ledu. [Kashipur—Purulia.]

(139) Majhi, Sj. Nishapati. [Rajnagar—Birbhum.]
(140) Majhi, Sj. Gobinda Charan. [Amta East—Howrah.]
(141) Majumdar, Sj. Apurba Lal. [Sankrail—Howrah.]
(142) Majumdar, Sj. Bhupati. [Chinsura—Hooghly.]
(143) Majumdar, Sj. Byomkes. [Bhadreswar—Hooghly.]
(144) Majumdar, Dr. Jnanendra Nath. [Ballygunge—Calcutta.]
(145) Majumder, Sj. Jagannath. [Krishnagar—Nadia.]
(146) Mallick, Sj. Ashutosh. [Onda—Bankura.]
(147) Mandal, Sj. Bijoy Bhusan. [Uluberia—Howrah.]
(148) Mandal, Sj. Krishna Prasad. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(149) Mandal, Sj. Sudhir. [Kandi—Murshidabad.]
(150) Mandal, Sj. Umesh Chandra. [Dinhata—Cooch Behar.]
(151) Mardi, Sj. Hakai. [Balurghat—West Dinajpur.]
(152) Maziruddin Ahmed, Janab. [Cooch Behar—Cooch Behar.]
(153) Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan. [Siliguri—Darjeeling.]
(154) Misra, Sj. Monoranjan. [Sujapore—Malda.]
(155) Misra, Sj. Sowrindra Mohan. [Ratua—Malda.]
(156) Mitra, Sj. Haridas. [Tollygunge—Calcutta.]
(157) Mitra, Sj. Satkari. [Khardah—24-Parganas.]
(158) Modak, Sj. Bijoy Krishna. [Balagarh—Hooghly.]
(159) Modak, Sj. Niranjan. [Nabadwip—Nadia.]
(160) Mohammad Afaque, Janab Choudhury. [Chopra—West Dinajpur.]
(161) Mohammad Giasuddin, Janab [Farakka—Murshidabad.]
(162) Mohammed Israil, Janab. [Naoda—Murshidabad.]
(163) Mondal, Sj. Amarendra. [Jamuria—Burdwan.]
(164) Mondal, Sj. Baidyanath. [Jamuria—Burdwan.]
(165) Mondal, Sj. Bhikari. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(166) Mondal, Sj. Dhwajadhari. [Ondal—Burdwan.]
(167) Mondal, Sj. Haran Chandra. [Sandeshkhali—24-Parganas.]
(168) Mondal, Sj. Rajkrishna. [Hasnabad—24-Parganas.]
(169) Mondal, Sj. Sishuram. [Bankura—Bankura.]
(170) Muhammad Ishaque, Janab. [Swarupnagar—24-Parganas.]
(171) Mukherjee, Sj. Bankim. [Budge Budge—24-Parganas.]
(172) Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(173) Mukherjee, Sj. Pijus Kanti. [Alipurduars—Jalpaiguri.]
(174) Mukherjee, Sj. Ram Lochan. [Chatra—Bankura.]
(175) Mukherji, Sj. Ajoy Kumar [Tamluk—Midnapore.]
(176) Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal. [Ondal—Burdwan.]
(177) Mukhopadhyay, Sjkta. Purabi. [Vishnupur—Bankura.]
(178) Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath. [Behala—24-Parganas.]
(179) Mukhopadhyay, Sj. Samar. [Howrah North—Howrah.]
(180) Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid. [Sukea Street—Calcutta.]
(181) Murmu, Sj. Jadu Nath. [Raipur—Bankura.]
(182) Murmu, Sj. Matla. [Malda—Malda.]
(183) Muzaffar Hussain, Janab. [Goalpokher—West Dinajpur.]

N

(184) Nahar, Sj. Bijoy Singh. [Chowringhee—Calcutta.]
(185) Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar. [Magrahat—24-Parganas.]
(186) Naskar, Sj. Gangadhar. [Baruipur—24-Parganas.]
(187) Naskar, Sj. Hem Chandra. [Bhangar—24-Parganas.]
(188) Naskar, Sj. Khagendra Nath. [Canning—24-Parganas.]
(189) Noronha, Sj. Clifford. [Nominated.]

O

(190) Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md. [Entally—Calcutta.]

P

(191) Pakray, Sj. Gobardhan. [Raina—Burdwan.]
(192) Pal, Sj. Provakar. [Singur—Hooghly.]
(193) Pal, Dr. Radhakrishna [Arambagh—Hooghly.]
(194) Pal, Sj Ras Behari. [Contai South—Midnapore.]
(195) Panda, Sj. Basanta Kumar. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(196) Panda, Sj. Bhupal Chandra. [Nandigram South—Midnapore.]
(197) Pandey, Sj. Sudhir Kumar. [Binpur—Midnapore.]
(198) Panja, Sj. Bhabaniranjan. [Daspur—Midnapore.]
(199) Pati, Dr. Mohini Mohan. [Debra—Midnapore.]
(200) Pemantle, Sjkta Olive. [Nominated.]
(201) Platel, Sj. R. E [Nominated.]
(202) Poddar, Sj. Anandilall [Jorasanko—Calcutta.]
(203) Pramanik, Sj. Rajani Kanta. [Panskura West—Midnapore.]
(204) Pramanik, Sj. Sarada Prasad. [Mathabhanga—Cooch Behar.]
(205) Prasad, Sj. Rama Shankar. [Beliaghata—Calcutta.]
(206) Prodhan, Sj Trailokyanath. [Ramnagar—Midnapore.]

R

(207) Rafiuddin Ahmed, Dr. [Deganga—24-Parganas.]
(208) Rai, Sj. Deo Prakash. [Darjeeling—Darjeeling.]
(209) Raikut, Sj. Sarojendra Deb. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(210) Ray, Dr. Anath Bandhu. [Bankura—Bankura.]
(211) Ray, Sj. Arabinda. [Amta West—Howrah.]
(212) Ray, Sj. Jajneswar. [Mainaguri—Jalpaiguri.]
(213) Ray, Dr. Narayan Chandra [Vidyasagar—Calcutta.]
(214) Ray, Sj. Nepal. [Jorabagan—Calcutta.]
(215) Ray, Sj. Phakir Chandra. [Galsi—Burdwan.]
(216) Ray Chaudhuri, Sj. Sudhir Chandra. [Bortala North—Calcutta.]
(217) Roy, Sj. Atul Krishna. [Deganga—24-Parganas.]
(218) Roy, Sj. Bhakta Chandra. [Manteswar—Burdwan.]
(219) Roy, Dr. Bidhan Chandra. [Bowbazar—Calcutta.]

(220) Roy, Sj. Jagadananda. [Falakata—Jalpaiguri.]
(221) Roy, Dr. Pabitra Mohan. [Dum Dum—24-Parganas.]
(222) Roy, Sj. Pravash Chandra. [Bishnupur—24-Parganas.]
(223) Roy, Sj. Rabindra Nath. [Bishnupur—24-Parganas.]
(224) Roy, Sj. Saroj. [Garbetta—Midnapore.]
(225) Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar. [Baruipur—24-Parganas.]
(226) Roy Singha, Sj. Satish Chandra. [Cooch Behar—Cooch Behar.]

S

(227) Saha, Dr. Biswanath. [Jangipara—Hooghly.]
(228) Saha, Sj. Dhaneswar. [Ratua—Malda.]
(229) Saha, Dr. Sisir Kumar. [Nalhati—Birbhum.]
(230) Sahis, Sj. Nakul Chandra. [Purulia—Purulia.]
(231) Sarkar, Sj. Amarendra Nath. [Bolpur—Birbhum.]
(232) Sarkar, Dr. Lakshman Chandra. [Ghatal—Midnapore.]
(233) Sen, Sj. Deben. [Cossipore—Calcutta.]
(234) Sen, Sjkta. Manikuntala. [Kalighat—Calcutta.]
(235) Sen, Sj. Narendra Nath. [Ekbalpur—Calcutta.]
(236) Sen, Sj. Prafulla Chandra. [Khanakul—Hooghly.]
(237) Sen, Dr. Ranendra Nath. [Manicktola—Calcutta.]
(238) Sen, Sj. Santi Gopal. [English Bazar—Malda.]
(239) Sengupta, Sj. Niranjan. [Bijpur—24-Parganas.]
(240) Shukla, Sj. Krishna Kumar. [Titagarh—24-Parganas.]
(241) Singha Deo, Sj. Shankar Narayan. [Raghunathpur—Purulia.]
(242) Sinha, Sj. Bimal Chandra. [Kandi—Murshidabad.]
(243) Sinha, Sj. Durgapada. [Murshidabad—Murshidabad.]
(244) Sinha, Sj. Phanis Chandra. [Karandighi—West Dinajpur.]
(245) Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath. [Tufanganj—Cooch Behar.]

T

(246) Tah, Sj. Dasarathi. [Raina—Burdwan.]
(247) Taher Hossain, Janab. [Mirapur—Burdwan.]
(248) Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna. [Dinhata—Cooch Behar.]
(249) Tarkatirtha, Sj. Bimalananda. [Purbasthali—Burdwan.]
(250) Thakur, Sj. Pramatha Ranjan. [Haringhata—Nadia.]
(251) Trivedi, Sj. Goalbadan. [Bharatpur—Murshidabad.]
(252) Tudu, Sjkta. Tusar. [Garbetta—Midnapore.]

W

(253) Wangdi, Sj. Tenzing. [Siliguri—Darjeeling.]

Y

(254) Yeakub Hossain, Janab Mahammad. [Nalhati—Birbhum.]

Z

(255) Zia-Ul-Huque, Janab Md. [Baduria—24-Parganas.]

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 16th June, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 215 Members.

[3—3-10 p.m.]

Adjournment Motions

Mr. Speaker: There are two adjournment motions, one of Sj. Jatin Chakravorty and the other of Dr. Ranendra Nath Sen, regarding the present strike in the Calcutta Port. I might inform both the honourable members that I have disallowed both the motions. As is customary, you may read out the motions.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: My motion runs thus: The business of the House do stand adjourned to discuss a definite matter of public importance and of recent occurrence, viz., the employment of Calcutta Police Force on a large scale to terrorise the Calcutta Port workers who are on strike from today on the issue of the implementation of the Chowdhury Commission's recommendations, and the utilisation of National Volunteer Corps to break the strike, even though the strike is legal and there has been no emergency in the Port area and the workers are absolutely peaceful.

স্যার, একটা গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, মাদ্রাজ অলরেডি কিল্ড।

Mr. Speaker: Please sit down. The Speaker is on his legs. Don't infringe the rule of the House.

Dr. Ranendra Nath Sen: My motion runs thus: The Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., the failure of the State Government to move the Union Government to settle the dispute between the Port and Dock authorities of Calcutta and their workers as a result of which nearly 30,000 workmen have been forced to strike from the 15th of June midnight and also the employment of National Volunteer Force by the State Government to break the strike.

আমি অনুরোধ করি চীফ মিনিস্টার একটা স্টেটমেন্ট বা কালীবাবু একটা স্টেটমেন্ট করুন।

Mr. Speaker: Please sit down; I have given my ruling about this.

Demand for Grant

Major Head: "29—Police."

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 5,21,88,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police".

(Rs. 2,60,94,000 has been voted on account.)

Sir, Police expenditure in the Budget for 1958-59 amounts to Rs. 7,82,82,000 as against Rs. 7,81,93,000 in the revised 1957-58. There has

ractically been no increase in this year's budget over the last year's evised. For the information of the honourable members I give below the ctual expenditure in the State Budget from the year 1954-55 onwards on 'olice and another typical Welfare Department like Education Depart-ient. For Police in 1954-55 it was Rs. 5,96,25,000. In 1955-56 it went p to Rs. 6,81,54,000. In 1956-57 it was Rs. 7,13,36,000 and in the revised or 1957-58 it came up to Rs. 7,81,93,000. The present Budget provision is or Rs. 7,82,82,000. As compared with it the Education Department's udget in 1954-55 was Rs. 6,26,98,000. In 1955-56 it went up to ts. 9,21,41,000 and in 1956-57 it was Rs. 10,07,88,000. In 1957-58 it was ts. 12,33,25,000 while for 1958-59 it is Rs. 12,38,48,000.

It will be observed that although expenditure on Police has increased uring the last four years, the proportionate increase is much less than the ncrease in expenditure which the State is progressively incurring on Educa-ion. Revision of the pay scales of the Police force with effect from the st April, 1955, contributed to the somewhat large increase in Police xpenditure in 1955-56 over that of 1954-55. The increase in 1957-58 was nainly due to the grant of increased dearness allowance to the police force vith effect from the 1st April, 1957, and also to the accession of territories fter the reorganisation of States leading to increase in strength on account f the transferred areas. Those were the occasions when there was a large ncrease in expenditure on Police but nevertheless the percentage increase ver the expenditure in 1954-55 was much less than the corresponding ercentage increase in expenditure on major welfare departments as the ollowing figures will show. Percentage increase over 1954-55: Police—31 per cent., Education—97 per cent., Medical and Public Health—45 per cent., Agriculture and Fisheries—45 per cent., Industries—163 per ent., and Community Development Projects—266 per cent.

Although I am aware that expenditure on Police is somewhat heavy in our State, it cannot be curtailed, having regard to the special features of the State which I shall presently show.

After the partition, there has been a large influx of refugee population from East Bengal which is still continuing and this created new problems of law and order which have been accentuated by the lawless elements within the State. The police of our State has also to deal with a vast heterogeneous labour population.

We had to establish 154 Border Outposts along the entire length of Indo-Pakistan border which is now about 1300 miles. There have been frequent armed incursions into the State and our Border Outposts on this side had, therefore, to be manned with armed forces at an increased cost. An elaborate wireless network had to be set up and modern weapons provided for the purpose of defending the border.

All-out efforts by the Police to control crime succeeded in bringing down the volume of crime gradually as will be borne out by the figures of three typical major crimes from 1953 to 1957. Dacoity—in 1953 the number was 707, in 1954 it came down to 688, in 1955 it was 559, in 1956 it rose to 689 due to the accession of territories from Bihar and in 1957 it came down to 495. Robbery—in 1953 the number was 996, in 1954 824, in 1955 643, in 1956 835 and in 1957 791. Burglary—in 1953 the number was 13,605, in 1954 12,513, in 1955 11,456, in 1956 13,073 and in 1957 11,872.

[3-10—3-20 p.m.]

In Calcutta there was no armed dacoity in 1957 and only one case of armed robbery out of 24 robbery cases. In two instances the Police

intercepted and effected arrests of the members of gangs who were about to commit dacoity. There were 3,122 instances of good work done by the Police in which the criminals were apprehended while committing or about to commit crimes. In the districts the Police succeeded in arresting 204 absconders. In making some of the arrests they showed exemplary courage and devotion to duty. They dealt with 4,803 criminals charged with suspicious activities under section 109 Cr.P.C. and 219 and 25,391 criminals under section 110 Cr.P.C. and B.C.L.A. Act respectively. These preventive arrests and vigilance had considerable influence in keeping crimes under control in a period of growing scarcity.

The Enforcement Branch deployed their full resources towards the prevention and detection of anti-social activities in the State and their work was widely appreciated. In 1957, in Calcutta as many as 11,362 cases were detected by the Enforcement Branch for violation of Control orders, adulteration of food, short weight, etc., in which 18,542 persons were involved. Besides, this Branch dealt with 11,728 rowdies, 3,090 missing persons and also rounded up 5,996 beggars and vagrants. In districts, 30,365 cases were instituted of which 24,691 cases involving 28,180 persons ended in conviction.

The Forensic Science Laboratory which started functioning from June, 1955, with only Toxicological and Biological sections was expanded during the year 1957. The Physical Laboratory was set up and equipped with modern apparatus and foot-print and note-forgery sections were transferred from the C I D to the Physical Section of the Laboratory. Many types of examination, which could not be undertaken before for want of proper equipments and trained personnel, were introduced in the field of analysis. 11,780 articles were examined in the Laboratory in 1957. The Laboratory undertakes the analysis of exhibits of the neighbouring States of Bihar, Orissa, Assam, Manipur, Tripura, Andaman and Nicobar Islands and certain Departments of the Government of India. A sum of Rs. 64,898 will be recovered from these States for the work done in the year 1957.

Traffic continued to be a difficult problem as before but efforts were made throughout the year to improve the traffic conditions of the city. The Traffic Department, apart from elaborate arrangements during the festive occasions, were called upon to shoulder extra responsibility during the visits of V.I.Ps. The magnitude of the problem can easily be imagined by the fact that 1,74,114 traffic cases were dealt with in 1957 as against 1,67,876 in 1956. The Traffic Training School continued to function well. Road safety propaganda was intensified in different congested areas of the city and suburbs. Education of students of schools and colleges in road-sense was taken up in right earnest. In this endeavour, the Traffic Department responded to public requests and took part in road safety demonstrations for children.

The increasingly good relation between the police and the public and spontaneous and mutual co-operation contributed much to the maintenance of law and order in the State. Numerous voluntary letters of appreciation have been received from the members of the public. Voluntary organisations like the Special Constabulary and the Vigilant Parties in Calcutta and the Village Resistance Groups in the districts rendered splendid service in this sphere. The Special Constabulary consists of 125 officers of command and 798 rank and file. The number of Vigilant Parties in Calcutta is 101 which includes 4,540 persons. Besides performing patrol duties with the Police, the Vigilant Parties in 69 instances assisted the police in apprehending persons while committing or about to commit crimes. The number of Village Resistance Groups is 40,281 which consist

of 1,375,229 members spreading all over the State. They succeeded in arresting 65 dacoits and there were 460 instances of their good work on record in which they arrested a good number of thieves and burglars and recovered stolen properties from the criminals.

1957 was a year of great stress and strain for the Police. The year opened with the General Election in which police had to work under enormous pressure with remarkable courage, patience and fortitude. Owing to the visits of the Prime Ministers of China, Poland and Burma and their Holinesses Dalai Lama and Panchen Lama, the police had to work under heavy strain in order to make their visits successful. In spite of heavy additions to their normal duties police nevertheless continued to discharge their normal duties and were also able to maintain unrelenting control over the crime situation in the State as the figures of crime I have already given will show.

I believe, Sir, I have given a fairly general idea of the activities and achievements of the police during the last year. At the same time I realise that there is no cause for complacency and that we should constantly endeavour to improve the efficiency of the police organisation and I assure the honourable members that I shall spare no efforts in this direction.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

[*Mr. Speaker: The cut motions are taken as moved.*]

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Amarendra Nath Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head. "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17 Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21 88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88 000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobardhan Pakray: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5 21 88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs 100

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5 21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17 Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100

Sj. Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haridas Mitra: Sir I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100

Sj. Hemanta Kumar Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21 88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head. "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sjkta. Labanya Prova Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Misra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sjkta. Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs 100

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Janab S. A. Farooquie: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head. "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Cupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Samar Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head. "29—Police" be reduced by Rs 100

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Suhrid Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Janab Syed Badrudduja: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Sj. Canesh Chosh:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কতকগুলি ফিগার আমাদের পুলিসমন্ত্রী মহাশয় এক্ষুণি দিলেন। যেকথা বাজেট ফিগার থেকে বলে গেলেন না, সেটা হচ্ছে বাজেটের এখানে ওখানে পুলিস খাতে ধরা হয়েছে, প্রকাশ্যে যা বলা হয় নাই, যেমন লস অফ সেল অফ সার্বসিডাইজ ফুড সব মিলিয়ে ১০ কোটি ৮৮ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার কথা বলে গেলেন না। সেটা হিসেব করে ধরলে দেখা যাবে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু ৪·৪ টাকা খরচ তাঁরা করছেন। স্বাধীনতার

আগে টোটাল খরচ সারা বাংলার জন্য ৪ কোটি টাকা। আর কংগ্রেসী আমলে মাথাপ্রতি তাঁরা খরচ করছেন ৪·৪ টাকা। এই কথাটা পুলিসমন্ত্রী বলে গেলেন না। (এ ভয়েসঃ চেপে গেলেন।) পুলিসী খরচ বেড়েছে এইকথা তিনি বলে গেলেন। কিন্তু সেই খরচ কি করে বেড়েছে দেখুনঃ

১৯৫৪-৫৫ সালে ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা; ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬ কোটি ৮১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা; ১৯৫৬-৫৭ সালে ৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা; ১৯৫৭-৫৮ সালে হয়েছে ৭ কোটি ৮১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা; আর বর্তমান বছরে ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে ধরা হয়েছে ৮ কোটি ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। এটা তিনি স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ গত বার বছরে ২ কোটি টাকা পুলিস বাজেটে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের পুলিসমন্ত্রী প্রমাণ করে দিলেন যে শিক্ষা খাতে এত টাকা বেড়েছে, আর পুলিসে এতটুকু বেড়েছে, স্বাস্থ্য খাতে এত টাকা বেড়েছে, আর পুলিস খাতে এতটুকু বেড়েছে। কিন্তু যে এইটুকু—তার মানে মাথাপিছু ৪·৪ টাকা হয়েছে সেকথা বলে গেলেন না। সেই পরিমাণে পুলিসী এফিসিয়েন্সির নমুনা দেখুন।

3-20—3-30 p.m.]

উনি কতকগুলি ফিগার দিলেন তাতে বোঝাতে চাইলেন যে ক্রাইম কমেছে। কিন্তু সম্প্রতি দশ দিন আগে পুলিস কনফারেন্স হয় আই. জি. পি-র সভাপতিত্বে। সেখানে পুলিসমন্ত্রী মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সেখানে যে ফিগার দিয়েছিলেন তার মধ্যে রবারির কথা বললেন, বার্গলারির কথা বললেন, কিন্তু মার্ডারের কোন রিপোর্ট দিলেন না। সেই রিপোর্টে বলেছেন -

> except for dacoity which had shown a fair downward trend during the last 10 years other categories of crime were increasing—
>
> 1955 report—512
>
> 1956 report—604
>
> 1957 report—778
>
> Theft 1955—14,712
>
> ,, 1956—18,607
>
> ,, 1957—22,607
>
> Murder 1955—310
>
> ,, 1956—345
>
> ,, 1957—475

এইকথা সেই কনফারেন্সে তিনি সম্পূর্ণ চেপে গিয়েছেন। এই হচ্ছে কি এফিসিয়েন্সি? এফিসিয়েন্সি বাড়াবার জন্য যে পরিমাণ টাকা বাড়ানো হচ্ছে, সেই পরিমাণে ইনএফিসিয়েন্সি বাড়ছে; সেই পরিমাণে ক্রাইম বাড়ছে; সেই পরিমাণে পুলিসের সংগে, মন্ত্রিমহাশয়ের পুলিসের সংগে দুর্বৃত্তদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। স্পীকার মহোদয়, আমি আপনার কাছে কতকগুলি ইন্টারেস্টিং খবর দেব। এটা হচ্ছে কংগ্রেসী গণতন্ত্র, কারণ দুইদিন আগে সাধারণ আলোচনার সময় ঐপক্ষের একজন দায়িত্বশীল নেতা বলে গেলেন যে, আমাদের এটা টোটালিটেরিয়ান স্টেট নয় যে গোলায় ধান মজুত আছে আমরা খপ করে তা তুলে নিয়ে আসব। এ জিনিস চীনে চলে, এ জিনিস রাশিয়ায় চলে। আমাদের গণতন্ত্রে তা ধরা যায় না। এখানে এই কংগ্রেসী গণতন্ত্রের নমুনা দেখুন। এই কংগ্রেসী গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, এই পুলিসের জন্য মাথাপিছু ৪·৪ টাকা প্রত্যেক বৎসর খরচ হয় অথচ সেখানে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। পোর্টে মেটিয়াবুরুজে মহাদেও সিং বলে একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে আমাদের পুলিস কমিশনার বিনা বিচারে আটক রাখার অভিযোগ দিয়েছেন। সেই অভিযোগ হচ্ছে নাম্বার ৩৬৭৩ ডি, ডি, তারিখ ২০এ এপ্রিল ১৯৫৮, তার থার্ড আইটেম—

> That on 13th December 1957, at about 11 p.m. you had been to the sweetmeat shop of Mangal Prosad Halwai at 42, Garden Reach

Road, and took tea. But you refused to pay the price when demanded and on protest you threatened Mangal Prosad with assault.

বাঃ, বাঃ, দেশে, স্পীকার, স্যার, আইনকানুন আছে কিনা, না বিনা বিচারেই শাসন চালাতে হবে যে পুলিসমন্ত্রী মহাশয়কে চা খেয়ে দাম না দেবার জন্য তাকে বিনা বিচারে আটক করতে হবে। এখানে তার অপরাধের কথা আছে যে চা খাবার পর দাম না দেবার জন্য তাকে আটকে রাখা হয়েছে। এই কংগ্রেসী সরকার ধ্বংস হোক, একে যদি গণতন্ত্র বলে তবে তা ধ্বংস হোক। মিস্টার স্পীকার, স্যার, দুইমাস আগে খাদ্য আন্দোলন হল উত্তর বাংলায়। আপনার কাছে মালদা জেলার কথা বলছি। পুলিস সেখানে বিনা বিচারে আটক করেছে। এই যে আটক করছেন তার অভিযোগ দিয়েছেন নং ১২, তারিখ ১১ই এপ্রিল ১৯৫৮, তার ফার্স্ট আইটেম—

You along with others went to Babulchandi, Malda, Gajol and Bamungola police-station areas, district Malda, to organise the refugees and the peasants and bring them to Englishbazar town on 28th April, 1956, during the visit of Sm. Renuka Ray, the then Minister, Government of West Bengal, for representing their various grievances before the Minister.

এই হল এক নম্বর। দুই নম্বর হচ্ছে—

On 23rd August, 1957, you addressed

[Interruptions from Congress Benches.]

Mr. Speaker: The Opposition is entitled to make any charges they want to and it is for the Treasury Bench to answer them. I do not want interruptions from either side. Let the speech continue uninterrupted.

Sj. Ganesh Ghosh:

শুনুন স্যার এখানে কতকগুলি তারিখ দেওয়া হয়েছে টোয়েন্টি-থার্ড অগাস্ট, থার্টিএথ অগাস্ট, ফোর্থ সেপ্টেম্বর, সিক্সথ সেপ্টেম্বরএর সেকেন্ড আইটেম হচ্ছে—

You addressed the said meetings criticising, among others, the alleged failure of the Government to mitigate the sufferings of the people and advocating the hunger-marchers' rally on 6th September 1957.

আরেকটা আইটেম মিস্টার স্পীকার স্যার, এই বিনা বিচারে আটক রাখবার—

You attended an emergent secret meeting held in the C.P.I. Office at Englishbazar town, Malda, from 14th March 1958 to 16th March 1958 where the food and economic situation of the district, the alleged complacent attitude of the Government towards the food problem were also discussed and pending final decision at an all-party convention to be held on 20th March 1958, it was decided to bring hunger-marchers' rallies from the rural areas of the district to make demands on the food issue including non-realisation of various loans and taxes and remission of land revenue this year (1958), formation of all-party food and relief committees in every Union, introduction of test relief work on a wider scale, grant of gratuitous relief to the unemployed and the invalid, construction of at least two wells or tube-wells in every village, etc.

অপরাধটা কি মিঃ স্পীকার? গ্রামে দুটো টিউবওয়েল চাই, টি-আর ওয়ার্ক কর, খাবারের দাম কমাও, এই দাবী করে এই অপরাধে কি কেউ আটক থাকতে পারে? এই যদি হয় তাহলে এই গভর্নমেন্ট ধ্বংস হোক গণতন্ত্র ধ্বংস হোক। কমিউনিস্ট পার্টি মেম্বারদের ১৯৫৮ সালে আটক রাখা হয়েছিল।

Mr. Speaker: You are certainly entitled to make criticisms but do not go on cursing like an old woman.

Sj. Ganesh Ghosh:

স্যার, এঁরা ডিমোক্রেসির কথা বলেন,
they talk of democracy of course it is Congress democracy.

১৯৪৮-৪৯ সালে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি মেম্বারদের আটকে রাখা হত এই অজুহাতে যে ১৯২৩ সালে আপনি অমুক আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন—১৯২৯ সালে মেছুয়াবাজারে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন—১৯৩০ সালে অমুক মামলায় জড়িত হয়েছিলেন—

Sj. Bankim Mukherji: You are complaining of our impotence. Do you want us to break their heads.

Mr. Speaker: Don't be too literal about it.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিস্টার স্পীকার, আমরা ইমপোটেন্ট নই, যদি ইমপোটেন্ট হয় তবে এই পুলিস মিনিস্টার দশ বছর হয়ে গেল তিনি পুলিসকে সংযত করতে পারেন না, দুর্বৃত্তদের সঙ্গে তাঁর যোগ আছে। একটা কথা কলকাতায় প্রচলিত আছে, ১৯৪৮ সালে ডিকসন লেনে যে মার্ডার হয়েছিল তার সঙ্গে পুলিস মিনিস্টারের যোগ আছে। তা যদি না হয়, পুলিস মিনিস্টারের হাত যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে এনকোয়ারি হোক। সেই দশ বছরে বেশি দূর অগ্রসর হয় না। ইংরেজ আমলে, মেছোবাজার ষড়যন্ত্রে ছিলাম বলে, ১৯৪৮ সালে আটকে থাকতে হয়েছিল, ১৯৫৮ সালে খাবারের দাম কমাও, টিউবওয়েল সেট-আপ করতে বললে আটকে থাকতে হয়, এই কংগ্রেস সরকার জিন্দাবাদ! আমি কতকগুলি খবর চাই যে খবরগুলি ডাঃ রায়, হোম মিনিস্টার, পুলিস মিনিস্টার উড়িয়ে দিতে চান। সে খবরগুলি হচ্ছে—বড়বাজারে টেলিফোনের ব্যাপারে যারা ধরা পড়েছিল সেই টেলিফোন মামলার কি হল আমরা জানতে চাই। কত টাকা বড়লোক মাড়োয়ারীরা যারা, তারা পুলিসের পকেটে দিয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই। হ্যারিসন রোডে বাজেরিয়ার কতগুলি সোনা ধরা পড়ল—সে কোথায় গেল, সুরজমল নাগরমলের বাড়ি তা কোথায় গেল, কার বাড়িতে গেল, নাগরমলের ব্যাঙ্ক থেকে কত টাকা পুলিস অফিসারদের পকেটে গিয়েছে আমরা জানতে চাই। কলকাতা মেডিকেল কলেজএ ব্লাড ব্যাঙ্কের যে চুরি হয়েছিল বড় বড় অফিসাররা যা বলেছে তাতে চুরির কোন সুরাহা হয়েছে কিনা জানতে চাই। ভদ্রেশ্বরে ২০ হাজার টাকার রেলের চোরাই মাল ধরা পড়ল এবং সে সম্বন্ধে কংগ্রেসী স্থানীয় এম এল এ ইন্টারফেয়ার করলে যে পুলিস অফিসার সেটা ধরেছিল তাকে ট্রান্সফার করা হল কেন—সেটা কি পুলিস মিনিস্টার খবর রাখেন? পুলিস গিয়ে চোরাই জিনিস ধরলে সেই অফিসারকে টেলিগ্রামে ট্রান্সফার করা হল, কি অজুহাতে করা হল? এই যে পুলিস এদের অপদার্থতার কথা বরাবরই বলা হয়েছে বিশেষ করে থানায় যে পুলিস অফিসার মারধোর করে বেআইনীভাবে তার কি হবে? ডাঃ রায় বলেছিলেন—আমার কাছে খবর দেবেন, আমি স্টেপ নেব।

[3-30—3-40 p.m.]

১৯৫৪ সালের ১৫ই এপ্রিল ৪।৬ রাণীব্র্যাঞ্চ রোডে একটি ছেলে, নাম সত্যনারায়ণ দে, তাদের ঘরের খোলা বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ বেলা সাড়ে নয়টাতে পুলিস এসে খপ করে তাকে অ্যারেস্ট করে চিৎপুর পুলিস থানায় নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সার্জেন্ট বিশ্বাস তাকে অমানুষিকভাবে প্রহার করতে থাকে। প্রহারের চোটে তার গায়ে ৫।৬টা ঘা হয়, এক-একটা ঘা এক ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চি। তার ফলে তাকে আর, জি, কর হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। পুলিসের উর্ধ্বতন অফিসারকে জানানো হল, মিনিস্টারকে জানানো হল—কি করা হল? কিছুই করা হল না। তারপর তার বাপ কেস করলেন। সেই কেস করার পর ডাঃ রায় আমাকে এক চিঠি লিখলেন—

"My dear Ganesh, you will realise, therefore, that it would be difficult for me to intervene at this stage because the Magistrate is already making a judicial enquiry. I am keeping touch with the case and as soon as the enquiry is over, I shall be in a position to come to a decision. I may say also that I have had enquiries made departmentally, but I cannot give you the details at this stage."

এটা যেন গোপনে বলছেন? তার মানে তিনি এনকোয়ারি করে জেনেছেন, তারা মেরেছে, অন্যায় করেছে, অপরাধ করেছে। কিন্তু হল কি মহাশয়! তাঁর পুলিস গিয়ে বাড়িতে ধমকে দিলে, আর বাপ-মাকে হাতে-পায় ধরে কেস কম্প্রোমাইজ করা হল। কিন্তু ডাঃ রায় কি স্টেপস নিয়েছেন? মিস্টার স্পীকার, স্যার, সার্জেন্ট বিশ্বাসকে প্রসিকিউট করা হয়েছে? তাকে কি সাজা দেওয়া হয়েছে? উনি যে লিখেছিলেন—

> I may say also that I have had enquiries made departmentally, but I cannot give you the details at this stage.

সে ডিটেলস আজকে দিন। সমস্তই ধাপ্পাবাজী! মিঃ স্পীকার, স্যার, এ সমস্তই ধাপ্পাবাজী! পুলিস কিরকম গালাগালি করে লোকদের তা হয়তো আপনিও জানেন কিন্তু চীৎপুর থানা এদিক দিয়ে আর সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। চীৎপুর থানায় গেলে পুলিসরা যে শুধু গালাগালি করে তাই নয়। সেখানে এই পুলিসমন্ত্রীর অধীনে যেসব পুলিস আছে তারা ভাড়াটিয়া গুন্ডার কাজ করে। দুটি লোকের মধ্যে থাবড়া-থাবড়ি হল। তার একজনের সংগে লালবাজারের কিছু জানাশোনা আছে। সে লালবাজারে খবর দিল, লালবাজার সরগরম হল, আর সংগে সংগে চীৎপুর থানায় খবর গেল। পরের দিন দুপুর বেলায় চীৎপুর থানার পুলিস ১৪নং বারিপাড়া লেনের যোগীনাথ দে এবং আরও দুজন লোককে ধরে থানায় নিয়ে গেল এবং থানায় নিয়ে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করা হল। এ. এস. আই. করুণা ব্যানার্জি এই মারপিট চালায়। তারপর একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক—তিনি মুদ্রাণী প্রেসের মালিক—জামিন দেবার জন্য গিয়েছিলেন, নর্থ ডিস্ট্রিক্টের অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার তখন সেখানে উপস্থিত হল। তাঁর সাক্ষাতেই সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে গালাগাল দিয়ে বলা হল- বারিপাড়ায় যে মুদ্রাণী প্রেস সেখানে সবাই গুণ্ডা বদমায়েস, তাদের ছাড়া হবে না। আমি রেপ কেস জামিন দিতে পারি তবু এই কেসএ জামিন দেব না। পুলিসমন্ত্রী কৈফিয়ত দিন, কি করে একজন পুলিসের এ. এস. আই-এর এ সাহস হয়? যদি না পুলিসের সংগে কনফারেন্স করে না বলে দেওয়া হয় যে এরা কমিউনিস্ট তাদের হাতে পেলে যেন ছাড়া না হয়। আমি এই ব্যাপারটার প্রতিকারের জন্য পুলিসমন্ত্রী মহাশয়কে জানাই এবং এনকোয়ারি করবার জন্য অনুরোধ করি। মিস্টার স্পীকার, স্যার, তিনি আমাকে লিখলেন—জরুরী তদন্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আরও তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন—

> the result of the investigation will be intimated to you in due course.

কিন্তু তিন মাস কেটে গেল আমাকে কিছুই জানালেন না। শেষ কালে জানতে পেরেছি যে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাত-পা ধরেছে, ঘুষের প্রলোভন দিয়েছে, রেলওয়েতে ছেলের চাকরি করে দেবে বলেছে, ইত্যাদি। কিন্তু জেনেছি কিছুই করেন নি। মিঃ স্পীকার, স্যার, তারপর আমি গিয়েছিলাম পুলিস কমিশনার মিস্টার বাগচীর কাছে। সেই সময় উক্ত চীৎপুর থানার এ. এস. আই. করুণা ব্যানার্জি দুপুর বেলায় আর একটি বাড়িতে যায়—বাড়িটার নম্বর হচ্ছে ২০।১৩ অনাথ নাথ দেব লেন। বাড়ির মালিক বৃদ্ধ বাণীনাথ ভট্টাচার্যের বিনানুমতিতে দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে এবং মেয়েদের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করে এবং ঐ বাড়ির অপর একজন ভাড়াটিয়া এবং বৃদ্ধা মহিলা বাণীবাবুর স্ত্রীকে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে চার্জ কি জানতে চাইলে কোনও জবাব দেয় না। সে কেস এখনও চলছে। যে পুলিস অত্যাচার করলে তার কিছুই হল না। মিস্টার স্পীকার, স্যার, এ কেস সম্বন্ধেও আমি মন্ত্রি-মহাশয়কে জানিয়েছিলাম। উত্তরে তিনি জানিয়েছেন—

> The result of the enquiry will be intimated to you in due course.

আগেরটাতেও জানিয়েছিলেন যে আমাকে জানানো হবে কি তদন্তে দাঁড়াবে ইন ডিউ কোর্স, এটার বেলাতেও সেই ডিউ কোর্স। কিন্তু ডিউ কোর্সএ আমাকে কিছু জানালেন না। মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমার কাট মোশান দেবার পরে, কাট মোশানে ছাপা হবার পরে, ১০ই জুন ১৯৫৮ তারিখে আমাকে জানানো হয়েছে—

> The matter was thoroughly enquired into and proceedings have been drawn up against this man after putting him under suspension.

আগে তা জানিয়ে দেবার গরজ হল না—কাট মোশান দেওয়ার পরেই আমাকে জানালেন, হি হ্যাজ বিন আন্ডার সাসপেনশন।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আর একটা মর্মান্তিক ঘটনার কথা বলি। চীৎপুর পুলিস থানার অধীনে ৭০নং ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের ঘটনা। দুটো পরিবারের মধ্যে আগে ঘনিষ্ঠতা ছিল। দু' বাড়ির দুটি লোকের মধ্যে ঝগড়া গালাগালি ও মারামারি হয়। একটি স্কুলের ছেলে আর একটি বড়। যেটি বড় তার সংগে চীৎপুর থানায় জানাশোনা আছে। সে সংগে সংগে চীৎপুর থানায় অভিযোগ করলে যে সেই স্কুলের ছেলেটি তার ৫০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। চীৎপুরের পুলিস এসে তাকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গেল। থানায় নিয়ে তার প্রতি অমানুষিক খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাকে রাত্রি বারটা পর্যন্ত থানায় আটক রাখে। রবারি কেস, তার বাড়ি সার্চ করা হল না—বাড়ির বারান্দা থেকে, খপ করে তাকে ধরে থানায় নিয়ে গেল, আর বেল দেওয়া হল রাত ১টার সময়! ঘৃণায় ও অপমানে ছেলেটি শেষ রাত্রে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। সে অভিযোগ করে গিয়েছে—তার মরবার আগে লিখে রেখে গিয়েছে—আমার মরার জন্য দায়ী চীৎপুর থানার অফিসার। এ ঘটনার কথা সব কাগজেই বেরিয়েছে এবং তার বর্ণনা থেকে দেখা যায় তার মৃত্যুর জন্য সেই পুলিস অফিসার দায়ী যে ইনভেস্টিগেট করেছিল। আমরা গিয়েছিলাম মিস্টার বার্গাচ, অফিসিয়েটিং পুলিস কমিশনারের কাছে। তিনি বললেন—এ অভিযোগের খবর আমরা পেয়েছি, ইনভেস্টিগেট করে দেখা গেছে হ্যারাস করবার জন্যই এই মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে পারি কি, যারা এই মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে তাদের কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে? যদি গ্রেপ্তার না করা হয়ে থাকে তাহলে কেন হয় নাই জানতে চাই। আর যার বিরুদ্ধে সে লিখে রেখে গিয়েছে, যাকে সে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করে গিয়েছে, তাকে কি সাসপেন্ড করা হয়েছে? তার সংগে সেই অপর ব্যক্তিটির কি সম্পর্ক আমি জানতে চাই। এমনি করে মিঃ স্পীকার, স্যার, পুলিসের থানায় লোকের উপর মারপিট ও নানা রকমের অত্যাচার চলে, বড়লোকদের দালালী করে গরীবের উপর অত্যাচার চালায়।

[At this stage the blue light was lit.]

[3-40—3-50 p.m.]

আমার তো স্যার তিন মিনিট সময় এখনও বাকি আছে।

মিস্টার স্পীকার, স্যার, ১১-৩-৫৭ তারিখে বার্নপুরে ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্র্যাঞ্চে এক ভদ্রলোককে দারোগা সনাতন প্রামাণিক অমানুষিকভাবে প্রহার করে। তিনি থানায় গিয়ে এজাহার দেন—সনাতন প্রামাণিক আমাকে মারধোর করেছে, থানা থেকে কিছুই করা হল না। তারপর সে ভদ্রলোক

D.I.-G., Central, under Secretary, Government of India, Deputy Secretary, Government of West Bengal, and District Superintendent of Police,

এদেরকে তাঁর অভিযোগ লিখে জানান এবং বার্নপুরের এখানকার যিনি প্রতিনিধি তাঁর কাছেও লেখা হয়। তার ফল কি হল? একটা এনকোয়ারির প্রহসন হল। সে এনকোয়ারি করলে কে? সনাতন দারোগা নিজেই। সে এস, পি-কে জানিয়ে দিল—

The allegation could not be substantiated on enquiry.

এরই নাম আপনাদের এনকোয়ারি! এই ধরনের এনকোয়ারি কোথায়, কোন দেশে হয়? রাশিয়ার কথা, চায়নার কথা, এমন কি কেরালার কথা ছেড়েই দিলাম, যদিও এপক্ষে সেখানকার কথা যা বলা হয় তার দশ গুণ ওদিক থেকে বলা হয়। কিন্তু ওঁদের আদর্শস্থানীয় যেসব দেশ আছে তার কোথায় দেখিয়ে দিতে পারেন কি এই ধরনের এনকোয়ারি করা হয়ে থাকে—যে সনাতন দারোগা ভদ্রলোককে মারল তার এনকোয়ারির ভার সেই সনাতন দারোগার উপরই দেওয়া হল—পুলিসমন্ত্রী কি এর দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন?

মিস্টার স্পীকার, স্যার এইরকম শত শত ঘটনা এখানকার পুলিসের দ্বারা অহরহ ঘটে যাচ্ছে। পাণ্ডুয়ার একটা ঘটনার কথা বলি। ঘটনাটা বহু পুরাতন কিন্তু ধরা পড়েছে সম্প্রতি। বার বৎসর আগে পাণ্ডুয়ার দুর্গা কর্মকারকে খাবার সময় কতিপয় দুর্বৃত্ত এসে ধরে নিয়ে যায়

ও খুন করে। লাশ গায়েব হয়ে যায়। পরে দুর্গা কর্মকারের সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে যায় সেখানকার সব চেয়ে ধনী চালকলের মালিক প্রতাপশালী হাফেজ দায়ুদ রহমানের ভাই জাহেদ নবী। এগার বৎসর যাবৎ স্ত্রীলোকটি ঐ মুসলিম পরিবারে থাকে। হত্যার কোন কিনারা হয় না। এগার বৎসর পর ১৯৫৭ সালে হাফেজ দায়ুদ রহমানের চালকলের ছাইগাদা অপসারণের সময় উক্ত কঙ্কাল পাওয়া যায়। পুলিসের কাছে দুর্গা কর্মকারের স্ত্রী ঘটনার চাঞ্চল্যকর বিবরণ দেয়। তার কন্যাও ঘটনার অনেক বিবরণ প্রকাশ করে। আশ্চর্য ব্যাপার। যে যেদিন কঙ্কাল পাওয়া যায় সেদিন জাহেদ নবী নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপর জাহেদ নবীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বন্ধু আমাদের উপমন্ত্রী জিয়াউল হকের সাহায্যে তিনি পালিয়ে কোলকাতায় আসেন এবং এসে গোপনে পুলিসমন্ত্রীর সংগে দেখা করেন। এই পুলিসমন্ত্রীর থ্রু দিয়ে উনি পুলিসের বড় কর্তাদের সংগে আলাপ-আলোচনা করেন। আমরা একথাও জেনেছি যে তিনি একটা বড় হোটেলে বড় বড় পুলিস অফিসারদের একটা ককটেল পার্টিতে আপ্যায়িত করেন। তারপর এই ককটেল পার্টির পরে মন্ত্রীর উপদেশে সেই জাহেদ নবী আই. জি. অব পুলিস সরকার সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। স্বভাবতঃই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আই. জি. অব পুলিস নিজের স্টেনোকে দিয়ে প্রাইভেট গাড়িতে করে হুগলির দারোগা বীরেন মিত্রের কাছে এই অনুরোধ করে পাঠিয়ে দিলেন যে একে যেন অ্যাট ওয়ান্স বেল দেওয়া হয়। তার বেল হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আর যাতে কোন এনকোয়ারি না হয় সে চেষ্টা রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বড় অফিসাররা করছেন। এনকোয়ারি হবে কিনা জানি না, কিন্তু তাকে ট্রান্সফার করা হয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে আজকে তাঁর কৈফিয়ত শুনতে চাই। মিঃ স্পীকার, স্যার, টাইম হয়ে গেছে, অনেক কিছু আমার বলার থাকলেও আমি এখানে শেষ করছি।

Sj. Sudhir Chandra Roy Choudhuri:

স্পীকার মহাশয়, আমাদের পুলিসমন্ত্রী শিক্ষার সংগে পুলিসের খরচের তুলনা করলেন, কিন্তু শিক্ষার সংগে পুলিসের খরচের কি সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা আমার মতন সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। শিক্ষার চেয়ে পুলিস খাতে কম খরচ হচ্ছে, এটা যে রাজ্য পুলিসিরাজ্য বলে খ্যাত তার মন্ত্রীর পক্ষে বলা সম্ভব—কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মন্ত্রীর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তিনি এখানে কয়েকটা হিসাব দেখিয়ে দেখাতে চাইছেন যে, ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৭-৫৮ সালে খরচ কত হয়েছে। কিন্তু তার আগের খরচগুলোর বই উলটে দেখছি যে ১৯৪২-৪৩ সালে ভারত-ছাড় আন্দোলনের সময় পুলিস অ্যাকটিভিটি যখন খুব বেশি ছিল সেই অখণ্ড বাংলাদেশে খরচ ছিল ২ কোটি ৬৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। ১৯৪৬-৪৭ সালে যখন সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলেছিল তখন খরচ ছিল ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। ১৯৪৮-৪৯ সালে কোন পরিবর্তন হয় নি- ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। কিন্তু আজ বিভক্ত বাংলাদেশে আপনি পুলিসে খরচ করছেন ৭ কোটি ৮২ লক্ষ।

Total provision for Police as a whole in 1958-59 is Rs. 8,52,93,500.

তাহলে ১৯৪২-৪৩ সালে যা ছিল এখন তাই তিন গুণ। ১৯৫৬-৫৭ সালে যা ছিল এখন তার চেয়ে দু' গুণ বেশি। সুতরাং অহংকার করবার কিছু নাই। বড় পুলিস অফিসারদের একটা সোসাইটি হয়েছে, তাঁদের সংগে মন্ত্রীদের সম্পর্ক মিউচুয়াল সোসাইটি অব প্রোটেকশন, তাঁরা আপনাদের রক্ষা করছেন, আপনারা তাদের রক্ষা করছেন—এই তো হচ্ছে আপনাদের নীতি। এতে বড়াই করে বক্তৃতা করবার কিছু নাই। এতসব সত্ত্বেও পুলিসের কাজ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সমস্ত রাস্তায়—সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ, চৌরঙ্গী ইত্যাদি রাস্তায় বেওয়ারিশ ষণ্ড, গরু সারাদিন ধরে ঘুরে বেড়ায় এবং অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে। এগুলোকে ধরে খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থাও করা হয় না—ও'রা কিছুই দেখতে পান না। খালি এসপ্ল্যানেডে দেখা যায় যে কিছু পুলিস দাঁড়িয়ে আছে আর কয়েকজন সার্জেন্ট। সাত-আট দিন আগে শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না, অ্যাসেম্বলি থেকে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি রাস্তা জ্যামড্। প্রথমে ভাবলাম, পণ্ডিত নেহরুর আসবার কথা আছে নাকি—কই না তো—তারপর ভাবলাম মাড়োয়ারী বাবুদের বিয়ে-টিয়ে

ব্যাপার হবে। ঠিক তাই, কিন্তু একটিমাত্র পুলিস কনেস্টবল ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না প্রায় তিন কোয়ার্টার গাড়িতে আটকে থেকে। এই তো হচ্ছে আপনাদের পুলিসের কাজ।

[3-50—4 p.m.]

তারপর ডাকাতি, রাহাজানি, খুন প্রত্যেকটাই বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। ডিটেকশন হয় না, পানিশমেন্ট হয় না। দশ হাজারের উপর ক্রিমিন্যাল কেস পেন্ডিং। এগুলি ১৯৫০ সালের থেকে পেন্ডিং আছে। আমি এখানে ২৮৫নং বিবেকানন্দ রোডের একটা ঘটনার কথা বলব। এক ভদ্রলোকের একটা দর্জির দোকান—ক্যালকাটা টেলারিং ওয়ার্কস। রাত্রে দশটি তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়। ওর পাশেই থানা। একদিন রাত্রে দশটি তালা ভেংগে সেই দোকানে চুরি হল, তার চারটা সিউয়িং মেসিন এবং অর্ডার দেওয়া সমস্ত গারমেন্টস। সেই ভদ্রলোক পরের দিন সকালবেলা এসে দেখেন এই অবস্থা। থানায় ডায়েরি করলেন এবং তাঁর সাসপেক্টদের নাম করলেন। কিন্তু থানা থেকে কোনপ্রকার মুভ করা হল না। তিনি পরের দিন খবর পেলেন অমুক জায়গায় মাল পাওয়া যেতে পারে, থানায় গিয়ে সেকথা বললেন। থানা থেকে তারা বলল, আপনি আগে গিয়ে ধরুন, পরে আমাদের খবর দেবেন। এ নিয়ে বহু চিঠি দেওয়া হয়েছে, খবরের কাগজে পর্যন্ত আন্দোলন হয়েছে—মায় চীফ মিনিস্টারকে পর্যন্ত লেখা হয়েছে। দেখুন, একটা এনকোয়ারি পর্যন্ত হল না। কি করে আপনার পুলিস অফিসাররা? আর একটা ঘটনা বলি—একটা প্রাইভেট বিজনেসে পার্টনার পার্টনারে ঝগড়া—সেখানে হঠাৎ পুলিস গিয়ে হাজির হল, হামলা হল, মিথ্যে কেস সাজান হল। মানুষকে এভাবে অন্যায়পথে হ্যারাস করা হয়—এসব পুলিস অফিসারদের ধরুন, তাদের শাস্তি দিন। তারপর, আরও দেখুন, মাস্টার অ্যান্ড সার্ভেন্টএ ব্যাপার, কিনা একটা রংফুল ডিসমিসাল, মালিকের কাছে টাকা পাওনা আছে, টাকা দিয়ে দেবার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। ঐ ভদ্রলোক মোটা মানুষ, ৫৬ বৎসর বয়স তাঁর, নড়তে পারেন না, তাঁকে লেখা হল, 'সি মি অ্যাট ওয়ান্স'। অ্যান্টি-রাউডির নাম করে পুলিস কর্মচারীরা ধনীর সাহায্যে গরীবের উপর যে অত্যাচার চালাচ্ছে এগুলি আপনারা দেখেন না। এ সমস্ত প্রাইভেট ডিসপিউট এখানে অ্যান্টি-রাউডির নাম করে পুলিস কি করে আসতে পারে বুঝা যায় না--

why don't they refer these people to the Court?

আজকে এভাবে মাস্টার অ্যান্ড সার্ভেন্টএর ডিসপিউটই হোক, বা ল্যান্ডলর্ড অ্যান্ড টেনান্টএর মধ্যে ঝগড়াই হোক, পুলিস তার মধ্যে অংশ নিয়ে সমাজজীবনকে উত্যক্ত করে তুলেছে। এটা আপনারা লক্ষ্য করছেন না। পুলিসের কাজের মধ্যে প্রলোভনের যথেষ্ট সুযোগ ও পথ আছে, মানুষ নানাভাবে তাদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, এসব কথাও আপনাদের জানা আছে। সেজন্য পুলিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে তার খবর রাখা উচিত। ভিতরে ভিতরে কি হচ্ছে সেটা আপনারা লক্ষ্য করেন না। পুলিস কর্মচারীদের যদি সিকিউরিটি অব সার্ভিস থাকত, তবে তারা এতটা খারাপ কাজ করত না। না আছে তাদের সিকিউরিটি অব সার্ভিস, না আছে প্রোমোশন। হোল লাইফ অফিসিয়েটিং করছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। আমি একটা খবর দেব। সেটা পাওয়া যাবে সরকারী কাগজে—সেটা হচ্ছে জি, ও, নং ১২৯৯ জি, এ, তারিখ ১১ই এপ্রিল ১৯৫৬। ব্যাপারটা কি? না, ৯৭ জন লোক নেওয়া হবে, এর মধ্যে ১৬ জনকে প্রোমোশন দেওয়া হবে, আর সব ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হবে। সকলেরই জানা আছে এর মধ্যে আবার সুপারিশের ব্যাপারও আছে। ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টের মধ্যেও ব্যভিচার। থার্টি-টু ইঞ্চেস মিনিমাম বুকের ছাতি, ফাইভ ফিট ফাইভ ইঞ্চেস হাইট দরকার। একজন তার থার্টি-ওয়ান ইঞ্চ ছাতি, হাইটও তার কম, জানুয়ারি মাসে ট্রেনিং থেকে এসেছে। তারপর এপ্রিল মাসের কোন তারিখে সে একটা গুরুতর অপরাধ করে। ফলে ডেপুটি কমিশনার, সাউথ তাকে সাসপেন্ড করেন, তবু তাকে ডাইরেক্টলি রিক্রুট করা হয়। আরও দেখুন, ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট আপনারা ডাইরেক্ট রিক্রুট করছেন—৪০ বৎসর বয়সের লোক ধরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন? এসব কেন করছেন? ইন্সপেক্টর থেকে কেন প্রোমোশন দেওয়া হয় না? দুইটি উদাহরণ এইখানেই দিচ্ছি—একজন অরুণকুমার মুখার্জি আর একজন হরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—তিনিও বহাল হন ৪০ বৎসর বয়সে। আর যারা পড়ে আছেন, তারা চিরকাল পড়েই আছেন। এতে কি করে আপনারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ সত্যিকারের কিছু ভাল আশা করতে পারেন?

আর একটা গুরুতর অভিযোগের কথা বলব। পুলিসের নিয়ম আছে, কেউ ট্রেনিং নিয়ে ঢুকলে আর তাকে অফিসিয়েটিং করতে হয় না। কিন্তু কোথাও কোথাও ট্রেনিংএ থাকা সত্ত্বেও পনের বছর ধরে অফিসিয়েটিংএ রাখা হয়, তারপরে আবার প্রোবেশন করা হয় এবং তাঁকে কনফার্ম করবার পূর্বে আবার ট্রেনিংএ পাঠান হয়। যে পনের বছর ধরে চাকরি করছে আবার তার ট্রেনিং? একটি ভদ্রলোক তাকে খুন করা হল। তার নাম হচ্ছে আচার্য। তিনি বহুদিন অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছিলেন। তারপর তাঁকে বলা হল তুমি পরীক্ষা দাও। এ গ্রুপ, বি গ্রুপ পরীক্ষা তাঁকে দিতে বলা হল। এ গ্রুপ মানে কম্পিটেন্ট পুলিস অফিসার হতে হলে যা কিছু জানা উচিত সে সম্বন্ধে পরীক্ষা, আর বি গ্রুপ মানে রাইডিংএর পরীক্ষা। তিনি কম্পিটেন্ট পুলিস অফিসার হিসাবে পাশ করেছেন। কিন্তু বি গ্রুপএ এসে তিনি রাইডিং করতে পারলেন না। তিনি আই-জির হাত-পা ধরে বললেন, মহাশয়, আমার বয়স হয়ে গিয়েছে, আমি এখন রাইডিং কি করে পারব? তখন কি করা হল জানেন? তাকে বলা হল, তুমি ইমপার্টিনেন্ট, তোমাকে রাইডিং পাস করতেই হবে। তার ৫০ বছর বয়স হয়েছে, এতদিন তাকে টেম্পোরারি করে রেখে, এখন আবার তার রাইডিং ট্রেনিং নেবার কি সার্থকতা আছে? এতদিন যে টেম্পোরারি কাজ করছে তাতে তো দরকার হয় নি? এ হল এইচ. এন. সরকারের কারচুপি। তারপর তাকে পি. ডি. অ্যাক্টে দমদম জেলে ধরে রাখা হল, সেখানে সে মারা গেল। বাইরে প্রকাশ হল সে আত্মহত্যা করেছে। সে আত্মহত্যা করেছে, কি খুন হয়েছে, সে বিচার আমি সরকারের কাছে প্রকাশ্য জায়গায় দাবী করছি। আপনারা মনে করছেন পুলিস কর্মচারী এভাবে প্রাণ হারাবে, আর তারা আপনাদের বশীভূত হয়ে আপনাদের কাজ দেবে?

এবারে বলব আপনাদের মিউচুয়াল প্রোটেকশনের বড় অফিসার রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জির কথা। তিনি ১৯৫২ সালে রিটায়ার করেছেন। তারপর

he has been re-employed and re-employed may I ask why?

কারণ, তিনি বলেন, যতদিন ডাঃ রায় থাকবেন, ততদিন তিনিও থাকবেন। তাঁরই বা কি দোষ। যতদিন ডাঃ রায় থাকবেন, ততদিন আমি যাব না, এই হচ্ছে তাঁর উক্তি। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন ডাঃ রায়ের জমিদারীর প্রধান লাঠিয়াল। সুতরাং তাঁকে সরানো কারও সাধ্য নাই। এই সত্যেনবাবুর ১,৪০০ টাকা মাইনে, তা ছাড়া এল. এ. ডি. এ. প্রভৃতি বহু অ্যালাউয়েন্স আছে। তিনি মোটা মোটা কারবার করছেন আপনাদের চোখে ধুলো দিয়ে, তা দেখেছেন? পুলিস অফিসারের ইনফ্লুয়েন্স এক্সারসাইজ করে বহু টাকা তুলেছেন ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে লোকের কাছ থেকে। সব জানি কালীদা, অন্য কথা বলে কোন লাভ নেই। তিনি এক কোম্পানি করেছেন,

Subhas Dwip Colonisation Co-operative Multipurpose Society Limited

বলে। তার ৫ লাখ টাকা ক্যাপিটাল, লায়াবিলিটি লিমিটেড এবং

4,000 preference shares of Rs. 100 each, 10,000 ordinary shares of Rs. 10 each.

এটা কোম্পানি আইনে রেজিস্টার হল না। রেজিস্টার জয়েন্ট স্টক কোম্পানি সার্চ করতে গেলেন কিছু পাওয়া গেল না। কো-অপারেটিভ সোসাইটির অফিসে রেজিস্টারী হয়েছে। কোথায় কো-অপারেটিভ সোসাইটি আর কোথায় কলোনিজেশন হচ্ছে? সুভাষ দ্বীপ কলোনিজেশন হচ্ছে আন্দামান ও নিকোবর আইল্যান্ডে, বহু জমি অ্যাকোয়ার করে। তা কি করে বাংলাদেশের কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্টে রেজিস্ট্রি হতে পারে? এটা হয় ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পুলিস অফিসার বলে, আর কোন আইনে তা হয় না। তারপর তার এইম অ্যান্ড অবজেক্টএ দেখুন। এরিয়া অব অপারেশন হচ্ছে, কলকাতা, চব্বিশপরগনা ও হাওড়া ডিস্ট্রিক্টস।

None of these is in Andaman and Nicobar islands.

এই হচ্ছে তাঁর সুভাষ দ্বীপ কলোনাইজেশন। এইভাবে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করে, শেয়ার নিয়ে, সেখানে এক প্রকাণ্ড জমিদারী তৈরি করা হচ্ছে। উনি একাই এর মালিক আর কেউ হবেন না। কে যাচ্ছে সেখানে—তাঁকে খুশি করা এই তো?

[4—4-10 p.m.]

আর একটা শুনুন—কর্পোরেশনের টিউবওয়েলের ব্যাপার। যদিও টিউবওয়েল নিয়ে একটা মামলা হচ্ছে, তবে আমার ঘটনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। আমি জানি স্যার, মামলা সংক্রান্ত ঘটনা এখানে আলোচনা করা যায় না—যেটা সাবজুডিস আছে। মন্ত্রীরা জানেন কি না জানি না, টিউবওয়েল ব্যাপারে দুটো অংশ আছে—একটা অংশে কমপ্লেইন্ট হল যে, একশটা টিউবওয়েল পুরানো পাইপ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই হল প্রথম কমপ্লেইন্ট। আর এখন যে কেস হচ্ছে তার সংগে এর কোন সম্পর্ক নাই। সেটা হচ্ছে ডিফাংকট টিউবওয়েল, চোদ্দশ' কি পনেরশ' হবে। তার সঙ্গে আরও কয়েক শ' ভাল টিউবওয়েল তুলে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আমার কথা হচ্ছে ঐ একশোটা টিউবওয়েল নিয়ে, যা সিংক করা হয়েছে পুরানো পাইপ দিয়ে। কলকাতার মেয়র, কর্পোরেশনের মিটিংএ প্রথম তোলেন এবং ডি, সি, এনফোর্সমেন্টকে বললেন—তোমাকে এটা দেখে দিতে হবে। তিনি এর এনকোয়ারি করলেন এবং এনকোয়ারি করে রিপোর্ট দিলেন। সেই রিপোর্টের এক জায়গায় তিনি বললেন—

Messrs. Well Dealer Syndicate, 7, Wellington Square, Calcutta—"No such firm ever functioned at the given address."

কতকগুলি বললেন ভাল, আর কতকগুলি বললেন মন্দ। দুটো ফার্মের কথা বললেন যে তার পাত্তাই পেলেন না। তাঁরা কর্পোরেশনে টিউবওয়েল করেছেন কন্ট্রাক্ট, দিয়েছেন সই করে, বিলেও সই আছে; সেই বিল কর্পোরেশনের দপ্তরে রয়েছে, তিনি তা ট্রেস করতে পারলেন না। এতে দেখা যাচ্ছে মিউচুয়াল প্রটেকশন কি! এই

Messrs. Well Dealers Syndicate, 7, Wellington Square,

তাকে প্রটেকশন দেওয়া হল।

আবার আর একটা ফার্ম হোল।

National Tubewell Industries, same address—7, Wellington Square,—Adress is that of Messrs Well Dealers Syndicate

এটার ট্রেস হল না। এটা চাপা পড়ে গেল। আসলে যে এনকোয়ারিটা হবার কথা ছিল, তা একদম চাপা পড়ে গেল। কর্পোরেশনে কন্ট্রাক্টরএর সব খবর ছিল। তাঁরা দেখলেন, বিলগুলি যখন খুললেন, তাতে কন্ট্রাক্টরএর নাম বিলে লেখা আছে। প্রোপ্রাইটারের নাম হচ্ছে রতন সিং নাহার—আপনাদের কংগ্রেস সম্পাদকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তারপর সমস্ত জিনিস চাপা পড়ে গেল। এইভাবে আপনাদের চাপে পড়ে প্রোটেকশন দিচ্ছেন ডি, সি, এনফোর্সমেন্ট।

বুঝলেন কালীদা, মিথ্যা কথা, বাজে কথা বলে লাভ নাই। আসলে আপনারা কি কোন জিনিস দেখেন। পুলিস না বলে তাই আপ্রুভ করেন, তাতেই এগ্রি করেন। একটা দৃষ্টান্ত দেন যেখানে পুলিসের কোন কাজ নিয়ে তাদের সংগে মতবিরোধ হয়েছে এবং আপনি আপনার মত পুলিসের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন ও পুলিসের মতকে আপনি অগ্রাহ্য করেছেন, তার একটা উদাহরণ অন্তত এই হাউসে দিন। শুধু ওরকম করলে হবে না। যদি পুলিসকে সত্যি পুলিসে পরিণত না করেন, যতদিন পুলিসকে নিজেদের সত্ত্বা বজায় রাখবার জন্য ব্যবহার করবেন, যতদিন আপনারা পুলিসকে আপনাদের ইলেকশনের কাজে বা অন্যান্য কাজে লাগাবেন যতদিন তাদের কাছ থেকে অবলিগেশন আপনারা নেবেন, ততদিন তাদের কাছে আপনাদের মাথা নিচু করে থাকতে হবে, আজকে লজ্জার কথা, দুঃখের কথা, আপনারা, যাঁদের ত্যাগের সীমা নাই, আজকে তাঁরা করছেন কি? আজকে তাঁরা বাংলা সরকারের পুলিসের পায়ের তলায় নিজেদের মাথা নিয়ে গেছেন এবং বাংলাকে পুলিসের রাজে পরিণত করেছেন। বসে বসে শুধু মাথা নাড়লে হবে না। আমরাও খবর রাখি—আমরাও এখানে বাস করি—আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। আমরা বিরোধীপক্ষ হয়েছি কেন আজ? হয়েছি মেলেনি বলে—কাজেও মেলেনি মতেও মেলেনি। যা কিছু বলছি আপনাদের ভালর জন্যই বলছি। তবে যদি নিজেদের সমাধি নিজেরা রচনা করেন তাহলে উই আর হেল্পলেস।

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পুলিসের ব্যয়বরাদ্দ খাতে যে দাবি উপস্থাপিত হয়েছে, সেই দাবিকে সমর্থন জানাবার জন্য আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। আমার আগে দুইজন বিশিষ্ট বক্তা বিরোধীপক্ষ থেকে পুলিস সম্বন্ধে তাঁদের মতামত এবং বক্তব্য তীব্র ভাষায় জানিয়ে গিয়েছেন। আমি ভাষা তীব্র করব না। কিন্তু আমার যে তথ্য আমি পরিবেশন করব সেই পরিবেশনের যে ভাষা সে ভাষাতেই আমি আমার বক্তব্য বলব। আমি আপনার মাধ্যমে একটি জিনিস এখানে বলতে চাই, শ্রদ্ধেয় সুধীরবাবু একজন বিচক্ষণ ব্যবহারজীবী, পুলিসমন্ত্রী মহাশয় কি কারণে শিক্ষা খাতের যে ব্যয় এবং পুলিস খাতের যে ব্যয় তা তুলনা করে, এর বৃদ্ধির অনুপাত তুলনা করে দেখিয়েছেন যে পুলিসের খাতে কম বৃদ্ধি হয়েছে এবং তার উল্লেখ করে শ্লেষ করেছেন। আমি তাঁর মত বিরাট মানুষের কাছে এইকথা বলব যে পুলিস খাতের ব্যয় বৃদ্ধির সংগে তিনি শিক্ষা খাতের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ ধরেছেন তার প্রধান কারণ যে এটা একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট এবং এই ওয়েলফেয়ার স্টেটএ পুলিস খাতে যে ব্যয়বরাদ্দ তার বৃদ্ধির অনুপাত তিনি শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির সংগে তুলনা করে দেখিয়েছেন। আমি মনে করি যে তিনি এটা দেখেও দেখেন নি বা এই হাউসকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন সেইজন্য এটা তুলে ধরেছেন। তিনি এখানে শিক্ষা খাতের ব্যয়বরাদ্দের সংগে তুলনা করেছেন এবং অন্যান্য বিভাগের সংগেও তুলনা করেছেন, তার মধ্যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টএ ব্যয় বৃদ্ধি প্রায় ২৬৬ পারসেন্ট হয়েছে সে সম্বন্ধে সেদিকে হাউসএর দৃষ্টি এনেছেন।

এই প্রসংগে এই বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবার দুইটি কারণ আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা গণেশবাবুব চোখে পড়ে নি বা ইচ্ছা করে দেখেন নি। সেইজন্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুলিসের যে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে তা বলে তিনি অভিযোগ করেছেন তার কারণ ১লা এপ্রিল ১৯৫৫ থেকে রিভাইজড পে-স্কেল হবার দরুন কিছু টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিস আমাদের দেশের লোক, যে সমস্ত কর্মচারী পুলিসে আছে তাদের বেতন সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। রাষ্ট্রের হাতে যে পরিমাণ অর্থ আছে, হয়তো আরও বেশি দেবার প্রয়োজন আছে, তা না হলে আরও দিতে পারতাম, এই একটা বৃদ্ধি হবার কারণ এবং সেইজন্যই ১৯৫৫ সালের পর থেকে এটা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় গণেশবাবু এটা দেখেও দেখেন নি। ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে যে ইনক্লিুডড ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স দেওয়া হচ্ছে সে দিকে তিনি দৃষ্টি দেন নি বা তাঁর চোখে পড়ে নি। আমি জানি না তিনি ইচ্ছা করেই এটা দেখেন নি কি না। সুতরাং তিনি এইসব ব্যয় না দেখেই এইকথা বলে গিয়েছেন। এই সংগে আমি এই হাউসে এমন কোন তথ্য পরিবেশন করতে চাই না যেটা অনেকের কাছে অপ্রিয় হবে। তবুও আমি দু-একটি তথ্য পরিবেশন না করে পারব না। এখানে ডাকাতি, বার্গলারি এইসব জিনিস গণেশবাবু বলে গেলেন। তাঁরা এই তথ্য কোথা থেকে পান জানি না। তাঁদের তথ্য তাঁদের কাছে, আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তার সত্যতা জনসাধারণই বিচার করবে এবং তারাই বিচার করে মতামত দেবে।

[4-10—4-20 p.m.]

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৩ সালের সংগে যদি ১৯৫৭ সালের তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব ক্রাইম অনেকটা কমেছে, ১৯৫৩ সালে ডাকাতির সংখ্যা ছিল ৭০৭, ১৯৫৭ সালে সেটা হল ৪৯৫, রবারি ১৯৫৩তে ৯৯৬, ১৯৫৭ সালে ৭৯১, বার্গলারি ছিল ১৩,৬০৫, ১৯৫৭ সালে হল ১১,৮৭২। তাঁরা যে তথ্য পরিবেশন করেন আমি সেগুলি অসত্য বলতে চাই না কিন্তু আমার তথ্য এই বলে। কলকাতাবাসী হিসাবে যে অভিযোগ করা হয়েছে আমি তাদের বলি ১৯৫৭ সালে কলকাতায় আর্মড ডেকয়িটির একটি তথ্য পরিবেশন করতে হয়েছিল—২৫টি হয়েছে, ধরা পড়েছে একটি। আমি দেখতে পাচ্ছি সেই হিসাব থেকে ১৯৫৭ সালে কলকাতায় ৩,১২২টি এমন ঘটনা ঘটেছে যার জন্য পুলিসের কাজকে প্রশংসা করতে পারা যায় এবং সেগুলির বেশির ভাগই যেগুলি হয়েছে বা হতে যাচ্ছে সেই অবস্থায় পুলিস ইন্টারভেন করে ধরেছে। ২০৪টি অ্যাবস্কন্ডার্সকে ডিস্ট্রিক্ট থেকে ধরা হয়েছে এবং ধরবার জন্য তাঁরা অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। অনেক জায়গায় এই সমস্ত অ্যাবস্কন্ডাররা অন্যান্য

স্টেট থেকে এসেছে বা প্রদেশের বিভিন্ন জেলাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলছিল সেই অবস্থায় পুলিস তাদের নিজেদের প্রাণ সংশয় করেও তাদের ধরেছেন আন্ডার সেকশন ১০৯, সি-আর, পি, সি। আমরা দেখছি ৪,৮০৩টি কেস ডেল্ট উইথ সেকশন ১০৯ এবং ২৫,৩৯১টি কেস ক্রিমিন্যালস ডেলট উইথ সেকশন ১১০। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ অনেকগুলি প্রশংসাযোগ্য কাজ করেছে, সেগুলি সুধীরবাবু জানেন না বা জেনেও এসব উল্লেখ করেন নি। সেদিক থেকে আমি বলতে চাই যে কলকাতায় ১৯৫৭ সালে ১১,৩৬২টি কেস এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ডিটেক্ট করেছিল যেগুলি কন্ট্রোল অর্ডার ভায়োলেট করার জন্য বা ফুড অ্যাডালটারেশনএর সম্বন্ধে ইনভলভড। তারা ১৮,৫৪২ জন ব্যক্তিকে নিয়ে এবং ১১,৭২৮ জন রাউডি এলিমেন্টসকে নিয়ে ডিল করেছে, এ সম্বন্ধে আরও দেখছি ৩,০৯০ জন মিসিং স্কোয়াড বের করে দিয়েছে—ডিস্ট্রিক্টেই খালি দেখছি ৩০,৩৬৫টি কেস যেখানে পুলিস ধরেছে সেখানে ২৮,১৯০ জন কনভিক্টেড। স্পীকার মহাশয়, আমি ট্রাফিক পুলিসের কথা বলব না। এবার আমি স্পেস্যাল কনস্টেবুলারির কলকাতায় পুলিসের সংগে সহযোগিতা, কো-অপারেশন সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলব। ক্যালকাটা কনস্টেবুলারিতে ১২৫ জন অফিসার-ইন-কমান্ড—ঐ র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলে ৭৯৮ জন লোক রয়েছে। ভিজিলেন্স পার্টি ১০১টি এবং তার মধ্যে লোক রয়েছে ৪,৫৪০টি। তারা প্রায় ৬৯টি কেসএ পুলিসের সাহায্য করেছে, যাতে কোন ডাকাতি হয়েছে বা হতে যাচ্ছে এমন জিনিস বন্ধ করেছে। নাম্বার অব ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি ৪০,২৮১টি এবং তার সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১,৩৭৫,২২৯ জন। এরা যে চুরি হতে যাচ্ছে এমন চুরি বন্ধ করেছে, ৬৫টি ডাকাতি বন্ধ করেছে এবং ৪৬০টি কেসে চোরাই মাল সহ ধরা পড়েছে।

আমি আজ এখানে একটা তথ্য রাখতে চাই, আমি জানি তথ্য পরিবেশনের গুরুত্ব কত। এই রাজ্যের পুলিসের বায়বরাদ্দের কথা উল্লেখ করে বায়বরাদ্দ বেড়েই চলেছে এই বলে অনেকে অনেকভাবে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ রাজ্যের বর্ডারের কথা সকলেই জানেন, সেটা কত দীর্ঘ এবং তা সুরক্ষিত রাখবার যেসমস্ত পুলিস রাখা হয়েছে তাদের হাতে আধুনিক অস্ত্র, ওয়ারলেস এইসব দিয়ে রাখা হয়েছে একথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কাজেই এইভাবে প্রোটেক্ট করতে খরচ যে বেশি হবে তা সহজেই অনুমেয়। অন্য রাজ্যের কথা—কেরালা'র দিকে চেয়ে দেখুন—সেখানে পুলিসের কত খরচ সেকথা তো কেউ এখানে ওঠান নি। তবু আমি বলতে চাই কেরালায় এরকম কোন বর্ডারের প্রশ্ন নেই। আর এরকম সারকামস্ট্যান্সেসএও স্টেট পরিচালনা করতে হয় না। পশ্চিমবংগের পুলিসের বেশির ভাগ সময় শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য, রাজনৈতিক কর্মীদের বিভিন্নরকম কাজের জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। কেন না, আমরা দেখতে পাই পশ্চিমবংগের যাঁরা রাজনৈতিক কর্মী তাঁরা দেশের শান্তিকে বিঘ্নিত করার জন্য, দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য, প্রতি মুহূর্তে যেভাবে কাজ করেন তা অন্য প্রদেশে পাওয়া যায় না। আমি শুধু একটা তথ্য, স্পীকার মহোদয়, আপনার সামনে রাখতে চাই, এটা পশ্চিম-বংগে না ঘটলে পার্শ্ববর্তী অন্য স্টেটে ঘটেছে দেখতে পাই। কয়েকদিন আগে 'গুয়া মার্ডার কেস'এর কথা পড়েছেন। গুয়া মাইনস এরিয়া একটা রাজনৈতিক দলের আন্ডারে ছিল। শ্রমিকেরা পরস্পরের সংগে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। আই, এন, টি, ইউ, সির কর্মীরা তাদের অফিসের মধ্যে বসে যখন নিজেদের কাজকর্ম করছে তখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এ, আই, টি, ইউ, সির নেতৃত্বে, সেখানে গিয়ে ঐ কান্ড করে।

Sj. Deben Sen: On a point of order, Sir. The case just now mentioned by the honourable member is going on in a court. My point of order is whether the case can be raised here.

Mr. Speaker: Mr. Sen, kindly take your seat. Mr. Mukherjee, is the case *sub judice?*

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay: Sir, already the judgment has been delivered......

Mr. Speaker: Is the case *sub-judice*?

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay: No.

Mr. Speaker: Do you take the responsibility?

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay: So far as I know, the case is not *sub judice*.

Mr. Speaker: You said that the judgment had been delivered.

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay: Yes. I know, in the Dhanbad case there was a special tribunal appointed and it has delivered judgment.

Mr. Speaker: When was that?

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay: About twenty days back.

Mr. Speaker: Mr. Sen, is that correct?

Sj. Deben Sen: An appeal was made which is now pending.

Mr. Speaker: Mr. Sen, you know, the appeal may go up to the Supreme Court.........

Sj. Deben Sen: Mr. Speaker, Sir, the case is pending before a court. Can it be discussed? What is your ruling?

Mr. Speaker: Mr. Sen, are you quite sure that the appeal is pending?

[At this stage Sj Deben Sen was speaking to Sj. Jatindra Chandra Chakravorty.]

Do not ask Mr. Chakravorty anything for that.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I am quite sure of that.

Mr. Speaker: Dr. Sen, I will ask you in due course. Mr. Sen, if you do not know, I can take facts from another member who may be in the know of the correct facts. Yes, Dr. Sen.

Dr. Ranendra Nath Sen:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি জানি গ্রায় সে মামলা হচ্ছিল।

Mr. Speaker: Is the case sub-judice?

Dr. Ranendra Nath Sen:

কিন্তু এর আপীল করা হয়েছে।

Mr. Speaker: Don't refer to that case. Mr. Mukherjee, is the appeal pending?

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay: There was an appeal but I do not know whether the appeal has been allowed or not.

Mr. Speaker: You don't know what is meant by the word 'allowed'. When the appeal is argued and it succeeds, then it is said that the appeal is allowed. Perhaps you do not know that. Go on.

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

এখানে আমি যে তথ্য পরিবেশন করতে চাইছি তা সাবজুডিস থাকবার জন্য পারলাম না। আমি আরও ভূরিভূরি উদাহরণ আপনার সামনে ধরতে পারতাম যে এই স্টেটে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নেবার জন্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল—বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি এবং পি, এস, পি,...

[Noise and interruption.]

Mr. Speaker:

আপনারা গোলমাল করলেও আমি জানি কি করে কাজ চালাতে হয়।

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

আমরা জানি সি, পি আই, কিরকম করে রাজ্যের শান্তি বিঘ্ন করছে এবং পুলিসকে বিব্রত করছে। আমরা দেখতে পাই, এখানকার কৃষক, শ্রমিক এবং শিক্ষক সকলের স্বার্থের নাম করে এই রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্যই কাজ করছে। এই প্রসঙ্গে আমার একটা ছোট গল্প মনে পড়ল, সেটা আপনার সামনে রাখতে চাই। গল্পটা হচ্ছে এই—একটা গ্রামে এক বেকার ছেলে ছিল; কিন্তু সে বাজনা ভাল জানত। তার চাকরি ছিল না। অথচ সে চাকরি করতে যাবে। গ্রামের লোক তাকে খুব করে সম্বর্ধনা দিয়ে চাকরিতে পাঠাল। কিছু-দিন পরে সে ফিরে এসে বললে—তার চাকরী গেছে। সে বললে—আমি একটা ভাঁড় ভেঙ্গে ফেলেছিলাম, সেই ভাঙ্গার জন্য চাকরি গেছে।

Mr. Speaker:

গল্প আজকে থাক।

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

তারা আজকে এই নিরীহ শিক্ষক, নিরীহ শ্রমিক এবং নিরীহ কৃষকের দাবির কথা উত্থাপন করছে ঐ স্বার্থের উদ্দেশ্যে।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, পুলিসের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরী বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যে নির্লজ্জ-ভাবে আত্মসমর্থন করলেন এতটা আমরা যাদের বাহিরের অভিজ্ঞতা আছে আশা করতে পারি নি যে এরকম হতে পারে। পুলিসের ব্যয়বরাদ্দ অত্যন্ত বেড়ে গেছে। ১লা এপ্রিল, ১৯৫৫ সালে মাহিনা বাড়ান হয় এবং ১লা এপ্রিল ১৯৫৭ সালে মাগ্গীভাতা বাড়ান হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা পুলিসের ব্যয়বরাদ্দ নির্দিষ্ট ছিল, সেখানে এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গের গত ১০ বৎসরে ডি, এ, এবং বেতন যে পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে সেটা পাশাপাশি হিসাব করলে ৬০০ পারসেন্ট বেড়ে গেছে।

অথচ কার্যকুশলতার দিকে দেখতে পাই গত বছর যে সংখ্যাতত্ত্ব পরিবেশন করা হয়েছে, সেই সংখ্যাতত্ত্বের মধ্যে যেটা হিনাস ক্রাইম হিসাবে ধরা হয়েছে সেই হিনাস ক্রাইম অর্থাৎ মার্ডারএর কোন তথ্য রাখা হয় নি। আমরা আশা করেছিলাম যে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডএ হিনাস ক্রাইম যাকে বলে তার একটা তথ্য আমাদের সামনে রাখবেন। আর একটা আশ্চর্যের বিষয় যে এবারের যে তথ্য তার সঙ্গে পরের বারের তথ্যের মিল নাই। ১৯৫৬ সালে সরকারের তরফ থেকে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল সেই তথ্যের সঙ্গে পরে প্রকাশিত তথ্যের সম্পূর্ণ গরমিল দেখছি। সে দিন কনফারেন্সে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল, তার সঙ্গে আজকে কত গরমিল দেখছি।

সারা পশ্চিম বাংলায় ৬০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার যদি হিসাব নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে পুলিসের জন্য জনপ্রতি তিন টাকা দু' আনা খরচ হয়, আর কলিকাতা শহরের জন্য মোট খরচ হয় ২ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা—এখানে মাথাপ্রতি আট টাকা হিসাবে দাঁড়ায়। কাজেই এই বাংলাদেশে পুলিস সম্পর্কে মানুষ দিনের পর দিন যেন অশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে। দিনের পর দিন পুলিসের সঙ্গে এবং সরকারের অন্য দপ্তরের দুর্নীতির সঙ্গে একটা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে এবং সেই প্রতিযোগিতায় পুলিস ডিপার্টমেন্ট সব চেয়ে অগ্রগামী—এইটা জনসাধারণের স্থির বিশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ বিভক্ত হবার পূর্বে ২ হাজার ৮ জনের মাথাপিছু একজন করে পুলিস ছিল, আর আজ ৫০০ জনের মাথাপিছু একজন করে পুলিস দাঁড়িয়েছে। অথচ আমরা দেখছি যে নরহত্যা, ডাকাতি, বার্গলারি দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই আজ পশ্চিম বাংলার মানুষ এই

ব্যয়বরাদ্দকে সমর্থন করতে পারে না। এই কলকাতা শহরে পুলিসের পেছনে ১৪ লক্ষ টাকা খরচ বেড়েছে এবং মফঃস্বলে এই দু বছরের মধ্যে ৫১ লক্ষ টাকা খরচ বেড়েছে। আনন্দবাবু বলছেন যে বাংলাদেশের যে ৮০০ মাইল বাউন্ডারি আছে তাকে রক্ষা করবার জন্য পুলিসের খরচ বেড়ে যাচ্ছে, এই সীমান্ত বাহিনীর জন্য খরচ হচ্ছে ১২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা—এটা মোট টাকার অতি সামান্য অংশ। এবার আমি সিভিল বাজেট এস্টিমেট সম্পর্কে বলতে চাই। এখানে আমি দেখাব যে অফিসার কিভাবে বাড়ান হচ্ছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে ডেপুটি অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের সংখ্যা ২৫ ছিল. এবারকার বাজেটে দেখছি যে ৪৭ জন ডেপুটি অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার নিযুক্ত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে ৩২ জন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিল. এখন সেটা চল্লিশে দাঁড়িয়েছে। অতএব বড় বড় অফিসার বা ডেপুটি নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করছে। কিন্তু অপরদিকে যদি আমি এই হাউসে কনস্টেবল, আর্মড কনস্টেবল এবং থানার কনস্টেবলদের মধ্যে মাইনের কত পার্থক্য আছে তা যদি দেখি তাহলে অবাক লাগবে। আর্মড ফোর্সএ যে কনস্টেবল ২ বছর কাজ করার পর তার মাইনে হয়েছে ৯৮ টাকা এবং থানার যে কনস্টেবল তার পনের বছর ইনক্রিমেন্ট পাবার পরে ৭২ টাকা মাইনে হয়। অর্থাৎ প্রায় ২০ টাকার ডিফারেন্স। এই আমাদের বেতন বৃদ্ধি বা সমতা স্থাপন করার দৃষ্টান্ত। এই বিভাগে রিক্রুটমেন্ট কিভাবে চলে সেটাই আমি দেখাব। এদের রিক্রুটমেন্টএর কোন নিয়ম নেই। বড় বড় পুলিস অফিসারদের খেয়ালখুশির উপর রিক্রুটমেন্ট হয় এবং তাঁদের প্রিয়ভাজনরা এর সুযোগ পায়। এই ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্ত দেব। হাওড়াতে কয়েকদিন আগে যিনি এস, পি,—ডি, পি, ধর, তিনি কনস্টেবলদের মধ্যে পরীক্ষা করে ৩৪ জনকে টাউন হাবিলদারে প্রমোশন দিলেন। কিন্তু তিনি চলে যাবার পর নতুন এস, পি, করালী বোস ঐ পরীক্ষা বাতিল করে দিয়ে তাদের আবার ডেকে এনে ফের পরীক্ষা নেওয়া হল। এদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যে ডিস্ট্রিক্টে ট্রান্সফার হয়ে টাউন হাবিলদারই রইলেন। কিন্তু যারা হাওড়া ডিস্ট্রিক্টে ছিলেন তাদের ফিরে পরীক্ষা দিতে হল। এই পরীক্ষার রেজাল্টে যারা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড ও ফোর্থ হয়েছিল তাদের সবাইকে ফেল করিয়ে দিয়ে তাঁর সুবিধামত লোককে পাশ করান হল। এখানে সব ওর‍্যালে পরীক্ষা হয়েছিল। আবার সেখানে অনাথ গাঙ্গুলী, ডি, আই, জি, হিসাবে, গিয়ে সেই পরীক্ষাকে বাতিল করে দিয়ে আবার পরীক্ষা করলেন। এইভাবে আমরা দেখছি যে বারবার করে সেখানে পরীক্ষা হচ্ছে এবং যারা পাশ করছে তাদের সার্ভিস দেওয়া সত্ত্বেও তাদের চাকরির কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হচ্ছে না।

এবার আমি রেস কোর্স সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আই, বি, ডিপার্টমেন্টের কিছু কিছু পুলিস অফিসার যাঁরা একই সময়ে রেস কোর্সে ডিউটিতে থাকেন এবং সেখানে টিকিট বিক্রি করে পয়সা পান। অর্থাৎ আই, জি, অফিসে অফিসিয়াল ডিউটি আওয়ার্স দেখাচ্ছেন আর এখানে টিকিট বিক্রি করার জন্য মাইনে পাচ্ছেন। অবশ্য এঁরা সবাই ফেয়ার সেক্স। আমি এঁদের কতকের নাম দিচ্ছি—

Miss Bellety, Miss Nilima Bose, Miss De Cruz, Deny, Mrs. Cartophea.

এঁরা শনিবার অফিস ডিউটি বলে মাঠে ডিউটি দিচ্ছেন, আর রেস কোর্সে টিকিট সেলার হিসাবে অর্থ উপার্জন করছেন। এঁদের সঙ্গে হাই র‍্যাঙ্কিং পুলিস অফিসারদের যোগাযোগ আছে, রিলেশন আছে। এইসব জানাশুনা সত্ত্বেও এদের ডাবল আয় করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

[4-30—4-40 p.m.]

এবার আমি আমাদের হাওড়া সম্পর্কে দু-একটা কথা বলব। গত জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত এই পাঁচ মাসে হাওড়ায় বার্গলারি, রেপ, থেফট, মার্ডার টোয়েন্টি-ফাইভ পারসেন্ট ইনক্রিজ করেছে। ১১টা মার্ডার কেস গত মে মাসে হয়ে গিয়েছে এবং ফিগার দেখলে দেখতে পাবেন, গত মে মাসের মধ্যেই মার্ডার এবং থেফট টোয়েন্টি-ফাইভ পারসেন্ট বেড়ে গিয়েছে। গত ১২ বা ১৩ তারিখে ডি, আই, বি, মাসুদ সাহেব গিয়েছিলেন একটা কনফারেন্স করতে, এই কনফারেন্সে তাঁরা ঠিক করেছেন যে এসব সত্ত্বেও হাওড়া থানা থেকে চারজন এ, এস, আই, সরিয়ে দেওয়া হবে, সাঁকরাইল থেকে একজন এ, এস, আই, সরিয়ে দিতে হবে, বাটরা থানা

থেকে দুজন সাব-ইন্সপেক্টর সরিয়ে দিতে হবে, আর অন্যান্য সমস্ত এ, এস, আই,কে ডিগ্রেড করে দিতে হবে। সেখানকার জনসাধারণের আপত্তি সত্ত্বেও এইভাবে স্টাফ কমিয়ে গুণ্ডা-বদমাইসদের সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। এ সম্পর্কে আরও একটা কথা বলা দরকার। হাওড়ায় যেসব হোমলেস ক্রিমিন্যালসএর হিসাব পাওয়া যায় তার মধ্যে শতকরা ৯৫ জন নন-বেঙ্গলী অরিজিন—

95 per cent. non-Bengali dangerous criminals.

আমি মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে জানতে চাই, কতজনকে পি, ডি, অ্যাক্টে ধরা হয়েছে বা কতজনকে সাজা দেওয়া হয়েছে। দিনের পর দিন চোখের সামনে চোলাই মদের কারখানা চলছে থানার পাশে। গোলাবাড়ী থানার কাছে মদের কারখানা চলছে—যে এটা চালায় তার নাম লালভাই গয়া—তিনি নাকি আবার কংগ্রেসকর্মী। নন্দীবাগানে মদের কারখানা চলছে, পাণ্ডেলবাগানে মহুয়া দিয়ে পচাই মদ তৈরি হচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে এসব দিনের পর দিন চলছে। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে এসব কথা বলছি। মন্ত্রিমহাশয় আমার সংগে যেতে পারেন। বামনগাছিতে আমি নিজে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটএর কাছে, এস-পির কাছে দরখাস্ত দিয়েছি মদের চোলাই কারবারের খবর দিয়ে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পুলিস থেকে কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। এরপর সাধারণ মানুষের কতটুকু বিশ্বাস পুলিসের উপর থাকতে পারে? এর থেকেই বোঝা যায় যে, পুলিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও মরেল কত জঘন্য স্তরে নামতে পারে।

তারপর একটা সার্টিফায়েড কপির প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একজন বিশিষ্ট লোকের উপর ওয়ারেন্ট ইসু হয়েছিল। এ সম্পর্কে প্রথমে এ, ডি, এম, সেই ভদ্রলোকের কি অ্যাসেট আছে না আছে সে সম্পর্কে তদন্তের আদেশ দিয়েছিলেন। তারপর এই ব্যাপারে পুলিস কি করেছিল তার পরিচয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটএর লেখা থেকেই বুঝতে পারবেন—

> "I have carefully conducted a personal enquiry in time and it appears that—I have looked into the documents and papers—the report of the Police was *mala fide* and untrue and was submitted with an ulterior motive."

কিন্তু যাদের যাদের হাত দিয়ে এই রিপোর্ট গেল সেই সমস্ত পুলিস কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই সরকার থেকে করা হয় নি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মিঃ স্পীকার মহাশয়, পুলিস দপ্তরের কাজ যাচাই করতে হলে তাকে দুটি জিনিসের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হয়। প্রথম হল, ক্ষমতায় যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের দ্বারা পুলিসের কোন অপব্যবহার হচ্ছে কিনা, তাদের অন্যায়ভাবে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে কিনা। দ্বিতীয়ত, যারা অপরাধ করে তাদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ সিকিউরিটি ও প্রটেকশন পাচ্ছে কিনা। এ দুটো ছাড়াও আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে আমাদের প্রদেশের পক্ষে, সেটা হচ্ছে এই যে, আমাদের প্রদেশ সীমান্ত প্রদেশ—এই সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পুলিসের হাতে আছে। সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে আমাদের সীমান্তরক্ষী পুলিস যে খুব একটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে সেটা জোর করে বলা যায় না। ১১৩ মাইল লম্বা এই সীমান্ত। আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্র মারফত যে রিপোর্ট পাচ্ছি তাতে দেখেছি আমাদের জায়গা দখল করে এবং ভারতীয় সীমানা লংঘন করে পাকিস্থানীরা স্থানীয় লোকজনদের নির্যাতন করছে এবং এমন কি মেয়েদের উপর পর্যন্ত অত্যাচার করছে। সীমান্ত রক্ষার যে প্রাথমিক দায়িত্ব সে দায়িত্ব পালন করতে আমাদের পুলিস ব্যর্থ হয়েছে। এ সম্পর্কে একটা কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সীমান্ত কোথায় রয়েছে র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডে তার যে ম্যাপ তৈরি হয়েছিল সেই ম্যাপ বহু লোক চেয়েও পাচ্ছে না। এটা গোপন কিছু নয়। ভারতীয় এলেকায় আমাদের জায়গা কোথায় রয়েছে এটা নির্দিষ্টভাবে জানা সকলের দরকার। কিন্তু বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সেই ম্যাপ চেপে রেখে দেওয়া হচ্ছে কিছু কিছু দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের স্বার্থে যাতে করে পাকিস্থানীদের সংগে যোগ-সাজসে কিছু কিছু ভারতীয় এলেকা তাদের দিয়ে দেওয়া যেতে পারে—এরকম একটা চক্রান্ত দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের মধ্যে হচ্ছে এবং এই কাজে পুলিসকে অপব্যবহার করা হচ্ছে।

গত নির্বাচনের সময় বোবাজার এলেকায় পুলিস কর্মচারীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। আমি বিশিষ্ট সূত্রে খবর পেয়েছি উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারীরা সাধারণকে দিয়ে সই করিয়ে সেইসব পুলিস-ভোটদাতাদের ভোট পাঠিয়ে দেন এবং এইরকম ভোটের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আমি সেজন্য দাবি করি আই, বি, অ্যান্ড সি, আই, ডি, পুলিস কর্মচারী যারা তাদের যেন সুযোগ দেওয়া হয় তারা যাতে নিজেরা গিয়ে ভোট দিয়ে আসতে পারে। আজকে যে ধর্মঘট শুরু হয়েছে এই ধর্মঘট সম্পূর্ণ আইনসংগত, বেআইনী বলে ঘোষিত হয় নি। ইমারজেন্সীও ডিক্লেয়ার করা হয় নি, অথচ আমরা গিয়ে দেখে এসেছি সেখানে হাজার হাজার পুলিস ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ধর্মঘটী শ্রমিকেরা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে বসে রয়েছে অনেক দূরে; কিন্তু সেখান থেকেও পুলিস তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে—সব জায়গায় যেমন করে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়, যদিও তারা সম্পূর্ণভাবে শান্তি-পূর্ণ থাকে।

[4-40—4-50 p.m.]

শুধু তাই নয়, আপনি শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, সেখানে তাঁরা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার কোর নিয়ে গেলেন। ব্ল্যাক লেগ তৈরি করে, তাদের দিয়ে কাজ করানোর বন্দোবস্ত হচ্ছে। অথচ আজকে আমরা খবর পেয়েছি, বোম্বে থেকে, আজ বোম্বের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন ল অ্যান্ড অর্ডার বজায় রাখা ছাড়া আর কোনরূপে বোম্বের পুলিস কর্তৃপক্ষ কিছুতেই বন্দর চালু করবার জন্য, ধর্মঘট ভাংগবার জন্য কোনরকম সাহায্য দেবেন না। একই কংগ্রেস সরকার বোম্বে রয়েছে, এখানেও রয়েছে। বোম্বের মুখ্যমন্ত্রী যে স্ট্যান্ড নিয়েছেন, যে অ্যাটিচুড নিয়েছেন, যে ধর্মঘট তিনি ভাংগতে চান না। আজ জিজ্ঞাসা করতে চাই আমাদের পুলিসমন্ত্রীর কাছে—হাজার হাজার পুলিস আপনি পাঠিয়ে দিয়ে, ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার কোর পাঠিয়ে দিয়ে কেন তাদের সেই আইনসংগত ধর্মঘট ভাংগবার চেষ্টা করা হচ্ছে? এই যে ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার কোর এরা যুবক, তাদের সহজে আকৃষ্ট করা যায়। যদি এমনি করে আজকে তাদের ব্ল্যাক লেগ সৃষ্টি করে ধর্মঘটের দালালী করবার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে সচেতন যুবক, শিক্ষিত যুবক এদিকে আকৃষ্ট হতে পারে না।

তারপর আই,বি-র সম্বন্ধে বলতে চাই। এই আই, বি-দের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। যার ফলে চারিদিকে যে সর্বব্যাপী বেকারী এবং এই বেকারীর মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবকদের আজ জীবনযাত্রানির্বাহ করতে হচ্ছে। অনেকে হয়তো সামান্য চাকরি পেয়েছে। কে কবে খাদ্যের দাবিতে যে সভা হয়েছিল সেই সভায় যোগ দিয়েছিলেন, ছাত্রদের স্কুলের মাইনে কমানোর জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল সেই সভায় যোগ দিয়েছিলেন, ইত্যাদি সমস্ত রিপোর্ট খুঁজে খুঁজে পুরানো দিনের আই, বি, রিপোর্টের উপর একজনের চাকরি চলে গেল। একজন চাকরি পেয়েছে—সংসারে প্রবেশ করেছে—দায়িত্ব নিয়েছে, নিজেকে সংসারের সংগে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আজ বহু বাংগালী মধ্যবিত্ত যুবকের চাকরি চলে যাচ্ছে। এই বেকারীর মধ্যে তাদের চাকরি পাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, আই, বি, রিপোর্টে অন্যায়ভাবে বহু জায়গায় বহু ক্ষেত্রে চাকরি যাচ্ছে। একটা কেস আমি পুলিসমন্ত্রীর কাছে দেখিয়েছি—একজন টেলিফোনে চাকরি করে, তার পুলিস রিপোর্টের উপর চাকরি গেছে, যদিও অন্য অজুহাত দেখিয়ে নোটিস দেওয়া হয়েছে।

মালদহে আমাদের দলের লেফটিস্ট তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আটক আছেন। ২৬এ এপ্রিল তারিখে যে শোভাযাত্রা বেরিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে তাঁরা আবেদন জানিয়েছিলেন, ৩০এ তারিখে তাঁদের পি, ডি, অ্যাক্টএ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত তাদের মুক্তি দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এদের আটকে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি—তাঁর কাছে এদের নাম দিয়েছি। মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন—খবর পাই নি। তাঁর লোক্যাল আই, বি, কি করছে? তিনি বলেছেন—আমি খবর নিয়ে দেখব। এতখানি ক্ষমতা আই, বি,র উপর দেওয়া হচ্ছে। এই আই, বি,র টাকা কি করে অ্যালটমেন্ট হয়ে থাকে, দেখুন। আই, বি, বলে কত টাকা খরচ করা হচ্ছে তা এখানে দেখান হয় নাই। ডি, আই, জি, সি, আই, ডি, তাঁর সম্বন্ধে টাকা ধরে

দেওয়া হয়, অ্যালটেড হয়, দেখান হয়, ক্রাইম বন্ধ করবার জন্য, ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের জন্য এত টাকা খরচ করা হচ্ছে। তার একটি মোটা অংশ আই, বি,র পেছনে খরচ হচ্ছে। মফঃস্বলে দেবার জন্য ডি, আই, বি, খাতে টাকা নাই। সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিসের জন্য যে টাকা খরচ হয়, তা থেকে ডি, আই, বি,র খরচ হচ্ছে, এমনি করে তারা দেখিয়েছেন। আই, বি,র পেছনে যে টাকা খরচ হয়, তা আমাদের জানতে দেওয়া হয় না। আজকে ক্রাইম বা অপরাধ দমন করবার জন্য কমানোর খাতে যে টাকা দেখিয়েছেন তার থেকে রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আই, বি, লেলিয়ে দেবার জন্য পুলিসের বন্দোবস্ত করবার জন্য মোটা অংশ খরচ হচ্ছে। তা ছাড়া আমরা জানি মফঃস্বল এলাকায় পুলিস ক্যাম্প সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জানি, স্যার, প্রথম দিকে, ১৯৪৮-৪৯ সালে, এই ক্যাম্পগুলি অ্যান্টি-কমিউনিস্ট পার্টি ক্যাম্প বলে পরিচিত ছিল। তারপর যখন ঐসমস্ত অঞ্চলের ও স্থানীয় এলাকার জনসাধারণের তরফ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়, তখন তার নামটা বদলে করা হল অ্যান্টি-ডেকয়িটি ক্যাম্প। যদিও তার অ্যান্টি-ডেকয়িটি ক্যাম্প বলে নামকরণ করা হল, কিন্তু সত্যি সত্যি সেগুলি আজকে বিরোধীদলের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হচ্ছে। তা ছাড়াও সেখানে আরও কতকগুলি পুলিস ক্যাম্প রয়েছে এবং স্পেস্যাল ক্যাম্প তৈরি হয়েছে। গোসাবা এলাকায় একজন এ, এস, আই,এর অধীনে কতকগুলি কনস্টেবলকে নিয়ে সেখানে যে ক্যাম্প তৈরি হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল—যেসকল পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে বিরোধীদলের এবং যেসমস্ত কৃষকবিক্ষোভ হচ্ছে, তা দমন করবার জন্য অ্যান্টি-ডেকয়িটি ক্যাম্প কিংবা স্পেস্যাল ক্যাম্প করে, আজকে পুলিসের খাতে টাকা খরচ করা হচ্ছে। স্যার, অপরাধী বেড়েছে, এইকথা স্বীকার করে মন্ত্রিমহাশয় যে হিসাব দিয়েছেন, তা থেকে আমরা দেখছি, মফঃস্বলে পুলিসী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপ্রচুর। আজ পুলিসের উপর কোন আস্থা জনসাধারণ রাখতে পারছে না কেন? তার কারণ, পুলিসের কর্মদক্ষতার অত্যন্ত অভাব দেখা যাচ্ছে এবং সেটা কলকাতায়ও দেখছি। স্যার, কিছুদিন আগে যখন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় যে গুণ্ডামী ও বিশৃঙ্খলা ঘটে, কিছু ছাত্র করে, তখন প্রত্যেকটি সেন্টার থেকে লালবাজারে ফোন করা হয় একই সময়ে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা পুলিসের ওয়্যারলেস ভ্যান রয়েছে, লালবাজারে কন্ট্রোল রুম রয়েছে, যেখান থেকে মুহূর্তের মধ্যে খবর পাঠিয়ে পুলিস পেঁছে দেওয়া যায়, সেখানে দু' ঘণ্টা পরে পুলিস গিয়ে হাজির হল, ইতিমধ্যে সেইসমস্ত জায়গায় যা ক্ষতি হবার, যে বিশৃঙ্খলা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এটা কেন হয়, বিশেষ করে মফঃস্বলে কেন পুলিসের কর্মদক্ষতার অভাব দেখা যায়? তার কতকগুলি কারণ আছে। পুলিসের কর্মদক্ষতার অভাব সম্পর্কে মাননীয় সদস্য সুধীরবাবু অনেক কিছু বলেছেন, আমিও এ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলতে চাই। কলিকাতার এক একটা থানায়, বিশেষ করে আমার এলাকায় যে থানা আছে সেখানে ৯৬ জন কনস্টেবল, ৯ জন জমাদার রাখা হয়েছে, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় তার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ অনুপস্থিত থাকে, ছুটিতে বা হাসপাতালে থাকার দরুন। সেখানে এই বিরাট এলাকায় বর্তমানে যে সংখ্যক পুলিস কনস্টেবল রাখা হয়েছে তাতে বর্তমানে সেখানে যেভাবে নানারকম আন্দোলন হয়ে থাকে এবং নানারকম সমাজবিরোধী কাজ চলছে, তাতে এই সংখ্যা পর্যাপ্ত নয় এবং যে অফিসারগুলি রয়েছেন তাদের সংখ্যাও অনুপযুক্ত। সেইজন্য আমার কাট মোশানে বলা হয়েছে যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের খরচ কমিয়ে, সেখানে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে, আজকে টাকা না বাড়িয়েও আমি সময় পেলে দেখাতাম যে, নিম্নপদস্থ যেসকল অফিসার রয়েছেন তাদের কোন উইকলি হলিডেজ নেই, তাদের যে সোস্যাল অবলিগেশন তাদের আত্মীয়-স্বজন, পরিবারের সঙ্গে মেশবার জন্য, তার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করতে হয়। এদিকে আবার তাদের জনসংযোগের কথা বলা হয়। তারা সফটার সেন্টিমেন্টস হারিয়ে ফেলেছে, সেইজন্য আজ তাদের মধ্যে কর্মদক্ষতার অভাব দেখা যাচ্ছে।

সুপারসেসনের কথা সুধীরবাবু বলেছেন, সে সম্পর্কে আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না।

যেসমস্ত কর্মচারীদের অফিসিয়েটিং করা হয়, তাদের বছরের পর বছর ধরে, দীর্ঘদিন ধরে সেই একই পোস্টে অফিসিয়েটিংভাবে রাখা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে ও নিম্নপদস্থ

কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ডিসক্রিমিনেশন করা হয় মেডিকেল বেনিফিট সম্বন্ধে। ডি, এস, পি, প্রভৃতি টপ অফিসার্স যাঁরা আছেন, তাঁরা মেডিকেল বেনিফিট পান অথচ কনস্টেবল, এ, এস, আই,রা তা পায় না। নিচের দিকের কর্মচারীদের মাইনের যে ব্যবস্থা আছে, সেটা হচ্ছে স্কেল অব পে ৭০ টাকা আর ৫ টাকা হাউস অ্যালাউয়েন্স। মফঃস্বলে কোন ট্র্যাভেলিং অ্যালাউয়েন্স তারা পায় না। মফঃস্বলে কোন বাড়ি তারা পাঁচ টাকায় পেতে পারে না। মিঃ স্পীকার, স্যার, এও আপনি জানেন যে পাঁচ টাকায় কোন বাড়ি খুঁজে পাবেন না আপনার এলাকায়।

[4-50—5-15 p.m.]

Sj. Ananga Mohan Das:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে ব্যয়বরাদ্দ উপস্থিত করা হয়েছে সে সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলতে চাই। আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা এখানে এ নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন পুলিস বাজেটে বরাদ্দ ক্রমে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৪৬ সালে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা পুলিস বাজেটে ধরা হয়েছিল, বর্তমান বৎসরে ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। অবশ্য টাকার অঙ্কের দিক থেকে এটা বেড়েছে, কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছেন যে বাজেটে শুধু অঙ্কের দিক দেখলে হবে না, মোট বাজেটের কত অংশ তা দেখতে হবে। ১৯৪৬ সালে যখন বাংলাদেশ অবিভক্ত ছিল তখন বাংলাদেশের মোট রাজস্বের কত অংশ খরচ হত—শতকরা কত টাকা, আর এই বৎসর কত টাকা খরচ হচ্ছে হিসাব করলে দেখা যাবে যে পুলিসের মোট খরচের অংশ টাকার দিক থেকে বেশী হলেও হিসাব করলে দেখা যাবে যে শতকরা হিসাবে পুলিসের খরচ কমে যাচ্ছে। তবে আরো কমান যেত কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয় নি। তার একটা কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ দুই ভাগ হবার ফলে পশ্চিম বাংলায় পাকিস্তান বর্ডারে ১৩শত মাইলে অতিরিক্ত পুলিসের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তার জন্য ১৫৪টি অতিরিক্ত আউটপোস্টে পুলিস রাখতে হয়েছে, তারজন্য আর্মস রাখতে হয়েছে। তারজন্য অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তার উপর বিহার থেকে যেসমস্ত জায়গা, যথা পুরুলিয়ার খানিকটা অংশ এসেছে তারজন্য অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। তারপর যেসব পুলিস কর্মচারীর মাইনে কম ছিল, তাদের ডিয়ারনেস এ্যালাউন্স বাড়ান হয়েছে তারজন্য ২৭ লক্ষ টাকা বেড়েছে। এই করে ৪১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বাদ দিলে খরচ আরো কমে যেতো। তারপর আর একটা কারণ হচ্ছে কলিকাতা শহরে অবিভক্ত বাংলায় মাত্র ১০ লক্ষ লোক বাস করতো, এখন সেখানে ৩৪ লক্ষ লোক বাস করছে, এই ৩৪ লক্ষ লোকের বসবাসের ফলে এখানে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তার উপর দলে দলে উদ্বাস্তু ও অন্যান্য লোকরা কলিকাতা শহরে আসছে এবং এখানে অত্যধিক ঘনবসতি অঞ্চল হবার ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিসের সংখ্যা বাড়াবার আবশ্যক হয়েছে। আবার কলিকাতা শহরে দিনের বেলায় ফ্লোটিং পপুলেশন প্রায় ৪ লক্ষ আমদানী হয় যার জন্য ট্রাফিক কনজেশন বেশী হয়, সেই জন্যও অতিরিক্ত পুলিস রাখতে হচ্ছে। তারপর কলিকাতা শহর যদি কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ হতো তাহলে কথা ছিল। কিন্তু কলিকাতা শহর বন্দর ও ব্যবসার ক্ষেত্র। এখানে জনসাধারণের সুখ ও শান্তি সমৃদ্ধি দেখে বহু বদলোক এসেছে। গুণ্ডাদের আমদানী হয় বেশীর ভাগ পাকিস্তান, বিহার প্রভৃতি জায়গা থেকে। তাদের দমন করার জন্য ও জনগণের শান্তি রক্ষার জন্য বেশী পুলিস রাখতে হয় যাতে তারা বেশী অনিষ্ট করতে না পারে। এই জন্য পুলিস বাজেটে বেশী অর্থের সংস্থান করতে হচ্ছে।

তারপর আমাদের দেশের বামপন্থী ভাইরা প্রায়ই অযথা আন্দোলন করেন। কোন সময় হরতাল কোন সময় প্রসেশন প্রায়ই লেগেই আছে। আবার মাঝে মাঝে ভুক স্ট্রাইক চলে। তাঁরা বলতে পারেন যে তাদের দাবী নিয়ে তাঁরা স্ট্রাইক করছেন। করতে পারেন। কিন্তু তারা অহিংস মতে আরম্ভ করলেও শেষ পর্যন্ত তা রাখতে পারেন না। আমরা দেখেছি ট্রাম ভাড়া বাড়ানর সময় তাঁরা অহিংসভাবে আন্দোলন আরম্ভ করলেও শেষ পর্যন্ত তা রাখতে পারেন নি। তাঁরা ট্রাম পুড়ালেন, বাস পুড়ালেন, ট্রাম লাইন নষ্ট করলেন, এমনকি রাস্তার উপর ব্যারিকেড সৃষ্টি করে যাতায়াত বন্ধ করলেন। তাঁরা প্রথমে অহিংস পথে আন্দোলনে এগিয়ে যান কিন্তু পরে আর অহিংস থাকতে পারেন না। একমাত্র অহিংস মন্ত্র যিনি দিয়েছেন সেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে

থেকেই তখনকার নেতারা হয়ত শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন পরিচালিত করতে পেরেছিলেন কিন্তু যারা অহিংসায় বিশ্বাস করেন না, প্রয়োজন হলে যেকোন পথই গ্রহণ করতে পারেন, তাঁরা স্বভাবতই অহিংস হতে পারেন না। এজন্যই বেশী সংখ্যায় পুলিস মোতায়েন রাখতে হয়, তাদের সব সময় প্রস্তুত রাখতে হয়, কারণ কখন কোন কান্ড ঘটে বা ঘটনা ঘটে আগে থাকতে বলা যায় না। একটু আগে এক ভদ্রলোক বলে গেলেন কেন এত পুলিস রাখেন, হাজার হাজার টাকা কেন পুলিসে খরচ করেন? ধরুণ এই যে ডক এটা একটা বিরাট ব্যাপার কখন কি অবস্থা হয় বলাতো যায় না। কোন ক্ষতি যাতে না হয়, কত দামী দামী যন্ত্রপাতি আছে সেগুলির যাতে কোন ক্ষতি না হয় কেহ যাতে যন্ত্রপাতি নষ্ট করতে না পারে সেজন্যই শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিস চাই। তা ছাড়া আরও অনেক ব্যবস্থা আছে যেমন জলের ব্যবস্থা, আলো দেওয়ার ব্যবস্থা এই সমস্ত যাতে কোনক্রমে বদলোকের দ্বারা ক্ষুন্ন না হয়, ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেইজন্যই পুলিস রাখতে হয়। এ তো গেল কলকাতা শহরের ব্যাপার। পল্লীগ্রামের ব্যাপার যদি দেখি তাহলে দেখবো এক একটা থানায় ১ লক্ষ লোক বাস করে। কি আছে পুলিস? ৮ কি ১০ জন কনস্টেবল, একজন এস-আই, একজন বা একাধিক সহকারী দারোগা আছেন—এই তো মোটামুটি পুলিসের সংখ্যা পল্লীগ্রামে বড় বড় থানায় বেশী পুলিস থাকে। এই অল্প পুলিসের দ্বারা কি করে শান্তি শৃংখলা রক্ষিত হতে পারে? হতে পারে যদি জনগণ সহায়তা ও সহযোগিতা করে। বিভিন্ন জায়গায় আমি নিজে দেখেছি পুলিস কনফারেন্স করে কি করে চুরি এবং ডাকাতি ধরবার জন্য জনগণ পুলিসকে সাহায্য করে তাহা বলা হয়, এবং জনগণও অনেকে ক্ষেত্রে করেও। এভাবে যদি দেশের লোক সহযোগিতা করে পুলিসকে সাহায্য করে তবে দেশে শান্তি এবং শৃংখলা রক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তা না করে কোন কোন সময় আমরা দেখতে পাই এমন আচরণ করা হয় যার জন্য অবস্থা খারাপ হয়। আজকাল দেখছি বর্গাদার এবং জোতদারদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধছে, বামপন্থী ভাইদের দ্বারাই এটা হচ্ছে—আবার এমন জায়গাও আছে যেখানে জোতদার এবং বর্গাদাররা বেশ মিলেমিশেই চাষ করত সুষ্ঠুভাবে চাষ করতো সেখানেও আজকাল গণ্ডগোলের সৃষ্টি হচ্ছে। এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যেখানে একজন লোক চাষ করত সে চাষ ছেড়ে চলে গিয়েছে আবার কোথায়ও একসঙ্গে ৫০-৬০ জন জোর করে চাষ করতে আসছে। বিশেষ করে চাষের সময় গ্রামদেশে নানা রকম গন্ডগোল সৃষ্টি হয় শান্তি শৃংখলা ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা থাকে এরই জন্য পুলিস রাখতে হয় এবং তাতে খরচ বেড়ে যায়। অবশ্য একথাও সত্য যে, যে পরিমাণে পুলিসের জন্য খরচ হচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম খরচ হওয়া উচিত। এখানে বাজেটের ১০ পারসেন্ট খরচ হচ্ছে এই খাতে এ খরচ আরও কম হওয়া উচিত ছিল। এবং শিক্ষা খাতে আরও বেশী বরাদ্দ হওয়া উচিত। এক বন্ধু বলে গেলেন ১৯৪৫-৪৬ সালে পুলিসে খরচ করা হত তিন কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা এবং শিক্ষা খাতে ছিল এক কোটির কিছু বেশী। আজ অবশ্য পুলিসে যেখানে খরচ বরাদ্দ হচ্ছে ৭ কোটি ৮৩ লক্ষ শিক্ষা খাতে সেখানে বরাদ্দ হয়েছে ১২ কোটি—অবশ্য বরাদ্দের পরিমাণ ও পারসেন্টেজ অনেক বেশী হয়েছে তাহলেও শিক্ষা খাতে খরচ আরও বেশী হওয়া উচিত। তবে যেসমস্ত অবাঞ্ছিত ঘটনা আজকাল ঘটে সেগুলি যদি কমে যেত তাহলে নিশ্চয়ই পুলিসের জন্য আরও কম খরচ হত কিন্তু এই সমস্ত অবস্থা হওয়ায় জন্য পুলিসের খরচ কমান সম্ভব নয়। এই কটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[*After adjournment*]

[5-15—5-20 p.m.]

Sj. Byomkes Majumdar: On a point of personal explanation.

আজকে এই সভায়, গণেশ ঘোষ মহাশয় একটা কনফারেন্সে বক্তৃতা করবার সময় ভদ্রেশ্বরের স্থানীয় কংগ্রেস এম, এল, এ, বলে উল্লেখ করেছেন। আমি সেখানকার স্থানীয় এম, এল, এ। সেইজনাই আমি সেই অসত্য উক্তির প্রতিবাদ করছি। তার কারণ, এই ঘটনা সম্বন্ধে আমার জানবার অবকাশ হয় তিনদিন পরে—আমি ১৮ই তারিখে ফিরেছি। (জনৈক সদস্যঃ কবে?) আমি গত মে মাসের ৩রা তারিখে দিল্লী গিয়েছিলাম, ১৮ই তারিখে ফিরেছি, এ সম্বন্ধে আমার জানবার অবকাশ হয় নি। তিনি ভাই যা উক্তি করেছেন তা অসত্য।

Mr. Speaker: Yes, next I will call Janab Taher Hossain.

Janab Taher Hossain:

Mr. Speaker, Sir, آج همیں دکھہ کے ساتھہ پولس بهت کے بعض کے موقع پر اس کی نقطہ چینی کرنی پڑتی ہے - حقیقت میں Police Department جس مقصد کے لئے رکھا گیا ہے — چور، بدمعاش اور گنڈوں کے دبانے کے لئے اور democracy کو صحیح معنے میں ہماری سرکار کس طرح سے چلائے — وہ سب police آج نہیں کر رہی ہے - آج یہاں اس کے جس مسلے کو بتایا گیا اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہہ کس طرح سے اپنے power کو minimise کر رہی ہے - ابھی House کے اندر ہمارے Anand Gopal Baboo نے جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے اور ساری باتوں کو بتلائی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ کس طریقے سے جرائم میں کمی ہو رہی ہے لیکن شاید وے بھول گئے ہیں اس جگہہ کو جہاں سے وے چن کر آئے ہیں اور جس جگہہ وے پیدا ہوئے ہیں - اس Asansol معکمہ میں Iron and Steel Factory اور کوئلہ کی کھدانے ہیں - وہاں پر Durgapur میں آج Steel Factory چالو ہو رہی ہے - وہاں سے قریب قریب دو لاکھہ workers کا تعلق ہے - آج وہاں پر پولس کس طریقے سے role لے رہی ہے اس کے بارے میں انھوں نے کچھہ بھی نہیں کہا *

میں انہیں کے علاقے Raniganj سے چند مثالیں دونگا جس سے پتہ لگیگا کہ وہاں پر آج police کیا کر رہی ہے - آج Anand Gopal Mukherjee Baboo یہہ بھول گئے کہ یہاں سب کچھہ سچائی کے ساتھہ ہی رکھنا چاہئے - ابھی 31st December 1957 کو بھولا نام کے ایک ورکر کے گھر سات بجے شام کو ڈکیتی ہوئی - چار پانچ آدمی اس میں زخمی بھی ہوئے - تھانے میں ڈکیتی کی خبر دی گئی مگر پولس موقع پر نہیں پہنچی *

Paper mill کے ایک worker کی زنانہ کی لاش ندی کے کنارے بالو میں پائی گئی لیکن پولس نے تحقیقات تک نہیں کی کہ یہہ کس کی لاش ہے اور یہہ کیسے ہوا *

اور ایک دلچسپ واقعات جو Raniganj thana میں ہوئی ہے اسکو تو شاید انہوں نے ابھی یہاں نہیں رکھا کہ یہہ کیسے ہوا - 18th January 1958 کو وہ افسوسناک واقعات ہوئی - Joty Bose کے گھر میں دس بجے رات میں

ڈکیتی ھوئی - مسلم طریقے سے dacoit آئے - وھاں پر بم چھوڑا گیا' firing ھوئی اور Joty Bose کے باپ کی زبان کاٹ لی گئی - Joty Bose بھی shoot کر دیا گیا اور وہ زخمی ھو گیا - دونوں hospital میں بھرتی کر دئے گئے - اس کے بعد باپ بیٹے دونوں ھی مر گئے - جب 10½ بجے رات میں ڈکیتی ھوئی تو اس کی خبر Raniganj thana میں کی گئی - اُس وقت وھاں کے O. C. بولے کہ ھمارے پاس police force نہیں ہے - لیکن اس کا وجہ کیا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا - بعد میں معلوم ھوا کہ اُس روز ھمارے ایک Minister Saheb وھاں آئے ھوئے تھے Mr. Iswar Das Jalan - وھاں کے Mr. Goenka کی لڑکی کی شادی میں گئے ھوئے تھے - وھاں پر دعوت ھو رھی تھی - S. D. O. اور Raniganj thana کے officers بھی وھاں دعوت کھانے میں لگے ھوئے تھے - اسی لئے ڈکیتی کی خبر پاکر تھانےدار بولا کہ ھم کیا کریں ھمارے پاس force نہیں ہے - اس واقعات کو آج یہاں پر نہیں بولا جا رھا ہے - ابھی Anand Gopal Babu نے Bihar کی چرچہ کی ہے لیکن مغربی بنگال میں police کیا کر رھی ہے اس کو انہوں نے نہیں کہا - ابھی انہوں نے گورا کے بارے میں کہا کہ اس کے اندر میں مرتر ھوا - Communist لوگوں کی طریقہ سے پھانسی ھوئی - پھیلاما ھوا - لیکن رے اپنے گھر کی اُس بات کو کیوں بھول جاتے ھیں جو کہ 1955 میں murder ھوا تھا - I. N. T. U. C. کا ایک غنڈا جو شرابی تھا سات بجے دن میں برن پور روڈ پر مر گیا - نہ جانے وہ شراب پی کر مرا یا اور کس طرح سے مرا مگر ھمارے 7 volunteers ستائے گئے - ایک مہینے تک جیل میں رکھے گئے ان کا bail تک نہیں ھوا - لیکن اس کے بعد 1956 میں ان کا case ختم ھو گیا اور سبھی آدمی رھا ھو گئے - اس کا بیان تو انہوں نے یہاں پر نہیں کیا مگر گورا کا مقتل یہاں دے گئے -

[5-20—5-30 p.m.]

ابھی سامنے 1957 کے اندر میں Dhakishwari کے اندر company کے
در گنڈے مارے گئے - اس میں ہمارے سات volunteers اور union کے
نیتاؤں کو پھانسا گیا - ان کی ضمانت نہیں کرنے دی گئی - لیکن
اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ Case خلاص ہو گیا - اس کو تو
انہوں نے یہاں نہیں کہا - آج حقیقت کو چھپانے کا مطلب یہہ ہو رہا ہے
کہ Congress دن بدن Industrial area سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے ۔

Speaker کے through میری appeal ہوگی کہ آج صحیح معنے میں
Police Minister اس طرف دھیان دیں - چور اور بدمعاشوں کو دبانے کے لئے
police رکھی گئی نہ کہ بھلے آدمیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے -
لیکن آج تو پولس کے ظالم کے کارن سے بھلے آدمیوں کا رہنا ھی مشکل
ہو گیا ہے - اس کے لئے میں چند مثالیں دونگا - آج پولس کو جہاں پر
پہنچنا چاہئے وہاں پر وہ نہیں جا پاتی مگر جہاں پر نہ جانا چاہئے
وہاں پر ضرور پہنچ جاتی ہے - مزدوروں کا جہاں پر peaceful movement
ہو رہا ہو وہاں پر وہ بنا بولائے مالکوں کے telephone کرنے پر ھی پہنچ
جاتی ہے - آپ کے سامنے دو تین مثالیں دینا چاہتا ہوں - اس سے
پتہ لگ جائیگا کہ کس طریقہ سے کیا ہو رہا ہے ۔

Asansol محکمہ کے اندر ھی ہمارے علاقے کے کولٹی تھانے میں
دیکھئے - جب پولس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نہیں پہنچتی ہے - جب
آتے وہاں پہنچنا چاہئے تو وہ سوتی رہتی ہے - مثلاً 17th November 1957 کو
سرناوی موضع کے Joty Mandal کے گھر پر dacoity ہوئی - سب مرد عورت
زخمی ہوئے - دس ہزار کی مالیت کا نقصان ہوا - پولس کو خبر دی گئی -
Digambar Majhi ڈاکو کو recognise کیا مگر پولس کو موٹی رقم رشوت
میں مل گئی - اس کے بعد اسے کیا غرض تھی کہ وہ کچھہ کاروائی کرے
یہاں تک کہ وہ کیس تک بھی note نہیں کیا گیا اور اب بھی وہ
آدمی کولٹی میں گھوم رہا ہے ۔

اس کے بعد اسی علاقے میں دوسری ڈکیتی 18th January 1957 کو Atawary Mishra کے گھر پر ہوئی - اس کے لئے بھی پولس نے کچھہ نہیں کیا - اس طرح آج کوئی بھی ترکیب نہیں رہا کہ پولس کو ٹھیک کہا جائے *

اگر آج صحیح بات کو بولا جائے تو کہیں گے کہ Opposition والے بہت چلاتے ہیں مگر Police Minister کو نوٹ کرکے اس کی enquiry کرنی چاہئے *

تیسری واقعہ 23rd November 1957 کو Kulti railway station کے قریب کی ہے - آٹھہ بجے شام کو ڈاکہ پڑا - ایک دم سے مسلم طریقہ سے ڈاکو آئے - بم پھونکے گئے، گولی چلائی گئی، گھر کے سب آدمی زخمی ہوئے - اس کے بعد وہاں پر آدمیوں کی بھیڑ جمع ہوئی - وہاں سے تھانہ کا مشکل سے پانچ منٹ کا راستہ ہے - اس ڈاکے کے بابت میں O.C. کو خبر کی گئی - لیکن اتنی ہی دوری میں پولس دو گھنٹے کے بعد پہنچی - اس کے بعد O. C. وہاں سے ہی پوچھنے لگے کہ چور ڈاکو بھاگ گئے نہ کہ ابھی تک چوری کر رہے ہیں - جو آدمی تھانے خبر دینے گیا تھا اس سے بھی O. C. نے پوچھا تھا کہ چور بھاگ گئے یا نہیں *

اس طرح سے پولس آج 5 منٹ کے راستہ پر بھی جہاں کہ جان مال کا خطرہ رہتا ہے اور پولس کا پہنچنا بہت ہی ضروری رہتا ہے وہاں وہ نہیں پہنچتی مگر کہیں مزدوروں کی meeting ہوتی ہو تو دو منٹ کے اندر ہی وہاں پر wireless لگ جائیگا اور فوراً پولس وہاں پہنچ جاتی ہے اور جس کو arrest کرنا ہو اس کو پکڑ لیتی ہے - لیکن اگر آج کہیں ڈکیتی ہوتی ہے تو پولس خاموش رہتی ہے - اس طرح سے آج پولس کے بارے میں بولنا پڑتا ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی ہے - اس کو جہاں پہنچنا ضروری ہوتا ہے وہ وہاں نہیں پہنچتی ہے *

ایک اور واقعہ Speaker, Sir, آپکے سامنے رکھ رہا ہوں جس کو یہاں کہنے پر Congress والے کہینگے کہ شکایت کر رہے ہیں پھر بھی میں کہہ رہا ہوں - February 1956 کو کل دھورا G. T. Road پر کوئلہ کی black-marketing ہو رہی تھی - اس black-marketing کے کرنے والے I. N. T. U. C. کے لیڈر لوگ ہی تھے - ٹرک پر کوئلہ کی بوجھائی ہو رہی تھی - اس کے اوپر خلاصی load کر رہا تھا - اس کے بعد ہی driver ٹرک چلا دیتا ہے اور خلاصی مر جاتا ہے - اس کے لئے پولس کو موٹی رقم مل گئی - تھانے دار نے report تک نہیں کیا - Case بھی نہیں کیا گیا کہ یہاں پر ایک موٹر ہو گیا ہے - یہ کیس February 1956 کے کولٹی تھانے کا ہے - اس کو ہمارے Anand Gopal Baboo نے کیوں نہیں بتلایا ؟

اب Hirapur thana میں آیئے - یہ اسنسول محکمہ کی بات ہے - اس کے اندر ہی ساتاسٹی کرکے ایک جگہ ہے - ادھر والے شائد جانتے ہونگے ہمارے Sidharth Babu اچھی طرح سے جانتے ہونگے کیونکہ یہ اسنسول محکمہ سے چن کر آئے ہوئے ہیں - وہاں پر چور بدمعاشوں اور گنڈوں کا اڈا ہے - کہنا چاہئے کہ پولس کا ایک quarter ہی ہے - وہاں Eastern Railway کی siding میں Jamuna نام کے ایک دربان کی duty تھی - 8th February 1958 کو وہاں پر چور چوری کرنے آئے تھے - وے seal توڑنے آئے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں G. R. P. کی پولس بھی شامل ہے - اس case کی جب enquiry ہوئی تو Jamuna دربان نے کہا کہ ہم کیا کریں چور تو پولس کے سامنے ہی چوری کر رہا تھا - ہمارے بھولا بنرجی اس پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری پولس کے خلاف کہتا ہے چنانچہ ہماری دھاک کم ہو جائیگی - اس کے بعد ہی اسکو arrest کیا گیا - اسکو پکڑ تو لیا گیا لیکن ہوا کیا ؟ Case بھی ختم ہو گیا اور وہ اب پھر duty کر رہا ہے - اسطرح سے آپ پولس چوری بھی کروا رہی ہے اور ظلم بھی کر رہی ہے -

آج غور کرکے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر اسی طرح کی حالت رہی تو industrial علاقہ ختم ہو جائیگا اور پھر کسی بھی حالت سے سنبھالا نہیں جا سکیگا *

ایک حالت کو سنئے - 31st March کو ایک بجے رات کو Bhola Banerjee ایک سو پولس کو لیکر force پہنچ جاتا ہے اور without search warrant Barrack میں search کرتا ہے - تالا توڑ کر گھڑی کاغذ چورا لیتا ہے - List میں گھڑی کا نام تک بھی نہیں آتا ہے - چوری کے case میں Secretary اور Vice-President کا نام لگایا جاتا ہے - لیکن اس کے بعد ہی case ختم بھی ہو جاتا ہے *

آٹھ تاریخ کو union کا چناؤ ہونے والا تھا - لیکن وہاں پر بھی پولس پہنچ جاتی ہے اور گھیر لیتی ہے - ہم تو اپنے union کا چناؤ کریں گے اس میں تمہارے دادا کا کیا ہوتا ہے ؟ پھر بھی پولس نہیں مانتی ہے - اس میں اس کی کیا ضرورت ہے ؟ لیکن نہیں ہمارے چناؤ میں بھی وہ بغیر بلائے ہی پہنچ جاتی ہے - اسطرح سے آج پولس تمام معاملہ میں دخل دیتی ہے اور اسی طریقہ سے آج سارا معاملہ چلتا ہے - یہی سب تو آج کی پولس کر رہی ہے - اپنی صحیح duty کو وہ آج بھلا بیٹھی ہے *

Sjkta. Labanya Prova Ghosh:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শাসনযন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল পুলিস।

জাতীয় জীবনের যে লক্ষ্য শান্তি ও উন্নতি তা পেতে হলে চাই দেশের সাধারণ শাসন শৃঙ্খলার এক দৃঢ় ভিত্তি। দেশের সুবিচার ও শৃঙ্খলা রক্ষায়—দেশের সাধারণ শাসন জীবনকে পরিচালনার কাজে পুলিসের স্থান সত্যই সহনীয়। কিন্তু যদি কারো লক্ষ্য শান্তি ও উন্নতি না হয়, যদি কারো লক্ষ্য দেশের শাসন ও শৃঙ্খলার ভিত্তিকে সুদৃঢ়ভাবে গঠিত করা না হয়, তবে সেই শাসন ক্ষমতার হাতে পুলিসের মূর্তি ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। যদি কারো লক্ষ্য হয় দেশের জনগণের নৈতিক অধঃপতন ও দুর্গতির সুযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ে পরিণত করা তবে সেই শাসন শক্তির হাতে শান্তি ও শৃঙ্খলার এই অগ্রদূত এই পুলিসের কাজ রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক অবাঞ্ছিত প্রয়োজনের অনুকূলে বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রকে গঠন করে তোলা। তখন অনাচার ক্ষেত্রকে বাধা দেবার যে প্রহরী সে অপসারিত হয় ন্যায়ের পথ থেকে। পুলিসের হস্ত তখন প্রসারিত হতে থাকে ন্যায়ের দাবীর কণ্ঠ রোধ করতে, আর শাসনকর্তাদের অন্যায়ের কর্মজালকে আইনের প্রতিচ্ছবিরূপে খাড়া করে তুলতে। কংগ্রেসী শাসনে আজ এই কথাই সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সত্যতার প্রমাণে অগণিত প্রমাণ আজ আমাদের কাছে আছে।

দেশের বাস্তব অবস্থা ও লক্ষ লক্ষ লোকের বিক্ষোভ এর প্রমাণ। সকল কালের ইতিহাসেই এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে বিবদমান দুটি দল বা দুটি ব্যক্তি শত্রুতা বশতঃ লড়াই করছে কিন্তু সেই শত্রুতা, সেই সংগ্রামের মধ্যেও তারা কতকগুলি নৈতিক বিধান পালন করা ধর্ম মনে করেছে। ইংরাজ আমলেও আমরা দেখেছি রাজনৈতিক শোষণ ও শাসন তাদের লক্ষ্য হলেও দৈনন্দিন শাসনের যন্ত্রকে তারা রাজনীতির উর্দ্ধে রাখবার নিত্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমরা কংগ্রেসী শাসনের আমলে দেখছি—সে নীতি ধর্ম বোধ বা সে উপযোগিতা বোধেরও কোথাও কিছু নেই: ইতিহাস এখানে এসে এক স্বকীয়তা অর্জন করেছে—সেজন্য আমরা দুঃখের সংগে দেখছি যে, কংগ্রেসী শাসনে ও শাসন লক্ষ্যে জনস্বরাজ বা জনগণের উন্নতি বিধানের নিষ্ঠাপূত সদিচ্ছা কিছু নেই। কংগ্রেসের শাসন জীবনে ও প্রতিষ্ঠান জীবনে আজ একমাত্র লক্ষ্য রয়েছে দলগত ক্ষমতা, স্বার্থ এবং রাজনীতি। যারা শাসনের ভার গ্রহণ করে শাসন পরিচালনার ভাবনার সংগে, তারা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখারও চিন্তা করবে—এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্ত শাসন ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে নয়। কংগ্রেসী শাসনে সে ধর্ম আজ বিবর্জিত। কংগ্রেসী শাসন ধর্মে অবস্থা এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে—তাঁদের সামনে আজ দেশ বা জনসাধারণ নেই—জনস্বার্থ বা জনকল্যাণ নেই। তাঁদের সামনে একমাত্র জীবনধর্ম জাগ্রত হয়ে রয়েছে—রাজনীতি।

[5-30—5-40 p.m.]

এজন্য তাঁরা কারুর কোন বাঞ্ছিত পরামর্শের প্রতি কর্ণপাত করতেও রাজী নন। এজন্য তাঁরা যেকোন অবাঞ্ছিত কাজ করতেও পেছপাও নন। ফলে শাসনতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্নীতির নামান্তর। দল হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্ধকারের বাহিনী, কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে উপদ্রব, উৎপীড়ন, অবিচার ও বিরোধ সৃষ্টি। এমনকি, বহুবিধ অভিনব রাজনৈতিক চক্রান্তের উদ্ভাবন। আর এই রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অন্যতম মূল সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে শাসনযন্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ অংগ পুলিস। বারান্তরেও এখানে পুলিসের বিষয়ে আমাদের জেলার নিরতিশয় অবাঞ্ছিত অবস্থার কথা বারবার বলেছি। এর প্রতি কোন কর্ণপাত করা হয় নি। বরং অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। অভিযোগ করা সত্ত্বেও প্রতিকার না হওয়ার জন্য অন্যায়কারীর উৎসাহ সম্ভবতঃ আরো বেড়ে গিয়েছে, অথবা হয়তো উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজের সাফল্য হচ্ছে ভেবে কর্তৃপক্ষই আরো অধিকতর উৎসাহে কাজ করে চলেছেন। আমরা আগেও বলেছি আজও বলছি আমাদের জেলায় কংগ্রেস, পুলিস ও সমাজবিরোধীরা এক ও অভিন্নরূপে আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্র সৃষ্টির কাজে অগ্রসর হয়েছেন। তাদের পথের কণ্টকদহনের উদ্দেশ্যে তারা এক যোগে অকংগ্রেসী কর্মীদের উপর আইন ও উপদ্রবের পোষণযন্ত্র সমানভাবে পরিচালিত করে চলেছেন। জনগণের তথা আমাদের পক্ষ থেকে অভিযোগসমূহের বিষয়ে যতটুকু তদন্তের বা প্রতীকারের স্থানীয় চেষ্টা দেখা যায় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিনয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। ফলে দুর্নীতির ক্ষেত্র অবাধরূপ পেয়েছে। পুলিসের বিরুদ্ধে ঘুষের ব্যাপক অভিযোগ দেখা দিচ্ছে। পুলিসও সমাজবিরোধী দলের সহযোগে রাজনৈতিক ভোজও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় এবং এইসকল সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতির সমাধানে যেসকল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হচ্ছে তাকে ভংগ করবার জন্য প্রথম অপরাধীই আজ পুলিস। এসবের যদি ব্যাপক তদন্তের জন্য কারুর আগ্রহ থাকে আমরা তাঁদের আহ্বান করব আমাদের সহযোগে তদন্ত পরিচালনার জন্য। বিভাগীয় তদন্তের উপর আমাদের আস্থা নেই। যথার্থ তদন্তের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর আগ্রহ আছে বলেও আমাদের ধারণা নেই। সেই ধারণা যদি তাঁরা আমাদের দিতে পারতেন তবে আমাদের এই বাজেট আলোচনায় পুলিসের জন্য ব্যয়বরাদ্দের দাবীর বিরুদ্ধে অভিমত দিতে হত না।

Sj. Natendra Nath Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের পুলিসমন্ত্রী এবং কংগ্রেসপক্ষীয় বন্ধুরা অনেকেই এই অজুহাত দেখাচ্ছেন যে, দীর্ঘ বর্ডার রক্ষার বাবত অনেক টাকা বেশী লাগছে। সেজন্য আমি বলতে চাই যে, ওয়েস্ট বেঙ্গলএর এরিয়া ৩১ হাজার ৫৫৫ স্কোয়ার মাইল বিহার থেকে যে অঞ্চল এসেছে সেই অঞ্চল মিলিয়ে। আমাদের হচ্ছে ৮৫ হাজার ১২ স্কোয়ার মাইল—কাজেই পশ্চিমবঙ্গের আড়াই গুণ বেশী, প্রায় তিন গুণের কাছাকাছি। কাজেই বর্ডারের অজুহাতে এইভাবে টাকা বাড়িয়ে যাওয়া কোন মতেই যুক্তিসংগত নয়। কিন্তু বর্ডারের অজুহাত দেখিয়ে যে মন্ত্রী

মহাশয় এভাবে পুলিস বাজেটের অঙ্ক ক্রমাগতই বাড়িয়ে যাচ্ছেন তাতে সীমান্ত অঞ্চলের লোকদের প্রকৃতই শান্তিবিধান করতে পেরেছেন কিনা এটা পুলিসমন্ত্রী মহাশয় তাঁর উত্তরের সময় জানিয়ে দেবেন। তারপর বর্ডার রেডস বন্ধ হয়েছে কিনা জানিয়ে দেবেন। বর্ডার স্মাগলিং বেড়ে যাচ্ছে। তারপর ওয়াগন ব্রেকিং, হাওড়া আসানসোল প্রভৃতি সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে ওয়াগন ব্রেকিং অফেন্স অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। তারপর, পুলিসের—ট্রাফিক পুলিসের করাপশন সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন, কাজেই সে বিষয়ে আমি বেশী কিছু বলব না। এনফোর্স-মেন্ট ব্রাঞ্চ সম্বন্ধে শহর অঞ্চলের কথাও অনেকে বলেছেন। আমি নিজে মফঃস্বলের বহু কেস দিয়েছি, কিছু কিছু কেস স্টার্টও হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, প্রায় কেসই ডিসচার্জ হয়ে গিয়েছে। আমি কাঁথিতে দেখি নি এনফোর্সমেন্টএর হাতে কেস দিয়ে কোনপ্রকার সাজা হয়েছে বলে। প্রত্যেক জেলায় মহকুমা থেকে কিছু না কিছু সংবাদপত্র বের হয়। এই পত্রিকাগুলি পড়লে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা জানতে পারা যায়। আমি জানি না পুলিস-মন্ত্রী মহাশয় এই সংবাদপত্রগুলি পাঠ করেন কিনা। আমরা দেখছি কাঁথি মহকুমায় দিনের পর দিন খুন বেড়ে যাচ্ছে। গত ১লা এপ্রিলের মধ্যে কাঁথি মহকুমায় ৪৫-৫০টি খুন হয়েছে। একটা খুনেরও কিনারা পাওয়া যায় নি। মাননীয় পুলিসমন্ত্রী যদি ঐ সংবাদপত্রগুলি পাঠ করতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলিতে পুলিসের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয় সেগুলি যদি তিনি পড়েন তাহলেও পুলিসের ভিতর থেকে অনেক দুর্নীতি দূরীভূত হতে পারে। একটা ঘটনার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শুভঙ্করী মন্ডল, একজন বিধবা, তার ২০ বিঘা জমি আছে, হঠাৎ একদিন সে নিখোঁজ হয়ে গেল। তার গ্রামের একটি লোক এ সম্বন্ধে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করল ১১ই অক্টোবর ১৯৫৭ তারিখে। আশংকা করা হল, সম্পত্তির লোভে দুর্বৃত্ত কর্তৃক বিধবাটি খুন হয়েছে। সাবডিভিশনাল অফিসার এ সম্বন্ধে তদন্তের আদেশ দেন। ৪-৫ মাসেও কোন এ্যাকশন নেওয়া হল না। তখন সেই লোকটি থানায় গিয়ে দেখা করতে থানার সেকেন্ড অফিসার অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে বলে, নিখোঁজ যদি হয়েছিল, এতদিন বাদে খোঁজ করছ কেন? যাই হোক, প্রতিকার তো কিছুই হল না, গালাগালি করেই তাকে বিদায় করলেন। আরেকটা ঘটনা দেখুন। একজন ধনী লোক—নাম তার কালিপদ জানা। গ্রামের একটা স্কুল পড়োগিয়েছিল। সেটা মেরামতের জন্য চাঁদা তোলা হচ্ছিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই চাঁদা দেবেন না। অথচ পুলিসের কাছে গিয়ে টাকা কিছু বর্খাসিস করে এলেন। তারপরেই সেখানে ১৪৪ ধারা, ১০৭ ধারা, ১১৭ ধারা, আরম্ভ হয়ে গেল। এই ব্যাপারে যাঁরা উদ্যোগী ও সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের আসামী করে কেস চলতে লাগল। তিন-চার মাসে কেস পরিচালনার দরুন ২৫০০ টাকাও খরচ হয়ে গেল।

[5-40—5-50 p.m.]

কি সুবিধার কথা যে খুন হয়ে গেল, সেখানে পুলিসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিস সেখানে হটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু একজন ধনী যে স্কুলের টাকা তিনি দিলেন না। অমনি সেখানে পুলিস গিয়ে হাজির টাকার চোটে, পুলিস গিয়ে সেখানে কেস করলো চার মাস ধরে। সেইসব কেসে খালাস পেলেন। তারপর ১৪৪ ধারা জারী হলো। তাহলে বাবা তোমার সঙ্গে সহযোগিতা কি করে সম্ভাব।

তারপর আর একটা ঘটনার কথা শুনুন। আমাদের প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় মাঝখানে ধান যাতে না বেরোয় তার জন্য পেট্রল পুলিস বসালেন রসুলপুর ঘাটে। আপনারা জানেন—কাঁথীর পাশে সেই রসুলপুর ঘাট, সেই পথে অনেক ধানচাল চালান হয়। সেখান দিয়ে কিছু কলকাতার দিকে আসে, ও আর কিছু পাকিস্তানের দিকে পাচার হয়ে যায়। সেখানে পুলিস গিয়ে করলো কি? খবরের কাগজে বেরিয়েছে, এডিটরিয়ালে বেরিয়েছে। নামগুলিও প্রকাশ হয়েছে, মনীন্দ্রনাথ, ব্যোমকেশ প্রভৃতি তাঁরা বলছেন কি? ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ তারিখে কাঁথী থানার দক্ষিণ এরিয়া ঘাটের নিকটে ৪ খানা ধান্য বোঝাই নৌকা বিনা পারমিটে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া আটক করা হয়। তখন তারা বলে পুলিসকে ৬০০ টাকা ঘুষ দেওয়া হইয়াছে। আমরা জানতে পেরেছি যারা পাহারায় রসুলপুর ঘাটে থাকে, সেই পুলিসকে ঘুষ দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান করিবার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সমস্ত ঘটনা বহু লোকের

সামনে ঘটেছে—তদন্তকালে তা প্রকাশিত হবে। ২৯এ ডিসেম্বর ১৯৫৭ তারিখে এই সমস্ত ঘটনা নাম দিয়ে প্রকাশ করা হল। সমস্ত কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা হয়েছে বলে কিছু জানতে পারলাম না।

এই ডায়মন্ডহারবারে গত বছর পূজার আগে একটা হাসনাবাদ গ্রামে কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল, হরিজন পল্লীতে স্বামী-স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে হঠাৎ রাত্রে এক পুলিস মাতাল হয়ে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির হলো। এর উদ্দেশ্য কি বুঝতে পারছেন। কতকগুলি দুর্বৃত্ত লোকের সংগে পুলিস সেখানে হাজির হল। চীৎকারে লোকজন সেখানে গিয়ে চোর মনে করে সেই পুলিসকে ঘা-কতক দিলে। তারপর পরদিন থানা থেকে আরো পুলিস গিয়ে হরিজন বস্তীতে গিয়ে তার বুকে বন্দুকের গুতা, এমনকি একটি মেয়ের প্রসবদ্বারে বন্দুকের গুতা, তারপর এমনি অবস্থায় দিন কতক বাদে তার প্রসব হয়ে গেল। এমনই আপনাদের কংগ্রেস রাজত্ব। এই সমস্ত অত্যাচার হলো, ঠাকুরঘরে ঢুকে খাবার সমস্ত তচনচ করলো নষ্ট করলো। এই সমস্ত ব্যাপারের বিরুদ্ধে রামানুজবাবু কালীপদবাবুর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন তদন্ত করে ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এক বছর হতে চললো কৈ কিছুই আজ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে করা হল না। (এ ভয়েস: ব্যবস্থা হয়েছে।) ব্যবস্থা যদি হয়ে থাকে ভাল কথা।

তারপর বিষ্টুপুর থানায় শ্রীকেষ্টপুর গ্রামে একটা ছেলে বনমালী খাঁ বলে তাকে দশটায় কে বা কারা মেরে তার বাড়ীর সামনে একটা আমগাছে ঝুলিয়ে রেখেছে। সে নিয়ে সেখানকার লোকেরা পুলিসের কাছে আবেদন নিবেদন জানাল। গত বছর থেকে আরম্ভ করে সমস্তের কাছে ডি, আই, জি-র কাছে জানালো। এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হল না। ('এ্যাকশন হ্যাজ বিন টেকেন) কাঁথীর শুভঙ্করী মন্ডলেরও যে অবস্থা, ডায়মন্ডহারবারের বনমালী খাঁরও সেই অবস্থা। এখন যে অবস্থা তাতে হাজার পাঁচেক টাকা ক্যাশ বাক্সে রেখে যেকোন লোককে খুন করা যায়। খুন করে দিয়ে সেই চার-পাঁচ হাজার টাকার সাহায্যে কি করে ঝোলান যায়, এবং নিজে অন্য লোককে যার উপর রাগ আছে, তাকে আসামী করে ঝোলান যায়, সে ঘটনা এইখানে গতবার বলেছি, এবং তার রায় পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলাম। এইসব ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না হয় তারজন্য মন্ত্রী মহাশয় কি করছেন জানি না।

তারপর কেসের সংখ্যা কমেছে বলে দেখান হয়েছে। ডায়েরী নেওয়া হয় না। থানায় ডায়েরী করতে গেলে তারা বলে—চোরের নাম বল। চোরের নাম বলতে পারলে তো তারা চোরকে ধরতে পারে। চোরের নাম না বললে ডায়রী নেয় না। গত মাস দুয়েক আগে পাঁচসিকা পয়সা একজনের কাছ থেকে নিয়েছে।

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে পুলিস বাজেটের বরাদ্দ নিয়ে যে বিতর্ক সুরু হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই যে আমাদের পুলিসমন্ত্রী একজন নন, আমাদের পুলিসমন্ত্রী দুজন। একজন কালীপদবাবু, আর একজন প্রফুল্ল সেন মহাশয়। একটু আগে আমাদের বন্ধু ব্যোমকেশবাবু তাঁর ব্যক্তিগত জবানবন্দী দেবার সময় বলেছেন—তিনি এখানে ছিলেন না। আগে থেকে এ্যালিবি প্রমাণ করবার জন্য ব্যবস্থা এইরকম লোকেরা করে রাখেন—এ আমরা জানি। সেদিক থেকে আমি আপনাদের সামনে কয়েকটি ঘটনা রাখতে চাই।

ভদ্রকালীতে একজন সমাজবিরোধী লোক পুলিসের যোগসাজসে উদয়ন সংঘ নামে একটা সংঘ তৈরী করেছে। এই লোকটি মিউনিসিপ্যালিটির জমি বে-আইনীভাবে দখল করেন এবং সেজন্য তার ৩০ টাকা ফাইন হয়। ভদ্রকালী মহিলা শিবিরে যেসব ছেলেরা বড় হয়েছে, তাদের সরাবার জন্য মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মহাশয় কথা দেন। কিন্তু তাদের সরান হয় না এবং এই সমাজ-বিরোধী লোকটি ঐ ছেলেগুলিকে ঐ শিবিরে পুলিসের যোগসাজসে রেখে দেয় এবং মেয়েদের পাপ ব্যবসায়ে প্ররোচনা দেয়। পুলিসের কাছে নালিশ জানালে কোন প্রতিকার হয় না। তমাল নামে একটি কিশোরকে এই সমাজবিরোধী লোকটির প্ররোচনায় ছুরি মারা হয়। স্থানীয় পৌর-সভার কমিশনার এবং সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে থানায় অভিযোগ করলেও সে কেস নেওয়া হয় না। অথচ এই সমাজবিরোধী লোকটি একটার পর একটা স্থানীয় বিশিষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে কেস

করে যাচ্ছে, তাঁদের অপরাধ তাঁরা ঐ লোকটির পাপ ব্যবসায়ের বিরোধিতা করেন, প্রত্যেকটি কেস হচ্ছে স্টেট ভার্সেস কেস। কিন্তু প্রতিটা কেসেই আসামীরা বে-কসুর খালাস হচ্ছেন। এই সমাজবিরোধী লোকটি সম্পর্কে আদালত স্টেট ভার্সেস গোপাল মুখার্জি এই কেসে কেস নং জি, আর, ১২ অফ ৫৭ মন্তব্য করেছেন— লোকটি বিপজ্জনক, ওকে আদালত থেকে বের করে দেওয়া হয়। কমুনিস্ট কর্মী 'শম্ভু দাসগুপ্ত ভার্সেস স্টেট' এই কেসে (কেস নং শ্রীরামপুর ১৭২ অফ ৫৭) এই সমাজবিরোধী লোকটাই উদ্যোক্তা থাকেন এবং পূর্বোক্ত মহিলা শিবিরের বয়স্ক ছেলেগুলিকে সাক্ষী রাখা হয়। একটি অত্যন্ত সাধারণ মামলাকে সেসনে পাঠান হয় এবং এটা হয় মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের প্রত্যক্ষ যোগাযোগে। লোকটির নাম সুনীল মজুমদার। খাদ্যমন্ত্রী এক ধারে খাদ্যমন্ত্রী, পুনর্বাসনমন্ত্রী, রিলিফমন্ত্রী এবং তিনি পুলিসমন্ত্রীও বটেন। উত্তরপাড়া পুলিস তাঁরই নির্দেশমত চলে। চণ্ডীতলা থানার হরিপদ জানা খুন হল, কিছু করা গেল না? খোদন বালা বড় লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে অনন্তরামপুরে, তাকে খুন করা হল, কিছু করা গেল না। চণ্ডীতলা থানাকে কয়েকটি কংগ্রেসী ব্যক্তি ঘিরে রেখে ডাকাতি, ভ্রূণহত্যা, চিটিং এবং কালোবাজার চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কিছু করা হল না। জনৈক দারোগা মিঃ সুরাল এর বিহিত করতে গেলে বেচারীর চাকরী চলে গেল। বেগমপুরের ইউনিয়ন বোর্ডের কংগ্রেসী প্রেসিডেন্ট তার বাড়ীর আটজন লোককে খুন করল, আদালতে মামলা চলছে, পাছে গ্রামের লোক তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়, সেজন্য ঐ প্রেসিডেন্টেরই বাড়ীতে দৈনিক দশ-পনেরজন করে কনেস্টবল বসিয়ে একটা ফাঁড়ি তৈরি করা হয়েছে।

[5-50—6 p.m.]

চুঁচুড়ায় কংগ্রেসের নামজাদা লোক জ্ঞান দত্ত, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী ভূপতিবাবুর দক্ষিণ হস্ত সত্যেন চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তি চ্যারিটির জলসা ডাকলেন এবং ডেকে হাজার ১০ টাকা নিয়ে সরে পড়লেন। জলসাঘর ফাঁকা এবং এই নিয়ে লোকে যখন সেখানে বিক্ষোভ প্রকাশ করলো সেখানে পুলিস এসে লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস চালালো। এইভাবে আমরা দেখছি যে দার্জিলিংএ আমাদের লোকসভার বিরোধী দলের নেতা ডাংগে যখন সভা করতে গেলেন কালিবাবুর পুলিস তখন সমস্ত শহরময় পোস্টার ছেড়ে বেড়ালেন। যেখানে বাস স্ট্রাইক হচ্ছে সেখানে বাস স্ট্রাইক-ওয়ালাদের সংগে মারপিঠ হচ্ছে সেখানে পুলিস নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে দেখতে পাই। এইভাবে ঘটনার পর ঘটনা দিয়ে আমি আর আমার বক্তব্য বাড়াতে চাই না। আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের চেহারাটা কি, আমি সেটাই এখানে বসে বসে কয়েকছত্র কবিতা লিখেছি তা আমি পড়ে দিচ্ছি—

আসল মন্ত্রী নহে কালীবাবু
ডি ফ্যাক্টো সবাই জানে
মাথা চলে আসে ধীরে ধীরে দেখি
হাতটি লাগালে কানে।
কারবালা মাঠে উঠে গেছে তব
ইলিসিয়ামের পাড়া
লালবাজারটা কালোবাজারের
অঙ্কে হয়েছে হারা,
সেথা কোলাকুলি চলে খোলাখুলি
সকাল সন্ধ্যা বেলা
কালীবাবু শুধু বিধানবাবুর
গুরু মারা এক চেলা।
তুলনাবিহীন অতুল্য সখা প্রফুল্ল সহচর,
বাঁধিয়াছো যত 'ন ধারার লোক
মাসতুতো ভাইঘর।

বিয়াল্লিশের বিপ্লব পাশে শূন্য তুমি তাহার,
চারশো বিশের উল্লাসে দেখি বিজয় সিং নাহার।

সুরাবর্দীর বংশধর যে মীনাপেশোয়ারী-ভ্রাতা
বঙ্গদেশের গুণ্ডাজনের তুমি অকপট ত্রাতা

পি-ডি এ্যাক্টের প্রহরী তুমি যে
[illegible] সর্দার
শ্রমিক কৃষক ঠেঙ্গাতে দেখি না
প্রয়োজন কোন পর্দার।

এ্যান্ডারসনী গণতন্ত্রের জনকল্যাণী গদি
পুলিসমন্ত্রী বসিয়া বসিয়া বহাও রক্ত নদী।

হোথা সীমান্তে, গরজন করে
নর হত্যার পাপ।

বাজেটে অংক বাড়াতে লাগাও
বিধান সভায় চাপ।

তুমি অলসের রাজার সেরা যে অধম ক্রীতদাস
তুমি ও তোমার চেড়ীরা দেশের করছো সর্বনাশ।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই হচ্ছে আমাদের পুলিসমন্ত্রীর আসল চেহারা। কারবালা ট্যাংকএ বসে তথাকথিত কংগ্রেস সভাপতি এবং খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন, কালীপদ মুখার্জি সেখানে ষড়যন্ত্র করেন। আমাকে যেবার পি. ডি. এ্যাক্টএ ধরা হয়েছিল আমি সেবার আই. জি, পি-র কাছে ছাপা সার্কুলার দেখলাম যে ঐ প্রতাপ মিত্রের ব্যাপার যেটা স্নেহাংশু আচার্য মহাশয় আপার হাউসএ বলেছেন, সেটা তাঁরা সাইক্লোস্টাইল করে চারিদিকে প্রচার করছেন। এই প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, আমি বললে হয়ত বিশ্বাস হবে না, বিধানবাবুর বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্ত। বাংলাদেশের লোক জানুক কোথা থেকে চক্রান্ত করে আজকে এই দেশকে শাসন করার চেষ্টা হচ্ছে এবং এটা কত বড় বিপজ্জনক। তাই এই পুলিস বরাদ্দের আমরা বিরোধীতা করছি।

Sj. Mahananda Haldar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় যে পুলিসের ব্যয় বরাদ্দ উপস্থাপিত করেছেন তার সমর্থনে আমি এই সভায় দুই-একটি কথা বলতে চাই। সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষ থেকে এই পুলিসের ব্যয় বরাদ্দের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথা বলা হয়েছে। বিরোধী পক্ষ থেকে এটা দেখান হয়েছে যে পুলিসের ব্যয়ের অংক দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং এটা পশ্চিমবঙ্গের সমাজ জীবনের পক্ষে নিশ্চয়ই গর্হিত ব্যবস্থা বটে। কিন্তু আমরা সরকার পক্ষ থেকে যেসমস্ত বিষয় উপস্থাপিত করেছি তাতে দেখান গিয়েছে, যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি আমাদের সমাজ জীবনে এসেছে তাতে যেরকমভাবে পুলিসের খাতে ব্যয় বরাদ্দের অংক বাড়ান হয়েছে সেটা কিছুই অন্যায় হয় নি। কারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের চলতে হবে। আজ খণ্ডিত পশ্চিম বাংলায় সীমান্ত ১৩ শত মাইল জুড়ে আছে এবং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের যেসমস্ত কাজের সন্ধান আমরা পাই বা যা চোখে দেখতে পাই তাতে সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে অবহিত হতে হবে এবং সেজন্য পুলিসও প্রয়োজনমত রাখতে হবে। সমাজ জীবনের যে পরিকল্পনা আমরা নিচ্ছি তাতে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যয়ের সংখ্যা বেড়েছে বাস্তবিক পুলিস বাজেট সেভাবে বাড়ে নি। আজকে পশ্চিম বাংলায় যেভাবে জনসংখ্যা বেড়েছে এবং সমাজ জীবনেও যেভাবে দুর্নীতি ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হচ্ছে তাতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমাদের নিশ্চয়ই বলিষ্ঠ নীতি নিয়ে চলতে হবে। পুলিসের যে কাজ

তা সংক্ষেপে বলতে পারা যায় 'দেয়ার্স ইজ এ থ্যাংকলেস জব'। বাস্তবিক পক্ষে তারা যে শুধু শাসন করে তা নয় আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে তাদের ভিতর যে মনোভাব, যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আজ স্বাধীনতা লাভের পর তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা পাল্টে গেছে। তারা আজ অনেক সমাজসেবার কাজ করে থাকে। বন্যা এবং মহামারীর সময় পুলিস যেভাবে অগ্রসর হয়ে জনগণের সেবা করেছে তাতে তাদের আমি প্রশংসা করি। আর একটা কথা, স্পীকার মহাশয় এখানে আমি বলবো। স্বাধীনতা বলতে আমরা কি বুঝি? 'ইট ইজ নট আনরেস্ট্রিকটেড ফ্রিডম'। আমাদের যা ইচ্ছা তাই করবো এটা মানবের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি সেই বৃত্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে যেখানে তারা বাধা পায় সেখানে তারা রুখে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে সমাজ জীবনে এমন সব গোলমাল চলছে যাতে মানুষ ঠিক থাকতে পারছে না—তখন বাস্তবিক পক্ষে আইন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিসের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। সেইদিক লক্ষ্য রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পুলিসের যে ব্যয় বরাদ্দ আমাদের সম্মুখে আনা হয়েছে তা যদি বাস্তবিক অন্যান্য দেশের সংগে তুলনা করি তাহলে তা যে খুব বেশী বলে মনে হবে তা নয়, বস্তুতঃ পুলিসমন্ত্রী এবং তাঁর পুলিস আজ যেভাবে কাজ করছেন এবং আমরা যতটা দেখতে পাচ্ছি তাতে তারা প্রশংসার যোগ্য। আজকে ছাত্রেরা অনেক ক্ষেত্রে যেরকমভাবে উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছে দেখছি তারা যেখানে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠছে এমনকি, কোর্টে গিয়েও আন্দোলন চালাচ্ছে এবং যেভাবে বড় রকমের অন্যায় করছে তাতে আমাদের সমাজ জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে হবে।

আর একটা কথা এখানে বলতে চাই। বিরোধী পক্ষের শ্রদ্ধেয় নেতা গণেশবাবু বললেন—বানপুরে সীমান্ত স্টেশনে অনেক সময় উভয় পক্ষের লোক মিলে চোরাই মাল পাচার করে। তাতে সেখানে বড় রকমের দুর্নীতি চলে। আমি যতদূর জানি সেখানে যা ঘটছে তাতে অজিত দাসের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলেই তিনি এরূপ বলেছেন। প্রকৃত অবস্থা তিনি যা বলে গেছেন তা ঠিক ঘটনা নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে সেখানকার দারোগাবাবু যা করে যাচ্ছেন সেটা প্রশংসনীয়, তিনি দুর্নীতি দূর করার জন্য চেষ্টা করছেন।

[6—6-10 p.m.]

এই হিসাবে বলি যারা আজ পুলিস তাদের যদি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি তাহলে সেটা ঠিক হবে মনে করি না। কারণ, পরাধীন অবস্থায় যা ছিল, আগে যে অবস্থা ছিল, যখন ইংরাজ গভর্নমেন্টের তারা চাকরী করত তখন এই পুলিসকে দিয়ে ইংরাজ নিজের স্বার্থের জন্য যা কিছু দরকার করিয়ে নিত। কিন্তু আজ সেই পুলিস—

they are also sons of the soil and they have got a duty to their motherland too.

একটা দেশের ভিতর ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার থাকবে এবং ভাল মানুষও থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি সকলের কাছে অনুরোধ করবো তাঁদের দেখা দরকার যাতে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার কমে যায় এবং সকলে সেবার দিকে উম্বুদ্ধ হয়। আমরা কেবল আন্দোলন কোরে বা ক্রিটিসিজম কোরে যদি চলে যাই তাহলে চলবে না। আমাদের দেখতে হবে কি পুলিস, কি জনসাধারণ, কি অফিসার যাতে সবাইএর সহায়তা নিয়ে সকলে মিলে দেশের কাজ করতে পারি এবং সত্যিকার দেশকে উন্নত করবার কাজে অগ্রসর হতে পারি, সেদিকে আমাদের সকলের অবহিত হতে হবে। আমরা যদি শুধু সমালোচনা করি তাহলেও চলবে না, এবং সমালোচনাকে উপেক্ষা করলেও চলবে না। যাঁরা বিরোধী বন্ধু আছেন তাঁরা যেসমস্ত ক্রিটিসিজিম করেন তার মধ্যে যা গ্রহণীয় তা কংগ্রেস সরকার নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। কিন্তু যেগুলি নিছক রাজনীতির ভিতর বা ট্যাকটিসএর ভিতর টেনে নিতে চাইবে তা কোন গভর্নমেন্টই স্বীকার করতে পারেন না। পুলিস চিরকালই সবার নিকট একটা যেন অবজ্ঞার পাত্র বা ভয়ের পাত্র হোয়ে গেছে। তার কারণ আমি পূর্বেই বলেছি যে আমরা যেটা করতে চাই যদি তাতে বাধা পড়ে তাহলে আমরা ক্ষেপে উঠি। পুলিসের প্রয়োজন যে-কোন রাষ্ট্রের রয়েছে। আইন ও শৃংখলা রক্ষা করবার জন্য লোক থাকা দরকার। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না যে অরাজকতার ভিতর দিয়ে, আইন ও শৃংখলা লঙ্ঘনের ভিতর দিয়ে রাষ্ট্র উন্নতির পথে চলবে বা চলতে পারে। এই কয়টি কথা বলে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী উপস্থাপিত করেছেন তা ন্যায়সংগত বোধে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

মিঃ স্পীকার, পুলিস বাজেট যেটা রাখা হয়েছে সেটা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। কারণ, পুলিসের যা কাজকর্ম তাতে দেখা যাচ্ছে যে শুধু ধনী, বড় লোকের স্বার্থ নিয়েই তাঁরা কাজকর্ম করেন। যেখানে জনসাধারণের সাহায্য পাওয়া দরকার সেখানে পুলিস পাওয়া যায় না। মনে হয় পুলিস যেন শুধু বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদেরই সাহায্য করবার জন্য আছেন। যেখানে জুয়ার আড্ডা আছে, যেখানে লোক মদ চোলাই করে, বা অন্য কোন দুর্নীতিপূর্ণ ব্যবসা করে সেখানে পুলিস তাদের কোনদিন ধরে না, তাদের বিরুদ্ধে কোনদিন কোন কেস করে না, বা পি, ডি, এ্যাক্টের প্রয়োগও কোনদিন করে না। যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট নিয়ে কিছু করা হয় সেখানে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সুবিধা কোরে দেওয়ার জন্য যারা বড় বড় ইউনিয়নের নেতা, তাদের পি, ডি, এ্যাক্টে আটক কোরে রাখেন। একটা উদাহরণ দিই—গার্ডেনরীচে কেশোরাম কটন মিলে ভাল আন্দোলন চলেছে, ভাল সংগঠন চলেছে, কিন্তু সেখানে পুলিস অন্যায়ভাবে আজ আড়াই মাস, তিন মাস যাবৎ ১৪৪ ধারা জারী করে রেখেছে এবং সেখানকার যারা একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বর, যারা ওয়ার্কার্স কমিটির মেম্বর, যারা সেখানে ইউনিয়ন করে, তাদের পি, ডি, এ্যাক্টে রাখা হয়। শুধু তাই নয়, তাদের পলিটিক্যাল স্টেটাসও দেওয়া হয় নি। ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্টের এগেইনস্টে তাদের চার্জ করা হয়েছে, তাদের গুণ্ডা এ্যাক্টে আটকে রাখা হয়েছে। এর উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি সেখানে বাতি (?) সিং নামে একজন ওয়ার্কার সে একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বর, সে বি পি টি ইউ সির জেনারেল কাউন্সিলের মেম্বর, সে ইউনিয়নের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, তার এ্যাগেইনস্টএ চার্জ হচ্ছে—

to incite the workers to go on strike for the realisation of their *demands*—

এই চার্জে তার উপর পি, ডি, এ্যাক্ট প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং গুণ্ডা এ্যাক্টে ধরে রাখা হয়েছে। আরও ভাল ওয়ার্কার হরিহর পান্ডে, নবীনা কাহার, তাদেরও ঐ সেম চার্জে পি, ডি, এ্যাক্টে ধরে রাখা হয়েছে। তাদেরও পলিটিক্যাল স্ট্যাটাস দেওয়া হয় নি এবং গুন্ডা বলা হয়েছে। অথচ সেই কেশোরামে যে গুন্ডারা আছে, যাদের এগেইনস্টে পি, ডি, এ্যাক্টের ওয়ারেন্ট ছিল, তাদের পুলিস খবর দিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তাদের ধরল না। কিন্তু যারা ইউনিয়নের কাজ করছে, যারা বি-পি-টি-ইউ-সি তরফের লোক তাদের এ্যারেস্ট করে, কিন্তু যারা আই এন টি ইউ সির তরফ থেকে গুন্ডামি করে তাদের পি, ডি, এ্যাক্টে ধরা হয় না এবং তাদের এগেইনস্টে কোন চার্জও আনা হয় না।

এতে শুধু এইটাই বোঝা যাচ্ছে যে পুলিসের বিশেষ কোরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার যে পুলিস তাদের আর কোন কাজ নেই, তাদের শুধু একটি মাত্র কাজ, এবং সে কাজ হচ্ছে যে বি পি টি ইউ সির যে ইউনিয়ন তাদের ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্টিভিটিজকে কি কোরে সাপ্রেস করা যায়, কি কোরে ক্রাস করা যায়। আজ আড়াই মাস, তিন মাস ধরে সেখানে ১৪৪ ধারা চলছে, এবং মিল মালিকদের সাহায্য করা হচ্ছে। সেখানে যারা ঝাণ্ডা পুড়িয়ে দেয়, ওয়ার্কারদের লাইনের রেড ফ্লাগ পুড়িয়ে দেয়, তাদের বিরুদ্ধে পুলিস কোন এ্যাকশন নেয় না। এই ধরনের কাজ যেটা কোনদিন কেউ পছন্দ করতে পারে না যে, কেউ কারও ঝান্ডা পুড়িয়ে দেবে—সেই কাজ করলে পর সে সম্বন্ধে পুলিসে রিপোর্ট করা হলেও আজ পর্যন্ত সে নিয়ে কিছু করা হয় নি। সেই কোম্পানির গুন্ডারা, যাদের সঙ্গে আই এন টি ইউ সি-র সম্পর্ক আছে, তারা সেখানে মারপিট করলে, ১৩ জন ওয়ার্কারকে উনডেড করলে, কিন্তু তাদের এ পর্যন্ত ধরা হয় নি। সেখানে একজন বড় গুণ্ডা সুদেব (?) বাহাদুরকে লেবার অফিসার নাম দিয়ে রাখা হয়েছে। ১০ বছর ধরে সে গুণ্ডামি কোরে আসছে। সেখানে একবার সেই গুণ্ডা রিভলভার ফায়ার কোরে কি এক কারবার করল, বোমা ছুড়ল, কিন্তু তার বিরুদ্ধে এই পুলিস, এই কংগ্রেস গভর্নমেন্ট পি, ডি, এ্যাক্ট-এ আনতে পারে নি। যদিও একবার ফায়ারিংএর জন্য এ্যারেস্ট করেছিল, তারপরে আবার সেই কেস সাপ্রেস করা হল। তার বিরুদ্ধে কিছুই করা হল না। সেই যে গুণ্ডা সেখানে এখনও রয়েছে, সেটা এইজন্য যে বিড়লার স্বার্থ সেখানে দেখছে, অন্য ক্যাপিটালিস্টএর স্বার্থ সেখানে দেখছে, সেইজন্য তাকে ধরে নেয় না। সে খদ্দরের জামা পরে বেশ ঘুরে বেড়ায়, তার বিরুদ্ধে কিছুই করে না।

এসব এলাকায় এ্যাসিস্টেন্ট পর্লিস কমিশনার এস, এন, বোসের একজন আত্মীয়কে বিড়লার কাজ দেওয়া হয়েছে—তাহলে সেখানকার লেবারদের উপরে যারা ফায়ার করে তাদের কি করে তিনি এ্যারেস্ট করবেন? সেখানে এর আগে শ্রীরোহিনী গার্ডেনরীচের যিনি ও-সি, ছিলেন তিনি এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসে ছয় বছর ধরে বিড়লার স্বার্থ দেখা ছাড়া আর কোন কাজ ও'র ছিল না।

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Narayan Chobey:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমরা জানি যে আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে যেসমস্ত কথা বলা হচ্ছে তার উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের মাননীয় পর্লিসমন্ত্রী এখনই ফাইল থেকে নানান রকমের পর্রিয়া বার করে শোনাবেন যে দেখর্ন লোকে পর্লিসের তারিফ করে এই লিখেছে। আমি বলি যে আপনি ঐ পর্রিয়াগর্লোকে তাবিজ করে হাতে পরর্ন। আমি কতকগর্লি প্রশ্ন আপনার সামনে রাখতে চাই। আমরা জানতে চাই যে নন্দীগ্রাম থানার ও সি-কে কেন ট্রান্সফার করলেন? এই ও সি আপনার আইন শৃঙ্খলা রাখতে গিয়ে আপনার এস-ডি ও ও ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার রাখতে গিয়ে বাসেদ মিঞা, মন্ডল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, যিনি পর্লিসকে মারলেন তাঁকে ধরাতে আপনি কেন তার এইরকম ট্রান্সফার করলেন তার জবাব দেবেন? আপনারা পি, ডি, এ্যাক্টে বহর্ লোককে গর্ন্ডা বলে ধরছেন। ১৯৫৬ সালে খড়্গপর্রের যে রেল স্ট্রাইক হয়েছিল তার জন্য আজ পর্যন্ত কোন কেস চালাচ্ছেন, কেন ফয়সলা করছেন না, বা সেই কেস কেন উইথড্র করছেন না তার জবাব দেবেন? যে কংগ্রেস এম-এল-এর ঘর থেকে পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ বেরিয়েছিল, মর্সলীম লীগের ফ্ল্যাগ বেরিয়েছিল তাকে কেন পি ডি এ্যাক্টে ধরে এখনও সেন্ট্রাল জেলে পোরা হয় নি তার জবাব দেবেন? তাঁর সঙ্গে আপনার দহরমমহরম আছে কিনা, বা কংগ্রেসী হলে পাকিস্তানী হবার নিয়ম চালর্ আছে কিনা তার জবাব দেবেন? সোনারপর্র থানায় লাঙ্গলবেড়ে ইউনিয়নের মন্ডল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হারাধন চক্রবর্তীর বিরর্দ্ধে টেস্ট রিলিফের টাকা চুরীর অপরাধে যে কেস চলছিল তার জন্য তাকে এ্যারেস্ট না করে যেসমস্ত কম্যর্নিস্ট পার্টির কর্মী যাঁরা তার বিরর্দ্ধে সাক্ষী দিলেন তাঁদের কেন হয়রান করা হয়েছে তার জবাব দেবেন? খড়্গপর্র এত বড় একটা থেফট কেসএ যাতে লক্ষ লক্ষ টাকার যে হিংজ চুরি হয়ে গেল, হিংজসগর্লো ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে গেল, পর্লিসে খবর দেওয়া হল, সি-আই-ডি ডিপার্টমেন্ট ৬ মাসের মধ্যে কেন একটা চার্জসীট দিল না তার জবাব দেবেন? এর ফলে সেখানকার ওয়ার্কস ম্যানেজার এ্যাসিস্টেন্ট ওয়ার্কস ম্যানেজার, ফোরম্যান প্রভৃতি মর্ক্ত হয়ে গেল। যাই হোক যেসমস্ত ওয়ার্কাররা তাদের বিরর্দ্ধে অভিযোগ এনে সংবাদ দিয়ে গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল আজকে they are standing in danger of being victimised.

আজকে তাদের চাকরী যাবার ভয় হচ্ছে কেন এবং সি-আই-ডি ডিপার্টমেন্ট ৬ মাসের মধ্যে কেন চার্জ-সীট দিল না তার জবাব দেবেন? বিষ্ণর্পর্রের কংগ্রেস নেতা রামনলিনী চক্রবর্তীর বাড়ীতে খড়্গপর্র ইয়ার্ড থেকে ৬০ হাজার টাকার টিন ইনগটস্ চুরি হয়ে 'মিতা' নামক বাসে করে চলে গেল, সেখানে পর্লিসকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও কেন পর্লিস সেখানে সার্চ করে নি, গ্রেপ্তার করে নি বা কেন কোন কেস করে নি তার জবাব দেবেন? বেঙ্গল পর্লিসকে কংগ্রেসের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আর কদিন ব্যবহার করবেন তার জবাব দেবেন? মজর্র অঞ্চলে, বস্তী অঞ্চলে সর্দখোরের জর্লর্ম, মাল চোরাই করনেওয়ালাদের জর্লর্মের ব্যাপারে বার বার আপীল করার পরও কেন কিছর্ করছেন না তার জবাব দেবেন? আমি নিজে খড়্গপর্রের একজন সর্দখোরের নাম জানি বালেশ্বর সিং যার ভয়ে গঙ্গা কেউট নামে একজন শ্রমিক ঘর ছেড়ে তিন বছর ধরে রেল ইয়ার্ডে বাস করছে তার কথা আপনাকে ও আপনার পর্লিসকে জানানোর পর একটা এনকোয়ারীর প্রহসন হয়েছিল কিন্তু তারপর তার কি করেছেন তার জবাব দেবেন? থানার সঙ্গে যেসমস্ত পর্লিস ইনস্পেক্টর আছে সেই সমস্ত পর্লিস ইনস্পেক্টরের ভয়ে পাড়ার লোকেরা সন্ত্রস্ত। তারা এদের বিরর্দ্ধে কোন কথা বলতে পারে না। এই ব্যাপারে আমি অভিযোগ করেছিলাম, নাম দিয়েছিলাম, কিন্তু কি করেছেন তার জবাব দেবেন? আমার বলবার অনেক ছিল কিন্তু আর সময় নেই বলে শেষ করতে হচ্ছে। পরিশেষে বলে যাই যে আপনার কপালে অনেক দর্ভোগ আছে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনের সময় থেকে আপনার ভাগ্যে একবারও নির্বাচনী নদী পেরিয়ে মন্ত্রী হবার ভাগ্য

আপনার হয় নি। আপনি বরাবর ১৯৫১ সাল থেকে বঙ্কিমবাবুর কাছে হেরে গিয়ে ব্যাক ডোর মন্ত্রী হচ্ছেন। তাই বলি যে যদি আপনি এখনও না শোধরান, পুলিস ডিপার্টমেন্টকে না বদলান, তাহলে আপনাকে চিরকাল ব্যাক ডোর দিয়েই এসেম্বলীতে আসতে হবে, কোন কালেই নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে পারবেন না।

Janab Syed Badrudduja: Mr. Speaker, Sir, the observations of the Hon'ble the Home Minister have left me absolutely cold. It is a deliverance which does not deliver us; it raises no hope in our drooping mind. Sir, I am not one of those who would criticise the Administration for the sake of mere criticism. I have never withheld my admiration for the services of the Administration. But I do consider the provision in the Police Budget to be rather staggering. I do not either withhold my admiration for the faithful services of a section of the police officers who, often in trying moments, have saved difficult situations. But I cannot but condemn, in no uncertain terms, the utter inefficiency, inactivity, inaction, deliberate negligence, civilised madness and frenzy of some of the police officers—a large section of them—who, in the name of maintenance of law and order, have very often, masqueraded under the false name of guardians and protectors of people's right, tortured the citizens of the State with cruelty and barbarous savagery. Sir, after all the instances that have been related on the floor of the House this afternoon by my honourable friends, Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri and others, I would not have been inclined at all to intervene in the debate—but for the few instances that have been brought to my notice by my constituency and from our District. Possibly it was not necessary to add any further. Sir, I am not referring to abnormal times, I am not referring to that naked exhibition of barbarism which took place just after Partition, when in the name of civilization, in the name of culture, in the name of humanity, in the name of all that is sublime in human conception, we perpetrated things which stagger the imagination of even brutes. In those difficult times from my personal experience I bear testimony to the fact—most of the police officers, by their deliberate negligence, by their passive connivance at the dark deeds of miscreants, of murderers, of thieves, of dacoits, of burglars and who knows by their secret complicity and collusion with the forces of darkness and destruction created a situation in the State which was terribly disastrous. I am not referring to those times. I am referring to comparatively normal times. I will cite only a few instances, showing the amount of disharmony, the amount of disagreement that exist between the various sectors of the Administration, showing the utter helplessness and inefficiency of the Police Minister in the face of vandalism of the police officers who had taken the law in their own hands, torturing people so recklessly while the riots were allowed to continue in their full swing unchecked and uncontrolled.

[6-20—6-30 p.m.]

Sir, this is from a Hindu gentleman from Jalangi, a portion of which constitutes a part of my constituency Raninagar. The In-charge Officer of Jalangi Thana Shri Jiban Krishna Ganguly is reported to have been indulging in his unscrupulous activities. I shall read a portion of the letter presented to us even on the 13th May, 1957, when we visited the localities of Nayansukpur and Raninagar Khas Taluk in the Katlamari union of Raninagar police-station in company with some of my friends of the R.S.P. organisation which showed nothing but sombre gloom allround.

জলঙ্গী থানার ইন-চার্জ অফিসার শ্রীজীবনকৃষ্ণ গাঙ্গুলী বড় অত্যাচারী, বড় রকমের ঘুষখোর, তাঁর অত্যাচারে আমরা জলঙ্গীর জনসাধারণ ভয়ে ভীত হয়ে আছি।

দারোগাবাবু এখানকার কয়েকজন চোরাকারবারীকে হাতে করিয়া এইসব অত্যাচার করিতেছেন, যেমন, কালি মজুমদার, সুশীল সাহা, বারী মন্ডল, বদরুদ্দীন মন্ডল প্রভৃতি লোকজনকে হস্তগত করিয়া অবাধে ঘুষ আদায় করিতেছেন এবং অত্যাচার করিতেছেন। এখন আমাদের আবেদন এই অত্যাচারী ও ঘুষখোর দারোগা যাতে তাড়াতাড়ি বদলী হয় তার সুব্যবস্থা করিয়া এই দেশের হিন্দু-মুসলমানদের রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন, ইতি।"

I have also got a report from the Rajapur Union of my constituency.

"আমরা রানীনগর থানার অন্তর্গত রাজাপুর গ্রামের অধিবাসী, বর্তমানে জলঙ্গী থানার অন্তর্গত কাঁচাবাড়ীর ক্যাম্পের পুলিসগণ আমাদের গ্রামের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। পুলিসগণ রাত্রিবেলা আমাদের গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া নিরীহ মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালায়। উক্ত গ্রামের মুসলমান অধিবাসীবৃন্দ ভীত ও সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত। আপনার মারফত পুলিসের এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিকারের আশা করি। আশা করি আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিবেন।"

This is another report from the Barasat subdivision:

"আমি দেগঙ্গা থানার একজন অধিবাসী। এই অঞ্চলে ইদানীংকালে যেসকল বেদনাদায়ক ও অশান্তিকর ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য জনগণের মনে বিহ্বলতার সৃষ্টি হয়েছে তার আশু প্রতিকারের প্রয়োজন। নতুবা দেশে গুন্ডামীর রাজত্ব চলতে থাকবে, উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিবে, চুরি, ডাকাতি, জুয়াখেলা ইত্যাদি ঘটনা প্রত্যহ ঘটিতেছে। সম্প্রতি গত ২৭ তারিখে দেগঙ্গা থানার থেকে ৪-৫ মিনিট দূরে অবস্থিত দুধুই মন্ডলের গৃহে ডাকাতি ঘটে এবং ডাকাতেরা বোমার আওয়াজ করে। থানায় দুইবার লোক পাঠান হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আধ ঘন্টার মধ্যেও শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিসের সাহায্য মিলে না। যাহারা থানায় গিয়েছিলেন তাঁরা থানায় গিয়ে দেখেছিলেন, থানা অন্ধকার এবং সকলেই নিদ্রিত। তারপর শুরু গাফলতির পালা। সময় অতিবাহিত হইতে থাকে। পুলিস যখন এল তখন ডাকাতেরা গৃহস্বামীকে হত্যা করে এবং তার কন্যাকে ভীষণভাবে আঘাত করে পলায়ন করেছে। এই কি জনগণের নিরাপত্তার নীতি, এই কি রক্ষার নমুনা?"

ইন্স্ট্যান্সেস অনেক আছে, কিন্তু সময় অত্যন্ত অল্প। আমি বেশী সময় নেব না।

I am now referring to an incident that occurred in Raninagar after my election. The pathetic picture of panic and horror, of extreme frustration and utter lack of any sense of security of the people thereof, I related this matter to the Hon'ble Chief Minister of this State. To the credit of the Hon'ble Chief Minister, it may be said that he intervened in the matter and arrested further drift and prevented further ugly developments. Further developments were for the time being arrested. But on the plea of the Pakistani flag having been hoisted at Nayansukpur, the police had already run amuck raided house after house in the villages, indulging in inhuman brutalities, sparing neither men, women nor children, wantonly destroying goods and chattels in so many houses in both the villages. The Second Officer of the Raninagar Police-station, a Constable with marks of pox on his face and the Jamadar of the B.O.P. Camp, carried on their reckless vandalism for five hours. The Jamadar Rathis Chandra Sen brutally assaulted Saifulla and Ismail. When unable to stand the severity of the tortures, these unfortunate victims cried out in despair to end their lives and, with it, the inhuman tortures perpetrated on them so recklessly.

As I have said just now, I cannot discuss matters further as the time at my disposal is very limited. Otherwise I would have shown, as my esteemed friend has rightly pointed out, that the police administration has

failed to protect the lives, liberties, honour and properties of innocent people in the countryside. If there is a public agitation, the unnatural protection, support and co-operation given by the Administration to the members of the police service make the latter boss over the whole show. They forget that they are servants of the people to carry out the wishes of the people, they forget that they are financed by the people and appointed to carry out their instructions and they forget that their bosses—the Ministers—also owe their very existence to the suffrage of the people. So, how can they with impunity carry on their vandalism, unchecked and undeterred? This Administration is so supine, it is so inefficient, it is so hopeless, it is so lacking in any sense of responsibility, that it is time that we in this House not provide this huge sum of money. As my friend has pointed out, before partition, for the whole of Bengal, the police administration had to be content with Rs. 2 crores and a few lakhs and today in the year of the Lord 1958 we have to provide Rs. 8 crores and odds for this Police Administration of West Bengal—which stands as a disgrace, a blot on the administration, a lurid commentary on the inefficiency, corruption, bribery, dishonesty, dirt, filth and abomination that eat into the very vitals of the administration of West Bengal.

Sj. Jagat Bose:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পুলিসের ব্যয়বরাদ্দ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমে আমার এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। গত কয়েক মাসের ভেতর কতকগুলি হত্যাকাণ্ড এই এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। চড়কডাঙ্গা এলাকায় কয়েক মাস আগে, একজন বিড়ি শ্রমিককে হত্যা করা হয়, কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি, সে কোন সাজা পায় নি। কিছুকাল আগে ভিসা অফিসের সামনে এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় এবং ক্যানাল সাউথ রোডে লোক চলাচলের মাঝখানে একজন লোককে হত্যা করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত এই সমস্ত হত্যার কোন কিনারা হয় নি। বেলেঘাটা অঞ্চলে সাধারণ মানুষ এই সমস্ত দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

মিঃ স্পীকার, স্যার, বেলেঘাটা অঞ্চলে আজ প্রত্যেকটি লোক সন্ত্রস্ত গুণ্ডা বদমায়েসের ভয়ে দোকানে উঠে গুণ্ডা বদমায়েসের দল, তারা খাবার খেয়ে যায়, জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যায়, পয়সা চাইলে ছোরা দেখায়। পটারী রোড, শিবতলা লেন প্রভৃতি এই সমস্ত জায়গায় প্রকাশ্যে মদ চোলাই হয় এবং সেই মদ চোলায়ের ঘাঁটিগুলি কেন্দ্র করে গুণ্ডা বদমায়েসরা সর্বত্র আড্ডা জমিয়ে রেখেছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, কয়েকদিন আগে চার তারিখে ক্রিস্টোফার রোডে একসাইজ পুলিস এক ভদ্র পরিবারের বাড়ীতে উঠে কি রকম নির্মম অত্যাচার করেছিল, তার বিবরণী খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। এই যে মদ চোলাই, গাঁজা, ভাং প্রভৃতির ব্যবসা সারা এলাকায় হচ্ছে, এগুলিকে কেন্দ্র করে সমগ্র বেলেঘাটা অঞ্চলে গুণ্ডামী, রাহাজানী, বদমায়েসী চলছে। এ কথা আজ বলা হচ্ছে যে একসাইজ পুলিসের সহায়তায়, তাদের সংযোগে এই ঘটনাগুলি ঘটে, এবং লোক্যাল পুলিস এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। কিছুদিন আগে বেলিয়াঘাটা মেন রোডের উপর একটা বড় মসজিদের ভিতর মদ চোলাইএর ঘটনা পাওয়া যায়; এবং বহু লোক ধরা পড়ে। এখানকার মদ চোলাই কারখানার মালিক ও গাঁজা, ভাঙ্গের ব্যবসাদারদের সঙ্গে পুলিসের প্রত্যক্ষ সংযোগসূত্র রয়েছে। প্রকাশ্যে তাদের মারফত অত্যাচারিত হচ্ছে বেলেঘাটার সাধারণ মানুষ এবং পুলিসের কাছে এ সম্বন্ধে রিপোর্ট দিলেও কোন ফল হয় না। ভদ্রলোকের মেয়েদের রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাওয়া দায় হয়ে উঠেছে, এই সমস্ত বদমায়েস গুণ্ডার জন্য। স্যার, পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই এই সমস্ত গুণ্ডামীর আড্ডা ধরা পড়ে না।

[6-30—6-40 p.m.]

গত ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গল পটারীতে যখন শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়, সেই সময় সমগ্র অঞ্চলে গুণ্ডা বদমায়েস এনে জমা করা হয়েছিল তাদের দ্বারা শ্রমিকদের উপর জুলুম করবার জন্য, আমরা এবিষয়ে পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কিছু করতে পারি নি। কিছুদিন আগে

নিউ ইন্ডিয়ান রাবার ফ্যাক্টরীর মালিক আশেপাশের মহল্লায় গুন্ডা বদমায়েসদের টাকা পয়সা দিয়ে শ্রমিকদের উপর লেলিয়ে দিয়েছিল, সে সম্বন্ধেও পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছু করতে পারি নি। পুলিসের কাছে তাদের নাম দিয়েও তাদের গ্রেপ্তার করান যায় নি। যখন আমরা দেখি বড় বড় মিলমালিক, বড় বড় প্রভাবশালী ব্যক্তি, তা গুন্ডা বদমায়েসদের পেছনে রয়েছে, সারা এলাকায় তান্ডব চলছে, তখন একথা বলা যেতে পারে পুলিস খালি নিষ্ক্রিয় নয়, বড় বড় লোক যারা মিলমালিক, তাদের সংগে যোগসাজসে পুলিস তাদের পোষণ করছে। তার ফলে শান্তি শৃংখলা একেবারে বিপন্ন হয়ে উঠেছে, আমাদের এলাকায়। সরকারের কংগ্রেস বেঞ্চের জনৈক বন্ধু ফিরিস্তি দিয়ে বলেছিলেন এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এতগুলো কেস ডিটেক্ট করেছে। ভাল কথা। আমার এলাকা সাউথ শিয়ালদা রোড যেখানে চুনের ব্যবসা হয়, সেখানে এক চালের আড়তদার চালে ভেজাল মেশাবার জন্য—এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট গিয়ে যে কেস ডিটেক্ট করে। তারপর সেই কেসের কি হলো জানা গেল না। ধামাচাপা পড়ে গেছে, সেই কেসের সংগে জড়িত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পুলিসমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে তম্বীর করার ফলে সে কেস ধামাচাপা পড়ে গেছে। পুলিস বাজেট আলোচনা উপলক্ষে আজ একথা বলতে হচ্ছে। আজ একথা মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন শিক্ষা খাতের তুলনায় পুলিসের ব্যয় বরাদ্দ বেশী বাড়ে নাই। হিংসা হচ্ছে অর্থাৎ পুলিস খাতে আরো বাড়ান উচিত। কোন কাজের জন্য? আজ একসাইজ পুলিস এক ভদ্রলোকের ঘরের মধ্যে ঢুকে তাদের মারপিট করেছে। অথচ যারা অত্যাচারিত হলো তাদের বিরুদ্ধে কেস করা হয়েছে, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই কেস সম্পর্কে মন্তব্য করতে চাই না। এইভাবে পুলিস এবং বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি যারা মিলমালিক, তারা ঐ অঞ্চলে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তার থেকে রেহাই চায় সাধারণ লোক। আজ পুলিসের ব্যয়বরাদ্দ খাতে আলোচনার মাধ্যমে এদিকে পুলিসমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

Mr. Speaker:

কালীবাবু কি অথরিটি একসাইজ পুলিসের?

Sj. Jagat Bose:

আমি বলেছি কালীবাবুর পুলিস।

Mr. Speaker:

আপনি একসাইজ পুলিসের কথা বলেছেন:

Sj. Jagat Bose:

আর একটা ঘটনার কথা এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই। এটা সকলে জানেন আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজএর টাকা তস্রুপের ব্যাপারে এক ভদ্রলোক জড়িত ছিলেন, সে কথা সমস্ত খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই মামলার কি হল? সেই ভদ্রলোককে পুরস্কারস্বরূপ কংগ্রেস থেকে ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হবার জন্য টিকিট দেওয়া হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সরকার নামক এই ভদ্রলোক তহবিল তস্রুপ করে এবং পুলিসের তরফ থেকে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু করা হয় নাই। তার পরিবর্তে নতুন ট্যাক্সী পারমিট তার পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। পুলিস এইভাবে কাজ করে। গুন্ডামী, রাহাজানি, বদমায়েসী, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে পুলিসের কার্যকলাপ এইরকম। এই অবস্থার বিরুদ্ধে এই ডিপার্টমেন্ট সক্রিয় হবে কিনা জানতে চাই। আশা করি আমি যেসমস্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম সে বিষয়ে পুলিসমন্ত্রী মহাশয় সজাগ হবেন।

Sj. Krishna Kumar Shukla:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, পুলিস বাজেট সমর্থন করতে আমি বলতে চাই দুই পক্ষের বিশেষ করে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যে আলোচনার অবতারণা করেছেন তাতে সত্যের অপলাপেরই অপপ্রয়াস পেয়েছে বলে আমি মনে করি। পুলিস সম্বন্ধে দুর্নীতি, অবিচার করে তাকে বিপথে চালাবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা যে কাজ শুরু করেছেন তার জন্য আমাদের যে সমস্যা জর্জরিত দেশ, আমাদের প্রদেশের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করার যে চেষ্টা এই পুলিস বিভাগের উপর এসে পড়েছে তাতে আমি মনে করি যেকোন প্রদেশের পুলিসের পক্ষে তা গর্বের জিনিস। আমি

আজকে আপনার কাছে উপস্থিত করতে চাই, কয়েকটি বিক্ষুব্ধ ঘটনা তুলে ধরে বুঝাবার চেষ্টা করছি যে পুলিস নিষ্ক্রিয় নয়, পুলিস কাজে অবহেলা করছে না। আমি কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরতে চাই, জানাতে চাই আপনার মাধ্যমে এই বিধান সভার সদস্যদের। ১৯৫৭ সালে কলিকাতার বুকের উপর যে কয়েকটি বড় বড় ক্রাইম সংগঠিত হয়েছে তার একটাও আনডিটেক্টেড নেই একথা গর্বের সঙ্গে বলতে চাই। এখানে কয়েকটি ঘটনা তুলে দিচ্ছি। পুর্ণিমা সেনকে বিশ্বপ্রেম ভাটনগর বলে একটা লোক দুপুর বেলায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি সেজে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে তার গয়না খুলে নিয়ে তাকে হত্যা করে। সেই বিশ্বপ্রেম ভাটনগরের চার বৎসর কারদণ্ড হয়েছে। College Square Swimming Club murder case.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar. This matter is still *sub judice.*

Mr. Speaker: Mr. Shukla, my attention is drawn by one honourable member that this case is still *sub judice* If that is so, please do not refer to it.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: So far as I understand there were two cases. One case has been disposed of by the court but the other case, Purnima Sen murder case, is *sub judice.* He says this has been solved by the police.

Sj. Byomkes Majumdar: He is referring only to the case which has been disposed of—College Square murder case.

Mr. Speaker: Do not deal with any case which is *sub judice.*

Sj. Krishna Kumar Shukla:

তারপর ভবানীপুর ক্লথ শপ প্রোপ্রাইটর মার্ডার কেস, সেটা ২৬এ এপ্রিল ১৯৫৭ তারিখে সংগঠিত হয়েছিল, দোকানের মধ্যে ঢুকে সন্ধ্যা বেলায় দোকানের প্রোপ্রাইটরকে হত্যা করেছে, এই কেসও পুলিস ডিটেক্ট করেছে। তা ছাড়া Prodyot Ghosh's gang of Bank forgery case, recovery of sten gun case, railway ticket forgery case, Ghost caller's murder case, Inter-state burglars case, bogus job-seekers case, Dhurmtolla bank dacoity undetected case.

ইত্যাদি এই জাতীয় ক্রাইম আনডিটেক্টেড থাকলে সমাজ জীবনে আরো অপরাধ সংগঠিত হতে পারতো। পুলিসের কর্মতৎপরতা ছাড়া এসব হওয়া সম্ভব হত না। আমি আবার বলছি কলিকাতার বুকের উপর যে কয়েকটি বড় বড় ক্রাইম সংগঠিত হয়েছিল তার প্রত্যেকটি কেস ডিটেক্টেড হয়েছে এবং এজন্য কি পুলিস প্রশংসা অর্জন করতে পারে না? তারা আমার আপনার প্রত্যেকের সমাজজীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

[6-40—6-50 p.m.]

তাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে এভাবে সমালোচনা দ্বারা তারা হৃতউৎসাহ হয়ে যায় এতে আমরা তাদের কতটা সাহায্য করবো সেবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। গণেশবাবু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন আমাদের এখানে ৪·০৪ পার হেড খরচ হচ্ছে। আর একজন সদস্য অপুর্ববাবু বলে গেলেন তিন টাকা দশ আনা খরচ হচ্ছে। আমি বুঝতে পারি না কোনটা সত্য। এই যে স্ট্যাটিস্টিকস যা এখানে পরিবেশিত হচ্ছে তার কোনটাই তাহলে সত্য নয়; তাই আমি অনুরোধ করবো তারা যেন তথ্য ভাল করে জেনে নিয়ে তার পরে এখানে পরিবেশন করেন। একজন সদস্য বলে গেলেন—স্বাধীনতার আগে আমাদের দেশে ৫০ হাজার লোকের উপর একজন করে পুলিস ছিল, আজকে দাঁড়াচ্ছে ৫০০ লোকের উপর একজন পুলিস। আর একজন বললেন ২০০ লোকের উপর একজন কাজেই এটা বুঝা ভার কোনটা সত্য? আমরা কি ফুটপাতে আলোচনা করছি, না বিধান সভায় দাঁড়িয়ে সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছি? একজন এভাবে আর একজনকে বিপথে টেনে নিয়ে যাবেন সত্যের কাছে নিয়ে যেতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। যতীনবাবু তার বক্তৃতার মাধ্যমে পুলিসকে, গালাগালি দিয়ে বললেন যে পুলিসকে দলীয় স্বার্থে

স্বার্থে লাগান হচ্ছে ; আবার বললেন নিম্ন পদস্থ কর্মচারীদের মাইনে না বাড়িয়ে দিলে হবে না। দুটো জিনিস এক সঙ্গে চলতে পারে না। এটা সর্বৈব সত্য যে ঠিক জিনিস স্বীকার করে নিতেই হবে। কল্যাণ রাষ্ট্রে কল্যাণ করতে গেলে যে পথে যাওয়া উচিত পুলিস কর্মচারীদের কাছে যে কাজ আমরা দাবী করি তেমনি তাদের ভাল কাজের পুরস্কারও দিতে হয়। অতএব আমি মনে করি ঠিক এভাবে পুলিসকে ভুল পথে টেনে নেয় যে আলোচনা সে আলোচনা দ্বারা ঠিক পথে আমরা যেতে পারব না। শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে একজন বন্ধু বলে গেলেন মালিকপক্ষের হয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন ভাঙ্গবার জন্য পুলিস ব্যবহার করা হয় এটা সত্য নয়। আমি এখানে একটা ঘটনার কথা বলি—বাংলার গর্বের জিনিস এই বেঙ্গল কেমিক্যাল—এই প্রতিষ্ঠানকে অবাঙ্গালীর হাতে বিক্রী করে দেওয়ার জন্য অপপ্রয়াস করা হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে—এই ঘটনা কলকাতার কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। এবং যারা শ্রমিক আন্দোলন চালান তারা আজ পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন নি।

[Noise, uproars and interruption.]

পুলিস যদি এই শ্রমিক আন্দোলনকে ভেঙ্গে বাঙ্গালীর গর্বের জিনিস বাঙ্গালীকে দিয়ে থাকে পুলিস অন্যায় করে নি। যারা এ অন্যায় করেছে পৃথিবীতে তারা সবচেয়ে বড় অন্যায় করতে পারে। সিকিউরিটি এ্যাক্ট সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলাম। আমার কনস্টিটিউয়েন্সির একটা কথা বলি। ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় গত মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে একজন বেনামী নাগরিক কমিটির কমিশনার—স্বনামে কমিউনিস্ট—তিনি একটা বিশ্রী ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন, তার জন্য মারপিট হয় এবং সেই কমিশনার থানার কাছে গিয়ে বলেন যে যারা এভাবে মারপিট করেছে তাদের সিকিউরিটি এ্যাক্টএ আটক করা উচিত।

[Noise.]

সুনীল ভট্টাচার্য কমিউনিস্ট—ইচ্ছা করলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। যারা এই সিকিউরিটি এ্যাক্ট সম্বন্ধে বলেন প্রফুল্লবাবু ভুল করেছেন, ডাক্তার রায় ভুল করেছেন, এই বলে যারা অপপ্রচার করেন তারাই এর সুযোগ নেন সবচেয়ে বেশী।

আপনার মাধ্যমে, স্যার, এই হাউসের কাছে অনুরোধ এই যে পুলিসকে যদি নিছক কতকগুলি গালাগালি দেওয়া হয় তাতে ভাল না করে মন্দের দিকেই টেনে নেওয়া হবে। এবং এই যদি আলোচনার উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা হেল্পলেস। গণেশবাবু কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—উত্তর দিয়ে যেতে হবে। কংগ্রেস গণতন্ত্রের কাছে তিনি উত্তর চেয়েছেন। আমি নূতন আন্তর্জাতিক যে-কোন গণতন্ত্র তার কাছে উল্লেখ করছি বেরিয়ার মৃত্যুর পর ম্যালেনকভ কোথায় গিয়েছেন - তার খবর নাই। যাঁরা আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র বা যে গণতন্ত্রেরই হোন এই বিধান সভায় উত্তরটা দিয়ে দিন। আমাদের পুলিসমন্ত্রী ভুল তথ্য পরিবেশন করে ভুল পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন না।

[A VOICE from the Opposition Benches: উত্তরটা চাইছি।]

ম্যালেনকভ কোথায়? বেঁচে আছে, না মরে গেছে? বেরিয়া ত মরেই গেছে।

পুলিসের ক্রাইম ডিটেক্ট করার নতুন পদ্ধতি ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত ছিল না। কলকাতাতেই তা সন্নিবেশিত হয়েছে—নতুন জিনিস......

[At this stage the Hon'ble member resumed his sit.]

[6-50—7 p.m.]

Sj. Somnath Lahiri:

স্পীকার মহাশয়, জাহাজীদের ভর্তি করার জন্যে কলকাতার হেস্টিংস এলেকায় সরকারী শিপিং আফিস আছে। এই সরকারী দপ্তরটাকে পুলিস কিরকম সম্পূর্ণরূপে গুণ্ডাদের হাতে তুলে দিয়েছে, আমি সেই দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অতিরঞ্জন করা আমার স্বভাব নয়, যেটুকু নিজের চোখে দেখেছি, শুধু সেইটুকুই বলব।

অনেক জাহাজী এসে আমাকে এবং শ্রীঅমর বসু প্রমুখ আরো কজন এম এল একে বলেন যে একবার শিপিং আফিসে চলুন। ওখানে আই এন টি ইউ সির যে ন্যাসনাল সীমেন্স ইউনিয়ন তাদের নাকি মাইনে করা গুণ্ডাদল আছে। এরা পুলিসের সামনেই জাহাজীদের মারপিট করে চাঁদা আদায় করে, টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়, ভয় দেখায়। আর অন্য ইউনিয়নের কর্মীদের তো শিপিং আফিসের বাইরে রাস্তার ধারেও আসতে দেয় না।

আমি যেতে চাই নি। বলেছিলাম যে তাঁদের কথা যদি সত্যিও হয়, তবু আমরা যখন যাব তখন তো আর তারা আমাদের দেখিয়ে বে-আইনী কাজ করবে না। সুতরাং গিয়ে আর কি দেখব? তবু তাঁরা বলেন যে ওখানে গিয়ে জাহাজীদের বক্তব্য তো শুনতে পারেন।

তাঁদের পীড়াপিড়িতে গত ১০ই অক্টোবর আমি, শ্রীঅমর বসু, শ্রীসাধন গুপ্ত, এম-পি, প্রমুখ ছয়জন এম এল এ, ও এম-পি, শিপিং আফিসে যাই। যাওয়ার আগে শিপিং আফিস এবং হেস্টিংস থানায় খবর দিয়ে গিয়েছিলাম। ওখানে পুলিসের অভাব নেই। আফিসের ভেতরই ইনস্পেক্টর, সার্জেন্ট, ডজনখানেক কনেস্টবল নিয়ে পুলিসের নিয়মিত ঘাটি আছে।

আমরা ছয়জন এম-এল-এ, এম-পি আর একটা প্রায় গোটা পুলিসের থানা, তার সামনেই যা ঘটল না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

আমরা এসেছি শুনে জাহাজীরা আমাদের কাছে নালিশ জানাতে চাইলেন। তাঁরা ওখানে শুধু নাম লেখাতে যান বা খোঁজ খবর নিতে যান—তাঁদের আসা যাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু ডজনখানেক পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ছ' ছ' জন এম-এল-এ, এম-পি, অবাক হয়ে দেখলাম যে, কয়েকজন গুণ্ডা বাইরে থেকে দরজা আটকে সমস্ত জাহাজীদের মাস্টার শেডে বন্দী করে রাখল—গালাগালি দিয়ে বলল তারা কাউকে আমাদের কাছে আসতে দেবে না। একজন জাহাজী প্রতিবাদ করার তাকে দমাদ্দম ঘুষি লাগাল—পুলিস ইনস্পেক্টরের এক হাত দূরেত্বর মধ্যে এবং আমাদের সামনে। পুলিস বাধা দিল না। তারপর আরো একবার গুণ্ডারা প্রকাশ্যেই জাহাজীদের মারধর করল—তখনো পুলিস বাধা দিল না।

এসিস্টেন্ট শিপিং মাস্টারকে বলে আমি আর আব্দুর রেজাক খাঁ, এম-পি, মাস্টার শেডের ভিতরটা দেখতে যাচ্ছিলাম। ঐ গুণ্ডারা আমাদেরও ঢুকতে দিল না। তারা স্বীকার করল যে তারা শিপিং আফিসের কর্মচারী নয়, কিন্তু কর্মচারী হোক বা না হোক তারা আমাদের ভেতরে যেতে দেবে না। যা কিছু ঘটল সব ব্যাপারেই পুলিস শুধু দর্শক, গুণ্ডারাই যেন শিপিং আফিসের মালিক।

শিপিং মাস্টার পোর্ট পুলিসের ডি-সি আর সাউথ ডি-সিকে আমরা সব জানাই। তাঁরা লজ্জিত হয়ে বলেন—এরকম আর হবে না, তাঁরা ওপরেও রিপোর্ট করবেন।

কিন্তু কিছু হয় নি। অন্য ইউনিয়নের কর্মীরা শিপিং আফিসের কাছাকাছিও যেতে পারে না।

২০এ ডিসেম্বর কয়েকজন জাহাজী গুণ্ডাদের হাতে গুরুতর আহত হয়। আমি তাদের চিঠি দিয়ে ডি-সি, সাউথের, কাছে পাঠাই। কোন ফল হয় নি। গুণ্ডাদের গ্রেপ্তারও করা হয় নি। হাজারখানেক জাহাজীদের সই করা দরখাস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। তাতেও কিছু হয় নি।

ওখানে অন্য যেসব কংগ্রেসী ইউনিয়ন আছে, তারা পর্যন্ত এর প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছে। ভারত সীমেন্স আর ন্যাশনাল মেরিটাইম ইউনিয়ন গত ১০ই ফেব্রুয়ারি যে হ্যান্ডবিল দিয়েছে তার থেকে একটু পড়ে শোনাচ্ছি—

"কলকাতা বন্দরের প্রিয় জাহাজী ভাইগণ, ভূতপূর্ব এম-এল-এ, শ্রীকালী মুখার্জির নেতৃত্বে ন্যাশনাল ইউনিয়নের বিকাশ মজুমদার ইত্যাদি যে জুলুমবাজী চালাইতেছে উহা শীঘ্রই বন্ধ হইবে জানিয়া রাখুন। ভুলি নাই জাহাজী বন্ধুগণ যে আপনারা জাতীয় কংগ্রেসের ইউনিয়নের মেম্বর হইয়াও ভুইফোড় দানো, জীন ও দৈত্যের হাতে পড়িয়া

মার খাইতেছেন। ভুলিবেন না আটঘরের জয়নুল্লা সারেংকে উহারা শিপিং আফিসে ৪ ঘণ্টা আটক রাখিয়া ১০০ টাকা জরিমানা করিয়াছে। ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ তারিখে ভারত সীমেন্স ইউনিয়নের অর্গানাইজার জ্যোতিবাবুকে শিপিং আফিসের নিকট গালমন্দ মারধর করিয়া ৫ টাকা কাড়িয়া লইয়াছে।

ছ' ছ' জন এম-পি, এম-এল-এ হাজির থাকা সত্ত্বেও পুলিসের সহানুভূতির প্রশ্রয়ে পুলিসের সামনেই গুণ্ডারা অবাধে মারধর করে, শিপিং আফিসে কে যাবে বা না যাবে তার স্থির করার কর্তৃত্ব চলে যায় কয়েকজন গুণ্ডার হাতে—শুধু এই দুটো জিনিসই যা আমরা নিজের চোখে দেখেছি—শুধু এই দুটো জিনিসই অকাট্যভাবে প্রমান করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিসের হাতে মানুষের ধন, প্রাণ এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার কতখানি বিপন্ন, কীভাবে তারা হীন দলীয় স্বার্থে পুলিসকে ব্যবহার করছেন।

যেসব অত্যাচারের কথা আমি উল্লেখ করেছি, তা বেশীর ভাগই ভারতীয় জাহাজী সম্পর্কে। কিন্তু অত্যাচার পাকিস্তানী জাহাজীদের ওপর আরো বেশী হয়। তাও দেশের পক্ষে কম ক্ষতিকর নয়। দুনিয়ার কাছে আমাদের বদনাম তো হইবেই। তা ছাড়া পাকিস্তানী জাহাজীদের বাদ দিয়ে আমাদের কাজ চালানো এখনো সম্ভব নয়, সেই জন্যই ভারত সরকার সে নীতি গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এইভাবে পাকিস্তানী জাহাজীদের মধ্যে আতংক ছড়ালে কিংবা এখানে এই অরাজকতা চালু রাখলে কলকাতা বন্দরে বাইরের জাহাজ আসা কমে যাবে। এখনই বহু কোম্পানী কলকাতা বন্দর ছেড়ে চাটগাঁ বন্দরকে আশ্রয় করছে—তাতে আমাদেরই বাণিজ্যের ক্ষতি। আমাদের ফরেইন এক্সচেঞ্জ উপার্জনের সুবিধাও এতে কমে যাচ্ছে। আশা করি এইটুকু বুঝবার ক্ষমতা মন্ত্রী মহাশয়ের হবে—একটা ইউনিয়নের সর্দারির লোভে গুণ্ডা পুষতে গিয়ে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত করা খুবই ভুল।

এবার আমার নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে টালিগঞ্জ রোড এলেকায়, বিশেষ করে আদিগঙ্গার ওপর রেলপুলের দুধারে যে চোর গুণ্ডা বদমায়েস ইত্যাদির কাজকর্ম অবাধে বহুদিন ধরে চলছে তার কথা বলছি। আমার নিজের অভিযোগ বাদ দিলাম। স্থানীয় কিছু কিছু কংগ্রেসী একটা মিটিংএর জন্য যে হ্যান্ডবিল দিয়েছেন তার থেকে একটু পড়ে শোনাই—হ্যান্ডবিলে বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে যে প্রধান অতিথি হবেন ডাক্তার প্রতাপ গুহ রায়, আর সভাপতি কংগ্রেসী এম-এল-সি দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ঃ

> "প্রায় গত ১৫ বৎসর ধরিয়া কালিঘাট রেলওয়ে স্টেশন, কালিঘাট সাইডিং, চেতলা সাইডিং, টালিস নালা ব্রীজ ও টালিগঞ্জ রেলওয়ে ব্রীজের নিকট জুয়াখেলা, ছেনতাই, নরহত্যা, গুণ্ডামি, রাহাজানি, বেআইনী মদ বিক্রি, নারীর শ্লীলতাহানি, রেল হইতে কয়লা, সিমেন্ট, রড, চিনি, চাউল, গম, চা, দুধ চুরি প্রভৃতি বহুপ্রকার অপকার্য পুলিসের জ্ঞাতসারে চলিয়া আসিতেছে। এই সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও ভারত সরকারের রেলমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া অধঃস্তন পুলিস কর্তৃপক্ষ ও রেল কর্তৃপক্ষকে জানান হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সমস্ত অপকার্যই ঘটিতেছে। সম্প্রতি চোর-গুণ্ডাগণ ওখানকার বস্তীবাসীদের উপর হামলা করিয়াছে। এই ঘটনার পর টালিগঞ্জ রোড, বাঙ্গালপাড়া ইত্যাদি জায়গার যুবকবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণের প্রচেষ্টায় উপরোক্ত অপকার্য বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু স্বার্থান্বেষী লোকের প্ররোচনায় পুনরায় এইসব অপকার্য আরম্ভ হইয়াছে এবং চোর-গুণ্ডাগণ যারা ঘটনার পর তিন মাস যাবত টালিগঞ্জ পাড়া ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসায় এইসব অপকার্য আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহারা পুনরায় পাড়ায় আসিয়া স্থানীয় যুবকদের উপর গালিগালাজ, দাঙ্গা ও নানা রকম ভীতি-প্রদর্শন করিতেছে।"

আমার আর সময় নেই। আমি পরে অবশ্য খবর পাই যে প্রতাপবাবু এবং দেবপ্রসাদবাবু ঐ মিটিংএ যান নি। কারণ অতুল্যবাবু টেলিফোন করে তাঁদের বলে দিয়েছিলেন যে প্রকাশ্য পুলিসের নিন্দায় কংগ্রেস কখনও যোগ দিতে পারে না। যাই হোক, মন্ত্রি মহাশয় এসবের কোন বিহিত করবেন কি?

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Mr. Speaker, Sir, I would use my last few minutes as a mental respite for the Hon'ble Minister, because I can see that he is looking obviously tortured; I am really worried about his blood pressure.

I am fortunate in that my constituency I have got two very efficient thanas, Beniapukur and Entally. At least one of the O.C.s has himself told me that he is very upright and straight-forward, and I am proud of them. In spite of that there are a few incidents here and there, and I would narrate some of them. Sir, you know the Park Circus maidan close to your residence, which many ladies, gentlemen and children frequent in the evening. Recently there was a murderous attack on a young boy of 15 with a knife. He happens to be a son of Dr. K. P. Sen of Linton Street, Calcutta-14. The attack was so vicious that the boy quickly turned back to save himself, and received a deep stab wound on the buttocks. The thrust was so very hard that it chipped off a piece of his bone from the thigh bone. I saw him the next evening in the Chittaranjan Hospital and found that blood was still oozing out from the depth of his wound, and the dressing was soaked.

There is another case. On Crematorium Street there is a licensed liquor shop, and there is a bustee near it therein lives a goonda named Bashir, Last year the local residents sent in a petition to the Deputy Commissioner about the ravages of this goonda and sought his protection, but nothing was done. This year, recently, that goonda belaboured a young boy of the neighbourhood in such a way that he had to be taken to N. R. Sarkar Hospital, where he was kept on oxygen the whole night. Fortunately the boy survived. Next day his mother and sister came to me and cried, they said that the goonda was terrorising them and telling them that if anybody gave evidence against him to the police he would better look out for his funeral. I went to the O.C., Beniapukur, and informed him about it. The O.C. told me that he knew that Bashir was a noted goonda and that the police were trying to arrest him. He said that if we could help him in this search he would be happy. He was told that the goonda was hiding in the bustee, but he said that he had fled from there. When I came out of the room of the O.C. some local people who had accompanied me said that the goonda was actually in the bustee at the moment. I told the O.C. that the goonda was there.

[7—7-10 p.m.]

I know the O.C. is a very straightforward man and a kind-hearted man too. But he suddenly flared up at me, and said, 'well, Dr. Ghani, may I know against whom you are carrying out this investigation here?' I brought this matter to the notice of the Home Minister. I do not know what has been done in the matter. I want to know, as a representative of the people of my constituency, whether I have a right to enquire about things which are going on there, and whether the O.C. cannot talk in a little more decent fashion.

There was another incident which occurred in that jurisdiction. Of course, the jurisdiction was Beniapukur's but the arrest was made by the Entally Thana. Some poor bustee-people—some in a tailoring shop, some in a tea shop and some in another shop—in the month of Ramjan were working at about 12 o'clock midnight. You know, Sir, in Muslim bustees, during Ramjan people after having their evening meals, work till late at night. Then the raid came and the police arrested some 12 or 13 people. I do not know what was their fault. One of them was so severely kicked that he started passing blood with his urine, and another fellow, whom I saw about two months after his injury, had still painful cracks on his sole.

You know, Sir, the police have a favourite method of tying up persons on table and giving them beating with cane on their soles—perhaps the vibration on the sole due to beating is transmitted right up to the head. This method of punishment may be rather funny for the police but it is certainly not pleasent to the recipient.

Then there was another incident. In my constituency there is Sur Enamel Works and there was a little dispute between the workers and the proprietors and the dispute had been decided against the workers by the Tribunal Court. The workers are trying to make an appeal to the Supreme Court. Now, there is another goonda there by the name of 'Pacha', who and his associates are terrorising the workers and their Union. Obviously he has support from above—I need not say from which quarters. The Union has appealed to the police, to the Deputy Commissioner, through the President, but to no effect. I told them "It is no use appealing to the police or to the Deputy Commissioner. They are certainly not going to look to your interests, but they are going to look to the interests of Shri Mriganka Sur, M.P., and so why bother about that".........

[At this stage, the honourable member having reached his time limit, resumed his seat.]

Janab Md. Zia-ul-Huque:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই মামলার ব্যাপারে সেখানকার এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে বলা হয়েছে—এটা ঠিক নয়। ঘনিষ্ঠতা নয়, জানাশুনা আছে।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ আরক্ষা বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরি বাবত দীর্ঘ ৪ ঘণ্টাব্যাপী যে আলোচনা, সমালোচনা ও তর্কবিতর্ক চলছে আমি তা গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনেছি। বিতর্কের মধ্যে অনেক প্রকার কুযুক্তির অবতারণা করেছেন অনেক অত্যুৎসাহী বন্ধু, কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, কুযুক্তি সুযুক্তির নামান্তর নয়। বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা অনেক সমালোচনাই করেছেন—তাঁদের মধ্যে অনেকে রঙ্গীন চশমা চোখে দিয়ে অবস্থার বিচার করেছেন, তাই তাঁরা প্রকৃত ঘটনা উপলব্ধি করতে পারছেন না। এইসব সমালোচনার মধ্যে তাঁদের নিজ নিজ চিন্তা ধারাই ব্যক্ত করবার প্রয়াস করেছেন। আমি পুলিস বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কারুর মনস্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে কোন কথা বলব না। আমি শুধু এটুকু বলব যে, এই বিরাট পুলিসবাহিনী আমাদের সমাজজীবনেরই একটা অপরিহার্য অঙ্গ, কারণ পুলিস যে শুধু শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করছে তাই নয়, এই কল্যাণ রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সর্বতো-ভাবে কাজ করছে এবং জনতার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে এই কথা আজকে জনতা উপলব্ধি করতে পারছে। কারণ, পুলিস যদি আজ তাদের কর্তব্য অবহেলা করত এবং পুলিসকে যদি জনতাকে নিষ্পেষিত করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হত তাহলে সমাজে আজ আরো বেশী অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যেত। আজ পুলিসের প্রয়োজনীয়তা শুধু আমাদের দেশে নয়, সমস্ত প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সমস্ত প্রকার সমাজব্যবস্থায় যে গণতন্ত্রই হোক, সমাজতন্ত্রই হোক, আর একনায়কতন্ত্রই হোক, সর্বক্ষেত্রেই পুলিস অপরিহার্য। এবং পুলিস অপরিহার্য এই কারণে যে, দেশে যদি শান্তিশৃঙ্খলা ব্যাহত হয় তাহলে সর্বদিক থেকেই দেশের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবে, কোনপ্রকার উন্নতিই সম্ভব হবে না। শুধু তাই নয়, কল্যাণকামী রাষ্ট্রের যে পরিকল্পনা আমরা করেছি তা যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় তাহলেও পুলিসের প্রয়োজন। আজ আমাদের দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। বিরোধীপক্ষের অনেক বন্ধু সমালোচনা করেছেন আজকে সমগ্রভাবে তাদের সব সমালোচনার রূপ নির্ণয় করতে হলে এই কথাই বলতে হয় যে তাঁরা বলতে চেয়েছেন আজকে দেশের ভিতর অপরাধপ্রবণতা বেড়ে গিয়েছে—আমি এখানে তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই অপরাধপ্রবণতা কি কেবল পশ্চিম বাংলায়ই চলছে? অন্যান্য রাষ্ট্রের দিকে আমি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি এখানে পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করতে পারতাম। আমাদের এককালের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সমালোচনা করেছেন যে, জনসাধারণের সঙ্গে পুলিসের কোন যোগাযোগ নাই।

[7-10—7-20 p.m.]

পুলিস আজ জনসাধারণের কোন কল্যাণকর কার্যে তাকে সাহায্য করে না, এই সমস্ত কথা তিনি বলেছেন। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা দেখে তাঁর মনের উপর রেখাপাত হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক। আমি প্রথমে বলেছি, আমি আজকে কোনরকম আত্মতুষ্টির মনোভাব নিয়ে এই সমালোচনার বিতর্কে প্রবৃত্ত হব না। আমরা জানি—যদি সমাজজীবনে সমাজের রন্ধ্রে কোন জায়গায় দুর্নীতি থাকে, অবহেলা থাকে, ঔদাসীন্য থাকে, ত্রুটিবিচ্যুতি থাকে, তাহলে আজ সেই ত্রুটিবিচ্যুতি সমাজজীবনেও সংক্রামিত হবে। আজ পুলিসবাহিনী বা সরকারী কর্মচারীদের মধ্য দিয়েও তার প্রতিফলন আমরা দেখবো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ন্যূনাধিক ৫০ হাজার যে পুলিস বাহিনীর লোক রয়েছে, তারা অস্থায়িভাবে যে কর্মচারীরা রয়েছে, সেই কতকাংশ—আজ এই দুর্নীতিতে অংশ গ্রহণ করছে। আমি বলবো যে বর্তমানে পুলিস বিভাগে বাংলাদেশের বহু কৃতবিদ্য ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র যোগ দিচ্ছে। কলকাতার পুলিস বিভাগের গৌরবের কথা বলতে চাই। একাধিক ঈশান স্কলার আজ পুলিস বিভাগে আছে—তাতে বাংলাদেশের বহু শিক্ষিত ছেলে যোগ দিয়েছে। তাদের চিন্তা ধারার পরিবর্তন হয়েছে, বিদেশী আমলাতান্ত্রিক শাসনের সময় তাঁরা পুলিসকে তাদের শাসন ও শোষণের কাজ অব্যাহত রাখবার জন্য জনতার উপর নির্যাতন ও নিষ্পেষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন। আজ দেশের পরিবর্তিত পরিবেশে পুলিস জনসেবকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে। এটা আমার কথা নয়। আমার কাছে পুলিস সম্বন্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বহু প্রশস্তি পত্র এসেছে, সেগুলি আপনার কাছে নিবেদন করতে পারি। সহস্রাধিক পত্র—আমি সেগুলি নিবেদন করবো না। কারণ তাতে সভার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। আমাদের পুলিসকে শান্তিশৃংখলা ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজ ছাড়াও তাকে আজ সমাজের কল্যাণকর বহু কাজে আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে।

[Noise and interruptions.]

Mr. Speaker: I have heard very strong remarks against the police when they came from the other side. I never objected. Now when the Hon'ble Minister is replying, please allow him to go on.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: He should address the Chair: he should not address us.

The Hon'ble Kalipada Mukherjee:

তারপর আমাদের যে ওয়ারলেস অর্গানাইজেশন আছে, তার মাধ্যমে আমরা অনেক ক্ষেত্রে যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তখন সেই আহতকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাই। পুলিসের আর একটা আছে মিসিং স্কোয়াড—তার মানে অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হারিয়ে যায় অভিভাবকদের কাছ থেকে, কেউ বা প্রলুব্ধ হয়ে চলে যায়, এইরকম বহু ক্ষেত্রে পুলিসের মিসিং স্কোয়াড কার্যকরীভাবে সাহায্য দিয়ে থাকে। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে গত বৎসর প্রায় এক হাজার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যারা রাস্তায় হারিয়ে গেছে, তাদের মায়ের চোখের জলে বক্ষ ভেসে গেছে, এই মিসিং স্কোয়াডের লোকেরা সেইসব মায়েদের কাছে এই ছোট ছোট এক হাজার ছেলেমেয়ে পৌঁছে দিয়েছে। এটা কি কৃতিত্বের কথা নয়? এ সম্বন্ধে বিরোধী পক্ষের কেউ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই।

অপরিণত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের অপরাধ প্রবণতাকে দূর করবার জন্য আজকে লালবাজারে জুভিন্যাল এ্যাইড ব্যুরো যেভাবে কাজ করে চলেছে সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে যদি অপরাধ প্রবণতার মনোভাব জাগে, তারা যদি সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়, চুরি, ডাকাতির কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। তাই এইরকম ছোট ছোট ছেলেদের অভিভাবকরা লালবাজারে পুলিসের হাতে তাদের সঁপে দেন এবং সেখানে যে ব্যবস্থা আছে তার মাধ্যমে আবার নতুন করে তাদের মানুষ করে গড়ে তোলেন। এই মানুষ গড়ার কাজ যেটা, শিক্ষা বিভাগের কাজ, আজ পুলিসকে তার অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন বিরোধী দলের বন্ধুরা একটা কথাও বললেন না। তাঁরা কেবল বলে গেলেন পুলিস অকর্মণ্য, পুলিস অপদার্থ, পুলিস কর্তব্যচ্যুতি ও বিচ্যুতির জন্য

দায়ী। এই সমস্ত কথা আমরা শুনে গেলাম, কিন্তু পুলিসের মধ্যে যে সমাজ সেবার মনোভাব আছে, সে কথা কেউ উল্লেখ করেন নি। সেই সমাজ সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে, নতুন পুলিসবাহিনী যাতে দেশকে সেবা করতে পারে, এই হচ্ছে পুলিসবাহিনীর নীতি। সেই আদর্শের পথে কবে আমরা পেঁছাতে পারবো তা জানি না, তবে সেই আদর্শের পথকে লক্ষ্য করে আমরা এগিয়ে চলেছি। তাকে কার্যকরী করবো, তাকে রূপায়িত করবো। আজ যদি সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহলে পুলিস সেইভাবে কাজে অগ্রসর হয়ে সমাজ সেবকরূপে দেখা দেবে, সমাজের অত্যাচারী শাসকরূপে নয়। তার ভূমিকার পরিবর্তন হবে। সেই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি যখন বিরোধী দলের বন্ধুদের কাছ থেকে সমালোচনা শুনি, তখন তাঁদের সেই পরিবর্তন বা গঠনমূলক মনোভাবের কোন পরিচয় পাই নি। হয়ত বা ডেমোক্রাসির এই নিয়ম।

আমার হাতে পরশুদিন একটা সংবাদপত্র আসে, তাতে আমি দেখলাম কেরালার প্রাক্তন মুখ্য-মন্ত্রী প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির বর্তমান দলপতি তিনি কেরালা সরকারকে, নাম্বুদ্রিপাদ মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত যে সরকার তাকেও এইভাবে ক্যারেকটারাইজ করেছেন। তিনি বলেছেন এই সরকার মোস্ট করাপ্ট, মোস্ট আনস্ক্রুপুলাস, এ্যান্ড ইনএফিসিয়েন্ট এবং তিনি সেখানকার বিধান সভায় বক্তৃতা দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়, তিনি এ সম্বন্ধে ইস্তাহার দিয়েছেন, বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। নাম্বুদ্রিপাদ মহোদয় সিভিল ওয়ারএর বিরুদ্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাতে আমার মনে হয়, যখন যাঁরা তাঁদের সরকারের বিরোধীতা করেন তখন তাঁরা সরকারকে করাপ্ট, ইনএফিসিয়েন্ট, আনস্ক্রুপুলাস বলে নানা রকম আখ্যা দিয়ে থাকেন। বিরোধী দলের এইটাই বোধহয় স্টক ফ্রেজ্ তাঁদের এই যন্ত্র ও অস্ত্র প্রয়োগ করবার জন্যই আজ তাঁরা এখানে বিরোধিতা করছেন।

(Dr. HIRENDRA KUMAR CHATTOPADHYAY:

আর গভর্নমেন্টের স্টক ফ্রেজটা কি? সেটা আরও চমৎকার।)

তাই তাঁরা গঠনমূলক সমালোচনা না করে, কেবল এই সরকারের বিরুদ্ধে ইনএফিসিয়েন্ট, অপদার্থতা এবং দুর্নীতির কথা বলেন। কারণ এই দুর্নীতি ও অপদার্থতার কথা যদি বলা যায় তাহলে তার বাইরে যে প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যাবে, তাতে হয়ত তাঁরা মনে করেন যে রাজনৈতিক পুনর্বাসন সম্ভব হবে। কিন্তু আমি বলি আজ বাস্তববাদিতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রত্যেকটি সমস্যাকে সেই বাস্তববাদিতার কষ্ঠিপাথরে কষে দেখবো। আমাদের ভুলচুক, ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে। এত বড় যে পুলিসবাহিনী, তার ভিতরে দুর্নীতি যে কোথাও নেই, সে কথা আমি অস্বীকার করি না।

[7-20—7-30 p.m.]

আমরা দেখবো, ভুল ঘটে বিচ্যুতি হতে পারে এত বড় বাহিনীর মধ্যে যে দুর্নীতি কোথাও নেই এ কথা বলছি না। কিন্তু প্রতিটা দুর্নীতির অভিযোগ যা আমাদের কাছে আসে তার প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত হয় এবং সেই কর্মচারী তারা যদি তাদের কর্মে অবহেলা অভিসন্ধিমূলক হয়, কর্তব্যে ত্রুটি থাকে সেই দোষ যদি সাব্যস্ত হয় তাহলে তাদের সাজা দিয়ে সরকার তার কর্তব্য পালন করে। আমি এইরকম বহু দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি যেখানে সাজা দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া আর একটা কথা—পুলিসের সংগে জনসাধারণের সংযোগ আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। বড় বড় মেলা, বড় বড় পার্বণে সার্বজনীন দুর্গোৎসবে পুলিসকে আহ্বান করা হয়। সেখানে কো-অর্ডিনেশন কমিটি করা হয়। এখানে আমার পুরাতন সহকর্মী হেমন্তবাবু, তিনি একবার সেই কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতিত্ব করেছিলেন। অন্যান্য জায়গায় জনসাধারণ ও পুলিসের মধ্যে যে কো-অর্ডিনেশন বা যোগাযোগ আছে সে বিষয় আজ জনসাধারণের কাছ থেকে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত বহু প্রশস্তিপত্র পাচ্ছি। আজকে দাশরথিবাবু তিনি বর্ধমান জেলার বিজয়চাঁদ রোড থেকে লিখছেন আরক্ষা অধ্যক্ষ মহাশয়, সবিনয় নিবেদন এই যে, গত শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে এ পর্যন্ত বর্ধমান শহরে কতকগুলি পূজা পার্বন হইয়াছে। সেই জাতীয় পূজা পার্বনে বর্ধমান পুলিসের শান্তি রক্ষা করবার জন্য কার্যতৎপরতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। পথে ঘাটে

মহিলাদের চলাফেরা সাধারণতঃ তার আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিরসন হয়েছে তাতে তারা ধন্যবাদ ও প্রশংসা পাবার যোগ্য। শুধু তাই নয়, আপনারা মনে করছেন যে শুধু প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্যরাই পুলিসের কর্মতৎপরতার জন্য প্রশস্তিপত্র দান করেছে তা নয়। আমি আর একটা ভদ্রলোকের কথা জানাবো—

"Dear Sir,

I have the pleasure to state that due to the steps taken by the police, a good atmosphere has been created since last September, 1957. The people of the town feel safe now, particularly the inhabitants of Bedibagan and Station Bazar which are now free from any disturbances which were previously prevalent there. It is also noted that at the time of the Durga Puja, Kali Puja and Biswa-Karma Puja, no disturbance has been noticed. The crime position has also fairly improved for which the town police of Burdwan deserve appreciation. This in my mind is due to the fact that the present staff of the Burdwan Thana has done wonderful activities to maintain peace and tranquillity.

Thanking you.

Yours faithfully,
Pramatha Nath Dhibar."

শুধু তাই নয়। শুধু যে দুর্গোৎসবে পুলিস সহযোগিতা করে তা নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্দিনের বন্ধু পুলিস, দুর্গতদের সেবক হিসাবে পুলিস নিযুক্ত হয়। দুই-চারজন দোষী আছে যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ তাদের আপনারা সাজা দেবেন, কিন্তু সকলকে এক ঘাটে মাথা মুড়াবার ব্যবস্থা করবেন না, তাহলে পুলিস কর্মচারীদের মধ্যে ন্যায়, নিষ্ঠা, সততা, কর্ম-কুশলতা যা আছে সেই ন্যায়পরায়ণতা সমাজদেহের স্বার্থে তারা সফল করতে পারবে না।

অজ্ঞানতা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়, একটা কথা আছে—

Where ignorance is a bliss it is folly to be wise.

সবাই বিজ্ঞ সবাই ঘাড় নাড়েন। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে টেলিফোন এক্সচেঞ্জএর বিষয়ে পুলিস তাদের আটক করে সোপর্দ করে কিন্তু হাই কোর্ট থেকে ডিসিশন আসে যার জন্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

(Sj. Monoranjan Hazra:

পি, ডি, এ্যাক্ট কি হল?

How can you apply the P.D. Act?)

পি, ডি, এ্যাক্টএর আওতায় আসে না। আর একটা কথা গণেশবাবু বললেন—

Seizure of gold in Surajmull Nagarmull's house

সেখানে তিনি অনেক কথাই বললেন, ভাগাভাগির কথা—ইত্যাদি। কিন্তু ভাগাভাগিটা এখান থেকে না গিয়ে ওখানে গিয়ে পোঁচেছে কি না আমার জানা নাই, তবে সেখানে সার্চ করা হয়েছিল।

That was conducted by the Sea Customs Department, Government of India.

যদি তাঁরা সন্ধান চান তাহলে তাঁদের বন্ধুদের দিয়ে লোকসভায় জানতে চেষ্টা করবেন। গণেশ বাবু পাণ্ডুয়া মার্ডার কেস সম্বন্ধে বললেন, উনি বললেন যে জিয়াউল হক সাহেব অন্যতম ডেপুটি মিনিস্টারএর আত্মীয় নাকি আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর নিজের কোন আত্মীয় নাই, আমার কাছে কখনো আসেন নি। ১১ বছর পর গণেশবাবু সেই স্কেলিটনএর কথা—আধ্যাত্মিক বলেই হোক বা যেরকম করেই হোক, অনুভব করলেন, কিন্তু কোর্টএ প্রমাণের দায়িত্ব তো শ্রদ্ধেয় বন্ধু গণেশবাবু নেবেন না। ১১ বছরের উপর মাটিতে পুঁতে থাকা লোকের সম্বন্ধে ইনভেস্টিগেশন তুলে দেওয়া হয় নি—পুরাণো নথিপত্র দেখতে দেখতে দেখলাম একটা দরখাস্ত এসেছিল আমার কাছে, দরখাস্তে লেখা হয় ১১ বছর পরে

পাওয়া গেলেও ইনভেস্টিগেশন করে দেখুন কোন হদিশ পাওয়া যায় কিনা। এখনও ইনভেস্টিগেশন চলছে। তারপর গণেশবাবু আর একটা কথা বলেছিলেন—ভদ্রেশ্বরে রেলওয়ের চোরাই যে মাল পুলিস ধরল। সি আই ডি পুলিস কলকাতা থেকে সংবাদ পেয়ে তারা সেখানে যায়। ভদ্রেশ্বরের থানায় যে অফিসার-ইন-চার্জ তাদের সাথে যায় এবং মাল ধরা পড়ে এবং সিজ করা হয়। তারপর সেখানে কেস করা হয়েছে। টেলিফোনে সেখান থেকে অফিসার-ইন-চার্জকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এ খবর ঠিক নয়।

[7-30—7-40 p.m.]

সেখানে তিনি আজও সুস্থ শরীরে বহাল আছেন, সেখানে এ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আজও বিচারাধীন কেসের তম্বির চলছে।

[Laughter.]

Mr. Speaker:

তদন্ত বলা উচিত, তম্বির নয়।

The Hon'ble Kalipada Mukherjee:

তদন্তকে যদি তম্বির বলা যায়, তাহলে তদন্তই তম্বির হয়ে দাঁড়াবে।

অপূর্ব মজুমদার মহাশয় হাওড়া পুলিসের অকর্মণ্যতার কথা বলেছেন, বলেছেন যে হাওড়ার অপরাধ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। গত অধিবেশনেও তিনি হাওড়ার সম্বন্ধে বলেছিলেন। আমি হাওড়ার বর্তমান অবস্থা আপনাদের সামনে ধরতে চাই। তিনি বলেছিলেন হাওড়ায় ডাকাতি, খুনখারাপি, হত্যাকাণ্ড নাকি বেড়ে চলেছে। ১৯৫৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত একটা ফিরিস্তি দিচ্ছি, তাতে সত্য ব্যাপার উপলব্ধি করতে পারবেন:—

১৯৫৩ সালে ডাকাতি ছিল ২১টা
১৯৫৪ সালে ডাকাতি ছিল ১৭টা
১৯৫৫ সালেতে ডাকাতি ছিল ১৫টা
১৯৫৬ সালেতে ডাকাতি ছিল ৭টা
১৯৫৭ সালেতে বেড়ে হয়েছিল ১১টা, তথাপি ২১টার তুলনায় অনেক কম।

সামান্য অঙ্কশাস্ত্রের সরল পাটিগণিতের জ্ঞান যাঁর আছে তিনিই এটা উপলব্ধি করবেন। তারপর ডাকাতিও ১৯৫৫ সাল থেকে কমতে কমতে ১৩টায় দাঁড়িয়েছে। মার্ডার ৩১ ছিল, সেটা গত বৎসর কমে ২৫টা হয়েছে এবং গত ৫ মাসে ঘটেছে ১১টা। আমি সেই জিনিস পরিষ্কার জানাতে চাই। কোন জিনিস গোপন করার কারণ নেই। কিন্তু তার সংগে বলব গত বৎসর জোড়া খুনের পরে পুলিস যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তার ফলে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

শুধু তাই নয়। ১৯৫৭ সালে উনি বলেছেন যে সেখানে চোলাই মদের কারবার আজও অব্যাহত গতিতে চলেছে। কিন্তু ১৯৫৭ সালে ৯১১ গ্যালন এবং ১৯৫৮ সালে প্রায় ৭৬৪ গ্যালন চোলাই মদ ধরা পড়েছে। সেখানে গুণ্ডা এ্যাক্টএর আওতায় বহু লোককে ধরা হয়েছে। ২২ জন লোককে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, ২ বৎসর থেকে আট বৎসর পর্যন্ত জেল হয়েছে, এবং সেখানে ২০ জনকে পি, ডি, এ্যাক্টে আটক করা হয়েছে। কাজেই অবস্থার উন্নতি হয় নি একথা বললে বাস্তবের সংগে তার সঙ্গতি থাকবে না।

আর একটা জিনিস বলে রাখি পশ্চিম বাংলার আমাদের যে ১,৩০০ মাইল সীমারেখা রয়েছে, সেখানে ১৫৪টা বর্ডার আউট পোস্ট রাখা হয়েছে এবং সশস্ত্র পুলিসবাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে, কারণ, পাকিস্তান থেকে হানাদার আসবার দরুন তাদের রাখবার প্রয়োজন হয়েছে। সেজন্য তাতে ১২ লাখ টাকা খরচ হয়েছে, এবং হিসাব নিয়ে দেখলে প্রায় ৬০ লাখ টাকা তার জন্য মোট খরচ হয়।

একটা কথা গণেশবাবু বলেছেন যে পুলিস বাজেটে ৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা খরচ সেটা ১০ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে ১ কোটি টাকা যা রয়েছে সেটা

loss on sale of subsidised food—

১৯৫৫ সালে নিউ স্কেল প্রবর্তনের পূর্বে তাদের যে কনসেশনাল রেটএ খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হ'ত সেই খাদ্যদ্রব্যের টাকার অনেকদিন ধরে সেটার পেপার এ্যাডজাস্টমেন্ট সম্ভবপর হয় নি। সেই যে টাকা জমা পড়ে ছিল, সেই ১৯৫৫ সালের পুলিসের দেয় টাকা দেখান হয়েছে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। কাজেই তিনি যেটা বলেছিলেন সেটা ঠিক তা নয়।

আর একটা কথা আমি নিবেদন করব। সেটা এই যে আজ এই পুলিসবাহিনী শান্তিরক্ষার কাজ ছাড়াও সর্বতোভাবে সমাজকে সেবা করবার কাজে অগ্রণী হয়েছে। আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে কলিকাতায় মহামারী হয়েছিল, কলেরা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল সেই সময় সেবা করবার আহ্বানে পুলিস অগ্রণী হওয়ার ফলে যেভাবের কাজ হয়েছিল তার প্রশংসা করে কলিকাতার মেয়র ডাক্তার ত্রিগুণা সেন ১৬ই মে ১৯৫৮তে লিখেছেন—

"On behalf of this Corporation I offer my heart-felt thanks to you and to your officers and staff as also the officers of the Special Constabulary for the ungrudging help and co-operation in our efforts to combat the cholera epidemic in the city. The untiring services of the police authorities besides your ambulance services have received appreciation of the citizens. I have every hope that your co-operation will be available to us till this city is declared free from this epidemic. Thanking you once again."

ডাক্তার ত্রিগুণা সেন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে কলিকাতার অন্যতম প্রধান নাগরিকের মর্যাদা লাভ করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও ডাক্তার ত্রিগুণা সেন মহাশয় কলিকাতার মেয়র হওয়ায় তাঁর প্রশস্তি পাঠ করেছেন। আবার ফরোয়ার্ড ব্লকের অন্যতম নেতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যিনি উত্তরবাংলার অন্যতম দক্ষিণ হস্ত ছিলেন এবং তাঁকে সকলেই জানেন—শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণ্ডু—তিনিও এই হাউসে ছিলেন, এবং তিনি প্রশস্তি পাঠিয়েছেন তা পাঠ করছি—

"I thank you heartily for your kind Memo. No............, dt........... I must say if all the police staff would emulate your example the prestige of the department will go very high up and the people here will love the police as the people of London love the police there. When occasion arose I told them about your laudable sense of duty and sympathetic attitude to persons who approached you with their grievances. I wrote a postcard as long back as in the month of September to you and you remembered about it in the midst of your multifarious duties and took the trouble of intimating me the result of my complaint in the month of November. I thank you once again before I close this letter and pray to the Almighty for your long life and a bright career so that we the citizens of the province may be benefited by your kind service and the police staff by following your exceptionally unique dutifulness and the spirit of sacrifice. Probably I will have no occasion to meet you but I feel that I should meet you and communicate my gratitude to you personally."

[7-40—7-50 p.m.]

এইরকম আমার কাছে সমস্ত রেকর্ড আছে। কাজেই দলমত নির্বিশেষে পুলিসবাহিনীর কর্মচারীরা যে জাতিকে নানাভাবে সেবা করছে সেটা স্বীকার করেছেন। আর একটা কথা বলে আমি শেষ করব।

Sj. Narayan Chobey:

শিলিংএর কি হল?

The Hon'ble Kalipada Mukherjee:

শিলিংএর আগে আর একটা কথা বলব। আমার বন্ধু গণেশ ঘোষ মহাশয় বলেছেন যে তোমরা সব সময় কেরালার কথা বল, কিন্তু সেখানে কি হয়েছে দেখ। সেজন্য আমি তাঁদের সামনে দুই মাস আগেকার ইতিহাস আপনার মাধ্যমে উপস্থাপিত করব এবং [illegible] দেখবেন যে

৭টা কাঁদুনে গ্যাস এবং লাঠি চার্জের বিবরণ আছে। সেখানকার প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির দুইজন এম, এল, এ, পুলিসের জুলুমে বা পুলিসের মুদু যষ্ঠী সঞ্চালনের ফলে তাঁদের হাঁসপাতাল গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। শুধু তাই নয় তাঁদের সঙ্গে ৬২ জন লোক আহত হয়ে পড়ে এবং কারাগারের মধ্যে যে হাঁসপাতাল আছে সেখানে তারা সকলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৭ সালে ১৮ই নভেম্বর কুইলন জেলায় ছাটাইয়ের প্রতিবাদে ৩০০ শ্রমিক সমাবেশের উপর পুলিস লাঠি চার্জ করে এবং ৫৩ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। ১৪ই নভেম্বর আবার পট্টমপল্লীতে ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ হয় এবং তাতে অনেক আহত হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর সময় নিতে চাই না। আজ সকালে সংবাদপত্রে—ও'রা সংবাদপত্র থেকে অনেক কথাই বলেছেন—যে দুটো বিবৃতি বেরিয়েছে সে সম্বন্ধে বলতে চাই। এটা আমার বিবৃতি নয় ফ্রম দি স্টাফ রিপোর্টার। ভিলেজ রেজিস্টান্স গ্রুপ সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন। "হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড"এ আজ সকাল বেলা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আছে—

A gang of dacoits armed with fire-arms raided a house at Srinathpur in Nadia. As the dacoits started plundering the house, the inmates raised hue and cry. The Village Resistance Group rushed to the spot and put up a stiff fight. One dacoit was speared to death on the spot and the leader of the gang was captured; others took to their heels. But the resistance group gave them a hot chase. One of the dacoits, almost running blindfold, slipped into the Ganges and was captured before he met his watery grave. All this happened in April last. And it is just an instance of the pluck of the resistance groups and the remarkable service they have been rendering to the society. Barring Calcutta there are 41,000 resistance groups with a total membership of about 14 lakhs in West Bengal. In 1957 they killed ten dacoits and injured three and were able to capture 65 alive. During the current year four dacoits were killed and 12 injured. Because of these alert and courageous resistance groups the number of dacoities has recorded a fall. In the first three months of the current year 151 dacoities, 223 robberies and 2,293 burglaries were reported as against 167 dacoities, 236 robberies and 2,919 burglaries during the corresponding period in the previous year. Railway materials worth Rs. 30,000 were recovered and 154 fire-arms, 77 bombs, seven daggers and other dangerous weapons seized. Unfortunately, lives of seven members of resistance groups were also lost in the bloody encounters. But their service did not go unrecognised. The family of the deceased received gratuity to the extent of Rs. 1,000 from the Government. Medical expenses of the injured were borne by the Government. These apart, about 2,500 members of the resistance groups were rewarded. The Missing Persons Squad has also been doing its bit creditably. The Squad traced out 3,708 persons in 1957 and 1,319 within the first five months of the current year. About 1,000 minor boys and girls were restored to their families by the Squad. The popularity of the Missing Persons Squad has drawn the attention of other States too who, it is learnt, are eagerly inquiring about the working of the Squad.

বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের মধ্যে অনেকে বলেছেন, আজ আমাদের বাংলাদেশে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে—এই অপরাধ প্রবণতা সম্বন্ধে দু-একটা কথা আমি আপনার সামনে উপস্থিত করব।

Police Chronicle for 1957, London, January 3rd, 1958

It is some small consolation to see......

বলছে—

Sj. Bankim Mukherji: Mr. Speaker, Sir, you have been so strict with the time of other members. Is there no time-limit for the Minister?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I shall finish within ten minutes Bankim Babu.

Mr. Speaker: Please confine yourself to the points raised.

The Hon'ble Kalipada Mukherjee:

বঙ্কিমবাবু, আমি দশ মিনিটের মধ্যেই শেষ করছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

It is some small consolation to see that we are not the only country afflicted with youth problems, for America, Russia, China, Germany, Portugal and Spain provided stories of increasing hooliganism among young people..London, Jan 1: Scotland Yard announced today that all types of crime increased in the London area during the past year. More crimes of violence took place than the year before, the Yard reported. ....Let us have a glimpse into the situation in America:—

"Washington—April 25: A major crime was committed every 11 seconds in the U.S.A. last year, and a murder, slaughter, rape or assault to kill once every 3.9 minutes, the Federal Bureau of Investigation said in its annual report."

"The Soviet Union and other Communist countries for long refused to admit that social and economic evils, such as violence, fraud, prostitution and unemployment could exist under their system. All news tending to discredit this fallacy was excluded from the press. Gradually, however, writes Times' Special Correspondent, it became necessary to relax this ban "

Mr. Speaker: The House is becoming disorderly and I would request you to confine your reply to the points raised in the House.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

আমি তাই বলছি, সোমনাথবাবুকে যে তিনি বলেছেন ডক এলাকায়ও গুণ্ডামি রাহাজানি বেড়ে যাচ্ছে—আমার কাছে যে রিপোর্ট আছে এবং সোমনাথবাবু যে সাইন্ড স্টেটমেন্টএর কথা বলেছেন সেই স্টেটমেন্টও আমার কাছে আছে। এই দুটোর মধ্যে—অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন এবং এটার মধ্যে অনেক ডিসক্রিপেন্সি আছে। তাঁরা বলেছেন যে, ইউনাইটেড সিমেন্স লাইন এবং সেখানকার যারা কর্মী ট্রেড ইউনিয়ন লিডারস্ তাদের যেতে দেওয়া হয় নি—একথা ঠিক যে সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন লিডারদের যেতে দেওয়া হয় নি। এখানে অভিযোগ করা হয়েছে, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ সিমেনস এসোসিয়েশন, এদের সম্বন্ধে অভিযোগ করে বলা হয়েছে যে তাদের সেখান থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হয়। সময় অত্যন্ত অল্প বিধায় সব কথা বলা এখানে সম্ভব নয়। আমি আপনার মাধ্যমে একটি কথা শুধু এখানে বলব যে, কমিউনিস্ট পার্টির তিনজন কর্মী যারা সেখানে গিয়েছিলেন, তাঁরা প্রকাশ্য দিবালোকে বিজয় মুখার্জীকে এমন মারপিট করে যে তাকে তিন মাস হাঁসপাতালে থাকতে হয়েছিল—তাদেরকে মার্ডারস এ্যাটাকস চার্জএ গ্রেপ্তার করা হয় এবং মামলা বিচারাধীন আছে।

Sj. Somnath Lahiri:

স্যার উনি যে কথা উল্লেখ করলেন সেগুলি কোর্টএর ইনভেস্টিগেশনএ আছে—

How can he refer to that?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: I have already stated that.

Sj. Somnath Lahiri: It is an absolute lie. It is a *sub judice* matter.

[7-50—8 p.m.]

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এ সম্বন্ধে বলেছি, পুলিসের উর্ধ্বতন কর্মচারী—তাঁরা এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন এবং শুধু তাই নয়—আমি "স্বাধীনতা"র একটা ছত্র আপনার কাছে উপস্থাপিত করবো, তাতে তাঁরা লিখেছেন অল ইন্ডিয়া সিমেন্স ফেডারেশনএর নেতৃবৃন্দ নির্বিঘ্নে হেস্টিংস স্ট্রীটএর শিপিং অফিস খুলে ফেলতে পেরেছেন। ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে পুলিস ও সার্জেন্ট বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এ আমার কথা নয়, "স্বাধীনতা"র কথা।

[হর্ষধ্বনি]

অন্যান্য কয়েকজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে আটক রাখা সম্বন্ধে বলেছেন। তাদের সম্বন্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের কতকগুলি ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল। আপনারা একেবারে দূর থেকে দেখবেন। অনেক সময় যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ হয়, তারা শুধু যদি ট্রেড ইউনিয়নের দোহাই দিয়ে, ট্রেড ইউনিয়নের মুখোস পরে সমাজের বুকে সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করে, তাহলে কোন রাষ্ট্রই তা বরদাস্ত করতে পারে না। আমি একথা বলতে চাই যে আজ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে জাতি অগ্রসর হয়েছে, কাজেই পুলিসকে আজকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। আজ যদি পুলিসকে শক্তিশালী না করতে পারি, তাহলে যে ইমারত আমরা গড়ে তুলছি সেই ইমারত ধ্বসে যাবে।

এই কথা কয়টি বলে আমি বিরোধীপক্ষের সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি ও আমার প্রস্তাব পাশ করবার জন্য সভাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Mr. Speaker: I put all the cut motions *en bloc* to vote except Nos. 20 and 47 on which division has been called.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Misra that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Manikuntala Sen that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Narayan Chandra Ray that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Halder that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Janab S. A. Farooquie that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17. Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Samar Mukherjee that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury that the demand of Rs 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Janab Syed Badrudduja that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: 29—Police, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[8—8-5 p.m.]

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—76.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chatteraj, Dr. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. [illegible]
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra

Kenar, Sj. Hari Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Ray Choudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—143.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendranath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford

Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 76 and the Noes 143, the motion was lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that the demand of Rs. 5,21,88,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—76.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindaban Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee Sj. Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Preva
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Sankar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Ray Choudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—143.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blancho, Sj. C. L.
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendranath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj, Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kelay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda

Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 76 and the Noes 143, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Kali Pada Mookerjee that a sum of Rs. 5,21,88,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 17, Major Head: "29—Police", was then put and a division taken with the following result:—

AYES—143.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blancho, Sj. C. L.
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Natn
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb

Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

NOES—75.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindaban Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Ray Choudhuri, Sj. Sudhir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 143 and the Noes 75, the motion was carried.

Adjournment

The House was then adjourned at 8-5 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, 17th June, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 17th June, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (the Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 217 Members.

[3—3-10 p.m.]

DEMAND FOR GRANT

Major Head: 25—General Administration

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 2,12,81,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration." Rs. 1,06,41,000 has been voted on account.

Sir, this is an omnibus budget demand which I have had the honour of presenting before the House for the last ten years and it so happened that the main criticisms against this budget have also been more or less canalised. One criticism that has been made is that it is a top heavy administration. Roughly speaking I would rather have a top which is heavy than a top which is light. But we can look at it in various ways. If you look at the budget provision this year and compare it with the revised estimate of the last year and the actuals of the year before, you will find the figures are: 1956-57, 3 crores 35 lakhs; 1957-58, 3 crores 42 lakhs, and this year it is 3 crores 30 lakhs. That does not show really that it is a top heavy administration. But there are other ways of looking at it also. Compare this figure with the budgets of other provinces. I have got a statistics drawn up to show the percentage of expenditure on general administration proportionate to the total revenue expenditure and you will find that whereas in West Bengal the proportion is 4.6, in Bihar it is 7.5, in Bombay it is 7, in Madras it is 6.8 and in Uttar Pradesh it is 6.2. These are the few provinces with which we can compare considering the importance of our province.

Sir, Mr. Appleby was a gentleman who was asked by the Government of India to verify and find out from the different States the expenditure on general administration and the type of people we employ and the number of people employed. He came to West Bengal and he expressed the view that in many cases in Bengal and in India administration is not top heavy but it is top light. If you look at it in a little more detail about the way in which we have gone on arranging for the salary of our people, it will be found that we have dealt with the lower grades of people very very carefully. If we take the living index figure taking 1939 as the base, for the menial class: January 1958 it is 396.9; for the middle-class it is 362.7. We have increased the salaries of the lower class and it is now today compared to 100 in 1939, 396.6, almost the same as the figure for living index for that class. On the other hand as you go higher you find that there is a very great discrepancy between the living index and the actual amount of salary they get. If you take the different classes of people whom we employ you will find that a very large bulk of the employees are nearly 97 per cent. and above whose salary is below 300. The

higher salaried people, those who get Rs. 3,000 and more, they are only .01 per cent.; they include High Court Judges. Between Rs. 2,500 and Rs. 3,000 also it is .01 per cent.; between Rs. 2,500 and Rs. 2,001 it is .017 per cent.; between Rs. 1,000 and Rs. 2,000 it is .12 per cent.; between Rs. 500 and Rs. 1,000 it is .48 per cent., between Rs. 300 and Rs. 500 it is 1.26 per cent., and as I have said just now 98 per cent. are those belonging to the group who get a salary below Rs. 300.

The second point that has been raised often is about the anti-corruption measures. As you are aware there is an Anti-corruption Department and I have got here the figures for the last four years—1954, 1955, 1956 and 1957. The usual procedure of the department is that whenever they get any complaint or allegation of corruption, whether it is anonymous or not, they try to find out if there is any substance in the allegation. We have added to this by a new system, in employing an ex-magistrate to go round different parts from where we get news of corruption of any type and if we find that there is some substance in it we send the cases on to the Anti-corruption Department. Within the last few years the total number of cases which were proved to have some substance—in 1954, there were 640 such cases; in 1955, there were 580 cases; in 1956 there were 640 cases and in 1957 there were 700 cases; and the total number of cases which were sent to the courts for judgment—in 1954 there were 63 cases which were sent up of which 31 were convicted; in 1955, 70 cases were sent up of which 19 were convicted; in 1956, 51 were sent up of which 23 were convicted and in 1957, 50 were sent up of which 34 were convicted. But those against whom proof was not sufficient for conviction in a court, the usual procedure is for the department to send the cases over to the respective departments and it is found that of the 209 cases which were sent to the departments in 1954, 154 cases were punished.

[3-10—3-20 p.m.]

Of the 159 cases sent up in 1956, 92 were punished and of the 116 cases sent up in 1957, 69 were punished. Therefore, I say that the Anti-Corruption Department have been doing fairly good work, but it requires much more patience looking after these cases and that is being done.

The third thing is civil defence. Altogether there are 41 cases under the P.D. Act of whom 37 are goondas. The procedure is that we have to send up the case to the Judge and if the Judge pronounces verdict against conviction, then he is not detained; otherwise he is detained for a period of one year.

Sir, there are two Departments under 'General Administration' which require a little more elaborate discussion. There are many Departments under 'General Administration' which have got a separate Departmental Secretariat and they have their own demands placed before the House, but these two Departments are the Publicity Department and the Welfare Department. For the Home Publicity Department in the Budget this year a sum of Rs. 30 lakhs has been provided and a few items are also included in the C.D.P. budget as also under other Development Budget. I may say that this particular item "General Administration" has only got to provide for the salary of the staff, but the actual provision for their work is made under other heads. The Publicity Department is a common service Department. It serves all Departments of Government; it disseminates information and invites public opinion in favour of Government plan and policy through the media of the press, radio, films and journals and other publications. It conducts, educative and instructional publicity among the people, specially in rural areas through such media as posters, exhibitions, etc. It has got a Department of public relations and press

relations through which it gets into touch with the people. It has several publications to its credit. It has got a monthly magazine "Basundhara" (Bengali). It is on rural economics. It has got a fortnightly journal "Maghrabi Bengal" (Urdu). It has got a fortnightly journal "Calmaras" which is in Santali. It has got a weekly journal "Katha-Barta" which is in Bengali. It has got a weekly journal "Paschim Bangal" in Nepali. It has got a fortnightly journal on Labour "Shramik Barta", and there is a journal called "Paribahan" which is intended to give news about transport. Literatures, leaflets, booklets, posters, etc. are published and distributed through these agencies. During the last year a very large number of display advertisements have taken place through the press. Cinema films depicting the various nation-building activities of the Government and having educative and instructional value are produced by the department every year in consultation with other departments. This year 12 films have been produced against 18 in the previous year. There are eight speech vans in the headquarters, each equipped with public address sets and some also with strip film projectors for publicity and propaganda. During the year ten kinds of cinema slides were prepared and three kinds were purchased and distributed for audio-visual publicity.

For the rural areas there are seventeen 35 m.m. and eight 16 m.m. units which are working in the districts of West Bengal. A special unit on account of publicity in Mayurakshi area and another unit for work in the Trans-Damodar Valley area are also working. Then there are seven subsidiary units for the welfare activities among the Santhals of West Dinajpur, Malda, Midnapore, Bankura, Burdwan, Birbhum and Murshidabad and Purulia.

Under the Rural Broadcasting Scheme, 1,079 sets have so far been installed. Sanction for distributing 1,000 sets under the School Broadcasting Scheme has already been obtained.

Arrangements for exhibitions have been a regular feature of this department. During the last financial year, this department participated in 68 exhibitions held in Calcutta, in the districts and outside the State. This department also supplied posters and other exhibition materials to certain small exhibitions numbering about 50. Among the important exhibitions in which this department participated are the Eden Gardens Exhibition organised on the occasion of the Centenary Celebration of the 1857 Movement, the All-India Cattle Show Exhibition at Pantipukur, the Kishan Convention Exhibition convened by the Communist Party at Bongaon, the Kishan Conference Exhibition at Santragachi convened by the Forward Bloc and the All-Bengal Kishan Conference Exhibition at Kakdwip convened by the Congress, the Baluchar Sari Exhibition, Calcutta, the Agriculture, Health and Industrial Exhibitions at Uttarpara, the All-India Social and Adult Education Conference at the Calcutta University Institute and the All-Bengal Farmers' Forum Exhibition at Burdwan.

A special feature of the Publicity Department is the Folk Entertainment Scheme which is headed by no less a person than our friend Sj. Pankaj Mullick. Jatra, Kathakatas, music and dramas which are the specialities of the Bengal rural areas are organised for the benefit of the public. The Folk Entertainment Unit visited 79 places in the districts and in Calcutta and gave 221 demonstrations during 1957-58 as against 118 during 1956-57.

There is another department which is also under this head but public attention has not been drawn to it and that is the Welfare Department. I want to take a little time of the House on this subject.

Sir, in this State as in all other States there are three types of people who require protection by the Welfare Department. They are (1) youthful offenders, (2) vagrants and (3) destitutes and orphans. The object of the

Welfare Department is (i) look after the neglected delinquents and convicted children, (ii) to look after the vagrants and beggars, (iii) to look after the orphans and destitutes and (iv) to look after the women and children in moral danger.

[3-20—3-30 p.m.]

These particular types of people are now governed to a certain extent by several Acts. There is the Reformatory School Act, Act VII of 1897. There is the Borstal Schools Act, Bengal Act I of 1928. There is the Children's Act, Bengal Act II of 1922. These Acts are intended for operation upon children below the age of 14 or 15 as the case may be. At the present moment the Reformatory School is located and had been located for some time in Hazaribagh and we propose to bring it over under the control of the Welfare Department. We paid for the children of the Reformatory School. Under the Bengal Vagrancy Act, Act VII of 1943, we have got a certain number of vagrancy homes. We had a Destitutes Relief and Repatriation Act which, for some reason or other, has been repealed. At the present moment we have a Borstal school and an industrial School in Berhampore. We have got a Reformatory School, as I have said just now, in Hazaribagh. We have now got six centres where vagrants are kept. For male vagrants we have got at Beliaghata a Destitute Home where there are 271 vagrants; we have got 424 vagrants in the Burdwan Golapbagh; we have got 324 in Tosakhana in Burdwan; we have got in Sarat Ghosh-s Garden House 423 For females, we have got Canal Street Home for 358 and Kamarhati Home for 217. We have got a separate home for male and female lepers which has got 205 inmates. We have also got a Detention House where we keep children and vagrants for a little while before they are produced before the Court for judgment. This detention home has got space for 50 people. Among these people there are some who are mental cases. There are 145 mental cases; among them 78 male and 48 female. There are the blind, the destitute, the mute, the deaf and the dumb, the total number being 128. There are 4,631 persons in the orphanges and destitute homes. Nine of these are under the Government and 54 are under private control. The total number of boys in the orphange is 2,433; girls 1,699; and destitute women 500.

This has been our problem before the Welfare Board. We had to rationalise and try and get together these men in a manner that we can really give direction to these men and, secondly, give them such training as they are capable of. Most of these houses I have just mentioned are rented houses except those in Burdwan and except the Detention Homes. These rented houses are in a very wretched condition. Therefore we decided to reorganise all these different departments under one control. You will be surprised to know that at the present moment these different groups of people are under different control. The home of detention is under the Judicial Department, the Vagrancy Home is under the Relief and Supplies Department, the Industrial School and the Reformatory School under the Jails Department and the Orphanages, the State Welfare Homes and the Destitute Homes are under the Education Department. It is therefore proposed to bring them all under one department and secondly, to take all the different Acts that were passed in the past for controlling children and providing shelter to them under one composite Act which has been placed in the agenda of this session. We further felt that we should not keep the infected cases with the non-infected cases and secondly, that the mental cases should not be kept with the non-mental cases and therefore we have taken the differnt buildings in different parts of the State for the purpose of accommodating these different sections of people under the welfare scheme. I have said just now that we have got a fairly large number of

men who are infirm, old, destitute—either deaf or dumb and who are not capable of being treated in a deaf and dumb school and who number nearly 350. We propose to start a home for them. We have got the provision in the budget for this purpose. We have got the land and we have got the plans etc. at the old Midnapore Jail. We are in negotiation to take—we have practically purchased—a house at 120, Andul Road, where we had a very large portion of the refugee establishment till recently and this will accommodate about 600 people. Then for the female vagrants including children we want to have a house and we are in negotiation with a house at Uttarpara for accommodating 700 people. We have purchased another house at Uttarpara for the sick vagrants who are not infected, which will accommodate 150 people. A gentleman has presented us a house at Lillooah which used to be called the Lillooah Abala Ashram, which is worth about Rs. 4 lakhs. We are spending some money on it and we propose to keep a portion of it set apart for persons affected due to suppression of immoral traffic. As you are probably aware, the Central Social Welfare Board, which is a semi-Government of India show, have with the help of the Home Ministry asked us to have a centre at the headquarters for men and women who have been rescued from their immoral pursuits and the one for the women would be in the place at Lillooah which I have mentioned.

[3-30—3-40 p.m.]

For the leprosy people we have provided in the Bankura Leprosy Asylum area for 200 people. We have got that in the budget. The building has been taken up. For the mentally afflicted people we have decided to keep them together. Probably members are aware that we have got jointly with the Bihar Government a big Lunatic Asylum in Ranchi. We paid quite a large sum of money. I believe Bengal 25 years ago paid Rs. 50 lakhs or Rs. 60 lakhs and we are paying Rs. 4 lakhs for the upkeep for the Bengal portion of the Lunatic Asylum, but that only can make arrangements for only 700 people. We have got, according to our estimate, three types of lunatics, provision for which has to be made. One are the lunatics of the vagrant group, one are the criminal lunatics who are now put in jail, which, I think, is a wrong thing to do, particularly for women, and thirdly, ordinary lunatics who cannot find any place in Ranchi. I have got to find a place for 600 to 700 such people. We have decided that the Borstal School which used to be in Berhampore can go to another property which I have purchased—I shall come to that later—and this particular area may locate such insane people that are capable of being treated now-a-days psychologically. For the rest of the lunatic asylum people we bought Lalgola Raj property. This property measures 60 acres. It has got a big *dighi* of 20 acres; solid land is 39 acres. The total valuation of the property made by the Land Revenue Department was 8 lakhs 50 thousand; we have paid to the owner 7 lakhs 50 thousand. With this property we shall be able to put in up to 750 mentally afflicted persons who are either in jail today—convicted prisoners who have become mentally afflicted, or who are vagrants and mentally afflicted or those who ordinarily should find a place in a lunatic asylum but cannot do so because of the paucity of space in Ranchi.

I have said just now that the Borstal School and the reformatory school should be combined together and we have purchased the property called "Babulbona Kuti" in Berhampore where we shall have 275 children who are kept in the Borstal School or the reformatory school. Provisions have been made for giving training to these people but there is another aspect of it. Those who go into a Borstal School at the age of 15, after three years they reach the age of 18. What then? Where are they going to go? And therefore we have decided to have an After—Care Home, another house

which we have purchased in Berhampore, where we will put in 40 people, next door to which there is a technical training college being started by the Education Department, and it is our hope that these boys after the age of 18 will get sufficient training to be able to maintain themselves.

Sir, there has been a society in Calcutta called the Calcutta Prisoners' Aid Society, which has got a house at 5A and 5B, Rani Swarnamoyee Road. Unfortunately, this particular society has gone *functus officio* and it has reverted now to the Government and we want to put in a training centre of 30 people of those who had been in jail at some time or other. This is our present scheme but in future we propose to divide up all the children including the children that are now in refugee or destitute home and others into three classes. Boys between the ages of 7 and 14 will have to be given training more or less on primary school standards—training for various types of handiwork as they can possibly do. Within the age of 14 to 18 they will be the senior class boys and we want to integrate those with the ordinary secondary school arrangement of the Department of Education. For these two classes of boys a building which could provide 800 and 800, 1,600 seats it is intended to take a big plot of land which has vested in us in the district of Midnapore for utilising for this purpose but we have not got the money and we have got to wait till the Third Five-Year Plan.

Then we have got another home for the adult boys namely from 18 to 55. There will be room for 800 such people and as I have said before for the aged, disabled and diseased persons there would be that home for 400 people. On the family side there would be the first group up to the age of 7. The children below the age of 7 will remain with the women—the junior girls and the senior girls home—exactly as in the case of boys. This is our ambition and our vision and I hope and trust that it would be possible for us to give effect to it as soon as possible.

Sir, as I have said a little while ago, the Central Social Welfare Board has got organizations in all the States for which they pay. Only there is to be a matching grant from the State. The actual work which this Board does in Bengal or in any other State is more or less on rural basis. In Bengal they have got 26 and 15—41 projects in different areas and we have to pay them for their office as well as for the carrying on of the projects—Rs. 4 lakhs 15 thousand a year. I think that gives you some idea as to what the Social Welfare Department of this Government is doing.

Sir, I do not want to take any more time of the House. I have tried to place before the House certain items and I would wait for such remarks that my friends may make to which I can give my answer later.

With these words I move the motion that stands in my name.

Sj. Bijoy Singh Nahar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি একটি পার্সোনাল এক্সপ্ল্যানেশন দিতে চাই—কালকের একটা ব্যাপারে, তার জন্য একটু সময় চাই।

Mr. Speaker: Mr. Nahar, will it not be better to make your personal explanation after the recess and not now?

Sj. Bijoy Singh Nahar:

স্পীকার মহোদয়, কালকে যখন এখানে পুলিস বাজেট নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্য সুধীর রায়চৌধুরী মহাশয়, আমার সম্বন্ধে একটা কথা বলবার চেষ্টা করেছিলেন। আমি অন্যায় করেছি—বলতে গিয়ে আমার সম্বন্ধে না বলে আমার ছেলের সম্বন্ধে একটি কথা বলেছেন। আমরা ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলাম তুমি কোন দোষ কর নাই.........

[এ ভয়েস: সে গল্প সকলে জানে।]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আর গল্প কর না, সময় যাবে।

Sj. Bijoy Singh Nahar:

মাননীয় সদস্য, একজনের দোষ আর একজনের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। আমার ছেলে রতন সিং নাহারের ন্যাশনাল টিউব-ওয়েল ইন্ডাস্ট্রি নামে একটা কারবার আছে নভেম্বর ১৯৫৬ সাল থেকে। সেটা ৪৮ নম্বর ইন্ডিয়ান মিরার স্ট্রীটে। ঐ ৭ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সংগে তার কোন সম্পর্ক নাই। সে যে কাজগুলি করেছে, তার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন অন্যায় রিপোর্ট পাই নি। এইটুকু আমি সদস্য মহাশয়কে জানিয়ে দিচ্ছি। আরো তিনি খোঁজ করে যদি জানেন, তাহলে দেখতে পাবেন আমার ছেলে কোন অন্যায় কাজ কখনো করে নাই।

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

তাহলে, স্যার, আমারও একটু পার্সোনাল এক্সপ্ল্যানেসন আছে। আমি ও'র উপর কোন দোষারোপ করি নি। আমি বলেছি পুলিসের কথা। আমি অবশ্য নাম করেছি রতন সিং নাহার। তবে আমি বলেছি যে, পুলিস একটা পার্টিকুলার ফার্মের ট্রেস করতে পারে নাই।

[3-40—3-50 p.m.]

Mr. Speaker: That is not allowed. I have not the text before me. You said something against one Sj. Ratan Singh Nahar, son of Sj. Bijoy Singh Nahar, and, therefore, he is entitled to give this explanation.

Sj. Sudhir Chandra Ray Chaudhuri:

উনি যে ফার্মের কথা বললেন, ও'র ছেলে তার প্রোপ্রাইটর। এই যে আমি তার সার্টিফায়েড কপি এনেছি।

Mr. Speaker: That is not allowed.

Demand for Grant

Mr. Speaker: There are several cut motions today which are being found by the office to be out of order, and since you may make mistakes, I am giving you the necessary information.

Cut Motion No. 5 relates to Local Self-Government Department.
Cut Motion No. 6 relates to Local Self-Government Department.
Cut Motion No. 12 relates to Development Department.
Cut Motion No. 13 relates to Police Department.
Cut Motion No. 16 relates to Education Department.
Cut Motion No. 17 relates to Education Department.
Cut Motion No. 19 relates to Local Self-Government Department
Cut Motion No. 20 relates to Public Health Department.
Cut Motion No. 21 relates to Land Revenue Department.
Cut Motion No. 25 relates to Transport Department.
Cut Motion No. 29 relates to Relief Department.

The other cut motions which I think to be out of order are—

Nos. 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 53, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 126, 127, 128, 129 and 131.

All these cut motions have been disallowed on one main ground that these relate to other Departments. In May's Parliamentary Practice, 15th Edition, page 714, a short principle that has been evolved is that if there is a particular portfolio in charge of a Minister, and if you wish to denounce the action of that Minister, you can do it when the Minister asks for the grant of money; then you can criticise him. Under the Head "General Administration" you cannot do it. That is my ruling.

Sj. Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bejoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100

Sj. Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haridas Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sjkta. Labanya Prova Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Misra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sisir Kumar Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Janab Syed Badrudduja: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: May I ask one question? In case any friend does speak on these amendments, am I to answer or keep quiet on it?

Mr. Speaker: You need not take notice of it since I have disallowed them.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার স্যার, যেগুলি আউট অব অর্ডার সেগুলির উপর বলা যাবে কিনা?

Mr. Speaker: No. These cut motions touch one or other of the departments for which there is a Minister-in-charge with a portfolio. Now, supposing it touches the Local Self-Government Department. Mr. Jalan will come up and ask for a grant of money. That would be the appropriate occasion to come up and say something on the basis of these cut motions. But under the head "General Administration", I find from May's Parliamentary Practice, this is not permissible. Under that head you can denounce the tone of the Government and the general methods of administration and so on, but you cannot bring any specific charge regarding a particular department which would be appropriate if and when the Minister concerned asks for the grant of money.

Sj. Bankim Mukherji:

আপনি নিশ্চয়ই এখানে কয়েকদিন লক্ষ্য করছেন যে মে-এর পার্লিয়ামেন্টারী প্র্যাকটিসই হোক. আর দুনিয়ার যে কোন পার্লিয়ামেন্টারি প্র্যাকটিসই হোক, বাংলাদেশের পার্লিয়ামেন্টারী প্র্যাকটিস-এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এখানে যেসব রেলিভ্যান্ট ক্রিটিসিজম করা হয় মন্ত্রী মহাশয় কি তার কোনটার জবাব দেন? এখানে আমরা বলেই খালাস।

Mr. Speaker: That is beside the point. I have got to give a ruling. I disallow these cut motions and that is my ruling.

Sj. Ganesh Ghosh:

আমি একটা প্রশ্ন করছি যে, এখানে আমরা বরাবরই এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি নিয়ে বলেছি। এটা একটা পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টএর হলেও, এখানে তা সাধারণভাবে আলোচনা করা যায়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: As far as I can understand, if you ask me something about, let us say, the sanitary arrangements at Nimta, how can I give the answer?

Sj. Ganesh Ghosh:

আপনিত কিছুরই জবাব দেন না।

Mr. Speaker: I think Mr. Mukherjee has given us the best advice—disregard May's Parliamentary Practice and set up a Parliamentary Practice for West Bengal.

Mr. Mukherjee, I have allotted you 25 minutes—of course, one or two minutes would not make any difference—please try to finish within the time allotted.

Sj. Bankim Mukherji:

সভামুখ্য মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ৪০ মিনিটের মধ্যে প্রায় ৩০ মিনিট বললেন ছন্নছাড়া উন্মাদ প্রভৃতির সম্বন্ধে বাংলা গভর্নমেন্ট কি করছেন। সাধারণ মানুষ এই প্রশাসনিক সাধারণ দপ্তর সম্বন্ধে কিছু বেশী আগ্রহশীল। যাই হোক আমরা চেয়েছিলাম এই বাজেটের ভিতর তিনিও দেখিয়েছেন ১৯৫৮-৫৯ সালের চেয়ে অর্থাৎ গত বৎসরের চেয়ে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা কম হয়েছে। গত বৎসরের রিভাইজড্ বাজেটে ৫ লক্ষ টাকা বেশি হয়েছিল বাজেটের চেয়ে। সেটা ধরলে পর গত বৎসরের চেয়ে ৬ লক্ষ টাকা কম হয়েছে। কিন্তু তিনি অনেক জিনিস গোপন করে গিয়েছেন। গত ছয় বৎসরে দেখতে পাওয়া যাবে যে ৭৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা বেড়েছে। প্রায় শতকরা ৩১ ভাগ বেড়েছে বাজেটে দেখছি। এবং তার পরের বছর ২০ লক্ষ তার পরের বছর ১৭ লক্ষ। ১৯৫৬-৫৭ সালে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে ৪৭ লক্ষ টাকায় বেড়ে গেল কারণ দেখান হয়েছে জেনারেল ইলেক্‌শনের প্রভিসন আছে।

[3-50—4 p.m.]

দ্বিতীয় হচ্ছে পে অ্যান্ড এ্যাকাউন্টস অফিস খোলা হচ্ছে রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেসন ডিপার্টমেন্টএর জন্য, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএর জন্য। তৃতীয় হচ্ছে এক্সট্রা অফিসার জেলায় নিয়োগ করা হবে। ১৯৫৮-৫৯ সালেতে জেনারেল ইলেক্‌সন নাই? যেটা বলেছেন পে অ্যান্ড এ্যাকাউন্টস এ্যাবলিস করা হয়েছে তার দরুণ ১১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা কম পড়ল, কিন্তু বাড়বার সময় বাড়ে ৩৮ লক্ষ টাকা আর কমবার সময় কমে ১১ লক্ষ টাকা. কেন? এই ব্যাখ্যা প্রয়োজন, এটা পাই না। তাহলে এটাই মনে হয় এই যে ৩৮ লক্ষ বেশী রইল সেটা কি এই কারণে যে এত টাকার অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে? তা যদি হয়ে থাকে সেটা সেই বছর বলা হয় নি—কি কারণ অন্ততঃ এই বছর বলা দরকার। যখন টাকার প্রয়োজন হয় লোয়ার গ্রেডদের জন্য টাকা থাকে না—আর এত টাকা কিসে ব্যয় বরাদ্দ করা হল? আপনি দেখবেন ১৯৫৬-৫৭ সালে এই তিনটি কারণ এক্সপ্ল্যানেশন দেওয়া হয়েছে—এই বিগ জাম্প ৪৭ লক্ষ টাকার—কেন এত উঠে গেল। আমি এখানে প্রসংগতঃ বলে রাখি, এই পে অ্যান্ড এ্যাকাউন্টসএর এ্যাবোলিসন একটা অদ্ভুত জিনিস—এটা শুধু রিলিফ রিহ্যাবিলিটেসন নয়, যে সমস্ত জমির কম্‌পেন্সেশন দেওয়া হয় পে অ্যান্ড এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয়, লোকজনকে ডাকা হয় টাকা নিতে, ট্রেজারী বলে পে অ্যান্ড এ্যাকাউন্টস উঠে গেছে, বলে আমরা জানি না কোথায় গেছে—ছ'মাস ধরে এরূপ চলেছে. আমি রেভেনিউ মিনিস্টারএর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। পে অ্যান্ড এ্যাকাউন্টস এখনও চলছে আর না থাকলেও অন্য কোন ডিপার্টমেন্ট তো আছে. অন্য কোন হেড থেকে দেওয়া হবে সেটা সার্কুলার দিয়ে জানান নি, ডিস্ট্রিক্ট জানে না এটাও কি জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেসন এত দিন করে উঠতে পারে নি, এতই কাজের তাড়া?

যাই হোক টাকার কথা বলি। লোয়ার গ্রেডএর ওরা যখন টাকা চায় তখন বলা হয় টাকা নাই। সামান্য ব্যাপার হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে, ফুড ডিপার্টমেন্টএর নীচের তলায় শেড হবে ছাদ নাই, টিনের ছাদ—লোকের এই গরমে প্রাণ বেরিয়ে আছে, তারা যদি বলে হিট-প্রুফ ব্যবস্থা করা হোক, তাহলে বলা হয় টাকা নাই।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

বাড়ী হবে।

Sj. Bankim Mukherji:

হবে কিন্তু ১১২ ডিগ্রী গরম তো আর বছর বছর হবে না, কেন এটাকায় করা যায় না। এই বছরই কেন করা যায় না? এটা ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টএর সঙ্গে যুক্ত আছে কাজেই জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেসনএও এসে যায়। আপনারা বলছেন হবে একদিন নিশ্চয়ই হবে। এককালে তো সারা বাংলাদেশের সব অফিসই এয়ার-কন্ডিসন্ড হবে—সেই আনন্দেই আজ থাকুক। লোয়ার গ্রেডএর মাইনে চাইলে বলা হয় টাকা নাই। এই মাত্র ডাঃ রায় বল্লেন এ্যাডমিনিস্ট্রেসন টপ-হেভি নয়। কিন্তু হিসাব করে দেখুন বাংলাদেশে ১৬।১৭ হাজার লোক নিযুক্ত আছে ১৬।১৭ শত পিয়নটিয়ন নিয়ে। ১ পার্সেন্ট অফিসার তার ভিতর ১ টাকা থেকে ২৫ টাকা ভাতা টাতা মেলে সংখ্যা হচ্ছে ১ হাজার লোক। ৫০ থেকে ৫১ টাকা আয় এরা প্রায় ৪ হাজার লোক এ রকমভাবে ৫১ থেকে ৭৫ এবং ৭৬ থেকে ১০০ যাদের আয় এদের সংখ্যা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন শতকরা ৬৪ পার্সেন্টএর আয় ১০০ টাকার নীচে, শতকরা ২৮ ভাগ ২০০ টাকার নীচে। এদের যে মাইনে দেওয়া হয় সেটা যদি আপনারা দেখেন রিজার্ভ ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সওদাগরী অফিসএর সঙ্গে যদি তুলনা করে দেখেন তাহলে দেখবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কত কম দিয়ে থাকেন—এটা আর পড়ে সময় নষ্ট করবো না কারণ সব মিনিস্টার রিপ্রেজেন্টেসন পেয়েছেন সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হলাম ডাঃ রায় এইমাত্র বল্লেন যে আমাদের এ্যাডমিনিস্ট্রেসন টপ-হেভী নয়। এখানে দেখতে হবে মাগ্গিভাতার ব্যাপারে ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কার কি ব্যবস্থা। উভয়ের মধ্যে সমতা রয়েছে না তফাৎ রয়েছে। ৪০১ টাকা থেকে ক্রমাগত কমাতে কমাতে ভারত সরকার ১,১০০ টাকা বেতনের পর আর কোন ভাতা দেন না। আর এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪০১ টাকা থেকে দু'হাজার টাকা পর্যন্ত দেন ১৭॥০ টাকা হিসেবে। ঊর্ধ্বে ২৬৩ টাকা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাগ্গীভাতা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এ'রা নীচের গ্র্যান্ট কি দেন? যারা ৫০ টাকা থেকে মাইনে পান তাদের ৩০, ৪০, ৪৫ টাকা। আর ৩০১-৪০০ টাকা পর্যন্ত ৭০ টাকা। কিন্তু উপরের দিকে ২৬৩ টাকা পর্যন্ত! এর পরও কি বুঝতে কষ্ট হয় যে আপনাদের সহানুভূতি কোন শ্রেণীর উপর? এই তো গেল আমাদের লোয়ার গ্রেডেড অফিসারদের ব্যাপার।

তারপর হাজার হাজার লোক ১৫।১৬ বছর ধরে অস্থায়ী হয়ে হঠাৎ তাঁরা নোটিশ পান—তোমাদের হয়ে গেল। ১৫।১৬ বৎসর কাজ করবার পর সে লোকগুলি আর কোথায় গিয়ে কাজ করতে পারে? এতদিন কাজ করবার পর সে লোকগুলি গ্র্যাচুইটি ও পেন্সন প্রভৃতি সব-কিছু থেকেই বঞ্চিত। এখানে তো সব সময় শুনতে পাওয়া যায়—ওয়েলফেয়ার স্টেট! [এ ভয়েসঃ ওয়েলফেয়ার নয়, ফেয়ারওয়েল স্টেট।] সে যাই হোক এ'দের এ বিষয়ে একটু চিন্তাও নেই যে এই লোকদের চাকরীর স্থায়িত্বটা এদের জীবনযাত্রার পক্ষে কতটা গুরুত্বপূর্ব তাই এদের সেই স্থায়িত্ব পর্যন্ত দেওয়া হয় না—যাতে করে তারা পেন্সন পাবে, গ্র্যাচুইটি পাবে। অন্যান্য মার্চেন্ট অফিসে কাউকে রিটায়ার করাতে হলে তাকে রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট দেওয়া হয়। কিন্তু গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এই রকম হওয়ায় অন্যান্য প্রাইভেট অফিসের উপরও তার প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। বহুদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অবিচার নিম্ন-পদস্থ কর্মচারীদের উপর চালিয়ে আসছেন। তাঁরা তাই ডিমান্ড করছেন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর মতন পে-স্কেল করা হোক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ে বিচার বিবেচনা করে এদের মাইনেটা ঠিক করা উচিত, মান্ধাতার সময় থেকে যা চলে আসছে এখনো তাই চলছে! মাঝখানে এতদিনের এগুলি সম্বন্ধে তারা একটা পে কমিশনএর ডিমান্ড করছে, সেটা কি খুব অন্যায়?

তার পর এ সম্পর্কে দেখতে পাই তাদের কোন ট্রেড ইউনিয়ন নাই। ওয়েলফেয়ার স্টেট যারা তাদের দায়িত্ব রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন করার রাইট তাদের দেওয়া। একমাত্র স্টেট ভয় পায় ট্রেড ইউনিয়নকে, কিন্তু ওয়েলফেয়ার স্টেটএর দায়িত্ব রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে। সেদিন একটা রিকগ্নাইজড এ্যাসোসিয়েশন থেকে একটা হলে মিটিং করতে গেল, শেষ পর্যন্ত তাদের মাইকের পারমিশন দিলে না। ফলে তাদের মিটিং করতে হল। আমরা জানি সাধারণতঃ পুলিশ কর্মচারীরা মাইকের সম্বন্ধে কিছু দেখেন না। কিন্তু পার্টি মিটিং করছে কি না, কোন কিছুর সঙ্গে ক্ল্যাশ করছে কি না দেখে দিয়ে থাকেন, কিন্তু তাদের বেলায় মাইকের পারমিশন দেওয়াই হল না। এটা কোন স্বাধীন দেশেই ঘটতে দেখা যায় না।

সরকারের আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার এখানে উল্লেখ করছি। জিনিস হচ্ছে—হাওড়ায় রেন্ট অ্যান্ড কম্পেন্সেটরী এলাউয়েন্স ছিল। তাঁরা বল্লেন হাওড়ায় কোন মুস্কিল নেই, তুলে দিন। তারপর তারা যদি কেউ আপত্তি করে—হাওড়া থেকে উলুবেড়িয়ায় ট্র্যান্সফার করুন। তারপর দার্জিলিংএ একটা হিল এ্যালাউয়েন্স ছিল। সেটাও কেটে দেওয়া হয়েছে। আর গত বারে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে আমি এটা বিবেচনা করে দেখব। কিন্তু আজ পর্যন্তও তিনি বিবেচনা করেন নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দার্জিলিংএর যে হিল এ্যালাউয়েন্স সেটা চলেই গেছে।

[4—4-10 p.m.]

তারপর আর একটা গুরুতর অভিযোগ—সেই পিওনদের ব্যাপারে। আজকাল দেখা যাচ্ছে ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলেরা অভাবের তাড়নায় পিওনগিরি করতে আসে। যাঁদের অধীনে তারা পিওন নিযুক্ত হয় তাঁদের অবস্থা ও পদমর্যাদা একটু বেশী, নৈলে বংশে, শিক্ষায়, বা বিদ্যা-বুদ্ধিতে তাঁরা বেশী উঁচু নন, অথচ তাঁরা অসঙ্কোচে সেই সমস্ত লোকদের দিয়ে ঘরের কাজ করিয়ে নেন। বাস্তবিকই এ জিনিসটা অত্যন্ত অন্যায় প্রভুদের পক্ষে, কিন্তু বেচারীদের না করে উপায় নাই। যদি কোন পিওন উপরিস্থ সরকারী কর্মচারীর বাড়ীতে চাকরের কাজ না করতে চান তাহলে তাকে নাজেহাল হতে হয়। সরকারের কাছে এই অভিযোগ নিয়ে এলে পর তাঁরা বলবেন—এ বিষয়ে প্রমাণপত্র যদি কিছু থাকে তো দিয়ে যাও। কিন্তু আমরা জানি, কোন প্রমাণ দিলেও এই মন্ত্রীবর্গের কোন কর্মচারীকে শায়েস্তা করবার কোন রূপ সৎসাহস আছে? এই হল গিয়ে আমাদের এখানকার লোয়ার গ্রেড সম্বন্ধে অভিযোগের ব্যাপার, যদিও তা এখানেই শেষ নয়। তাদের সম্বন্ধে আর একটা জিনিস দেখা যায়—সার্ভিস ডিসমিস করা হয় যে প্রণালীতে সেটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এই ডিসমিস করার ব্যাপারে দেখা যায় কেউ কাজের উপযুক্ত কি না সেটা নির্ণয় করা হয় ডি-আই-জি, আই-বির রিপোর্টের উপর। আমরা জানতাম মেডিক্যাল রিপোর্টই এর জন্য প্রয়োজন। কোন লোক কাজ করবার পক্ষে সক্ষম কি না অবশ্য ক্লার্কএর কাজ করবার জন্য ওয়েট-লিফ্টিংএর মাপে তার শরীরের শক্তি আছে কি না দেখবার প্রয়োজন করে না—শুধু তার চোখের অবস্থা, বুকের অবস্থা ও সাধারণ স্বাস্থ্য এই সম্বন্ধে মেডিক্যাল রিপোর্ট-এরই প্রয়োজন। কিন্তু আমরা জানি, হিটলার পক্ষ পুলিশ রিপোর্টেরই বেশী প্রয়োজন ছিল কোন পার্টির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে কি না, কে কোথায় যাতায়াত করে ইত্যাদি পুলিশ রিপোর্টএর উপর তাকে নির্ভর করতে হত। কিন্তু তার ছিল টোটালিটারিয়ান স্টেট। তার সঙ্গে গণতন্ত্রের পার্থক্য কি তা ডাঃ রায় ভালভাবেই জানেন এবং তিনি তাঁর আলোচনার সময়ই সে পরিচয় দিয়েছেন—আমার চারপাশে যারা তারা যদি বিশ্বস্ত না হয়, তাহলে কাগজপত্র রাখব কোথায়? বিশ্বস্ত মানে চারদিকে কংগ্রেসের লোক হওয়া চাই। [এ ভয়েসঃ কংগ্রেসের মধ্যেও গ্রুপ আছে।] তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু গণতন্ত্রের মানে—আপনার প্রত্যেকটি নাগরিককে বিশ্বাস করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে অবিশ্বস্ত কোন কিছু কাজ না করে, যতক্ষণ না সে অপরাধী প্রমাণিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজ করবে, গণতন্ত্রের এই সুবিধাটুকু সে ভোগ করবে। গণতন্ত্রের মূল কথা হ'ল—you have got to trust every citizen.

এটা যদি না মানেন তাহলে গণতন্ত্রের নীতিকে বরবাদ করে মত পরিবর্তন করা উচিত। কিন্তু যতক্ষণ তা না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করে চলতে হবে।

এ জি বি-র অফিসের একজন কর্মচারি ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে ছিল। সে ডিপার্টমেন্টাল এক্জামিনেসন পাশ করেছিল, তার রেকর্ড অব সার্ভিস খুব ভাল। জানুয়ারী মাসে তাকে তাড়ানোর ব্যবস্থা হল। এ জি বি রিকমেন্ড করেন যে এর কাজ কর্ম খুব ভাল সুতরাং এর কেস রিকন্সিডার করা হোক। ডি আই জি হিটলার বিধানবাবুরই তো চেলা, তিনি বল্লেন—"না"। ওয়েস্ট বেঙ্গলএ এ জি বি-র কথার পর্যন্ত কোন মূল্য নাই, এখানকার জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেসন হিটলারিয়ান চালে চলে তার ফলে সেই ভদ্রলোককে ডিসমিস করা হল। তার দোষ কি? তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল পুলিশ—সে কি দক্ষিণায়নে যায়? সে ভাল মানুষ, আমি হলে বলতাম দক্ষিণায়ণে যাবার দরজা খোলাই থাকে। [হাস্য।] বাংলা-দেশের পুলিশ যারা বৃটিশ আমল থেকে নির্দোষকে দোষী সাজাতে সিদ্ধহস্ত সেই পুলিশের লোকেরা লিখলে—এর অমুক পার্টির লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। আই পি টি এ-তে গিয়েছে, আই পি টি এ-এর সঙ্গে কনেক্টেড, স্টুডেন্ট মুভমেন্টএর সঙ্গে কনেক্টেড ইত্যাদি, সুতরাং সে লোকের বরখাস্ত হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? তারপর আর একজন সিপ্রা সেন, এম-এ (ইকনমিকস), এ জি বি-তে ১৯৫৫ সালে এম্প্লয়েড হয়েছিল, আর ১৯৫৬ সালে তাকে তাড়ানো হল। তার বিরুদ্ধে ছিল কি? না, তার মা কমিউনিস্ট। এদেশে মা কমিউনিস্ট হলে চাকরী যায়, বাবা কমিউনিস্ট হলে চাকরী যায়! [এ ভয়েসঃ ভাইঝি কমিউনিস্ট হলে?] তাহলে চাকরী যাবে কেন? ওরাও তো মানুষ? চাকরী চলে যাওয়ার ব্যাপারটা একজনের পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যা, কি করে শম্ভু মিত্রের চাকরী গেল তা এই এসেম্বলিতে সদস্যদের কাছে আলোচনা করুন। এসেম্বলিতে তো ক্লোজড ডোরএ আলোচনা হয়। এসেম্বলির কাছে আবার অফিসিয়াল সিক্রেসি কি থাকতে পারে? আপনারা একদিক থেকে অন্যায় করবেন তারপরেই বলবেন "না"। আমাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করুন যে কি অন্যায়ে এই সমস্ত লোকের চাকরী যায়। তারপর সিপ্রা সেনের কি অপরাধে চাকরী যায়? ইনি দক্ষিণায়নে যেতেন অর্থাৎ আই পি টি এ-র নাচগানের সঙ্গে যোগ রাখতেন এবং এঁর মা কমিউনিস্ট ছিলেন। এই অপরাধে ওঁর চাকরী গেল। আমরা বলছি যে এ সম্বন্ধে যদি কোন এনকোয়ারী হয় তাহলে আমরা রাজী আছি তাতে যোগদান করতে। ঠিক এইরকমভাবে দীপ্তি সরকার, ইনি ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন বলে একটা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন, এঁকে ডি আই জি হান্ট করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এই ভদ্রলোক সেখানে ভালো চাকরী করতেন এবং সেখানকার ডাইরেক্টর সবে তাঁকে পার্মানেন্ট এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন। তারপর প্রবোধ তলাপাত্র, ইনি এককালে বালুরঘাট আর এস পি-র সেক্রেটারী ছিলেন এবং ১৯৫১ সালের পর আর কোন পলিটিক্স করেন নি, কিন্তু এতকাল পরে তাঁর চাকরী গেল। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথ সমাজদারের ব্যাপার। এঁর সম্বন্ধে ইন্সপেক্টর অব স্কুলস চিঠি লিখেছেন যে ছেলেটা ভাল এবং একে না হলে ডিপার্টমেন্ট চালান সম্ভব নয়। এমন কি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস একে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে এর ক্যারেক্টর খুব ভাল। অথচ এঁর চাকরী গেল। আপনি সাহস পান এইসব জিনিসগুলোর যদি তথ্য প্রমাণ করা হয় তাহলে ডি আই জি-র অর্ডারকে উল্টে অন্য জিনিস করতে? আর তা যদি না পারেন তাহলে এ জিনিস বলা বৃথা। প্রফুল্লকুমার বাগচীর বেলায় ঠিক এই রকম হয়। আর এল চ্যাটার্জি বলে এক ভদ্রলোক ১৬ বছর ফুড ডিপার্টমেন্টএ চাকরী করার পর তাঁকে সেখান থেকে বনগাঁ এস্টেটস এ্যাকুইজিশনএ পাঠান হয়েছিল এবং পরে আবার তাঁকে ফুড ডিপার্টমেন্ট চেয়ে পাঠান। কিন্তু ১৬ বৎসর পর বনগাঁর কংগ্রেস কর্মীরা তাঁর পেছনে লেগে তাঁর চাকরী খেল। আমরা জানি না তাঁর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কি সম্পর্ক আছে। অনিল গুপ্ত, মালদহে হেড ক্লার্ক ছিলেন, ৭ বছরের পর তাঁর চাকরী গেল। তারপর মনিলাল চট্টরাজ, ৪½ বছর ল্যান্ড এ্যাকুইজিসনএ সামান্য মোহরার কাজ করতেন। তিনি কমিউনিস্ট এম এল এ ডাঃ রাধানাথ চট্টরাজের পুত্র বলে এই অপরাধে তাঁর চাকরী গেল। কিন্তু বিগ অফিসারসদের সম্বন্ধে আমরা কি দেখতে পাই? সি কে রায়-এর রিজিওনাল ট্যান্সপোর্ট-এর বিরুদ্ধে চার্জ আসাতে তাড়াতাড়ি চীফ সেক্রেটারী অনুগ্রহ করে তাঁকে এগ্রিকালচার ডিপার্ট-মেন্ট, মিনিস্ট্রি অব এগ্রিকালচারএ, পাঠালেন।

[4-10—4-20 p.m.]

এই রকম বহু অধমকে চীফ সেক্রেটারী মহাশয় তারণ করে থাকেন। এবং মিনিস্টাররা যত সব লুপ্‌হোল চান, কি কোরে আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায় সে বিষয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা আছে। অমল গাঙ্গুলীর অভিযোগ উলুবেড়িয়া সম্বন্ধে, জে বি সেন সম্বন্ধে নেপাল রায় এখানে অভিযোগ করেছেন, কৈ তার বিরুদ্ধে তো কেস হয় নি। অমল গাঙ্গুলী সম্বন্ধে আজকে উত্তর এসেছে কি যে এনকোয়ারী হয়েছে কিন্তু তার রিপোর্ট দেওয়া যেতে পারবে না, তার কারণ হচ্ছে সেটা অফিসিয়াল সিক্রেসি। বিশেষ কিছু পাওয়া যায় কেবল দুই-একটি ছোটখাট ব্যাপারে এবং তার জন্য দফাদার চৌকিদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে যে তমলুকের এস ডি ও মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি হেড ক্লার্ক আছেন তিনি সেখানে রাজত্ব করেন। তার নাম কানাই অধিকারী। তার অজয়বাবুর সঙ্গে খুব পরিচয় আছে। তিনি এস ডি ও-দের নাকে দড়ি দিয়ে চালান। তাই বলছিলাম যে সেই তমলুকের এস ডি ও সম্প্রতি তিনি সেখানে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন, বোধহয় নাকে দড়ি দিয়ে চলা তাঁর পছন্দ হয় নি। তিনি সব জায়গায় ঘুরে ফিরে দেখেন যে ঘুষ, অনাচার, চুরী, জচ্চুরী, নানান রকমের জুয়াখেলা ইত্যাদি অবাধে চলছে, সেসব বন্ধ করতে চেষ্টা করতে লাগলেন, তাইতে কানাই অধিকারীর অন্নে হাত পড়ল। তিনি তখন একে সরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এস ডি ও তখন উপরে লিখলেন এই কানাই অধিকারীকে সরান উচিত। তখন তাকে কাঁথি ট্রান্সফার করা হল। তিনি কিছুতেই যাবেন না। যাই হোক তিনি একদিন কাঁথিতে গিয়ে জয়েন করে ছুটি নিলেন, আর মজার ব্যাপার এই যে এস ডি ও-কে ট্রান্সফার করা হল। কোন একজন ইয়ং ম্যান যদি একটু কাজ কর্ম দেখায় তাহলে তার এই অবস্থাই হয়। এতে সারা মেদিনীপুর কাঁথি ইত্যাদি অঞ্চলের লোক চঞ্চল হয়ে পড়েছে। সেদিন যেমন ভদ্রেশ্বর থানা অফিসার একটু ভাল কাজ দেখাল অমনি তাকে ট্রান্সফার করা হল। এই রকম অবস্থা যদি চলে তাহলে গভর্নমেন্টকে কে বিশ্বাস করবে? ডাঃ রায় তিনি একদিন জ্যোতিবাবুর একটা প্রশ্নে রেসিয়াল ডিস্‌ক্রিমিনেশন যে হয় তার উত্তরে এখানে বলেছিলেন যে ভারতীয় কর্মচারীদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইতেছে এবং তার প্রতিবিধান করা হইতেছে না ডাঃ রায় ইহা জানেন এবং মুখ্যমন্ত্রী এর জবাবে যেরূপ তীব্র আপত্তি দেখাইয়াছেন তেমন আর কেহ নয়। তিনি এ বিষয়ে ভারত সরকারকে লিখিয়াছেন এবং ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ইহার প্রতিবিধান প্রধানতঃ ভারত সরকারেরই হাতে। এগুলি কাগজে বেরিয়েছে। তারপর মহম্মদ ইলিয়াস্‌ এই বিষয়ে লোকসভায় প্রশ্ন করেন। লোকসভার প্রশ্নের উত্তরে জানান হচ্ছে—

> "This Ministry has not received any letter from the West Bengal Government bringing the reported statements of the Chief Minister, West Bengal, to our notice regarding discrimination in British firms on racial grounds, or asking us to follow any different policy in regard to the employment of British nationals."

তাহলে পর অসত্য কথা কে বলে— ডাঃ রায় না লোকসভা? এটা যদি ডাঃ রায় জেনে শুনে বলে থাকেন এই এসেম্বলির ফ্লোরএর উপর তাহলে

It is a question of privilege.

এবং ডাঃ রায় এতখানি পর্যন্ত চান তিনি প্রেসকে ডেকে তাদের বলেন এত গণতন্ত্রর প্রতি দরদ যে তিনি চেম্বার অব কমার্সকে বলেন এডভার্টাইজমেন্ট দিও না প্রেসকে এইভাবে জব্দ কর তাদেরকে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ কর তাহলে পরে তারা শায়েস্তা হয়ে যাবে। এই যার আউটলুক, সেই আউটলুক থেকে আমি আশা করতে পারি না যে অন্য কিছু হবে। আমরা যখন মিউনিসিপ্যালিটির এ্যাডাল্ট ফ্রানচিজ দাবী করি তা দেওয়া হয় না। আবার দেখছি হঠাৎ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের মতামত নেওয়া হচ্ছে, যাদের ইলেকসন হয় নি তারা তো চাইবে এ্যাডাল্ট ফ্রানচিজ না হয়। একমাত্র যাদের একটু দূরদৃষ্টি আছে যেমন ক্যালকাটা করপোরেশন, তারা হয় তো চাইবে, তা ছাড়া সাধারণতঃ চাইবে না। আবার সব মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে চাওয়া হয় নি, যেমন বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি, তার কারণ সেটা বামপন্থী মিউনিসিপ্যালিটি। এমনিভাবে যোগসাজসে কোন রকমে এ্যাডাল্ট ফ্রানচিজ মিউনিসিপ্যালিটিগুলির বন্ধ করাই হচ্ছে

সরকারের উদ্দেশ্য। এমনি করে আজ সর্বত্র ছলে বলে কৌশলে জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেসনকে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং সর্বস্তরে জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষা এর কোনটাই আমি মনে করি না গণতন্ত্রের সহায়ক।

Sj. Sisir Kumar Das: Mr. Speaker, Sir, in the State of West Bengal, expenditure on Civil Administration has increased from 18.3 per cent. of the total expenditure in 1957-58 to 18.4 per cent. in 1958-59. The increase may look rather insignificant but if we compare the figures of other States in the Union of India, we shall find that the ratio of expenditure on Civil Administration to the total expenditure for all States taken together has declined from 18.4 per cent. to 18-2 per cent. In Kerala, the ratio has fallen from 13.2 per cent. to 12.5 per cent. In the Punjab, another border State, the ratio has declined from 20 per cent. to 18.6 per cent., while in U.P. it has come down from 18.9 per cent. to 18.3 per cent. The proportion of expenditure on this rate, though on decline in all other States, is on increase in the State of West Bengal. In fact, the per capita expenditure on Civil Administration is one of the highest for all States. It is Rs. 5.04 in West Bengal against Rs. 3.02 in the U.P., Rs. 3.12 in Kerala and slightly less than Rs. 4 in Madras. It has exceeded only in Bombay by a very small amount where, however, the per capita expenditure on Education, for example, is also higher than the State of West Bengal.

Expenditure on Debt Services reflects the pace at which the Government is piling up its debts.

[4-20—4-30 p.m.]

Expenditure on Debt Services has increased at an alarming rate, compared to other States of India. For example between 1954-55 and 1958-59, during the last five years, the total revenue of West Bengal has increased by 62 per cent. while its expenditure on Debt Services has risen by more than 250 per cent. In Bombay the total revenue has increased by 51 per cent., but its expenditure on Debt Services has grown only by 49 per cent. during the five years. In Bihar the total revenue has increased by 73 per cent. but its expenditure on Debt Services has grown only by 41 per cent. against 251 per cent. in West Bengal. The increase in debts could be justified if the amounts obtained were spent only on investment in development schemes. The growth in debts must bear some relation to the growth in the total resources of the borrower. A 250 per cent. increase in debt expenditure against the increase of only 62 per cent. in the total revenue is certainly disappointing by all standards specially when one considers that the significant part of the increase in total revenue has been due to larger grants in aid by the Centre.

Then if we come to the loan figures—loans taken from the Union of India by the various States—we find aggregate loans due to the Centre in March 1957; West Bengal 153.55 crores; Punjab 192.84 crores; U.P. 114.98 crores; Bombay 86.42 crores; and Madras 84.01 crores. If we add the open market loan of the State of West Bengal which is 32.5 crores in 1958, then the total indebtedness of the State of West Bengal will come to 186.05 crores. This is almost a state of bankruptcy. The Central Government has refused to excuse repayment of the loan on the Damodar Valley Project and I consider that that was rightly done. Add to this the liability of the State of West Bengal to pay compensation for acquisition of zemindary and raiyatari interests. It may come to 70 to 80 crores. Shri Bimal Chandra Sinha, the Hon'ble Minister for Land and Land Revenue, showed righteous indignation in the Assembly Hall by saying that it was not at all true that the State of West Bengal will fail to pay compensation. I ask Shri Sinha and the Chief Minister to point out from what source that money

will come and if that money would come so easily, why could not he start paying this year. The specious plea that the compensation roll has not been prepared is worse than useless. So far as the rent-receiving interest is concerned, the compensation should have been and could have been paid from the 1st of Baisakh of this year if the financial condition of the State of West Bengal is sound, as it is claimed by the Chief Minister. Take into consideration the further fact that wherever Dr. Roy has set his hand, it has borne gold.

অর্থাৎ ডাঃ রায় যেখানে হাত দিয়েছেন, সেখানেই সোনা ফলেছে।

I need not mention the Kalyani Township, the Fish Trawler Scheme and various other schemes, but would like to point out that even the Bus Services, which have been nationalised by the State of West Bengal, are even now running at a loss. In the Budget, it has been stated that the State buses are making a profit, but it has nowhere been stated that the State buses do not pay any road tax though the private owners have to pay road tax varying from Rs. 1,000 to Rs. 1,500 in respect of each bus. If we deduct this sum from the profit earned by the State buses during the course of the last year, it will be found that the State has lost on this account alone on the basis of the number of buses to the extent of about Rs. 6 lakhs. But by jugglery that has been shown to be a profit account so far as the State Buses are concerned. Really there has been a loss of 6 lakhs of rupees in the shape of road tax. The State is running headlong towards a financial crisis. Those who have studied the working of the Second Five-Year Plan know that one of the most serious difficulties facing the Planning Commission has been the growth in non-development expenditure both in the Centre and in the States. On page 13 of the Appraisal and Prospects of the Second Five-Year Plan—a candid assessment of the working of the Plan by the Planning Commission itself, the Planning Commission has made pointed reference to the difficulties caused by certain items of increase in non-development expenditure of the States. In this respect this State is one of the worst sinners. In the two years 1957-58 and 1958-59 the total expenditure of West Bengal has increased by less than 1 per cent. but the proportion of non-development expenditure has increased from 46.5 per cent. of the total expenditure in 1957-58 to 49.3 per cent. in 1958-59. In Kerala the total expenditure has risen during these two years by more than 13 per cent. while the proportion of non-development expenditure has been reduced from 30.4 per cent. to 28 per cent. in one year. In West Bengal the total expenditure on development has actually declined by 4.4 per cent. while it has risen in Kerala by 16 per cent. during these two years. Between 1957-58 and 1958-59 the total revenue of West Bengal has increased roughly by Rs. 7 crores but the total developmental expenditure has gone down by less than Rs. 2 crores while non-development expenditure has risen by more than Rs. 2 crores. Punjab is another State where almost the same increase in total revenue took place in these two years, i.e., about Rs. 7 crores, but the Government of that State has increased its development expenditure by 5 crores while spending only 1.5 crores more on non-development expenditure.

Now, coming to the details, we find that there is a heavy increase in the expenditure on the Public Service Commission—that rubber-stamping institution, the abolition of which would not matter much to anybody. The expenditure on this item has increased in the last five years by 77.5 per cent. as compared to rise by only 12.2 per cent. in the total expenditure on General Administration.

Another item which has registered a disproportionate increase is the expenses on the State Legislature. The expenditure in connection with the Legislative Council has risen by 52.2 per cent. It is difficult to under-

stand the reason which has prompted the State Government to recommend such a large scale increase in the size of the Upper House as has taken place in 1957. In the Bombay State the total membership of the Legislative Council forms about 27 per cent. of that of the Legislative Assembly even after a considerable enlargement in the size of the Upper House. In U.P. the size of the Legislative Council is about 25 per cent. of that of the Legislative Assembly whereas in West Bengal the proportion is approximately 30 per cent. If this Council is abolished, we shall have cleaner politics in this State as no Minister will be able to come by the back-door when he forfeits the confidence of the voters. The utility of the second Chamber is very doubtful and as a matter of fact in most of the States of Australia and in the Irish Free State and in some States in Canada, the Upper Chamber has been abolished. The expenditure on the State Legislative Council formed only 10.1 per cent. of the total expenditure on State Legislature in 1954-55. It has risen to nearly 14 per cent. in 1958-59.

[4-30—4-40 p.m.]

Then, I shall raise another important matter which should be noticed by the members of this House. Mr. Speaker, Sir, you know that whenever there is necessity for a grant the Government brings a budget for that grant but when there is not sufficient money to cover the expenditure, loan is raised. But for raising a loan which is another way of taxation no sanction of the House is necessary. Is it not an anomaly? Administration can be carried on by borrowing money from outside, by borrowing money from the market without taking any sanction of the legislature and it cannot be discussed as an item of vote on the ground that it is a charge on the consolidated fund of the State. Therefore, this item, taking of loan, namely, Rs. 200 crores which has been raised by the State of West Bengal under the aegis of Dr. B. C. Roy has been raised without the sanction of the House. For spending even a penny sanction is necessary but for raising of loan, another way of taxation, there is no necessity of taking sanction of the House. What is the result? The result is that the debts get multiplied without our knowledge. You will find that perhaps in the middle of last October or September the West Bengal Government proposed to raise a loan of Rs. 200 crores by issuing 3 per cent., 4 per cent. bonds. Therefore, the whole question is this. Has the House got any control over this type of financing, over this type of taxation? You have ultimately to pay by taxation but you cannot discuss it beforehand. Therefore, I draw the attention of this House to this fact. Any future Government which may come into office will have the legacy of the present Government of the burden of huge debts. In the interest of future Governments as also of the people of the State this practice must stop. The State Government must live within its means. Once I asked the present Law Minister of the Union Government Mr. Asoke Sen, he was neither a candidate at that time nor a Member "What is the utility of keeping Dr. B. C. Roy except for making certain schemes which have gone all wrong." To that he answered "He is the only man in the State of West Bengal who can go to the Centre and procure some money. He has some influence with the Government of India. He could serve the State by that method." This year, Mr. Speaker, the Central Government has refused to execute the repayment of loan in respect of Damodar Valley Scheme. Therefore, now he has outlived his utility; therefore he should now resign. He should no more burden the State with debts and debts because he knows he may retire at any moment. Therefore he leaves the generation behind with the burden of debts. He has made fine roads; that is his only contribution to the State of West Bengal and nothing else. The whole point is this. The State has come to such a pass that the debts have accumulated to such an

extent that the Opposition at least should now combine and say definitely to the Government that we shall not support any of your moves to get loan either from the Centre or to raise loan from the money market here. That should be in the interest of the Opposition whether you come to power or whether the Opposition combined comes into power. It is to your interest to see that this State should not go on like this.

What do you find about general administration today? Compared with the British period one finds that general administration of the country has become worse, not only for want of discipline in administration, not only for the increasing corruption and favourtism and nepotism by the ruling party of which the greatest sinner is Dr. Roy, but also the manifest defiance by the subordinate officials to obey the directions and orders of the higher authorities. In my practice in the High Court I have come across numerous cases where subordinate officials are refusing to submit to the orders of the higher officers. Lower courts are bound to submit to the decision of the higher courts. Contempts of courts are multiplying. I shall give you several instances. The revenue officers are the worst sinners in this respect. I had to make an application under article 226 of the Constitution before Mr. Justice Sinha in order to compel one officer to obey the decision given by the tribunal appointed under the Estates Acquisition Act. The revenue officer said "I am not bound by this decision; I won't comply with it." Therefore I had to make an application for Mandamus to compel the man to obey the decision of the Tribunal which was appointed by the Act. Then the other day I found that a certificate officer of the Income-tax department in the district of Midnapore won't accept a stay order from the High Court. He said, "I am not bound by it unless the actual order is shown to me by the Advocate that a stay order has been passed." Strange things. If this sort of thing comes about, then it is a bad day for the administration where the lower rank officials will openly revolt against the higher officials. What has happened about the Supreme Court decision in the case of Samar Sen? You know in the Indian Iron & Steel Company there was a strike and he was discharged by the Indian Iron & Steel Co. The Supreme Court gave its verdict that he must be reinstated but the Indian Iron & Steel Co. does not do it in spite of the order of the Supreme Court. How is it emboldened, how is that capitalist emboldened to defy the orders of the Supreme Court? I say because you accepted several lakhs of rupees as contribution to the Congress Election Fund by the amendment of the article and thereby you encouraged those people to defy law and order. There is no Preventive Detention Act to be applicable against them. Is this the administration you expect? Therefore what I would suggest is that the administration should be toned up. A training institute for administration should be established where the officers would be given training in respect of administration not only in discipline but also in matters of actual official duties. If there is not an efficient, disciplined administration, which, I am sorry to say, is deteriorating every day, there cannot be any stable administration worth the name in this country.

Now, Sir, favouritism, nepotism and jobbery are the three greatest enemies of democracy and administration. In England, favourtism and nepotism and jobbery are unheard of since about the middle of the last century.

Mr. Speaker: Mr. Das, I do not wish to interrupt you as you speak very scarcely but you are reading something from a written speech which I am hardly able to follow.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I cannot also follow though I am trying very hard to follow.

Mr. Speaker: It is not a custom to read a written speech.

Sj. Sisir Kumar Das: I am not reading; I am only seeing the points. Sir, these are rampant in this State. As a pig thrives in mud and filth, this Government thrives in nepotism and jobbery. That is my charge against the administration. Shall I read a passage from Dr. Jennings? Dr. Jennings has said in his 'Cabinet Government' that it is the privilege of the Opposition to find out a case of jobbery in Great Britain and as a dog chases a hare, any item of favouritism or jobbery found out in England is chased by the Opposition in the Hall of the Parliament.

[4-40—4-50 p.m.]

If you make allegations of nepotism, and favouritism and jobbery the Chief Minister will sit over them with Sphinx—like silence, and the members supporting the Ministry will give their *bahaba* for the brazen-facedness of the Chief Minister. They will say "*Bahaba*, well done." They have no say in this matter.

Then in the Budget you will nowhere find the purchase of old dilapidated houses, 24 of which were purchased by Dr. B. C. Roy, Today, fortunately or unfortunately he has cited a number of houses which he is going to purchase or which he has already purchased. I shall take one of the instances—the Narajole House. That house was purchased at Rs. 3,60,000 though the District Chief Engineer valued it at Rs. 1,80,000. Similarly, the house of the Advocate-General of West Bengal, Sj. S. M. Bose—Dr. Roy is a great admirer of Sj. Bose—at Chandannagore was purchased at Rs. 3 lakhs. I know it for certain that the Advocate-General was willing to sell his house for Rs. 1 lakh. It has been sold at Rs. 3 lakhs. It is just 20 yards away from the railway line. It shakes like anything when a train runs. The whole house has been made a refugee colony. Some refugees are sheltered there. Therefore, I make this charge against this Government that more than a crore of rupees have been uselessly spent, wasted for the purchase of old dilapidated houses in the whole of West Bengal. For purchasing some bad shares there was an enquiry against Mundhra. Will our Chief Minister submit to an enquiry by a Judge of this High Court with some valuers to find out whether the purchases are all right, whether there has been jobbery, whether there has been nepotism or whether more price is paid? Will the Chief Minister dare do it? I make this challenge on behalf of the Opposition: let there be an enquiry committee. If he is honest for what he has said that his heart is of pure gold, his heart is pure, then let us know whether he is willing to submit to that. Then what about the purchase of Mayurbhanj property? What about various other houses?

Sir, I would make another charge against Dr. Roy and then take my seat.

In Durgapur, while the Coke Oven Plant was being installed, global tenders were called from all over the world. A tender was submitted from East Germany and that was the lowest tender, but that was not accepted. A higher tender from West Germany was accepted of Messrs. Carl Steel Co. Anyway, that tender from East Germany was not accepted. But who is this Baidyanath Bhattacharya who is associated with Messrs. Carl Steel Co.? How has he been associated with it? Why is he drawing a commission which is being credited to his account in Switzerland? What is the commission that is being paid to him? Is he a *benamdar* of the Chief Minister or what is he? The Chief Minister must explain it.

Then I will refer to another thing and I finish. There has been a Digha Advisory Committee consisting of two ladies and there are two Ministers, viz., Sj. Chittaranjan Roy and Dr. B. C. Roy—the two grandest species of the male sex associated with two ladies.

Mr. Speaker: Mr. Das, your time is up.

Sj. Sisir Kumar Das: Then who is this Dorothy Roy? Is she not the eldest daughter-in-law of Dr. Roy's elder brother?

[At this stage the honourable member having reached the time-limit resumed his seat.]

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সাধারণ শাসন খাতের ব্যয় বরাদ্দ আলোচনা করতে গিয়ে সাধারণ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে দু'-চার কথা আপনার সম্মুখে রাখতে চাই। ইংরাজ যখন এদেশে এসেছিল তখন এদেশের শাসন পরিচালনা করার জন্য যে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তাতে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে মুনাফা করা। এবং তার লক্ষ্য ছিল যে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে বিক্ষোভ, সেই বিক্ষোভকে দমন করা। কিন্তু আজ ১১ বৎসর পরেও একথা বলতে হচ্ছে যে সেই শাসনব্যবস্থার কোন রকম মৌলিক পরিবর্তন দেখছি না। জনসাধারণের দুর্গতি বৃদ্ধিই এই শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও আমরা শুনি যে কল্যাণরাষ্ট্র, ওয়েলফেয়ার স্টেট তৈরী করাই এই শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কিন্তু কার্যতঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধনিক শ্রেণী এবং তাদের মুখপত্র এই মন্ত্রিমণ্ডলীর এবং জনকতক অফিসারের গোষ্ঠীগত এই ওয়েলফেয়ার স্টেট গড়ে উঠেছে। ওয়েলফেয়ার স্টেট বা ডেমোক্রাটিক স্টেটের শাসনব্যবস্থা কি কোরে বিচার করা যায়? সাধারণতঃ আমরা এইভাবে বিচার করি যে এর সঙ্গে জনসাধারণের কতখানি যোগাযোগ আছে, তাই দেখে। কিন্তু আমাদের বর্তমান শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ বিশেষ লক্ষ্য করি না। আমরা এই শাসনব্যবস্থায় দেখতে পাই রাইটার্স বিল্ডিংসএর বিভিন্ন সেক্রেটারিয়েটে, নিউ সেক্রেটারিয়েটের এবং বিভিন্ন ডাইরেক্টরেট-এর শাসনব্যবস্থা চলছে। জনসাধারণের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ কমিশনারের মাধ্যমে বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ভিতর দিয়ে বা এস ডি ও এবং সার্কেল অফিসারদের মধ্য দিয়ে বা তাদেরই সঙ্গে জনসাধারণের যোগসূত্র আছে। কাজেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জনসাধারণ তাদের দুঃখ দুর্দশা, তাদের অভাব অভিযোগ বলবার জন্য এই সরকারের নাগাল পান না। তাদের একজন বড় অফিসারের বিরুদ্ধে একজন কংগ্রেসী নেতা, নিতান্ত পক্ষে একজন এম এল এ-র প্রয়োজন তাদের বক্তব্য সরকারের কাছে পেশ করতে। তার একমাত্র কারণ আজকে ২৪-পরগনার কথাই যদি ধরা যায়—যেখানে ৫ জন ম্যাজিস্ট্রেট, অর্থাৎ একজন ম্যাজিস্ট্রেট আর ৪ জন এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে একটা সাবডিভিশনে একটা সাবডিভিশনাল অফিসার বা একটা কিম্বা দুইটা সার্কেল অফিসার, এই পাঁচ জনের হুকুম তামিল করতে হয়—আর তাই করবারই সময় হয় না, সুতরাং জনসাধারণের কথা শোনবার তাঁদের সময় কোথায়?

[4-50—5-15 p.m.]

সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এই মাথাভারী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করার সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগের পথ সৃষ্টি করা দরকার। কমিশনারস অফিস যেটা আছে সেটা তুলে দেওয়া দরকার। কমিশনারস অফিস পোস্ট অফিস ভিন্ন আর কিছু নয়। এই কমিশনারস অফিসগুলো শাসনব্যবস্থার মধ্যে ভীষণভাবে বাধা সৃষ্টি করছে। শুধু তাই নয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে যে লাল ফিতার প্রভাব দেখা দিচ্ছে তা এই কমিশনারস অফিস থাকার জন্য হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। স্পীকার মহাশয়, এই রেড্ টেপিজম সম্পর্কে আমি আরও ২।১টা কথা বলব। এই রেড টেপিজম এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে সরকারী ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম গুরুতরভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে। গত বছর জানুয়ারী মাসের প্রথমে আমি মেকলীগঞ্জ সাবডিভিশনে গিয়েছিলাম। সেই মেকলীগঞ্জ সাবডিভিশনে ১৯৫৬ সালে ১লা অগাস্ট ইলেকট্রিফিকেশন হয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় সেখানকার এস ডি ও-র বাড়ীতে গিয়ে দেখি যে তিনি হ্যারিকেনের আলোতে কাজ করছেন।

এটা দেখে লাইট ফিউজ হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন যে সরকারী দপ্তর থেকে এখনও পর্যন্ত আমার বাড়ীতে লাইট কনেকশন-এর পারমিশন এসে পৌঁছায়নি। যদিও তিনি মেকলীগঞ্জ টাউন কমিটির চেয়ারম্যান তবুও তাঁর বাড়ীতে আলো এখনও হয় নি। এই টাউন কমিটি হচ্ছে ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটি। অর্থাৎ সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের বাড়ীর এই অবস্থা। সেই মেকলীগঞ্জ শহরে যদিও গত ছ'মাস ধরে আলো ঝলমল করছে, কিন্তু তবুও সেই মেকলীগঞ্জ সাবডিভিশনের এস ডি ও এবং মেকলীগঞ্জ টাউন কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ীতে তখনও আলো গিয়ে পৌঁছাতে পারে নি। সরকারী নথিপত্র তাড়াতাড়ি নাড়াচাড়া হয় না বলে এই সব অবস্থা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সরকারী শাসনব্যবস্থার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাঁরা যে অর্থ খরচ করতে চাচ্ছেন সেটা তাঁরা খরচ করছেন, কিন্তু এই খরচ করার পেছনে ভীষণ অপব্যয় আছে। সেজন্য আমি মনে করি যে পরিকল্পনাকে সার্থক করতে গেলে লাল ফিতার প্রভাব যদি না কাটিয়ে ওঠা যায় তাহলে সাফল্য কোন দিক দিয়েই হবে না।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সরকার ঘোষণা করছেন যে তাঁরা আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র গড়ে তুলবেন। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে একজন অফিসার তিন হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছেন এবং আর একজন তিরিশ টাকা মাইনে পাচ্ছেন। অর্থাৎ এই মাইনের পার্থক্যটা প্রায় ১০০ গুণ। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে যদি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হয় তাহলে এই মাইনের যে বৈষম্য আছে সেই বৈষম্য দূর করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার কোন কথাই আমরা শুনি নি। এই বৈষম্য যতদিন না ১০।২০ গুণে এসে পরিণত হবে ততদিন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করার কথা স্বপ্নেই থেকে যাবে। সেক্রেটারিয়েট, ডিস্ট্রিক্ট এবং ডাইরেক্টরেট-এ যে-সমস্ত এল ডি ক্লার্ক কাজ করেন তাঁদের মধ্যে মাইনের তারতম্য রয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট-এ একজন টাইপিস্ট যা মাইনে পায় তার চেয়ে বেশী ডাইরেক্টরেট-এর লোক পান এবং তার চেয়ে বেশী আরও বেশী সেক্রেটারিয়েট-এর লোক পান। সেক্রেটারিয়েট এবং ডাইরেক্টরেট-এর কৌলীন্য বজায় রাখবার জন্য কি এই ব্যবস্থা চালু আছে। এ বিষয়ে আসাম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তাঁরা একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন এবং সেই কমিটি দেখছেন সত্যিই এই বৈষম্য আছে কি না। সেই বৈষম্য দূর করা যায় কি না এবং সেই বৈষম্য দূর করতে হলে সরকারের পক্ষ থেকে কত টাকা খরচ করার প্রয়োজন হবে ইত্যাদি। এ জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে বলছি যে তিনিও আমাদের এখানে একটা ঐরূপ কমিটি গঠন করুন এবং এবিষয়ে আসাম সরকারকে ফলো করা উচিত বলে আমি মনে করি। এখানে আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে দলীয় রাজনীতি পরিহার করা উচিত। কিন্তু আমরা দেখছি বাংলাদেশে শাসনব্যবস্থার ভেতরে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দলের লোকেরা খুব বেশী পরিমাণে মাথা গলাচ্ছেন এবং তার ফলে সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে কাজ করার অসুবিধা হয়। আজকে সরকার এবং কংগ্রেস একাকার হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ আজ বুঝতে পারে না যে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে সরকারী শাসন পরিচালনা হচ্ছে, না চৌরঙ্গী কংগ্রেস ভবন থেকে সরকারী শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা হচ্ছে। আজকে যে সমস্ত অফিসার আছেন তারা কংগ্রেসী নেতাদের কথা মানতে বাধ্য হন। যে কথা বঙ্কিমবাবু একটু আগে বলে গেলেন। যে তমলুককে একজন এস ডি ও, মিঃ ব্যানার্জিকে তমলুক থেকে ট্র্যান্সফার করে দেওয়া হয়েছে। তার কারণ তিনি একজন কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন কর্মচারীর দুর্নীতির কাজে বাধা দিয়েছিলেন। সেইজন্য অজয়বাবু নিজে তাকে ট্র্যান্সফার করিয়ে দিয়েছেন। এই থেকে বোঝা যায় যে কংগ্রেস কতখানি সরকারী কার্যে হস্তক্ষেপ করছে যার ফলে সরকারী কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এবং আমি মনে করি গণতন্ত্রকে গলা টিপে মারা হচ্ছে। বিপরীত দিক দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি? বামপন্থী মনোভাবাপন্ন যদি কর্মচারীদের মধ্যে কাউকে দেখা যায় তাহলে তাদের চার্জ-সিট দেওয়া হচ্ছে। তাদের ছাঁটাই করা হচ্ছে এবং তাঁদের উপর নানারকমের জুলুম করা হচ্ছে। এই অবস্থার প্রতিকার যতদিন না হবে ততদিন এই শাসনব্যবস্থা ভাল হতে পারে না—এটাই আমি বিশ্বাস করি। একটা জিনিস এর ভেতর দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রমশঃ ক্রমশঃ কংগ্রেস পার্টি [illegible]। এই শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে। আমি গোটাকতক উদাহরণ আপনার সামনে রাখতে চাই। আমারই জেলায় উলুবেড়িয়া মহকুমায় উলুবেড়িয়ার

এস ডি ও এবং বি ডি অফিসারের বিরুদ্ধে ওখানকার এম পি এবং চার জন এম এল এ সরকারের কাছে কমপ্লেন করেছিলেন। আজ পর্যন্ত সেই কমপ্লেন-এর কিছুই হল না। তিনি ওখানে কংগ্রেসের নেতাদের সংগে হাত মিলিয়ে যে সমস্ত অন্যায় কাজ করছেন বিপক্ষ দলকে জব্দ করবার জন্য সেগুলি বন্ধ করার কোন নিদর্শন নেই এবং তার বিরুদ্ধে যে তদন্ত হ'ল তার যে কি রিপোর্ট হল তা পর্যন্ত আমরা জানতে পারলাম না। অপর পক্ষে আমরা দেখতে পেলাম কি না এই এস ডি ও-এর নির্দেশে সরকার উলুবেড়িয়ার একটা স্কুলের কমিটিকে সুপারসিড করেছিলেন এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসালেন—যদি বুঝতাম বাইরে থেকে একজনকে এনেছেন তাহলেও বুঝতে পারতাম—কিন্তু সেই বি ডি ও-কে যার বিরুদ্ধে জনসাধারণের কমপ্লেন রয়েছে, যার বিরুদ্ধে ওখানকার এম পি কমপ্লেন করেছেন, যার বিরুদ্ধে স্থানীয় এম এল এ কমপ্লেন করেছেন, তাকেই এই স্কুলে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে নিয়োগ করা হল। এই ধরনের কাজ যে ভাবে চলেছে তাতে আমি মনে করি, সরকারী শাসন ব্যবস্থা আজকে যে পর্যায় এসে উপস্থিত হয়েছে তাতে কংগ্রেস এবং সরকারের মধ্যে আর বিশেষ কোন প্রভেদ বা তফাত আমরা লক্ষ্য করছি না। আমি এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[At this stage the House was adjourned till 5-15 p.m.]

[*After adjournment*]

[5-15—5-20 p.m.]

Sj. Hansadhwaj Dhara:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে সাধারণ প্রশাসনিক ব্যয় বরাদ্দ খাতে আলোচনা যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে আরম্ভ হবার কথা সেইভাবে আরম্ভ হয়েছে দেখে আমি খুবই আশান্বিত হয়েছি! কারণ সাধারণ প্রশাসনিক, জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন হচ্ছে মেন চ্যানেল অব দি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এবং যেখান থেকে সাইড চ্যানেল হিসাবে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট কাজ করে যায়। এই বিভাগ নিউক্লিয়াস হয়ে থাকার দরুণ, সমস্ত বিভাগকে শক্তিদান করে, পরিচালনা করে, কো-অর্ডিনেশন করে। সেইজন্য এই বিভাগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা, আলোচনা করা এবং তার সম্পর্কে সবরকম যুক্তিতর্ক দিয়ে ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করাই আমাদের পক্ষে এবং বিরোধী পক্ষের সকলের একান্ত প্রয়োজন।

রাজভবনের গভর্নর থেকে আরম্ভ করে চৌকিদার পর্যন্ত, নিভৃত গ্রামে এই প্রশাসনিক বিভাগ ছড়িয়ে আছে। এতবড় একটা বিরাট স্ট্রাকচার, যার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে, এর ভিতর কিভাবে সরকারী নীতি, কি পদ্ধতিতে কাজ করে চলেছে, তাদের নিষ্ক্রিয়তা কোথায় আছে, তাদের দুর্নীতি কোথায় আছে, ত্রুটী কোথায় ঘটছে এবং সরকারী প্রয়োজনার অযোগ্যতা কোথায় পরি-লক্ষিত হচ্ছে, এর প্রত্যেকটি বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। আমি সেইজন্য প্রথম থেকে অত্যন্ত মনোযোগের সংগে এই আলোচনা শুনছিলাম। প্রথমে শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমবাবু এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—এই বিরাট স্ট্রাকচার, এর মূল নীতি নিয়ে আলোচনা করবার পরিবর্তে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি যেসব কাট মোশনস আজকে ডিসএলাউ করলেন, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন কাট মোশনস-এ পার্টিকুলার কোন ক্লাইম-এর প্রশ্ন ছিল, তাও শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবুর আলোচনার মধ্যে আছে। তারপর শুনলাম মিঃ দাসের আলোচনা। মিঃ দাস আলোচনা করতে গিয়ে ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীর সংগে তুলনা করলেন এবং শেষের দিকে যা শুনলাম তাতে আমি ভাবলাম কি অবস্থায় মানুষ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। মানুষ যখন বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখনই অপরকে আক্রমণ করতে থাকে। আমি কয়েক-দিন আগে শুনেছিলাম—গ্রেস অ্যান্ড জাজমেন্ট হচ্ছে মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। এই দুটো জিনিস অর্থাৎ গ্রেস অ্যান্ড জাজমেন্ট যদি কোন মানুষ হারিয়ে ফেলে, তাহলে তার পক্ষে সমাজে কোন স্থান পাওয়া অসম্ভব। আমরা জনপ্রতিনিধি হিসাবে এখানে এসেছি, এ কথা তিনি বার বার আমাদের বলেছেন, এবং সমস্ত দেশের লোক আজ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি বার বার করে গান্ধীজীর নীতি আমাদের সামনে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি কি তা নিজে ফিল করছেন যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করলেন? আমাদের চৌকিদার থেকে

আরম্ভ করে মহামান্য গভর্নর পর্যন্ত, সকল দিকে ছড়িয়ে আছে তার আলোচনার মধ্যে তার ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে, চলে এলো—দীঘার জল, নদী—ডাঃ রায়ের বিশ্রামের কথা, এবং তাঁর দুইজন মহিলা আত্মীয়া নিয়ে ঘোরাঘুরী করা ইত্যাদি শালিনতাহীন উক্তি। আমিও তার বক্তৃতা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি। এখানকার সম লোচনা যদি এই পর্যায়ে নেমে আসে তাহলে আমাদের দেশের ও মানুষের কি রকম অবস্থা হবে, এ সম্বন্ধে স্পীকার মহাশয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

সাধারণ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টের কর্মতৎপরতা আছে কি না, এটা প্রথমে দেখা দরকার। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস ডি ও শুধু পাবলিক-এর সঙ্গেই যোগাযোগ স্থাপন করছেন, তা নয়। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, তার জেলার এগ্রিকালচার, নরম্যাল ডেভেলপ্মেন্ট, ভেটেরিনারী, হেল্থ প্রভৃতি এই সমস্ত কাজের জন্য রেস্পন্সিবল এবং অন্যান্য সমস্ত কাজেই তাঁর দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব কিভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে, কো-অর্ডিনেশন হচ্ছে তা সকলের জানা দরকার। আমাদের প্রতিটি জেলায় ডেভেলপ্মেন্ট-এর কাজ যেভাবে হচ্ছে, তাতে এস ডি ও-কে কিভাবে কর্মতৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে তা আমাদের সকলের বোঝা উচিত। এটা যদি বুঝতে না পারি যে এস ডি ও মহকুমায় কিভাবে তৎপরতার সহিত কাজ করছেন, তাহলে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হবে।

তারপর দুর্নীতির কথা এখানে বারে বারে বলা হয়েছে। এতবড় দেশ, এত মানুষকে নিয়ে যেখানে কাজ করতে হচ্ছে, সেখানে দুর্নীতি নিশ্চয়ই থাকবে। দুর্নীতি কোন কোন জায়গায় থাকতে পারে, এটা স্বীকার্য। কিন্তু সেই দুর্নীতি দমন করবার জন্য দুর্নীতি দমন বিভাগ রয়েছে। একটু আগে ডাঃ রায় কিভাবে আমাদের এই প্রদেশে দুর্নীতি প্রচলিত আছে তার একটা সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমি সে দিক দিয়ে আর কিছু বলতে চাই না। ডাঃ ঘোষ এবং অন্যান্য পণ্ডিত লোক যাঁরা এখানে আছেন, তাঁদের কাছে আমি শুধু একটা কথা তুলে ধরতে চাই, বিশেষ করে যখন এই দুর্নীতি নিয়ে দেশে বহু আলোচনা হচ্ছে—দুর্নীতি করে কারা? এরাও আমাদের দেশেরই মানুষ, যাঁরা ফার্স্ট হয়েছেন ম্যাট্রিক থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি পরীক্ষায়, আজকে তাঁরা সরকারী বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন পদে আছেন। আমাদের দেশে বৃটিশ শাসনের ফলে, অশিক্ষার ফলে, নানা রকম কারণে ও বিশেষ করে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে আছে।

[5-20—5-30 p.m.]

পশ্চিমবাংলার ২ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে কয়জন সরকারী কর্মচারী আছেন? কেবল তারা দুর্নীতি করলে দেশে দুর্নীতি থাকত না। আমাদের যারা এখানে আছেন, তাদের মধ্যে দুর্নীতি নেই? ছোট হোক বড় হোক কত রকমের নীতিচ্যুতি জীবনে ঘটছে। এই পদ্ধতিতে যদি দুর্নীতিকে দেখা না হয়, তাহলে আমাদের শাসনযন্ত্র থেকে বা সরকার থেকে দুর্নীতি দূর হবে না।

তারপর আজ শিক্ষার প্রসারলাভের প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি সামগ্রিক উন্নয়ন হয় এবং মানুষের দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যায়, তাহলে দুর্নীতিও দূর হয়ে যাবে। শুধু কেবল দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করলে বা লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিলে দুর্নীতি দূর হবে না।

একজন মেম্বার কাট মোশন দিয়েছেন—বলাগড় থানায় গ্যাম্ব্লিং হয়। বাংলাদেশে সর্বত্র এই গ্যাম্বলিংএর দুর্নীতি আছে। আমার নিজের গ্রামে এই ডাইস খেলার গ্যাম্বলিং বন্ধ করবার চেষ্টা করেছি। আমাদের সেই অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষ এসে বলেছে রাস্তা করবার জন্য স্কুল করবার জন্য আমরা টাকা পাব। আবার তাঁরা বলেন সাধারণ মানুষ এইসব কাজে টাকা সাহায্য দেয় না। এইভাবে টাকা জনসাধারণের কাছ হতে না নিলে কাজে টাকা পাব কি করে? এইভাবে সমাজ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। সমাজের এই দুর্নীতিকে দূর করতে হলে সমাজকেই তার জন্য কাজ করতে হবে। এন্টি-করাপসান ডিপার্টমেন্টএর মুষ্টিমেয় অফিসাররা দুর্নীতি দূর করবার জন্য কিছুই করতে পারবে না।

তারপর বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ সম্বন্ধে প্রশ্ন এসেছে। কেন সংবিধান বাংলাভাষায় রচনা করা হয় নাই? আমি বাংলাভাষায় রচিত সংবিধান পড়েছি, আমি দেখেছি অনেকদিন হলো বাংলা-ভাষায় সংবিধান ছাপা হয়েছে। তারপর বলেছেন বাংলাদেশে সমস্ত কাজকর্ম কেন বাংলাভাষায় চালান হচ্ছে না? কিছু দিন আগে আমরা এসেম্বলিতে একটা নন-অফিসিয়াল রিজলিউসন পাস করেছি এই মর্মে। আমাদের সংবিধানের আর্টিকল ৩৪৫ অনুসারে—

"Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State".

সে বিষয়ে নিশ্চয়ই আমরা সচেষ্ট আছি। আমাদের এখান থেকে প্রস্তাব পাস করে পাঠান হয়েছে।

তারপর টপ-হেভী স্ট্রাকচার-এর কথা বলা হয়েছে। এই টপ-হেভী স্ট্রাকচার সম্বন্ধে একটু গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা দরকার। যাঁরা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত মানুষ—তাঁদের বিভিন্ন বিভাগে যদি গবেষণার কাজের প্রয়োজন হয়, তাহলে সেখানে নিশ্চয়ই আমাদের বেশী অর্থ তাঁদের পেছনে ব্যয় করতে হবে। আমরা এসেছি, আমাদের আরো বন্ধুরা এসেছেন, মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি যেখানে বসে আছেন এবং যে কাজ করছেন, ঐ চেয়ারে আমাদের কাউকে বসিয়ে দিলে সে কাজ হ'ত না। দু'-তিন গুণ মাইনে বেশী দিলেও তা হবে না। আজ সেইজন্য দেখতে হবে মিতব্যয় হচ্ছে কি না।

গত বছর ছিল এই ব্যয়ের পরিমাণ ৭·৪ অব দি টোটাল এক্সপেণ্ডিচার এবার ১৯৫৮-৫৯এ সেটা কমে হয়েছে ৬·৪। গভর্নর থেকে গ্রামের চৌকিদার পর্যন্ত এই জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর আওতায় পড়ে। চৌকিদাররা গ্রামের মধ্যে কি অবস্থায় আছে দেখুন। তাদের ৬ টাকা থেকে ৯ টাকা গ্রেড ছিল। আর দফাদারদের বেতনের হার ছিল ৯ টাকা থেকে ১১ টাকা। ১৯৩৮ সালে একটা এনকোয়ারি কমিটি বসেছিল তাদের সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না। তাঁরা রিকমেন্ডেসন করেন টু-থার্ড অব দি এক্সপেণ্ডিচার গভর্নমেন্ট বিয়ার করবেন আর বাকী টাকা ইউনিয়ন বোর্ড বিয়ার করবেন। এই ব্যয়টা পুলিশের ব্যয়ের খাতে ধরা উচিত। আজকে ইউনিয়ন বোর্ড সেটা দিতে পারছে না, আজ পর্যন্ত সেই পথে তারা এগিয়ে আসতে পারে নি। আজ চৌকিদার দফাদার ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে আছে। সেজন্য তাদের সম্পর্কে আজ পর্যন্ত বিশেষ কিছু করা হয় নি, তবে তাদের আগের মত পুলিসের পিছনে ও থানার পিছনে ছোটার কাজও কমে গেছে। তারা সামাজিক কর্মীর মর্যাদায় এসেছে। মিউনিসিপ্যাল এলাকার প্রাইমারী শিক্ষা মিউনিসিপ্যালিটির প্রচেষ্টার অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা আশানুরূপ প্রসারলাভ করতে পারছে না।

এখানে গভর্নরকে নিয়ে সবচেয়ে বেশী আলোচনা হয়। কয়েকদিন আগে সাধারণ আলোচনার সময় কোন কোন সদস্য বলেছিলেন যে গভর্নর একটা ফ্লাটে বাস করতে পারেন না? এত বড় বিরাট বাড়ী তাঁর জন্য রেখে এত খরচ করা হয় কেন? আমি মনে করি কলকাতা, দিল্লী এবং বোম্বে, এখানে যেভাবে বিদেশ থেকে গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ আসেন এবং তাঁরা যেভাবে এক সঙ্গে আসেন, তাতে তাঁদের যদি এক জায়গায় স্থান দিতে হয়, তাহলে রাজভবন রাখার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে ও প্রয়োজন আছে। কিছু দিন আগে আমাদের এখানে মাননীয় ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন এসেছিলেন, তাঁদের রাখবার জন্য যে বিরাট ব্যবস্থা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে ১৯৫৭ সালের বাজেট বক্তৃতায় সমালোচনা করে বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয় যে যথেষ্ট ব্যবস্থা তাঁদের জন্য করা হয় নাই। এই বিরাট রাজভবনে তাঁদের রাখা হয়েছিল এবং যেভাবে সম্মান দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল তা অন্যত্র হ'ত না। আজ যদি গভর্নর ফ্লাটে বাস করতেন, তাহলে তাঁদের জন্যও ফ্লাট খুঁজতে হতো—কোথায় তাঁদের রাখা হবে। গভর্নর এই বাড়ীতে ছিলেন তাই রক্ষে!

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন সেকেন্ড সিডিউল, আর্টিকেল ৩ অনুসারে আমাদের গভর্নরকে প্রিভিলেজেস অ্যান্ড এ্যালাউয়েন্সেস সমস্ত কিছু দেবার ব্যবস্থা আছেঃ

"The President and the Governors of such States throughout their respective terms of office shall be entitled to the same privileges to

which the Governor-General and the Governors of the corresponding Provinces were respectively entitled immediately before the commencement of this Constitution."

কিন্তু ইন স্পাইট্ অব দিস প্রভিসন আমাদের এই স্টেটে আমরা এটা দেখাতে চাই কিভাবে এক্সপেন্ডিচার ইত্যাদি কার্টেল করে ৫০ পার্সেন্ট করে দেওয়া হয়েছে। গভর্নমেন্ট হসপিটালিটি অর্গানিজেসন যেখানে সারা বাংলায় ছিল ৩১ হাজার ৫০০ টাকা, সেটা কেটে ২২ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ২৮ পার্সেন্ট লেস করা হয়েছে। তারপর
Staff and Household of the Governor, A.D.C. etc.
তাদের জন্য খরচ হতো ১ লক্ষ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা, সারা বাংলায়, সেখানে কমিয়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৭ পার্সেন্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর এন্টারটেনমেন্ট ও ব্যান্ড প্রভৃতির জন্য পূর্বে যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে ৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বডিগার্ড-এর যারা মেম্বারস তাদের জন্য আগে খরচ হতো ৬২ হাজার ৫০০ টাকা, সেটা কমপ্লিটলি তুলে দেওয়া হয়েছে।

[5-30—5-40 p.m.]

ব্যান্ড একটা বড় খরচা ছিল আগের দিনে, ৬২,৫০০ টাকা খরচা হত, কমপ্লিটলি তুলে দেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলএ। বডিগার্ডএর জন্য ১ লক্ষ ২৩ হাজার ১২৫ টাকা সারা বাংলায় খরচা হত, ওয়েস্ট বেঙ্গলএ কমপ্লিটলি সে খরচা তুলে দেওয়া হয়েছে। সার্জেন অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্টএ ৪৫ হাজার টাকা খরচা হত, তাতে মাত্র ১৭ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে অর্থাৎ ৬১ পার্সেন্ট খরচা এখানে কার্টেলমেন্ট হয়ে গেছে।
Maintenance and repairs and furnishing of official residences.
সমস্তগুলোতে ২২,০০০ টাকা ব্যয় হত সারা বাংলায় যেটা আমরা এই সংবিধানে রাখতে পারতাম সেখানে ৩১ পার্সেন্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশী কমে গেছে টুর এক্সপেন্সএর যেখানে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা সেখানে ৪৬ হাজার টাকা ব্যয় হয় এবং সেটা ৭০ পার্সেন্ট কমে গেছে। এবং কনট্রাক্ট এ্যালাউন্স ১,৩৭,৫০০ টাকা ব্যয় হত, সেখানে ব্যয় হচ্ছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এই সমস্ত যোগ করে আমরা দেখতে পাই যে যেখানে ৭,৪৪,১২৫ টাকা ব্যয় হত সেখানে ৩,১৭,০০০ টাকা ব্যয় হয়—৫০ পার্সেন্ট ইন টোটো লেস হয়ে গেছে। এছাড়া আমি বলছি না যে আমাদের খুব খরচা কম হচ্ছে কিন্তু যা প্রয়োজন তা করতে হচ্ছে। মিতব্যয় হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। আমাদের এখানে যে খরচা ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে, অন্যান্য সিসটার প্রভিন্স যে সমস্ত আছে ভারতবর্ষে তারা কিভাবে খরচা করে সেটুকু দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা গভর্নর-এর জন্য অনেক বেশী ব্যয় করছি কি না। অন্যান্য প্রদেশে যেখানে কংগ্রেস শাসন চলছে সেটা দেখাতে চাই না—বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা বলবেন, কংগ্রেস সরকার তারা বেশী ব্যয় করছেন, আপনারাও এখানে করছেন। সেজন্য তাদের এক্জাম্পল দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছি না। আমি কেরালার এক্জাম্পলএ যাচ্ছি। তার মানে এই নয়, যে তারা অন্যায় ব্যয় করছে। তার মানে তাদের যা প্রয়োজন তারা যেমন ব্যয় করছে আমরা পশ্চিমবাংলায় আমাদের যা প্রয়োজন তাই ব্যয় করছি। আমি, মিঃ স্পীকার, স্যার, কেরালার ওরিজিনাল বাজেট থেকে বলতে চাই—কিভাবে গভর্নরএর স্টাফ বৃদ্ধি হয়েছে এটাই আমি প্রথমে দেখাতে চাই। প্রথমে
Military Secretary, Controller Office establishment
এর অফিসে এ ডি সি টু গভর্নর ইত্যাদি। এই ৪ জন নূতন স্টাফ এবারের বাজেটে প্রথম ধরা হয়েছে, গতবারে ছিল না। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে এস্টাব্লিশমেন্ট, এখানে
Manager of the household, upper Division clerk, Lower Division clerk
ইত্যাদি ইত্যাদি ২০ জন ছিল, এবারের বাজেটে ২৭ জন করা হয়েছে। আমরা দেখছি
Maintenance and of furnishing of official residences
যে স্টাফ ৪ জন ছিল, ৮ জন বাড়ান হয়েছে কেরালায়। আমি দেখতে পাচ্ছি
Your expenses including other miscellaneous expenses

সেখানেও স্টাফ বাড়ান হয়েছে। পাঁচ জন ছিল আট জন করা হয়েছে। সেখানে পার্মানেন্ট এস্টাব্লিশমেন্টএ যে স্টাফ ৮৪ জন ছিল বাড়িয়ে ১১৯ জন করা হয়েছে। যেখানে

Superintendent's staff transferred from palace

মোটেই ছিল না আগে, এখন ১৩ জন হয়েছে। এই হচ্ছে স্টাফ বৃদ্ধি। আমি তাদের বাজেট থেকে খরচা বৃদ্ধি, মিঃ স্পীকার, স্যার, কিভাবে হয়েছে দেখাতে চাই।

Secretarial staff of the Governor

১৯৫৭-৫৮এ ৮৪,৬০০ টাকা ধরা হয়েছিল, রিভাইজড করে ৮৭,০০০ টাকা করা হল ১৯৫৭-৫৮এ, এবারের বাজেটে ৯০,৮০০ টাকা করা হয়েছে।

Household staff of the Governor

১,৩৯,৬০০ টাকা ১৯৫৭-৫৮ সালে ধরা হয়েছিল, রিভাইজডে বাড়ানো হল ১,৬৪,৩০৩ টাকা, এবারের বাজেটে ১,৯১,৯০০ টাকা। তারপর গভর্নমেন্ট হস্পিট্যালিটিতে ৫,০০,১০০ টাকা ছিল ওরিজিনাল বাজেট ১৯৫৭-৫৮এ তা ৫,৮১,৭০০ টাকা করা হল রিভাইজডএ অর্থাৎ ৮১,৬০০ টাকা বাড়ান হল রিভাইজড বাজেটে ১৯৫৭-৫৮এর। সেটাকে এবার বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫,৯৯,৯০০ টাকা। আজকে আমি বলছি এইসব তথ্য, তা দিয়ে তারা অন্যায় করেছে এ প্রমাণের জন্য নয়। তাদের প্রয়োজন হয়েছে তাই বাড়িয়েছে। অতএব এখানে রাজভবন কেন? গভর্নর ফ্ল্যাটে নাই কেন? এত খরচ কেন? এই সব বলার আগে সবিশেষ জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। খরচ আমাদের এখানেও প্রয়োজনমত বাড়াচ্ছি। অপ্রয়োজনে কমান হচ্ছে। কাজেই আমি বলছি যে আজ কূপমন্ডুকের দৃষ্টিতে না দেখে সমালোচনার উদার দৃষ্টি নিয়ে সব জিনিস দেখতে হবে। আমি এ বাজেট সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি।

Procession of students regarding concession in tram and bus fares

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি একটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং এটা নিবেদন করতে চাই যে ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে এসেছে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে, তারা মাস্ ডেপুটেশনএ এসেছে এবং দাবী করছে ট্রাম এবং বাসে যেন সস্তা রেট, কন্সেসন রেট ছাত্রদের দেওয়া হয়। তারা এসেছে, প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এই শোভাযাত্রা নিয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি তাদের দু-এক জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের মেমোরান্ডামটা নিয়ে নেন তা হলে আমরা অত্যন্ত খুসী হবো।

Mr. Speaker:

আপনি খুসী হবেন, না ছাত্ররা হবে?

[Laughter]

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্যার, এবিষয়ে ডাঃ রায় কিছু বলবেন না?

Mr. Speaker:

তিনি তো কিছু বলছেন না দেখছি।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মেমোরান্ডামটা নেবেন তো।

DEMAND FOR GRANT

Major Head: 25—General Administration

Sj. Ganesh Ghosh:

১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে

Direct expenditure on administration including the cost of tax collection,

বেড়ে গেছে তিন কোটি টাকা। ১৫ কোটি থেকে ১৮ কোটি হয়েছে। এই যে ৩ কোটি বাড়ল বাংলা জনসাধারণের কিছু ভাল হয় নি। ডাঃ রায়ের দীর্ঘ বক্তৃতা শুনলাম কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের খুব ভাল দিক বা উন্নতির ছবি তো কিছু পেলাম না? কিন্তু এ্যাডমিনিস্ট্রেশন কস্ট বেড়ে যাবার ফলে বাজেট লুটবার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। যে কোন সেবা-মূলক কাজের জন্য টাকা চাইলে অর্থের অভাবের কথা তিনি বলেন কিন্তু এই ডাঃ রায়ই আবার কিভাবে বাংলার বাজেট থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থে টাকা ব্যয় করছেন তাতো বাংলাদেশের জন-সাধারণ জানে না। এই যে নীতি নিয়ে চলেছেন শাসনের নীতি তাতে খুসীমত টাকার অপচয় হবে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দরকার, যাতে ডাঃ রায় চিন্তা করে দেখতে পারেন। ডাঃ রায়ের খুব বন্ধুবৎসল বলে খ্যাতি আছে। যারা তাঁর অনুগৃহীত তাদের তিনি দরিদ্র জনসাধারণের টাকা থেকে অনেক পাইয়ে দিয়েছেন। এখানে একটা কথা হয়ত উল্লিখিত হয়েছে, ডাঃ রায় জবাব দেন নি। অসুবিধাজনক প্রশ্নগুলিকে তিনি পাশ কাটিয়ে চলে যান, আমি আশাকরি ডাঃ রায় জবাব দেবেন। আমি জানতে পারি কি যেসব অভিযোগ করবো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ সেগুলি যে শাসন বিভাগের সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, সাধারণ মানুষের যাতে সন্দেহ না থাকে আমি আশা করবো তিনি জবাব দেবেন। একজন বন্ধু পাইকপাড়ার রাজ পরিবারের শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ যার অনেকগুলি জমি—প্রায় ১০০ বিঘা জমি আছে রাস্তার ধারে।

[5-40—5-50 p.m.]

তিনি বিক্রী করেছিলেন ৭ লক্ষ টাকায়। খরিদ হল ভীমানী নামের মুৎসুদ্দীলাল ডালমিয়ার মারফত। তারপরে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল, ডাঃ রায় তাঁকে পরামর্শ দেন—তুমি জমি ফিরে কিনে নাও, আমি তোমাকে কিছু পাইয়ে দেব। তিনি সেই জমি কিনে নিলেন ৭ লক্ষ টাকায়—শুধু বেলগেছিয়ার একটা হোস্টেল বাদ দিয়ে। তারপরে ডাঃ রায় ৮০ বিঘা জমির অর্ধেক ৪০ বিঘা জমি তাঁর কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকায় নিলেন এবং তারপরে জমিতে কি করা হবে স্থির হ'ল। ডাক্তার রায় স্থির করেছেন খালি একটা স্টেট ডেয়ারী করা হবে। তারজন্য ৪০ বিঘা জমি ৭ লক্ষ টাকার জিনিস ১০ লক্ষ টাকায় কেনা হল। এতগুলো টাকা কি উদ্দেশ্যে দেওয়া হল?

তারপর দেখুন পি জি হস্‌পিটালএর নাম বদলে সুখলাল কর্নানী হস্‌পিটাল করা হল। সেই নিয়ে সারা বাংলায় আপত্তি উঠেছিল, বিধানসভায়ও হয়েছিল। কিছু টাকা তাঁরা দিয়েছেন। ঐ রকমভাবে টাকা দিলে সমস্ত হাসপাতালই কিনে নিতে পারবে। কেবল একটা ওয়ার্ড নয়, সমস্ত হাসপাতালের নাম বদলাতে তিনি কারও আপত্তি শুনলেন না। ডাঃ রায় না কি বীরেনবাবুকে বলেছিলেন যে কয়েক লক্ষ টাকা দিলে নাম বদলে দেব। তিনি দিলেন ৩ লক্ষ টাকা অথচ ১৭ লক্ষ টাকা দিলে নাম বদলাবেন কথা ছিল। বাকী ১৪ লক্ষ টাকার কি হ'ল? ডাঃ রায় কিন্তু বাজেটে একথার কিছু বলেন নি। ১৪ লক্ষ টাকা যে দিচ্ছেন না, অন্ততঃ এ ব্যাপারে কি করতে পারেন সে কথা কিছুই বলেন নি। আরও শুনেছি ঐ সুখলাল কার্নানীর যে জমি আছে আন্দুলে সে পচা খালের জমি যার দাম এক লক্ষ টাকারও নীচে, সেই জমি একটা ভ্যাগ্র্যান্ট হোম করবার নামে ৮ লক্ষ টাকায় কেনার ব্যবস্থা করছেন। এ সম্বন্ধে যদি ডাঃ রায় আলোকপাত করেন তাহলে আনন্দিত হব।

বেলেঘাটায় বিজয়নগরের মহারাজ কুমারের একটা বাড়ী আছে। সেই বাড়ী জমির দাম স্থির হয়েছে ৩ লাখ টাকা। কিন্তু ডাঃ রায় সেটা ৬ লাখ টাকায় কিনে নিলেন। বাগবাজারে পশুপতি বোসের বাড়ীর অর্ধেকটা অংশ কত টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে সেটার কথা ডাঃ রায়ের কাছে জানতে চাইব। এ রকম অনেকগুলি বাড়ীর কথা আছে। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে ভ্যাগ্রান্ট হোম, রিফিউজি হোম, ইত্যাদি বোলে বোলে বড় লোকদের বাড়ীগুলো কিনে নিচ্ছেন ১ লাখ টাকার জিনিস ৭ লাখ টাকায়, ২ লাখ টাকার জিনিস ১২ লাখ টাকায়, বা ১০ লাখ টাকায়। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে বাড়ীগুলো কিনে নিয়ে ডাঃ রায় তাঁর অনুগ্রহভাজনদের নানাভাবে পাইয়ে দেন।

১৩৫ প্রিন্সেপ স্ট্রীটে ডাঃ রায়ের বাড়ীর দরজার কাছে একটা বড় ঘর আছে, অনেকগু ব্যবসাদারের অফিস আছে, যেগুলির সাইন বোর্ড আছে সেগুলি—

Gluconate Company, Ltd.,
Flash Light Company, Ltd.,
Durgapur Industries Ltd.,

এগুলির সম্বন্ধে ডাঃ রায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কি না,—বোধহয় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি অ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। আগে ডিরেক্টর বোর্ডে ছিলেন। কিন্তু যার সাইনবোর্ড দেওয়া হয় ' এই রকম একটা কোম্পানী—

West Bengal Co-operative Health Resort Society, Digha Developme Company—

আমরা শুনি সেই কোম্পানীর ডিরেক্টর যাঁরা আছেন তাঁদের ২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা পাই দিয়েছেন এবং ১০ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেবেন বলেছেন। এই রকম অনেক কথা শুনি। এ ক শিশিরবাবু বলে গেছেন, তাই আর বলতে চাই না। তার একটা উত্তর দাবী করি। নইে সন্দেহ হয় গরীব লোকের টাকা চলে যাবে। কিন্তু এই ইনভেস্টমেন্টএ বাংলার কিছুই লা হবে না। কোম্পানি এই টাকা দিয়ে ৪২ একর জমি কিনে নিজেদের মধ্যেই ভাগ বাটোয়ারা কো নেবে, তাদেরই লাভ হবে, তারপর কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টার বোলে একটা প্রতিষ্ঠান হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন ডাঃ রায়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত প্রতাপ মি ১৯৫৬-৫৭ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানকে সরকারী ফান্ড থেকে দেওয়া হত ২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা এবং তার কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। সেকেন্ড প্ল্যান পিরিয়ডে ২৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাব দেওয়া হবে স্থির হয়েছে এবং বাজেটে বলা হয়েছে। স্কীম যখন স্থগিত হয়েছে তখন এ ২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা কোথায় আছে? বোধহয় প্রতাপবাবুর পকেটেই গিয়েছে। ফ্ল্যাশ লাই কোম্পানী সম্বন্ধে আগে অনেকবার বলা হয়েছে। ফ্ল্যাশ লাইট কোম্পানী থেকে রেডিও কে হয়েছে, সে রেডিও মোটেই চলে না, অনেক টাকা তারা পেয়েছে। ডাঃ রায়ের ইনিসিয়েটিভ ১১॥ লাখ টাকা সেই কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে। একটা ইন্টারেস্টিং খবর দিই। একট দোকানের রিপ্রেজেন্টেটিভ এই কোম্পানীর কারখানা দেখতে গিয়েছিল, কিন্তু দেখান হয় নি কোম্পানী নাকি লিকুইডেশনে যাওয়ার অবস্থা। তাহলে এই টাকাগুলো কেন দেওয়া হল এটা ডাঃ রায়ের কাছে জানতে চাই। বাসের কথা বললাম না। প্রতাপ মিত্রকে বাস দেওয়া হবে এই কথাগুলো অত্যন্ত দুর্নীতির কথা। ডঃ রায় চান যে তাঁর এ্যাডমিনিস্ট্রেশন দুর্নীতিমু হয়। তাই আমরা বলি, যে প্রস্তাব শিশিরবাবু দিয়েছেন সেই মত ডাঃ রায় যদি চিন্তা করে এবং যদি ভয় না থাকে তবে হাই কোর্টের জজ দিয়ে একটা এনকোয়ারী কমিশন করুন যে কে কেনা হয়েছে, কততে কেনা হয়েছে এবং তার ভ্যালুয়েশন কত। তাহলে আর আমাদের সন্দেহ থাকবে না। শুধু ডাঃ রায় নন, আমাদের অভিযোগ ডাঃ রায়ের পর্যায়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও আছে। শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধেও আছে। কিছু কিছু কথা আগে বলা হয়েছে, উত্তর পাওয়া যায় নি বলেই আবার উল্লেখ করছি। তার কতক-গুলি আরও গুরুতর কথা। আমরা আশা করব প্রফুল্লবাবু নিশ্চয়ই এবার তার জবাব কিছু দেবেন। ডাঃ রায়ও জবাব দিতে পারেন, নইলে আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাগুলি বলব।

প্রথম কথা আরামবাগের পল্লীশ্রীর কথা। পল্লীশ্রীর প্রকৃত মালিক প্রফুল্লবাবু এবং অতুল্য-বাবু, তবে পল্লীশ্রীর প্রকাশ্য মালিক প্রফুল্লবাবুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত বলাই রায়—তিনি বি কে রায় নামে খ্যাত। এ কথা সকলেই জানে যে বি কে রায়ের পুঁজি ছিল না, সামান্য মুদীর দোকান ছিল, কিন্তু প্রফুল্লবাবু মন্ত্রী হওয়ার পরে তাঁর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে কয়েক লক্ষ টাকার ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। প্রফুল্লবাবুর ইনিসিয়েটিভএ পল্লীশ্রীর বাগান বাড়ীতে আরামবাগের অনেক অফিস হয়েছে—এ আর সি পি অফিস, এবং ডিস্ট্রিক্ট অফিস সেখানে করা হয়েছে। সেই অফিসগুলির জন্য পল্লীশ্রীকে মাসে ১,৫০০ টাকা ভাড়া দিতে হয়। পল্লীশ্রীর এগ্রিকালচারাল ফার্মে কিছু নিজের জমি আছে, বালির জায়গা, সেখানে চাষ বাস হয় না, প্রফুল্লবাবুর কিছু জমি ঐভাবের ২৫ একর ধানিজমি ২৫,০০০ টাকায় সরকার কিনে নিয়েছেন। বোধহয় আমেদ

সাহেবের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হয়েছে। ঐ জমিতে কোন দিন চাষ হবে না। ডাঃ আমেদ এ সম্বন্ধে খোঁজ নেবেন কি? কিন্তু ডিপার্টমেন্টের কেউ জানে না। বর্ধমান-আরামবাগ রোডে পল্লীশ্রীর গুদামের জন্য কিছু পরিমাণ জায়গা পচা ডোবা এ্যাকোয়ার করা হয়েছে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনের চেষ্টায় ল্যান্ড একুইজিশন কলেকটর-এর কাছ থেকে ঐ জমি ২৫,৭০০ টাকায় নেওয়া হয়েছে, এবং তার রেজিস্ট্রেশনও হয়ে গেছে। কিন্তু জমির দাম মাত্র নাকি ৫০০ টাকা। প্রফুল্লবাবু এবং অতুল্যবাবুর চেষ্টায় ঐ বি কে রায়কে শ' ওয়ালেস কোম্পানীর সার বিতরণের সোল এজেন্সি দেওয়া হয়েছে। এবং এই কোম্পানী প্রফুল্লবাবুর জানা বোলে ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার তার ইনকাম-ট্যাক্স স্থির করতে পারেন না। আজ পর্যন্ত যদিও সার ব্যবসায়ে কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করছে, কিন্তু এই কোম্পানী আজও নাকি এক পয়সাও ইনকাম-ট্যাক্স দেয় নি।

[5-50—6 p.m.]

পল্লীশ্রীতে যে এগ্রিকালচারাল ফার্ম সেটা প্রফুল্লবাবুর চেষ্টায় সরকারের কাছ থেকে না কি ৮০ হাজার টাকা কৃষিঋণ পেয়েছে। এই পল্লীশ্রীর প্রকাশ্য মালিক হচ্ছেন শ্রীবলাই রায়। এ'র ছোট ভাই গোপাল রায় আমাদের খাদ্যমন্ত্রীর পার্শোনাল সেক্রেটারী। এই বলাই রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রফুল্লবাবু চেষ্টা করে বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে ম্যাডান স্ট্রীটে সস্তা দরে খানিকটা জমি কিনে দিয়েছেন। বেলেঘাটায় এ'দের বেঙ্গল আয়রন অ্যান্ড স্টক ডিলারস-এর একটা কারবার আছে। কিন্তু লোকে জানে যে প্রফুল্লবাবু ও অতুল্যবাবু এই কারবারের আসল মালিক এবং বলাই রায় এর প্রকাশ্য মালিক। প্রফুল্লবাবু এবং অতুল্যবাবু টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোঃ-এর এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছেন। স্পীকার মহাশয়, প্রফুল্লবাবু যখন কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী ছিলেন তখন আরামবাগ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক-এর কার্যকরী সমিতির সভাপতি হিসাবে তিনি ওখান থেকে ওভার ড্রাফট্ তুলেছেন তা অডিট রিপোর্টে জানা যাবে। তবে আমরা জানি যে প্রফুল্লবাবুর সমিতিতে কোন কোন সভ্য ১৫।২০ হাজার টাকা না কি তুলে নিয়েছেন। কিন্তু প্রফুল্লবাবু নেই কে-এর জবাব দেবেন জানি না? কিছুদিন আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার অন্তর্গত ৬নং ইউনিয়ন বোর্ডের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং চার জন কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা টেস্ট রিলিফের ১০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং আদালতে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুই বছর নয় মাস মামলা চলার পর প্রফুল্লবাবুর নির্দেশে সম্প্রতি পুলিস ঐ মামলা আদালত থেকে তুলে নিয়েছে। প্রফুল্লবাবু নেই, এ সম্পর্কে কে তার উত্তর দেবেন জানি না? আরামবাগ-ছায়াপুর গ্রামে চার হাজার উদ্বাস্তুদের একটা ক্যাম্প ছিল—নির্বাচনের সময় সেই রিফিউজিরা তাঁকে ভোট দেয় নি বলে প্রফুল্লবাবুর নির্দেশে ইলেকশনের ৩।৪ মাস পরে ঐ ক্যাম্পটি তুলে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক আমরা যেসব গুরুতর দুর্নীতির বিষয় বললাম যার মধ্যে মুখ্য-মন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভৃতি জড়িত আছেন সে সম্বন্ধে আমরা দাবী করি যে এর জন্য একটা এনকোয়ারী কমিশন হওয়া উচিত এবং সেটা হাইকোর্ট জজ দিয়ে করা উচিত। আমরা আশা-করি এ বিষয় তাঁরা আপত্তি করবেন না, কারণ তাঁরা যদি দুর্নীতি মুক্ত হন তাহলে বাংলায় দুর্নীতি কমবে। এখানে ওধার থেকে একজন মাননীয় বন্ধু বললেন যে বাংলায় দুর্নীতি এত ছড়িয়ে পড়েছে যে তা আর বাদ হবে না। কিন্তু আমরা বলি যে মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আমরা যদি দুর্নীতি অভিযোগ না আনতে পারতাম তাহলে আমরা সাধারণ মানুষের কাছে বলতে পারতাম যে ও'রা সব আদর্শস্থানীয় পুরুষ। এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলে যাই যে কেরালায় এই এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ করাপশন দূর করার জন্য একটা কমিশন বসিয়েছেন, তাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি আছেন—এমন কি কিছুদিন আগে এস ডি মালভিয়া যিনি আগে এ আই সি সি জার্নালের ইকনমিকস সেকসন-এর এডিটর ছিলেন তিনি এর মধ্যে আছেন। বাংলাদেশে কি এই রকম একটা কমিশন হতে পারে না? এই রকম যদি হয় তাহলে আমরা বুঝব যে দুর্নীতি দমনের দিকে আমাদের সরকার এগুচ্ছেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakraverty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সরকারের সাধারণ শাসন পরিচালনা ব্যবস্থার যাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অপদার্থতা সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। আমি একটা

ছাট নজীর দেখাব। এই মাত্র আমাকে এন্টালী এলাকার কয়েক জন বন্ধু এটি দিয়ে গেলেন। এন্টালী গভর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেটস, রাজ্যসরকারের ডেভেলপমেন্ট-এর বিভাগের অন্তরভুক্ত। আজকে এই সময় যখন দারুণ গ্রীষ্ম চলছে সেখানকার 'ডি' ও 'সি' ব্লক-এর বাসিন্দারা নিয়মিত জল পাচ্ছেন না। এমনও দিন গেছে বেলা ১টা ১॥টা পর্যন্ত ঐ দুটো ব্লক-এ আধফোঁটাও জল হল না। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা হচ্ছে এই ডেভেলপমেন্ট বিভাগে। ডেভেলপমেন্ট বিভাগে বহু অফিসার আছেন অথচ আজ ৮।১০ দিন যাবৎ যে কষ্ট ভোগ করছেন তার আজকে সুরাহা হওয়া দরকার। এবং এর ফল ভোগ সরকারী ভাড়াটীয়ারা করছেন। স্যার, এই বিভাগে ও স্বজনপোষণ ব্যাপারে আমরা বার বার বহু অভিযোগ এনেছি, কিন্তু শস্যের মধ্যেই যদি ভূত থাকে সেই শস্য দিয়ে ভূত তাড়ান যায় না। আমাদের এই হতভাগ্য প্রদেশে সরকারের প্রধান স্তম্ভ হচ্ছেন দুই জন—আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন। এ'রা দুর্নীতি প্রশ্রয় না দিতেন, এ'দের যদি সততা এবং নিষ্ঠা থাকত তবে এ'রা কঠোর হস্তে দুর্নীতি-পরায়ণ [illegible] শায়েস্তা করতে পারতেন। কিন্তু এ'দের কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখছি যে এ'রা নিজেরাই সেই অপরাধী।

Mr. Speaker: I have disallowed your cut motion on this particular topic

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

খাদ্যমন্ত্রীর কথা ধরা যাক। পদত্যাগ করবার প্রাক্কালে শ্রীসিদ্ধার্থ রায় এ'র বিরুদ্ধে কয়েকটী গুরুতর অভিযোগ এনেছিল, তাতে এ রকম আলোড়ন সৃষ্টী হয় যে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। এবং কংগ্রেস পার্লিয়ামেন্টারী পার্টি সেই অভিযোগ তদন্ত করবার জন্য একটী খাদ্য তদন্ত কমিটি গড়ে ছিলেন। ফুড এনকোয়্যারি কমিটি বসাতে বাধ্য হন। তার তদন্ত শেষ হয়েছে, আমি একটি সংবাদ পড়ছি

Mr. Speaker: What is the name of the paper?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, তাতে এই তদন্ত কমিটির যে তদন্তের পর দুটি বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছে—১৯৫৭ সালের শেষ ভাগে অক্টোবর-নভেম্বর-এ যে কর্ডন সিসটেম কাগজে পত্রে ঘোষণা করা হয়েছিল খাদ্যমন্ত্রী কার্যত সেই ব্যবস্থা ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চালু হতে দেন নি। দ্বিতীয়ত এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে কর্ডন এলাকা থেকে পাইকারী ব্যবসায়ীরা ধানচাল অবাধে বাইরে পাচার করে দিয়েছে—এই অভিযোগ খাদ্য তদন্ত কমিটির কাছে দায়িত্বশীল জেলা শাসকেরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি প্রয়োজন বোধ করেন এর জবাব দেবেন। তবে প্রফুল্লবাবু নেই, তিনি হয়ত জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করবেন না। সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে আমি দুই-একটি উদাহরণ দিতে চাই। গত অধিবেশনে জমি কেনার ব্যাপার উল্লেখ করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে রাষ্ট্রের যারা কর্ণধার বা ভাগ্যনিয়ন্ত্রক তাদের যে কেবল মাত্র কোন অন্যায় কাজ করার থেকে বিরত থাকতে হবে তা নয়—এ রকম কাজ থেকেও তাদের বিরত থাকা উচিত যে কাজের জন্য তাদের সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ উপস্থিত না হতে পারে। অথচ আমরা দেখছি যে মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে একেবারে বেপরোয়া। আমি দুটি জায়গায় দেখছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হবার পর উনি সেই সমস্ত কতকগুলি বড় বড় কম্পানীর ডিরেক্টর ছিলেন সেগুলিতে রেজিগনেশন দিয়ে বেনামীতে এখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসুকুমার রায়ের মারফত সেই সমস্ত কম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। তার ফল কি হচ্ছে? একটা ফল আমরা দেখছি সুরজমল নাগরমলের কম্পানী, এই মারোয়াড়ী নকুবের কম্পানী হচ্ছে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কম্পানী। সেইখানে তার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসুকুমার রায় আছেন বহাল তবিয়তে, সেই কম্পানীর গোড়াপত্তন থেকে ১৯৪৭ সাল থেকে। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি মুখ্যমন্ত্রীকে, আজকে তাঁর জন্যই কি এই গ্যাস কোম্পানীর এত গলদ থাকা সত্ত্বেও বার বার যখন দাবী উঠেছে যে এই কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হউক। আজকে তাঁর মুখের দিকে চেয়েই কি [illegible] সমস্ত ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও আজকে সেটা চাপা পড়ে আছে। দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে যে বি এন ইলিয়াস কোম্পানী ১৯৪৭ সালে ডিরেক্টর্স বোর্ড থেকে মুখ্যমন্ত্রী হবার পর সেখান থেকে [illegible] দেন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ শ্রীসুকুমার রায়কে

সেখানে বাসিয়ে বেনামীতে তাঁর সম্পর্ক অচ্ছেদ্যভাবে রেখে চলেছেন। এর ফল আমরা দেখছি ১০ জন বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত কর্মচারী ২০এ জানুয়ারি তারিখে ওখানে সাসপেন্ড হয়েছিল, হেমন্তবাবুকে নিয়ে আমরা সেই সম্পর্কে তার কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু পরে দেখলাম কন্সিলিয়েসনএর জন্য সেই কর্মচারীরা কন্সিলিয়েসন অফিসারদের কাছে যান নি। মালিক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন। মালিক যাবার পর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে বিধানবাবু হেমন্ত-বাবুকে ডেকে পাঠান। এই দশ জন কর্মচারী সাসপেন্ডেড শুধু হলেন না, আজকে আমি এই অভিযোগ আনছি শ্রমমন্ত্রীকে ডিঙ্গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সেই কেস সাসপেন্ডেড হবার পর মালিককে অধিকার দেওয়া হ'ল কনসিলিয়েসন অফিসারএর কাছে মামলা না চলা সত্ত্বেও তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে। কারো কারো মিনিমাম সার্ভিস ছিল ১২ বছর, ম্যাক্সিমাম সার্ভিস ২৬ বছর। ট্রিবিউনালএ পাঠিয়ে দেওয়া হল, বছরের পর বছর সেই মামলা ঝুলবে, সেই মধ্যবিত্ত ১০ জন বাঙ্গালী কর্মচারীর এই অবস্থা হ'ল তার কারণ কি? আমরা জানি এই কোম্পানী থেকে কর্মচারীরা মাহিনা নিয়েছে এবং তাঁর নির্বাচনে কাজ করতে গেছে। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই রকম করে কজন কর্মচারীকে চিনি এবং জানি। তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তারা কোথা থেকে এই মাহিনা পাচ্ছে এই ইলেকশনএর কাজ করবার জন্য। কোম্পানীতে হাজিরা দিতে হচ্ছে না অথচ কোম্পানী মাহিনা দিচ্ছে। বিধানবাবুর নির্বাচনীর কাজ সেই সব লোকেরা করছে। আরও অপদার্থতার নমুনা দিচ্ছি। ঐ সাসপেন্ডেড কর্ম-চারীদের বরখাস্ত করার সুযোগ দেওয়া হ'ল এবং বরখাস্ত করার পর সেই মামলা ট্রিবিউনালএ পাঠাচ্ছে, বছরের পর বছর সেই মামলা ট্রিবিউনালএ ঝুলে থাকবে—অথচ তিনি আশ্বাস দিয়ে-ছিলেন যে সাসপেন্ডেড অর্ডার যাতে তুলে নেয় তার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন নিজের স্বার্থের তাগিদে। তৃতীয় এ্যাকোয়ারমেন্ট অব ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান, সমস্ত প্রদেশ থেকে বাল্কী রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে পাঠিয়েছে ৩০০।৪০০ পাতা। বিহার সরকার ২৬৮ পাতা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। আমি শুনেছি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ৭০ কোটি টাকা খরচ করবার সুযোগ পেয়ে তারা ৬ পাতা রিপোর্ট ড্রাফট করে পাঠিয়েছিলেন। এমন কর্মচারী নেই হাজার হাজার টাকা মাহিনা দিয়ে রাখছেন যে একটা ভাল রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে পারে। সেই ছয় পাতা রিপোর্টএর পর বেসরকারী লোকের কাছে যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে নিয়ে রিড্রাফট করবার জন্য আজকে সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা হচ্ছে। এই হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের অপদার্থতা এবং এই হচ্ছে আমাদের সাধারণ শাসন ব্যবস্থা।

[6—6-10 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সাধারণ শাসন বিভাগের সমালোচনা বিধানসভায় করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। যদি সরকারপক্ষে এমন কোন লোক থাকেন যিনি আত্মসমালোচনা করতে প্রস্তুত তাহলে বাইরে যে শাসন চলছে সেটাই তাঁর কাছে আসল অবস্থা বুঝিয়ে দেবো এই বাস্তব ঘটনা হতেই বুঝতে পারা যাবে যে, আগের তুলনায় বর্তমানে আমাদের শাসনব্যবস্থা উন্নততর হয়েছে, অধিকতর কর্মদক্ষতা অর্জন করেছে না অবনত হয়েছে। যখন ক্ষমতা হস্তান্তর হয় তখন দেশের লোক এই আশা করেছিল যে, শাসনব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন হবে, দেশের জনজীবনে একটা উন্নততর অবস্থা দেখা দিবে, আমলাতন্ত্র এবং দীর্ঘ-সূত্রতা দূরীভূত হবে, আই সি এস অফিসারদের দাপট চলে যাবে, এবং সরকারের সঙ্গে গণসংযোগ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জনসাধারণের কথা প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যাপারে প্রতিফলিত হবে। এটাই ছিল দেশের লোকের আশা। কিন্তু আজকে আগের মতই আই সি এস, আই এ এসদের দাপট সমানে চলেছে, জনসাধারণের জীবনে অধিকতর দুঃখদুর্দশা নেমে এসেছে। এখন শাসনব্যবস্থার মান কোথায় এসেছে তা একবার তাকিয়ে দেখুন।

ইংরাজ আমলে দক্ষতা তবুও যা ছিল, বর্তমানে সে দক্ষতাও নেই। এ শুধু আমার কথা নয়। আপনি যদি মন্ত্রীমণ্ডলীর নিজেদের কথাই ধরেন তাহলে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। চিঠি দিলে, তিন মাসেও তার জবাব পাওয়া যায় না বিভাগ থেকে। এতবেশী দক্ষতা আজকাল দেখতে পাওয়া যায় যে কোন হেডে টাকা জমা দেওয়া হবে, তা ১০ মাসের

মধ্যেও জানা যায় না। সুন্দরবনে জল, জল করে লোক মারা যাচ্ছে, সারা বাংলাদেশ অগ্নি তাপে পুড়ে যাচ্ছে। টিউব-ওয়েল মঞ্জুর হয়ে গেল। গ্রাম্য জল সরবরাহ কমিটি থেকে স্থান নির্বাচন হয়ে গেল, জনসাধারণ তাদের দেয় টাকা জমা দেবার উদ্দেশ্যে ট্রেজারীর দ্বারে ঘুরতে লাগলো, কিন্তু কোন হেডএ টাকা জমা দেওয়া হবে, তা শাসন কর্তারা জানাবার ফুরসৎ দশ মাসের মধ্যে করে উঠতে পারলে না ফলে জলের অভাবে লোক মারা গেলেও টিউব-ওয়েল বসান গেল না। আমি জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজ আমলে যদি এটা হ'ত তাহলে এই সব অফিসারদের কি চাকরী থাকত? কংগ্রেসী রাজত্বে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে এই ধরনের রেড-ট্যাপিজম দূর হবে। আমি জিজ্ঞাসা করছি এ দীর্ঘসূত্রতার জন্য কি এ্যাক্শন নেওয়া হয়েছে? এই কি দক্ষতার নমুনা? দক্ষতা থাকবে কোথা থেকে? যেখানে চার জনের কাজ আছে সেখানে ত্রিশ জন মন্ত্রী আছে। এই ইনএফিসিয়েন্সি সর্বস্তরের শাসনে ছড়িয়ে পড়েছে। সততার কথা না বলাই ভাল, কারণ সমস্ত দিক থেকে সততাকে পিশে মারবার চেষ্টা করা হচ্ছে। দেশের মধ্যে যদি সততার মনোভাব সৃষ্টি করতে হয় তাহলে

Administrators should be above corruption

এ বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই মন্ত্রীরা বলবেন বিরোধী পক্ষ কেবল গালাগালি দেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি উপযুক্ত লোককে কি উপযুক্ত স্থানে কাজ দিয়েছেন? না, অনুপযুক্ত লোক শুধু খুঁটির জোরে বড় বড় পদ অলংকৃত করছে? সেদিন আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম: একজন বুড়া প্রফেসার অব ম্যাথেমেটিক্স, যিনি কেবল ম্যাথেমেটিক্স জানেন, তাঁকে উত্তরপ্রদেশ হতে আমদানী করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ভেটেরিনারী কলেজে এগেনস্ট দি উইল অব দি ডিপার্টমেন্ট। অংকের অধ্যাপক তিনি ভেটেরিনারী ডিপার্টমেন্টএ কি কাজ করবেন? ভেবে দেখুন এর ফলে ঐ বিভাগের কর্মচারীর কি মনোভাব হতে পারে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর কাজ উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা। সেই পাবলিক সার্ভিস কমিসনএর মেম্বার সরকার নিযুক্ত করে থাকেন। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, সেখানে আর এক জনকে চতুর্থ সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা হবে, কারণ পাবলিক সার্ভিস কমিসনএর কাজ এত বেড়ে গিয়েছে যে আর এক জন লোক নিযুক্ত করা দরকার। এই পদে একজন পেটোয়া লোককে বাইরে থেকে আমদানীকৃত লোককে বসাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করি-বাংলাদেশে কি একজনও উপযুক্ত লোক নেই যে, লক্ষ্ণৌর উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রী এস এন দাসগুপ্তকে লক্ষ্ণৌ থেকে আমদানী করা হচ্ছে? কে ইনি, সেটা ডাঃ রায় বলুন? আমি জানি ঐ ভদ্রলোক মুখ্যমন্ত্রীর খুব বিশ্বস্ত, এবং তাঁর মতে অত্যন্ত ক্যাপেবল লোকের একজন নিকট আত্মীয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy—

আমি তাঁকে জানিও না, চিনিও না)।

তাহলে আপনি শুনুন, তিনি কে? তিনি হচ্ছেন ডি এম সেনের আত্মীয় এবং এ টি সেনেরও আত্মীয়। আমি এই সংবাদ তাঁকে দিলাম। আপনি কি চান যে

Public Service Commission shall be the closed family concern of Shri D. M. Sen?

এটা যদি তৈরী করতে না চান, তাহলে এস এন দাসগুপ্ত, বোটানীর প্রফেসারকে আনা হ'ল কেন? বাংলায় কি একটিও উপযুক্ত লোক পেলেন না, যার জন্য লক্ষ্ণৌ থেকে বোটানীর প্রফেসারকে নিয়ে এসে এখানে বসাতে হবে? ডাঃ রায় বললেন যে, তিনি এবিষয়ে কিছু জানেন না। তা যদি হয় তাহলে কি বুঝতে হবে যে, নিয়োগকারী সেক্রেটারী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও এ সম্বন্ধে পরামর্শ করা প্রয়োজন বোধ করেন না? তা যদি হয়, তাহলে আমি বলবো মিনিস্টাররা একেবারে অপদার্থ। তাঁদের নাকের ডগায় যা তা কাজ হচ্ছে আর তাঁরা তা প্রতিরোধ করতে পারেন না। মন্ত্রীদেরই যদি এই রকম দক্ষতা হয় তাহলে শাসন যন্ত্রের দক্ষতা থাকবে কি করে। এ বিষয় একটু চিন্তা করুন। এই যদি করেন, তাহলে শাসনকে কখনও দুর্নীতি মুক্ত করতে পারবেন না। শুনলাম কন্ট্রোলার অব ভ্যাক্সিন্স, এস এন বোসকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কারণ—এই সমস্ত কথা বলা অত্যন্ত লজ্জাজনক—একজন মহিলাকে সেখানে বসাতে হবে।

[6-10—6-20 p.m.]

কোন একজন মন্ত্রী, আমি তাঁর নামও বলতে পারি, আমাদের প্রফুল্লবাবু একটা এপ্লিকেশনে 'কন্ফিডেন্সিয়াল' লিখে স্পেসাল মেসেঞ্জার দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে। এ সংবাদ আমি শুনেছি এবং আমি জানতে চাই এ সংবাদ সত্য কি না। আমি জিজ্ঞাসা করি, কোন মন্ত্রী যদি কোন ক্যান্ডিডেট সম্পর্কে এই রকমভাবে পার্সোনাল ইন্টারেস্ট দেখিয়ে কোন সংবাদ পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে দেন, তাহলে কি পাবলিক সার্ভিস কমিশন তার দ্বারা প্রভাবিত হবেন না? কেন এ জিনিস মন্ত্রীরা করতে যান? এটা মারাত্মক অন্যায়। ভদ্রমহিলাকে সরাসরি নিয়োগ করলেই তো হয়। এত লুকোচুরির দরকার কি?

[A voice from the opposition:

এ্যাপ্লিকেন্ট কে?]

সে এ্যাপ্লিকেন্টটি হচ্ছেন রুবি চাটার্জি। এঁকে আপনারা অনেকে জানেন এবং মন্ত্রীদের একজন তো তাঁকে বিশেষভাবে জানেন। তাঁর চন্দননগরে বাড়ী—অনেকে এটাও জানেন।

[A voice from the Congress:

হীরেন চাটার্জী মহাশয়ের কেউ হন না কি?]

না, তাঁর কেউ নন। মিস্টার স্পীকার, স্যার, আপনি যদি বলেন তো আমি তাঁর আত্মীয়দের নাম করে দিতে পারি।

Mr Speaker: Subodh Babu, you carry on as you feel best.

Sj. Subodh Banerjee:

আমি আর নাম করতে চাই না, তবে এইটুকু বলতে পারি ভদ্রমহিলা কোন একজন কংগ্রেসী এম এল এ-র শালি।

[Laughter]

Mr. Speaker: Subodh Babu, I will tell you something. Last night with a member from this side I went to dine somewhere. He—the husband —is a die-hard Congressman and his wife is a die-hard Communist. I can see my friend sitting here.

Sj. Subodh Banerjee: Mr. Speaker, Sir, perhaps you are wrong. They are neither Congresssite nor Communist. They are persons who seldom betray their true colour—they are opportunists.

তারপর অহেতুক ব্যয় বাহুল্যও করা হচ্ছে। আমরা জানি যখন রাজ্য গড়ে তুলতে হয় তখন প্ল্যানিংএর দরকার এবং তারজন্য ফাইন্যান্সিয়াল এড্‌ভাইসারএরও দরকার হয়। কিন্তু সেখানে উপযুক্ত লোককে দিতে হবে তো? মুখ্যমন্ত্রী সেখানে রেখেছেন এন এন মজুমদারকে; এঁকে আপনি দুর্গাপুরে স্পেশাল অফিসার করে পাঠালেন, তারপর এ্যাডমেনিস্ট্রেটর করলেন। তারপরেও তিনি ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টএ.

Financial Adviser and ex-officio Secretary.

আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি কত বয়স তাঁর? কি কাজ তিনি করেন? ডাঃ রায় কি সেটা দেখবেন একটু?

তিনি বলছেন টাকার অভাব বাংলাদেশে। আমি স্বীকার করি বাংলাদেশের আরো টাকা প্রয়োজন। ট্যাক্সেশন এনকোয়ারী কমিটি পর্যন্ত বলেছেন, অপব্যয় যেখানে হচ্ছে সেখানে

every source of wastage must be plugged.

সেটা করা দরকার। যত কম টাকা হক না কেন তা বাঁচুক, তাতেও আমাদের লাভ। রাই কুড়িয়ে বেল করা যেতে পারে। যেখানে ওয়েস্টেজ হচ্ছে, তা চেক করা দরকার। কোথায় আপনারা ওয়েস্টেজ চেক করবেন, তা না করে ওয়েস্টেজএর দরজা খুলে দিচ্ছেন, সেটা খর্ব

করে বাড়িয়ে দিচ্ছেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। প্রতিমা সেনগুপ্তাকে রেখেছেন ল ডিপার্ট-মেন্টএ। আমি জিজ্ঞাসা করি সারা বছরে তিনি কয়টি ফাইল ডিসপোজ অব করেছেন? আমার কাছে নিজস্ব যে সংবাদ আছে তাতে আমি জানি তিনি গত এক বছরে দু'টি ফাইলও ডিসপোজ অব করেন নি। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখুন—

Go to Writers' Buildings Canteen.

তিনি সেখানে বসে সারা দিন সোয়েটার বুনছেন। এই সোয়েটার বোনার জন্য যদি তাকে আটশো টাকা মাইনে দিতে হয়, তাহলে তো সর্বনাশ! তাঁর কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিন। তবে অবশ্য তাঁকে নিয়োগের অন্য কিছু কারণ থাকে সরকারী প্রয়োজন ছাড়া এবং এফিসিয়েন্সি ছাড়া অন্য বিষয়, যেমন দেখতে শুনতে ভাল, যাকে আপনারা আজকাল পার্সোন্যালিটি টেস্ট বলেন, নিয়োগের সর্ত হয়, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। এই রকম জিনিস যদি এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ চলে, তাহলে এফিসিয়েন্সি ফল করতে বাধ্য এবং এ্যাড-মিনিস্ট্রেশনও ফেল করতে বাধ্য।

[6-20—6-30 p.m.]

Sjkta. Labanya Prova Ghosh:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সাধারণ শাসন ব্যবস্থা সমগ্র শাসন ধারার প্রতিচ্ছবি মাত্র। যেখানে শাসন ধারার পরিকল্পনা পুরাতন ব্যবস্থা ধারার অনুগামী আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী; সার্বজনীন কল্যাণের বিরোধী এবং সুপরিকল্পনার যোগ্যশক্তি ও নিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত, সেখানে সেই ধারার অন্তর্গত শাসনব্যবস্থা নানা ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিপূর্ণ হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কায়েমী স্বার্থ রক্ষার দৃষ্টিতে গঠিত এই শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক ক্ষেত্রে সার্বজনীন রূপে জনসংযোগ আদৌ সম্ভব হয় নি। ফলে অফিসার সর্বস্ব এই শাসনে যেখানে বিশেষ অনুগামী দলই বিশেষ উদ্দেশ্যে জনসাধারণ বলে স্বীকৃত সেখানে এইরূপ ব্যবস্থার স্বাভাবিক গঠনের কারণেই দুর্নীতি, অবিচার, অনাচার প্রভৃতি ঘটতে থাকবে তা স্বাভাবিক। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া আত্মশাসন হয় না। যে মানুষ নিজে চলতে পারে তাকে চলার ক্ষমতা না দিয়ে তাকে চালাবার ক্ষমতার লোভই বিকৃত শাসন। এই বাজেট তারই কাঠামো ধারায় গড়ে উঠেছে। যারা ইচ্ছা করেই এই ধারা চালিয়েছেন, তাঁদের প্রকৃতিগত বিশেষ উদ্দেশ্যেই—এবং যাঁদের এই ইচ্ছার ফলেই অনাচার, অবিচার, শাসনযন্ত্রের স্বাভাবিক জিনিস হয়েছে তাঁদের কাছে সেই অনাচারসমূহের প্রতিকার চাইলে প্রতিকার যে মিলবে না তাও স্বাভাবিক। সেই জন্য একথা আমরা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি আমাদের জেলার শাসনযন্ত্রের বহু অনাচার, অবিচার অসুবিধার বিষয়ে সরকারের কাছে প্রতিকার চেয়েও আজও পর্যন্ত কোন প্রতিকার লাভ হয় নি। সরকার যদি জানতে চান এর দৃষ্টান্তগুলি আমি পুনরায় জানাবো। সুষ্ঠু শাসন চালানোর ব্যবস্থা তো দূরে থাক বঙ্গভুক্তির পর থেকে দীর্ঘ এই প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে আমাদের জেলায় সাধারণ শাসনব্যবস্থা চালাবার যান্ত্রিক কাঠামোটাই এখনও কাজের যোগ্য করে তোলা গেল না। সেখানে এই যন্ত্রটি নিরতিশয় পঙ্গু, অসম্পূর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অত্যন্ত অসুবিধার জিনিস হয়ে রয়েছে। উপযুক্ত সংখ্যক সার্কল অফিসারএর অধিকাংশই এখনও নিযুক্ত হন নি। জেলার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় শাসন বিভাগেও এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত সংখ্যক অফিসারএর অধিকাংশই এই জেলায় নেই। ফলে শাসন ও বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত অসুবিধা ঘটছে। শুনেছি স্থানীয় অফিসাররাও এই বিষয়ে সহায়তা চেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কংগ্রেসের গুণগানকারী অনুগামীর দলও আজ এই কারণে প্রকাশ্যেই বিক্ষোভ প্রকাশ করছে। সুতরাং সহজেই অনুমেয় অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। অথচ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন আছেন। সুতরাং সেই কর্তৃপক্ষই যে বাজেট প্রণয়ন করে বাজেট সম্পর্কে বাঞ্ছিত প্রস্তাব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবেন না এই ধারণা পরিবর্তনের কোন কারণ দেখি না। সেইজন্য এই বাজেট বরাদ্দ সমর্থন করতে পারি না।

Sj. Bankim Chandra Kar: Mr. Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to express myself on this subject. Sir, I was listening with patience, care and attention to the criticisms that were

levelled by the Opposition, but while listening, Sir, I only heard sarcastic remarks, direct and personal villifications based on imaginary and incorrect facts. Sir, I know that hard words break no bones.

Sir, it is curious to find that while the leader of the P.S.P. in Kerala is trying to overthrow the Communist Government there, another stalwart stands up here and defends that Government. This is inconsistent and this inconsistency, I must humbly submit to you, gives no good result and these gentlemen are not taken seriously by anybody either inside or outside. Sir, I am sure that while giving a reply to all these remarks and personal villifications our leader will give a fitting reply to them. But one question I would ask Shri Ganesh Ghosh, an honourable member who was talking about the purchase of lands and houses from rich people of Congres Party. Does he know who Shri Suehangsu Acharyya is, to which party he belongs? Has Mr. Acharyya sold a piece of land through Dr. Roy to the Government? Has he got lakhs of rupees from the Government through Dr. Roy? I hope, Sir, my friend will make an enquiry in the matter and also tell the people (Sj. Bankim Mukherjee: He made a charity to the Government.)

Sir, I do not want to go into further details about the criticisms that have been levelled. I have looked into the cut motions. The major ones may be divided into three heads: Complaints have been lodged against top heavy administration and against paying more emoluments and higher salaries to certain high officials, non-payment of gross minimum wages to lower paid clerks, and thirdly, failure of Government in not making permanent certain temporary Government servants. There are some other cut motions which refer to policy, to unemployment and such other things. The time at my disposal is very short. I shall take up only a few of them.

First of all, I shall take up the question of temporary clerks. In 1956, during the July session, this subject was broached and explained by the Hon'ble Chief Minister. It was said then about the situation regarding temporary government servants. This fact was explained in answer to a question of Shri Ganesh Ghosh. We all know, Sir, that all appointments in the lower division, either in the Directorate or in the Secretariat, are to be made in consultation with the Public Service Commission. This is according to the constitution and according to the regulations of the P.S.C. Sir, during the years of War and some time after a large number of people had been appointed and it was settled in consultation with the P.S.C. that those persons who were in continuous service from 1944 would be absorbed permanently, and they were actually absorbed, others would have to appear in a very simple examination and the pass marks were reduced to 30 per cent. from 40 per cent. and also the age limit was relaxed to 30 years. These examinations took place in 1950 and 1951. In those examinations those who secured only pass marks were given preference to outsiders who secured more marks and they were absorbed. Some of the clerks did not appear and some others got plucked. As a result the position at that time was that there were 464 persons involved out of whom 123 were pre-partition clerks, 275 were clerks on temporary basis from 1947 to 1955 and 60 clerks were appointed after 1950. The clerks in the last two categories were given opportunity to appear in the examination. As the Public Service Commission was not willing to give the persons who got plucked in those examinations further chances, Government did absorb most of them in subordinate offices where the consent of the Public Service Commission was not necessary, Government is also trying to absorb the rest. So it cannot be said that Government is callous over the question of the temporary Government servants.

Secondly, Sir, it is said that the lower grade clerks are not given gross minimum wages. Regarding this question of emoluments given to different

categories of clerks of West Bengal, I would like to place before you a comparative statement of different provinces from which it would be clear that we pay more in the average than what are paid in other provinces, viz., Bombay, U.P., Madhya Pradesh, Madras, Bihar and Orissa. Regarding the pay and allowances of menials and also of the lower-grade clerks I will place a table before you, and after I have done that, I think my friends over there will be satisfied and will agree with me that really we pay more wages to the lower-grade clerks than in any other Province. So far as the menials are concerned in West Bengal, in the Districts the average pay is 59.5, in Calcutta 65.5, in Bombay 67.5, in U.P. 42.5, in Madhya Pradesh 41, in Madras 46, in Bihar 47.5, in Orissa 37, Lower Division clerks in Districts: West Bengal 140 on an average; Bombay 135; U.P. 117.5; Madhya Pradesh 85.5; Madras 97.5; Bihar 97.5; Orissa 92. Lower Division clerks in the Directorates: West Bengal 168.5; Bombay 222.5; U.P. 105; Madhya Pradesh 97.5; Madras 101; Bihar 130.5; Orissa 97. Then there is another table. In Secretariat: West Bengal 193; Bombay 236.3; U.P. 170; Madhya Pradesh 112.5; Madras 109; Bihar 148.7; Orissa 108.

So, Sir, from these facts and figures which I have just placed before the House you will agree with me that the lower division clerks both in the Secretariat and in the Directorate get more pay in the average than in any of the Provinces except Bombay. Even compared to Bombay we pay more to the clerks in the Districts than what they pay. A comparative study of the whole thing will reveal that in Bombay the clerks get more allowances, because the living there is more costly than in West Bengal. So, Sir, it can be said with confidence, and with certainty, that our clerks get more than the clerks of any other Province. It cannot be said, therefore, that they do not get the minimum living wage. In this connection I want to draw through you, Sir, the attention of the Department concerned to the case of the clerks in Howrah. They used to get a few rupees more as allowance, but it has been stopped mainly because, it is said that the living in Howrah is not as costly as in Calcutta. Sir, I live in Howrah. I come from the Constituency of the Howrah town, and I know that the cost of living in Howrah is almost the same as in Calcutta, if not more. Sometimes, I make bold to say, they have got to pay more for ordinary things than what are paid in Calcutta. Moreover, most of the clerks who work in Howrah, live in Calcutta and they attend their offices in the Howrah Collectorate and also in the Judge's Court from Calcutta. I would request through you, Sir, our Leader to give due consideration to this matter.

I shall now deal with the top-heavy administration. In this connection a comprehensive statistics by the Government of West Bengal was published on the 29th of February, 1956, and distributed amongst the honourable members. A glance to that would satisfy the critic that the criticism of top-heavy administration that is levelled by my friends opposite is completely baseless.

[At this stage the honourable member having reached his time-limit resumed his seat.]

[6-30—6-40 p.m.]

Sj. Narayan Chobey:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা একটা গান শুনেছি—মুগী কেরকেরায়, একটা ডিম পাড়ে না। আমাদের সমাজতন্ত্রী সরকার অনেক কেরকেরাচ্ছেন কিন্তু সমাজতন্ত্রী ধাচের আসল কাজ কিছুই করছেন না। তাঁরা কি যে করছেন হতভাগা দুর্ভাগা বামপন্থীরা তা বুঝতে পারছে না, কি রকম সমাজতন্ত্র তাঁদের তাও তাদের বোঝবার মত মগজ নাই। কিন্তু তাদের কীর্তি-কলাপ দেখে শুনে এই শুধু বলা যায়—তাঁরা অনেক কেরকেরাচ্ছেন, ডিম তো দূরের কথা

অশ্বডিম্বও দিচ্ছেন না। [হাস্য] সমাজতান্ত্রিক ধাচ—কিন্তু তাঁদের চোখের উপরে এই বিধান-সভায় যারা চাকরী করেন তাঁদের কি অবস্থা—সেকথা বঙ্কিমবাবু বলে গেছেন—সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খাটবেন—যেখানে মন্ত্রীরা নানারকম এ্যালাউরেন্স পান তাঁরা কি পান জানি না। সেই জন্য আমি বলতে চাই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ তো করবেন তো বলে বেড়ান কিন্তু কাজের বেলায় অশ্বডিম্ব ছাড়া আর কোন ডিম্বের ব্যবস্থা করেন নাই।

তারপর আমি আর একটা কথা বলতে চাই, আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তিনি ভাললোক বলেই শুনেছি। সেই ডাঃ অনাথবন্ধু রায় তাঁকে ছোট ডাঃ রায় বলা চলে, তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে ধুতি পরে মাখন দুধ ধরতে যান এই কথা আমরা শুনেছি। এবং আর এও আমরা শুনেছি যে দশচক্রে ভগবান ভূত হয়। তিনিও নাকি পুত্র বাৎসল্যের জন্য বাঁকুড়ায় একটা বাসের চেষ্টা করছেন। সত্য কি না জানি না, না হলেই সুখী হব যে তিনি দশচক্রে ভূত হন নাই। [হাস্য] আমরা শুনেছি তিনি ভাল মানুষ বলে তাঁর হাতে অনেকে তামাক খেয়ে যাচ্ছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছিঃ একটি নতুন লোকের এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে

in the post of Deputy Seperintendent, Medical College.

আমরা শুনেছি এই পোস্ট রিজার্ভ ছিল যারা সাক্সেসফুল সিভিল সার্জন এবং যাঁদের এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের জন্য। কিন্তু তার কিরকম এক্সপিরিয়েন্স আছে দেখুন। ফাইল খুলে দেখুন, আফটার পার্টিসন সেক্রেটারী এস কে গুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—

He is unfit even to become a Civil Surgeon

তাঁর পরের যিনি এলেন তিনি বল্লেন—আচ্ছা, ওঁকে একটু এফিসিয়েন্ট করবার জন্য একটা পোস্ট ক্রিয়েট—অফিসিয়েটিং সিভিল সার্জন, কি কারণে তাঁকে এই পোস্ট আজকে দিয়েছেন? তার জন্য কি দাক্ষিণ্যের প্রয়োজন আছে? লেঃ-জেনারেল ডি এন চক্রবর্তি, যিনি হচ্ছেন ডাইরেক্টর অব হেল্থ সার্ভিসেস, তাঁর অনেক কীর্তি। তিনি অমর হয়ে থাকুন। ১৯৫৫ সালের শেষে তিনি যখন এখানে এলেন তাঁর প্রথম কীর্তি হল সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর রিঅর্গানাইজ করা। তিনি প্রথমে এসে কতকগুলি রেট-কে এ্যাপ্রুভ করলেন যেগুলি হায়ার রেটস। এই হায়ার রেটস এই এই কোম্পানীকে দিলেন--

Gluconate Company and Dey's Medical Stores, Plaster of Paris

এই শেষের কোম্পানীটা আমাদের লেঃ-কর্নেল ডি এন চক্রবর্তীর ফাদার-ইন-ল-এর এবং আর দুটোর কে যে মালিক তা আপনারা জানেন। শুধু তাই নয় আমাদের ডি এন চক্রবর্তী মহাশয় খুব দাতা লোক। গভর্নমেন্টের নিয়ম হচ্ছে যে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টএর হেল্থ সার্ভিসেস এর যিনি ডিরেক্টর তিনি মাসিক ৯০ টাকা করে কার এ্যালাউন্স পাবেন। কিন্তু তিনি সেই ৯০ টাকা ছেড়ে দিয়ে গভর্নমেন্টের তিনটি কার ব্যবহার করেন--

Dodge station wagon, Willy's Jeep and Fiat 110.

এই ডজ্ স্টেশন ওয়াগন ও জিপ কেনা হয়েছিল যাতে করে তিনি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইন্সপেক্ট করতে পারেন এবং ফিয়েট ১১০ কেনা হয়েছিল চেস্ট সার্জনএর জন্য যাতে করে তিনি কাঁচড়াপাড়া টি বি হাসপাতাল যেতে পারেন। শুধু তাই নয়, ২৪৫নং গরচা রোডে তাঁর যে বাড়ী আছে সেখানেই এই তিনটা গাড়ী থাকে। যাই হোক তিনি কার এ্যালাউন্স ছেড়ে দিলেন বটে কিন্তু এই তিনটা গাড়ীর মেইন্টেনেন্স কস্ট বাবদ মাসিক ১,১০০।১,২০০ টাকা উনি নিয়ে নেন। সেজন্য বলছি যে এই হচ্ছে আমাদের সমাজতান্ত্রিক ধাচের এ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আমি আরও উদাহরণ দেব এবং এবার আমি এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে বলব। এই এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টএর মারফত বহু টাকা আয় হতে পারে এবং আমাদের বাজেটে যে ঘাটতি সেটাও পুরণ হতে পারে। কিন্তু এখানে যে ফুটো আছে তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হয় এবং এইসবের সংগে যে আমাদের মন্ত্রীদের যোগাযোগও আছে সেটাই আমি দেখাব। আলিপুরের এক সাব-ইন্সপেক্টরএর কথা বলব। আপনাদের নিয়ম আছে যে ১।২ বছর পরেই অফিসার ট্রান্সফার করার, কিন্তু ৮ বছর হল শ্রীঅশ্বিনীকুমার সরকার সেখানে আছেন। তাঁকে ট্র্যান্সফারএর অর্ডার দেওয়া হল

but he could manage to cancel it.

ইনি হচ্ছেন আমাদের মন্ত্রী মহাশয় বর্মন সাহেবের সন-ইন-ল। আর একটা কেস আছে। শ্রীসুশীলকুমার আচার্যের বিরুদ্ধে সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব এক্সাইজ, ২৪-পরগনা, অভিযোগ করেন, কিন্তু তাঁর কিছু হল না যেহেতু তিনি আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ের গুরুবাড়ীর ছেলে। আর একজন এক্সাইজ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ মইলে যেখানেই যান সেখানে সাব-ইন্সপেক্টর অম্বুজাক্ষ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে করে নিয়ে যান। তিনি যে জেলায় ট্র্যান্সফার হন সেই জেলায় ওকেও নিয়ে যান। এ বিষয়ে আপনারা দৃষ্টি দেবেন। আমি আর একটা কথা বলব। 'যুগান্তর' পত্রিকায় ৫ই জুন যে একটা এডিটোরিয়াল কমেন্ট বেরিয়েছিল সেটা সম্বন্ধে বলব। আসানসোলের এস ডি ও একজন ক্ষুদে হিটলার এবং তিনি কি করে আসানসোলের ডাক্তার বি কে রায় চৌধুরীর বাড়ীতে হোটেল করান সেই সম্বন্ধে 'যুগান্তরে' লেখা হয়েছিল। এই ব্যাপার নিয়ে এখানকার মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি কংগ্রেসী এম এল এ-রা পর্যন্ত প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু কিছুই হল না। সেই এস ডি ও বহু লোককে উড়িয়ে দিয়ে সেই ঘরে হোটেল খোলেন। তিনি নাটকীয় কায়দায় সেই ভদ্রলোককে শাসিয়ে এলেন যে আপনি তো যশোর জেলার লোক, আপনার মেয়ে তো বি-এ পড়ে, জেল খেটেছে, তার জন্য কি আপনার বাড়ীতে হোটেল খোলা হবে না? অথচ এইরকম অফিসারই প্রমোশন পায়। আমি আশা করি এদিকে আপনারা দৃষ্টি দেবেন। আর একটা কথা বলে আমি শেষ করব। ডাঃ রায়ের কাছে অনুরোধ এসেছে যে গড়বেতার সাব-রেজিস্ট্রার ঘুস খাচ্ছে, লোককে হ্যারাস করছে। এ'র সম্বন্ধে একটা ঘটনা উল্লেখ করব। একজন মুসলমান মহিলা তার জমি রেজিস্ট্রি করতে গেলে তাকে বলা হল যে সে সাবালিকা নয়। কিন্তু সে যখন বলল যে সে দুই ছেলের মা, তবুও তাকে বলা হল যে সে সাবালিকা নয়। সেজন্য সে কোর্ট থেকে এ্যাফিডেভিট করে তাঁর কাছে আনাতে তিনি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। তারপর যখন ঝগড়াঝাটি হল তখন তিনি সেটা রেজিস্ট্রি করলেন। আমাদের সরোজবাবুও এ সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন। যাই হোক আশাকরি ডাঃ রায় এইসব বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন। এছাড়া তাঁরা মুরগীর কেরকেরানি বন্ধ করবেন এবং সমাজতান্ত্রিকের কথা আর বলবেন না।

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Deo Prakash Rai: Mr. Speaker, Sir, I will confine my speech to two points only in regard to the district of Darjeeling. Perhaps you also remember, Sir, there was a Committee—the Darjeeling Enquiry Committee—formed in 1955 after the visit of the S.R.C. which was followed by a political stir in the hill regions of the Darjeeling district. Sir, when I put a question during the last session, the Hon'ble Minister in his reply in December, 1957, said that Government felt it advisable to have the various problems affecting the hill areas of the Darjeeling district examined by a Committee of officials and non-officials. When this Committee came into being—it was constituted in November, 1955—it was said that the report of the Committee would be finally submitted to the Government by December of that year. December came and winter was over but it was said then that the report would be ready and sent to the Government by March, 1956. But, the report was not submitted by them. With an eye on the general election, the Committee met at Darjeeling in December, 1956—just on the eve of the general election and the people were told that the Committee would deliver the goods immediately after election. The year 1956 rolled by, the election came and the result of the election is known to every one of us today but, Sir, the Committee never submitted the report. When a question was raised in the House as to the completion of the work of this Committee, the Hon'ble Minister replied that the report of the Committee would be ready within a month or two. The answer was given on the 3rd July, 1957 and as such the report should have been ready and submitted by August or September, 1957. But today is the 17th of June, 1958 and no one knows whether there is any report of that Committee and if there is any, whether it is going to be published or not. We would like to know what are the recommendations of the Committee.

In reply to another question of mine the Hon'ble Minister said that the Committee had altogether several sittings—4 times in Darjeeling, twice in Kalimpong, once in Kurseong and lastly in Calcutta for which the Government incurred huge expenditure spent out of the State Exchequer. As an elected Member of this House it is my bounden duty to ask the Government to publish the report of the Committee. Sir, in reply to another question of mine pertaining to the expenditure incurred in this connection, it was replied that the amount of expenditure on this account was not readily available but was being collected. It is more than 6 months now, neither the question has been replied nor has the report of the Committee been published. Sir, how can the people of that region repose faith and confidence when the ruling party, on the eve of election, tells them that the Government is interested in their economic development, social uplift, educational advancement and cultural safeguards and adopts callous attitude towards their genuine grievances and legitimate demands after the election is over. Nobody knows whether the report of the Darjeeling Enquiry Committee will ever be published.

Now, Sir, permit me to come to the overdue issue of Hill Allowance. I wrote a letter regarding this allowance to Government employees posted in Darjeeling to the Chief Minister on 29th August, 1957, and I also gave notice of a question to the Finance Minister to this effect on 11th March, 1958, which is still standing in my name. I raised this issue on the floor of the House also during the last February-March Session but uptil now neither have I received any reply from the Chief Minister nor anything tangible seems to be done by the Finance Minister.

[At this stage the member having reached the time-limit resumed his seat.]

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

स्पीकर सर, यहां भीतर में जब हमलोग आते हैं तो हमलोगों को समानाधिकार की बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। किन्तु बाहर इसका चेहरा कुछ और ही देखने को मिलता है। स्पीकर महोदय, आपके मार्फत एक बात बता देना चाहता हूं, जो बड़े ही ताज्जुब की बात है। यह कैसी डिमोक्रेसी है, यह कांग्रेस का कैसा समाजवाद है, जो भीतर में दूसरा है और बाहर में कुछ दूसरा ही है ?

आल-इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कमेटी की मिटिंग दार्जिलिंग में होनेवाली थी। वहां पर पार्लियामेन्ट के अपोजिशन लीडर मि० डांगे आने वाले थे और वहां उनका भाषण होनेवाला था। हमलोगों ने डेपुटी कमिश्नर से चौरस्ते पर मञ्च बनाने के लिए परमिशन मांगा। पहले तो उन्होंने यह कह कर इन्कार कर दिया कि चौक बाजार में मिटिंग नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह है कि चौरस्ता में हो सकता है। किन्तु फिर उन्होंने चिट्ठी से खबर दी कि चौरस्ता में मिटिंग नहीं कर सकते हैं। यह बड़े ताज्जुब की बात है। यह डेमोक्रेसी कैसी है, यह इनका समाजवाद कैसा है, इनका ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है ? क्योंकि पार्लियामेन्ट के अपोजिशन लीडर भाषण करना चाहते हैं और उनको मिटिंग करने के लिए परमिशन नही दिया जा रहा है। कांग्रेस को जब वोट लेना था तो उन्हें चौरस्ते पर मिटिंग करने का अधिकार था और दूसरा यदि उसी स्थान पर मिटिंग करना चाहता है, तो उसे परमिशन ही नहीं दिया जाता है। कांग्रेस को अधिकार दिया जाता है, मगर दूसरों को इस राज्य में दबाया जाता है। क्या यही असल में समाजवाद है ?

[6-50—7 p.m.]

स्पीकर महोदय, आपको सुनकर बड़ा ही ताज्जुब होगा कि बृटिश शासनकाल में जो अधिकार दिया गया था, वह अधिकार अब इस कल्याणमूलक राज्य में छीन लिया गया है। म्युनिसिपल इलाके में जो ६ रुपया मकान का भाड़ा देता था, या खजाना देता था, उसे यह अधिकार दिया गया था कि वह वोट देने का अधिकारी है। मगर इस कल्याणमूलक राज्य में खजाना देनेवालों को वोट देने का अधिकार अब नहीं रह गया है। यह सरकार जनता का कल्याण क्या ऐसा ही कर रही है? वास्तव में क्या यह कांग्रेसी सरकार समाजवादी रास्ते पर चल रही है? मालूम नही इस सरकार का कब क्या होनेवाला है? यहां असेम्बली में जब मैंने जालान साहब से प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर दिया था कि इसके लिये इन्क्वायरी हो रही है। मगर इन्क्वायरी क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, अभी तक कुछ भी मालूम नहीं।

मुख्य मंत्री से श्री सत्येन मजुमदार द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग की मांग के लिए एक इन्क्वायरी कमेटी बैठाई गयी है। मेरे अतिरिक्त प्रश्न पूछने पर मुख्य मंत्री ने धमाक से जवाब दिये कि इन्क्वायरी कमेटी को ही पूछिए। मगर उस इन्क्वायरी कमेटी में कौन है, और वह कमेटी क्या कर रही है, उसके बारे में आज तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं मिली। वह तो अब खटाई में पड़ गयी। वह तो केवल एलेक्शन के लिए था। अब तो एलेक्शन खत्म हो गया। कांग्रेसी सरकार गद्दी पर बैठ गई। अब क्या करना है? उस समय तो वोट लेने की बात थी।

स्पीकर साहब, दूसरी बात एक और है, जिसे सुन कर आपको ताज्जुब होगा। वह है सरकारी कर्मचारियों के हिल एलाउन्स के बारे में। बृटिश शासनकाल में सरकारी कर्मचारियों को हिल एलाउन्स दिया जाता था, किन्तु पहली अप्रेल १९५५ से उसे बन्द कर दिया गया। उसके लिए मुख्य मंत्री से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि कलकत्ते और दार्जिलिंग के रहन-सहन में फर्क है। कलकत्ते का रहन-सहन ऊंचा है। यहां की बनिस्बत दार्जिलिंग में चीजें सस्ती मिलती है। किन्तु उसके बाद जब फिर पूछा गया तो मुख्य मंत्री ने बताया कि उसकी इन्क्वायरी करायी जा रही है। पर इन्क्वायरी में हुआ क्या? बृटिश राज्य में सरकारी कर्मचारियों को जो हिल एलाउन्स मिलता था वह अब इस कल्याणमूलक राज्य में बेचारे सरकारी कर्मचारियों के लिए बन्द कर दिया गया।

हमारे मुख्य मंत्री अभी परिवहन की बात बोल गये। पर यह नही बताये कि परिवहन का परमिट मिलता किसको है? असल में परिवहन का परमिट पाता कौन है? दार्जिलिंग में हमने देखा कि मोटर ट्राफिक दस नम्बर तक निकली थी। उसमें वे गाड़ियां मिली किसको? मोटर मालिक-ड्राइभर या मेकेनिक को वे ट्राफिकें नही मिली। मिली तो किसको मिलीं ए० आइ० सी० सी० मेम्बर को और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सिक्रेटरी को तथा प्रेसिडेन्ट श्री थियोडर मेनन, एम० पी० और वाइस प्रेसिडेन्ट को। कांग्रेस पार्टी के बल बहादुर क्षत्री को मिली। भूतपूर्व एम० एल० ए० श्री गहतराज को मिली। यह कैसा दलीय स्वार्थ चल रहा है? अपने ही दलवालो की हिफाजत की जाती है। यहां पर मुख्य मंत्री ने कहा कि आर० टी० ए० स्वतंत्रतापूर्वक काम कर रहा है। उसमें कोई दलगत भावना नहीं है। पर वह कैसी डेमोक्रेटिक स्वतंत्रता है? कांग्रेस के मेम्बर लोगों को

गवर्नमेन्ट की तरफ से प्रलोभन दिला कर कार्य हो रहा है। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि आर० टी० ए० को स्वतंत्र बनावें। उसमें दलीय स्वार्थ न आने दें। ट्राफिक परमिट ड्राइभरों और मेकेनिकों को ही मिलनी चाहिए, ताकि वे समझें कि आर० टी० ए० का काम ठीक ढंग से चल रहा है। उसमें निष्पक्षता है। मगर मै कह सकता हूं और शायद आपको मालूम भी होगा कि बहुत से रिकमेण्डेशन पर काम होते हैं। उनकी सिफारिश होती है कि अमुक आदमी बहुत अच्छा है। और इसपर ७ दिन के अन्दर ही गाड़ी का नम्बर लेकर चला आता है। बहुत से इन्तजार ही करते रह जाते है। मगर ७ दिन के अन्दर पानेवाले से पूछने पर बोलता है कि हां भाई! मुझे तो नम्बर मिल गया। अब आपही देखें स्पीकर महोदय, यह कैसा आर० टी० ए० है और इसका कार्य कैसे हो रहा है?

अन्तिम बात स्पीकर महोदय, जो आपके माध्यम द्वारा कहना चाहता हूं, वह यह है कि जो लोग सरकारी कर्मचारी है, उन नैपाली भाइयों को प्रमोशन नही मिलती है। वे लोग इस सरकार का कार्य बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। वे लोग काम में बहुत एक्सपर्ट हैं। वे लोग दार्जिलिंग मे रहते है। उनको सरकार की ओर से प्रमोशन अवश्य मिलनी चाहिए। आखिर मे मै बोलूंगा कि दार्जिलिंग की जनता की मांग regional autonomy की माग पूरी होनी चाहिए। अब बहुत बोलने का समय नही रह गया, क्योंकि लाल बत्ती जला दी गई है।

Janab Syed Badrudduja: Mr. Speaker, Sir, while discussing the provision under the head "General Administration" I would not like at this fag end of the day to add to the confusion, to the heat that has already been generated on the floor of this House. Sir, I would not have the slightest hesitation this evening to accord my deep appreciation for the significant contribution of the West Bengal administration in the various spheres of life and domains of thought since after partition, nor would I withhold my admiration for a section of the officers of the administration in the various services who have given a good account of themselves amidst trying situations. I would, on the other hand go a step further and admire the wonderful ability, creative talent, energy of thought and action, the dynamic, positive and realistic approach to the problems of administration that the Chief Minister of the Province has shown trying to stabilise the scattered forces, integrating the fissiparous tendencies, generated by partition towards the goal of political and economic reconstruction of society.

Sir, startling disclosures that have been made on the floor of the house today I would not go into the these things just at the present moment; but I would like to focus the attention of the administration on the glaring fact that since after partition the provisions under this head have gone on increasing. The provision before partition for the whole of Bengal in 1943-44 was 1 crore 67 lakhs 66 thousand, for 1944-45, 2 crores 54 lakhs 5 thousand and in 1945-46, 2 crores 69 lakhs 7 thousand, and for 1946-47, 3,15,15,000 when the entire atmosphere of the Province was surcharged with communal distrust and suspicion. I do not understand, Sir, how for one-third of Bengal the provision today in the year of Lord 1958-59 has mounted up to Rs. 3,19,22,000. That could alone be justified if the tone of the administration improved, if the tone of the administration changed for the better. Sir, the magnificent services, rendered to uprooted humanity from East Bengal would be worthy of any civilised administration. But what about the actual character of the administration, the tone of the administration, the outlook of the administration? The same bureaucratic

mentality, the same bureacratic tendency, the same bureacratic approach to various problems characterise the entire services in the Administration. There is no change in the outlook at all. Sir, as an humble member of this House I have been associated directly or indirectly since 1940 with various administrations of Bengal. I belonged to the Muslim League. Then I broke away from the Muslim League, because I saw corruption in the Muslim League Government. Then we formed a Coalition Ministry. Corruption was also there; we also were not free from corruption. Since then the situation has not improved. When the Britishers were ruling the country, we condemned them, we hooted them, we exposed their hollowness, we decried them in every possible manner. These people have, however, left a threefold legacy behind. Their language is the finest and richest in the world; their jurisprudence is also one of the finest in the whole world. And their model of administration compares favourably with any other system in the civilized world. Have you improved upon these in any way? I was referring the other day about the unscrupulous officers of a particular department robbing people in the country right and left. I frantically appealed to the Hon'ble Minister concerned, but there was no redress of their grievances. Sir, I confess without any fear of contradiction from any quarter that on various occasions—in the matter of proscription of that infamous book "Religious Leaders" that created serious complications in the country, in the matter of the opening of Urdu Classes in the Calcutta University and in the matter of securing our boys admission in the Medical and Engineering Colleges our Chief Minister rose to the occasion. Sir, he is a big man and I have got my admiration for him. But, thus far and no further. He has failed to check the glaring defects and contradictions in the very system of administration. Sir, as I said yesterday, there is a disharmony, a conflict between various sectors of the Administration. With the introduction of democracy in this land we find to our amazement, to our chagrin, to our distress that democracy does not fit in with the bureaucratic structure of the administration that still persists. With the best of intentions that bureaucratic character, that bureaucratic outlook of the administration could not be changed. Sir, in this House, we may cry hoarse, but Government officers, District Magistrates, S.Ps., D.S.Ps., even officers-in-charge of police-stations defy us, disregard us, disregard the collective voice of the legislature particularly when members of the legislature constitute a minority. Legislature of a State, or Parliament of a Nation, is supposed to shape the destinies of the people, but there is a conflict between the legislature and the permanent executive in this country.

[7—7-10 p.m.]

Sir, we cannot influence the decision of the judiciary, we cannot change the outlook of the executive. There are inherent defects, inherent points of contradiction, in the very concept of democracy. Naturally therefore, the Administration has failed; it has failed simply because it has not been able to infuse in its officers even any regard for secular Democracy. Democracy means Government of the people, for the people and by the people; but in the ultimate analysis, in actual practice, it is the will of the majority that prevails. The majority must impose its will upon the minority, irrespective of any consideration. The minority need not be taken into confidence whatever might be its political complexion or whatever might be its cultural affiliation or whatever might be its religious character.

My friends on this side have pointed out certain instances where the Government—the party Government—has supported its party men. This is quite natural; there is nothing unnatural in it. Every party system in the

world does it. That is the bane of Democracy, this is the bane of the party system of Government all over the world. Under the party system of Government, there is no relief to other people unless the men at the helm of affairs are above reproach, of unimpeachable integrity of character, men marked out for their truthfulness and veracity, for their magnanimity and mental catholicity capable of making a human and generous approach to the problems of administration. They must also enjoy the confidence of the public, irrespective of any political complexion or cultural or social affiliations. They must rise to the height of the occasion and try to help people in their dire distress. Some of our Ministers, I am afraid, have failed to render any help to our people in their difficulties.

Sir, I am very much disappointed to find that personal vilifications should be indulged in on the floor of this House.

Sir, I may point out from the budget that under the head "General Administration", for the Ministers alone an amount of Rs. 11 lakhs, 77 thousand has been provided and for the Legislative Assembly Rs. 9 lakhs 31 thousand has been provided.

Mr. Speaker: Which page?

Janab Syed Badrudduja: Page 86—Grant No. 14. Sir, before partition for the whole of Bengal we were quite satisfied with 11 Ministers. When Mr. Fazlul Huq formed the First Ministry, we had only 11 Ministers, but the entire press of Bengal was agog and demanded the head of Mr. Fazlul Huq on a charger for this—sudden increase in the number of Ministers? But today in the year of the Lord 1958, we find that for one-third of Bengal, there is an army of Ministers. Far be it from me that I should grudge them their position. But why is it so in West Bengal alone, in this administration alone, not in Bihar, not in Bombay, not in U.P., not in C.P., not in Madras and not in Andhra? In no other province of India this disproportionate distribution of patronage has taken place. Why is it so here? I would appeal to the Hon'ble Chief Minister that if he wants to improve the tone of the administration, if he wants to improve the character of the administration, if he wants to improve the complexion of the administration, if he wants to inspire confidence in the people, he should try to rise above this pettiness.

Sir, my friend Sj. Sisir Das has thrown a challenge to the Congress. I do not throw any challenge to my friends over there. I do not believe in throwing a challenge from a brother to a brother, from a friend to a friend, from a child of the soil to another, from a colleague to another colleague, distracted by the same thoughts, disturbed by the same sorrows, the same misfortunes the same trials, the same ordeals of life. I plead better understanding and deeper reconciliation among various communities. I plead for a greater and happier Bengal where all classes and conditions of people, all groups and societies should be adequately represented, each one contributing according to its own light and convictions to the political, social, cultural and economic reconstruction of West Bengal.

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এই বিভাগে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন টপ-হেভীএর মধ্যে করাপশন আছে এবং সরকারকে যে যেভাবে তীব্র ভাষায় গালাগালি দেওয়া সম্ভব তাই তারা করেছেন। আমি সর্বপ্রথমে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এই বলে যে আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাতের কতটা বুঝেন সে বিষয় আমার খানিকটা সন্দেহ রয়েছে। আমি এই কথা বলছি এই হাউস তাদের দেওয়া ১৩০টি কাট মোশনএর মধ্যে ৬৫টিই আউট অব অর্ডার হয়েছে। এই

প্রোপোরশন যদি দেখি তাহলে আমার সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। অবশ্য তাদের মতামত আমরা শ্রদ্ধার সংগে দেখি এবং তাদের উপর বিশ্বাসও আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবংগের শাসনব্যবস্থা প্রথমতঃ অন্যান্য দিক থেকে সুষ্ঠু ও উন্নততর। আমি তিনটি কথা প্রথম বলতে চাই। আমার প্রথম পয়েন্ট—

Percentage of Revenue Expenditure in General Administration in West Bengal

সবচেয়ে কম। দ্বিতীয় পয়েন্ট—

per capita in General Administration, West Bengal.

এডুকেশন, পার্বলিক হেল্থ, মেডিক্যালএ সবচেয়ে বেশী এবং প্রায় ৭½ পারসেন্টএর মত পার ক্যাপিটা এক্সপেন্ডিচার অন ট্যাক্স কলেকশন, ল্যান্ড রেভেনিউতে ট্যাক্স কলেকশন সবচেয়ে কম। এখন প্রথমতঃ আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি যে তথ্য আপনার সামনে রাখতে চাই সেটা অন্যান্য স্টেটএর সংগে তুলনা করতে গিয়ে তারা যা বলেছেন তার খানিকটা হয়ত আমি পুনরাবৃত্তি করবো—ওয়েস্ট বেঙ্গলএর

percentage 4.6, Bihar 7.5, Bombay 7, Madras 6.8, U.P. 6.2,

সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এই স্টেটএর পার ক্যাপিটা এক্সপেন্ডিচার সবচেয়ে বেশী, প্রায় ৭½ পারসেন্ট। আমি এই ট্যাক্স কলেকশনএর তথ্য থেকে এটাই দেখতে চাই যে পশ্চিমবংগে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পারসেন্টেজ অব এক্সপেন্ডিচার অন ট্যাক্স কলেকশন কম। আমরা দেখবো অন্ধ্রে ৯·৫, আসামে ২·৯, বিহারে ২·৮, বোম্বে ৮·৯, কেরালা ৪·৯, ওয়েস্ট বেংগল ২·৯। বড় বড় স্টেট যেগুলি তাদের তুলনায় ওয়েস্ট বেংগলএ সব জায়গায় কম। টপ-হেভী এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর কথা বলেছেন, শতকরা ৯৫ পারসেন্টএর বেশি—সরকারী কর্মচারী এই স্টেটএর যদি ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকার মধ্যে থাকে তাহলে এই খাত থেকে বেতন পেয়ে থাকেন। এ সম্বন্ধে আর পুনরাবৃত্তি না করে আমি শুধু করাপশন সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলব।

[7-10—7-20 p.m.]

আজকে করাপশন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। যদি বিরুদ্ধ পক্ষের বন্ধুবা মনে করে থাকেন যে সরকার বা সরকারী কর্মচারীরা তার ঊর্ধ্বে চলে যাবেন—সকলেই যখন সমাজেব মানুষ, তখন সেই সমাজের সংগে যোগ না রেখে ভগবৎ প্রেরিত দূত হিসাবে কাজ করবেন—তাহলে ভুল করা হবে। বিরুদ্ধ পক্ষের বন্ধুরা—আমি জানি—নাম করব না—এখনও পর্যন্ত কয়েকদিন আগে মেয়ের বিয়ের সময় পুলিশের দারোগা পেলে বা সরকারী কর্মচারী পেলে সেখানেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। এই যেখানে সমাজের অবস্থা সেখানে সমাজের এই সমস্ত অবস্থার মধ্যে থেকে সরকারী কর্মচারী দুর্নীতির ঊর্ধ্বে যাবেন বলে মনে করি না। সমাজের মধ্যে সেই যে গলদ আছে সেই গলদের বিরুদ্ধে সমাজ এখনও দাঁড়ায় নি। সরকারের সে সম্বন্ধে যেমন দায়িত্ব আছে জনসাধারণেরও তেমনি কর্তব্য আছে। আমরা মনে করি সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যে দুর্নীতি আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে—মানুষকে অমানুষ করে ফেলছে, ভাইএর বিরুদ্ধে ভাই বিষ এনে দিচ্ছে—মানুষের এই রকম সাধারণ বুদ্ধির মধ্যে যে গলদ ঢুকেছে তার মধ্যে মানুষকে বাঁচার জন্য, মানুষকে সোজা হয়ে দাঁড়ানর জন্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সেই জন্য আজ সরকার দেশকে কল্যাণের দিকে, উন্নতির দিকে নিয়ে চলেছেন।

এই কয়টি কথা জেনে আমি এই ব্যয়-বরাদ্দ সমর্থন করি।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! এই খাতের বরাদ্দ সম্পর্কে শাসন পরিচালনার মধ্যে যে দুর্নীতি ইত্যাদি আছে তার উল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এমন একটা খাত যে খাতের মধ্যে গভর্নর থেকে আরম্ভ কোরে রাইটার্স বিল্ডিংসএর সব কর্মচারী মাহিনা নিয়ে থাকেন—এই খাতের এই রকম অবস্থা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যে সমস্যা পানীয় জল

সমস্যা—সেটা তাঁরা উপেক্ষা করছেন। গভর্নর আছেন, প্রধানমন্ত্রী আছেন, কিন্তু জলের ব্যাপারে এ'রা একটা কথাও বলেন না। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সেদিন ডাঃ রায় তাঁর জবাবে বলেছিলেন যে বাংলাদেশে ৫৪ হাজার কল আছে যেখান থেকে জলপান করতে পারে। কিন্তু আমরা বলি হওয়া উচিত ইকুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন অব ওয়াটার। যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বাঁকুড়া থেকে আরম্ভ কোরে সমস্ত জায়গায় মানুষ জলের জন্য হাহাকার করছে। অথচ জলের কোন সুরাহা হয় না। গংগা ব্যারাজ সম্বন্ধে এত আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু তার সংগে পানীয় জলের সম্পর্ক নাই একথা বলা যেতে পারে। বর্তমানে জলসরবরাহ করতে হ'লে আমাদের সামনে একটি মাত্র উপায় রয়েছে সেটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড সোর্স থেকে জল দেওয়া। কিন্তু টিউব-ওয়েলের ব্যাপার এমনই দাঁড়িয়েছে যে বাংলাদেশে সরকার যে টিউব-ওয়েল করেছেন সেই সমস্ত অনেক 'ফেল' করেছে। সেই সব টিউব-ওয়েল থেকে জল ঠিকমত উঠছে না। শুধু কলিকাতা শহরের ভিতর যে সমস্ত টিউব-ওয়েল দেওয়া হয়েছিল আজকে দেখা যায় সে সমস্ত এক রকম অচল। সেখানে জল পাওয়া যায় না।

মিঃ স্পীকার, স্যার, এখন এই কলিকাতা শহরের যে জলসমস্যা সেই সমস্যার কথা উল্লেখ করতে চাই। যে জল ১৯২৩ সালে সরবরাহ করা হত সেই পরিমাণ জল এখনও দেওয়া হচ্ছে এবং তার মাপ হচ্ছে ৮০ মিলিয়ন গ্যালন। তার পরে বড় টিউব-ওয়েল স্থাপিত হয়েছে, তা থেকে ৮ মিলিয়ন গ্যালন জল পাওয়া যায়। এই জল নিয়ে কলিকাতার ৪০ লক্ষ লোককে জলসরবরাহ করা হচ্ছে। এর সংগে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট, সাবার্বান মিউনিসিপ্যালিটি, দম দম মিউনিসিপ্যালিটিকে জল দেওয়া হয় এবং যেসব জাহাজ কলিকাতায় আসে তারাও জল নেয়। তাছাড়া কলিকাতায় যত সব বিজনেস আছে তারাও জল নেয়। অথচ এই বেশী জলের কোন ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে করা হচ্ছে না। সম্প্রতি যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে টালা পলতায় জলসরবরাহ ব্যবস্থা করবার জন্য সরকারের সহযোগিতা দরকার হয়েছে। কিন্তু সরকারের কাছে যে স্টিল আশা করা যাচ্ছে তা সরকার সাপ্লাই করে উঠতে পারছেন না, এবং কবে দেবেন তাও বলছেন না। সম্প্রতি এ্যাসিসটেন্ট কন্ট্রোলার অব সাপ্লাই বলেছেন—অফিসিয়ালি বলেন নি—যে মাত্র ৪০০ টন দিতে পারব, তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এ অবস্থায় টালা পলতার মেন হতে পারছে না। এতে বোঝা যায় সরকার এই কলিকাতার জলসরবরাহ সম্বন্ধে কি রকম নিষ্ঠুর আচরণ করছেন। কলিকাতা শহরের জলকষ্ট নিবারণের জন্য ২৫০ টিউব-ওয়েল খনন করেছেন। সেগুলি যেরকমভাবে করেছেন তার ফলাফল আগেই বলেছি। তার অর্ধেকগুলি থেকে জল উঠছে না। অর্ধেকের বেশী পরিমাণেও জল উঠছে না। কিন্তু সরকার ইতিমধ্যেই কর্পোরেশনএর কাছ থেকে দাম দাবী করছেন। উপরন্তু টিউব-ওয়েলের প্রত্যেকটার জন্য ১২৫ টাকা সেলামী দিতে হবে। তা ছাড়া ৮৫টা মিউনিসি-প্যালিটির মধ্যে ৫৩টা মিউনিসিপ্যালিটিতে জলের কোন ব্যবস্থা নাই, পাইপের ব্যবস্থাও নাই। সেখানে কি রকমভাবে জলসরবরাহ করেন? কোন জায়গায় পুকুর করেন, কোন জায়গায় অন্য রকম ব্যবস্থা করেন। সে ব্যবস্থাও যা আছে তাও স্যাটিসফ্যাক্টরি নয়। এই অবস্থার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি রয়েছে এবং সেখানে বর্তমানে অসুখ বিসুখ নানারকম হচ্ছে। যদি ভাল স্বাস্থ্যকর পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হয় তা হতে পারবে না। এই অবস্থায় রাইটার্স বিল্ডিংসএর পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেন্ট থেকে যিনি সব চেয়ে বড় অফিসার—ডি এন চক্রবর্তী —তিনি একটা প্রস্তাব রেখেছিলেন যে, ঐ সব মিউনিসিপ্যালিটির কলিকাতা কর্পোরেশনের সংগে একটা বন্দোবস্ত করলে হয়। তার পরে সেই রিপোর্টের আর কোন ব্যবস্থা হয় নি বা জবাবও পাওয়া যায় নি। কর্পোরেশন থেকে এ সম্পর্কে বলা হল যদি গভর্নমেন্ট যা করার তা করেন তাহলে কর্পোরেশন বেশী জল দিতে পারবে। কিন্তু ওয়াটার বোর্ডএর যদি কিছু না করেন, যদি ব্যবস্থা না করেন, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারএর ব্যবস্থা যদি না হয়, তাহলে কর্পোরেশন থেকে জলসরবরাহ কিভাবে করা যেতে পারবে তা জানি না। শুনেছিলাম দুর্গাপুর থেকে একটা মস্ত বড় পাইপ পলতা পর্যন্ত নিয়ে আসবেন এবং পলতার মারফত কলিকাতার জলসরবরাহ করবেন। জানি না এ প্রস্তাব কবে কার্যকরী হবে। কিন্তু সরকারের ব্যবস্থা না করলেই নয়।

তারপরে আর একটা কথা হচ্ছে যে, বর্তমানে গঙ্গায় নুনজলের মাত্রা বেড়েছে। এ সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থার কথা বলছেন না। কিন্তু সম্প্রতি একটা চিঠিতে জানতে পারা গেছে যে সী-ওয়াটার থেকে স্যালাইন পোর্সন বা জলে যে স্যালিনিটি আছে তা কি ক'রে দূর করা যায় সে সম্বন্ধে রিসার্চ করা হয়েছে এবং তা সাকসেসফুলও হয়েছে। কি মেথডএ করেছেন তা কলিকাতার মেয়রের কাছে জানা যাবে। যদি সরকার খোঁজ না রাখেন তাহলে দয়া কোরে মেয়রের সংগে আলাপ করবেন এবং সেই চিঠির কপি সংগ্রহ করবেন যে কিভাবে স্যালাইন ওয়াটারকে সুইট ওয়াটার করতে পারা যায়।

[7-20—7-30 p.m.]

Janab S. A. Farooqui:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গার্ডেন রীচ মিউনিসিপ্যালিটি তিন বছর আগে সুপারসিড করা হয়েছিল। সেই সময় বলা হয়েছিল মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের মধ্যে গ্রুপিং আছে, তাঁদের কাজকর্ম ভাল হচ্ছে না বলে এই মিউনিসিপ্যালিটিকে সুপারসিড করা হল। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে, সেখানে কংগ্রেস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স এনে তাঁকে নাবিয়ে দেওয়া হয় বলে সেটা করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে কোন ইলেকশন হল না। এই ইলেকশন না হওয়ার কারণ যে মন্ত্রীরা ভাবছেন যে, ইলেকশনে কংগ্রেসীরা হয়ত বোর্ড গঠন করতে পারবে না। মেটাবুরুজের লোকের দাবী যে সেখানে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে কোন কাজ-কর্ম হচ্ছে না। সেখানে বছরে ৫৭ হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে, অথচ কোন কাজ হচ্ছে না। সেখানে জলের বন্দোবস্ত, কনজারভেন্সি, রোড রিপেয়ারিং ইত্যাদি কোন কাজ হচ্ছে না। সেখানে অনেক স্টাফ বাড়ান হয়েছে। সেই এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সংগে সংগে একজন এডিশনাল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর গেছেন। সেখানে বহু ক্লার্ক, বেলিফ, পিওন, ইন্সপেক্টর ইত্যাদি এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পছন্দ সই লোককে রাখা হয়েছে এবং তার জন্য ৩৭ হাজার টাকা বছরে খরচ হচ্ছে। অথচ লাইট বা জলের জন্য কোন খরচ হচ্ছে না। আমার বিশেষ পয়েন্ট হল যে বাংলাদেশ ছাড়া যখন বম্বে, মাদ্রাজ, ইউ পি ইত্যাদি জায়গায় এ্যাডাল্ট ফ্র্যানচাইস-এ মিউনিসি-প্যাল ইলেকশন হয় তখন বাংলাদেশে মিউনিসিপ্যালিটিগুলোতে এ্যাডাল্ট ফ্র্যানচাইস-এ কেন ইলেকশন হবে না। এ্যাডাল্ট ফ্র্যানচাইস এ যদি ইলেকশন হয় তাহলে কমিশনার ভাল থেতে পারে এবং মিউনিসিপ্যালিটি ভালভাবে চলতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ভয় পাচ্ছেন যে, এ্যাডাল্ট ফ্র্যানচাইস-এ যদি মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন হয় তাহলে কংগ্রেসের হাতে বোর্ড থাকবে না, সাধারণ মানুষের হাতে বোর্ড যাবে। যাই হোক, আমি দাবী করছি যে গার্ডেন রীচ মিউনিসিপ্যালিটিতে ইলেকশন এখুনি করা হোক এবং সেখানে জনসাধারণের প্রতিনিধি গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি চালাক। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান-এ জলের জন্য সেখানে পাম্প বসান হয়েছিল, কিন্তু কোন জলের জন্য আলাদা কোন স্কীম হবে কি না তা শুনা যাচ্ছে না। সেখানে মাত্র তিনটা রাস্তা আছে—তা দিয়ে মিলওনারদের লরী যায় বলে সেগুলিই খালি রিপেয়ার হচ্ছে, কিন্তু জনসাধারণের জন্য যেসমস্ত লেনস, বাই-লেনস বা রোডস আছে সেগুলির কিছু করা হয় না। ড্রেন একেবারে পরিষ্কার হয় না। কেশোরাম মিল থেকে যে ড্রেন আটকে দিয়েছে তা খোলবার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। সেখানে জালান সাহেব গিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, your decision of not accepting many of the amendments has made my task easier. I thought I would not say much, but I feel that I should nail a lie to the counter. There have been so many untruths said today that I feel it desirable at the outset to tell the House what the actual facts are. Sir, whenever the Government acquires a property, there are certain steps we have to follow. First of all, the Department concerned have got to draw up a plan as to how they are going to utilise the property. Then the engineer has got to certify that the plan is perfect. The matter then goes to the Land Acquisition Collector. Sir, there has been not one case where the matter was never placed before the Land Acquisition Collector. It would be untrue to say

ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য we did something. Is it for ব্যক্তিগত স্বার্থ that we purchased Sj. Snehansu Acharya's property? It was not. The Police Department wanted an outpost there and the Jadabpur Technical College wanted a hostel there. Was it wrong that we purchased that property for that purpose?

Sir, several instances have been placed before me. First of all, my friend Mr. Das has said "why did you buy Mr. S. M. Bose's property?" Sir, I did not buy that. It was purchased by the Refugee Department of the Government of India. They ascertained the price from the Land Acquisition Collector. They were very very careful and they paid the amount that had been assessed by the Land Acquisition Collector. So also is the case with Gope Palace. On the other hand I entirely disagree with him that we have done anything wrong in taking the College. The College has already been started there and we wanted to develop that. Does he realise that the furniture worth thousands of rupees was given as a gift? He has also said about Durgapur industry. He has said why did you give the tender to a firm of West Germany and not to that of East Germany? Sir, the whole matter was left to a team of experts consisting of Dr. Jnan Chandra Ghose, Sj. N. N. Sen, Chief Technical Engineer, Tatas, Dr. Lahiri of Dhanbad and Sj. N. N. Sen, Majumdar, our financial expert. Theyted this particular firm because they would give better guarantee and better plant, etc. About Mr. Bhattacharya, I do not know whether Mr. Das is a commission-holder or not, I have no idea, all that I know is that **Mr.** Bhattacharya was not in the picture when the Coke Oven Plant was given to this particular firm.

My friend Sj. Ganesh Ghosh has said that Karnani has given only Rs. 3 lakhs. That is absolutely untrue. He has paid Rs. 13 lakhs and he has given us the property which would be more than Rs. 4 lakhs worth. He has fulfilled his promise of Rs. 17 lakhs.

About Beliaghata I should say that the land is 15 bighas three chataks and 15 sq. ft. The Land Acquisition Collector assessed it at Rs. 8,10,124 on the 1st of May, 1948. I got the owner to reduce it to Rs. 7,15,000—that is nearly a lakh less than what was assessed by the Land Acquisition Collector. I can tell you that every one of these persons from whom we have got the property came down below the estimates given by the Land Acquisition Collector.

[7-30—7-40 p.m.]

Sir, he has talked about the Industrial Development Estate for which there is a Board and of which Mr. Mitra is a member. The Industrial Development Estate is a Government concern. There is no Board there—leave alone Mr. Mitra being in the Board.

He has talked about corruption. Is it not corruption to think of corrupt things about other people without understanding or ascertaining whether you have got the correct facts and figures? He has talked about a lot of money being given to the Digha Development Board. But the fact is that the Co-operative Society has been given only Rs. 10,000 for the purpose of starting a cafetaria. That is all we have given.

He has been good enough to mention the wife of my nephew as if that is a sign of corruption. Is it corruption to have a nephew and his wife?

Sir, my friend Mr. Chakravorty has taken the name of my nephew—Sukumar Roy. What is the harm if a nephew gets into Elias & Co.? Why does he think so? Why did Hemanta Babu come to me to plead on behalf of the workers of Elias & Co. whom they have discharged? Why did he do it times without number? The fact is that he wanted me to

intervene on behalf of the workers because he thought I have influence with B. N. Elias & Co. I tried my level best and ultimately he agreed that the matter should go to the tribunal and, I believe, the matter has gone to the tribunal.

My friend Sj. Subodh Banerjee thinks that I should depend upon him rather than upon the views and opinions of my officers. I refuse to listen to him. Has he ever been charitable to the ideas of other people? No, his main purpose is that he wants to show to the people that he opposes from the centre. Why should I listen to him? He has said that Mr. N. N. Majumdar is useless. I do not accept his opinion about my officers. We are here in the Ministry and we are responsible for carrying on the administration. If you do not like it, bring in a motion of no-confidence against us, but do not go on playing about in this fashion. It does not help you, it does not improve your standard, it does not show you up at all.

Sj. Bankim Mukherjee has said—why should there be such an increase in the whole salary in the budget even though there is no election. I have shown him the figures. I think he will understand that there have been at least twelve District Magistrates appointed for the Estates Acquisition Department. Secondly, the Collectorate staff has been given an allowance of Rs. 5 last year and their extra salary is shown under this particular head.

He has questioned as to why we should ask for police verification. That is a very important question and I want to deal with that. First of all, I will tell you that if it is an appointment of the Central Government, we have nothing to do with it although our officers enquire, but they send the report as agent of the Central Government. We have no voice in the matter. There have been several members of the Communist Party who had come to ask me to intervene in favour of their sons or relatives and write to the Government of India to allow these boys to get into the service in spite of any adverse police report. I expressed my willingness but inability to help him because it was not possible for me to influence the Central Government.

With regard to our Government it is perfectly true that under our Constitution we do not have objection to any person's holding any opinion, but if I find a person—A—belonging to a particular group advising his friend and his follower to resort to violence and if that is proved to me, do you think—have I lost all senses—that I shall appoint him knowing full well that some time or other the boomerang will come upon me? (Sj. BANKIM MUKHERJEE: Would you dare prove the case in one of the instances that I cited?) I do not propose to answer my friend at this stage.

My friend raised the question of Mr. Bandopadhyay. He was an S.D.O of Tamluk but he got an advantage; he has gone to Darjeeling in a special post carrying a special pay. For his information I may tell my friend that Head Clerk Mr. Adhikari, about whom he is complaining, was asked to be transferred. I understand that the District Magistrate has kept him there and he has only taken leave on medical certificate. But that does not show that that Head Clerk is an all-powerful fellow in that area.

About my friend Sj. Das, I confess that in spite of my effort I could not follow the speech that he was delivering—it may be that I am getting old and my hearing is becoming defective or it may be that he speaks so rapidly that he is not intelligible to others—I think he said that the State buses have earned a profit because they pay no tax. Sir, that, again is untrue.

My friend Sj. Rai asked the question about the Enquiry Committee; that Enquiry Committee's Report has been placed before the Government and all the Departments are considering what steps should be taken. Very soon the report will be out.

About hill allowance it has been decided to give the Darjeeling people hill allowance.

My friend Mr. Badrudduja has raised an important question as to whether in the present formation of democracy the majority has any liability so far as minority is concerned. I entirely agree with the view that the minority is a trust on the majority, whether I am able always to give effect to my idea or not. I can say definitely—I am not talking of any communal minority but any minority should have faith in the majority, otherwise democracy has no value.

[7-40—7-53 p.m.]

I now come to a very important question—I would not have touched it but for the fact that my friend Mr. Das waxed eloquent over it. I do not know whether he understands the method of calculation of our accounts but he simply said that West Bengal is bankrupt. I mentioned. this in my budget speech and I say it again because repetition is necessary—people's memory gets dull very soon—today we have 239 crores as our debt of which 76 crores is on Damodar Valley, 50 crores on relief and rehabilitation, and 27 crores on public loans which is covered. These make a total of 153 crores. Then we have got the assets,—I am taking only two items—roads—about 27 to 28 crores, and buildings—about 25 to 26 crores. The Mayurakshi is our property which gives us 16 crores. The total of all these will be a little over 200 crores. What I want to tell you is that if you kindly read the Red Book, you will find that wherever there is a loan taken, there is a provision for payment of the principal as well as of the interest. If the principal is payable at that particular stage, then only it is included. I can refer him to Grant No. 12, Grant No. 39, Grant No. 47 and so on and members will notice that for every item for which we get loan, whether it is for Community Development Project or for Relief and Rehabilitation or any other matter, we always cover it so far as the payment of the principle and interest is concerned. Therefore, I maintain and maintain with all the strength at my command that there is no question of bankruptcy at all. I am not a vain man but still I am vain enough to think that the finances of this province are on a very sound footing. We are going out to the public for a loan. The response itself will show, as it has shown in the past, what confidence, not Mr. Das or his like but the public have on us. I do not mind hard words being said about it but I do feel that the opinion of those who think only in terms of seeing corruption in others is not to be relied upon as a help and guide in our administration. I would like that the Opposition should at least have some faith in truth and some relationship with what is true and correct. I have placed this General Administration Budget before the House with a great deal of confidence in spite of the fact that my friend Sj. Ganesh Ghosh has stated that our costs have gone up by 2 crores within one year. But like a man of his group he has forgotten to take the receipts side where there is a receipt of 7 crores. Expenditure may be more but the income has also gone up. What I would like to say is that I welcome criticisms but the criticisms should be based upon facts and figures, not merely on imagination and just faint idea as to what should have been done and what is not being done.

Sir, I have great hope that this State, in which I have pinned my future, in spite of traducers and detractors, will continue to prosper and will find its own place in the comity of States in India.

Sj. Ganesh Ghosh: Not so long as you are in power.

Mr. Speaker: Except cut motions Nos. 9, 123 and 130 I am putting the rest of the cut motions to vote.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. A. A. M. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of S. Jatindra Chandra Chakraborty that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Misra that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Shayama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Suhrid Kumar Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Janab Syed Barudduja that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—60.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sis r Kumar
Das, Sj. Sunti
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—143.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda

Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 60 and the Noes 143, the motion was lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—58.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram

Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
H.nsda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Leou
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen. Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES -143.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive

Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 58 and the Noes 143, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 2,12,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—60.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. H rendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi. Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj Apurba Lal
Mondal, Sj Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen Sj Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen Dr. Ranendra Nath
Sengupta. Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—143.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya. Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari

Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Natn
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doiui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarker, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 60 and the Noes 143, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the sum of Rs. 2,12,81,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 14, Major Head: "25—General Administration", was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-53 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 18th June, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 18th June, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 215 Members.

[3—3-10 p.m.]

Report of the Committee of Privileges

The Chairman (Sj. Asutosh Mallick): Sir, I beg to present the Report of the Committee of Privileges before the Assembly. The report is laid on the table.

Committee of Privileges

Mr. Speaker: I would like to announce the names of the members of the newly constituted committee of privileges. They are—

(1) Sj. Jyoti Basu,
(2) Sj. Hemanta Kumar Basu,
(3) Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri.
(4) Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay,
(5) Sj. Jatindra Chandra Chakravorty,
(6) Sj. Jagannath Kolay,
(7) Sj. Bankim Chandra Kar,
(8) Sjkta. Anjali Khan,
(9) Sj. Bijoy Singh Nahar,
(10) Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay, and
(11) Janab Lutfal Hoque.

The Deputy Speaker will be the *ex-officio* Chairman.

Committee on Public Accounts

Mr. Speaker: I would also like to announce the names of the members of the newly constituted committee on Public Accounts. They are—

(1) Sj. Bankim Mukherji,
(2) Dr. Kanailal Bhattacharya,
(3) Sj. Mihirlal Chatterjee,
(4) The Hon'ble Bimal Chandra Sinha,
(5) Sj. Nikunja Behari Gupta,
(6) Mr. R. E. Platel,
(7) Sj. Tarapada Chowdhury,
(8) Sj. Dhirendra Narayan Mukherjee, and
(9) The Minister-in-charge of the Finance Department (*ex-officio*).

Adjournment Motion

Sj. Deben Sen: Sir, I have got an adjournment motion which runs thus:—

"The business of the Assembly do now adjourn for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., the failure of the Government to take steps to prevent contamination of filtered water in Calcutta with various kinds of bacilli, thereby, endangering the health and life of the citizens of Calcutta."

Mr. Speaker: I have refused the adjournment motion, but I think it is a fairly important matter because it concerns the health and life of the citizens of Calcutta. You may put in a short-notice question immediately after the Budget is over.

Sj. Deben Sen: Sir, many short-notice questions have already been tabled and we do not know what is their fate.

Mr. Speaker: I may tell you that during the Budget if you put in a short-notice question, we do not treat it as a short-notice question. You put in a short-notice question immediately after the Budget is over and I shall also speak to the Chief Minister about it.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay, etc.

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 3,21,16,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: "40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account".

(Rs. 1,60,58,000 has been voted on account.)

Sir, I will very briefly put before you a broad picture of agriculture in West Bengal. The total cropped area we have in West Bengal is 123 lakh acres. Out of this about 62 per cent. of our land which is cultivated compared to some other States like Bombay or Uttar Pradesh where 52 per cent. and 48 per cent. are cultivated. Ours is a more intensively cultivated State. We have heard arguments during the time of the general discussion that there are a lot of culturable waste land in our State. One of the members opposite gave a reference to the book Agricultural Geography of West Bengal and said the figures quoted there about culturable waste land were quite correct and he made some remarks about it. I would like to put before you, Sir, that we have had a still later survey of West Bengal and we find that about 2.42 lakh acres are the only lands that are available for further cultivation. Now the point is shall we cultivate all our spare lands when we know that only 17 per cent. of our land is under forest cover?

You need not take my word for this, but all experts are of the opinion that at least 25 per cent. of the land must be under forest cover if we want to have our land in good condition for years to come. To those of the honourable members who do not quite understand this theory I would request them most humbly to read a book called "The Road to Survival" by Voight which shows quite clearly what happens to countries which do not have sufficient forest cover, as is the case with us in West Bengal. This book covers the whole world including India.

Now, in spite of the paucity of land in our State, may I point out to you that after partition, in 1950 we produced from these 123 lakh acres of land 36.96 lakh tons of rice, which is our main food. In 1957-58, although it was a very bad year—there was drought and in the previous year we had floods—we produced from this very land 43.93 lakh tons, that is, about 7 lakh tons more from the same acreage. I put it to you, Sir, to consider as to whether this is not an increase of production from the same land. Our land is not like India rubber—our land is the same—but from the same land we have produced 7 lakh tons more by intensive methods of cultivation. This, to my mind, is progress. I often hear from honourable members that our production is going down and our people are not getting sufficient food. That our people are not getting sufficient food is true—I absolutely agree with it—but you must not forget the great population growth that has taken place. I do not like to touch on that point because the Hon'ble Food Minister has dealt at length with that subject at the time of the debate on food. He has shown clearly that the population is increasing at a tremendous rate and, therefore, our production is not able to cope with it. In this connection, I would like to refer to one fact, viz., that in 1954 when we had a very good monsoon, we produced from our land 52.13 lakh tons from the very same acreage because the climate was good, the monsoon was good. We are really dependant on nature to a very great extent in spite of the fact that our irrigation projects have increased and our irrigation potential is very great, but even those are not sufficient to meet our requirements. This year we have a deficit of 7 lakh tons, but I am absolutely certain that if we have a good monsoon for which we have a good augury today, we shall be able to make up the deficit—if not in one year, certainly within three years.

[3-10—3-20 p.m.]

I want the honourable members to bear in mind the fact that on the partition of our State we had to take away lot of our land from paddy to jute and mesta. Roughly speaking, before partition we had only 3 lakh acres under jute and today the area is 10 lakh acres. West Bengal supplies 50 per cent. of the requirements of the Indian jute mills; the other 50 per cent. is supplied by the other States. It is a good foreign exchange earning crop, and if we have some more extra dollars to our credit it is good for all of us.

I want to touch on some of the other things that we have grown. Honourable members waxed eloquent over lesser production of paddy; quite true; but may I remind them that in the last winter, in the last *rabi* season, we had a phenomenal abundance of vegetables, and cauliflower, cabbages, brinjals, lady's-fingers and hundred and one vegetables were so cheap that cultivators complained to us that they were not getting a fair price for them. Last year there was a bumper crop of potatoes of 5 lakh tons. There are countries in the world which live on potatoes as a staple diet. If we have sufficient potato, why should we not use it as a subsidiary food—we may not use it as a staple food but why should we not use it as a subsidiary food. Our Food Minister and Chief Minister have said that we must have a balanced diet. If we want to have a balanced diet we must diversify our diet and use vegetables of which we had a bumper crop last year. I would challenge any honourable member to say that we did not have brinjals and lady's-fingers sold at two annas a seer or one anna a seer—sometimes even less—and there were tomatoes in abundance. We had sufficient food but if you say just for the sake of criticism that people would not eat these things, that is a different matter.

My time is short and therefore I would touch only briefly one or two other points. In order to increase food the first thing that we must have is good seed. For that purpose during the current year we have started seed farms in almost every thana. We have got 100 seed farms already of which 46 are in working condition, besides 25 State farms where seeds are produced for distribution to the cultivators. This, to my mind, is a great advance. We will feel the impact of it probably by next year.

The next point is about fertilisers. With fertilisers goes our water requirement. Fertiliser is no good unless we have sufficient amount of water. As far as the small irrigations are concerned we have increased the small irrigation facilities to a great extent although I would not say that we have reached our target. Our Irrigation Minister has spoken about irrigation facilities from the Damodar and Mayurakshi and I do not want to go over the same ground again. Fertiliser-use is on the increase. Last year we used about 30,000 tons of ammonium sulphate. We had also used super-phosphate and other chemical fertilisers besides composts and natural manures—cowdung, green manures have also been used. From the Central pool this year we have got only 18,000 tons of ammonium sulphate which is much less than our requirements; our Sindri fertilisers are unable to supply in sufficient quantity and the Commerce and Industry Ministry of the Central Government have not given us sufficient foreign exchange to buy from abroad. We have, therefore, to do with this lesser amount of supply plus what we can do with our natural manures, green manures, cowdung manures and so on and so forth.

I would like to mention one other point. Years ago there was no plant protection in our country; at least ten per cent. of our crop was destroyed by pests and insects. We have got a very wide entomological section in the Agriculture Directorate which has done very good work in this respect. I would not say that it has done everything that is possible. For instance, we get reports of pest infection from villages and our men are probably there—later than they should. I quite admit that but there is no doubt about the fact that during the last year we saved at least 86 thousand acres of land under paddy, jute and other crops from infestation by these pests by using modern insecticides like D.D.T. and many others. We had a very novel experiment in the district of Nadia this year when sugarcane in about 6 thousand acres of land in Plassey was being destroyed by pests. We had two aeroplanes by means of which the insecticides were spread over these cane fields in Nadia and we had good results from that, as a large acreage of cane was saved.

I would like to conclude with one point. We talk a great deal about protein food. At the present time the cheapest and the easiest way by which we can introduce protein in our diet is through eggs and poultry. I have been to other States but to my mind West Bengal has done phenomenal poultry development work. This is not my own opinion but the opinion of all-India experts. We have got four big poultry multiplication centres in Ranaghat, Midnapore, Kalimpong and Burdwan and from these centres poultries are being distributed to the National Extension and Community Development Blocks for making the villagers poultry-minded to which there is least amount of resistance. So far as eggs are concerned, we are now producing eggs of better quality than we ever did before. I may tell the honourable members that in spite of our poultry development work—I looked up the figures—we imported last year from Andhra and Pakistan three crores of eggs for Calcutta market only. Why can't we produce these ourselves? The reason is that most of our people are still

not poultry-minded but they are becoming so and I am sure that with the push that we are giving to the production of eggs in the villages as a subsidiary food for our people, it would be a wonderful success.

I want to leave before your mind's eyes the work that has been done by the Agriculture Department in supplying fresh clean pasteurised milk to the citizens of Calcutta. We have done very little work in this respect. The requirement of Calcutta is about five thousand maunds a day but from the Haringhata Farm and the khatals that have been removed to Haringhata together with the collections from the surrounding areas we are distributing one thousand maunds of milk every day from our 350 milk centres in the city of Calcutta. To my mind, this is an achivement in a tropical country. Except Bombay I do not know of any other State in Asia that has plans of this nature. We are trying to give good wholesome protein food and balanced food to our people and I think in the course of another three years when we shall have our Belgachia Dairy Factory, the work on which has already been started, we shall be able to meet at least a part of the requirements of Calcutta. I do not mean to say that we would be able to supply the needs of everybody including our Rasogolla and Sandesh makers because they require a very large quantity of milk but still we shall be able to supply to the public a certain quantity of hygienic pasteurined milk.

There have been many other new developments in some other spheres which will take a long time to be described to you. But I can say that we have started a sheep farm in West Bengal in a place called Aigara near Kalimpong. We have also started a piggery at Haringhata. All these are new developments which we did not have even five years back. We have a dry cattle farm near Kalyani and we want to have another centre at Panagarh where the dry cattle can be kept and again brought back to the city when they produce milk or to the Haringhata Farm so that we can get their milk.

I do not wish to take any more time of the House. I anticipate your cut motions and I shall reply to them at the proper time.

With these words, Sir, I commend my motion to the acceptance of the House.

[3-20—3-30 p.m.]

(**Mr. Speaker:** *I take it that all the cut motions are moved*).

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Amal Kumar Ganguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Bejoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Dr. Prafulla Chandra Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Chaitan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagadananda Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Jamadar Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Misra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchugopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand o Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure unde Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to moe that the demand o Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure undei Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand oi Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure undei Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Janab Syed Badrudduja: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Chandra Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে কৃষিমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। কৃষিবিভাগের মন্ত্রিমহাশয় আমাদের বলেছেন, তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে যে, এ বছর মোট বাজেটে খরচ করা হয়েছে চার কোটি উনচাল্লিশ লক্ষ এবং গত বছর খরচ করা হয়েছিল পাঁচ কোটি উনচাল্লিশ লক্ষ। তাতে আমরা দেখতে পাই যে গত বছরে কৃষিবিভাগের উন্নতির জন্য যা খরচ করা হয়েছিল তার চেয়েও মোট এক কোটি টাকা খরচ কম ধরা হয়েছে এবং বিশেষ করে সেই খরচটা কমিয়েছেন সার বিভাগে যে খরচ করা হত, মূলতঃ সেই জিনিসটা তিনি কমিয়েছেন। যে জিনিসের উপর কৃষিউন্নতি নির্ভর করে প্রধানত আমরা জানি ফলন বাড়াতে গেলে সার তার একটা অপরিহার্য জিনিস, সেই বিভাগেরই তিনি খরচ কমিয়েছেন এবং এর পরিমাণ প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা। আমরা জানি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ কৃষি প্রধান দেশ এবং এই কৃষি-সংকট ক্রমশঃ আমাদের দেশে নানান দিক দিয়ে বেড়ে চলেছে। যতদিন পর্যন্ত না আমরা এই কৃষি সংকটের সমাধান করতে পারব ততদিন পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশের কি কৃষক, কি মধ্যবিত্ত, কি দোকানদার বা কি শিল্প সমস্ত কিছুই আঘাত খেতে থাকবে। আজকে পশ্চিম বাংলায় তেইশ লক্ষের মত কৃষক-পরিবার রয়েছে যাদের উন্নতির উপর নির্ভর করছে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত উন্নতি। কৃষি-বিভাগের উন্নতি করতে গেলে প্রধানত যে যে মূল বিষয়ের উপর সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল এবং যে যে বিভাগের জন্য বেশি খরচ করা উচিত ছিল সরকার সে বিষয়ে অত্যন্ত কম খরচ করেছেন,—যেমন কৃষির উন্নতি করতে গেলে প্রধানতঃ সেচ ব্যবস্থার উপর নজর দেওয়া দরকার। সেচ ব্যবস্থা দুরকমের—একটা বৃহৎ সেচ ব্যবস্থা আর একটা ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা। এই ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাকে কৃষিবিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তার জন্য মাত্র দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, আমরা বাজেট থেকে দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং আজকে যেখানে চার কোটি উনচাল্লিশ লক্ষ টাকা মোট বরাদ্দ, তার মধ্যে মাত্র দশ লক্ষ টাকা তাঁরা স্মল ইরিগেশন-এর জন্য খরচ করছেন, এবং যেটা মোট বাজেটের চাল্লিশ ভাগের মধ্যে এক ভাগ এবং ছোট ইরিগেশন স্কীমএ যেসমস্ত ট্যাঙ্ক রয়েছে, যার দ্বারা কৃষির উন্নতি হতে পারে, সেই বিভাগে তাঁরা খরচ করেছেন গতবারে এগার লক্ষ টাকা, এবারে খরচ করছেন দশ লক্ষ আশি হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট যে বাজেট উপস্থাপিত করেছেন তার ছাত্রিশ ভাগের এক ভাগ খরচ করা হচ্ছে। যেসমস্ত ডিপ টিউবওয়েলের কথা বলা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা খরচ করেছেন গত বছর আটাত্তর লক্ষ ছেচাল্লিশ হাজার টাকা, আর এ বছরে সেখানে মাত্র দু' লক্ষ একুশ হাজার টাকা, অর্থাৎ মোট বাজেটের দু'শ ভাগের এক ভাগ খরচ করা হচ্ছে। যেখানে আজকে বাংলাদেশে কৃষির উন্নতি মূলতঃ নির্ভর করে জলসেচের উপর, সেখানে এই সেচ-ব্যবস্থাকে এইভাবে অবহেলিত করা হচ্ছে। আমি প্রায় দু' মাস পূর্বে পাঞ্জাবে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখলাম ডিপ টিউবওয়েল স্কিমে কিছু কিছু কাজ করা হয়েছে, এবং এই ডিপ টিউবওয়েল দ্বারা সেখানকার গ্রামের চাষীরা যথেষ্ট পরিমাণ জল চাষের জন্য পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকার যেখানে গতবছর আটার লক্ষ ছেচাল্লিশ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন, এ বছর সেখানে মাত্র দু' লক্ষ একুশ হাজার টাকা খরচ করছেন কেন? এই বিভাগে নয় ভাগের মত টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে কি কারণে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। সরকারের যদি সেচ বিভাগের দিকে দৃষ্টি থাকত তা হলে জলসেচের তিনটি ব্যবস্থার জন্য এত কম টাকা বরাদ্দ করতেন না। এর জন্য তাঁরা যা খরচ করছেন, অন্ততঃ তার কুড়ি গুণ

খরচ করা উচিত ছিল। তারপর সার ব্যবস্থার উপর কৃষির উন্নতি নির্ভর করে। আমি পূর্বেই বলেছি গত বছর এর জন্য ষাট ভাগ কমান হয়েছে, এবং এ বৎসরও সারের জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে তা খুবই কম। ১৯৫৭-৫৮ সালে বরাদ্দ ছিল দু' লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং এবার করা হয়েছে দু' লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা।

গত বছর সুপার ফসফেটের জন্য খরচ করেন দু' লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট বাজেটের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র খরচ করা হচ্ছে সারের জন্য।

তারপর কৃষিঋণ সম্পর্কে। কৃষকদের কৃষির উন্নতি করতে গেলে, আজকে আমরা জানি কৃষকরা ঋণের মধ্যে পড়ে, তাদের গরু, লাঙ্গল, বলদ সব বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। সেই অবস্থায় আমরা জানি পশ্চিম বাংলায় তেইশ লক্ষ কৃষক পরিবার যেখানে বাস করে, সেখানে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় সেই সকল কৃষকদের জন্য মাত্র আটাশ লক্ষ টাকা ঋণ বরাদ্দ করেছেন। যদি প্রতি পরিবার পিছু দেওয়া যায় তা হলে মাত্র এক টাকা করে পড়ে। আমাদের বাংলাদেশে ছাব্বিশ হাজারের মত গ্রাম আছে। যদি প্রতি গ্রামে দেওয়া যায় তা হলে একশ' টাকা করে এক-একটা গ্রামের ভাগ্যে পড়বে। তাতে আধখানাও কেনা যাবে কিনা সন্দেহ। একটা বলদ কিনতে গেলে কমসে কম দেড়শ টাকা পড়ে। এই যে গরু কেনবার জন্য বরাদ্দ করেছেন আটাশ লক্ষ টাকা, তার থেকেই প্রমাণ পাই কৃষি বিষয়ে এবং কৃষক যারা দেনায় ও ঋণে জর্জরিত সেখানে এই সামান্য টাকা বরাদ্দ করা মানে এই বিভাগ সম্পর্কে মন্ত্রিমহাশয়ের কত বড় উদাসীনতা, মৌলিক বিষয়জ্ঞানের অভাব ও চেতনার অভাব।

[3-30—3-40 p.m.]

তারপর আধুনিক যন্ত্র সম্পর্কে তিনি কিছু টাকা খরচ করেছেন, গতবারে সাত লক্ষ আশি হাজার টাকা আর এবারের বাজেটে দেখছি উন্নতধরনের যন্ত্রপাতির জন্য খরচ করা সম্পর্কে বরাদ্দ একেবারে তুলে দিয়ে বসে আছেন। জানি না এর কারণ কি? প্রত্যেক দেশে একথা বলে, কৃষির উন্নতি করতে গেলে উন্নতধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। আজকে তাঁরা বলেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা দেশকে আধুনিক যুগের সমস্ত বিষয়ে উন্নত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু সেখানে মান্ধাতার আমলের চাষের যন্ত্রপাতি যা ছিল, আজও তাই রেখে দিয়েছেন। গত বছর তিনি যে সামান্য সাত লক্ষ আশি হাজার টাকা যন্ত্রপাতির জন্য খরচ করেছিলেন, এবারে তাকে উন্নতধরনের যন্ত্রপাতির জন্য একটি পয়সাও খরচ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

তারপর ভাল বীজ আমাদের চাষীদের দেবার জন্য অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। সেই ভাল বীজ দেবার ব্যাপারে তিনি এবার দেখাচ্ছেন সেখানে যে টাকা খরচ করা হয়েছে, সেই খরচও গতবারের চেয়ে কমানো হয়েছে। সুতরাং কৃষকদের যে বীজ অত্যন্ত জরুরী, যার দ্বারা তারা ফলন বেশি বাড়াতে পারে। আজ যদি তাদের ভাল বীজ দেওয়া যায়, তা হলে ফলন বেশি হতে পারে একথা আমরা সকলে জানি। সুতরাং ভাল বীজ দেওয়া বাবদ খরচ কমিয়েছেন। সেদিক থেকে কৃষির উন্নতি দূরের কথা, ফলন বাড়ানো দূরের কথা বরং ফলন যাতে কমে, সেইভাবে তিনি বাজেটে টাকা বরাদ্দ করেছেন। কৃষকদের সম্বন্ধে একথা আমরা বহু বার বলেছি। কৃষকরা, যখন ফসল ওঠে, তখন অত্যন্ত দেনার দায়ে পড়ে; খুব কম দামে ফসল বেচে দিতে বাধ্য হয় এবং সেইজন্য আমরা আমাদের জেলা ডেভেলপমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলাম যে একটা ওয়্যারহাউস তৈরি করা হোক। সেই ওয়্যারহাউস যদি করা হয় তা হলে কৃষকরা আর ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সস্তা দরে মহাজনের দেনার দায়ে বিক্রী করতে বাধ্য হবে না। গতবারে চৌদ্দ লক্ষ টাকা এই ওয়্যারহাউসের জন্য বরাদ্দ ছিল, আর এবারে সেই জায়গায় মাত্র চার লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। অর্থাৎ মোট বাজেটের টাকার একশ' ভাগের এক ভাগ টাকা তিনি বরাদ্দ করেছেন।

সর্বশেষে আমি দেখতে পাচ্ছি কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য যেটা আমরা প্রত্যেকে জানি, তিনিও বলে গেছেন যে বাংলাদেশে প্রধান অর্থকরী ফসল হচ্ছে পাট এবং বাংলাদেশে এই পাট তিন লক্ষ একরে পূর্বে জন্মাত, বর্তমানে দশ লক্ষ একরে পাট জন্মাচ্ছে। তিনি হিসেবের

সঙ্গে একথাও বলেছেন যে বাংলাদেশ যাতে বেশী পাট সরবরাহ করতে পারে, তার ব্যবস্থা আমরা করব। আমি জিজ্ঞাসা করি পাট চাষীরা কেন সেই পাট প্রথম মাসেই আঠার-কুড়ি টাকা দরে বিক্রি করে দিয়ে আসে, যে পাটে উৎপাদন খরচা পড়ে পচিশ-ত্রিশ টাকা? মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় কি জানেন যে পাট-চাষী যাদের উপর নির্ভর করছে অর্থকরী ফসল, সেই অর্থকরী ফসল জলের দরে মহাজনদের কাছে তারা বিক্রী করতে বাধ্য হয়? মন্ত্রিমহাশয় কি এই অবস্থা থেকে পাটচাষীদের বাঁচাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না?

যেসমস্ত প্রধান জিনিসের উপর কৃষির উন্নতি নির্ভর করে, তা হচ্ছে ভাল বীজ, প্রচুর সার ও সেচের ব্যবস্থা। কৃষির মূল হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কৃষি-গোলা, ইত্যাদি এবং কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য। এইসমস্ত প্রধান বিষয়ের প্রতি আমাদের সরকার মোটেই দৃষ্টি দিচ্ছেন না। তার ফলে আমাদের কৃষি-সংকট কাটছে না, খাদ্য সংকটও দূর হচ্ছে না। এইসমস্ত বিষয়ে নজর দেবার জন্য মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Sj. Ramanuj Halder:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য কিছুক্ষণ আগে যা শুনলাম আর বাস্তবে যা দেখি তাতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ছোটবেলায় সংস্কৃতে একটা কথা পড়েছিলাম—রাজা চক্ষুষা কানঃ, কর্ণেন পশ্যতি। এখানে দাঁড়িয়ে কোন কথা বলবার আগেই একটা কথা মনে পড়ে যায়। মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয়লাল চ্যাটার্জি মহাশয় যে দিন এই কক্ষে স্মরণ করিয়ে দিলেন গ্রেস অ্যান্ড জাজমেন্ট কথাটা উল্লেখ করে। এই কথা আমরা শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি এবং সত্যই বর্তমানের প্রকৃত ঘটনাগুলি যা ঘটছে সমালোচনার ক্ষেত্রে তা বলা উচিত বলে মনে করি। তিনি সেদিন বক্তৃতা প্রসংগে আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা ডাক্তার ঘোষ সম্পর্কে একটা কথা অকারণ উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে লক্ষ্য করে দেখেছি যে বিজ্ঞ লোকেরা দলে পড়লে কেমন করে বিভ্রান্ত হয়। আমি তাঁকেই সেটা বিশেষ করে স্মরণ করতে বলি। কবির এটা বুঝা দরকার যে, তাঁর মত বিজ্ঞ লোকের কেন এমন হয়—কেন দল তাঁর স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে!

আমাদের দেশে প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক ভূমিহীন চাষী আছে; প্রায় নয় পারসেন্ট লোকের দুই একরের কম জমি আছে; আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় তেইশ হাজার বর্গমাইল এবং আমাদের বাংলাদেশের প্রায় ¾ ভাগ লোক কৃষিকাজে নির্ভরশীল। মৃত্যু আর জন্মের খতিয়ান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতি বৎসর প্রায় ৩৪ হাজার লোক বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশে ভূমির বিভিন্ন সমস্যা আছে এবং ভূমিগুলি নানাভাবে ভাগবণ্টন হয়ে রয়েছে। অন্যান্য সমস্যাও কিছু রয়েছে সন্দেহ নেই, তাতে করে আমরা দেখছি যে, দীর্ঘ কয়েক বৎসর চেষ্টা করেও আমাদের সামনে এই বৎসর সাত লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতির কথা বলা হচ্ছে। এ স্বীকৃতি কেন কর্মকুশলতার গৌরব বহন করে না। যদিও মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় এই আশা সামনে রাখছেন যে আগামী বৎসর না হলেও, তিন বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করবে। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে যে, যে সরকারী নীতি, যে কৃষিনীতি উপর থেকে চাপান হচ্ছে, যেসমস্ত কর্মচারীর দ্বারা, যারা গ্রামের মধ্যে আসছেন সাধারণ চাষীদের কাছে, যারা সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করেন নি, তাদের কাছে মাত্র মামুলি শিক্ষাধারায় চাষ করার কথা যদি বলা হয় তাহলে শেষপর্যন্ত জন্মান্ধের দুগ্ধের রঙ দেখাবার অবস্থাই হবে। যেদেশে কৃষির উপর শতকরা ৭৫ জন লোককে বাঁচতে হয়, সেই কৃষককে উপেক্ষা করে কেমন করে কৃষিপদ্ধতি চালু রাখবেন তা বুঝতে পারি না। মিঃ রিচার্ড বি, গ্রেগ তার আর্টিকেলএর দিকে, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[3-40—3-50 p.m.]

আমরা যেসমস্ত ফার্টিলাইজার প্রয়োগ করছি সেই প্রয়োগবিধিতে আমাদের ভবিষ্যতে কোন অকল্যাণ হতে পারে কিনা এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মত বলছেন "দেশে প্রচুর শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি

চাই। তাই ব্যাপকভাবে মাটিতে প্রচুর রাসায়নিক সার দিতে হইবে।" প্রয়োজনের তাগিদে ভারত সরকার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইসবই সাময়িকভাবে শস্যবৃদ্ধি করে যদি ক্ষেতের মাটি বিশ্লেষণ করিয়া যথাযোগ্য পরিমাণে এই ফার্টিলাইজার দেওয়া যায় এবং যদি উহার সংগে প্রচুর পরিমাণ জৈব সার মিশাইয়া জমিতে দেওয়া যায় তা হলে কিছু পরিমাণ ফসল ভাল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর নির্বিচারে এইসব সার দিলে সমপরিমাণ শস্যের জন্য ক্রমশ অধিক সার লাগে। সংগে জৈব সার না মিশাইলে ঐ সারে মাটির কেঁচো ও অন্যান্য উপকারী কীট ও বীজাণু কমিতে থাকে, বীজাণু কমিয়া গেলে মাটির বাঁধন বিগড়াইয়া যায় এবং ভূমি ক্ষয়প্রবণতা লাভ করে। আবার আমরা অন্যক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেশের পপুলেশন ভবিষ্যতে যখন বাড়ছে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা তা হ্রাস করা যাচ্ছে না, আমরা যে হারে ফসল বৃদ্ধি করছি সে বৃদ্ধি যদি রাসায়নিক সার প্রয়োগ দ্বারাই হয়ে থাকে, যেকথা মন্ত্রিমহাশয় জানালেন যে আঠার হাজার মণ রাসায়নিক সার আমরা প্রয়োগ করার সম্ভাবনা রাখছি, তা হলে ভবিষ্যতে আমাদের যে মৃত্তিকা তার সাধারণ উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাবেই এবং এসমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকায় যেসমস্ত মাটিতে অধিক পরিমাণে এই সার দেওয়া হয় সেখানে এর কুফল দেখা দিয়েছে। আমেরিকায় ভূমিক্ষয়ের আশংকা ভয়ানক হয়ে উঠছে। গত বছর আলোচনা প্রসংগে আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম মাসানির এক উক্তি থেকে। আজকে সরকার থেকে জনগণের কাছে প্রচার করা হচ্ছে যে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হোক। অন্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা বলছেন—ভারত গভর্নমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করছেন যে এই সার প্রয়োগের দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি আপাতত বৃদ্ধি পেলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা। তাতে জৈব সার, কম্পোস্ট সার প্রভৃতি প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কত পরিমাণ কম্পোস্ট সার, গ্রীন ম্যানিওর আমাদের সারা ভারতবর্ষে অজ্ঞ চাষীরা প্রয়োগ করে থাকে সে বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শুধু তাই নয় তিনি (মিঃ গ্রেগ) এমনও কথা বলেছেন অন্য এক ক্ষেত্রে যে মাটিতে বেশি পটাস দিলে উহা গাছে ও ফলে ঢুকিয়া মানুষ ও পশুর শরীরে যায়। উহা প্রস্টসিস রোগের কারণও হইতে পারে। এইসমস্ত উক্তি যদি বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের সামনে রাখেন তা হলে কেমন করে আমরা সরকারের উক্তির উপর, প্রচারের উপর, যে প্রচারগুলো সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকেদের দ্বারা প্রচার করা হয়, বিশ্বাস রাখি! আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার জমি উপর্যুপরি চার বছর অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং অন্যান্য সার প্রয়োগ করে দেখেছি মাসানীর কথা সত্য। মাত্র রাসায়নিক সার প্রয়োগ শুধু ভূমিকে ঊষর করে দেবে না; কয়েক বছর পরে মৃত্তিকার যে বাঁধন তা নষ্ট করে দেয় এবং বালুময় প্রস্তরে পরিণত করতেও পারে। তবুও আমি ধরে নিলাম সরকার যা বলছেন সেই মতেই যদি আমরা চাষ করতে থাকি আমাদের চাষীরা এত অশিক্ষিত যে ঠিক ঠিক কি পরিমাণ সার আপাতত দিলে, রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে, আমাদের ভূমির পক্ষে কল্যাণকর হবে তা তাদের পক্ষে, বুদ্ধিমত্তার সংগে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। সারের কথায় আমি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, ইতিপূর্বেও করেছি। সারগুলো কিভাবে প্রয়োগ হচ্ছে? আপনার প্রতি যথার্থ সম্মান রক্ষা করে আমি বলি, আপনি নিজে চলুন দেখবেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা আশি ভাগ টাকার অপচয় হয়। সার প্রয়োগ না করে দেখান হয় যে সার প্রয়োগ হয়েছে এবং সারের জন্য নগদ যে টাকা দেওয়া হয় তাতে দেখা যায় একজনের টাকা আর একজনে নেয়, মৃত ব্যক্তিকে পর্যন্ত টাকা দেওয়া হয়। যে কোন রকমে এই রাজকর্মচারীদের সহযোগিতায় ও যোগসাজসে এতখানি দুর্নীতি চলতে পারে এবং চলছে যে আপনারা দূর হতে তা বুঝতে পারবেন না।

টি, আর ওয়ার্ক ও ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কএর কথায় বলা হয় যে ফিফটি পারসেন্ট লোক্যাল কন্ট্রিবিউশন দিলে কাজ করে। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে জানাতে চাই যে স্কীমএর শতকরা ফাইভ পারসেন্ট যদি আপনারা প্রমাণ করতে পারেন যে ফিফটি পারসেন্ট কন্ট্রিবিউশন দিয়ে কাজ করা হয়েছে, তাহলে আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাব এবং নিজেকে ধন্য মনে করব। এ কাজ সাধারণত দরিদ্র মেহনতী মানুষদের উপরে রেটটা কমিয়ে দিয়ে কন্ট্রাক্টররা কাজ করিয়ে নেন। অসহায় দরিদ্র ভূমিহীন চাষী মেহনতী মানুষকে ঠকিয়ে মহত্ত্ব দেখান হচ্ছে। কাজেই এগ্রিকালচার স্কীমে যেসমস্ত খাল খননের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার

জন্য যাদের ভূমি নাই, সেই ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক যারা, তাদের অসহায়তা ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে যে কোন নিম্ন রেটে স্থানীয় কন্ট্রাক্টরেরা সরকারী কর্মচারীদের যোগসাজসে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে দরিদ্র মানুষদের রেট কম দিয়ে কন্ট্রাক্টরদের দ্বারা সরকার খাল কাটাচ্ছেন, বাঁধ বাঁধছেন এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাদের কোন সংযোগ যে নাই শুধু তাই নয়, সরকারের এক বিভাগের সাথে অন্য বিভাগের কোন নিকট সম্পর্কও নাই। ফলে, আমরা দেখি যে মথুরাপুর থানার চড়াগঙ্গার খালে বাঁধ দেওয়া গেল না। কতিপয় লোকের দুরভিসন্ধির জন্য (স্লুইস গেট) ভোল নষ্ট হওয়ার পর সেখানে যথাসময়ে বাঁধ দিতে পারা গেল না বা দেওয়া হল না। সেই খালে আজও লোনা জল ঢুকে আছে; এখন সেখানে মাছের চাষ করছে। মৎসচাষের উদ্দেশ্যে বন্দোবস্ত নেবার পরে লোনা জল খালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ছাব্বিশ হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট করা হয়েছে। বিভাগীয় কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন সুরাহা পাওয়া যায় নাই। কে কার দেখে! নির্বিকারচিত্তে চরম নিষ্ঠুরতা রক্ষা—পক্ষান্তরে নিষ্ঠুরতায় কর্তব্যপালনের নজির বহন করবে এই তো প্রত্যক্ষ পরিণতি!

আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হটুগঞ্জে যে "ডক্টরস পোলট্রি ফার্ম" করা হয়েছে, আমরা জানি মাননীয় শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী মহাশয় যখন এই সভার একজন সদস্য ছিলেন তখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রায় ভূমিহীনদের যে জমি নেওয়া হয়েছিল, যা কতিপয় দরিদ্র চর্মকারদের, তাদের তিনি ফেরত দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক বিভাগের শ্রদ্ধেয় মন্ত্রীর উক্তির প্রতি অন্য বিভাগের মন্ত্রী অবহিত নন। যে দরিদ্র লোকদের দশ-বার বিঘা ভূমি নেওয়া হল, একরকম ছিনিয়ে নেওয়া হল বলা চলে, সেই দরিদ্র মুচিদের আজও ভূমি ফিরিয়ে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে দেখছি গান্ধীবাদের মাধ্যমে হরিজনদের জমি চলে যাওয়ার ফলে যে পোলট্রি ফার্ম হয়েছে সেই পোলট্রি ফার্মে মুর্গী কোঁ-কোঁর-কোঁ করে চিৎকার করছে, আর বেচারা গৃহহীনরা আশ্রয়ের অভাবে ও দুঃখের জ্বালায় কেঁদে ফিরছে!

টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে যে কাজ করানো হচ্ছে, যেমন ডায়মন্ড হারবার ফলতা থানার সুদীর্ঘ "বলরামপুর খাল" তাতে বাঁধগুলি সুদৃঢ়ভাবে বাঁধা হয় নাই, তাতে লোনা জল রয়েই গেছে মিঠা জলের ব্যবস্থা করা হয় নাই। সেইজন্য বলা যায় যে সেটুকু কাজ করা হয় তা নিখুঁতভাবে করা হয় না। অথচ দেখা যায় লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় আমাদের চোখের সামনে হয়ে থাকে। ঠিকভাবে যদি টাকা ব্যয় হত তাহলে কাজও হয় এবং কৃষির কিছুটা মঙ্গল হয়। রাজকর্মচারীরা কর্তৃপক্ষের মর্যাদা রক্ষা করতে ও তাঁদের খাতাপত্র রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। চাষীদের কল্যাণের দিকে, জনসাধারণের কল্যাণের দিকে যতটা নজর দেওয়া উচিত তা দেন না। অথচ সরকারের বিঘোষিত কৃষিনীতি নাকি কৃষক সমাজের কল্যাণসাধন করা। সারা বাংলাদেশে যে কৃষক সমাজ রয়েছে তাদের কল্যাণই তাঁদের লক্ষ্য; এই কথাই তাঁরা বলে থাকেন। সেদিন মন্ত্রিমহাশয় গিয়েছিলেন বহরমপুরে। সেখানে যে অনুষ্ঠান হল তার প্রতি যদি লক্ষ্য করে আপনারা দেখেন তবে দেখতে পাবেন প্রকৃত চাষীদের নিয়ে কোন কাজ হয় নাই। "মাটিতে যাঁদের চলে না চরণ" এমন চাষীদের নিয়েই তাঁরা কাজে অগ্রসর হচ্ছেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করতে হয়েছে, অতি অল্পসংখ্যক যারা নাকি প্রকৃত চাষীদের প্রতিনিধি ছিলেন তাদের প্রতি কর্তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। যে কৃষক সমাজ তৈরি করা হচ্ছে, প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, তার সঙ্গে রাজকীয় বিভাগের কোন সম্পর্ক নাই। দু' বৎসর হয়ে গেল কৃষক সমাজ হয়ে গেছে, তার সঙ্গে রাজকর্মচারীরা যোগাযোগ স্থাপন করলেন না। আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি, দেশকে আমরা কম ভালবাসি নে, কিন্তু সহযোগিতা অন্যদিক থেকে যথার্থভাবে আসে না। এই যে কাকদ্বীপে কৃষক সম্মেলন হল, এই যে এত আয়োজন উদ্যোগ করা হল সেটা কি প্রকৃত কৃষক সম্মেলন, না, কংগ্রেসী নাগরিক সম্মেলন! এই রকম সম্মেলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য চাষী-জনসাধারণে কিভাবে গ্রহণ করে? এবং যে অবিশ্বাস, সংশয় ও দ্বিধাবোধ তাদের মনে দেখা দেয় তাতে আমাদের জাতীয় জীবনে পরম অকল্যাণ হয় বলে আমি মনে করি। আজও সামান্য বৃষ্টি হল না, সমস্ত আউশ ধান, সমস্ত পাট, সমস্ত রবি ফসল নষ্ট হল, চাষীর সংসার বিপন্ন হয়ে গেল; সুতরাং চাষী ও শ্রমিকের যে দুরবস্থা আজও দেখি তাতে তার স্বাধীনতা আজও পর্যন্ত মিলে নাই।

[3-50—4 p.m.]

ইংরেজের আমলে চাষীর অবস্থার প্রতি নজর দেওয়া হয় নাই, কিন্তু তথাকথিত স্বাধীনতার পর চাষীদের অবস্থা আজ দাঁড়িয়েছে—তাদের সে অবস্থাকে এক কথায় বলা চলে—
from frying pan to the fire.
অর্থাৎ তারা তো দরিদ্র ছিলই, এখন আরও দরিদ্র হচ্ছে। সেদিকে কারও নজর নাই। এগ্রিকালচারাল এস, ডি, ও, একজন করে আছেন। তাঁরা তাঁদের নথিপত্র ও অফিস কার্য ত্যাগ করে যথার্থ চাষীদের মধ্যে গিয়ে কেউ কি কাজ কিছু করেন? তাঁদের সে অবসর কোথায়? তারপর ইউনিয়ন অ্যাসিস্ট্যান্টদের কথা ধরা যাক। তাঁরা অর্ডিনারি ম্যাট্রিকুলেট, বিভাগীয় অভিজ্ঞতাহীন। তারা ইনস্যুরেন্সএর দালালি, বিয়ের দালালি করে, নানা অছিলায় কালহরণ করেন রুটি রোজগারের ধান্ধায়। কম্পোস্ট সার তৈরি করবার জন্য একটু সময়ও দিতে পারছেন না তাঁরা। সেইজন্য বলি বিভাগ থেকেই তাদের উপর একটা দায়িত্ব দেওয়া উচিত। উপর থেকে এতসব পরিকল্পনা, তাঁরা কিছু করে উঠতে পারছেন না! তাঁরা যা করা উচিত তার দিকে অগ্রসর হন না। ছোট ছোট যে খাল কাটা হয় তাও গ্রামের দলীয় লোকদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে লভ্যাংশের ভাগাভাগি করা হয়—এ আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। তাদের বিরক্তি-ভাজন হবার জন্যে একথা বলছি না, আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হতে একথা বলছি। আমরা সাধারণত লোনের ব্যাপারে দেখতে পাই যার লোন না হলেও চলে সে চাষী হিসেবে লোন নিয়ে চলে আসছে অথচ ভাগ-চাষী যার ঋণ পাওয়া বেশি দরকার তার ঋণ পাবার কোন বন্দোবস্ত নাই।

আমার আর একটা প্রস্তাব হচ্ছে ইউনিয়নে ইউনিয়নে পঞ্চাশ-একশ বিঘা জমি সরকারী ব্যবস্থায় উপযুক্ত কর্মচারীদের দিয়ে চাষের ব্যবস্থা করা। যেখানে সাধারণ চাষীরা গিয়ে চাষ-আবাদ প্রণালী শিক্ষা করবে এবং অভিজ্ঞ কর্মচারীদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। ভাল বীজ এবং ভাল সার উপযুক্ত সময়ে যেন সরবরাহ করা হয়। রেলওয়ের যে সমস্ত পরিত্যক্ত বা পতিত ভূমি আছে সেগুলি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য বলছি। আমার মতে সমবায় প্রথায় চাষের ব্যবস্থা করা উচিত এবং একটা ফসলের পরিবর্তে বিকল্প চাষের ব্যবস্থা করা উচিত এবং এক ফসলী জমিকে অন্তত দো-ফসলী ভূমিতে পরিণত করার আয়োজন করা উচিত এবং এজন্য ডিপ সাংক টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা উচিত। তা ছাড়া, চাষীদের পারিবারিক ব্যবস্থায় ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিকল্প উপার্জনের যে প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল তা আজ যেতে বসেছে। গ্রামে অনেক অসহায় মেয়েদের কিছু কিছু উপার্জনের উপায়স্বরূপ যে এক লক্ষ ঢেঁকি ছিল তার জায়গায় সরকারী ব্যবস্থায় হাস্কিং মেসিন দেওয়া হবে—এতে সরকার হয়তো ধরে নিয়েছেন যে গ্রামবাসীর উন্নতি হয়ে গেছে। কিন্তু এটা ভেবে দেখেছেন কি চাষের পর বাকি আট মাস কি করে চাষী পরিবারের চলবে? তারা কি কেবল টেস্ট রিলিফের কাজ করে কাটাবে? আর কতটুকু কাজই বা দেওয়া হয়? সেইজন্য তাদের উপার্জনের একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা উচিত। চাষীর আর্থিক সঙ্গতি না হলে কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গত ব্যবস্থা তারা কেমন করে করবে?

কৃষি-ঋণ সম্পর্কে পূর্বে আমার মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রভাস রায় যা বলেছেন আমি আর তদতিরিক্ত কিছু বলতে চাই না। তিনি বলেছেন উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ দেওয়া আবশ্যক। যে কুড়ি-পঁচিশ টাকা করে গরু কেনার জন্য ঋণ দেওয়া হয় তাতে গরু কেনা যায় না—কেবল গরুর লেজ কিনতে পারে। [হাস্য] তা ছাড়া চাষ যারা করবে, তাদের নিজেদের খাবার নাই, খাওয়ার টাকাই যাদের জোটে না, সে কোথায় টাকা পাবে সার কিনতে, বীজ সংগ্রহ করতে; কি আয়োজন নিয়ে সে চাষের কাজে অগ্রসর হবে? এইসমস্ত দিকে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক বলেই আমি মনে করি। সেচ ব্যবস্থার মধ্যে যত রকমের অব্যবস্থা দেখতে পাই, তার কারণ যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, সরকারী এক বিভাগের সঙ্গে আর একটি বিভাগের যোগাযোগ না থাকা। গভীর নলকূপ খননের যে প্ল্যান ইঞ্জিনিয়ার অখিল চক্রবর্তী মহাশয় দিয়েছিলেন সেই প্ল্যান গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। দেবতার জলের উপর নির্ভর করে আমাদের দিন কাটাতে হচ্ছে এবং তাঁর দয়ায় ফসল হচ্ছে

বলে আমরা বলি যে ভাল ফসল হয়েছে। তারপর ভাগচাষী যারা রয়েছে তাদের ঋণ দেওয়া দরকার। তাদের অনেক মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলে। তাদের দীর্ঘ কুড়ি-পঁচিশ মাইল পথ সাক্ষীসাবুদ ইত্যাদি নিয়ে আসতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ৪-৬টা দিনও পড়ে। এইসবের জন্য তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফসল ফলাতে পারে না। সময়ের এই যে অন্যায় অপচয় তা অবশ্য সাধারণত আমরা জানি যে আষাঢ় মাসের শেষ থেকে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি আমন ধান বপন করতে পারলে যথেষ্ট ফসল পাওয়া যাবে। কিন্তু তা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এইসব সহৃদয়তার সংগে লক্ষ্য করে অন্তরায় অপসারণ করা সমীচীন।

Sj. Saroj Roy:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি প্রধানত কৃষি বিভাগের অধিকারে যেসব ছোট ছোট সেচ কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে বলব। এতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু আজকে সরকারী তথ্যের ভিতর থেকে এবং তাঁদের বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে প্রমাণ করা যাবে যে এই সেচ পরিকল্পনা পশ্চিমবাংলায় চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল যে যেটুকু কাজ পশ্চিমবাংলায় হয়েছে তা অত্যন্ত অসমানভাবে সেই সেচের জল বিতরিত হচ্ছে। প্রথমে আমরা দেখতে পাই যে পশ্চিমবাংলার বর্ধমান জেলায় দামোদর বা ময়ূরাক্ষীর ভিতর যে বড় বড় সেচের কাজ হয়েছে তাতে সেইসমস্ত অঞ্চলেই বেশির ভাগ জল পাচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জায়গায় সেচের হিসাব যদি নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে কোথাও টু পারসেন্ট, কোথাও ফোর পারসেন্ট বা কোথাও ওয়ান পারসেন্ট জায়গায় জল দেওয়া হয়েছে। এগুলির হিসাব আমি দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাব দিতে চাই। সরকারের যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট, ওয়েস্ট বেংগল, ১৯৫৫, তাতে দেখা যায় যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবাংলায় চাষের জমির মাত্র একুশ ভাগ সেচের আওতায় এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হাউসে প্রফুল্লবাবু এবং অজয়বাবুর কাছ থেকে আমরা শুনতে পাই যে প্রথম পরিকল্পনায় তাঁরা একত্রিশ পারসেন্ট জমিকে সেচের আওতায় এনেছেন। কিন্তু আমরা যে হিসাব পেয়েছি তাতে আমরা জানি যে ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে টোয়েন্টি-ওয়ান পারসেন্টএর বেশি জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভবপর হয় নি। মালদহে ফোর পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট, কুচবিহারে ফাইভ পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট, নদিয়ায় ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট এবং নর্থ বেংগল ও ওয়েস্ট বেংগল প্রভৃতি বহু জায়গার কথা আমি জানি সেখানে টু পারসেন্ট বা থ্রি পারসেন্টএর বেশি জল পায় নি। অতএব সরকারের এই তথ্য প্রমাণ করে যে পশ্চিম-বংলায় যেরকম ইরিগেশনএর কাজ হয়েছে তার অত্যন্ত আনইভেন ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে। তা ছাড়া আপনারা জানেন ছোট ছোট সেচের কাজকে অবহেলা করার জন্য প্ল্যানিং কমিশনএর গত বৈঠকে পশ্চিমবাংলা সরকারকে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এমন কি, ফুডগ্রেনস এনকোয়্যারি কমিটির রিপোর্টেও বলা হয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় যেসমস্ত ন্যাচারাল ফ্লো অব ইরিগেশন আছে তাকে উদ্ধার করা হয় নি, বরঞ্চ অবহেলা করা হয়েছে। আমরা জানি যে পশ্চিমবাংলায় যেসমস্ত ছোট ছোট খাল, বিল, নদী নালা দিয়ে সেচের কাজ চলত সেগুলিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ লোকের সংগে আলোচনা করে দেখেছি যে তারা বলে যে ছোট কাজ করতে গভর্নমেন্ট রাজী নয়। এর কারণ হচ্ছে যে, ছোট কাজে অল্প টাকা খরচ হবে বলে সেখানে টাকা মারা যাবে না। সেজন্যই সরকার সমস্ত বড় বড় প্ল্যান গ্রহণ করেছেন।

[4—4-10 p.m.]

আমরা এখানে ব্যক্তিগতভাবে দেখছি ছোট সেচের কাজ যেটা পশ্চিমবাংলার পক্ষে সবচেয়ে বেশি দরকারী সেখানে সরকার কোনরকম লক্ষ্য দেন না। সেই ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে ১৯৫৬-৫৭ সালে এদের পরিকল্পনা ছিল ৮৬০টা স্মল ইরিগেশনএর কাজ করার কথা ছিল। তাঁরা বলেছিলেন এর ফলে এক লক্ষ সত্তর হাজার একর জমি জল পাবে। কিন্তু আমরা দেখি এর মধ্যে মাত্র ১৩৫টা স্কীমের কাজ এঁরা শুরু করলেন এবং এর মধ্যে চব্বিশটা ছিল পূর্ব বৎসরের। এর পরে বললেন মাত্র ৩৪ হাজার ৫১২ একর মাত্র জল পাবে—জল যে পাবে সেকথা তাঁরা জোর করে বলেন নি, তাঁদের ভাষায় তাঁরা বলেছিলেন 'আর লাইকলি টু বি

বেনিফিটেড'। আমি এই তথ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টএর বাজেটে যে হোয়াইট বুক দেওয়া হয়েছে তা থেকেই বলছি। যেখানে তাঁরাই প্ল্যান নিলেন ৮৬০টি স্কীম তাঁরা কার্যকরী করবেন, তারপর মাত্র ১৩৫টা স্কীম তাঁরা গ্রহণ করলেন—এর কারণ কি?

আরেকটা তথ্য আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি যে এগ্রিকালচার হেডএ সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ পুরুলিয়া শহরের জন্য মাত্র ছোট ছোট সেচের জন্য ধরা হয়েছে ৪৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। একে শুধু অবহেলা বলা চলে না একে পরিষ্কারভাবে বলা চলে ক্রিমিন্যালি এইসমস্ত জিনিস অবহেলা করা হয়েছে। আজকে পশ্চিমবাংলার জন্য ছোট ছোট সেচের পরিকল্পনা কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে, তা জনৈক অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার কপিল ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর বহু প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন যে পশ্চিমবাংলায় জমি কম; সেই অল্প জমি নিয়ে সেই জায়গায় ছোট ছোট সেচের কাজ করা যায় ডিপ টিউবওয়েল এবং দীঘি বা বড় পুকুর যেসমস্ত রয়েছে সেগুলি যদি আজ উদ্ধার করা যায় তা হলে আজকে ভালভাবে সেচের কাজ হতে পারে। কিন্তু এইসব পরিকল্পনা তাঁরা নেবেন না। আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস যদি দেখি তা হলে দেখব পূর্ব যুগে কি হিন্দুযুগে বা মুসলমানযুগে বাংলাদেশের সেচের কাজ হত প্রধানত গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট পুকুর, দীঘি ইত্যাদি থেকেই। কিন্তু সেগুলি আজ মজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার কাজে ক্যাপিটাল কস্টও কম লাগে এবং এতে চাষীরাও উৎসাহ পায়—কারণ এর ফল তারা তাড়াতাড়ি পাবে। এইসব ছোট ছোট সেচের কাজ যদি কন্টিনিউয়াস করা যায় তাহলে গ্রামের যেসমস্ত ক্ষেতমজুর আজ বেকার হয়ে আছে তারাও সেখানে একটা কন্টিনিউয়াস কাজ পেতে পারে। যদিও বড় সেচের পক্ষে আমরা বিরোধী নই—এরও দরকার আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট সেচের কাজও করার দরকার আছে। বড় কাজে ক্যাপিটাল বেশি লাগে কন্টিনিউয়েশনএর জন্য এবং একসঙ্গে অনেক লোককে নেওয়া হয়; আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে একই সঙ্গে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। এ থেকেও নতুন সমস্যা বাড়ে। বর্তমানে আমরা দেখি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট দশ হাজার টাকার বেশি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন না।

তারপর আরেকটা ডিপার্টমেন্ট আছে ট্যাঙ্ক ইম্প্রুভমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যেখানে এগারো হাজার টাকা খরচ হবার কথা সেইসব কাজ এই এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। এইরকম সমস্ত বাঁধাধরা নিয়মকে আজ পরিত্যাগ করা উচিত। ট্যাঙ্ক ইম্প্রুভমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে আজকে সাধারণ মানুষের অত্যন্ত খারাপ ধারণা আছে। তার কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থসম্পন্ন লোক, কংগ্রেসী নেতারা তাদের পুকুরগুলিকে সংস্কার করবার জন্য ট্যাঙ্ক ইম্প্রুভমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে কাজে লাগান। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করব যে, আজ যদি পশ্চিমবাংলায় চাষের উন্নতি করতে হয় তাহলে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা সর্বাগ্রে গ্রহণ করতে হবে।

Sj. Chitto Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ডাঃ আর আমেদ যে বিবৃতি এখানে পেশ করেছেন তারই একটা বিশেষ পয়েন্টএর উপরে আমি আমার বক্তব্য নিবন্ধ রাখব এবং স্থানীয়ভাবে আমি আমার নির্বাচনকেন্দ্রের দুই-একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব।

প্রথম বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহাশয় এখানে উল্লেখ করেছেন আজকে পশ্চিমবাংলা যে ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ তাতে যে পাট চাষ হয় তার পরিমাণ হচ্ছে দশ লক্ষ একর। যেখানে দেশবিভাগের আগে তিন লক্ষ একরের মত পাট-চাষ হত এখন সেখানে সাত লক্ষ একর বেড়ে গিয়েছে। এই যে একটা ঘটনা সেইটাকে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আমাদের বিচার করা প্রয়োজন। একটা দৃষ্টিকোণ হল যে, স্যার আপনি জানেন, যেকথা এর আগে মাননীয় সদস্য প্রভাসবাবু বলেছেন যে আমাদের গ্রামাঞ্চলের পাট-চাষীরা পাটের ন্যায্য দর পায় না। এমন কি একথা আমরা সকলেই জানি যদি পাট-চাষীর নিজের দৈহিক পরিশ্রমের খরচ ধরা হয় তাহলে একথা বলা যেতে পারে সেই পাট চাষের মধ্য দিয়ে চাষীর তো লাভ হয়ই না, তার

লোকসান হয়। জুট এনকোয়ারি কমিটি যা ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত হয়েছিল তাদের যে রিপোর্ট তাতেও এইকথা বলে যে পশ্চিমবংলার পাট-চাষী তারা পাটের ন্যায্য দর পায় না। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অনবরত পাট-চাষের জমির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, শুধু তাই নয়, এবার কিছুকাল আগে, বোধ হয় ১৪ই জুন তারিখে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ আমেদ বলেছেন যে, পাট-চাষীদের আরও উৎসাহবর্ধন করবার জন্য তাদের সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। সতের লক্ষ টন বেশি সার তাদের দেওয়া হবে যেখানে গত বছর দেওয়া হয়েছিল পাট-চাষীদের জন্য তের লক্ষ টন। কাজেই এইভাবে যদি পাট-চাষীদের বেশি পরিমাণে পাট উৎপাদন করবার উৎসাহ দেওয়া হয়, যদি তার ন্যায্য দর পাবার ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে পাট-চাষীদের সামনে সমূহ বিপদকে ডেকে আনা হচ্ছে। আরেকটা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা দরকার। আমাদের এই সাত লক্ষ একর জমি যেখানে ধানের বা অন্যান্য ফুড ক্রপএর পরিবর্তে যে পাটের চাষ হল তাতে দেশের কি লাভ, দেশের কি ক্ষতি হল। মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমি হিসেব করে দেখেছি যে সাত লক্ষ একর জমিতে যদি ধানের চাষ করা যেত তাহলে কম-পক্ষে আট লক্ষ টন প্যাডি উৎপন্ন হত। আর চালের হিসেব ধরলে তিন লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হত এবং খাদ্যসমস্যা এই আকার ধারণ করত না। স্যার, এর দ্বারা আমি এইকথা বলতে চাই না যে আমাদের পাটের চাষ করা অন্যায় হয়েছে। এটা আমাদের ডলার আর্নার হিসেবেতে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এ ক্ষেত্রে সাহায্য পাবার জন্য নিশ্চয়ই যোগ্যতা আমাদের আছে। কিন্তু, স্যার, আপনি জানেন যে, আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল ২৭৫ কোড অনুসারে যে আমাদের স্পেস্যাল গ্র্যান্ট পাবার কথা আছে তার পরিমাণ, নিশ্চয়ই পাট-চাষের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য বাড়াবার কোন কথা আমাদের সামনে আসে নি। শুধু তাই নয়, যখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমাদের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করবার জন্য চাল দাবী করি তখন তারা অস্বীকার করেন। এক লক্ষ পচাত্তর হাজার টনের বেশি চাল কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না। কাজেই এখানে কৃষিবিভাগের পক্ষ থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে একথা আরও জোরের সঙ্গে দাবী করা উচিত। যখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেতে ডলার আর্নার হিসেবে এই পাট আমরা দিচ্ছি, আমার ক্ষুধার বিনিময়ে, দুর্ভিক্ষের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমাদের আরও বেশী পরিমাণে সাহায্য আসা দরকার। সে সাহায্যে না আসলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর হতে পারে না।

[4-10—4-20 p.m.]

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আর একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বিশেষ করে, সেটা হচ্ছে কিভাবে দিনের পর দিন চাষযোগ্য জমি সংকোচন হচ্ছে। বিশেষ করে আমার জেলার কথা, আমার নির্বাচনকেন্দ্রের কথা বলছি। আমাদের ঐ অঞ্চলে দিনের পর দিন ইট-খোলা বেড়েই চলেছে এবং সেই ইটখোলা সাধারণত হয়ে থাকে চাষযোগ্য জমির উপর। একটা ফিগার মারফৎ আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। আমার ঐ অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি, সেটা আমি নিবেদন করছি। আমাদের বন্দীপুর ইউনিয়নের আয়তন সাড়ে পাঁচ বর্গমাইল। লোকবসতি চোদ্দ হাজার। সেখানে দেখা গেছে পনেরটা ইটখোলা হয়েছে। আরও চারটার নতুন লাইসেন্স দেওয়া হবে তার পরিকল্পনা চলছে। এই এক-একটা ইটখোলার আয়তন যদি ধরা যায় কমসে কম ত্রিশ বিঘা থেকে পঞ্চাশ বিঘা তাহলে বুঝতে পারবেন কিভাবে চাষযোগ্য ধানের জমি, পাটের জমি দিন দিন এই ইটখোলার জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আমি বারবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কাছেও চিঠি লিখেছি। কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেই চিঠির কোন জবাব আজ পর্যন্ত পাই নি। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন এই ইটখোলা তৈরি করবার ও নিয়ন্ত্রণ করবার একটা আইনও আছে তার বাই-লও আছে। এই বাই-ল তৈরি হয়েছিল ১৯৪৪ সালে—১৩-১৪ বছর আগে। তাতে দেখা যাচ্ছে পুরাতন যে বাই-ল তাতে সামান্য যে প্রভিসন আছে, তা যখন বেআইনী করে, লঙ্ঘন করে, ইটখোলার মালিক, তখন তার বিরুদ্ধে চাষীরা কোন সাহায্য পায় না। ফলে দিনের পর দিন আমাদের চাষীরা, কৃষকরা উচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমি ৩নং ধারার উপর আপনার দৃষ্টি

আকর্ষণ করছি—তাতে বলা হয়েছে কোন গ্রামের লোকবসতির পঞ্চাশ ফুটের ভিতর কোন ইট-খোলা করা যাবে না। আমাদের বারাসত মহকুমার প্রতিটা বড় বড় রাস্তার ধারে ধারে এক-একটা ইটখোলা গড়ে উঠেছে। সেই বাই-লর ৮নং ধারায় আছে, কোন ইটখোলা পাঁচ ফুটের বেশি গর্ত করতে পারবে না। আমি একটি ইটখোলার কথা জানি তার গভীরতা ২৫-৩০ ফুটের বেশি। সেই গভীরতা খাড়াভাবে থাকায় তার পাশের জমি ভেঙ্গে পড়ছে। ইটখোলার পাশের জমি অনেক সময় জলের দরে এমন কি জোর করে লিখিয়ে নেওয়া হয়, অথবা জোর করে সেই পাশের জমি দখল করা হয়। এই আইনে প্রভিসন আছে যদি কোন লোক অন্যায় করে, তাহলে বিচারে তার দশ টাকা থেকে একশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে। এক-একটা ইট-খোলার মালিক লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করে, সে জানে এই আইন মান্য করবার চাইতে লঙ্ঘন করায় লাভ বেশি হয়। সরকারী কর্মচারীকে দু-চারটি পয়সা ঘুষ দিয়ে দিনের পর দিন তারা এই আইন ভঙ্গ করে চলেছে। আমি বারবার এই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কোন ফল হয়েছে বলে মনে হয় না। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন লোক্যাল সেলফ-গভর্নমেন্টএর মন্ত্রী জালান সাহেবকে বলেছি। আজ পর্যন্ত তার প্রতিবিধান করবার জন্য সরকার এগিয়ে আসেন নি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এস. ডি, ও, কেউ কিছু করছেন না।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার কাছে নিবেদন ১৯৪৪ সালে যে বাই-ল হয়েছিল, সেই বাই-ল আর এখন চলতে পারে না। তখন যেটা হয়েছিল ইটখোলা কুটিরশিল্প হিসাবে, আজ সেটা লার্জ স্কেলএ প্রোডাকশন করে ইটখোলার মালিকরা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করছেন। আমার লাল বাতি জ্বলে উঠেছে, আর আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। এই আইনের পরিবর্তন সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করার দরকার আছে। আমার সাজেশন হচ্ছে চব্বিশপরগনা জেলার কৃষিবিভাগের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একটা তদন্ত হওয়া উচিত। কি পরিমাণ জমি এতে নষ্ট হচ্ছে, চাষীর কি ক্ষতি হচ্ছে, অনুসন্ধান করে এ সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

Sj. Ledu Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ আমাদের দেশের সামনে সব চেয়ে বড় সমস্যা অর্থনৈতিক সংকট এবং তার সমাধান সম্ভব দ্রুত কৃষির উন্নতিবিধানের মধ্যে। বড় বড় বহু অফিসার নিয়োগ করে বা কতকগুলি বিভাগ খুললেই কৃষির উন্নতি হবে না। কৃষির উন্নতির জন্য চাই যথার্থ পরিকল্পনা, সত্যিকারের কাজের আয়োজন, ব্যাপক গণ সংযোগ, উপযুক্ত সেবক ও কার্যকরী ব্যবস্থা। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারী কৃষি প্রচেষ্টায় তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এ বিষয়ে আমাদের জেলার কথাই বলি। হয়ত বলবেন পুরুলিয়া জেলা নূতন জেলা, এখনও ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু আর্থিক সমস্যা বা কৃষি সমস্যা জরুরী ব্যাপার, প্রায় দু' বছরে কিছুই করা হল না। তা হলে কত ত্রুটি ঘটছে। যুদ্ধের সময়ের গতিতে এই কাজ হওয়া উচিত। জাতির মরা-বাঁচার প্রশ্ন। যথার্থ কৃষি ব্যবস্থার জন্য নূতন দৃষ্টিভঙ্গী চাই; কায়েমী স্বার্থ পরিহার করা চাই। এই সরকারের কাছে তা আশা করা যায় না।

যথার্থ কৃষি ব্যবস্থার জন্য চাই কি? চাই সমবেত কৃষি প্রসার, নূতন ভূমি ব্যবস্থা, সমবায় প্রথায় লেনদেনের বহুল প্রসার। এর জন্য জনগণের মধ্যে উদ্যোগ সঞ্চার, জনগণের ভিতর থেকে লক্ষ লক্ষ কৃষি সেবক যথার্থ পঞ্চায়েতী কৃষি শাসন জনশক্তিতে জঙ্গল রক্ষা, অগণিত ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা, কৃষি বিষয়ে বিরাট গণশিক্ষার আয়োজন। কিন্তু সরকারের সেই গণ সংযোগ নেই, সেই দৃষ্টিভঙ্গী নেই। সরকারের কাছ থেকে নিতান্ত সাধারণ ব্যবস্থা তাও আমরা কিছুই দেখছি না। উন্নত ভাল বীজ আমরা কিছুই পাচ্ছি না। কৃষি প্রচারের কোন ব্যবস্থা নেই। সার প্রভৃতি কৃষি উপকরণ কিছুই যাচ্ছে না। উপযুক্ত ব্যাপক কৃষি ঋণ নেই, উপযুক্ত ব্যাপক সেচের ব্যবস্থা নেই। পাম্প সহায়তা বলতে কিছুই নেই। কৃষিবিভাগ নামে মৃতপ্রায় একটা কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। কৃষি বিষয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাও সরকারের অসামর্থ্যেরই পরিচয়। সুতরাং এই কৃষিকাজের জন্য আমরা কি সমর্থন জানাতে পারি? এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Bhikari Mondal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গ্রামের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে এবং সেখানকার চাষীর অবস্থা কি, এটা তো আমার খুব ভালভাবে জানা আছে।

তারপর যে বাজেট আমাদের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে, তাকে আমি যতদূর সম্ভব ভাল করে পড়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি, আবার এখানে বসেও বিরোধীপক্ষের সদস্যদের বক্তৃতা মন দিয়ে শুনেছি। বিরোধীপক্ষের বক্তৃতাগুলি মন দিয়ে শুনে আমার এইটুকু মনে হচ্ছে যে, সরকারের বিশেষ করে কৃষিবিভাগের যে কর্মকুশলতা, সেটাকে ঢেকে রাখবার জন্য বামপন্থীদের অদ্ভুত কুশলতা আছে এবং সেটা দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছি। তাঁরা যা বলেছেন, বিশেষ করে প্রথম দু'জন বক্তা যেভাবে বক্তৃতা দিলেন, তাতে আমি প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা বলেছেন সরকার যদিও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করবার জন্য বড় বড় কথা বলেছেন কিন্তু সেচ-বিভাগের জন্য অত্যন্ত কম টাকা ধরা হয়েছে, এবং সার বিতরণের ব্যবস্থা গ্রামের পক্ষে অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু আমি তাঁদের শুধু এই কথা বলতে চাই, তাঁরা যদি বাজেটের হিসাবটা একটু ভাল করে দেখেন, তা হলে বুঝতে পারবেন আমাদের সেচবিভাগের জন্য খুব কম করে টাকা ধরা হয় নি।

স্যার, আমি এইটুকু বলতে চাই স্বাধীনতা লাভের পর, সেচবিভাগ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বহু সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাতে মেজর ও মাইনর ইরিগেশন উভয়ই আছে এবং এইসকল সেচ পরিকল্পনার দ্বারা দেখা যাচ্ছে ১২ লক্ষ ৭৬ হাজার ২০ একর জমি উপকৃত হবে। সেই সকল বাদ দিয়েও আমরা যদি শুধু স্মল ইরিগেশনএর কথা ধরি, তাহলে দেখা যাবে স্বাধীনতা লাভের পর এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৪৩টি নূতন স্কীমের কাজ শেষ করা হয়েছে।

[4-20—4-30 p.m.]

এবং তাতে দেখতে পাচ্ছি প্রায় ১,২৭৬,৬২০ একর জমি উপকৃত হবে। এ ছাড়া দেখতে পাচ্ছি এ বৎসর ১১৯টি পরিকল্পনার কার্য গ্রহণ করা হবে। স্যার, বলা হয়েছে যে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন করা ও জলনিকাশ করা একটা বড় জিনিস। এ বিষয় আমি একমত এবং সকলেই নিশ্চয় একমত। বলা হয়েছে সরকারের দৃষ্টি এই দিকে যথেষ্ট কম রয়েছে। কিন্তু আমরা যদি একটু হিসাব করে দেখি তাহলে দেখতে পাব লাল বইএ লেখা আছে –

small irrigation, re-excavation of derelict tank, lift irrigation by pumping, and Deep tube-well irrigation plans

এই চারটি খাতে সরকার যে টাকা ধরেছেন তার হিসাব যদি ভাল করে দেখি তাহলে দেখা যাবে ১৯৫৬-৫৭ সালে খরচ ১৭,৩৭,৩৯৪ টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের রিভাইজড বাজেটে দেখা গেল সেটা বেড়ে গিয়েছে ২৩,৩৭,০০০ টাকা। ১৯৫৮-৫৯ সালে সেটা ধরা হয়েছে ২৭,০৭,০০০ টাকা। কাজেই এই দিকে তাকালে বুঝবেন যে সরকারের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন বা জলনিকাশ করবার প্রয়াস আছে এবং এই থেকে বুঝা যায় যে সরকারের এই দিকে যথেষ্ট চেষ্টা রয়েছে। একথা ঠিক পশ্চিমবঙ্গে যেসব স্মল ইরিগেশন স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে বা কাজ শেষ করা হয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার কাছে তা যথেষ্ট নয় বলে মনে করি। যেটা হয়েছে তার চেয়ে বেশি হওয়া দরকার ; তবে যেটুকু করা হয়েছে সেটা যে কম হয়েছে একথা বলা যায় না। স্যার, এখানে লিফট ইরিগেশন বাই পাম্পিং প্ল্যানএর কথা বলা হয়েছে। এই সম্বন্ধে আমাদের মেদিনীপুরে অনেক জায়গায় দেখেছি যে অটোমেটিক পাম্পএর দ্বারা—পাম্প বসিয়ে দিলেই জলের প্রেসারে জল উপরে উঠে আসে, পাম্প করতে হয় না—জল সরবরাহ করা হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা কিছু কিছু করেছে। সরকারের কাছে জানান হয়েছে তারা যেন এটার চেষ্টা করেন।

তারপর, স্যার, সারের কথা বলা হয়েছে। এই সম্পর্কে এটা বলা যায়, পি, এস, পি, দলের একজন সদস্য শ্রীরামানুজ বাবু, সার দুই রকমের, একটা রাসায়নিক আর একটা জৈব সারের কথা বলেছেন। তিনি একটা সারের ব্যবহারের কথা বলেছেন, সেটা রাসায়নিক সার। এই সার

ব্যবহার করে কোন কোন জায়গায় অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে আমি তার সঙ্গে একমত। এটা ঠিক এই অসুবিধার কারণ হচ্ছে কি মাটিতে কি পরিমাণ রাসায়নিক সার দিতে হবে সেটা ঠিক করতে হলে কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করতে হবে। তা না করে এটা ব্যবহার করলে খারাপ ফল হতে পারে। এই দেশে সেইরকম করার অসুবিধা আছে। কিন্তু জৈব সার ব্যবহারের পক্ষে অসুবিধা নেই। জৈব সার ব্যবহারে যে কোন জমিতে ফসল বেশি হতে পারে এবং এটা আমাদের দেশের চাষীদের পক্ষে ব্যবহার করাও সুবিধা হয়। সরকার যেন এই দিকে ভাল করে দৃষ্টি দেন। যদিও বামপন্থীদের তরফ থেকে বলেছেন যে সারের জন্য সরকার কম টাকা ধরেছেন, এটা ঠিক, তার উত্তরে এইটা বলতে চাই—হয়তো রাসায়নিক সার বিতরণ করার জন্য সরকার কিছু কম ধরেছেন, এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিশেষ করে দায়ী করলে চলবে না। কেন না কেন্দ্রীয় সরকার কম সার দিতে পেরেছেন, বেশি দিতে পারছেন না—এটা পরিষ্কার লেখা রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর জন্য দায়ী নয়। রামানুজবাবু যেকথা বলেছেন যে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার পেছনে বিশেষ অসুবিধা আছে এটা সত্য। তা ছাড়া রাসায়নিক সারের যে হিসাব আমরা পেয়েছি তাতে দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৫৫-৫৬ সালে রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছিল ২২,৯০০ টন এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে বিতরণ করা হয়েছিল ২৩,৪০০ টন, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৫৪,৩৫০ টন। এই বছর সরকার মনে করেছিলেন যে ৪৮ হাজার টন দেবেন, কাজেই খুব কম হবে বলে মনে হয় না। জৈব সারের কথা উঠেছে। এই জৈব সার ব্যবহার করলে চাষের খুব বেশী উপকার হবে। এই জৈব সার বিতরণের জন্য সরকার মোটেই কম টাকা খরচ করে নি। এ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৬-৫৭ সালে জৈব সার বিতরণের জন্য ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৬৪৩ টাকা খরচ করেছে এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার—এটা হল রিভাইজড বাজেট। এ বছর সেটা করেছেন ৫ লক্ষ ২ হাজার টাকা। কাজেই আমাদের সরকার জৈব সার বিতরণের জন্য একটুও কার্পণ্য করেন নি। কাজেই এ থেকে পরিষ্কার হচ্ছে যে সরকারের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্নের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রয়েছে। এরপর হল বীজের কথা। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াতে হলে কতকগুলি জিনিসের কথা উঠে। জলসেচ, উন্নত বীজ প্রয়োগ এবং সার। সেচ এবং সার বাদ দিলে বীজের কথা আসে। সরকার উন্নত ধরনের বীজ বিতরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। ১৮ হাজার মণ উন্নত ধরনের ধানের বীজ রেখেছেন আর গম রেখেছেন তিন হাজার মণ আর দু' হাজার মণ রবিশস্যের। এ ছাড়া দুর্গত অঞ্চলে যেসব জায়গা প্রকৃত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেইসব জায়গায় বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন ১০ হাজার মণ ধানের বীজ, ৫ হাজার মণ গমের বীজ এবং ৩ হাজার মণ রবিশস্যের বীজ, এক হাজার মণ বার্লি সর্ষে ইত্যাদি। এ ছাড়া এইসমস্ত বীজ উৎপন্ন করতে হলে বীজাগার খোলার দরকার। তার জন্য ৯০টি বীজাগার খোলার জন্য স্থান নির্বাচন করেছেন এবং তার মধ্যে ৫৬টি স্থান দখল করা হয়েছে ও ২৫টি স্থানে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। এ থেকে আমরা ৪৪ হাজার মণ উন্নত বীজ পাব বলে আশা করছি। কাজেই এ থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে সরকার কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি দিয়েছেন। এসব থেকে আমার মনে হয় যে বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা এই ব্যয়বরাদ্দ সমর্থন করবেন এবং আমিও এটা সমর্থন করি।

[4-30—4-40 p.m.]

Sj. Mangru Bhagat:

माननीय स्पीकर महोदय, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो बहुत ही विचित्र है। जलपाईगुड़ी जिले के अन्दर एक जगह है जिसका नाम किस्टाबर है। उस जगह पर पहले जंगल था। वहां पर इस्माइल नाम का एक किसान रहता था, जो उस जंगल को तोड़ कर आबाद किया था। वहां वह खेती करता था। मगर आज उस जगह से उस किसान को जबरदस्ती हटाकर वहां पर एक कोआपेरेटिव बनाई गई है, जिसका नाम विभूति चन्द्र राय कोआपेरेटिव रखा गया है उस जगह से किसान लोगों को हटाकर दूसरे किसानों को बैठाया गया है। उसके बाद पहलेवाले किसानों ने कहा कि हमने परती जमीन को

तोड़ कर आबादी की है इसलिए हम यहां से कैसे हट सकते हैं ? तो ७ फरवरी की रात में किसानों के घर में आदमी देकर ५०, ६० मन धान उठवा दिया गया। उसके बाद भी चिकुर चन्द्र राय बार-बार बोले कि तुम लोग जमीन को छोड़ दो। जब वे किसान उस परती जमीन को तोड़ना शुरू किये थे तो उनके दो आदमियों को शेर खा गया था। इतना होने पर भी उन लोगों को वहां से हटा दिया गया किन्तु आज तक उनको जमीन नहीं दी गई ताकि वे आबादी कर सके। यह कैसा जुल्म-जदबरदस्ती सरकार की तरफ से किसानों पर हो रहा है ? सरकार किसानों की उन्नति की बात करती है किन्तु किसानों की किस प्रकार से उन्नति हो सकती है ? इसलिए मैं यहा कहना चाहता हूं कि जो किसान ३ वर्ष से परती जमीन को तोड़कर खेती करते थे, आज उन्हें क्यो भगाया जा रहा है ? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जल्द से जल्द उन्हे खेती के लिए जमीन जरूर दे दे। जमीन सरकार की ओर से मिलने पर वे चास कर सकेंगे और अपनी उन्नति भी कर सकेंगे।

जमीन्दारी प्रथा पास करके जमीन्दारो को खत्म कर दिया गया, यह बड़ी अच्छी बात है। किसान इस बात को जानते हैं कि आज जमीन्दार नही रह गये है, भूमि का मालिक सरकार है। परन्तु इससे देखा जाय तो किसानों को लाभ क्या हुआ ? कुछ भी नहीं। जलपाईगुड़ी जिले में धोबगुडी थाने मे एक जगह है, जहा पर एक जमीन्दार की जमीन को वहां के किसान भागचास करते थे। उस जगह पर सरकार की तरफ से तहसीलदार गया और किसानो से कहा कि ये जमीन जिसपर तुम लोग चास करते हो, तुम लोगों की है, अब सरकार को खजाना दो। किसानो ने तहसीलदार को खजाना दिया। तहसीलदार के खजाना अदायी कर लेने के बाद वहा का जमीन्दार मिचुआ मुहम्मद सरकार की मदद से पाच किसानों के घर मे घुस कर समूचा धान ले लिया। भला बताइए स्पीकर महोदय ! किसान अपनी उन्नति इतने जोर जुल्म पर भी कैसे कर सकता है ? किसानो को आज खाना नही मिलता। अगर वे जगल काट कर परती जमीन पर भी खेती करते है, तो उन्हे वहा खेती करने नही दिया जाता। उन्हे वहा भर पेट खाने भी नही दिया जाता। आज वे अगर खेती करना चाहते है, तो उन्हे खेती के मुताबिक कृषि-भूमि भी नही दी जाती है। इसलिए स्पीकर महोदय ! आप देखे कि किसान अपनी उन्नति कैसे करें ? इसलिए यदि सरकार किसानों की उन्नति करना चाहती है, तो वह देखे कि कौन कौन सी जगहों में जमीन बेकार पड़ी है ? उन जमीनों पर किसानों को आबाद करे। वहा पर किसानों को काम करने दिया जाय। सरकार की तरफ से उन जमीनों पर खेती करने के लिए किसानो को पूरी सुविधा देनी चाहिए।

एक और घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हू। स्पीकर महोदय, उससे आपको पता चलेगा कि किसानों को आज भी कितना कष्ट है ? नागाकाटा थाने में सुखानी नामक एक बस्ती है। वहां के किसान एक साल से सींचाई के लिए पानी लिया करते थे। उसी से वे लोग खेती किया करते थे किन्तु वहा का जमीन्दार जिसका नाम इन्दोगोमान है वह किसानो से बोला कि इस खाल से पानी नही ले सकते हो। किसानों के पूछने पर उसने कहा कि यह हमारा हुक्म है। तुम लोग खाल से पानी नही ले सकते हो। किसानों ने कहा कि हम तो जानते थे कि यह सरकारी खाल है। सरकारी खाल होने के कारण हम लोगो को पानी लेने का अधिकार है। उस जमीन्दार ने थाने में जाकर किसानों के विरुद्ध रिपोर्ट किया और फिर पुलिस ने उन किसानों को गिरफ्तार किया। उनका चालान भी किया गया। भला कहीं इस प्रकार से किसानों की उन्नति हो सकती है ?

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों को काम करने दिया जाय। उनकी खेती के सभी साधनों को सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। सरकार की ओर से किसानों को लोन, खाने की चीजें और चाय के सभी सामान प्राप्त होने चाहिये। गवर्नमेन्ट की ओर से उनकी रोटी की व्यवस्था भी अच्छी तरह से होनी चाहिए।

किसान लोग कोआपरेटिव को समझते हैं। केवल मुनाफाखोर दुकानदार ही मुनाफा खाने के लिए उन्हें उल्टा-सीधा समझाते हैं। जिन दुकानदारों को मुनाफा कम होता है, वे ही लोग कोआपरेटिव की निन्दा करते हैं। वे ही लोग चाहते हैं कि जमीन्दारों को ही जमीन दिया जाय। ये लोग जमीन का फैसला करना चाहते हैं। चिकुर चन्द जो एक पान का दुकानदार था वह अब चाय करता है और किसानों के हटाने की माग करता है।

जल्पाईगुड़ी में बहुत से चाय के बगान है, जिनके जमीन्दार ही अभी तक मालिक हैं। बहुत सी जमीनें जो उन लोगों के अधिकार में है, बेकार पड़ी हुई हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार की तरफ से उन जमीनों को किसानों को देने का बन्दोबस्त किया जाय। किसान उन जमीनों पर खेती करना चाहते हैं किन्तु मालिकों की तरफ से जमीन नहीं दी जा रही है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस ओर अपना ध्यान अब दें।

Sj. Niranjan Sengupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আজকের এই বাজেট খাতের একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে ডাঃ আর আমেদ সাহেবের হরিণঘাটা দুগ্ধকেন্দ্র সম্পর্কে। হরিণঘাটা দুগ্ধকেন্দ্রের যাঁরা ঘি, মাখন ও দুধ খান এবং সেখানকার নানা সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন তাঁদের হয়ত ধারণাই নাই সেই সুখসুবিধার নিচে কি দারুণ অন্ধকার। যাকে লোকে কথায় বলে আলোকের নিচেই অন্ধকার এটাও ঠিক তাই। স্পীকার মহাশয়, হরিণঘাটা দুগ্ধ-কেন্দ্র যাঁরা চালু করে এতদিন ধরে খাটছেন এবং খেটে সেটা গড়ে তুলেছেন তাদেরই অবস্থা সম্বন্ধে আপনার মাধ্যমে কিছু বিবরণ রাখছি। সেখানে সাধারণ শ্রমিক যারা তাদের উপর দারুণ উৎপীড়ন চলছে। কথায় কথায় গালাগালি এবং বিভিন্ন রকমের উৎপীড়ন যাঁরা উপরে বসে আছেন তাঁরা করেন, এটা একদিন দু' দিনের ঘটনা নয়, বছরের পর বছর ধরে এইরকম চলে আসছে। আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে উপরে কিছু কিছু আবেদননিবেদন করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে শ্রমিকদের দিক দিয়ে কোন সুখ-সুবিধা বিধান সরকারের তরফ থেকে করা হয় নাই। আমি আপনার কাছে একটা কথা বলব হরিণঘাটা দুগ্ধকেন্দ্র শ্রমিকদের স্বার্থ সম্পর্কে : ১৯৫৬ সালের ১৩ই মে ডাঃ সিন্হা মিল্ক অফিসার ছিলেন, তিনি তখন বলেছিলেন শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডএর সুবিধা দেওয়া হবে। কিন্তু দু' বছর পার হয়ে গেল সে প্রভিডেন্ট ফান্ড এখনও চালু হল না। একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান যেখানে বহু শ্রমিক মেহনতের কাজ করে তাদের সেই মেহনতের পরিবর্তে সামান্য প্রভিডেন্ট ফান্ডএর সুযোগ না দেওয়ার কারণ কি তা আমি বুঝতে পারি না। বিশেষত ডিপার্টমেন্টাল হেড যিনি তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দু' বৎসর আগে, অথচ আজ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি মতন প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু হয় নাই—

[4-40—4-50 p.m.]

আর একটা কথা আমি বলছি যে ঐ ১৩ই মে তারিখে ১৯৫৬ সালে ডাঃ সিন্হা বলেছিলেন ২৪০ দিন যাদের চাকরি হয়েছে তাদের এবার থেকে পনের দিন আর্নড লিভ এবং ন' দিন অন্যান্য ছুটি দেওয়া হবে। এটা তাদের নোটিস মারফত জানানো হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গতর খাটিয়ে যারা খায় তাদের দিকে সরকারের যে নজর নেই হরিণঘাটা দুগ্ধকেন্দ্র তারই একটা প্রমাণ। কিন্তু তাদের এই যে পনের দিন আর্নড লিভ এবং ন' দিন অন্যান্য ছুটি দেওয়া হবে তার জন্য আবার সেই ছুটি পিরিয়ডএর জন্য কোন মাহিনা দেওয়া হয় না। এইরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে, তবে আমি তাদের নাম বলব না কারণ তাহলে তাদের উপর

অত্যাচার হবে, তাদের সাসপেনশন করা হবে। এই হচ্ছে সেখানকার নিয়ম। এবার আমি দু-একটা চার্জ-সীটএর কথা বলব যা তাদের অকারণে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সুন্দর নামে একজন জমাদার ও নায়ক নামে একজন চৌকিদারকে সামান্য কারণে চার্জ-সীট দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা কর্তৃপক্ষের মন অর্জন করতে পারে নি বলে তাদের উপর চার্জ-সীট দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ডাঃ সিক্কার আমলে যারা গোশালা পরিষ্কার করত তাদের আলাদা পোষাক দেওয়া হত, কেন না তারা নোংরা ঘাটত, কিন্তু আর আর সেই পোষাক দেওয়া হয় না। গরীব লোকেদের যাদের দু-একখানা কাপড় কিংবা সার্ট আছে তাও তাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারপর যেসমস্ত শ্রমিক মেসিনে কাজ করে তাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই। হরিণঘাটায় চশমা, গ্লাভস, গাম বুট প্রভৃতি কিছু দেওয়া হয় না। এইসব না দেওয়ার জন্য মেসিন ধোওয়ার সময় নোংরা জল চোখে পড়ে, বোতল সাফ করার সময় তা ভেঙে গিয়ে হাত-পা কেটে যায়, কিন্তু এদিকে সরকারের কোন নজর নেই। তা ছাড়া কাজের সময় যদি কোন শ্রমিক দুর্ঘটনায় পড়ে তাহলে তার জন্য তাদের ছুটি দেওয়া হয় না বা ছুটি দিলেও তার বেতন দেওয়া হয় না। তা ছাড়া শ্রমিকদের নিতাহারে কাজ করান হয়। কোন গ্রেড নাই, কোন ইনক্রিমেন্ট নাই, কোন-রকম ডি. এ. নাই। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে কোন মহার্ঘ ভাতা বা ডি.এ. নাই। তারপরে আরেকটা ব্যাপার আমি বলব সেটা হচ্ছে তাদের থাকার জায়গা, ছোট্ট একটু ঘর, খুব ছোট্ট পরিসর—হয়ত একজন লোক থাকার পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে আট-ন' জন লোক থাকে এবং সময় সময় ১৪।১৫ জন লোককেও থাকতে হয়। তাদের অন্যরকম থাকার ব্যবস্থা নাই। আমি এ খবর জানি যে অনেক শ্রমিক সেই গো-শালার গরুর সাথে এক ঘরে দিন কাটায়। সুতরাং এইসব কারণে আমি বলি যে হরিণঘাটা দুগ্ধকেন্দ্রে এখুনি তদন্ত হওয়া দরকার এবং তাদের দাবি যা আছে শ্রমিকদের কাজে নির্ধারিত সময় ঠিক করা, শ্রমিকদের কাজ অনুযায়ী মজুরি দেওয়া, এবং নিম্নতম বেতন ৭৫ টাকা দেওয়া এইসব দাবি কৃষিমন্ত্রী যেন মেনে নেন এই আমার অনুরোধ।

[4-50—5 p.m.]

Sj. Bhakta Chandra Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে যে কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া সরকারের পক্ষে স্বাভাবিক এবং আমি একথা বলতে চাই না যে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কিছু অস্বাভাবিক আচরণ করছেন। কিন্তু সেই সংগে সংগে একথাও বলতে চাই যে কৃষির সামগ্রিক উন্নতির বিষয়ে সরকারের যে পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল সেখানে ত্রুটি রয়ে গেছে। যেমন আমি বলব কৃষিঋণ। ক্যাটেল পারচেজ লোন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি একটা কথা বলব। ক্যাটেল পারচেজ লোন সরকার থেকে বিতরণ করার কথা হল অবশ্য লোনএর পরিমাণ এখন পর্যন্ত খুব অল্প। এটা বাড়ানোর খুব প্রয়োজন আছে। কিন্তু লোন দেবার পদ্ধতি অতি প্রাচীন পদ্ধতি, আজকের দিনে কোন নতুন পদ্ধতিতে লোন দেবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সরকার তা করছেন না। যেমন তিন একর পর্যন্ত জমি থাকলে এই লোন দেবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু যেসমস্ত কৃষক বিশেষ করে তপশীল জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক যারা চাষ করে, যাদের ছেলেরা, যাদের বাড়ির অন্যান্য মেম্বাররা ঠিক সরকারের কাছে এক্ষুনি চাকরির ব্যবস্থা হবার মত উপযোগিতা লাভ করে নি, যারা ভূমির উপর এবং কৃষির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তাদের কোন জমি নেই অথচ হাল আছে, পরের জমি চাষ করে এদের ক্যাটেল পারচেজ লোন পাবার মত কোন প্রভিসন বর্তমান আইনে নাই। কিন্তু বর্তমান আইনে এটা করার দরকার আছে। সরকার যখন সমাজের অত্যন্ত দারিদ্রতম কৃষককে সর্বপ্রথম এবং সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ দিতে চান যদি সমাজতন্ত্রের পথে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করতে হয় তাহলে এদের এই লোন পাবার মত প্রভিসন করবার ব্যবস্থা করা উচিত। হয় যাদের হোল্ডিং আছে তাদেরও লোন দিতে হবে অথবা যারা জমি চাষ করে, তা অপরের জমি হলেও, কতটা তারা জমি চাষ করে সেটার ক্যালকুলেশন করে তাদেরকেও লোন দেবার প্রয়োজন আছে। এটা অত্যন্ত জরুরী এবং এই সম্প্রদায়ের লোকেরা, এই ভূমিহীন চাষীরা যারা বরাবর লাঙ্গল ঘাড়ে

করে বসে আছে, যাদের গরুর প্রয়োজন আছে, যাদের গরু মলে সত্যিই তাদের গরু কেনবার মত অবস্থা নাই এদের লোন দেবার জন্য আইনের প্রয়োজন আছে—নতুন করে প্রভিসন করবার দরকার আছে।

আমার দ্বিতীয় কথা বলব যে সরকার এ বছর সারের বদলে টাকা দেবেন বলেছেন। সার দেওয়ায় বরং ভাল ছিল কারণ সার সকলেই পেতে পারতেন, কিন্তু টাকা এমন একটা জিনিস যেখানে অনেক রকমের সুবিধা-সুযোগ নেবার জন্য লোক জুটবে এবং কর্মচারীদের সঙ্গে যেকোন প্রকারে যোগাযোগ করে সত্যিকারের যারা চাষী, অভাবী লোক, সার দেবার জন্য তার টাকা পাবার দরকার আছে তা না পেয়ে কতকগুলি স্বার্থপর লোক এমন কি কতকগুলি ভেস্টেড ইন্টারেস্টেড ক্লাসএর লোক এই সুযোগ নেবে। এইদিকে কৃষিমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর আমি আরেকটি কথা বলব ফার্মিং সোসাইটি সম্বন্ধে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় বা সারা ভারতবর্ষে এখনও ফার্মিং সোসাইটি সম্বন্ধে সরকার খুব বেশি প্রচেষ্টা করেন নি। পশ্চিমবাংলায় ফার্মার্স কর্নার বলে একটা অর্গানিজেশন তৈরি হয়েছে বটে—এটা বলা যেতে পারে অর্গানাইজড অ্যান্ড প্রপোজড বাই গভর্নমেন্ট। সরকারের তরফ থেকে ঠিক কোন জবরদস্তমূলক আইন নাই বটে এই ফার্মিং সোসাইটির ব্যাপারে কিন্তু ফার্মার্স কর্নারএর মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন জায়গাতে ফার্মিং সোসাইটিগুলি যদি অর্গানাইজড করার চিন্তা করেন তাহলে ভাল হবে। কারণ এই ফার্মার্স কর্নার মারফতে সরকার তথা কৃষকদের অবস্থার সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সৃষ্টি করা যায় সরকার তার জন্য কি করতে চান, এবং কৃষকরা অর্গানাইজড অবস্থাতে কিভাবে সরকারের সাহায্য পেতে পারে, সকল রকমের ভুলভ্রান্তি, সকল রকমের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং চাষী এবং সরকারের মধ্যে এখন যা বর্তমান রয়েছে সেটা বন্ধ করা যেতে পারে। আমি এ বিষয়ে কৃষিমন্ত্রীকে অবহিত হবার জন্য অনুরোধ জানাব। কিন্তু আরকেটা কথা বলতে চাই, এই ফার্মিং সোসাইটিগুলো আমাদের বর্ধমান জেলাতে কিছু কিছু আপনা থেকে অর্গানাইজড হয়েছে। যেমন ছোরদা, বরপলাশন, প্রভৃতি স্থানে ফার্মিং সোসাইটি অর্গানাইজড হয়েছে এবং কয়েক বছর ধরে তারা কাজ কর্মও করছে। কিন্তু এখন তাদের ভয়ানক সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। এই ফার্মিং সোসাইটিতে যেসমস্ত কৃষক সম্মিলিত হয়েছে এবং তাদের সোসাইটি রেজিস্টার্ড করেছে তারা হয়ত কেউ দশ বিঘা, কেউ পনের বিঘা, কেউ পঁচিশ বিঘা, কেউ ত্রিশ বিঘা জমির মালিক; কিন্তু তাদের জমি একত্রিত হয়ে অধিক পরিমাণ জমি হয়েছে এবং তার ফলে সরকার হতে যেমন তার আইন হয়েছে তেমনি তারা এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স করেছেন। তারা পৃথক পৃথক থাকলে তাদের ইনকাম ট্যাক্স হতে পারত না, কিন্তু যেহেতু তারা ফার্মিং সোসাইটি করেছেন এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করতে যাচ্ছেন সেই হেতু তাদের জমির পরিমাণ বেশি হয়ে গেছে সুতরাং তাদের উপর ট্যাক্স বসছে। এটা আমি বলব কৃষি এবং ফার্মিং সোসাইটির পক্ষ থেকে ভয়ানক একটা অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। এই ফার্মিং সোসাইটির মধ্যে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টও আছে, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টও আছে। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের সম্বন্ধে রিপ্রেজেন্টেশনও হয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ বিষয় রিপ্রেজেন্টেশন হয়েছে। তিনি বলেছেন চিন্তা করবেন। আমি জানি ছোরদা সোসাইটিতে গত ১৯৫০-৫১ সালে প্রায় আট হাজার মত এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স বসান হয়েছে। তার পরের বছর আরও হয়েছে। যদি এইরকম হতে থাকে, এই-সমস্ত ফার্মিং সোসাইটি, যেগুলি চাষীদের উন্নতির জন্য সংগঠন করার প্রয়োজন রয়েছে সে সোসাইটিগুলি অচিরে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমি কৃষিমন্ত্রীকে বলব তারই দায়িত্ব বেশি আছে। যাতে এই ফার্মিং সোসাইটিগুলি উৎসাহ পেতে পারে তার জন্য তিনি যেন দৃষ্টি দেন। আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই যে এ বছর যা হয়েছিল যে অনেক জায়গায় অনাবৃষ্টির জন্য ফসল নষ্ট হয়েছে। তার প্রতিকার করবার জন্য সেচবিভাগ আছে, কৃষিবিভাগ আছে। সেচবিভাগকে আমি বলে দেখেছি সেচমন্ত্রী মহাশয় বলেন সেচ ডি. ভি. সি.র উপর নির্ভরশীল। আমি বলব সেচমন্ত্রী থেকে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব এই চাষ-আবাদ সম্বন্ধে অনেক বেশি আছে। আমি সেচমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী উভয়কে অনুরোধ করব চাষের সময় গোটা বাংলা দেশে অনাবৃষ্টিজনিত বা কোনপ্রকারে সেচের অসুবিধাজনিত কারণে যেন ফসল নষ্ট না হয়

সে বিষয়ে উভয়ে যেন অবহিত হন। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টএর লোকের মধ্যে যাতে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য চাষের সময় একটা কো-অর্ডিনেশন স্থাপিত হয়, সেদিকে সরকার যেন লক্ষ্য রাখেন। এই কো-অর্ডিনেশনএর অভাবে, সমবায়ের অভাবে চাষ নষ্ট হয়ে যায়।

Sj. Parimal Ghosh:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ কৃষিখাতে যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি উপস্থিত করা হয়েছে, তার সমর্থনে আমি আপনার মারফত কিছু বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন এগ্রিকালচার হচ্ছে আমাদের দেশের বেসিক ইন্ডাস্ট্রি। এই ইন্ডাস্ট্রিতে শতকরা ৭০ ভাগ লোক নিয়োজিত আছে। কিন্তু যে সেকশন কৃষিকার্য করছে, সেই সেকশনের প্রায় সকলেই আজ অবহেলিত। তার কারণ, বহু বছর ধরে তারা কৃষির উপর ডোমিনেট করছে, নিজেদের বড় মনে করেছে। কিন্তু আজকের দিনে এই নীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে, এবং সেইজন্য আমরা দেখতে পাই আজকে সরকার আমাদের এখানে নূতন নূতন কৃষি কলেজ এবং স্কুল অনেকগুলি খুলেছেন। যার ফলে আজকে মডার্ন এগ্রিকালচার সম্বন্ধে শিক্ষিত হয়ে সমস্ত যুবকেরা দেশের গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজে এগ্রিকালচার করছেন, চাষীকেও শেখাচ্ছেন। স্যার, আপনি জানেন বহু বছর ধরে এদেশে কৃষিকার্য চলে আসছে। তার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে কমপ্লেক্সিটি ঢুকেছে। অনেকগুলি ফ্যাক্টর আছে যা কৃষিকার্যকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। আজ সেই ফ্যাক্টরগুলি যদি দূর করতে না পারে, তাহলে কৃষিকার্য সফল হতে পারবে না, যে অসুবিধা আছে তা মেক-আপ করা যাবে না। প্রতি বছরই আমাদের দেশে পপুলেশন বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে ল্যান্ড রিসোর্সেস বাড়তে পারছে না। ১৯৫৭তে পপুলেশন পার ডে বেড়েছে হানড্রেড অ্যান্ড ফিফটিন; আর ১৯৫৮এ বাড়ছে নাইন হানড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি। কাজেই আজকে আমাদের দেশে যে লিমিটেড রিসোর্সেস অব ল্যান্ড আছে, তার উপর প্রোডাকশনের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে; তা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

স্যার, আজকে আমরা দেখছি পার ক্যাপিটা জমি হচ্ছে ৬৬ একর। যেটা উনি বলেছেন প্রত্যেকটা জিনিস যদি থাকে, রিসোর্সেস থাকে, যদি ঠিকমত ইরিগেশন ফেসিলিটিজ থাকে, যদি ঠিকমত ম্যানিওরিং ফেসিলিটিজ থাকে, ও অন্যান্য ফ্যাক্টর সব থাকে, তাহলে পার ক্যাপিটা এক একর জমি দ্বারা দেশের এই সমস্যা দূর করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের তা নাই। সেখানে আমাদের মাত্র ·৪৪ একর জমি আছে মাথাপিছু। কাজেই আমাদের অন্য কোন উপায় দেখতে হবে। আমি সমস্যাটিকে দু' রকম করে ভাগ করে নিয়েছি—প্রথম হচ্ছে, ল্যান্ড রিসোর্সেস যা আছে তা কি করে আরও বাড়ানো যায়, আর এক হতে পারে আমাদের যেসমস্ত ওয়েস্ট ল্যান্ড আছে তা রিক্লেম করতে পারি। তা করতে পারলে অনেক বেশি জমি পেতে পারি এবং সেই জমি থেকে আরও বেশি ফুড প্রোডাকশন হতে পারে। সেইজন্যই সরকার ঐ সোনারপুর-আরাপাঁচ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এর ফলে অনেক একর জমি আমরা উদ্ধার করতে পারব এবং তা থেকে বেশি ফসলও ফলাতে পারব।

তারপর দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে, ইনটেনসিভ ক্রপিং। এই ইনটেনসিভ ক্রপিংএর মধ্যে কো-অপারেটিভ ফার্মিংএর কথা এসে পড়ে। সে সম্বন্ধে কোন সদস্য কোন কথা বলেন নি। মডার্ন এগ্রিকালচারে কো-অপারেটিভ ফার্মিং অত্যন্ত জরুরী দরকার; এ সম্বন্ধে একটু পড়ে দেই

> "Co-operative farming by keeping the soil in good condition, by using improved impliments, by applying manures and fertilisers, by irrigation, by improved seeds, by crop rotation, by plant protection measures, and lastly, by controlling the weeds."

[5—5-20 p.m.]

স্যার, কো-অপারেটিভ ফার্মিং সম্বন্ধে আমাদের এই হাউসের সামনে পার্লে একটা বিল এসেছিল, সেটা হচ্ছে ল্যান্ড রিফর্মস বিল, সেই অ্যাক্ট অনুসারে আমরা যদি জমি কনসোলিডেশন করতে না পারি, একত্রীভূত করতে না পারি, তাহলে ঠিকমত এগ্রিকালচার

করতে পারব না এবং সেটা আনইকর্নামিক হোল্ডিং হয়ে পড়বে। যার ফলে আমাদের দেশে এগ্রিকালচারাল ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করা সম্ভবপর হচ্ছে না এবং তার জন্য আমাদের দেশে খাদ্যের ঘাটতি হচ্ছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমাদের যে কো-অপারেটিভ ফার্মিং হবে, তাতে ইন্ডিভিজুয়াল ওনারসিপ যেটা আছে, সেটাকে রেকনাইজ করে নিতে হবে। তাহলে আমরা একত্রে ভাল করে কাজ করে ফসল উৎপাদন করতে পারব। আমাদের দেশের চাষীদের এখনও সেই মেন্টালিটি আসে নি যাতে তারা সেইরকমভাবে একত্রীভূত হয়ে কাজ করতে পারে।

আমাদের দেশে মানুষের পপুলেশন ও ক্যাটেল পপুলেশন এত বেশি যে তাদের দ্বারা চাষ করুন ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অন্যান্য দেশের মত পার্শিয়াল মেকানিজম বা ফুল মেকানিজমএর দ্বারা চাষ করানো আমাদের এখানে সম্ভবপর নয়। আমাদের দেশে প্রচুর লোক এবং ক্যাটেলও প্রচুর রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা কৃষির উৎপাদন বাড়াতে পারছি না। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি কো-অপারেটিভ ফার্মিং সম্বন্ধে এইসমস্ত কথা বললাম।

এবার আমি সয়েল স্ট্রাকচার সম্বন্ধে কয়েকটা পয়েন্ট বলব যেটার উল্লেখ রামানুজবাবু করেছেন। একজন বৈজ্ঞানিকের বিবৃতিতে পড়েছিলাম যে দি ফেট অব দি সয়েল আজকে আমরা যদি কনস্টান্টলি ফার্টিলাইজার ইউজ করতে থাকি, জৈব সার না দিয়ে, তাহলে কয়েক বছর পরে আমাদের জমির স্ট্রাকচার খারাপ হয়ে গিয়ে সমস্ত জমি নষ্ট হয়ে যাবে।

স্যার, রিগার্ডিং ম্যানিওরস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারস সম্বন্ধে আমি বিশেষ করে বলতে চাই যে, ফার্টিলাইজার ইউজএর কতকগুলি লিমিটেশন আছে। আমি কমপোস্ট ম্যানিওর দেবার পক্ষপাতী। জৈব সার, যাকে বলে গ্রীন ম্যানিওরিং, এইরকম কতকগুলি জিনিস, যার দ্বারা আমাদের দেশে আগে চাষ করা হত, এইভাবে সার ব্যবহার করে যদি চাষ করা যায় তাহলে সয়েল স্ট্রাকচার ভাল হবে এবং ফসল উৎপাদনের শক্তিও অনেক বেড়ে যাবে।

এবার আমি এগ্রিকালচারাল এডুকেশন সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। হরিণঘাটা থেকে এগ্রিকালচারাল কলেজটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কল্যাণীতে, যেহেতু তার আশপাশে কোন ফার্ম নেই। কিন্তু তার ফলে এখান থেকে কল্যাণীতে ছাত্রদের যাতায়াত করতে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হবে। তাদের পাঁচ, সাত মাইল দূর থেকে যেতে হবে এবং তা ছাড়া আরও অনেক অসুবিধা হতে পারে। যারা কৃষিবিদ্যা গ্রহণ করে তাদের সকাল থেকে সারা দিন খাটতে হয়, কারণ তাদের প্র্যাকটিকাল কোর্স বেশি। কাজেই এই কলেজ যদি হরিণঘাটা থেকে কল্যাণী সিফট করে নিয়ে যায় তাহলে তাদের ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হবে। সুতরাং তাদের হস্টেল এবং ফার্মটা যাতে কাছাকাছি হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত।

স্যার, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে একটা এম-এসসি কোর্স হয়েছে, সেখানে একটা সাবজেক্ট পড়ান হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল বোটানি। সেই এগ্রিকালচারাল বোটানি ছাড়াও আরও ইমপরট্যান্ট সাবজেক্ট আছে যেমন হর্টিকালচার। আমাদের হরিণঘাটায় একটা ডেয়ারি আছে কিন্তু সেখানে এর বিশেষ ফেসিলিটি নেই এবং এখনও করা হয় নি। আমি আশা করি এই বিষয় আমাদের মন্ত্রিমহাশয় কিছু করবেন।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[*After adjournment*]

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Jagadananda Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহাশয় তাঁর ভাষণের মধ্যে কৃষি বিষয়ে যে চিত্র এই হাউসএর সামনে রেখেছেন তার উপরে আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা কিছু আলোচনা করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আমার প্রথম ও প্রধান কথা হচ্ছে কৃষির উন্নয়নের নামে যে বিরাট অঙ্কের টাকা দিনের পর দিন সরকার তার অযোগ্য বিভাগীয় কর্মচারীদের মাধ্যমে অপচয় করছেন কৃষিমন্ত্রী মহাশয় তার কোন খোঁজ খবর বোধহয় রাখেন না। এই বিষয় আমি

আমার কেন্দ্রের দু' একটি ঘটনা বলতে চাই। গত ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফালাকাটাতে বি ডি ও-র উদ্যোগে এক কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর জন্য গ্রামের সাধারণ কৃষক ও ছোট ছোট জোতদারদের নিকট থেকে বি ডি ও মহাশয় নিজে ও গ্রামসেবকের মাধ্যমে বেশ একটা মোটা অংকের টাকা চাঁদা তোলেন। অংকটা বোধ হয় ৭ শত কি ৮ শত টাকার মত হবে। অথচ কার্যতঃ দেখা গিয়েছে এই প্রদর্শনীতে ২—২½ শত টাকার বেশী খরচ হয় নি। এখানে দেখছি এই বাজেটে এগ্রিকালচারাল ডিমানসট্রেশনএর জন্য প্রদর্শনী ও মেলার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। এই মেলাতেও হয় তো সেই বরাদ্দ থেকে খরচ করা হয়েছে। এই সংগে সংগে তিন দিনের জন্য সেখানে ভিলেজ লিডারস ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়। এর উদ্দেশ্য গ্রামের কৃষকদের একত্র করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি শিক্ষা দেওয়া। বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় ৪০।৫০ জন কৃষক এই ক্যাম্পএ এসে যোগদান করে। এবং সেখানে বি ডি ও সাহেব এবং এন ই এস-এর কৃষি বিভাগের কর্মচারীরা দিনে তিন বার তাদের নিয়ে ক্লাস করতেন এবং বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সারের কথাই বেশী উল্লেখ করতেন। তবে বড়ই দুঃখের বিষয় সবসময় ঐসব নিরক্ষর গ্রামের ব্যক্তিদের কাছে অধিক সময়ে ইংরেজীতে প্রত্যেকটি জিনিসের নাম উল্লেখ করতেন এর ফলে তারা নিজেরাই বলতেন এবং তা নিজেরাই শুনতেন। আমি সেদিন সেখানে তিন দিনের শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল বাবু, ওসব কোন কাজের কথা নয়, শিক্ষার নামে শুধু ভূতুড়ে নাচ এরা শিখাবে কি। ওরা মাটি চিনে না, মাটির জাত জানে না, শুধু সারের কথা বলে। এখানে প্রধান অভাব হচ্ছে পাম্প অর্থাৎ ছোট ছোট সেচের ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থা না থাকার দরুণ আমরা হাড়ভাংগা পরিশ্রম করেও কিছু করতে পারি না। এই সেচের অভাবের জন্য গত বৎসর গ্রামের লোক মাত্র বিঘা প্রতি ২।২॥ মণ করে ধান পেয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিশেষ করে আমি কৃষি ও অধিক ফসল ফলাও আন্দোলনে—জলপাইগুড়ি জেলায় জলের বা সেচের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি জায়গার উল্লেখ করে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জলপাইগুড়িতে সেচব্যবস্থা নাই বল্লেই চলে। কয়েক লক্ষ টাকা সেচকর হিসাবে সরকার ওয়াসিল করেন অথচ জেলায় সেচের ব্যবস্থা শোচনীয়। জেলার কৃষকরা কয়েকটি বাঁধের জন্য জেলার পূর্তমন্ত্রী মহোদয় ও ডেপুটি কমিশনারকে বহুবার জানিয়েও কোনরূপ সুফল পায় নাই। মালবাজারের 'খুন নাই' নদী মালখানা এলেকার হাঁসখালী, ময়নাগুড়ি থানায় ঘোড়াহাগা ইত্যাদি নদীগুলি বিরাট জায়গা থেকে উৎপত্তি হয়েছে। বর্ষাকালে জল আসে কিন্তু শীতকালে জল থাকে না বল্লেই চলে। এই নদীগুলিতে পূর্বে বাঁধ ছিল। বাঁধগুলি সংস্কারের অভাবে ভেংগে যাওয়ায় এতদঞ্চলের ধান ও অন্যান্য ফসলের ফলন অনেক বেশী পরিমাণ কমে গেছে। এবং প্রতি বৎসর স্রোতের আঘাতে বহু জমিও নষ্ট হয়ে গেছে। এদের নিয়ন্ত্রণ করলে ও কয়েকটি বাঁধ দিলেই এই গ্রামগুলি যা রয়েছে তার জমির ক্ষয়ক্ষতি রক্ষা পাবে ও জেলায় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

খাল এলেকার নদী থেকে সেচের ব্যবস্থার ফলে উত্তর দক্ষিণ, মধ্য হাঁসখালী, মৌজাএর চেংমারী ও মাঝগ্রাম মৌজাসমূহ বিশেষভাবে উন্নতি হবে ও অধিক ফসল ফলবে বলে মনে করি। ময়নাগুড়ি এলেকার বাঁধটিতে গড়তলী জলপেন সপ্টিবাড়ী এলেকাসমূহেও অধিক ফসল ফলবে। ধূপগুড়ি এলেকায়, লাড়িয়ালটারী চৌহদ্দি বগড়ীবাড়ী, কুর্শামারীতেও অবস্থার উন্নতি হবে। কালামাঠা এলেকার উস্তা নদী, মুজনাই নদী প্রভৃতির বাঁধে উমাচরণপুর, শিব-নাথপুর, ফাউচাঁদপাড়া, লছমন ডাবরী ও ময়রাডাংগা মৌজাসমূহের বহু লক্ষ একর জমি ক্ষয় ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে। ফাল্গুয়া নদীর বাঁধ ও বড়বাক নদীতে বাঁধ ছোট ছোট সেচ পরি-কল্পনা হলে ফল ভাল হবে।

জলপাইগুড়িতে তোর্ষার বানে বহু জমি নষ্ট হয়ে গেছে এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ১৫০-৬০০ বিঘা জমি ভেংগে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু এর জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি এবং ২০০র মত কৃষক বেকার অবস্থায় পড়ে আছে। আমি এখানে আমার এই কথাগুলির সত্যতা প্রমাণের জন্য এইটুকুই বলতে চাই যে, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহাশয় ও উপমন্ত্রী মহাশয় ও কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য এবং সদস্যা এই হাউসের, গত ১৮ই তারিখে ফালাকাটা থানার নির্বাচন উপলক্ষে রাত দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে

বেড়িয়েছেন এবং কংগ্রেসকে ভোট দাও এই প্রোপাগান্ডা করেছেন। তখন ঐ অঞ্চলের খাদ্য সমস্যা, সেচের ব্যবস্থার অভাব ও কৃষির অসুবিধাগুলি নিজের চোখে দেখে এসেছেন এবং প্রতিশ্রুতি বা কথাও দিয়ে এসেছেন যে ভোটের পর সব অভিযোগ মিটে যাবে। আমার মনে হয় এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা নিশ্চয়ই সেকথা ভুলে যান নি।

আর একটা কথা বলি। এই জলপাইগুড়িতে আখের চাষের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। এই আখ চাষে উৎসাহ দিবার জন্য ডুয়ার্স অঞ্চলে একটা চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যাই হউক উত্তর বাংলা বা জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং জেলার প্রতি কৃষিমন্ত্রী মহাশয়ের যে দৃষ্টিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন বা গোড়ামীর পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমি এ মঞ্জুরীর তীব্র বিরোধিতা করছি।

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Sudhir Chandra Bhandari:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! আমরা কৃষি সম্পর্কে যদি ভাল কোরে বিশ্লেষণ কোরে দেখি গত ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তাহলে আমরা দেখতে পাব যে কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অবনতিই ঘটেছে এবং দিনের পর দিন কৃষির অবনতি ঘটছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ কোরে পশ্চিমবাংলার প্রায় ১ কোটি একর চাষের জমি আছে এবং যদিও বাংলাদেশে লোকসংখ্যা বেড়েছে—৩ কোটি লোক বাংলাদেশে আছে। সেই হিসাবে আমরা দেখি যে আমরা যদি কৃষির উন্নতি করতে পারতাম, ফসল যদি বাড়ত, তাহলে ঘাটতি হ'ত না। আজ ১১ বৎসরের পর আমরা দেখছি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজও অনেকটা শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ১৯৪৭ সালে যদিও ঘাটতি ছিল, তার চেয়েও আজ অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে ঘাটতি ছিল ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টন, তার পর থেকে ঘাটতি বেড়ে এবং উৎপাদনের অবনতি ঘটে দেখা যাচ্ছে ১৯৫৮ সালে ৭॥ লক্ষ টন ঘাটতি বেড়ে গেছে। আমাদের দেশে যদিও পূর্ববংগ থেকে লোক এসেছে তবু তাদের ভিতর অনেক কৃষকও এসেছে এবং আবাদযোগ্য অনাবাদী জমিও অনেক রয়েছে, তবুও বিরাট রকম ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু সত্যই যদি চাষের উন্নতি করতে হয়, খাদ্যে উৎপাদন যদি বাড়াতে হয়, তাহলে ভাল পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি সরকার যারা প্রকৃত চাষী তাদের চাষী বলে স্বীকার করছেন না। জমির মালিক যারা তাদের চাষী বলে বলছেন। যারা চাষের কাজ করে তাদের চাষী বোলে স্বীকার করছেন না এবং কোন রকম সাহায্য দিচ্ছেন না। যারা খেত মজুর, যারা বর্গাদার, যারা চাষ করে তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, ঘর বাড়ি নেই তারা ভিক্ষার পথে। তাদের দিয়ে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত হবে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিঘায় ৫ মণের বেশী ফলন হচ্ছে না। বিশেষ কোরে কৃষিকে যদি ব্যবসায় হিসাবে ধরেন তাহলে এটা বিরাট রকম ক্ষতিজনক কাজ। কৃষির কাজে এক বিঘা জমিতে চাষ করতে কমসে কম ৬০ টাকা খরচ হয়, আর ৫ মণের দাম বেশী হলেও ৫০ টাকা। যতটা চাষীরা খরচ করে তার সারা বছরের মধ্যে ততটা যদি না হয় তাহলে সে কাজ কি করবে? সেই কারণে চাষের বিরাট রকম পরিবর্তন দরকার। কৃষিক্ষেত্রে এই রকম লোকসান হচ্ছে। যারা একটু শিক্ষিত লোক, যাদের লাভ লোকসানের জ্ঞান আছে, এ রকম লোক চাষ করতে যায় না। যারা জমির মালিক তারাও চাষ করছে না। যারা বর্গাদার এবং খেত মজুর তারাই চাষ করে এই অবস্থায় সেই মান্ধাতার আমলের লাংগল যাতে ৩ ইঞ্চির বেশী মাটি খোঁড়া যায় না, ভাল গাছ করা যায় না এই নিয়েই তাকে কাজ করতে হচ্ছে। তাই সত্যই এই কৃষির উন্নতির দিকে লক্ষ্য করা দরকার। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সকলের চিন্তা করা উচিত যে কি হচ্ছে এবং এর পরিবর্তনের গুরুত্ব কতখানি। সেদিকে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

Dr. Dhirendra Nath Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! আজ কৃষি বিভাগের কথা বলতে গেলে তা অল্প সময়ে বলা সম্ভব নয়। কাজেই অন্যান্য বামপন্থী সদস্যেরা যা বলেছেন তার উপর নির্ভর কোরেই আমি

আমার কথাগুলি রাখছি। কৃষি বিভাগ সম্বন্ধে মন্ত্রিমণ্ডলীর যে বন্ধ্যানীতি তার ফলে দেশ আজ ক্রমেই দুর্ভিক্ষের কবলে এসে পড়েছে। আজ বেশী কোরে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। ক্রমশঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে খাদ্যশস্য ৪ লক্ষ টন কম ছিল সেখানে ৮ লক্ষ টন কম হচ্ছে এইটা সরকারী হিসাব। সরকারী হিসাবে দেখা যায় এই কয় বছরে পশ্চিমবাংলায় প্রায় ৫০ লক্ষ লোক বেড়ে প্রায় ৩ কোটির মধ্যে এসে গেছে। এই বাড়তি লোকসংখ্যাও খাদ্যাভাবের একটি কারণ হিসাবে সরকার দেখাতে চান। যাঁরা গ্রামে বাস করেন তাঁরা বস্তুব অবস্থা শহরের লোকের চেয়ে ভালই জানেন তাঁরা জানেন আজকে শতকরা ৯০ ভাগ লোক পেট ভরে খেতে পায় না। আমাদের দেশে কৃষির উপর শতকরা ৭৫।৮০ জন লোক নির্ভরশীল, এবং আমার জেলা পশ্চিম দিনাজপুরে বিশেষ কোরে শতকরা ৮০।৮৫ জন, কৃষির উপর নির্ভরশীল। সাধারণত এটা উদ্বৃত্ত অঞ্চল, গতবারও বাড়তি ফসল ফলেছে, এবারই ঘটতি হয়েছে, তা সত্ত্বেও জীবনে এবারকার মত দুভিক্ষের অবস্থা দেখি নি। এবার সেখানে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তাঁদের অপদার্থতার জন্য বিক্ষোভ রয়েছে এবং এই দুরবস্থা তাদের আরও যে কোথায় নিয়ে যাবে সেই কথা ভেবে জনসাধারণ স্তম্ভিত। আমি দীর্ঘ সময় বলবার পাব না, কিন্তু যে স্বল্প সময় পাব তার মধ্যে বলতে চাই যে, গত কয়েক বৎসর ভূমি সংস্কার আইনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তারই ফলে গ্রামবাসীরা দুর্ভিক্ষের দিকে এগিয়ে আসছে। লোকের দুরবস্থা চরমে উঠছে, এবং কৃষিজীবীরা মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে। বহু অঞ্চল থেকে বহু আবেদন করা হয়েছে, বহু ডেপুটেশন পাঠান হয়েছে, তবুও সরকারকে জাগান সম্ভব হয় নি। গত ডিসেম্বর থেকে যে নীতিতে সরকার এগিয়ে চলেছেন তার ফলে গত এপ্রিল মাসে দেখা গেছে যে কালিয়াগঞ্জে যখন হাজার হাজার লোক এসে দলবদ্ধভাবে বহু ওয়াগন ভর্তি ধান চাউলের চোরাই চালান ধরে ফেলে, এবং এই পথেই পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলে মুনাফাখোরেরা মুনাফা করে, সেখানে জনসাধারণ এই প্রথম বুখে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের জনসাধারণের নজর সেদিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং সরকারের চেতনা জাগাতেও সক্ষম হয়েছিল। গ্রামের লোকও সেজন্য ক্ষেপে উঠেছে যে আপ্রাণ খেটেও তারা গ্রাসাচ্ছাদনের সুযোগ পায় না। কৃষকেরা তাদের সারা বছরের শ্রমের ফল ফসল রক্ষা করবার জন্য একটু সাহায্যের জন্য সরকারী কর্মচারীদের কাছে সাহায্য চায়—তখন ঐ কৃষি বিভাগ ও সেচ বিভাগ তাদের দুর্বলতার কথা জানিয়ে দেয়। কৃষকেরা মরসুমের সময় হাল, গরু, সার, বীজ সব কিছুই দাবী করে। কৃষির উন্নতি তার সঙ্গে জড়িত। সে বিষয়ে দেখা গেছে সরকারের কার্যকর সাহায্য পাওয়া যায় না। সরকার শুধু মন্ত্রণা দিয়ে প্রোপাগান্ডা করেই নিশ্চিন্ত এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেন। সরকারের কাছে গেলে দেখা যায় তাঁরা কৃষকদের সামান্যতম সাহায্য করতেও অক্ষম। সার, বীজ, বা খোরাকের সাহায্য দিলে, হাল, গরু ও ঋণের সাহায্য দিলে, কৃষকেরা সক্রিয় হতে পারে এবং কৃষিকে সফল করে তুলতে পারে। তাই আমাদের আবেদন কৃষি বিভাগের পক্ষে কৃষকদের সঙ্গে তাদের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়া চাই, এবং তার সঙ্গে চাই খাদ্যমন্ত্রীর, অর্থমন্ত্রীর এবং সেচমন্ত্রীর সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা।

এই কল্যাণরাষ্ট্রের পুলিশমন্ত্রী সেদিন গর্ব করে বলেছিলেন যে আমার শিক্ষা বিভাগ থেকে পুলিশ বিভাগে টাকা কম নিয়েছি। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে কৃষিমন্ত্রীই পুলিশমন্ত্রীর চেয়ে অনেক কম টাকা নিয়েছেন। যদিও এটা কৃতিত্বের পরিচয় নয় কারণ কৃষি উৎপাদন কি ব্যক্তিগত জীবন কি জাতীয় জীবনএর পক্ষে মুখ্য প্রয়োজন। আমি তাই দাবী করি যে কৃষি বিভাগ, অর্থ বিভাগ, সেচ বিভাগ সহযোগিতা করে যাতে এটাকে ভাল করতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি দিন।

[5-40—5-50 p.m.]

Dr. Colam Yazdani:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী দেখালেন যে আমাদের দেশে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু সরকারের প্রথম পরিকল্পনার শেষে যে বই বেরিয়েছিল তাতে দেখা যায় যে এটা ঠিক নয়। সরকার থেকে বলা হয়েছে যে মালদহ জেলাতে ৩৪ হাজার ১৬৬ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে ৮ লক্ষ টন বেশী শস্য উৎপাদন হবে এবং আরও ৪৫ হাজার একরে

সেচব্যবস্থা করা হচ্ছে ও ৫৭১টি পুকুর সেচের জন্য খনন করা হচ্ছে। এর থেকে হিসাব করে আমরা দেখতে পাই যে, ৪ লক্ষ ১০ হাজার মণ খাদ্যশস্য বেশী উৎপাদন হবে এবং এর মধ্যে ধানই বেশী। এখন ১½ মণ ধান থেকে যদি এক মণ চাল হয় তাহলে হিসাব মত ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩৩৩ মণ চাল বেশী হবার কথা। আমি আর একটি সরকারী তথ্য থেকে এখানে একটা হিসাব দিচ্ছি। ১৯৫২-৫৩ সালে মোট যে চাল হয়েছে তার পরিমাণ হল ৪২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩৮০ মণ এবং এটা মালদহে হয়েছে। এখানে আমাদের পার্লামেন্টের সদস্যা শ্রীরেণুকা রায় মহাশয়া ৬ই জুন যুগান্তরের কাগজে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে আছে—"সরকারী হিসাব মতো মালদহে ১৯৫৬ সালে কিঞ্চিদধিক ১ লক্ষ ১৬ হাজার টন এবং ১৯৫৭ সালে ৭৫ হাজার টন চাউল হইয়াছিল।" এ থেকে আমরা হিসাব করে দেখছি যে ১৯৫৬ সালে মোট ৩০ লক্ষ ৫১ হাজার ৫০ মণ এবং ১৯৫৭ সালে মোট ২০ লক্ষ ২৫ হাজারের মতন চাল হয়েছে। অতএব আমরা দেখতে পাই যে যেখানে সরকারী হিসাব মত ১৯৫২-৫৩ সালে মোট ৪২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩০০ মণ চাল হয়েছে সেখানে ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রোডাকশন এত কম হয়ে যাবার কারণ কি? উৎপাদন তো বাড়েই নি বরং শতকরা ৪০ ভাগ কমেছে। সুতরাং এবিষয় আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে উত্তর আশা করছি।

আমরা দেখছি যে পাটের উৎপাদন বাড়ান হচ্ছে আগে যা হ'ত, ১৯৪৭-৪৮ সালে তার চার গুণ বেড়েছে। এই পাট নিশ্চয়ই দরকার ফরেন এক্সচেঞ্জএর জন্য। কিন্তু এটা হ'ল সর্ব-ভারতীয় ব্যাপার, তার তুলনায় আমরা ভারত সরকারের কাছ থেকে সেই অনুপাতে কিছুই পাই না। অথচ আমাদের বাংলাদেশে সাধারণ লোকের জন্য যে সর্ষের তেলের দরকার সেই সর্ষের এখানে চাষ কমে গেছে। যে রকমভাবে পাটের চাষ বেড়েছে সেই অনুপাতে সর্ষের চাষ বাড়ে নি। যার জন্য এখানে অবাঙ্গালী তেলের ব্যবসায়ীর সর্ষের তেলের দাম বাড়িয়ে আমাদের হয়রাণ করছে।

তারপরে আমি বলব এখানে আখের চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, এই চাষ যে রকমভাবে হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে না। তা হলে বেশী আখ হতো এবং নতুন নতুন চিনির কল খুলে আমরা অনেক বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারতাম। কিন্তু আখের চাষ বাড়ান হচ্ছে না। এবং গুড়ের জন্যও আমাদের অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হত না। আমি সরকারী হিসাব থেকে দেখাতে পারি যে আখের চাষ যেমন কয়েকটা জায়গায় খুব সামান্য বেড়েছে, তেমনি আরও দেখছি যে কয়েকটা জেলায় কমেও গিয়েছে—যেমন জলপাইগুড়ি, ২৪-পরগনা, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি, হাওড়া ইত্যাদি অঞ্চলে আখের চাষ কমে গেছে। এর একটা বড় সম্ভাবনা আছে আমাদের দেশে কিন্তু সরকার নজর দিচ্ছেন না।

তারপরে আরেকটা বিষয় বলব, সেটা হ'ল তামাক। এটা একটা অর্থকরী ফসল। এর চাষ অত্যন্ত কমে গিয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯৮৬ মণ তামাক হত, এবং ১৯৫২-৫৩ সালে ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪১৭ মণ তামাক হয়েছে। এর চাষ যদি বাড়ান হত তাহলে আমাদের দেশের জনসাধারণ বেশী টাকা পেত। আমি আর দুই একটি বিষয় বলব। মালদহতে আম অত্যন্ত বিখ্যাত, কিন্তু সেদিকে সরকারের কোন লক্ষ্য নাই যে তার কি উন্নতি হতে পারে। এইভাবে সরকার যে সমস্ত জিনিসের জনসাধারণের সত্যিকারের উপকার হয় তার দিকে লক্ষ্য দেন না—এমন কি ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনায় যাতে বেশী টাকা দেওয়া প্রয়োজন সে সমস্ত খাতে সরকার বেশী টাকা ব্যয় করেন না। কিন্তু আমরা বরাবরই এই সমস্ত বিষয় দাবী করে আসছি কিন্তু সে দাবী সরকার গ্রাহ্য করছেন না।

[5-50—6 p.m.]

Sj. Brindaban Gayen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ এগ্রিকালচার সম্বন্ধে আমি এখানে বিরোধী পক্ষ সদস্যদের বক্তৃতা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করেছি। আজকে তাদের কথা শুনে আমার এই কথা মনে হ'ল, তারা যেন মনে করতে চাচ্ছেন যে কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে তাঁরা যতটা আগ্রহশীল এবং

যে সমস্ত সাজেস্‌সন তাঁরা সরকারের কাছে দেন তা যদি সরকার কার্যকরী করতেন তাহলে আজ পশ্চিমবাংলার চেহারা অন্য রকম হ'ত। স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন বর্তমানে পশ্চিমবাংলার কিরূপ অবস্থা। পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যা ১৯৫১ সালে প্রায় ২॥ কোটির মত এবং তারপরে পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা এসেছেন ৩২ লক্ষের মত। এই হচ্ছে লোকসংখ্যা, অথচ আমাদের এখানে যে কৃষিযোগ্য জমি আছে তা মাত্র ·৯৭ লক্ষ একরের মত। লোকসংখ্যা অনুপাতে আমরা যদি কৃষিযোগ্য জমি ডিভাইড করি তাহলে দেখব পার ক্যাপিটা মাত্র ·৪৪ শত একরের মত পড়ে। অর্থাৎ ৬ বিঘার মত। কিন্তু আমরা যদি আমাদের এই লোকসংখ্যা এবং যে জমি আছে সেই জমি থেকে যদি ঠিকমত শস্য উৎপাদন করতে না পারি তাহলে আমাদের এই লিমিটেড কালটিভেবল্‌ ল্যান্ডস যার দ্বারা আমরা আমাদের এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আহার্য মেটাতে পারব না। সেইজন্য আমাদের উৎপাদন বাড়াতেই হবে। কারণ আমাদের যখন কালটিভেবল ল্যান্ডস যা আছে তা যখন বাড়ান সম্ভবপর নয়—সেইজন্য আমাদের উৎপাদন বাড়ান একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্যার, আপনি জানেন যে আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় আজ জনসংখ্যা কি হারে বেড়ে চলেছে। সেই জন্য আজকে উৎপাদন যদি আমরা বৃদ্ধি না করতে পারি তাহলে আমরা এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আহার্য কিছুতেই মেটাতে পারব না। সেই জন্য সরকারী কৃষি বিভাগ পরিকল্পনা করেছেন যে, প্রথমতঃ যদি আমরা কৃষকদের ভাল করে শিক্ষা দিতে পারি যে কি কোরে জমিতে প্রোডাকশন বাড়ান যায়। এর জন্য উন্নত বীজ ব্যবহার, উপযুক্ত সার প্রয়োগ এবং সেচ পরিকল্পনা, এবং উন্নত চাষ পদ্ধতি এবং কীট পতঙ্গ দমন—এই সমস্ত বিষয় যদি আমরা ভালভাবে কৃষকদের মধ্যে প্রচার করতে পারি তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই প্রোডাকশন বাড়বে। সেইজন্য আজকে বিভিন্ন থানাতে সীড ফার্মিং করে সেখানে উন্নত ধরনের বীজ কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। তা ছাড়া সয়েল টেস্ট করে কোন্‌ জায়গায় কিরূপ সারের প্রয়োজন তা কৃষি বিভাগ থেকে বিতরণ করা হচ্ছে।

আমি শুনলাম যে বিরোধী পক্ষের সদস্য রামানুজবাবু বলেছেন যে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা কমে যায়। কিন্তু, স্যার, সরকারের কৃষি বিভাগ এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তারা সয়েল টেস্ট করে দেখেছেন যে কোন্‌ জায়গায় রাসায়নিক সার দেওয়া প্রয়োজন এবং রাসায়নিক সার যদি জমির ক্ষতি করে, তবে তার জন্য অন্য বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন। সেজন্য তারা গ্রীন ম্যানিওর এবং কমপোস্ট সারের ব্যবস্থা করেছেন। রাসায়নিক সারের সঙ্গে গ্রীন ম্যানিওর এবং কমপোস্ট সার ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা বাড়ে। তাছাড়া সরকার একদিকে যেমন বড় বড় সেচ পরিকল্পনা করেছেন, যেমন দামোদর, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। তেমনি আবার অন্যদিকে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা সরকার থেকে করা হচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে মাত্র শতকরা ১৩ পার্সেন্ট জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল ১৯৫৭-৫৮ সালে আমরা সেখানে দেখছি প্রায় ৩০ পার্সেন্ট জমিতে আজকে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেইজন্য আজকে যে সরকারী কৃষি বিভাগ কিছু করছে না একথা বলা নিরর্থক বলে আমি মনে করি। তাছাড়া কেবল মাত্র সেচের ব্যবস্থা করলেই যে আমাদের কৃষির উন্নতি হবে সেটা ঠিক নয়। কারণ প্রকৃতির উপর আমাদের অনেকখানি নির্ভর করতে হয়—যদি ঠিক মত বর্ষণ না হয় তাহলে আমরা যতই সেচ পরিকল্পনা করি না কেন আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। স্যার, আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে নেপালের সমস্ত নদীর উৎস মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। নেপাল সরকার বরুণ দেবের কাছে প্রার্থনা এবং যজ্ঞ করবার জন্য সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন। সেজন্য যদি নদীর উৎসমুখ শুকিয়ে যায় তাহলে শুধু সেচ পরিকল্পনা করলেই আমরা জল পাব না। সেইজন্য প্রকৃতির উপর আমাদের অনেকখানি নির্ভর করতেই হবে। ১৯৫৭ সালে আমাদের এখানে খুব ড্রুট হয়েছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের কৃষি বিভাগের কর্মতৎপরতায় এবং সরকারের বিভিন্ন সেচ পরিকল্পনায় এবং উন্নত বীজ এবং সার প্রয়োগের ফলে ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রায় ৪৩ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। কৃষি বিভাগ কিছু করছে না এটা ঠিক কথা নয়। তাঁরা যদি কেবল সমলোচনা করবার জন্য শুধু বলেন তাহলে আমি বলব সেটা তাঁদের দলীয় স্বার্থের সুবিধা হতে পারে এবং জনসাধারণের কাছে তাঁদের

কথা খুব মুখরোচক হোলেও তাতে দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না। সরকারের হাতে যে সকল রিসোর্সেস রয়েছে, সেগুলি তাঁরা ঠিক মত ব্যবহার করছেন কি না, সেটা যদি লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে কৃষি দপ্তরকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারবেন না।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার কাছে আর একটি কথা বলবো যে নিরঞ্জনবাবু হরিণ-ঘাটা ফার্ম সম্বন্ধে বলেছেন যে সেখানকার কর্মচারীদের দাবীদাওয়া সরকার ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন না বা তা গ্রাহ্য করছেন না। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই কথা বলবো হরিণঘাটা ফার্মে যে সমস্ত কর্মচারী কাজ করেন তাদের দাবীদাওয়া সমস্ত যদি পূরণ করতে হয় তাহলে সরকারকে আর একটা নতুন দিক চিন্তা করতে হবে।

আজ এই হরিণঘাটা ফার্ম হতে কলিকাতা শহরে ও অন্যান্য অঞ্চলে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের জীবনে একটা এসেনসিয়াল জিনিস যে দুধ, তা সরবরাহ করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে হরিণঘাটা ফার্মের তরফ থেকে পাঁচশোটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র কলকাতা শহরে স্থাপন করা হয়েছে, এবং প্রতিদিন সেখান থেকে হাজার মণ দুধ কলকাতায় এনে, তা মধ্যবিত্ত পরিবারদের সরবরাহ করা হচ্ছে। এখানে আমার বক্তব্য, যেমন সেখানকার কর্মচারীদের দাবীদাওয়া সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন, তেমনি সস্তাদরে দুধ কলিকাতা সহরে মধ্যবিত্ত পরিবারদের মধ্যে যাতে সরবরাহ হতে পারে সেদিকেও মন্ত্রী মহাশয় নজর দেবেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি বোধহয় লক্ষ্য করেছেন যে বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রদ্ধেয় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেছেন যে, আমাদের সুষম খাদ্য ব্যবহার করা দরকার। সেইজন্য সুসম খাদ্য ব্যবহার করতে হলে আমাদের যেমন ভাতের কথা চিন্তা করতে হবে তেমনি অন্যান্য খাদ্যের কথাও চিন্তা করতে হবে। সেখানে দুগ্ধও একটা খাদ্য। সুতরাং হরিণঘাটা দুগ্ধ কেন্দ্র যেন কোন প্রকার গোলমাল বা অপ্রীতিকর ঘটনা কিম্বা ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটে, সেদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে, স্মল ইরিগেশন স্কীমগুলিকে সরকার ঠিক-ভাবে কার্যকরী করতে পারেন নি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি যদি একটু লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে, ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত ৪,৮৪৩টি স্মল ইরিগেশন স্কীম বা ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হয়েছে, এবং ১২ লক্ষ একরের মত জমি এই সেচের মধ্যে আনতে পারা সম্ভব হয়েছে। অতএব স্মল ইরিগেশন স্কীমএর দ্বারা ফসল উৎপন্ন হয় নি, একথা আজকে বলা ঠিক নয়।

তারপর আবার কেউ কেউ বলেছেন যে কৃষকরা তাদের উৎপন্ন শস্য কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য হন। তাঁরা ন্যায্য মূল্য পান না। কিন্তু আপনি জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কৃষি বিভাগ এ সম্বন্ধে খুবই সচেতন আছেন, এবং এ বছরের বাজেট যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে কৃষকদের এই উৎপন্ন ফসল রাখবার জন্য ৯০টি ওয়ার-হাউস স্থাপন করবার কথা আছে, যাতে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পায় তার ব্যবস্থা সরকার করছেন। আমি বিরোধী পক্ষ সদস্যদের বিনয় সহকারে এই কথা বলবো, তাঁরা যেন মনে না করেন যে তাঁরাই কেবলমাত্র জনসাধারণের প্রতি-নিধি, আর কেউ নয়।

আমি এই কয়েকটি কথা বলে এই কৃষি বাজেট সমর্থন করছি।

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনেছেন, আমরাও শুনেছি। তাঁর বক্তৃতা শুনে মনে হল তিনি ঠুটো জগন্নাথ, তাঁর নিজস্ব বলে কিছু নেই। তিনি এন ই এস নিয়ে, সি ডি পি নিয়ে বসে আছেন। তিনি স্বীকার করলেন ডিম আর কাঁচকলা। কিন্তু এই ডিম খুঁজলে পাবেন না। এখানে হর্টিকালচার পাওয়া যেতে পারে আর কাঁচকলা যা বাংলা দেশের জানা আছে।

আমি এখন দু-একটা কথা আপনার কাছে বলবো। বাংলাদেশের কৃষিসমস্যা যে প্রধানতম সমস্যা, এটা আমি তাঁর কাছে কয়েকটা ঘটনা দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করবো। সকলেই জানেন বাংলাদেশের কৃষকদের কি দুরবস্থা। এর মূলে কৃষি সংকট জড়িত এবং তার বহু কারণ রয়েছে। তার দু-একটা দিক বিবেচনা করবার প্রয়োজনীয়তা আছে, তা সকল সদস্যই বলেছেন।

স্পীকার মহাশয়, আপনার বাড়ী নদীয়া জেলায় আপনি অনুভব করবেন, উঁচু জমিতে আজকে যদি ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে না হয়, তাহলে শস্যের উৎপাদন ব্যাহত হবে, এবং এর জন্য আমাদের কৃষিমন্ত্রী মহাশয়কে দায়িত্ব নিতে হবে।

[6—6-10 p.m.]

ইনি কেবল ধান, পাট, আখ দেখিয়ে মশগুল থাকতে পারেন। কিন্তু আরো অনেক ফসল জলের অভাবে হয় নাই। অগ্রহায়ণ মাস থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত জমি পতিত পড়ে থাকে জলের অভাবে—সেটা তিনি বোঝেন। উনি চাষ সম্বন্ধে কিছুই বোঝেন না। উনি দাঁতের ডাক্তার, এখন এসেছেন চাষের ব্যাপারে। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। করা যাবে কি! ছোট ছোট সেচের দ্বারা আমরা আরো অনেক বেশী ফসল ফলাতে পারি। অথচ কত লক্ষ লক্ষ টাকা না বাজেটে বরাদ্দ হয়ে থাকে। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪-পরগনা জেলায় সমস্ত জমি দীর্ঘ সময় পড়ে থাকে জলের অভাবে। যদি প্রতি ইউনিয়নে দুটি করে পাম্পের ব্যবস্থা হয়, তাহলে সারা বছর ফসল উৎপন্ন হতে পারে। ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি বদলাতে হবে। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে সরিষা হতে পারে, ধনে হতে পারে, লংকা হতে পারে যদি সেচের ভাল ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু আপনারা সেদিকে মোটেই নজর দিচ্ছেন না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ফার্মিং সম্বন্ধে। তিনি নিজে বলেছেন একশোটি ফার্মিংএর মধ্যে ৪৬টি চালু হয়েছে। আমি বলবো—এই এসেম্ব্লী থেকে বেরুলে আপনাকে গ্রেপ্তার করা উচিত। সাড়ে তের হাজার একর জমি আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন, উৎপাদন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। একটি ফার্মিং হয়েছে ৭৫ বিঘা, আগাগোড়া ঘিরে ফেলেছেন। তার মধ্যে কৃষকদের সব ভাল ভাল জমি নিয়েছেন, কারো ৫ বিঘা, কারো ৩ বিঘা এই ভাবে নিয়ে বসে আছেন। কি হচ্ছে? ঘেরা আছে। কিছুই হয় নাই। বিচালি কাটবার যন্ত্র দেখাচ্ছেন। এই জমিতে কৃষক ফসল ফলাতে পারতো, তা তারা তৈরী করতে পারছে না। সব নষ্ট হয়ে গেল। এর জন্য দায়ী কে? বাইরে গেলে তাঁর গ্রেপ্তার হওয়া উচিত। তা হচ্ছে না।

তারপর এগ্রিকালচার লোন—বেশীর ভাগ লোক গ্রামে থাকে, তাদের কি দুরবস্থা হচ্ছে। গরু কেনার টাকা—১১টা ইউনিয়নে ৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ভেবে দেখুন—১১টা ইউনিয়নে ৯ হাজার টাকায় কয়টা গরু হবে? সেই টাকা কয়জনে কাজে লাগাতে পারবে? ৬০ টাকা, ৫০ টাকা, ৩০ টাকায় যে একটা গরু হয় না, সেকথা গরুতে বুঝলেও আমাদের মন্ত্রী-মহাশয় সেকথা বোঝেন না। একজোড়া চাষের গরু কিনতে কমপক্ষে দু-তিন শো টাকা লাগে। সেখানে এঁরা ১১টা ইউনিয়নের জন্য ৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করে কোথায় নিয়ে যেতে চান—একবার আপনারা ভেবে দেখুন।

তারপর গ্রুপ লোনএর কথা দেখুন। সমস্ত অঞ্চলে, বারাসত অঞ্চলে সেখানে কংগ্রেসকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এখানে থাকলে সুবিধা হয় না, বাড়ী গেলে লোকে চেপে ধরে—আমরা চাষের কি করবো? সমস্ত জায়গায় কৃষকরা চাষের জন্য ছুটোছুটি করছে। তিন বিঘা জমি ৫০ টাকায় বেচে দিয়ে বসে আছে। আপনি যদি সেখানে ১০ হাজার টাকা নিয়ে যান, তাহলে কৃষকরা কি পেতে পারে? একজন বললেন—যারা আসবে তাদের ৫ টাকা করে দিয়ে দেব। কি চমৎকার ব্যবস্থা! আমাদের কর্মচারীদের এই সিদ্ধান্ত! এত মানুষ এসেছে, এত কম টাকা, সে টাকা কি করে দেওয়া যেতে পারে? আমি দেখেছি নিজেরা থেকে বিলি করতে গিয়ে ২০ টাকার বেশী দেওয়া যেতে পারছে না। চাষীদের ব্যাপারে ২০ টাকায় কি সাহায্য হতে পারে? এই জিনিসগুলি যদি এমন ব্যাপকভাবে, তীব্রভাবে যদি বিবেচনা না করেন, তাহলে কৃষির ব্যাপারে সামগ্রিক ব্যবস্থা করা ও সামগ্রিক সাহায্য করা কোন উপায়ে সম্ভব হয়ে উঠছে না।

সারের কথা না বলাই ভাল। আগে কিছু সার কৃষকরা পেত, সেই সারটা অন্ততঃ জমির পেছনে লাগান যেত। আজকে আপনি ব্যবস্থা করেছেন কি, সার, দোকান থেকে কিনে নিতে হবে, গভর্নমেন্ট টাকা দেবেন। অর্থাৎ কিছু লোকের লুঠের এসুবিধা হচ্ছিল—কারণ সার তো গিলে খেতে পারে না, আর সার যে কেউ কেনে না; কৃষকদের কাছেই বেচতে হবে এই কৃষকদের কাছ থেকে দাম নিয়ে মুনাফা করতে পারছিল না। অতএব এই বিভাগ থেকে ঠিক করে দেওয়া

হল কিনা, না সার বিতরণ করা হবে না, কি করতে হবে তাহলে: না এখানে আমরা টাকা দিয়ে দেবো, তাহলে লোক ঠিক আসবে। গ্রামের লোকেরা যাদের গরু কেনার দরকার নেই, চাষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তারাই গরু কেনার টাকা নিয়ে বেড়ায়, সেই লোকগুলি আবার সারের জন্যও আসবে। আপনার বিভাগে লুঠের ব্যাপার হবে। আমি আপনাকে অনুরোধ করি, আপনার আমার থেকে বয়স বেশী, অনেকদিন গ্রামেও থেকেছেন, আপনি ভেবে দেখুন যাকে আপনার দেওয়া উচিত এবং সার দেবার সাথে সাথে ঋণ হিসাবে যে সার দেবেন সেই সার আবার জুলুমে পরিণত না হয়। কারণ আমি দেখলাম ঘাটালে সেই সারের ঋণের জন্য, গত বৎসর জানেন বৃষ্টি কম হয়েছে, ফসল কম হয়েছে, আজকে সেখানে সার্টিফিকেট জারী করা হচ্ছে। বিমলবাবু তবুও বলেছেন খাজনার জন্য যেখানে এরিয়া সেখানে চাপ দেবেন না, আপনাকেও বলি একথা বিবেচনা করুন। তেমনি আমরা বলবো, ঐ খোলাপোতা অঞ্চলে, যেখানে কৃষকরা সহ্য করতে পারে নি, তাদের সামান্য সামান্য জমি, যে জমিটুকু সবচেয়ে ভাল ছিল, সেখানে আপনারা ফার্ম করে বসে আছেন। আমি বলি না যে তাদের ফার্ম ভেঙ্গে দেওয়া ঠিক হচ্ছে--একথা বলি না, কিন্তু তাদের দলে দলে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তারা এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। তাদের ভাল জমি চলে গিয়েছে। কোথায় চাষ করবে ঠিক নেই। আপনার ডিপার্টমেন্ট ফার্ম করে ঘিরে বসে আছে। এবং সেখানে আপনি একটু ভেবে দেখুন, আপনি দরদ দিয়ে ভাবতে পারবেন, আমরাই যে সব বুঝি তা নয়, আপনারাও বোঝেন, একটুখানি প্রাণ দিয়ে, দরদ দিয়ে ভাবুন না কেন সেই কৃষকদের অল্প জমি সে জমি কেন নেবেন। তাদের ঐ "প্রস্থে ও দীর্ঘে সমান হইবে," কোন কৃষকের এক জায়গায় ৭৫ বিঘা জমি থাকে না একথা আপনি জানেন, স্পীকার মহাশয় জানেন, সমস্ত মানুষই জানে। কেন আপনি যে কৃষকদের বেশী জমি আছে সেই কৃষকদের জমি নিয়ে ফার্ম করছেন না। আমরা বনগাঁতে দেখেছি যে, এমন কৃষকের জমি গিয়েছে যার মাত্র দুই বিঘা জমি ছিল, সেই জমিতেও তাঁরা হাত দিয়েছেন। এইগুলি আপনাকে বিবেচনা করতে হবে। এবং এখনও সময় আছে আপনারা কিছু করছেন না, যে ফার্মগুলি করেছেন সেই ফার্মগুলিতে কৃষককে অন্ততঃ অধিকার দিন যে এই বৎসর তোমরা ফসল কর, ফসল করে যা পাও তোমরা নিয়ে যাও। জমি আমরা এ্যাকোয়ার করেছি সামনের বৎসর আমরা করবো। আপনিই বলেছেন যে ১০০টির মধ্যে মাত্র ৪৬টি ওয়ার্কিং অর্ডারএ এসেছে। সুতরাং এটা আপনাকে ভাবতে হবে। আর একটা জিনিস এই সঙ্গে আপনাকে অনুরোধ করবো সেটা হচ্ছে ফসলে অত্যন্ত পোকা লাগে। সবাই জানেন এই পোকা লাগলে তারা ছোটাছুটি করে আপনার ডিপার্টমেন্টএ। আমাদের কাছেও একে তারা বলে আমরাও যাই কিন্তু ও'রা বলেন যে মহা ঔষধ আসছে। এখন ঔষধ আসার জন্য তো পোকা বসে থাকে না। আপনার ডিপার্টমেন্ট বসে থাকতে পারে, আপনি বসে থাকতে পারেন কিম্বা ইন্ডেন্ট দিতে পারেন কিন্তু পোকা ততদিনে সেই ফসল খেয়ে শেষ করে দেয়। এই ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি হয় বলে আমরা বলি যে যা করবেন একটু আগে থেকে করুন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি উত্তর দেবেন এই বৎসর আউস ধানের জন্য বীজ কতটুকু সরবরাহ হয়েছে। যখন চাষের সময় তখন একদানা বীজও সরবরাহ করেন নি। কেন করেন নি? ঐ কথা, আপনার ডিপার্টমেন্টএর মাথাভারী। মাথাভারী বললে অসুবিধা হয়। তার সমস্ত জায়গায় এমন চক্র যে ফাইলএর পর ফাইল চলেছে, যার ফলে যখন আউস ধান কাটবে তখন বীজধান আসবে। তবুও বীজধান কৃষকরা নেবে। নেবে এইজন্য যে দুটি খাবে। তাতে আপনার ফসলের উৎপাদন হবে না। দেশে ফসল বাড়বে না। এখানে সামগ্রিকভাবে আপনাকে বলতে চাই যে কৃষকের দিকে যদি কিছু নজর দিতে হয় তাহলে কোথায় দুটো পাট হয়েছে, কোথায় কত ধান হয়েছে তা বলে লাভ নেই। আমার সময় নেই। আমি দুঃখের সঙ্গে বলি যে আমাদের একটা প্রবাদ আছে যে, পুরুতে মন্ত্র বলে আর প্রাণী সে বলে আমার ন্যাজে শূন্য। এত বললাম, কত শুনলেন, না শুনলেন জানি না; তবে আমার অনুরোধ একটু শুনবেন।

[6-10—6-20 p.m.]

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Mr. Speaker, Sir, I find that some of our members are like Rip Van Winkle. They do not get up from their sleep but state something. If Sj. Provas Roy will kindly look at page 112

of this Red Book he will find that at the end of page 112—Scheme outside the Plan—Intensive Food Production Scheme—Scheme for Distribution of Chemical Fertiliser for this year—the allotment is Rs. 1 crore 49 lakhs 73 thousand. He stated that it is only Rs. 2 lakhs. Where he got the figure from Sir, I do not know. Now, I find that the time at my disposal is short! so I will touch the most important criticisms that have been made. With regard to the small irrigation schemes, I do not want to say about the figures in rupees because you will say "What rupees matter to us? What have you done?" That is quite proper I will say in brief that 4,043 small irrigation schemes were executed from 1948-49 up to 1957-58 benefiting 1,273,620 acres of land. This is a thing which we are not going to do—it has been done. In the present year 1957-58 100 derelict tanks have been improved benefiting an area of 284,000 acres. This has been done—it is not going to be done—so that when we hear that nothing has been done, everything is in a state of chaos, I feel that it is no use answering such questions.

I will next come to some statements that have been made by Shri Niranjan Sen Gupta He has said something about the Haringhata Farm. I know he had once been there. I myself and my officers have been there more often He does not realise that this order dated 9th May 1956 is in force. It is there Under this I find the hours of work have been defined, there is Provident Fund, there is Gratuity and there are paid holidays. Sir if you will give me more time I can go into details for half-an-hour. This is not an occasion for giving details. I am sorry to say that Shri Niranjan Sen Gupta is talking without his brief. With regard to the accommodation even a common *goala* having 10 cattle gets a small little room, filtered water, there is W C.—he gets them. Everybody who is staying at Haringhata gets accommodation. If he does not want to stay there what can you and I do? Many of our people, sleep inside the *khatals* of Calcutta Those who have got rooms, they even sleep with the cattle in the villages What can you do? (Sj. NIRANJAN SEN GUPTA: That is exactly the position). I am sorry I do not agree. You have your point of view and I have mine. You had your say. Please let me say what I have to say That is all the courtesy that I want.

Sir, a great deal has been said by Shri Ramanuj Haldar that chemical fertilisers if applied to the land, do harm. All our experts agree that if we use chemical fertilisers along with organic manures such as cow-dung, compost manure, water-hyacinth, there is no harm. Even then for the sake of argument I will say this: I will take you with me to Chinsurah to our experimental farm where two bighas of land have been under ammonium sulphate for the last ten years and no deterioration has taken place in that soil as yet, so that the apprehension of the common people that if we apply chemical fertilisers, the land will be absolutely dried up is wrong. This year we are giving ammonium sulphate only to irrigated areas, so that those who have got water will use it and others will only get the mixture.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Did you add super-phosphate to ammonium sulphate or did you use only ammonium sulphate?

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: In the Chinsurah experiment we have used only ammonium sulphate. If you are interested I will refer you to this volume of book which is available free of the Annual Report of the Directorate of Agriculture, West Bengal, and there you will find complete details of the experiment.

One of the honourable members, I think Sj. Chitto Basu, has said: "Why have you cultivated more jute land; we do not get sufficient price." I may tell him that the price of jute is not settled in Calcutta or in Bombay. It is settled in New York and London. We have got to compete with other countries. We have got to produce jute at a cheaper price than our neighbour and we shall do so by modern methods, but we cannot fix up the price. I wish we could. I am absolutely one with him that the price of jute should be fixed by us. There are many obstacles, and this is not the occasion to go into the question.

Another point has been raised, I think by Sj. Ramanuja Halder, about the husking machine. He has said that the husking machines are coming in and *dhenkis* are going out. Speaking personally I feel, Mr. Speaker, Sir, that gone are the days of *dhenki*. The machine age has come. We have got to have husking machines. That is my point of view and you may like it or may not. You may differ from me, but I feel that it is certainly the reason why husking machines are becoming popular, because with less labour you can do more work.

Sj. Bhikari Mondal has mentioned about a certain khal—Nagrakata Khal—which has been stopped by somebody. On enquiry I have found that this is a private khal and has got nothing to do with the Agriculture Department. We have no information about the khal which has been stopped.

About Warehousing Corporation I want to say that in 1958-59 we have established the Warehousing Corporation with a capital of 28 lakhs—14 lakhs given by the State Government and 14 lakhs by the Central Government. This has already been established and it will go into working within a short time.

[6-20—6-30 p.m.]

That is about all the important criticisms that have been made. I oppose all the cut motions and I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker: I put all the cut motions to vote except those which are out of order and those on which division has been claimed, viz., cut motions Nos. 40, 44, 46 and 50.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj Amal Kumar Ganguly that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Brindabon Behari Bose that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Prafulla Chandra Ghosh that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Chaitan Majhi that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagadananda Roy that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jamadar Majhi that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Misra that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Janab Syed Badrudduja that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—66.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal

Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—135.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Shikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram

Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 66 and the Noes 135, the motion was lost.

The motion of Sj. Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES-68.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobev, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Preva
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Mali, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen Sj. Deben
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—135.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blancho, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes Being 68 and the Noes 135, the motion was lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—68.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—135.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab

Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 68 and the Noes 135, the motion was lost.

The motion of Sj. Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 3,21,16,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: 40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital outlay, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—68.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dh'bar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur

Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen Sj. Deben
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—134.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Raikrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pradhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar

Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 68 and the Noes 134, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed that a sum of Rs. 3,21,16,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 23, Major Heads: "40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", was then put and agreed to.

[6-30—6-40 p.m.]

Major Head: 40—Agriculture—Fisheries

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 13,71,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries".

(Rs. 6,86,000 has been voted on account.)

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রতি বৎসরই ব্যয়-বরাদ্দ উত্থাপনের সময় বিভাগীয় নীতির কথা বলতে হয়। এ বৎসর নিদারুণ অনাবৃষ্টির মধ্যে কি নীতি অনুসরণ করে মৎস্য বিভাগ কর্মপন্থা স্থির করেছেন সেই কথাই সংক্ষেপে আপনার মাধ্যমে সদস্য মহাশয়দের নিকট নিবেদন করছি। তা ছাড়া গত ১৯৫৭-৫৮ আর্থিক বৎসরে কত টাকা খরচ করে কি রকম ফল পাওয়া গিয়েছে তাও বিনীতভাবে জানাচ্ছি।

পশ্চিমবাংলায় সমতল ভূমির মৎস্য চাষের জলাশয়গুলি বর্তমানে অধিকাংশই প্রায় শুষ্ক। ইতিপূর্বে জলপ্লাবনেও এ রাজ্যে মাছের চাষ প্রচুর ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। নদী নালা ও সমুদ্রোপকূলে প্রায় ৭ হাজার জন মৎস্যশিকারী প্রায় তিন হাজার নৌকা ডিঙ্গি নিয়ে কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে যেরূপ ইলিশ, ভেটকী, চিংড়ী প্রভৃতি মাছ আমদানী করতো সেইরূপ পরিমাণ মাছ নানা কারণে এখন আর আমদানী হচ্ছে না।

আলোচ্য বৎসরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর। এর মধ্যে পূর্ব দুই বৎসরের নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি। এই রাজ্যে প্রায় ৯৩ হাজার জন দরিদ্র মৎস্যজীবী তাদের স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং ক্ষেত্র বিশেষ বিনা সুদে ঋণ দিয়ে মৎস্য সংগ্রহের কার্যে সহায়তা করা হচ্ছে। সরাসরি সরকারী প্রচেষ্টায় ৩৫০ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু গত বৎসর ইলিশমাছ তেমন ধরা না পড়ায় অধিকাংশ মৎস্যজীবী লাভবান হতে পারে নি। গত বৎসর বাজেটের সময় আমি দেশের মৎস্যজীবী ও জলাশয়ের মালিকদের সমবায় প্রথায় মৎস্য শিকার ও মৎস্য উৎপাদনে মনযোগী হবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম। তার ফলে আমি আনন্দের সংগে জানাচ্ছি যে, এ পর্যন্ত প্রায় ২৮ হাজার সদস্য নিয়ে ৫০৯টি সমবায় সমিতি উক্ত কার্যে লিপ্ত হয়েছে। এখন এদেরই বিশেষ করে সাহায্য করবার জন্য বিভিন্ন জেলায় সরকারী খাস দখলের জলাশয়গুলি ন্যায্য খাজনায় বন্দোবস্ত দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

এতদিন রাজ্যের বড় বড় জলাশয়গুলি অধিকাংশ নিষ্কর বা নামমাত্র খাজনার ছিল বলেই জলাশয়ের অংশীদারগণ তা হতে আয়ের বিষয়ে চিন্তিত ছিল না। কিন্তু এখন অনেকেই মৎস্যের চাহিদার জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক জলাশয়গুলি কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। রাজ্যে মৎস্য চাষোপযোগী প্রায় ১২০টি বিল ও বাওড় আছে—এর পরিমাণ মোটা-মুটি প্রায় ৬০ হাজার বিঘা এবং অধিকাংশ এখন সরকারের খাস দখলে এসেছে। কোথাও কোথাও অবশ্য আগের মত লীজের ব্যবস্থাও চালু আছে। এসব বৃহৎ জলাভূমির মধ্যে এ বৎসর কয়েকটি সংস্কার করে সমবায় সমিতি দ্বারা মৎস্য চাষ ও মৎস্য শিকারের ব্যবস্থা করার জন্য আলোচ্য বৎসরে ২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব আছে।

কলিকাতার নিকটে ময়লাজলের ভেড়ী প্রায় ৩০ হাজার বিঘা এবং ২৪-পরগনা ও মেদিনী-পুর অঞ্চলের মৎস্য চাষোপযোগী ভেড়ী প্রায় ১২ হাজার বিঘা। এসব অঞ্চলে ভালভাবে মাছের চাষ ও শিকার চলছে। বারাসত অঞ্চলে মাছ চাষ ও ধান চাষ অনেকক্ষেত্রে জলাভূমিতে হচ্ছে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে সপ্তমুখী মাতলা ঠাকরুণ এবং হুগলি নদীর গর্ভে ও মোহনায় যেভাবে মাছ ধরা হয়ে থাকে সেরূপ অভিনব উপায়ে মাছ সংগ্রহের ব্যবস্থা ভারতের কম রাজ্যেই রয়েছে।

বিদ্যাধরী ও দাওবাদ অঞ্চলে মৎস্যচাষের বিজ্ঞানসম্মত উন্নত ব্যবস্থা ভারতের মধ্যে এই ধরনের একমাত্র প্রদর্শনী ক্ষেত্র। এখানে সমবায় সমিতির কাজ ও গবেষণামূলক কাজ ভাল-ভাবেই চলছে।

গত আর্থিক বৎসরে উৎপাদন খাতে ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা খরচ করে প্রায় ৩৫ হাজার মণ অধিক মাছ উৎপাদনের জন্য মৎস্যচাষীদের সাহায্য করা হয়েছে। আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করার জন্য ৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে। আশা করা যায় এর ফলে ৫২ হাজার মণ অধিক মৎস্য উৎপাদন এবং সংগ্রহ করা যাবে।

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কাজ যথারীতি চলছে। মে মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যে পরিমাণ মাছ ধরা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী মাছ ধরা হয় নভেম্বর থেকে এপ্রিলএর মধ্যে। এই পরিকল্পনাটি এখনো পুরাপুরি ব্যবসায়ী নীতিতে কার্যকরী হয় নি। কিন্তু সুখের বিষয় এই পর্যন্ত ৪৬ জন শিক্ষিত বাঙালী যুবক এই কার্যে বিশেষভবে লাভবান হয়েছেন। আশা করা যায় এইসব সুদক্ষ যুবক দ্বারা পরিকল্পনাটি যথাসময়ে সার্থক করা সম্ভবপর হবে এবং এর ফলে রাজ্যের বহু বেকারের কর্মসংস্থানের সুবিধা হবে ও সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাজারে মৎস্য মূল্য অনেকটা হ্রাস পাবে।

বৃহত্তর কলিকাতার চাহিদা মত মৎস্য সরবরাহের জন্য মোটামুটিভাবে বলা চলে—

(১) নদী মোহনার ও মেদিনীপুর জেলাব আংশিক অঞ্চলের মৎস্য সংগ্রহ ও তা কলকাতায় আমদানী।

(২) নদী মোহনায় ও গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার ও কলিকাতায় আমদানী।

(৩) রাজ্যের বাহির হতে কলকাতায় মাছ আমদানী।

বলা বাহুল্য, রাজ্য সরকার উপরোক্ত উপায়ে কলকাতায় মৎস্য সরবরাহের যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন। তবে মূল্য বৃদ্ধির কথা বলতে গেলে আমি বলবো দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যসমূহের সঙ্গে মৎস্যমূল্যের সমতা লঙ্ঘন হয় নি।

বাঙালীর মাছ ভাতে জীবন। সুখের বিষয়, ১২টি জেলার অধিবাসী নিজেরাই মৎস্য বিভাগের সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাছাড়া শহর অঞ্চলের আশেপাশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি মৎস্যচাষ বৃদ্ধির জন্য যত্নবান হয়েছেন।

আমি এখন মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি যে মৎস্য বিভাগের জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরের আট মাসের জন্য ১৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হোক।

[*Mr. Speaker: I take it that all the cut motions are moved.*]

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bejoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobardhan Pakray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Misra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Mr. Speaker: Sj. Bankim Mukherji will now kindly speak.

[6-40—6-50 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji:

সভামুখ্য মহাশয়, আজকে বাংলাদেশে সকলপ্রকার খাদ্যাভাব অত্যন্ত তীব্র, সকলপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু মৎস্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আজকাল কলকাতার বাজারে প্রায়ই ৪।৪৷৷০ টাকার কমে মাছ পাওয়া যায় না—ছোট মাছও ২৷৷০ টাকা করে। ভাল মাছ গ্রামেই আজকাল পাওয়া যায় না, শহরের অবস্থা তো অচিন্তনীয়। আমাদের মাছের চাষ এত কমে গিয়েছে—উৎপাদন এত কমে গিয়েছে যে বিশ্বাসের অযোগ্য। বাংলাদেশে যা মৎস্য উৎপন্ন হয় এবং যা বাইরে থেকে আমদানী হয় তাতে বাঙালী শতকরা ১০ জন মাছ খেতে পায় না। কলকাতায় এখন ২৷৷ হাজার মণ পাওয়া যায়। তার উপর পাকিস্তান থেকেও আমদানী বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কলকাতার প্রয়োজন দৈনিক ৮।১০ হাজার মণ। কিন্তু এ পর্যন্ত গড়ে আড়াই হাজার মণ পাওয়া যাচ্ছিল। পাকিস্তান থেকে মাছ আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে, তারও অবনতি হয়েছে। প্রায় দেড়গুণ মাছ সেখান থেকে আসত। এই হল গিয়ে অবস্থা। অথচ আজ পশ্চিমবাংলায় মৎস্যজীবী ধীবর যারা আছে, তাদের সংখ্যা হল প্রায় ৬।৭ লক্ষ, এবং এর মধ্যে পাকিস্তান থেকে আগত রিফিউজি হবে দুই লক্ষ। এরা চারিদিকে মাছ ধরে। এই যে ৪০,০০,০০ মণ মাছের সংস্থান আছে, তা যদি ধরা যায়, তাহলে বৎসরে ৩০ সের মাছ তারা ধরতে পারে, অর্থাৎ দৈনিক দেড় ছটাক ধরতে পারে। তার মানে, যদি গড়ে এক টাকা সের দরে তারা বিক্রি করবে ধরা হয়, তাহলে দেড় আনা বা ছয় পয়সা দৈনিক আয় একজন ধীবরের হতে পারে। কিন্তু এখানে উৎপাদন চার, পাঁচ গুণ বাড়ান সম্ভব। তা যদি বাড়ান যায়, তাহলে এক টাকা, দেড় টাকা সের মাছের দাম হতে পারে, এবং প্রতি পরিবার এক টাকা, দু'টাকা আয় করতে পারে। চার, পাঁচ গুণ মাছ যে বাড়ান খুব শক্ত, তা নয়। এবং এটা সম্ভব। কিন্তু এটা আজ হচ্ছে না কেন? তার কারণ এ সম্বন্ধে তাঁদের পরিকল্পনাগুলি অবাস্তব, এবং বহু অপচয় ও শেষ পর্যন্ত জমিদার তোষণ নীতি এই মিলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে। যেমন পরিকল্পনা দেখুন। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা হয়, এবং তার জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ বছরও বরাদ্দ হয়েছে এবং প্রতি বৎসরই বহু টাকা বরাদ্দ হয় গভীর সমুদ্রে মাছ ধরবার জন্য, কিন্তু, সেখান থেকে এ পর্যন্ত কত মাছ আমদানী হয়েছে।

আমরা বহু চেষ্টা করেছি রেভেনিউ কত হয়, রিসিপ্ট কত হয় জানবার জন্য, কিন্তু সেটা এই লাল-বইএ খুঁজে পাইনি। অবশ্য আমরা জানি জলকরগুলি বিলি হয়ে, তার থেকে যে টাকা আমদানী হয়, সেটা নিশ্চয়ই রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টএ জমা হয়। কিন্তু ডিপ-সী ফিশিং থেকে যে মাছ ধরা হয়, সেটা বিক্রয় হলে, তার টাকাটাও রেভেনিউ রিসিপ্টএ জমা হওয়া উচিত। কিন্তু সেটা কোন্ ডিপার্টমেন্টএ জমা পড়ে? ফিশারী ডিপার্টমেন্টএ, না, আর কোথাও সেটা জমা পড়ে? যাই হোক, এ বছর দেখছি এর জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। গত বছরে ব্যয় হয়েছে প্রায় এক কোটী সাতাশ লক্ষ টাকা এই বিভাগে। তার মধ্যে গভীর সমুদ্রে ব্যয় করেছেন ৪৪ লক্ষ টাকা, আর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের পুষ্করিণীতে ব্যয় করেছেন ৩৯ লক্ষ টাকা। এইগুলি ঋণ বাবদ মৎস্য চাষের জন্য খরচ করা হয়েছে। আমি তো জানি না, বিরোধী পক্ষের কোন সদস্যের জানা আছে কি না, যে কোন ভদ্রলোক পরিবার মাছ চাষের জন্য ঋণ পান? তবে পায় কারা? কাজেই সন্দেহ হয় তাঁদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা পায় এই ৩৯ লক্ষ টাকা। তাতে মাছের চাষ হয় না, তাতে ঘরবাড়ী তৈরী হয়, ও খাওয়ায় চলে যায়। অথচ এই টাকাটা ধীবরদের সাহায্যে দেওয়া যেতে পারত। ধীবরদের মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। এবং সেটা যদি হিসাব করে দেওয়া যায়, তাহলে

দেখা যাবে তারা মাথা পিছু এক আনা, দেড় আনা গড়ে পায়। এ বছরের যে বাজেট, তাতে দেখতে পাচ্ছি—ফেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন—এ বছরে ডিস্ট্রিবিউশন একেবারে নিল, ডেভেলপ্-মেন্ট অব ট্যাঙ্ক ফিশারী-র জন্য। অথচ সী ফিশিংএর জন্য প্রায় ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। তাছাড়া ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ ১৯৫৭-৫৮ সালের কমিটমেন্ট ৭ লক্ষ টাকা, তারপর সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান-এ রিভাইজডএ হ'ল আড়াই লক্ষ টাকা। তারপর এ বছরেও ৭৯ হাজার টাকা সী ফিশিংএর জন্য বরাদ্দ হচ্ছে। কেন ৭ লক্ষ টাকার বাজেট হয়? কেন রিভাইজড বাজেটে আবার টাকা নেওয়া হ'ল, আর কেনই বা এ বছরে এক লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ধরা হ'ল? এগুলির কোন এক্সপ্ল্যানেশন নেই। আমরা বুঝবো কি করে? গভীর সমুদ্র খাতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালা হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে ড্যানিস ট্রলারএর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, আবার তিনটা জাপানী ট্রলার নিয়ে আসা হল, দৈনিক দু' হাজার মণ করে মাছ পাওয়া যাবে বলে। কিন্তু কতটা পেয়েছি? দৈনিক পাঁচশো মণ করেও কি আসছে? একজন মাত্র ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার তাদের ডীপ-সী ফিশিং-এ ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করেন, এবং তিনি যে রিপোর্ট দিয়ে গিয়েছেন ডীপ সী ফিশিং সম্বন্ধে, সেটা কি প্রকাশিত হবে?

তিনি বলেছেন কোস্টাল এরিয়াতে ফিশিং হয়। একজন মাত্র স্কীপার তিনি জানেন কি করে জাল ফেলতে হয়, সেটা তিনি ভারতীয়দের শেখাচ্ছেন না। এ'রা গভীর সমুদ্রে যেতে চান না; কলকাতায় থেকে তাঁরা আরাম করতে চান, এখানে থাকলে ভাল স্ফূর্তি হয়। কোন কোন সময় তাদের তাড়া করে নিয়ে যেতে হয় সমুদ্রে মাছ ধরবার জন্য।

পুষ্করিণীতে মৎস্য চাষের জন্য কত টাকা দেওয়া হয়েছে? কতখানি মৎস্য চাষ সেখানে হয়েছে? ডিপার্টমেন্টএ শুনতে পাই, এর জন্য যে ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল, তা এখনো অনাদায়ী পড়ে রয়েছে।

ধীবররা ঋণ পায় মাথাপিছু চার আনা ছয় আনা গড়ে। বসিরহাট মহকুমায় ৫ হাজার মৎস্যজীবীর জন্য এক হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হবে। নদীয়ায় ধীবরদের সংখ্যা আরো বেশী, সেখানেও এক হাজার টাকা ঋণ দেওয়ার কথা হয়েছে।

সমুদ্রের মোহনায় মাছ ধরবার জন্য একটা কো-অপারেটিভ করা হয়েছে। গভর্নমেন্ট থেকে বলা হতো আমাদের স্কীম। গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ, তারা কিছুটা গ্রহণ করেছে। প্রধান কথা হচ্ছে কো-অপারেটিভ যারা করবে, তারা গরীব। তাদের শেয়ারের টাকা পর্যন্ত তারা দিতে পারবে না। তারা যে লেবার করে কো-অপারেটিভ করবার জন্য, তার থেকে তাদের টাকা তুলে নেওয়া হবে এবং নৌকা ইত্যাদি কিনে দেবে। ভাল ব্যবস্থা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে গত বৎসর মাছ পড়ে নি। তার জন্য গভর্নমেন্টকে আরো কিছু দান খয়রাত করতে হচ্ছে। আপত্তি হচ্ছে—একটা সেন্ট্রাল বোর্ড তৈরী করা হল, তার সবটা নমিনেটেড মেম্বার, তাহলে কো-অপারেটিভ নাম রাখার মানে কি হল? মাছের কন্ট্রোল ও মাছের আমদানী করবার জন্য গভর্নমেন্ট থেকে একটা স্কীম করা হল। সেখান থেকে এই কো-অপারেটিভ যারা তৈরী করলো, তাদের কোন মনোনীত লোক এর মধ্যে নাই। এ কি রকম কো-অপারেটিভ? গভর্নমেন্ট তার সংগে নিজেকে যুক্ত করেছেন; যথেষ্ট ক্ষমতা তাঁরা তাদের হাতে রেখেছেন বোর্ডকে কন্ট্রোল করবার জন্য। গভর্নমেন্ট সুপারভাইজর কিছু রাখলেই হয়। আমাদের ধারণা এত বেশী সংখ্যক সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হয়েছে, যে তা নিরর্থক ও মিছামিছি অপচয়। সেখানে দু-একটি ইন্সপেক্টর রাখলেই চলতো কো-অপারেটিভএর জন্য। আমাদের পরামর্শ না শুনে ডায়মন্ড হারবার নং ২, কো-অপারেটিভ উপমন্ত্রীর রয়েছে। আমরা আপত্তি করেছিলাম। তার চেয়ারম্যান এখন পাকিস্থানে পালিয়ে গিয়েছেন। এ পর্যন্ত চিত্তবাবুর কাছে শুনে আসছি এলাকার ১১।১২টা ইউনিটের টাকা কালেক্ট করবেন—সেন্ট্রাল বোর্ড করবেন; মাছ বিক্রয় করবার ব্যবস্থা করবেন। এ পর্যন্ত তার কিছুই হয় নাই। কিন্তু উল্টে হচ্ছে কি? নতুন একটা জমিদারী সৃষ্টি হচ্ছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে এস্টেট এ্যাকুইজিশন-এর ফলে দুধ শেষ হয়ে গেছে, গোচারণ ভূমি আজ নাই। সেই জমিদারী হাতে নেবার ফলে মাছের পুষ্করিণীও আজ নাই। কাদের প্রতি প্রীতিবশতঃ এই ট্যাঙ্ক ফিশারি বাড়িয়ে দিলাম? কাদের উপকারার্থে? বাংলার জনসাধারণের? এই যে মেছো খবর। চালাচ্ছেন, তার একটা

জলকর যেটুকু গভর্নমেন্টের হাতে আছে, সেটাও বলা হচ্ছে কো-অপারেটিভএ দেওয়া হচ্ছে। এই কো-অপারেটিভগুলো হলো নতুন জমিদারী, অমৎস্যজীবীদের দ্বারা তা পরিচালিত। জলকর ও জমির খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া, আরো কত কি এই হবে তাদের কাজ, এইভাবে তারা মৎস্য চাষের উন্নতি করবেন।

[6-50—7 p.m.]

বসিরহাট মহকুমায় ৩৯টি মেছোঘেরী আছে, তার একজনও জলকর দেন না। তাদের লীজ নেবার অপশন দেওয়া হয় কি না মৎস্যজীবীরা জানতে পারে না। অমৎস্যজীবীরা প্রত্যেকে এখানকার জলকর পেয়ে থাকেন। অবশ্য আমাদের মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের এ ব্যাপার নয়। অপশন দেওয়া হয়—সম্পূর্ণ অন্য ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার—রেভেনিউ ডিপার্ট-মেন্ট কিন্তু ফিশারি সংক্রান্ত সমস্ত দোষ দায়ভাগ তাঁর ঘাড়ে, অথচ তাঁর হাতে কিছু নাই। এটা হচ্ছে রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টএর, কিন্তু এটা ফিশারী সংক্রান্ত, অতএব সমস্ত দোষ বা দায়-ভাগ তার ঘাড়ে। এবং খানিকটা আছে কো-অপারেটিভ রেজিস্ট্রারএর ব্যাপার। তারা অনেক জায়গায় কো-অপারেটিভকে এমনিই রেজিস্ট্রেশন দিতে আপত্তি করে। এর ফলে হচ্ছে এই যে এখানে ব্যক্তিগত লোককে কো-অপারেটিভ দেবার ফলে হচ্ছে কি—ধরুন লালগোলা পদ্মার, এটা লীজ দেওয়া হল একজন ভদ্রলোককে, পঞ্চানন সরকার, তিনি এক কো-অপারেটিভএর সেক্রেটারী। তাকে এই নদীর লীজ দেওয়ায় মৎস্যজীবীদের ঘোরতর আপত্তি। লালগোলা পদ্মায় বিরাট ইলিশমাছ ধরা হয়। এই ভদ্রলোক করলেন কি—জমিদাররা খাজনা করেছিল ১৷৷—২ টাকা, তিনি লীজ নেবার পর ২৪ টাকা, খাজনা করলেন। মৎস্যজীবীদের নৌকা প্রতি এক একটা সীজনএ ১২ টাকা করলেন। তার মানে দুই সীজনএ ২৪ টাকা। এবং তার উপরে নানারকম জুলুম সেই জমিদারী প্রথার মত, এরা যে মৎস্য ধরলো তাও জুলুম কোরে আদায় করে নেওয়া হয় পুলিশের সাহায্যে। ধুলিয়ায় প্রায় ২২ মাইল নদী জলকর দেওয়া হয়েছে। এটা একটা প্রয়োজনীয় জলকর। কারণ এইখানেই খুব বেশী মাছের ডিমের চাষ হয়। এখানে পশ্চিমবঙ্গের বহুদিক থেকে ধীবরেরা আসে সেই জায়গায় ডিম কেনার জন্য। এই জলকরটি গভর্নমেন্টএর নিজের হাতে রাখা উচিত ছিল তাহলে সত্যই মৎস্য বিভাগের উন্নতি হতো। কিন্তু তা ধুলিয়ানের রায় পরিবারদের ইজারা দেওয়া হ'ল এবং তারা করছেন কি, জোতদাররা কৃষিক্ষেত্রে যা করে থাকে এরা তাই করছেন—আধাআধি বখরা, যা ডিম ধরবে তার অর্ধেক তোমার অর্ধেক আমার। কি লাভ তাতে। কতকগুলি ব্যক্তির উদর পূর্ণ করে বাংলাদেশের কি লাভ, বা মৎস্যজীবীদেরই বা কি লাভ, সাধারণ বাঙালীরই বা কি লাভ। অথচ এখানে যে ডিম হয় সেই ডিম ধরে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ছাড়ে এবং পুকুরে যখন পোনা হয় তখন সেটা বাংলাদেশের দিক বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। গভর্নমেন্টএর এটা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। হুগলি, বর্ধমানে প্রায় ৬৫০ বিঘা জলকর গভর্নমেন্ট কেন সেটা নিজের হাতে গ্রহণ করছেন না।

বাঁকুড়ায়, সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সেখানে দামোদরের একটি পুরাণো খাল আছে এবং সেখানে একটি কো-অপারেটিভ লড়াইএর সময় গজিয়েছিল, জন ৭৫ মেম্বার হবে কি না ঠিক নেই। তারা এটার ইজারা পেয়ে বসে আছেন এবং সেখানে ৪।৫ শত ধীবর দরখাস্ত করছে যে আমরা একটি কো-অপারেটিভ করতে চাই এখানে। এখানে যিনি রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ বাঁকুড়ার, তিনি কিছুতেই এদের দেবেন না। তিনি বলেছেন আইন আছে একটা জায়গায় একটা কো-অপারেটিভ হলে পর সেখানে আর একটি কো-অপারেটিভ হবে না। এবং সেই হিসাবে এখানে দিচ্ছেন না। যদি এই রকম আইন থাকে তবে তা চেঞ্জ করা হোক।

নদীয়া জেলায় একটি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ হয়েছে। এখানে কোন আইন অনুসারে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ হয়? তাহলে আমি যদি সারা পশ্চিমবাংলার ১০ জন লোককে নিয়ে বলি সমস্ত বাংলার কেন্দ্রীয় কো-অপারেটিভ, তাহলে কি সারা পশ্চিমবাংলা আমার ইজারা হয়ে যাবে; আর কেউ সেখানে কো-অপারেটিভ করতে পারবে না: বা তাদের আমরা এই কো-অপারেটিভএ যোগদান করাতে বাধ্য করবো? এই জিনিস হচ্ছে নদীয়া জেলায়। এটা

করেছিলেন 'তারকদাস ব্যানার্জি' এবং এখনও এই কো-অপারেটিভএর মুরুব্বি হচ্ছেন শ্রীজগন্নাথ মজুমদার, এম এল এ, শ্রীনিরঞ্জন মোদক, এম এল এ; এরা করেন কি এই সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভএ? (শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মজুমদারঃ এখানে মাছের উন্নতি করা হয়।) আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে আপনারা এদের খাজনা বাড়িয়েছেন ৪ টাকা থেকে ৮ টাকা এবং এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রকমের বিক্ষোভ হয়েছে যার ফলে এখান থেকে ল্যান্ড কমিশনার, ডি কে রায় তিনি যান এবং তিনি গিয়ে এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন যে কেন আপনি এই রকমভাবে এইসব দেন। এবং তারই ফলে লীজ রিনিউ হয় নি। কারণ কি, না এই এ ডি এম কোন কো-অপারেটিভ হলে পরেই বলেন যে তোমাকে এই সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভএ অংশ নিতে হবে। এই হিসাবে একটা পালদার কো-অপারেটিভ বহু পুরাণো, তাদের আপত্তি সত্ত্বেও তাদের বাধ্য করালেন এই কো-অপারেটিভএ অংশ গ্রহণ করতে। এই যে কো-অপারেটিভ তৈরি হচ্ছে এও তো আর এক রকমের জমিদারী।

কিন্তু এই যে সমস্ত কো-অপারেটিভ তাতে যদি স্থানীয় মৎস্যজীবীদের আপত্তি থাকে তবে কেন সেই সমস্ত কো-অপারেটিভ হবে? মৎস্যজীবীদের সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশের মৎস্য-জীবীদের কোন উন্নতি হতে পারে না। কিন্তু মৎস্যজীবীদের বাঁচাবার জন্য যে কো-অপারেটিভ তা আসলে হয় না, আসলে আপনাদের হাতের অর্থ নিয়ে যে কো-অপারেটিভ হয় তাতে মনোপলি বিজনেস করে বসে আছে যারা বৃদ্ধিমান। যেমন কৃষিক্ষেত্রে চর হয় তখন সেখানে যে জমি পাওয়া যায় বৃদ্ধিমান ব্যক্তিরা আগে থাকতে কো-অপারেটিভ করে বসে থাকে, আর এগ্রিকালচারিস্ট যারা তারা ঝগড়া করে লড়াই করে তিস্তার চর নিয়ে মস্ত বড় লড়াই চলছে অবশ্য সেটা এখানকার ব্যাপার নয় তাই বলছি না—যাই হোক এখানে বক্তব্য হচ্ছে এই যে সমস্ত মেছো ভেরী যতক্ষণ কো-অপারেটিভ জমিদার আছে যতক্ষণ না মৎস্যচাষীদের হাতে সেসব না আসে তাদের উন্নতির ব্যবস্থা না হয়, ততক্ষণ বাংলাদেশের মৎস্যজীবীর উন্নতির সম্ভাবনা নাই। উন্নতি করতে হলে পর—অজয়বাবু বিরক্ত হবেন—দেশে যে পুষ্করিণী ও ঝিল প্রভৃতি আছে সেগুলির সংস্কার করা দরকার। তিনটি জিনিস তাহলে এক সঙ্গে হতে পারে। পানীয় জল, মৎস্য চাষ এবং কিছুটা পরিমাণ কৃষকদের সহায়তা করতে পারেন। এই মাত্র ডাক্তার আমেদকে জিজ্ঞাসা করছিলাম বড় টিউব-ওয়েল করতে কত খরচা পড়ে এবং কত জমি চাষ হয়—৮ ইঞ্চি বোরিং টিউব-ওয়েলএ ২৫ একর জমি চাষ হয়—তার চেয়ে কমে হয় এই দিঘী ইত্যাদি সংস্কার করলে পর। দিঘী হতে এক সঙ্গে দুই তিনটি জিনিস এক সঙ্গে হতে পারে। তাই বলছি যে ব্যক্তিগতভাবে মালিকরা যদি না করে তাহলে আইন পাশ করে সেগুলি করান উচিত।

Mr. Speaker: That order has already been passed.

Sj. Bankim Mukherji:

এই সমস্ত জিনিস মৎস্য বিভাগের হাতে আসুক। এতেও খানিকটা উপকার হবে, নইলে এই ডীপ সী ফিশিং করে কি উপকার হবে জানি না। তারপর জলকর মৎস্যজীবীদের হাতে নাই। জলকর দেওয়া হয়েছে রিফিউজি ডিপার্টমেন্টএ এদের সে বিষয়ে কোন হাত নাই তারপর এই যে কো-অপারেটিভ এটা হচ্ছে রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভএর হাতে। এই যে মৎস্যজীবী কো-অপারেটিভ এটা আলাদা আইন করে করা উচিত আলাদা ব্যবস্থা করা উচিত—এই আমার ধারণা। এই অল্প সময়ে বিস্তৃত বলতে পারব না যদি দরকার হয় পরে বলবো।

তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে টাকা দেওয়া হয়েছে তাও ব্যয় হচ্ছে না এই পরিকল্পনায় হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের হাত নাই। নামে মাত্র তিনি আছেন বাজেট পাস করে নেবেন। সেটা হল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টএর হাতে। অর্থাৎ মৎস্যজীবীদের উন্নতির জন্য কোন চিন্তা দেওয়া হয় না, আমার এই ধারণা যে মৎস্যজীবীদের যদি স্বাবলম্বী করে না তুলতে পারি, যদি তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করাতে না পারা যায় তাহলে কিছু

হবে না। এই জলকর মৎস্যজীবী কো-অপারেটিভ এই সমস্ত জিনিস একটা বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এবং সেই বিভাগের ভিতর দিয়ে যদি সামগ্রিক চেষ্টা হয়, তাহলে পর মৎস্য চাষের উন্নতি হতে পারে সেটা হলে, যেখানে বাংলাদেশে সিরিয়ালস প্রচুর নাই খাদ্য প্রচুর নাই—সব দিক থেকে উপকার হবে।

[7—7-10 p.m.]

মৎস্য আরো অপ্রচুর। এ অবস্থায় এই বিভাগ সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট অবহিত হোন। একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হোন। এবং স্বজন প্রীতি ও জমিদার প্রীতি ছেড়ে দিয়ে ট্যাঙ্ক প্রভৃতি যে জমিদারী দখল আওতা থেকে বাদ ছিল সেটা নাকচ করুন। পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের মৎস্য একটা প্রধান খাদ্য। তারা সকলেই মৎস্য চায়। সেটা আজ দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে তাকে প্রাপ্য করা দরকার।

Sj. Jagannath Majumder: On a matter of personal explanation, Sir.

নদীয়া জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ফিশারমেনস সোসাইটি যেটা আছে তাতে জগন্নাথবাবু এবং নিরঞ্জনবাবু মৎস্যজীবী না হয়েও আছেন এতে কারো কারো মনে ভয় হয়েছে। আমি প্রথমেই বলে দিচ্ছি—এই সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে ৭০টি যে প্রাইমারী সোসাইটির মেম্বার আছেন তাঁরা সকলেই মৎস্যজীবী। এর এক ব্র্যাঞ্চ ফলতা মৎস্যজীবী সোসাইটি। আমরা দল নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে এবং মৎস্যজীবীদের নিয়েই করেছি। এবং এর অনুকরণে অন্যান্য জেলাও করছেন, কারণ আমরা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের উন্নতি করতে পেরেছি। আপনারাও যেমন সোসাইটি করেন, কিন্তু কমিউনিস্টদের নিয়েই শুধু করেন শুনেছি জ্যোতিবাবুও কো-অপারেটিভ করেন, বঙ্কিমবাবুও করেন চর্মশিল্পী কো-অপারেটিভ আমরাও সে রকম বহু লোক অকর্মণ্য হওয়ায় মৎস্যজীবীদের উপকারার্থ এটা করতে পেরেছি।

Mr. Speaker:

ফিশারমেন ছাড়াও বহু লোক অকর্মণ্য রয়েছে।

Sj. Bankim Mukherji:

পার্সোনাল এক্সপ্ল্যানেশনএর কোন প্রয়োজন ছিল না। নদীয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভএর যারা রয়েছেন তা এ ডি এম-ই ঠিক করেছেন।

Sj. Jagannath Majumder:

আমি এই কথাটি এখানে বলছি যে ফলতা মৎস্যজীবী সমবায় আমাদের মধ্যেই এসেছে। আমরা এ বিষয়ে এ্যাডভান্স করছি—

Mr. Speaker:

আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কেন ঢুকে গেলেন? [হাস্য]

Sj. Pramatha Nath Dhibar:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় ১৯৫৮-৫৯ সালের খরচের যে হিসাব পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করতে উঠে আমাকে এই কথাই বলতে হচ্ছে মৎস্যজীবীদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে "স্বামী মারা গেলে বৌ জাল বেচে খায়" এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যবিভাগের মন্ত্রী মহাশয় মৎস্যজীবীদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান এবং দেশে মৎস্যচাষ বৃদ্ধির পথে যে সকল অসুবিধা আছে তা দূর করতে পারেন নি। মৎস্যচাষ বৃদ্ধির পথে যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন আছে এবং তজ্জনিত যে আর্থিক দুর্গতির মধ্যে মৎস্যজীবীদের পড়তে হয়েছে তা অপসারণ করতে সরকার চেষ্টা করেন নি। বহুদিন থেকে মৎস্যজীবীরা তাদের নানারকম অভাব অভিযোগ ও অসুবিধার কথা "পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী

সমিতির" মারফত সরকারের কাছে বহুবার পেশ করেছেন। ১৯৫১ সালে মাদ্রাজে ইন্দো-প্যাসিফিক ফিশারিজ কাউন্সিল হয়েছিল, এবং ভারত সরকারের তরফ থেকে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল তাতে স্পষ্ট ভাষায় ভারতবর্ষের মৎস্যজীবীদের অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। উক্ত রিপোর্টে প্রথমেই বলা হয়েছে—

> "The fishing profession in India is mainly confined to the fishing communities living in villages scattered along the Indian coasts, rivers and back waters. As fish capture is almost entirely in their hands, any attempt to improve the fishing industry has to take into consideration the socio-economic conditions of the fishermen. At present the fishing population is illiterate and occupy a very low position in the social scale. They are heavily indebted to the middlemen who control the trade or to the capitalist who owns the boat and the gear which are allowed to use."

সরকার মৎস্যজীবীদের আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করতে না পারলে এই সম্প্রদায় একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই রিপোর্টে তার নিদর্শন আছে—

> "In South India, large members of the fishing communities have embraced Islam on the west coast, and Christianity on the east coast, on account of their inferior caste status, while those who are Hindus still occupy a low rank."

এই রিপোর্টকে ভিত্তি করে আমি বলতে চাই—পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে অনুমান ৭।৮ লক্ষ এমন মৎস্যজীবী আছে। এদের নিজেদের কোন পুষ্করিণী বা অন্যান্য জলাশয় নাই। সাধারণতঃ জমায় অথবা ভাগে পুষ্করিণীর মালিকদের কাছ থেকে অথবা সরকারী বা অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে মাছের চাষ করে থাকে। পুষ্করিণীর মালিকরা সরকারী ও বেসরকারী বাদে, অহরহ পুষ্করিণী থেকে উচ্ছেদ করে তাদের সর্বস্বান্ত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সমস্ত পুষ্করিণীগুলি মৌখিক বন্দোবস্ত করায় মৎস্যজীবীদের এইরূপ বেআইনী ভাবে উচ্ছেদের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাভাবে এবং সাক্ষীর অভাবে তারা কোর্টে বিচারপ্রার্থী হতে পারে না। তাদের, এইভাবে নীরবে পুষ্করিণী মালিকদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। অনেক সময় পুষ্করিণীর মালিকরা মৎস্যজীবীদের জব্দ করবার জন্য খাজনার দাবীতে মিথ্যা মামলা রুজু করে তাদের একমাত্র সম্বল বাস্তুভিটাটুকুও নিলাম খরিদ করে নেয়। ফলে অনেককে যাযাবরের মত এদেশ ওদেশ করে বেড়াতে হয়। এই শোচনীয় অবস্থা থেকে মৎস্যজীবীদের রক্ষা করার ব্যবস্থা সরকার আজও পর্যন্ত করেন নি।

বহু মালিকানা থাকার জন্য এবং অনেকের আর্থিক দূরবস্থার জন্য বহু পুষ্করিণী, দিঘী, বাঁধ প্রভৃতি জলাশয় অসংস্কৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ঐগুলি সংস্কার করার কোন চেষ্টা আজ পর্যন্ত সরকার করেন নি, বা ঐগুলি মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করেন নি। সরকার যদি এগুলি সংস্কার করবার ব্যবস্থা করে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করেন, একদিকে যেমন মৎস্যচাষ বৃদ্ধি পাবে, অপর দিকে ঐ সমস্ত পুষ্করিণীগুলিকে সেচকার্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ উৎকৃষ্ট মৎস্যডিম উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি যথা গঙ্গা নদী এবং অন্যান্য নদীগুলি জোতদার বা বড় বড় ইজারাদারদের দখলীভুক্ত। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি বাঁধেও সামান্য পরিমাণ ডিম উৎপাদন হয়। এই সমস্ত ডিম উৎপাদন ক্ষেত্রের মালিকগণ তাদের ইচ্ছামত ডিমের দাম নির্ধারণ করে থাকে। মৎস্যজীবীদের ঐসমস্ত ডিম উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ডিম পোনা এনে চাষ করতে হয়। ট্রেন বা বাসে ভিড়ের চাপে ঐ ডিম পোনা নষ্ট হয়ে যায়। তার প্রতিকারের জন্য ঐ সমস্ত কেন্দ্র থেকে ডিম পোনা আনার জন্য ট্রেনে স্পেশাল কামরার ব্যবস্থা করা উচিত।

আমি মনে করি মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে যেসব বাধা বিঘ্ন রয়েছে, তা যদি অপসারণ করে ফিশারমেন ক্রেডিট সোসাইটি গঠন করে তাদের ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেন, পুষ্করিণী, দিঘী, প্রভৃতি জলাশয় থেকে তাদের উচ্ছেদ রহিত করেন এবং খাজনার পরিমাণ হ্রাস করবার যথাযথ

ব্যবস্থা করেন, তাহলে দেশে মৎস্যচাষ বাড়তে পারে এবং মৎস্যজীবীদের অবস্থার উন্নতিও হতে পারে। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ইন্ডো প্যাসিফিক কাউন্সিলএ ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে—

> "In a community so backward in every respect, and depending **ordinarily on such a precarious and narrow means of livelihood,** it is hardly to be expected that self-help organisation will be able to find other sources from among themselves or necessary personnel to undertake welfare work on anything like the scale required by the community. Such work like education, provision of housing, medical welfare, health and sanitation arrangements and other ameliorative measures have therefore to be undertaken by the State or by the public body."

কিন্তু ভারত-সরকারের রিপোর্টে এইরূপ উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্যজীবীদের আর্থিক উন্নয়নের কোন চেষ্টাই করেন নি। পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমিতির মারফত পশ্চিম-বাংলার মৎস্যজীবীরা কয়েকটি মূল দাবী মেমোরান্ডাম আকারে গত ১৯৫৪ সালের ১৯এ মে তারিখে সরকারের নিকট পেশ করেছিল। কিন্তু দীর্ঘ তিন বৎসর হইল সরকার পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও কাজে কিছু পরিণত করেন নাই। দাবীগুলির মধ্যে ছিল—

(১) পুষ্করিণী হইতে মৎস্যজীবীদের যখন তখন উচ্ছেদ রহিত করা এবং খাজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য রেন্ট কন্ট্রোল এবং অনুকূল একটা আইন প্রণয়ন করা হোক।

(২) খাল, বিল, পুষ্করিণী, দিঘী প্রভৃতি জলাশয়গুলি জমিদারী দখল আইনের অন্তর্ভুক্ত করা এবং মৎস্যজীবীদের মধ্যে ন্যায্য খাজনায় বিলি বন্দোবস্ত করা হোক।

(৩) ভাগচাষী মৎস্যজীবীদের ভাগচাষ আইনের অনুরূপ একটি আইনের আওতায় আনা হোক।

(৪) মৎস্যজীবীদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান রচনা করা হোক।

মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী মহাশয় মৎস্যজীবীদের কয়েকটি অধিবেশনে যোগদান করে এগুলির বিষয়ে যথা ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত কিছুই করেন নি। ভারত সরকারের প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে—মৎস্যজীবীদের শিক্ষার ভার সরকারকে নিতে হবে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্যজীবীদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নি। বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞদের এনে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরাচ্ছেন, কিন্তু ঐ সমস্ত বিশেষজ্ঞদের দিয়ে মৎস্য-শিকারের যে প্রণালী তা পশ্চিমবাংলার মৎস্যজীবী সন্তানদের শেখাতে পারতেন। কিন্তু সে রকম কোন চেষ্টা সরকার আজো পর্যন্ত করেন নি, এটা অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। পশ্চিমবাংলায় একটা স্বতন্ত্র মৎস্য বিভাগ থাকা সত্ত্বেও এবং কয়েক বৎসর ধরে কয়েক কোটি টাকা খরচ করেও পশ্চিমবাংলায় মৎস্যচাষ বৃদ্ধি ও মৎস্যজীবীদের উন্নতি বিধানের কোনরূপ চেষ্টাই পশ্চিমবাংলা সরকার করেন নি।

[7-10—7-20 p.m.]

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সময় বড় কম বলে আমি বেশী কিছু বলব না। আমাদের বাঙলা-দেশে এক সময় সাহিত্যিক কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র রায় এবং তাঁর পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ইত্যাদিদের লেখায় মাছের কালিয়া ইত্যাদি নানারকম ব্যঞ্জন রাঁধবার পদ্ধতি বিভিন্ন জায়গায় আছে। কিন্তু ভবিষ্যতের সাহিত্যিকরা মাছের কথা ভুলে যাবেন। আমাদের এটা সৌভাগ্য যে আমাদের দাদা হেমবাবু স্ট্যাটিস্টিকস পরিবেশন করেন নি। আমি তাঁকে পরামর্শ দেব—পূর্ণমৎস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণসেবায় শিখাতে। এটা জানা কথা তিনি বলবেন যে বাংলাদেশে মাছের সংখ্যা অনন্ত এবং বাঙালীরা মাছ খাচ্ছেও অজস্র। সুতরাং পুকুর, ডোবা, নদী, নালা ইত্যাদি জায়গায় মাছ যা আছে তার সংখ্যাও অনন্ত। স্ট্যাটিস্টিকস না থাকায় আমরা বেঁচে গেছি—তা না হলে ২০ লক্ষ টাকার এই বাজেট কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াত

তার ঠিক নেই। কারণ মাথা প্রতি মাছ, ডিম, পোনা, চারা তাদের ভগ্নাংশ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার হিসাব করতে আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যেত। এক ভদ্রলোক হরিণঘাটায় আছেন তিনি দুধ খাওয়াচ্ছেন, আর এক ভদ্রলোক মৎস বিভাগে আছেন তিনি আমাদের মাছ খাওয়াচ্ছেন। এই বিভাগে আগে যিনি ছিলেন—ডাঃ হোরা—তাঁর মাছ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান ছিল। কিন্তু এখন যিনি আছেন তাঁর মাছ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই। ভদ্রলোকের একখানা বই আছে তার নাম—মাছের কথা। এতে আছে যে বাংলাদেশে মাছের চাষ করতে হলে প্রচুর কচুরিপানা খাওয়াতে হবে—ব্লু লিটমাস পেপার। বিজ্ঞানের যারা প্রথম বার্ষিক ছাত্র তারাও জানে যে কি ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু তিনি সেটা জানেন না। আমার কয়েকজন অধ্যাপক বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা হওয়াতে তাঁরা বলেছিলেন—কথাটা ঠিক আনপার্লামেন্টারী নয়—স্রেফ গাঁজাখুরী। কিন্তু এই বইখানা লিখে চাকরীতে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে এবং এই বইখানাতে আমাদের দাদা হেমবাবু তাঁকে দুনিয়ার সেরা বিশেষজ্ঞ বলে ঠিক করে দিয়েছেন। এ ছাড়া তিনিও তাঁর পরামর্শে চলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে

Development scheme—pilot scheme for development of beel fisheries

দুই হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু দাদা বোধ হয় জানেন যে একটা বড় জাল দুই হাজার টাকায় তৈরী হয় না। তাহলে অতএব ডেভেলপমেন্ট অব ফিশারী এবং ফিশ কিভাবে হবে সেটা দাদাই বলতে পারেন। মাছের দর কস্ট অব লিভিং ইনডেক্সএর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে বাড়ছে এতো খুব সাদাসিদে কথা। আমার দাদা বোধহয় জানেন না যে সাগর এবং সাগরের ও পারে গেলে ৪।৫ আনা চিংড়ীর সের। সেই মাছের জন্য জেলেদের দাদন দেওয়া হয় এবং তারপর মোটর বোট বা নৌকা করে সেই মাছ কিনে এনে কোলকাতায় এবং শিল্পাঞ্চলে দুই টাকা, আড়াই টাকা দরে বিক্রি করা হয়। এই পয়সাটা ধীবররা পাচ্ছে না। পাচ্ছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত যাদের আমরা আড়ৎদার বলি। যারা আট আনা সের দরে কিনে আড়াই টাকা দামে বিক্রি করছে সেই সমস্ত আড়ৎদারদের আপনারা কেন আটক করছেন না? এর চেয়ে গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে যে সমুদ্রের মাছ সমুদ্রেই হাত বদল হয়। অর্থাৎ জাহাজে মাছ তুলে সেই মাছ নৌকা করে অন্য জায়গায় চালান যায় আর আপনাদের কাছে হিসাব আসে যে মাছ ওঠে নি বা হাজার মণ উঠলে ২০০ মণের হিসাব খাতায় লেখা হয়।

আর বরফের ব্যাপার তার কোন হিসেব নেই। গলে যায়। আমি আরেকবার বলেছিলাম যে আমরা যখন প্রথম বই লিখি তখন পাবলিশাররা আমাদের বলতেন আপনার বই উই-এ খেয়ে গেছে। সুতরাং তার রয়ালটির হিসাব নেই। এ ক্ষেত্রেও তাই বরফ গলে যায়। বরফের হিসেব দেওয়া খুব সুবিধে। মাঝ পথে বিক্রী হউক, মোটেই কেনা না হউক, গলা বরফ ভেরিফিকেশনএ ধরার সাধ্য নেই। সুতরাং বরফে যাচ্ছে। আট আনার মাছ বেচতে গিয়ে ৬।৭ আনা বরফ খরচ হচ্ছে। এই হিসেবে খাতা ভর্তি হচ্ছে। তবে তাঁরা বলতে পারেন সেই মাছ তো মানুষের পেটে যায়—মাছ তো আর অন্য কাজে ব্যবহার হয় না। অন্য কাজে ব্যবহার হউক বা না হউক বাংলাদেশের মাছ বাইরে যেতে পারে।

আমি আরেকটা উদাহরণ দিই। আপনাদের অব্যবস্থা, আপনাদের কোন নীতির অভাবের দরুন বাংলাদেশের মৎস্যজীবীরা কিভাবে সর্বনাশের সম্মুখীন হচ্ছে। বছর দুই এক আগে আমি কাঁথি মহকুমায় গিয়েছিলাম শীতকালে। সেখানে সমুদ্র থেকে কিছুটা দূরে একবারে বর্ডারএর কাছে আমাদের একটা সভা করতে যেতে হয়। অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ আর ভয়ানক মাছি—সে মাছি ধারণা করা যায় না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ অবস্থা কেন? তারা বললেন এখানকার মৎস্যজীবীরা সংখ্যায় তারা হাজার খানেক হবে—একটা জাল তৈরী করেছিল, সে জালের নাম সাগর বেড় জাল। সেই জালেতে তারা একেবারে ৫০০।৭০০ মণ ইলিস মাছ ধরেছে। কিন্তু সেই অঞ্চলে সেই মাছ বিক্রী হয় নি। তারা এস ডি ও-র পায়ে ধরেছে যে এই মাছ আমাদের কলকাতা চালানি দেবার জন্য মোটর বোট ও বরফের ব্যবস্থা করুন। কর্তৃপক্ষের দরজায় দরজায় ঘুরেছে—তিন আনা চার আনায় মাছ বিক্রি করেছে। তারপর মাছ পচেছে তা থেকে দুর্গন্ধ হয়েছে। সার হিসেবেও সেই মাছ ব্যবহার হয় নি। এই তো অবস্থা আবার কাঁথি থেকে খবর পেলাম সম্প্রতি যে সুবর্ণরেখা নদী তার কাছাকাছি আরও দুটি নদী

আছে সেই নদীর মুখেতে পলি পড়ে সমুদ্রের স্রোত ভিতরে আসছে না বলে এবার আবার সেখানে মাছের কোন চালান নেই। মাছ সেখানে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং এদিকেও ব্যবস্থা নেই ওদিকেও ব্যবস্থা নেই। অবশ্য কিছু উৎসাহী ব্যবসায়ী নৌকা করে সেখান থেকে মাছ আনবার ব্যবস্থা করেছেন। তিন দিনে মাছ আসে, মাছের পড়তা তিনগুণ হয়ে যায়। সুতরাং এখানকার লোক দরে খায় আর সেখানকার যারা ধীবর সম্প্রদায় তাদের এতে পেট ভরে না। তারা কো-অপারেটিভ সোসাইটির কথা বলেছেন। সুন্দরবনের মেছোভেরীগুলি যদি সব কো-অপারেটিভ করে দেন। দাদা নিজে মেছোভেরীর মালিক। এবং আরও অনেকে এখানে আছেন যারা মালিক। আপনার যে ভেরীগুলি আছে সেগুলিকে কো-অপারেটিভএর হাতে তুলে দিন। আমি একটা মৎস্যজীবী কলোনীর কথা বলছি। গারুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে সরকারী কলোনী, তার নাম হচ্ছে গারুলিয়া মৎস্যজীবী কলোনী। তাদের একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে। তার সভাপতি জনৈক কংগ্রেস কর্মী। গত চার বছরের মধ্যে তাদের আপনারা কোন রকম সুযোগ দেন নি। কেন না তাদের একমাত্র অপরাধ কংগ্রেস কর্মী সভাপতি ছাড়া সকলেই মৎস্যজীবী। যদি সকলেই মৎস্যজীবী না হত তাহলে আপনাদের কারুণ্যের নিদর্শন সেখানে প্রকট হয়ে উঠত।

আমার আরেকটা বক্তব্য বাংলাদেশের মাছের চারা বিদেশে চালান যাচ্ছে। কাগজে তার ছবি বেরোয়, আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি। বাংলাদেশের মাছের সর্বনাশ হচ্ছে, আপনারা তা খেয়াল করছেন না। এই মাছ দুই চার বছর বাড়তে দিয়ে তারপরে চারা চালান করলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না।

আমার একটা বক্তব্য দাদারা পুকুর সংস্কারের জন্য দুই লাখ টাকা ধরেছেন, কয়টা পুকুর তাতে সংস্কার হবে? বাংলাদেশে কয়টা পুকুর আছে যার একজন মাত্র মালিক? প্রায় পুকুরের ১০।১৫।২০।৩০ জন মালিক—টাকাটা কার ঘরে যাবে। আপনারা পুকুর রিকুইজিশন করুন। আমরা জানি ঐ টাকা দেওয়ার ব্যাপারে দুর্নীতি চলে, আপনারা টাকা দেওয়া বন্ধ করুন। আপনারা নিজেরা চারা ফেলবার ব্যবস্থা করুন, মাছ হলে নীলাম ডেকে দিন। দেখবেন অতিরিক্ত লাভ যেন না হয়। মাছ এমন জিনিস নয় যে কোল্ড স্টোরেজএ রেখে দিয়ে চড়া দরে বিক্রি হবে।

আমার শেষ বক্তব্য দামোদরের রণ্ডিয়া বাঁধ দেওয়া হয়েছে পানাগড়ের কাছে ওপরের দিকে জল যায় না। মাছ সেখানে যায়, ৫০০।৭০০ ধীবর সেখানে মরে যেতে বসেছে—এ নিয়ে অনেক আবেদন নিবেদন করে কোন ফল হয় নি। আপনারা আদর্শ পুষ্করিণীতে আদর্শ মাছের চাষ করছেন কিন্তু একটা জায়গার সন্ধান দিই লিলুয়ার রেল লাইনএর ধারে দেখতে পাবেন একটা দিঘী আছে রেলওয়ের এক মাইল লম্বা এবং আধ মাইল চওড়া। সেখানে চাষ করুন না।

সর্বশেষে বলি বাংলাদেশে এক সময় দুঃসময় এসেছিল, সেই সময়কার জনসাধারণ তার ব্যবস্থা নিজেদের হাতে নিয়েছিল। রাজা গোপাল দেবের সম্বন্ধীয় তাম্র অনুশাসনে দেখা যায় যে মাৎস্যন্যায়ের প্রভাব যখন বাংলাদেশে অসহ্য হয়ে উঠেছিল তখন প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালদেবকে এনে টেনে বসিয়েছিল। তা দাদা আমাদের মাৎস্যন্যায়ের থেকে বাঁচান তা না হলে বাংলাদেশের জনসাধারণ ভবিষ্যতে এর ব্যবস্থা করবে।

Sj. Nishapati Majhi:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি অতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এখানে নিবেদন করব। কেন না আলোচনার বিষয় প্রথমেই মৎস্য বিভাগের মন্ত্রীর ভাষণে যাবতীয় উত্তর রয়েছে। এখন আসল কথা এই যে পশ্চিমবাংলায় তিন কোটি লোকের মধ্যে প্রায় দুই কোটি লোক মৎস্যভোজী। এই পশ্চিমবাংলায় ৯৬ হাজার জন মৎস্যজীবী। তাদের সমস্যা ও মৎস্যভোজীর সমস্যার দিকটা নানাকারণে পশ্চিমবাংলায় খুব গুরুতর হয়ে পড়েছে। বিগত বন্যায় ৬টি জেলায় প্রচুর মাছের ক্ষতি হয়। তারপর অনাবৃষ্টির জন্য অনেক পুকুরের জল শুকিয়ে গিয়েছে। আবার নোনা জল কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় সত্যই মৎস্য পোনা রক্ষার একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সমস্যাগুলো সামনে রেখে আজকে বঙ্কিমবাবু যে কথাটা বললেন এবং পঞ্চাননবাবু যে কথা

বললেন তার সব কিছু সমাধান করতে পারা যাবে যদি আমরা পরস্পর এক হয়ে এই প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান করবার উপায় অবলম্বন করি। নতুবা আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না। বাঙ্গালীর মাছ আর ভাত যাতে খেতে পায় তার উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে একমত হয়ে কাজ করবার দিন নিকট হয়ে এসেছে। মাছের চাষের বিষয় সত্যই আমাদের আজকে তিনটা দিক বিবেচনা করতে হবে। সমতল ভূমির তার মৎস্যক্ষেত্রের এলাকা আমরা যা হিসেব পেয়েছি মোটামুটিভাবে বলা চলে যে ৩৯ লক্ষ বিঘা জলাভূমি। তার মধ্যে প্রায় ২৫ ভাগ জমি কোনদিন সংস্কার যোগ্য হবে না। আজকে আমাদের একটা সুদিন এসেছে। হাজা মজা যে সমস্ত পুকুর আগে ছিল তা আইনের দ্বারা সংস্কার হচ্ছে। ইদানীং টেস্ট রিলিফএর কাজে ব্যাপকভাবে চারিদিক দিয়ে কাজ আরম্ভ হয়েছে। এগুলি দিয়ে আমাদের দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে পারবে। একটা হচ্ছে মৎস্যচাষ বৃদ্ধি আর ফসল বৃদ্ধি হবে। এদিক দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই কিছুটা মাছের চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারব। বঙ্কিমবাবু যে হিসেব দিয়েছেন মাছের দর সম্বন্ধে সেটা মেনে নিতে পারা যায় না। কাট মোশন নম্বর ৪-এ দেখা যাচ্ছে মৎস্য সংকট ভীষণ, মাছ প্রতিসের দুই টাকা বিক্রয় হয়। আর বঙ্কিমবাবু বলছে মাছ ৪ টাকা ৪॥ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। কিন্তু আমরা কাগজপত্রে দেখছি অন্যরূপ।

আমি এখানে সরকারী যেসমস্ত হিসাবপত্র আছে, তা থেকে দেখছি মণ করা পাইকারী দর হচ্ছে—

১৯৫০-৫১ সালে—১০৩ টাকা ১২ আনা,
১৯৫১-৫২ সালে— ৮৮ টাকা ১২ আনা,
১৯৫২-৫৩ সালে—১০০ টাকা,
১৯৫৩-৫৪ সালে— ৮৮ টাকা,
১৯৫৪-৫৫ সালে— ৭২ টাকা ৮ আনা,
১৯৫৫-৫৬ সালে— ৮২ টাকা ১২ আনা,
১৯৫৬-৫৭ সালে— ৮৫ টাকা, এবং
১৯৫৭-৫৮ সালে— ৮৩ টাকা।

যে মৎস্যজীবীরা হাঙ্গরের মুখ হতে, কুমীরের মুখ হতে এবং সাপের মুখ হতে জীবন বিপন্ন করে বাঙালীর প্রিয় খাদ্য মাছকে আমাদের সামনে এনে দেয়, তাদের রক্ষা করতে গেলে খুব সস্তা দরে, ১৲ বা ১॥৵৹ দরে মাছ বিক্রয় করবে এটা যেন কেউ আশা না করেন। কারণ আজ ধান, চাল, সরষের তেল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য মূল্যের তালে, তালে মৎস্যের মূল্যও চলছে। অন্যান্য জিনিসের আজ যে দর সেই অনুপাতে মাছের দর যে খুব বেশী চড়া হয়েছে, তা নয়। আমি এর সঙ্গে আর একটা কথা বলি। আমাদের এই রাজ্যে ১৯৪৭ সালের যে হিসাব তা যদি দেখি, তাহলে বলতে পারি তখন ৫।৬ লক্ষ মণ করে রুই, কাতলা মাছ উৎপন্ন হ'ত। তারপর হল ৭।৮ লক্ষ মণ। আর এখন সেটা ১০।১১ লক্ষ মণের কোঠায় এসে পৌচেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে প্রায় ১৪ লক্ষ মণ মৎস্য উৎপন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি আশা করি এই ১৪ লক্ষ মণ মাছ উৎপন্ন আমরা নিশ্চয়ই করতে পারবো। মিঃ স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্যরা যদি আমাদের সহযোগী হন তাহলে আরও বেশী উৎপন্ন করতে পারবো।

মাননীয় সদস্য বঙ্কিমবাবু যে হিসাব দিয়েছেন সেটা সঠিক নয়। কলকাতার ৪০ লক্ষ লোকের জন্য যদি দৈনিক এক ছটাক করে মাছ ধরা যায় তাহলে বৎসরে ২২॥ লক্ষ মণ মাছের প্রয়োজন। আমার যা হিসাব তাতে দেখছি গত বছর ১৪ লক্ষ মণ মাছ এসেছে। তার মধ্যে ৪ লক্ষ মণ হচ্ছে পশ্চিমবাংলার এবং ৭ লক্ষ মণ হচ্ছে আমাদের অন্যান্য রাজ্যের, আর ৩ লক্ষ মণ হচ্ছে পাকিস্তানের। বাইরের মাছ আমদানি দ্বারা রাজ্যবাসীর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের মনেপ্রাণে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে অগ্রসর হওয়া দরকার।

[7-30—7-36 p.m.]

২, ৫, ৮, ১১ ও ১৪ নম্বর ছাটাই প্রস্তাবে পলিসির কথা বলা হয়েছে। পলিসির বিষয়ে সকলে একমত হবে কিসে এই রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সেদিকে মনোনিবেশ করলে সকল বাধাই দূর হয়ে যায়।

পঞ্চাননবাবু যা বললেন সুন্দর কথা, বিবেচনাযোগ্য কথা বলেছেন—মোহনার কথা—বর্ণনা করলেন—আমাদের মৎস্য বিভাগের আধিকর্তাকে ছোঁ মেরেছেন, কিন্তু তার কথাগুলোকে আমি ভাল মনে করছি না। মৎস্য বিভাগের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য সংগ্রহ কাজে বিশেষভাবে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। মৎস্য বিভাগে মৎস্যবিদ্ পণ্ডিত ১৮৩ জন।

এ ভয়েসঃ তাদের ধরে খেতে হবে।]

মোটামুটি একটা তথ্য এখানে রাখতে চাই। মোহনা অঞ্চলে ৭,৫৭৩ জন মৎস্য ধরে। নৌকা নিয়ে, জাল নিয়ে, মোহনা থেকে অনেক দূরে পাঁচ সাত দশ মাইল দূরে গিয়ে তারা মৎস্য ধরে। মৎস্য শিল্পে—বয়স্ক পুরুষ নিযুক্ত আছে ১০,৮৩৮ জন। অথচ তাদের উপর নির্ভরশীল ২৬ হাজারের উপর। লেখাপড়া জানে ২,০৫৮ জন। মৎস্য ধরে ৬,৫৭৩ জন, জমি আছে ১,৬৬৭ জনের, নৌকা আছে ৩,৩২০ জনের, আরো ২,২০০ জনের নৌকা দরকার, জাল দরকার। একটা কেন্দ্রীয় সমিতি এখন স্থাপিত হয়েছে। আমাদের বিরোধীদলের ডেপুটী লীডার সেই কার্যে সহযোগিতা করছেন। গঙ্গার ঘাটে তাঁকে নিয়ে একদিন দেখিয়েছিলাম।

(**Sj. Bankim Mukherji:**
আমাকে কমিটিতে নেওয়া হয় নাই।)

সেখানে একটা মিলনের দৃশ্য দেখা যায়। আমরা যদি সকলে মিলে মন খুলে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে মনোনিবেশ করি, তাহলে নিশ্চয়ই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবো। আর অধিক সময় আমি নেব না। বঙ্কিমবাবু খুব ভাল কথা বলেছেন, আমাদের পঞ্চাননবাবুও খুব ভাল কথা বলেছেন। আমি সকলকে আহ্বান করছি—আসুন আমরা সকলে মিলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করি।

The Hon'ble Hem Chandra Naskar:
আমি সমস্ত কাট মোশন অপোজ করছি এবং আমার বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর করতে সকলকে অনুরোধ করছি।

Sj. Panchanan Bhattacharjee: On a point of information.
উনি তো অনেক স্ট্যাটিস্টিকস দিলেন। কিন্তু উত্তর বাংলার একটি নদীতে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য বিভাগ মাছের চারা ছেড়ে মাছের চাষ করছেন, তার মধ্যে কত চারা মারা গেছে, কত চারা ছাড়া হয়েছিল এবং কতই বা পাকিস্তানে চলে গেছে বলবেন কি?

Mr. Speaker:
এ ধরনের প্রশ্ন করা অবান্তর।

Sj. Nishapati Majhi:
আমি এর উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত। আপনি পরে প্রশ্ন করবেন, আমি উত্তর দেব।

Mr. Speaker: I will now put all the cut motions to vote except cut motion No. 10 on which division has been called.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haran Chandra Mondal that the demand of Rs 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Misra that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 13,71,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—53.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakraverty, Sj. Jatindra Chandra

Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—129.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Naziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.

Pramanik, Sj. Rajani Ka...
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 53 and Noes 129 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that a sum of **Rs. 13,71,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 24, Major Head: "40—Agriculture—Fisheries", was then put and agreed to.**

Adjournment

The House was then adjourned at 7-36 p.m. till 8-30 a.m. on Thursday, the 19th June, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 19th June, 1958, at 8-30 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 208 Members.

[8-30—8-40 a.m.]

DEMAND FOR GRANT

Major Head: 47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services.

The Hon'ble Abdus Sattar: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 73,65,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services".

(Rs. 36.83,000 has been voted on account.)

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কল্যাণরাষ্ট্র আমাদের আদর্শ। সমাজতন্ত্রবাদ আমাদের লক্ষ্য। দেশের জনসাধারণের, দেশের প্রতিটি অধিবাসীর আত্মবিকাশ ও উন্নয়নের সমান সুযোগ ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন হল এই সমাজের মূল কথা। এই সমাজে একদিকে দারিদ্র্য আর অন্যদিকে প্রাচুর্য থাকবে না। ব্যবধানকে কমিয়ে আনাই হবে লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিগত বৎসরগুলিতে শ্রমজীবি সমাজের কল্যাণের জন্যে বহু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কল্যাণ প্রতিষ্ঠাই হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমনীতি।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবি সমাজে এই নীতি উৎসাহ ও বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। তাই ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ও অধিকতর আস্থা সহকারে শ্রমজীবিগণ শ্রম বিভাগে আসেন। তাই দেখা যাবে, আলোচ্য বর্ষে শ্রম বিভাগের কাজ বিভিন্নভাবে বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। এই বৎসরে ছ' হাজার (৬,০০০) বিরোধ এসে পৌছায়। এই সংখ্যা ১৯৫৬ সাল অপেক্ষা নয়শত অধিক। ছ হাজার বিরোধের শতকরা ৭৬ ভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ৪৬টি শ্রম বিভাগের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্টগুলির অর্ধেক উভয় পক্ষ মীমাংসা করতে সক্ষম হয়। এই বৎসরে ৫৪২টি বিরোধ ট্রাইবুনালে প্রেরিত হয়েছে। ট্রাইবুনালও অধিক সংখ্যায় বিরোধের বিচার করেছে। এই সংখ্যা হল ৪৭৯, যা পূর্ব বৎসরে ছিল ৩৭১টি। কাজ বন্ধ হয়েছিল এমন বিরোধের সংখ্যা ছিল ২২৭। এর মধ্যে ২১৮টি এই বৎসরে নিষ্পত্তি হয়।

শ্রমদিবস অপচয়ের সংখ্যাও এই আলোচ্য বৎসরে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। শ্রমদিবস অপচয়ের সংখ্যা ছিল ১৯৫৬ সালে ১,৮০৯,৯৩৪, আর ১৯৫৭ সালে এই সংখ্যা ৯৯৮,৮২০। পূজা বোনাস সম্পর্কে ১৯৫৬ সালে যে শ্রমদিবস অপচয় হয় তাহার সংখ্যা ছিল দুই লক্ষেরও বেশী—কিন্তু ১৯৫৭ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৪ হাজারে। এই সমস্ত নিশ্চয়ই উন্নততর শ্রম সম্পর্কের নিদর্শন।

জাতিগঠনে ও দেশের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শ্রমজীবি সমাজের যে গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে তাকে গ্রহণ করতে হলে তার অধিকার ও দাবী সম্পর্কে যেমন সচেতন থাকতে হবে তেমনি থাকতে হবে তার কর্তব্য পালন সম্পর্কে শ্রমিকের কাছ থেকে যে গৌরবময় ভূমিকা আশা করা যায় তা পূরণ হতে পারে যদি তাকে এই বিষয়ে সচেতন ও শিক্ষিত করা হয়। শ্রম বিভাগ তাই শ্রমিকদের বোধগম্য বিভিন্ন ভাষায় পুস্তিকা আলোচ্য বর্ষে প্রকাশ করেছে। বাংলায় ১০ হাজার, হিন্দিতে ১০ হাজার, উর্দুতে ৫ হাজার ও নেপালীতে ৩ হাজার পুস্তিকা

ইতিমধ্যে শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। শ্রমিকবার্তা বলে একটি দ্বিভাষী (বাংলা ও হিন্দি) পাক্ষিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ হচ্ছে। শ্রম বিভাগ থেকে মাসিক লেবার গেজেটও প্রকাশিত হচ্ছে। এই মাসিকটি বহু প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ থাকে।

শ্রমজীবি সমাজ এবং শিল্প পরিচালকদের মঙ্গলের জন্যই শুধু নয়, দেশের অশান্তি উপস্থিত হলে এবং তা ক্ষিপ্রতার সংগে দূর করতে না পারলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই ক্ষতি হয়। শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও মধুর করতে পারা যায় উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়া হলে এবং উভয়ের বক্তব্য ও অসুবিধা উভয়ে যুক্তিসহকারে বিচার বিবেচনা করলে। দেখা যায়, বোঝাপড়ার অভাবে, আলাপ আলোচনার অভাবে অনেক সময় অশান্তির সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি বসে আলাপ আলোচনা ও সন্তোষজনক মীমাংসা কার্যে সহায়তার জন্যে একটি ত্রিদলীয় রাজ্য শ্রম উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হয়েছে এবং কয়েকটি অধিবেশনও এই বোর্ডের হয়ে গেছে। প্রতি দুই মাসে একবার করে এই বোর্ডের অধিবেশন হয়। সম্প্রতি কয়েকটি উপসমিতি বা সাবকমিটিও গঠিত হয়েছে।

রাজ্য শ্রম উপদেষ্টা বোর্ডের সভা ভিন্ন মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত শিল্প পরিচালক ও শ্রমিক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনাও করা হয়ে থাকে। এতে সুফল পাওয়া যায় এবং অনেক বিরোধের মীমাংসাও হয় এই প্রকার একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠনকে শ্রম বিভাগের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ বলা যেতে পারে।

পাট পশ্চিমবংগের একটি প্রধান শিল্প এবং এই শিল্প মারফত আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এই শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার হল বিদেশে। পাট শিল্পকে বিদেশের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয়ের সংগে পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সেই সংগে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বার্থ জড়িত রয়েছে। বিদেশে পাটের বাজারের ওঠা নামার সংগে শিল্পের ওঠা নামা জড়িত। এক কথায় বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের যে বাজার রয়েছে, সেই বাজারই আমাদের পাট শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ভারত সরকার এই অবস্থা উপলব্ধি করে ১৯৫৪ সালে পাট তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনের উপদেশ অনুযায়ী ভারত সরকার পাটশিল্পের র‍্যাশনালাইজেশন অথবা আধুনিকীকরণ গ্রহণ করেন। এই কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ করার জন্যে ভারত সরকার থেকে পাটশিল্প পরিচালকদের ঋণ দিচ্ছেন। পশ্চিমবংগ সরকারের নীতি ভারত সরকারের নীতি থেকে পৃথক হতে পারে না এবং তা নয়ও। কিন্তু এই র‍্যাশনালাইজেশন ছাঁটাই যাতে না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে। র‍্যাশনালাইজেশনজনিত কোন পাটকল সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে বন্ধ করতে হ'লে রাজ্য সরকারকে সংবাদ পূর্বাহ্নে দিতে হয়—শ্রমিকদের বিকল্প কাজ দিতে হয়। শ্রম বিভাগ এই দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখেঃ

(১) র‍্যাশনালাইজেশনের ফলে যাতে কোন শ্রমিক ছাঁটাই না হয় তার জন্যে ফেজড প্রোগ্রাম,

(২) ওয়ার্কলোড নির্ধারণ এবং ওয়ার্কলোড বৃদ্ধি হলে তার জন্য মজুরি বৃদ্ধির যৌক্তিকতা বিচার,

(৩) স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের ক্যাডার, এবং

(৪) অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণের জন্যে একটি এড হক কমিটি গঠিত হয়েছে।

এই কমিটির ইতিমধ্যে ১১টি অধিবেশন হয়ে গেছে। এই কমিটির কাজ শেষ হতে আরও কয়েক মাস সময় লাগবে।

পশ্চিমবংগ সরকার উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করেছে পাটকলগুলি থেকে নারী শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। সম্প্রতি হুগলি জেলার নর্থব্রুক ও ডালহৌসি জুট মিলের নারী—শ্রমিকদের ছাঁটাই সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কোর্ট অব এনকোয়ারী নিয়োগের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

চা ও একটি পশ্চিমবংগের প্রধান শিল্প। চা শিল্প মারফতও ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। চা বাগানের শ্রমিকদের কারখানা শ্রমিকদের সমপর্যায়ে আনা হয়েছে। চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা, অসুস্থতাকালীন ভাতা (সিকনেস বেনিফিট) চা শ্রমিকদের জন্য

ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাউসিং এডভাইসরি বোর্ড ও মেডিকেল এডভাইসরি বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। যেসমস্ত ধারাগুলি এখনও চালু করা হয় নি সেগুলি পরীক্ষা হচ্ছে—তাদের কতকগুলি এখনি চালু করা যায় কি না দেখবার জন্যে। প্ল্যানটেশন এ্যাক্টসও রুলগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্যে পরিদর্শক নিযুক্ত করা হচ্ছে।

চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফন্ড এ্যাক্ট প্রবর্তিত করা হয়েছে বোনাসের জন্য যে দিল্লী চুক্তি হয়েছিল তার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। নতুন চুক্তি সম্পাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হাট্টাবাহার বা পরিবারের কর্তা গদিচ্যুত হলে সেই সঙ্গে পরিবারের অপর সকলের পদচ্যুতির যে রীতি আছে তার বিরুদ্ধে চা-বাগান শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ আছে সরকারও এই রীতি সমর্থন করে না. চা-বাগান মালিকদের একথা জানান হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটি অন প্ল্যানটেশনের বিগত অধিবেশনে একথা মালিক প্রতিনিধিদের গোচরীভূত করাও হয়েছে।

৪-40—8-50 a.m.]

বর্তমানে ১৯টি নিম্নতম মজুরি ধার্য কমিটি কাজ করছে। এদের কতকগুলি হ'ল ইতিপূর্বে ধার্যকৃত মজুরীর পরীক্ষার জন্য ও কতকগুলি নতুনভাবে মজুরী ধার্যের জন্য। লাক্ষা ও ডাল-কলের শ্রমিকদের জন্যে নিম্নতম মজুরী ধার্য কমিটি নিয়োগেরও ব্যবস্থা হচ্ছে। দোকান ও সিনেমা কর্মচারী, প্লাইউডস কারখানা প্রভৃতি শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী ধার্যের জন্য কমিটি নিয়োগের জন্য অনুসন্ধান কার্য চলছে। চিনির কলে নিযুক্ত ইক্ষু শ্রমিকদের জন্য কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্য ব্যাপী কৃষি শ্রমিকদের জন্যে নিম্নতম মজুরী ধার্য কমিটির কথাও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে কৃষি শ্রমিকদের অবস্থা ও প্রচলিত মজুরী সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ধার্যকৃত নিম্নতম মজুরী শ্রমিকরা পাচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্যে পরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা হচ্ছে।

কটন টেকস্টাইল ট্রাইবুনালের রায় বেরিয়েছে এবং তা যথারীতি প্রকাশিতও হয়েছে। এওয়ার্ডের ফলে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি পেয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইবুনালের রায় এখনও বেরোয় নি। কিছু সময় এখনও লাগবে।

প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের তপশীলভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকদের জন্যে এই আইন চালু করা হয়েছে। সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও এর মধ্যে আছেন। শীঘ্রই বিস্কুট তৈরীর কারখানাগুলিতেও প্রভিডেন্ট ফান্ড আইন চালু হবে। এখন পর্যন্ত ১,৩১৩টি কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এই আইনের আওতায় এসেছে। এই আইনের সুযোগ প্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা হল ৯০১,৪২৬। আলোচ্য বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে ১৬,৬৯,৮০৩ টাকা ২৫ নয়া পয়সা বিলি হয়েছে।

ওয়ার্কমেন্স কমপেনসেশন কমিশনারের কাছে ১৯৫৭ সালে ২,৩০৬টি কেস এসেছিল এবং এই সময়ের মধ্যে ৫,৬৬০টি কেস কমিশনার নিষ্পত্তি করেছেন। প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ হল ৯,৪৩,৯৯৭ টাকা ৭৬ নয়া পয়সা। এম্প্লয়ীজ স্টেট ইনসিওরেন্স আইন কলকাতা ও হাওড়ায় বর্তমানে চালু আছে। বীমাকৃত ব্যক্তির সংখ্যা ১৯৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৪৭,১৯৫। উপস্থিত ৭০৮ জন প্যানেল ডাক্তার ও ১৩৮ জন কেমিস্ট আছেন। বীমাকৃত ব্যক্তিগণের জন্যে ১৫৫টি সাধারণ, ১৫টি প্রসূতি, ২০টি আঘাতপ্রাপ্ত ও ৯৫টি যক্ষারোগীর জন্যে হাসপাতালে বেড সংরক্ষিত আছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে ৩৫,০৭,৮৭২ টাকা চিকিৎসার জন্যে বীমাকৃত ব্যক্তিগণকে দেওয়া হয়েছে। বীমাকৃত ব্যক্তিগণের প্রয়োজনের তুলনায় হাসপাতালের আসন সংখ্যা অপর্যাপ্ত এবং এইজন্যে বীমাকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে অসন্তোষ আছে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ বীমাকৃত ব্যক্তিগণের জন্যে স্বতন্ত্র হাসপাতাল স্থাপনের জন্য একটি পরিকল্পনা করছেন—এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে হাসপাতাল সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। বীমাকৃত [illegible] পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে চিকিৎসার সুযোগ ও সুবিধা সম্প্রসারিত করার বিষয়টিও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

সাহায্যপ্রাপ্ত গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা (সাবসিডাইজড হাউসিং স্কীম) অনুযায়ী শিল্প পরিচালকদের দ্বারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৬০০টি গৃহ নির্মাণ হয়েছে। কলকাতার ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ৬৬০টি গৃহনির্মাণ করেছে। সব ঘরগুলিই বিলি হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার কর্তৃক ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৮০টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং শীঘ্রই এগুলি বিলি করা হবে। রাজ্য সরকার কর্তৃক আরও ৩,৪৩২টি গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৩২৮টি গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা মঞ্জুরী লাভ করেছে।

বিভিন্ন স্থানে ৩০টি শ্রমিককল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। অবসর সময়মত শ্রমিকেরা ও তাদের ছেলে মেয়েরা এইসব কেন্দ্রে যায়। খেলাধুলা, শরীর চর্চার সঙ্গে লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিছু কিছু হাতের কাজও শেখান হয়, শ্রমিকেরা এখানে গান বাজনাও করে থাকে। ১৩টি কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয় এখানে চিকিৎসার জন্য সুযোগ সুবিধাও আছে কতকগুলি কেন্দ্রে লাইব্রেরীও আছে। শিক্ষিত শ্রমিকেরা এখান থেকে বই নিয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গ শপ এ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট আইন কলকাতা হাওড়া ব্যতীত ৬৪টি মিউনিসিপ্যাল এলাকায় চালু আছে। মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরেও এ আইন চালু আছে। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৫৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৭২,২১০টি দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। ৪,২৩৩টি দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন অমান্যের দায়ে ধরা পড়ে ও ৪,১২৩টির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। এই সময়ের মধ্যে কলকাতা হাওড়ার বিভিন্ন আদালত কর্তৃক ৫,০১৭টি মামলার বিচার হয় ও ৪,৪৮৪টি মামলায় সাজা হয় এবং ৬৩,২১৯ টাকা জরিমানাস্বরূপ আদায় হয়। দোকান কর্মচারী আইনটির সংশোধনও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

রেজিস্ট্রীকৃত কারখানার সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে ৩,৫৪১ এবং এইসব কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হল মোটামুটি ৬,৪৮০,০০০—যে সংখ্যা ১৯৫৬ সালে ছিল ৬৮২,২৯৭। কারখানার সংখ্যা ছিল ৩,৩১২। কারখানাগুলির মধ্যে ২৪০টিতে ক্যান্টিন, ১৫৭টিতে ক্রেচেস আছে। কারখানা শ্রমিকদের (অকুপেশনাল) রোগ নিবারণের জন্য ৩ জন মেডিকাল পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একটি রিজিওনাল লেবার ইনস্টিটিউট উইথ সেফটি হেল্থ এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার মিউজিয়াম শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী।

১৯৫৬ সালের নভেম্বর থেকে এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলি রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে এসেছে এবং তখন ১৩টি এক্সচেঞ্জ ছিল। আরও চারটি এক্সচেঞ্জ ১টি দুর্গাপুরে, ১টি দক্ষিণ কলিকাতায়, ১টি উত্তর কলিকাতায় ও ১টি শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরও তিনটি এক্সচেঞ্জ ১টি কল্যাণীতে, ১টি মালদহ ও ১টি পুরুলিয়াতে খোলা হবে। নাম রেজিস্ট্রারী ভিন্ন কর্মসংস্থান সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সরবরাহ করা হয়। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলি মারফত ১৯,৮৫৭ জন চাকরী পেয়েছে।

কোথায় কত চাকরী আছে বা তার সম্ভাবনা আছে না জানতে পারলে এই এক্সচেঞ্জগুলি ঠিকমত কাজ করতে পারে না, আর তাদের উদ্দেশ্যও সার্থক হতে পারে না। এই সম্পর্কে শিবরাও কমিটির একটি সুপারিশ আছে। এই সুপারিশ মত যাতে বাধ্যতামূলকভাবে কর্মখালির সংবাদ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে পাঠাতে হয় সেইমত একটি আইন প্রণয়নের কথা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে এবং এই সংক্রান্ত প্রাথমিক কার্য চলছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বেকার সমস্যার কথা কারও অজানা নয় এবং সরকার এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছে। এই সমস্যার সমাধান কল্পে সম্ভবপর সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সরকার সর্বদাই আগ্রহশীল। বর্তমান কর্মসংস্থান ব্যবস্থাকে অটুট রেখে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারাই সমস্যার সমাধান সম্ভব কিন্তু মাঝে মাঝে ছাটাই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সরকার সকল সময়ই শিল্প পরিচালকদের একজন কর্মীকেও ছাটাই করবার পূর্বে একবার নয় বিশবার ভেবে দেখতে বলে। বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে আমদানী নীতি গ্রহণ করেছে, তার জন্যও ছাটাই হয়। যে কাঁচা মাল বিদেশ থেকে আসে তার আসা বন্ধ হলে বা তার সঙ্কোচন হলে স্বভাবতই তার ধাক্কা এসে পৌঁছয় সেইসব কলকারখানার উপর যারা এই কাঁচা মালের ওপর

নির্ভরশীল। আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমন কিছু ছাটাই হয়েছে, তেমনি পরিচালনার অব্যবস্থা ও অযোগ্যতার জন্যও কিছু হয়েছে। অশান্তি সৃষ্টির জন্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারখানা বন্ধ হওয়ারও সংবাদ আছে। রাজ্যে নানাবিধ উন্নয়ন কার্য চলছে এগুলি শেষ হলে বহুলোক কাজ পাবে। দুর্গাপুর স্টিল প্রজেক্ট সম্পন্ন হলে দশ হাজার লোক কাজ পাবে এবং এই প্রজেক্ট শেষ হতে আরও দু-তিন বৎসর সময় লাগবে। এই প্রজেক্টে উপস্থিত যতলোক কাজ করছে তার মধ্যে শতকরা নব্বই জন বাঙ্গালী আছে বলে অনুসন্ধানে জানা আছে। কুটির-শিল্পতেও বহুলোক নিযুক্ত আছে আরও নিযুক্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই কুটিরশিল্প উন্নয়নেরও প্রয়োজন আছে। কৃষির কথাও এই সম্পর্কে মনে রাখতে হবে। পল্লী অঞ্চলের প্রায় সবলোকই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিকে আরও সম্প্রসারিত ও উন্নত করতে পারলে দেশে যে বেকারির চাপ রয়েছে তা অনেকখানি কমে যাবে। এই সঙ্গে আমাদের চাই নতুন নতুন শিল্প সংস্থা গঠন ও বর্তমানগুলির সম্ভবপর সম্প্রসারণ, এর জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত আবহাওয়া।

[8-50—9 a.m.]

উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টিতে, শিল্পে শান্তি স্থাপনে, শিল্প সম্প্রসারণে ও উন্নয়নে শ্রমজীবি সমাজের উল্লেখযোগ্য ও মহান ভূমিকা রয়েছে। এদের মুখপাত্ররূপে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির দায়িত্ব ও গুরুত্ব এই সঙ্গে এসে পড়ে। ট্রেড ইউনিয়নের আধিক্যও শিল্পক্ষেত্রের জটিলতা সৃষ্টি করছে। রেজিস্ট্রি করে দিয়েই সরকার তার কর্তব্য শেষ করতে পারে না। আইনে ইউনিয়ন-গুলির কার্যাবলী পরিদর্শন করবার যে ক্ষমতা দেওয়া আছে, সরকার সেই মত কাজ করার সিদ্ধান্ত করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কোনক্রমেই সরকারের ইচ্ছা নয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী করাই সরকারের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ১৯৫৬ সালের প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গে ইউনিয়ন ছিল ১,৬৩৭টি এবং এদের মোট সভ্যসংখ্যা ছিল ৭৬১,৪৬১। ইউনিয়নের সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে হয়েছে ২,২৫৪ এবং সভ্যসংখ্যা হয়েছে ৮৩,৮৩২। যে হারে ইউনিয়নের সংখ্যা বেড়েছে সেই হারে সভ্যসংখ্যা বাড়ে নি। এর অর্থ সহজেই অনুমান করা যায়। ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়েছে বোঝা যায়।

শ্রম বিভাগের কাজ মণিকাঞ্চন সমন্বয় নয়—লোহ-কাঞ্চনের সমন্বয়ই এর কাজ। কল্যাণরাষ্ট্র আমাদের আদর্শ, সমাজতন্ত্র আমাদের লক্ষ্য। এই প্রকার রাষ্ট্রে ও সমাজে শ্রমিক সমাজের যে ভূমিকা রয়েছে সেই ভূমিকা গ্রহণে তাদের সাহায্য করাই এই বিভাগের কর্তব্য। শ্রম বিভাগ সেই কর্তব্যই করে চলেছে।

Mr. Speaker: The following cut motions have been found out of order:—

Nos. 67, 81, 84 and 91.

The reason for disallowance of these cut motions is the very same reason which I gave the other day. Some concern the Industries Department, others concern the Revenue Department and so on.

Sj. Ganesh Ghosh: Mr. Speaker, I want your advice,

অনেকগুলি কাট মোশনস লোক্যাল সেলফ-গভর্নমেন্টএ যাবে বলেছেন। লোক্যাল সেলফ-গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কোন গ্রান্টএ পড়ে তা যদি আমাদের বলতেন, কারণ there is no such grant as Local Self-Government.

Mr. Speaker:

মিসেলেনিয়াসএ পড়ে।

Sj. Ganesh Ghosh:

লেবারও মিসেলেনিয়াসএ পড়ে, ফুড ও মিসেলেনিয়াসএ পড়ে—এই জন্যই তো মুস্কিল হচ্ছে আমাদের।

Sj. Sitaram Gupta:

স্যার, আমার ৮১ নম্বর কাট মোশান যেটা আপনি, ডিসএলাউ করেছেন সেটা আমি ল্যান্ড রেভিনিউ হেডএ দিয়েছিলাম, এখানে এটা এল কি করে? এবং আপনি ডিসএলাউ করলেন কেন—নিশ্চয়ই আপনার অফিস ভুল করেছে।

Mr. Speaker: Do not make any reflection against my Secretariat. I do not allow this. Did you want your cut motions to come under Land Revenue Head or under what Head? Please look up and let me know. Nothing would help you by casting reflection on my Secretariat.

I take it that all the other cut motions are moved.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bejoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobordhan Pakray: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jagat Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jamadar Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sjkta. Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Misra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchu Gopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satkari Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Janab Taher Hossain: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Turku Hansda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Department—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchugopal Bhaduri:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্রমমন্ত্রী মহাশয় এই হাউসে বক্তৃতা দেবার আগে পর্যন্ত আমার মনে একটু সংশয় ছিল, যে এই হাউসএ এদিক আর ওদিক সরকারপক্ষ এবং বিরোধীপক্ষ আমাদের মধ্যে কোন একটা সাধারণ মাপকাটি আছে কিনা যা দিয়ে আমরা সরকারী নীতি বিশেষ করে শ্রমনীতি আলোচনা করতে পারব। শ্রমমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং যা বলেছেন তার থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে হ্যাঁ এইরকম একটা মাপকাঠি আছে যা দিয়ে বিচার করা যায়। তিনি বলেছেন যে পশ্চিমবাংলা সরকারের এবং ভারত সরকারের শ্রমনীতি হচ্ছে উৎপাদনের প্রসার করা, বণ্টনের মধ্যে সাম্য আনা, ক্রমবর্ধিত হারে জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণ করা। এবং এইভাবে প্রয়োজন পূরণ করার মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের লক্ষে উপস্থিত হওয়া এটাই হচ্ছে কল্যাণ-রাষ্ট্র ও ভারত সরকারের লক্ষ বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। যদি এক সপ্তাহ আগে শ্রমনীতির উপরে ডিবেট হত, আলোচনা হত তাহলে আমি ভারত সরকারের শ্রমনীতির একটু প্রশংসা করে আমি হয়ত আমার বক্তব্য শুরু করতাম। অল্প কিছুদিন আগে বেশ একটু আত্মপ্রসস্তির সুর দিয়ে নৈনিতাল কনফারেন্সএ কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দা ঘোষণা করেছিলেন যে শ্রমের অবস্থাটা সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা করা চলছে। কিন্তু তারপরে আমাদের সমস্ত লোককে স্তম্ভিত করে দিয়েছে, চমৎকৃত করে দিয়েছে, যে খুব তাড়াতাড়ি চটপট কোরে মালিক শ্রমিক বিরোধ সমাধান করতে হবে। সেই বিষয়ে সরকার যেখানে মালিক সেখানে এত বড় গাফিলতি এত টালবাহানা এটা আমরা আশা করতে পারি নি। যা আমরা দেখলাম ডক এবং পোর্ট শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যে। প্রায় দুই বছর আগে চৌধুরী কমিশন সরকারের নিযুক্ত ব্যক্তি তদন্ত করে তিনি যে সুপারিশ করেছেন দুই বছর ধরে টালবাহানা করে ধর্মঘট ঘটতে দেওয়া হল। যে ধর্মঘট শুধু ভারতবর্ষ নয়, শুধু ভারত সরকারের নয়, এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং জনসাধারণের মধ্যেও তা পর্যুদস্ত করে দিচ্ছে। এবং এর জন্য মূল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। সে কথা নৈনিতালে তারা বলেছেন, এবং যে কথা আজকে আমাদের এখানে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী প্রকাশ করেছেন যে চটপট করে মালিক শ্রমিক বিরোধের নিস্পত্তি করতে হবে। সরকার যেখানেতে এমপ্লয়ার অব লেবার সেখানে এইরকম গাফিলতী এইরকম টালবাহনার কৈফিয়ত সাত্তার সাহেবের কাছ থেকেও আশা করি না।

এরপর যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে আসি, তা হলে দেখতে পাব যে একটু আগে সাত্তার সাহেব যে বলেছেন দেশপ্রেমিক উৎপাদন নীতি শিক্ষা দেবার জন্য শ্রমিকদের জন্য তিনি ব্যবস্থা করেছেন। আমি মাননীয় স্পীকার মারফত তার কাছে অনুরোধ জানাব মালিকদের কাছে দেশপ্রেমিক উৎপাদন নীতি প্রচার করার এবং তাদের এটা বাধ্যতামূলকভাবে বোঝাবার বেশ খানিক প্রয়োজন আছে, শ্রমিকদের মধ্যে যে কথা তার বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এবং যে কথা ঘটনার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে—যে গত কয়েক বছরে ক্রমান্বয়ে শ্রমিক সাধারণ তারা উৎপাদনের প্রসারকে নিজেদের দেশপ্রেমিকের কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছে এবং পারতপক্ষে তারা কোন হৈ চৈ হাঙ্গামা ধর্মঘটের মধ্যে যায় না। যার প্রমাণ ক্রমশঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি ধর্মঘটের হ্রাসে। কিন্তু সরকারপক্ষ কিম্বা মালিকপক্ষ থেকে দেশপ্রেমের কথা বলতে গেলে একটু বিদ্রূপের মত শোনায়। আমি একটা ছোট ঘটনা দিয়ে আরম্ভ করব। গত এপ্রিল মাসে

শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী মিলে কামাক্ষা ভট্টাচার্য একজন তাঁতী, তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কেন আত্মহত্যা করলেন খবর নিতে গিয়ে আমরা জানতে পারলাম যে গত এক বছর ধরে এপ্রিল মাসের আগে ৭ বছর ধরে ক্রমশঃ শ্রমিকের পাওনা কমতে কমতে তাঁতীর যে পারিশ্রমিক বিল তা কমতে কমতে অর্ধেকে এসে পড়েছে। এবং কেন কমেছে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল যে মালিক পক্ষ ডেলিবারেটলি স্লো ডাউন করে সমস্ত উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। এবং উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে কেন, লোকসান যাচ্ছিল—তা নয় লোকসান যায় নি। ১৯৫৪, ৫৫-৫৬ এই তিন বছরে আদায়ীকৃত মূলধন যেখানে ১৯ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা বঙ্গলক্ষ্মী মিলে সেখানে এই তিন বছরে তাদের লাভ হয়েছিল মাত্র ট্যাক্স দেবার পরেতে ১৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা।

[9-9-10 a.m.]

এবং সেই অবস্থাতে তাঁরা কেন এটা স্লো ডাউন করালেন, তা আমাদের জানতে হবে। বস্ত্রশিল্প প্রসারের যে বৃহত্তর শিল্প, সেই বস্ত্রশিল্পের উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের জন্য ১৯৫৬ সালের শেষে কেন্দ্রীয় সরকার এই কাপড়ের উপর এক্সসাইজ ট্যাক্স বা অন্তর-শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখন তার বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গীণ সংগ্রাম সুতাকলের মালিকরা করেন এবং তা উঠিয়ে দেন বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। যেমন আপনারা দেখে থাকবেন শ্রীকৃষ্ণ মিলের দাবী। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী উপস্থিত করেন যে এই এক্সাইজ ট্যাক্স কমাতে হবে এবং যে মাগ্যিভাতা সুতাকলের মালিকরা দিয়ে থাকেন সেটা কমাতে হবে এবং ছুটি বন্ধ করতে হবে, ওয়ার্কলোড বাড়িয়ে দিতে হবে, রপ্তানির সুবিধা আরও বেশী করে দিতে হবে এবং প্রভিডেন্ড ফান্ডএ মালিকদের কোটা যা বাড়ানর কথা হচ্ছে সেটা মুলতবী রাখতে হবে। অপর দিকে দেখা যায়, তাঁরা বিভিন্ন মিল বন্ধ করে দিয়েছেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন—বঙ্গলক্ষ্মী মিলেতে, তার স্লো ডাউন সেখানে এমনকি এর আগে যে প্রথম সুতাকলের এওয়ার্ডএ যেটা নিম্নতম মজুরীর হার ধার্য হয়েছিল তার থেকে অনেক নীচে মজুরী নেমে পড়েছে, এবং তার কোন প্রতিবাদ এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে হয় নি। তারপর এর সঙ্গে আমরা দেখতে পাই একজন দেশপ্রেমিক মালিক বঙ্গেশ্বরী মিলের, তিনি ট্যাক্স এড়াবার ও ফাঁকি দেবার জন্য বারবার লুকিয়ে মাল পাচার করেছিলেন, ধরা পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন শাস্তি হয় নি। হয়ত পুলিস বিভাগ মালিকের হয়ে তদন্ত করছেন জানি না কবে তার কি হবে। আর একটা মিল, তার নাম হচ্ছে রামপুরিয়া মিল, সেখানে সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় তারা সরকারের আইনকে ফাঁকি দিচ্ছে। এদের সম্বন্ধে সরকারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করেও তার কোন প্রতিবিধান করা যায় নি। তেমনি ভারত বিভূষণ খেতাপ প্রাপ্ত বিড়লা পরিবারের জয়শ্রী মিল, সেখানে কয়েক শো শ্রমিক ১৯৫৭ সালে ছাটাই হয়েছে, অথচ তাঁরা ১১ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছেন। যে কাঁচামাল কমের অজুহাত দিয়েছিলেন সেটা ঠিক নয়। এ কথা কেন্দ্রের মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এই হচ্ছে মালিকদের দেশপ্রেমিক নীতি। এই নীতি সম্পর্কে আমরা একটা কথাও শ্রমমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনতে পাই নি। মালিকপক্ষ যেখানে চান মুনাফা, সেখানে শ্রমিকদের অর্ধাহারে, অনাহারে রাখা হয়। তাঁরা সেখানে চান সরকারী ট্যাক্স যাতে না বাড়ে এবং তা ফাঁকি দেওয়া। তাঁরা যেখানে যেমন ইচ্ছামত সস্তার জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়েছেন ক্রমবর্ধমান হারে, এবং যে সমাজ-তান্ত্রিক নীতি এক্ষণি সত্তার সাহেব ঘোষণা করলেন, সেই নীতিকে তাঁরা বানচাল করতে চান। তাদের সম্পর্কে একটা কথাও শ্রমমন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করেন নি। কাজে কাজেই দ্বিতীয় পরিকল্পনা সফল হবে কিনা তার মূল লক্ষ্য পূরণ করবার দিকে এবং মালিক তাদের ন্যায্য কন্ট্রিবিউশন দেবে কিনা, সে বিষয় শ্রমিকদের দাবীকে রক্ষা করে সমবণ্টনের যে কথা তিনি বলেছেন, শ্রমমন্ত্রী তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে এই পরিকল্পনা পূরণের দিক দিয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীকে সমর্থন করবেন কিনা, সে সম্পর্কে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হচ্ছে। সেদিক থেকে আমি কয়েকটি কনস্ট্রাকটিভ সাজেশন শ্রমমন্ত্রীর সামনে রাখতে চাই। নৈনীতাল কনফারেন্সএর কথাই বলুন কিম্বা ১৯৫৭ সালের সিক্সটিন্থ সেসন শ্রম উপদেষ্টা বোর্ডের কথাই বলুন, কোড অফ ডিসিপ্লিন কিম্বা এ্যাওয়ার্ড চালু করবার কথাই বলুন, কিম্বা শ্রমিকদের রক্ষা করবার জন্য যেসমস্ত আইন আছে, সেগুলি ইম্প্লিমেন্ট করবার কথাই বলুন, কোন কিছু হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইউনিয়ন স্বীকৃতি পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাংলাদেশের শ্রমিক

ইউনিয়নগুলিকে দলমত নির্বিশেষে স্বীকৃতি দেওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই হবে না। শুধু তেরংগা, ঝান্ডা দেখিয়েই নয়, আই এন টি ইউ সির এফিলিয়েসন দেখিয়েই নয়, দলমত নির্বিশেষে শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে, স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। এটা করলে কারা এখানে বোনা ফাইড তা পরীক্ষা হয়ে যাবে। এখানে শ্রমমন্ত্রী যেসকল কথা বলেছেন, তাঁর বাৎ কি, তার বাৎ কিনা, প্ল্যাটিচুড কিনা, তাঁর কথা শ্রমিকদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য কিনা, তা প্রমাণ হবে যদি প্রত্যেকটি ফ্যাক্টরী এবং প্রত্যেকটি কারখানায় এইভাবে তাদের ইউনিয়ন স্বীকৃতি পায়। ইউনিয়ন স্বীকৃতি পেলেই এ্যাওয়ার্ড এনফোর্সমেন্ট হবে। এবং যে সমস্ত শ্রমিকদের রক্ষা করবার জন্য যে আইন আছে, তা কার্যকরী করা সম্ভব হবে এবং কোড অফ ডিসিপ্লিন যেটা আছে, সেটাও রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং দ্রুত শিল্প প্রসার হবে এবং তার ফলে আমি মনে করি উৎপাদনও বৃদ্ধি হবে।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এর আগে শ্রমমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, যে মালিক শ্রমিকের মধ্যে খানিকটা আত্মত্যাগের সমতা, বণ্টনের সমতা থাকা দরকার। গত কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসী শাসনের যুগে লক্ষ্য করা গেছে যে বড় বড় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবংগে যা আছে ১৯৪৭-৪৮ সালে ট্যাক্স দেবার পরে তাদের মুনাফা যদি আপনি লক্ষ্য করেন এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে যে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে, তারপরে তাদের মুনাফা যদি লক্ষ্য করেন, তাহলে আপনি চমকিত হয়ে যাবেন। সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে যে যেখানে হয়তঃ ভাড়াটিয়ার মত ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ৫০ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত মূলধন নিয়ে ১৯৪৭ সালে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছিল, তার মুনাফা ১৯৫৫-৫৬ সালে তিনগুণ হয়ে গেছে। বিলেতী কারখানা রেথওয়েট তার মুনাফাও আগের তিন-চারগুণ হয়ে গেছে। মিশ্র কারখানা—ইন্ডিয়া আয়রন এ্যান্ড স্টীল তার আট কোটি টাকারও কিছু বেশী মূলধন, সেখানে ১৯৪৭-৪৮ সালে তাদের ট্যাক্স দেবার পরে মুনাফা যেখানে ছিল ৫০ লক্ষ টাকার কিছু বেশী, সেখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে সেই মুনাফা আটগুণ বেড়ে গেছে। অর্থাৎ সাড়ে চার কোটি, পৌনে পাঁচ কোটি টাকার পর্যায় গিয়ে পোঁছেছে।

পশ্চিমবংগ সরকারের যে লেবার গেজেট বেরোয়, তাতে দেখতে পাই, হিসেবের কারচুপি করা হয়েছে। ১৯৩৯ সালকে বেস ইয়ার করে রেখে ১৯৪৪ সালে শ্রমিকদের যে কস্ট অফ লিভিং ইনডেক্স ধরা হয়েছে তাদের হিসেব অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে এবং ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা দেখতে পাই যে সূচকসংখ্যা শ্রমিকদের জীবনধারনের, সেটা ১৩৫ থেকে ১৪১ হয়ে গেছে। মালিকের মুনাফা যেখানে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প আট গুণ হয়েছে, অন্যান্য শিল্পেও বেড়েছে সেখানে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানও এইভাবে বেড়ে গেছে। অথচ আপনি স্যার মজুরী দেখুন সবশুদ্ধ ৫০ টাকা ৫০ নয়া পয়সা। অবশ্য নতুন এ্যাওয়ার্ডএ ১০ টাকা বেড়েছে। তাও এখনো কার্যকরী হয় নাই, দেরী আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ৬১ টাকা নিম্নতম মজুরী, চটকলে ৫৭ টাকার কিছু বেশী। অথচ বিভিন্ন শিল্পের মালিকরা প্রচুর মুনাফা করেছেন। শ্রমমন্ত্রী মহাশয় আরো বলেছেন চট শিল্পের মুখ্য স্থান আছে। সেইজন্য চট শিল্পকে সাহায্য করতে হবে—বাই ইমপ্লিকেশন বলতে চেয়েছেন। চটশিল্প সম্বন্ধে একটু বলতে চাই ১৯৫৩ সালে চটশিল্পে কাঁচামালের যে সংকট ছিল, সে সংকট কেটে গেছে। যে শিল্প একশো বছরের বেশী এ দেশে এসেছে তার চেয়ে পূর্ণবয়স্কশিল্প আর নাই তাকে ডাইভার্সিফাইড প্রডাকশন করে বাঁচাতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মুনাফা বিগত কোরিয়া যুদ্ধের সময় সর্বোচ্চস্তরে পোঁছেছে। অথচ শ্রমিকের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে। তাঁতের সংখ্যা তিনশো বেড়ে গেছে। ওভারটাইম রেটএর জন্য ডাবল রেট নেই, সিঙ্গল রেট। সেদিকে শ্রমমন্ত্রী কোন দৃষ্টিপাত করেন না। এবং সেখানে ৫ ঘণ্টা বেশী এক নাগাড়ে কাজ করান হয়, এই যে ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট ভাইওলেশন হচ্ছে সেদিকে মন্ত্রী মহাশয় দৃষ্টি দেন না। এবং তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, হয় ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর মন্ত্রী মহাশয়কে ভুল বুঝিয়ে দেন, না হয় মালিকরা ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টরকে ভুল বুঝিয়ে দেয়। আমরা আশা করেছিলাম কর্মী থেকে সত্তর সাহেব মন্ত্রী হয়ে হারুনাল রশিদের মত ছদ্মবেশে কারখানায় কারখানায় ঘুরে এই জিনিসের প্রতিকার করবেন, কিন্তু তিনি পুরাতন মন্ত্রীর মত গতানুগতিকভাবেই চলেছেন। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[9-10—9-20 a.m.]

Sj. Banarashi Prosad Jha:

माननीय स्पीकर महोदय, माननीय श्रम मंत्री ने हाउस के सम्मुख जो ७३,६५,००० रुपये का बजट उपस्थित किया है, वह बजट तो सदन द्वारा पास होगा ही, किन्तु इसके द्वारा इस कल्याणमूलक राष्ट्र के मजदूरों का कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। श्रम मंत्री द्वारा मजदूरों के हित की बात बार-बार दोहराई गई। यह सदन उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मजदूरों के सुख-सुविधा के हेतु सभी प्रकार की सुविधायें प्रदान की गई हैं। किन्तु बड़े खेद से मर्माहत होकर कहना पड़ता है कि यह श्रम मंत्री का केवल दिखावटी प्रकाश है। वास्तविकता का उनके भाषण में कहीं समावेश ही नहीं रह गया है। आज के नव निर्माण के युग में केवल ऊपरी दिखावे से किसी को सतुष्टि नहीं हो सकती है। सम्प्रति तो लगन निष्ठा और कर्त्तव्य की पूर्ण भावना को ही लेकर आगे बढ़ना आवश्यक है। सदन के सम्मुख मजदूरों की अवस्थाओं का वास्तविक चित्र न रखकर मंत्री महोदय ने मजदूरों के प्रति अपनी उदासीनता को दिखाया है।

स्पीकर महोदय, आपके द्वारा सदन के सम्मुख अपने क्षेत्र के मजदूरों की दशाओं का वास्तविक चित्रण करना चाहता हूं। उनकी अवस्था इतनी विभत्स और दैनीय हो गई है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। स्पीकर महोदय, आप भली भाति अवगत हैं कि आसनसोल मुहकमें के बर्नपुर और कुल्टी में लोहे के दो बड़े-बड़े कारखाने हैं। उससे देश और सरकार को बहुत बड़ा लाभ होता है, किन्तु दुख का विषय है कि मजदूरों की हालत दिन प्रतिदिन वहां गिरती ही जा रही है। सरकार उनके हितों की ओर अपना ध्यान कभी भी आकर्षित नही कर रही है। मजदूरों को जब असह्य कष्ट हो जाता है, तो वे अपनी मांग को मालिकों के सामने रखने की प्राण-पण से चेष्टा करते हैं। पर मालिक उनकी कुछ सुनवाई तक नहीं करता है। जैसे जन्म से ही वह कान का बहरा हो। इतने अत्याचारों और कष्टों को वहन करके मजदूर अपनी माग के लिए जब आन्दोलन करना चाहता है, तो सरकार उसे कुचलने और विफल बनाने की प्रचेष्टा में तत्पर हो जाती है। सरकार के इस कार्यवायी से मालिकों में एक नये उत्साह की जागृति हो जाती है इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज श्रमिकवर्ग मालिकों के चंगुल में फंसता जा रहा है।

माननीय स्पीकर महोदय, आपके सामने में कहना चाहता हूं कि श्रम मंत्री कभी २ आसनसोल क्षेत्र में जाया करते हैं। किन्तु कभी भी कुल्टी के लोहे के कारखाने के मजदूरों की ओर उन्होंने ध्यान नही दिया है। कुल्टी का कारखाना जो इतना विस्तृत और घनी है, फिर भी वहां के मजदूरों के पास रहने की जगह तक नही है। यदि है, तो इतने कम क्वार्टर्स हैं कि उनमें उनका आवास करना अति दुष्कर है। मिल की ओर से क्वार्टर्स का प्रबंध नगण्य सा है। यद्यपि श्रमिक अपना अपना मकान बनाकर रहते हैं, फिर भी कम्पनी की ओर से इनके लिए न तो रास्ते का प्रबंध है और न तो पानी का ही। इतना ही नही, अपने अल्प उपार्जित धन से खरीदी हुई जमीन पर मकान बनाकर रहनेवाले श्रमिकों के लिए न तो रोशनी का ही इन्तजाम है और न तो चिकित्सा व्यवस्था ही है। आज के युग में जबकि देश में मजदूरों का उत्थान किया जा रहा है, तो भी कुल्टी के कारखाने के मजदूर दुख और यातना को लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। मजदूरों में इन सब असुविधाओं के कारण बहुत ही असन्तोष है।

यद्यपि श्रम मंत्री ने अपने भाषण में अभी अभी कहा है कि नैनीताल में भारत सरकार की ओर जो श्रम मंत्रियों का कान्फरेन्स हुआ था, उसमें जो भी पास हुआ वह मजदूरों के हितों के लिए जल्द से जल्द लागू किया जायगा। मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि १९,२० मई को कान्फरेन्स में जो मान्यता भारत सरकार की ओर से दी गई है, उसे शीघ्रातिशिघ्र कार्यान्वित किया जाय। दूसरा निवेदन है कि श्रम मंत्री जाकर देखें कि किस यूनियन में कितने मेम्बर हैं और किनको किनको मान्यता मिलनी चाहिए। उन्हें वे मान्यता अवश्य प्रदान करें।

आजकल मालिक लोगों ने यह नीति धारण कर ली है कि मजदूरों को तंग किया जाय। परिणाम यह होता है कि श्रमिकों को सताया जाता है, उन्हें डराया जाता है। मालिकों द्वारा उनके ऊपर चार्जशीट का भरमार लगा रहता है। चार्जशीट लगाकर मजदूरों को काम से बैठा दिया जाता है। काम बन्द हो जाने से मजदूरों को असुविधा और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्हें बेकारी में भूखों मरने की नौबत आती है। अगर मजदूरों का दोष हो तो चार्जशीट लगाकर बैठाया जाय और इसकी इन्क्वायरी की जाय तो इसके लिए कुछ भी मुझे कहना नहीं है। किन्तु उन्हें बिना किसी दोष के ही बैठा दिया जाता है, उनको तकलीफ दी जाती है।

सबसे प्रमुख बात यह पाई जाती है कि मालिकों की नीति सरकार के साथ है। हमारे बर्नपुर यूनियन के श्री समर सेन के फैसले को श्री सुशील दास जी सदन के सामने रख चुके हैं। उनकी विजय इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में और सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है। इसको वर्षों हुआ, किन्तु आज तक उन्हें कार्य नहीं दिया जा रहा है। मालिक लोग इस फैसले की अवहेलना कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी इस ओर कुछ नहीं किया जा रहा है। वह भी चुप्पी साधे बैठी है। भला देखिए यह कहां तक न्यायसंगत है? यह देखने के पश्चात् ज्ञात होता है कि सरकार के पास कोई तथ्य नहीं है। जो कुछ भी होता है मालिकों के इशारे पर होता है। इसलिए मेरा श्रम मंत्री से निवेदन है कि वे जल्द से जल्द उन्हें काम दिलाने का प्रबंध करें।

एक बात और कहना है, जो बहुत ही आवश्यक है। वह यह है कि हम जब ट्रेड यूनियन के अधिवेशन के लिए कोई कागज देते हैं, तो वर्षों तक वह श्रम मंत्री के कार्यालय में ही पड़ा रह जाता है, फिर भी उस पर कुछ विचार नहीं होता है। इस नीति के कारण मजदूरों में एक गहरा असन्तोष व्याप्त है। श्रम मंत्री को चाहिए कि इधर वे अवश्य ध्यान दें।

माननीय स्पीकर महोदय, कोयला खदान के मजदूरों के बारे में मैं एक आवश्यक तथ्य रखना चाहता हूं। कोयला खदान की अवस्था के बारे में मंत्री महोदय भी अनभिज्ञ नहीं हैं। वे भी कभी कभी उसकी जांच के लिए वहां जाया करते हैं। मेरा संबंध कोयला खदान के मजदूरों से विशेष रूप में है। दो वर्ष के अन्दर वहां के मजदूरों को क्या मिला क्या नहीं, इस तथ्य का विश्लेषण स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से हाउस के सामने रख रहा हूं। दो वर्ष के अन्दर कोयले का दाम ४ रु०-५ रु० प्रति टन बढ़ गया है, लेकिन मजदूरों को पांच पैसा भी नहीं मिल रहा है। हमारे भारत सरकार द्वारा १२ आना प्रति टन के हिसाब से मिलता है, लेकिन कोयला खदान के मालिक ८ आना प्रति टन के हिसाब से मजदूरी जमा करते हैं। फिर भी उनके रहन-सहन में कोई परिवर्तन नहीं आया

और मालिकों की ओर से उनके रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनके लिए मकान नहीं बनाये जाते हैं, न और ही किसी प्रकार की सुविधा दी जाती है। परिणाम यह होता है कि मजदूरों को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। उनमें एक गहरा असन्तोष पैदा हो गया है। इस प्रकार से दिन प्रति दिन मजदूरों की तकलीफ बढ़ती जा रही है। मुझे दुख है कि श्रम मंत्री के वहां जाने पर भी और उनके निरीक्षण करने पर भी श्रमिकों का कष्ट दूर नही हुआ। आज मालिकों को मुनाफा बहुत अधिक हो रहा है, फिर भी श्रमिकों का स्तर दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। इसलिए श्रम मंत्री से मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार को इन सब बातो को वे अतिशिघ्र जनावें ताकि मजदूर भी इस स्वतंत्र भारत में सुख-सम्वृद्धि का अर्जन कर सकें।

[9-20—9-30 a.m.]

Sj. Chitto Basu:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে পশ্চিমবঙ্গ যখন একটা সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে তখন আমরা শ্রমমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে পেলাম। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে ভারত সরকারের আমদানী নীতির ফলে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অফিসে ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই যে বিরাট বেকারবাহিনী রয়েছে তার কর্মসংস্থান করবার জন্য যে ধরনের চেষ্টা হওয়া দরকার সে ধরনের চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি না। শুধু তাই নয়। আজও সংবাদপত্রে দেখেছি যে দুর্গাপুরে সেখানে যে পরিমাণ বাঙ্গালী ইতিমধ্যে চাকুরিসংস্থানের সুযোগ ছিল আজ দেখি তা করবার সুযোগ নাই। নিশ্চয়ই আমরা আশা করেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী যখন তাঁর বাজেট বক্তৃতা রাখবেন তার মধ্যে আমরা একটা সুষ্ঠু আশ্বাস পাবো যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমস্যার দ্রুত সমাধানের পথ হতে পারবে। কিন্তু স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন সেই সম্পর্কে সুষ্ঠু কোন রকম নির্দেশ নাই। আমার যতদূর জানা আছে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসের দিকে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে সার্কুলার মাত্র দেওয়া হয়েছিল যে তারা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের কি পরিমাণে নিয়োগ করতে পারেন তা যেন জানায়। আমার যতদূর সংবাদ আছে পশ্চিমবঙ্গের একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানও সেই সার্কুলারএর জবাব পর্যন্ত দেন নি অথবা সরকার পক্ষ থেকে সেই সম্পর্কে পার্সিউ পর্যন্ত করা হয় নি। আজও তিনি বললেন যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জএর মধ্য দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে মালিকরা যাতে কর্মীদের নিয়োগ করে তার জন্য আইন প্রণয়নের চেষ্টা করছেন। যখন আইন হবে তখন আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করবো কিন্তু তার আগে আর একটা কথা বলবো তিনি যদি মনে করে থাকেন যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট বেড়ে যাচ্ছে সেইহেতু অতি সন্তর্পণে তার শ্রমনীতি পরিচালনা করবেন তাহলে তিনি মারাত্মক রকম ভুল করবেন।

মিঃ স্পীকার, স্যার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পীস - শিল্পের শান্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আমাদের দেশের পুনর্গঠনের জন্য দেশের শ্রমিকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসএর সংজ্ঞা সম্পর্কে সকল পক্ষেরই ওয়াকিফহাল থাকা দরকার। মিঃ স্পীকার স্যার,

> "Industrial peace is not the same as absence of industrial conflicts; it is indicative of a state of relationship between organised bodies of workers and management where a positive, highly purposeful, problem-solving and cordial approach to the various human and economic situations in industry in developed."

এই ভিত্তিতে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বুঝবেন এই কাজে বর্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি তিনি করেছেন তার মধ্য দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিস বা শিল্পের শান্তির ক্ষেত্রে তাদের পৌঁছাতে পারার আশা করা যায় না।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আর একটা কথার তিনি উল্লেখ করেছেন—যখন আমরা শ্রমনীতি সম্পর্কে মতামত দেব তখন ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফল করবার জন্য শ্রমিকদের অন্ততঃ আহ্বান জানানো উচিত। এই পরিকল্পনার জন্য শ্রমিকদের সম্পর্কে যে নীতির উল্লেখ করেছেন সেটা আপনার কাছে রাখা প্রয়োজন।

> '"A socialist society is built up not solely on monetary incentives but on ideas of service to the society and the willingness on the part of the latter to recognise such service. It is necessary in this context that the worker should be made to feel in his own way he is helping to build a progressive State. The creation of industrial democracy therefore is a pre-requisite for the establishment of a socialist society."

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমি আপনার কাছে রাখতে চাই ঠিক সেই ধরনের অবস্থা তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন কিনা, তাঁদের শিল্পনীতির ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলির মাপকাঠিতে বিচার করে দেখলে। উৎপাদন বৃদ্ধির সূচক সংখ্যার মাপকাঠিতে যেমন মালিক তার অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপ করেন না, করেন তার মুনাফার হার থেকে, তেমনি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মাপকাঠি বোঝবার পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে সংগে তাদের মজুরির প্রশ্নটাও বুঝতে হবে। এই দুটো প্রশ্নের ভিত্তিতে আমাদের শ্রমিকদের জীবন কতখানি সুখময় হয়েছে স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়েছে, এই নীতি দ্বারা তারা কতখানি লাভবান হল সেইটে বিচার করতে হবে। এইদিক দিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারি শ্রমিকদের কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। বরং দিনের পর দিন কাজের বোঝা বেড়ে গিয়েছে, অত্যাচার বেড়ে গিয়েছে, জুলুম বেড়ে গিয়েছে। অপরপক্ষে মজুরি বা পারিশ্রমিক উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয় নাই। পরিসংখ্যান আর বেশী দেখাব না, দেখাতে গেলে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। শুধু এইটুকু বলব ১৯৫৫ সাল থেকে হিসেব ধরলে দেখা যায় সমস্ত শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে ৬৮·২, আর শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৬ ৪।

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আপনার কাছে আর একটা কথা বলছি, শ্রমিকদের শুধু পশ্চিমবংগে কেন, সারা ভারতবর্ষের কথাই বলি। পশ্চিমবংগের শ্রমিকদের কথা প্রসংগেই এটা আসছে—যে সর্বব্যাপক মূল আইন আছে—ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস এ্যাক্ট পশ্চিম বাংলার শ্রমদপ্তর তা কার্যে পরিণত করবার পক্ষে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছেন তাতে শিল্পে শান্তিরক্ষা সম্ভব হবে না। বরং আমার মনে হয় এ সম্পর্কে যে লাল দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অবিলম্বে যে ঝড় উঠবে তারি পূর্বসূচনা। এখানে সেই ঝড় সম্পর্কে আমি শ্রমমন্ত্রীকে সাবধান হতে বলব। আমরা দেখি কম্পালসারি এডজুডিকেসনএর ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয় যে শ্রমিক আন্দোলনের তরফ থেকে যখন তারা জোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে তখন বিরোধিতা করা হয়, প্রবলতর চাপ দিয়ে, আবার যখন শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল যখন তারা তেমন আন্দোলন করতে পারে না হরতাল করবার ক্ষমতা নাই তখন তারা ট্রাইব্যুনাল বসান, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায় শ্রমিকদের প্রতি করুণা হয় না যে কি করে তাদের সমস্যার মিমাংসা ট্রাইব্যুনালএর মারফত করা যেতে পারে। মিস্টার স্পীকার, স্যার, এই আইনের ১২ ধারা অনুসারে সমস্ত কন্সিলিয়েশন প্রসিডিংস দশ দিনের মধ্যে—আমি জানি না শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা কন্সিলিয়েশন প্রসিডিং ওঁর শ্রমদপ্তরে এসেছে এরকম ঘটনা আছে এবং আসবার পরই শেষ হয়ে গেছে এবং মালিককে মানাবার কোন ব্যবস্থা কনসিলিয়েশন অফিসার করতে পারেন নি। এইভাবে মাসের পর মাস কেটে গেছে তারপরে দেখা গেছে যে রিপোর্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এসেছে এবং কন্সিলিয়েশন অফিসার যে রিপোর্ট পেশ করেছেন সেই রিপোর্টএর ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনালএ কেস উঠবে কিনা, অর্থাৎ কেস দেওয়া হবে কিনা এই প্রশ্ন যে উঠেছে সেটা শ্রমিকদের পক্ষে জানবার কোন সুযোগ নেই, সেটা কনফিডেন্সিয়াল। এই ব্যবস্থায় স্বভাবতই মানুষের মনে সন্দেহ হয়—দেখা গেছে কোন কোন বিষয়বস্তু নিয়ে ট্রাইব্যুনালএ কেস যাবে, কোন কোন সিডিউল অনুসারে, সেটা বিবেচনা করবার অধিকার তার নাই সেখানে মন্ত্রী মহাশয়ের ডাইরেক্টরেট যা বিবেচনা করেন ট্রাইব্যুনালের সামনে পেশ করেন। এ্যাডেনডাম করতে হলে যে দীর্ঘদিন সময় লাগে একথা ত সকলেই জানে। কারণ সেটা রাইটার্স বিল্ডিংস শ্রমদপ্তরে ফাইল করতে

য়। তারপর কোন কেস যদি বা ট্রাইব্যুনাল ঘুরে এলো, এবং রায় যদি শ্রমিকদের পক্ষে হয় া রায় কার্যকরী করার পক্ষে শ্রমদপ্তরের যে অবহেলা হয় এবং এবিষয়ে তাদের যে নিষ্ক্রিয়তা াছে সে আমরা জানি। মালিকপক্ষ থেকে অনেক সময়ই সে সমস্ত রায় কার্যকরী করবার ষ্টা করা হয় না তাঁরা অনেক সময় সুপ্রীম কোর্টএ এ্যাপিল করেন, কিছু না দিয়ে বসে কেন। কোন মালিক পক্ষকে বাধ্য করবার জন্য যেভাবে শ্রমিক দপ্তরের তৎপর হওয়া উচিত ভাবের চাপ সৃষ্টি করা উচিত তা তারা কখনো করেন না। মন্ত্রী মহাশয়কে অনেকবার বলেছি— ইব্যুনাল শ্রমিকের স্বপক্ষে যে রায় দিয়েছে—সে রায়কে কার্যকরী করবার জন্য ধর্মঘটের হুমকিই ধু নয়, ধর্মঘট করতে হয়েছে। সে ট্রাইব্যুনালের রায় যেভাবে কার্যকরী করবার সুযোগ তাঁর ল সে সুযোগ আর নাই। শুধু তাই নয় একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট যেখানে রয়েছে সেখানে মকদের একটা বিরাট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে—বিধান যা রয়েছে তাতে

' the State Government is of the opinion that an industrial dispute exists ' is apprehended,

র্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু রা হবে না। আর একটা কথা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট যে রয়েছে এটা প্রমাণ করতে গেলে মাদের দেশের শ্রমিকদের একটা বিরাট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই প্রমাণের ক্ষেত্রে পোঁছাতে ব। মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমরা জানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট আইনের বিভিন্ন ধারা নুসারে যারা মালিক তাদের যে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা তা,—সাধারণ আইনে যেমন যে কোন ক্তি যদি কোন অপরাধ করে তার সরাসরি বিচার করা সম্ভব, সেরকম সম্ভব নয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সপুট এ্যাক্ট অনুসারে শাস্তি দিতে হলে সেটা সরকারের (কোর্টের) স্যাংশন ছাড়া হতে পারে । এইভাবে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক দিনের পর দিন তিক্ত করে তোলা হচ্ছে। স্যার, াপনি জানেন মালিক পক্ষ দিনের পর দিন মিথ্যা ওজুহাতে মিথ্যা কারণ দর্শিয়ে লোকদের সপেন্ড করে রাখেন। সাসপেনশন অর্ডার করবার সংগে সংগে, আপনি, স্যার, জানেন, এই উসের উভয় পক্ষের সকলেই জানেন, তার বিষয় বিবেচনা করে দেখবার কোন ব্যবস্থা হয় না। বং বিনা বেতনে তাকে সংসার যাত্রা নির্বাহ করতে হয়। কারো সাসপেন্ড হবার সংগে সংগে মন সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অর্ধ বেতনের ব্যবস্থা আছে যেকোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের ান কর্মচারীকে সাসপেন্ড করতে হলে তার বেতনের অর্ধেক তাকে দেবার ব্যবস্থা করতে া। সেই রকম অর্ধ বেতনের ব্যবস্থা করতে পারলে বিনা কারণে মালিক জুলুমবাজী করে ান সাধারণ শ্রমিককে চাকুরী থেকে বিচ্যুত করে দেয় তাদের আর জীবনধারনের জন্য সমাজ-রোধী কাজে লিপ্ত হতে হবে না। আর মালিক পক্ষের মিথ্যা ব্যবহারে লিপ্ত হবার দিকে কটা চেক হবে। তাদের শ্রমিকদের মিথ্যা অজুহাতে বরখাস্ত করার আনব্রিডলড স্কোপ কবে না।

-30—9-40 a.m.]

মিস্টার স্পীকার, স্যার, সেই ইনসার্বার্ডিনেশনএর কথা প্রমাণ করা শ্রমিকের পক্ষে কঠিন। ামরা দেখছি যে ট্রাইব্যুনাল বলছে যে তাদের রিইনস্টেটমেন্ট হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু লিক পক্ষ বলছেন ইনসার্বার্ডিনেশন সেহেতু তাদের রিইনস্টেটমেন্ট করা যাবে না। কাজেই ই ইনসার্বার্ডিনেশনএর কথা বলে আজকে বিভিন্ন জায়গায় কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের পর ছাটাইয়ের খঙ্গ নেবে আসছে। মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানে যে লেবার য়েলফেয়ারএর কথা বলা হয়, আমরা জানি যে এটা অত্যান্ত অপর্যাপ্ত। আমাদের শ্রমিক জাবীমা সম্পর্কে জানেন যে এখানে যে বিভিন্ন প্যানেলের ডাক্তার রয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে মিক যে ওষুধ পায় সেটা রোগ সারাবার মতন নয়, বরং যদি বলি যে অনেক সময় রোগ সৃষ্টি র তাহলে তা অত্যুক্তি হয় না। অর্থাৎ তাদের জন্য যে এ্যারেঞ্জমেন্টস আছে, তাদের যে পয়সা স্ট্রিবিউট করতে হয় সেই মতন কাজ তারা পায় না। আমরা জানি যে বম্বে রাজ্য গভর্নমেন্ট তমধ্যে এদের জন্য হাঁসপাতাল তৈরি করেছেন, কিন্তু আমাদের সরকার এ বিষয়ে এখনও

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

স্পীকার মহোদয়, শ্রমমন্ত্রী মহাশয় এখানে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেছেন সেই দাবীকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই দাবী সমর্থন করতে গিয়ে আমি প্রথমেই বলব যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমদপ্তর শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক উন্নততর করেছেন। শ্রমদপ্তর মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে যে বিরোধ তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপোষ মীমাংসার দ্বারা নিষ্পত্তি করেছেন। মাননীয় শ্রমমন্ত্রী এই বৎসর কতগুলি শ্রমিক-মালিক বিরোধের ব্যাপার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে উত্থাপিত হয়েছিল তার তথ্য পরিবেশন করেছেন। এ থেকে দেখলে দেখব যে প্রায় ছয় হাজার যে ডিসপিউট ফাইল হয়েছিল তার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ সেটেল হয়ে গেছে। এর মধ্যে প্রায় ৪৫ ভাগ লেবার ডিপার্টমেন্টের চেষ্টায় মীমাংসা হয়েছে এবং বাকী যে ডিসপিউট তার অর্ধেক পরস্পরের বোঝাপড়ার মধ্যে শেষ হয়েছে। আমি এই জিনিসটা আরও একটু বিশদভাবে বলতে চাই যে টোটাল ডিসপিউট যা এসেছিল তার ৭৬ ভাগ সেটেল হয়ে গেছে এবং তার মধ্যে ৪৬ ভাগ লেবার ডিপার্টমেন্টের চেষ্টাতে সেটেল হয়েছে। আর একটা জিনিস যেটা আমার চোখে পড়ছে সেটাই বলব। শ্রমিকদের দাবীদাওয়া আদায় করতে গিয়ে যেভাবে স্ট্রাইক, লক-আউট, গো-স্লো ইত্যাদির মাধ্যমে টোটাল ম্যান ডেস যা লস্ট হয়েছে তা ১৯৫৬ সালে হচ্ছে ১৮ লক্ষ ৯ হাজার ৯৬৪, ১৯৫৭ সালে সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮২০তে। পূজা বোনাসের দাবীতে টোটাল ম্যান ডেস লস্টের যদি আমরা হিসাব দেখি তাহলে দেখব যে ১৯৫৬ সালে প্রায় ২ লক্ষ এবং ১৯৫৭ সালে সেটা ৪ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি জানি না বিরোধীপক্ষের বন্ধুদের সে জিনিস নজরে পড়েছে কিনা। অতএব এবিষয়ে শ্রমদপ্তরকে প্রশংসা না করে আমরা পারি না। আর একটা জিনিস আপনার মাধ্যমে আমি রাখব। চা, জুট, টেক্সটাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইত্যাদিতে যেসমস্ত শ্রমিক কাজ করেন তাদের বেতনের হার ১৯৪৭-৫৮ সালের মধ্যে যদি তুলনামূলকভাবে দেখি তাহলে এপ্রোক্সিমেটলি এই জিনিস দেখতে পাই যে ১৯৪৭ সালে চা শ্রমিক যেখানে পার মান্থ ২৩ টাকা পেতেন সে আজকে ৪৪ টাকা পার মান্থ এপ্রোক্সিমেটলি পাচ্ছেন, জুটে ১৮ টাকার জায়গায় ৬৭ টাকা পাচ্ছেন, কটন টেক্সটাইলএ ১৫ টাকার জায়গায় ৬৬ টাকা পাচ্ছেন, এবং ইঞ্জিনিয়ারিংএ ২০ টাকার জায়গায় ৬১ টাকার মতন পাচ্ছেন।

এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আজ শ্রমদপ্তর যেভাবে সরকারের শ্রমনীতি সম্বন্ধে শ্রমিকদের বিশ্বাস এবং আস্থা অর্জন করেছেন তার কথা উল্লেখ করে আমি পক্ষান্তরে আর একটা কথায় যাবো। এই শ্রমদপ্তর আজ দেশের বেকার সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে উদাসীন নন। আমরা দেখেছি বিভিন্ন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আজ সরকার চেষ্টা করছেন যাতে লোকদের নিয়োগ করার সময় মালিকরা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের থ্রু দিয়ে সেই অঞ্চলের বা প্রদেশের লোককে নিযুক্ত করেন। একথা বলতে গিয়ে, মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি নিজের দৃষ্টিকে দুর্গাপুরের দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। এই হাউসে কয়েক বছর আগে একটা নন-অফিসিয়াল রিজলিউশন দুর্গাপুরে লৌহ শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যখন উঠে তখন আমিও তার মধ্যে একজন ছিলাম—সেই স্থানের অধিবাসী হিসাবে আমি চেয়েছিলাম যে দুর্গাপুরে স্টীল প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠিত হোক। কেন চেয়েছিলাম? চেয়েছিলাম এই জন্য যে দুর্গাপুরে যদি স্টীল প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে বাংলা দেশের হাজার হাজার বেকার যুবক সেই শিল্পে কাজ পাবে কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বেদনার সঙ্গে আজ লক্ষ্য করছি যে সেই স্টীল প্ল্যান্টে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার ডাইরেক্ট আন্ডারে কাজ করছে প্রায় ১ হাজার ৭৫ জন লোক তার মধ্যে ৯শোর একটু বেশী এ্যাপ্রক্সিমেটলী সান্স অব দি সয়েল কাজ পেয়েছে। আমি আশা করছি যে ১৯৬১ সালের মধ্যে এটা ৯ হাজারে দাঁড়াবে। আমি দাবী করবো যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের তরফ থেকে একথা বলুন যাতে ওখানকার যারা অধিবাসী, যাদের উৎখাত করে সেই স্টীল প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যারা ১৪ পুরুষের ভিটা ত্যাগ করে গেছে সেখানকার মানুষ যেন সেই কাজের সুবিধা পায়। [illegible] তরফ থেকে যে ১৮ হাজার লোক এপয়েন্টেড হয়েছে অত্যন্ত বেদনা এবং দুঃখের সঙ্গে বলছি যে সেখানে ৮৫ ভাগ লোক বাইরের। যারা সেখানকার জমি থেকে উৎখাত হয়েছে, যাদের ঘরবাড়ী চলে গেছে, যারা এই প্রদেশের বাসিন্দা তাদের সম্বন্ধে কোনরকম কন্সিডারেশন করা হয় নি।

১৯৬১ সালের মধ্যে এই ১৮ হাজারটা ২৫ থেকে ৩০ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। এখনও সময় আছে, আমি সরকারের কাছে আবেদন করবো সেখানকার জনসাধারণ এবং বাসিন্দাদের তরফ থেকে যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবী উত্থাপন করুন, যাতে এই প্রদেশের লোকেরা সেখানে কাজ পায়।

সর্বশেষে কি ধারায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চলে সে সম্বন্ধে একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১৯৫২ সালে বার্ণপুর এবং কুলটিতে জেনারেল স্ট্রাইক হয়েছে, আমরা গিয়ে দেখেছি কোল ফিল্ডএ স্ট্রাইক হয়েছে, আমরা দেখেছি অন্যান্য শিল্পে স্ট্রাইক হয়েছে। বার্ণপুর এবং কুলটির কথা আমি বিশেষভাবে বলতে চাই, সেই স্ট্রাইকের উদ্দেশ্য কি ছিল। কিছুদিন আগে সেখানে কনট্রাকটরদের যে স্ট্রাইক হয়েছিল তার উদ্দেশ্য কি ছিল? আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, সেখানে কিছুদিন আগে যে স্ট্রাইক হয়েছিল সেই স্ট্রাইকের নোটিশ কোলকাতার জেনারেল মিটিং করে সার্ভ করা হয়। কোলকাতার কোন হোটেলে বসে লীডার্সরা এইসব জিনিস করলেন অথচ ওয়ার্কাররা কিছুই জানলেন না। তারপরে স্ট্রাইক উইথড্র করা হোল। ওয়ার্কাররা তাদের দাবীদাওয়া কি ছিল সে সম্বন্ধে কিছুই জানলো না অথচ এইসব জিনিস সেখানে হয়ে গেল। বার্ণপুর কুলটিতে ১৯৫২ সালে যে স্ট্রাইক হয়েছিল সেখানে প্রতি মাসে ১ কোটি ২০ হাজার টাকা পে সীট ড্র করা হয়েছে। পাঁচ মাস কাজ বন্ধ থাকাতে সেখানকার হাজার হাজার শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাতে ভারতবর্ষের লৌহ উৎপাদন ক্ষেত্রে যে কত কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব নেই। এইভাবে যদি স্ট্রাইক চলে বিরোধী-পক্ষও কম্যুনিস্ট পার্টির প্রেরণায় গরীব শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহলে সেই শ্রমিকদের স্বার্থই ব্যাহত হবে—দেশের উন্নতি ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষিত না হয়ে বরং ব্যাহত হবে।

[9-40—9-50 a.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের বন্ধু শ্রমমন্ত্রীর সুললিত ভাষণ শুনলাম। তিনি অবশ্য একটা ব্যাপারে প্রশংসা দাবী করতে পারেন—সে কথা ঠিক। শ্রমদপ্তর থেকে লেবার গেজেট বেরুচ্ছে এবং তাতে বহু তথ্য বের হয়। একটা প্রয়োজনীয় লেবার বুক, লেবার ইয়ার বুক বের করবার প্রচেষ্টা চলছে এবং শীঘ্রই বের হবে বলে তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তিনি বিরোধের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় সচেষ্ট হয়েছেন এবং যোগ্য যেসমস্ত কর্মচারী আছেন তাদের বিরোধ বহু জায়গায় নিষ্পত্তি করছেন এবং শ্রমিকদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে শেষ পর্যন্ত গিয়ে দেখি—ঝাঁকের কই ঝাঁকে গিয়ে মিশছে। দুঃখের বিষয়, আজকে আমাদের রাজ্যের শ্রমনীতির মধ্যে অবাবস্থিততা এবং দ্বিধাগ্রস্থতার ভাব দেখতে পাচ্ছি। যে নীতি নির্ধারিত হচ্ছে সেই নীতি অনেক সময়ই উপর উপর চালান হয়। আমি এখানে দু-একটি উদাহরণ দেব। সংক্ষেপে আমাকে সব কথা বলতে হবে, সময় কম। প্রথম কথা হচ্ছে, ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস ক্ষেত্রে, যাদের নাকি বিচার চলছে সেইসব ক্ষেত্রে আমরা আজকে মালিক পক্ষের মধ্যে একটা দ্বিধাগ্রস্থতার ভাব দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আজকে আমাদের বাংলাদেশে এমপ্লয়মেন্ট পোটেন্সিয়াল এতই কমে যাচ্ছে যে, সেটা রোখবার জন্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত যুবক সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সেই একই দ্বিধাগ্রস্ততার ভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এ্যাক্ট যা পাশ হয়েছে—সুপ্রীম কোর্টএর রায়ের ফলে তাতে কোনরকম ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। অথচ মালিকপক্ষ জোর করে সেসব উপেক্ষা করছে। আমি উদাহরণ দিতে চাই। বড় বড় কাগজগুলি দেখুন আমাদের তরুণবাবু এখানে নেই এখন—অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর পত্রিকায় দেখছি কাজের ঘণ্টা আজ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নি। আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীঅশোক সরকার মহাশয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—তার ওখানেও দেখছি যে নানাভাবে জুলুম চলছে এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডএর টাকা নিয়ে তচনচ করা হচ্ছে—তারপর বিধানবাবুকে ধরে তাঁরা নিস্কৃতিলাভ করেছেন। আজকে একটা রেন অব টেরর চলছে। এই সমস্ত পত্র পত্রিকায় আজকে—যেমনি করে জমিদারিতে কাজকর্ম চলে, কোন প্রকার নিয়মের রাজত্ব থাকে না—ঠিক সেই অবস্থায় খবরের কাগজগুলি চলছে। তাদের মধ্যে দেখছি ১০-১১ জন সিনিয়র জর্নালিস্ট অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে—তার মধ্যে ১৮ বৎসরের অভিজ্ঞ রিপোর্টারও আছেন—আজকে ইনডিসিপ্লিনএর অজুহাতে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

'বসুমতীর' শ্রীবিবেকানন্দ ঘোষ, ব্রজেন রায়, এ'দের মত লোকও এর মধ্যে আছেন। লোকমান্য পত্রিকায়ও দুইজন আছেন। এবং সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এ'দের একটা সংগঠন আছে জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশন—সেই এ্যাসোসিয়েশনএর যাঁরা কর্মচারী তাঁদের আজকে দেখতে পাচ্ছি এইরকমভাবে বরখাস্ত করা হচ্ছে। কিম্বা তাঁদের উপর জুলুম চালান হচ্ছে। আমি এখানে জিজ্ঞাসা করব, যাঁরা এইভাবে নিয়ম ভঙ্গ করেন সেইসব মালিকদের কেন ধমক দেবার ব্যবস্থা করা হয় না। আমি এখানে ইউ-পি-আইএর ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দেখুন সেখানে কিরকম টাইরানী চলছে। বাইরে থেকে নানাভাবে আমদানী করা হচ্ছে এবং মাসিক সাড়ে বার হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ভারত সরকার থেকে। অথচ কর্মচারীরা মাইনে পায় না—মাইনে চাইলে বলা হয়—দেব না কোর্টে যাও—এবং এভাবে ৮-১০ জন কর্মচারীকে বিতাড়িত করা হয়েছে। পাল্টা ইউনিয়ন করা হচ্ছে। যেসমস্ত যোগ্য ব্যক্তি আছে পূর্বে ইউনিয়নের তাদের বদলী করবার চেষ্টা হচ্ছে। তারা শ্রমমন্ত্রীর দপ্তর থেকে কোনরকম সাহায্য পাচ্ছে না। আমাদের শ্রমমন্ত্রী বলেছেন কি করে এমপ্লয়মেন্ট পোটেনসিয়াল কমে যাচ্ছে? গত কয়েক মাস ধরে জুটকলগুলিতে ১০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হল। স্টেট লেবার এডভাইজরি বোর্ডএর মিটিংএ এর কথা বলছেন, এবং জুট র‍্যাশনালাইজেশন কমিটি মিটিংএ এ কথা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যে, অন্ততঃ তাদের জানাতে হবে এবং লেবার কমিশনার যে বিবৃতি দিলেন তাতে আছে—

without prior consultation with the Government

র‍্যাশনালাইজেশন হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করব সেই নিয়ম কি মানা হচ্ছে? এই যে থ্রি-ম্যান কমিটি করা হয়েছে ছাঁটাইএর বিচার করবার জন্য তার ফল কি হয়েছে আমাদের জানাবেন কি? আমরা জানি বেলভেডিয়ার বন্ধ হয়েছে, লরেন্সও বন্ধ হয়েছে এবং তার ফলে আজকে হাজার হাজার শ্রমিক ইনভল্ড হয়েছে। ১৯৫৬ সালের পর আমরা স্টেটসম্যানএ দেখেছি এই সংবাদ যে, বাঙ্গালী যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য তাদের আগে প্রেফারেন্স দেওয়া হবে—যেন দেওয়া হয়। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ তাঁরা নিজেরা মানেন কিনা। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জএ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ১৯৫৭ সালের নটিফিকেশন হয়েছিল যে, ২৫,৮৮৭ খালি শুধু ভ্যাকেন্সি আছে। অথচ সেই অবস্থায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৫৭ সালে কেবলমাত্র তিন হাজার ৩১৭ জন লোক চাকরী পেয়েছে। স্টেট গভর্নমেন্টএ দুই হাজার ৪৬৬টি কর্মখালি ছিল অথচ সরকার নিয়েছেন মাত্র ৪৬০ জন। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এই তিন মাসে স্টেট গভর্নমেন্ট ৩৬৭টির মধ্যে কেবলমাত্র ১০০ জন নিয়েছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টেট গভর্নমেন্ট নিজে তাঁদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জএর কথা শুনেন না—যার ফলে আজকে মধ্যবিত্ত যুবকদের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত হয় না—এই ক্ষেত্রে কলকারখানার মালিকপক্ষ কি করবে?

[9-50—10 a.m.]

আমরা জানি করম চাঁদ থাপ্পা—এ পর্যন্ত ১৯৫৭ সাল অবধি একটিও বাঙ্গালী কর্মচারী নেওয়া হয় নাই। এই নীতি তাঁরা নির্ধারিত করেছেন।

Kettlewell, MacLeod, Anderson Wright, Birla—

এদের সাফ পলিসি হচ্ছে একটা বাঙ্গালীও তারা নেবে না। সেখানে ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি রিট্রেঞ্চমেন্ট চলছে। ডাইরেক্টলি রিট্রেঞ্চ করে কিংবা ইনডাইরেক্টলি ফোর্সড রিট্রেঞ্চমেন্ট করে তার মধ্য দিয়ে অবাঙ্গালী কর্মচারী সেখানে তাঁরা নিচ্ছেন, মারোয়াড়ীদের নিচ্ছেন। পে-রোলে তাদের নাম রাখছে না, মাস্টার রোলেও রাখছে না। আজকে তাঁরা শ্রম দপ্তরকে ও শ্রমমন্ত্রীকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখাচ্ছেন। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জএর কথা ধরুন। সেখানে আমরা দেখছি, শ্রমমন্ত্রী বলেছেন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর স্টেট গভর্নমেন্টের হাতে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—আজ পর্যন্ত একটা অফিসারকেও পার্মানেন্ট করা হয় নাই। ডিপার্টমেন্ট পার্মানেন্ট, পোস্ট পার্মানেন্ট, অথচ অফিসারকে পার্মানেন্ট করা হয় নাই। শুধু তাই নয়—ট্রেনিং সেন্টার, সেটা আমি মনে করি ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জএর অধীনে আনা উচিত ছিল। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী লেবার এ্যান্ড এমপ্লয়মেন্টএর মন্ত্রী ইউ, পি ও দিল্লীর ট্রেনিং

সেক্টারকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জএর আওতায় এনেছেন। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে সেখানে আজ পর্যন্ত কেন প্রমোশন হাইয়ার পোস্টএ হচ্ছে না। দিল্লীতে যে ওয়ার্কিং গ্রুপএর মিটিং হয়েছিল, সেখানে আমাদের এই দপ্তরের কর্তারা গিয়ে সেই নীতি স্বীকার করে এসেছেন। আমরাও সত্যিই দেখেছি এখন পর্যন্ত প্রমোশনএর বন্দোবস্ত হয় নাই। এই প্রমোশন নীচতলা থেকে আজ না করায় এফিসিয়েন্সি এ্যাফেকটেড হচ্ছে।

ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরেটএর কথা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন প্রত্যেক বছর সাত লক্ষ টাকা লাইসেন্স ফি বাবত আদায় করা হয়, আর একটু রিজিড ইন্সপেকশন করলে প্রায় আট লক্ষ টাকা আসবে। অথচ সেখানে দেখছি ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টরেটএর জন্য সবশুদ্ধ তিন লক্ষ টাকার বেশী খরচ হয় না। অথচ কর্মচারীদের অভাবঅভিযোগের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হচ্ছে। কর্মচারীদের অন দি স্পট এনকোয়ারী করবার জন্য কোন গাড়ী নাই। কর্মচারীরা সেখানে চীফ ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর থেকে আরম্ভ করে নীচতলা পর্যন্ত সকলে ডিসকনটেনটেড হয়ে আছে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিংস কিংবা কনস্ট্রাকশন বোর্ড, লেবার কমিশনার কিংবা, প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারএর মতই তাঁর পদমর্যাদা এবং সেইরকম তাঁর মাইনে হওয়া উচিত ফলে ঐ দপ্তর ছেড়ে তাঁরা অন্যান্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। তাই আজকে একথা বলতে চাই। লেবার কমিশনারের অফিস আমরা জানি। তিনি হয়ত বলবেন কয়েকজন কর্মচারী বাড়ান হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—যে ফিগার লেবার কমিশনার, স্টেট লেবার এ্যাডভাজরি বোর্ডএর কাছে দেওয়া হয়েছিল যে কন্সিলিয়েশন অফিসার যথেষ্ট সংখ্যক না থাকার ফলে আজ কনসিলিয়েশন ঠিকমত হচ্ছে না এবং দীর্ঘদিন ধরে চলছে? আমাদের কাছে ফিগার দেওয়া হয়েছিল, ১৯৫৭ সালে ২২৬টি কেসেস অফ স্টপেজ ১৯৫৬ সালে সেখানে ছিল ১৭৭টা কেস। একথা বলা হয়েছে ছয় হাজারটা কেস ১৯৫৭ সালে তাঁরা কনসিলিয়েশন করবার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে কেবলমাত্র ৪,২০০টা কেস নিষ্পত্তি করেছেন। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—বাকি কেসগুলো ধামাচাপা পড়েছে কিনা—অথবা কিভাবে তার নিষ্পত্তি হয়েছে? এর জবাব আমি শ্রমমন্ত্রীর কাছ থেকে চাই। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে চাই যে আজকে র‍্যাশনালাইজেশন সম্বন্ধে সরকারী নীতি পরিষ্কারভাবে ঘোষিত হয়েছে।

> "It has to be made clear that Government will countenance rationalisation only to the extent it does not cause any loss of employment. It has also been stated that no scheme of rationalisation should be launched in any unit without prior consultation with the Government. To deal with this problem in its proper perspective Government have appointed a tripartite committee known as the Jute Rationalisation Committee entrusted with the task of recommending an outline of phased programme of rationalisation so as to cause no retrenchment."

অথচ তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি নানা অজুহাতে র‍্যাশনালাইজেশনএর নাম করে আজকে হাজার হাজার চটকলের শ্রমিক এক দিক থেকে বরখাস্ত হচ্ছে, রিট্রেঞ্চ হচ্ছে এবং রিট্রেঞ্চমেন্ট বেনিফিট পাচ্ছে না। আজ যদি শ্রমনীতি এমন হয়, অর্থাৎ এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়াল যেটা বাড়বে, তার কষ্ঠিপাথরে আমরা বিচার করবো এই শ্রমনীতিকে। তাহলে প্রবল যে মালিক এবং সেই মালিকের অধীনে যেসমস্ত কর্মচারী এবং শ্রমিকরা কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে যখন শ্রমিক, তাদের দাবী নিয়ে আন্দোলন করে তখন শ্রম দপ্তরের কাছ থেকে এবং শ্রমমন্ত্রীর কাছ থেকে সাহায্য পাবে। অথচ আমরা দেখছি এ বিষয়ে শ্রমমন্ত্রী সম্পূর্ণ দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল। সেখানে মালিক যদি প্রবল হয় এবং ইনফ্লুনশিয়াল হয় তাহলে সেখানে দেখতে পাই তাঁরা সম্পূর্ণ দ্বিধাগ্রস্ত এবং মালিকের বিরুদ্ধে তাঁরা এগোনও না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিচার করবো আজ বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত যুবকদের যে কর্ম সংস্থান হতে পারছে না, আজ ঘরে ঘরে বেকারী সমস্যা, সেটা বন্ধ করবার জন্য এই শ্রমনীতি কতটা সাহায্য করেছেন। ডালহাউসী স্কোয়ার থেকে, বড় বড় কারখানা থেকে গত তিন মাসে অন্ততঃ পাঁচশত মধ্যবিত্ত কর্মচারী ছাটাই হয়েছে, এবং সামগ্রিকভাবে ডালহাউসি স্কোয়ারে প্রায় দু হাজার মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী কর্মচারী ছাটাই হয়েছে নানারকম অজুহাতে ডায়রেকটলি অর ইনডাইরেকটলি। রিটায়ার করবার পর, সেখানে যে ভ্যাকান্সি হল, সেই এমপ্লয়মেন্টএর সুযোগ আমাদের বাঙ্গালীকে না দিয়ে, আজকে শ্রম দপ্তরকে ঘুরিয়ে,

ডিস্পিয়ে, তাদের নির্দেশকে উপেক্ষা করে নানারকমভাবে অজুহাত দেখিয়ে, অন্য প্রদেশ থেকে লোক এনে আজকে সেই জায়গায় তাদের কর্মসংস্থান করছেন। সেদিক থেকে আমি মনে করি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের দেখা উচিত। তিনি যতই সুলালিত ভাষণ দিন না কেন, সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

[10—10-10 a.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

মিস্টার স্পীকার স্যার, শ্রমনীতি আলোচনা করতে গেলে শ্রমিক এবং কর্মচারীদের জীবনে আজকের দিনে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটার কথা আগে বলা দরকার। বাংলাদেশে কেন গোটা ভারতবর্ষেই বর্তমানে শ্রমিক ও কর্মচারীদের জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা যদি কিছু দেখা যায়, তা বেকার আর ছাটাইয়ের সমস্যা। প্রথম কথা, সরকার চাকরী দেবেন, কিন্তু বেকারত্ব দূর করতে হলে অন্যান্য কর্মসংস্থানও দরকার, যেটা কঠিন মনে হতে পারে, তবুও এটা করা উচিত। কিন্তু যে জিনিসটা সরকার করতে পারেন সে জিনিসটা ঠিক হচ্ছে কিনা আগে দেখা দরকার। ছাটাই রোধ সরকার করতে পারেন এবং তা যদি করা যায় তাহলে বেকার সমস্যার তীব্রতা কিছুটা কমান যায়। তারপর সরকারের তরফ থেকে ছাটাই রোধ করা যাচ্ছে কি না এবং সে দিকে কোন চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখা দরকার।

প্রথম আমি সরকারী তথ্য থেকে দেখাবো যে কিভাবে সরকারী শ্রমনীতির কল্যাণে দিনের পর দিন ছাটাই বেড়ে চলেছে। এই যে সংখ্যাতত্ত্বগুলি উপস্থাপিত করছি এগুলি শ্রমমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য, এবং এই বিধান সভায়ই তিনি প্রশ্নের জবাবে দিয়েছেন।

১৯৪৯ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে পাটশিল্পে ৪৮,৫৮১ জন শ্রমিক কম কাজ করে। অর্থাৎ ৪৮,৫৮১ জন শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। এই ফিগার আমার দেওয়া নয়, এই ফিগার মন্ত্রী মহাশয়ের দেওয়া ফিগার। তারপরে আরো চারটি পাটকল বন্ধ হয়ে গিয়েছে তার সংখ্যা ধরিনি এর মধ্যে। শিপ-বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এখানে যতটুকু আছে তাতে এই সময়ের মধ্যে ৪,৩৬৪ জন শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। টি ইন্ডাস্ট্রি যা আছে তাতে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত ৩,৯৪২ জন শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। শিল্পমন্ত্রী আদার ইন্ডাস্ট্রি বলে একটা খাত তৈরি করেছেন সেই মিসেলেনিয়াস ইন্ডাস্ট্রিজএর খাত থেকে ২৬,৮৩৭ জন ছাটাই হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি মন্ত্রী মহাশয় যে ফিগার দিয়েছেন তাতে কি ইন্ডিকেট করে, তাতে কি নির্দেশ করে। মুখে যাই বলেন, সদিচ্ছা যাই থাক না কেন তিনি ছাটাই বন্ধ করতে পারেন নি। আমি একথা বলছি না যে তিনি চান না ছাটাই বন্ধ হোক, তাঁর সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তাঁর মুখের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ফ্যাক্টরীগুলি থেকে ছাটাই হয়ে যাচ্ছে। আপনি যে কাজ করছেন তাতে নতুন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হওয়াত দূরের কথা, যারা কাজ করতো তারা কাজ হারিয়ে বেকার সমস্যা তীব্র করছে। এটা যদি বন্ধ না করতে পারেন তাহলে যে সমস্যা আছে তার সমাধান করতে পারবেন না। এর উর্ধগতিকে বন্ধ করবেন কি, আপনার এই শ্রমনীতির জন্য বেকার সংখ্যা আরো বেড়ে যাচ্ছে। এটা বন্ধ করতে গেলে আইন করা দরকার, তা ছাড়া ছাটাই বন্ধ করতে পারবেন না। আমি মনে করি প্রাদেশিক সরকারের এই আইন করার ক্ষমতা আছে। এখানে আপনারা সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন কিনা

without prior consultation with the Government

কোন ফ্যাক্টরীতে ছাটাই করতে পারবে না। এই ইচ্ছা আছে কি? এইরকম প্রচেষ্টা শ্রম দপ্তরের আছে বলে আমার জানা নেই।

দ্বিতীয় নম্বর, আমি আর একটা নীতির দিকে আসছি যা যতীনবাবু বলে গিয়েছেন, তবুও সেটা রেফার করছি। ওয়ার্কিং জার্নালিস্টদের ব্যাপারে শ্রমমন্ত্রী মহাশয়, যখন যতীনবাবু বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তিনি ঘাড় নাড়ছিলেন। জানি তিনি কেন ঘাড় নাড়ছিলেন। যেহেতু সুপ্রীম কোর্টএর রায় আছে সেহেতু আমরা কিছু করতে পারি না। এই বক্তৃতা দিয়ে হাউসকে ভুল বুঝাবার চেষ্টা করবো, কারণ সুপ্রীম কোর্ট ওয়েজ বোর্ড ডিসিশনএ আপত্তি করেছে। সেটাকে আল্ট্রা ভাইরেস বলেছে। অন্য কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু এটা ঠিক যে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে তোমরা রুলস তৈরি কর। এবং জার্নালিস্টস এ্যাক্টএর যে রুলস সেই

রুলস তৈরি করার ক্ষমতা তোমাদের আছে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য যে, দুই-আড়াই বৎসর হয়ে গেল সেই রুলস কি তৈরি হয়েছে ; যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই রুলস কি চালু হয়েছে? এখানে জিজ্ঞাসা করি রুলসএ প্রভিশন আছে ইন্সপেকটর নিযুক্ত করার। সেই ইন্সপেকটর এই নিউজ পেপার ইন্ডাস্ট্রিতে ভিজিট করছে কিনা, আমি জিজ্ঞাসা করি যে কলিকাতায় দৈনিক সংবাদপত্র এতগুলি আছে তার একটা জায়গাতেও শ্রম দপ্তরের একজন ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্ট করেছে বা আপনি দেখান যে একদিনও একটা ইন্সপেক্টর আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে গিয়ে এদের ভিজিট করেছে? একটা জায়গাতেও হয় নি। অথচ তিনি চুপ করে বসে আছেন। স্ট্যান্ডিং অর্ডার নেই, ছাটাই হয়ে চলেছে। কাকে কাকে ছাটাই করা হচ্ছে, তা আমি বলবো না সেটা বলা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি কেন আপনারা চুপ করে বসে আছেন। কারণ আপনারা জানেন যে এইগুলিই হচ্ছে সরকারের প্রচার যন্ত্র, এইগুলি যদি হাত ছাড়া হয়ে যায় তাহলে এরা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং সরকার চাপ দিলে তারা নিজেরাই টোপল ডাউন হয়ে যাবেন। এর উপরেই মন্ত্রী মহাশয়ের পাবলিসিটি, সরকারের পাবলিসিটি নির্ভর করে। সুতরাং সংবাদপত্রের উপর চাপ দিলে মালিকরা চটে যাবেন, তাদের চটান ঠিক নয়, দিস ইজ দি পলিসি। মন্ত্রী মহাশয়ের বা সরকারের স্ট্যামিনা বা জোর করার মত তাগদ থাকা দরকার। যে শক্তি থাকা দরকার, এটা হচ্ছে না বলে মনে করি। এটা চালু করবেন আশা করবো এবং অশা করবো যে শ্রমমন্ত্রী যা বলেছেন সেটা সত্যই আমি বিশ্বাস করি দেখতে পাবো যে তিনি এ্যাক্ট করেছেন এবং তাতে যে যে প্রভিসন থাকা দরকার তা করেছেন। এবং এজায়গায় তিনি তা চালু করেছেন।

তৃতীয় জিনিস তারা জানেন না তা নয়—রাইস মিলএ ছাটাই বন্ধ করবেন? কলকাতায় ৪০টি মিল লক আউট করে রেখেছে। কখন?—

during the pendency of the proceedings before the Tribunal

ট্রাইব্যুনালএর সামনে যখন কেস রয়েছে সেই সময় তারা মিল বন্ধ করে দিয়েছে। এরকমভাবে যদি মালিকরা চলতে থাকে আর শ্রমদপ্তর চুপ করে বসে থাকে তাহলে কি হবে? এর ফল কি হয়েছে? সাত হাজার শ্রমিক কাজ হারাতে চলেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি মন্ত্রী মহাশয় কি চেষ্টা করেছেন এই সাত হাজার শ্রমিকের জন্য? আমি বলবো দিস ইজ উইক পলিসি। শুধু ইচ্ছা থাকলেই চলবে না। ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে যে ইনিসিয়েটিভ থাকা দরকার সেই ইনিসিয়েটিভ তারা ল্যাক করছেন। আমি তাই অনুরোধ করবো শ্রমমন্ত্রীকে—তিনি শুধু ভাল মানুষ হলেই চলবে না, শ্রমিকদের স্বার্থে যাতে তিনি লাগতে পারেন সেটা করতে হবে। সে সাহস থাকার দরকার আছে যেটা ল্যাক করছেন বলে আমি মনে করি।

চতুর্থতঃ আমি বলবো মন্ত্রী মহাশয়ও বলেছেন এডুকেটেড আনএমপ্লয়মেন্ট সম্বন্ধে কথা বলা হয়। এদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বলবেন, কেন বেশী বলবেন? এরা থাকে শহরে। কাজেই এদের কথা এই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর কথা বলে পাবলিসিটি দেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি এগ্রিকালচার্যাল লেবারার যারা বসে থাকে তাদের কথা কি চিন্তা করেন? মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট কেন চালু করেন নি—এই এগ্রিকালচার্যাল লেবারারদের ক্ষেত্রে, এদের সিকিউরিটি অফ সার্ভিস বলতে কিছু নাই, এদের ব্যবস্থা কিছু করবেন না? এদেরও নাম এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জএ রেজিস্ট্রি করা দরকার আছে এবং আমি মনে করি যে দিন এসেছে যে আজকে ইনস্যুরেন্স করতে হবে—

There must be insurance against retrenchment and unemployment. Retrenchment—

এর বিরুদ্ধে ইনস্যুরেন্সএর ব্যবস্থা থাকা দরকার। পুঁজিবাদী দেশ যদি করতে পারে, গ্রেট ব্রটেন যদি করতে পারে তাহলে আপনারা সেই ড্রাইভ দেবেন না কেন? আমি একথাতো বলছি না যে রাতারাতি আনএমপ্লয়েড পপুলেশনকে কাজ দিয়ে দিন। আমি বলবো হোয়্যার ইজ দেট ড্রাইভ? একটা একটা করে এই জিনিস চালু করার চেষ্টা করবেন না? এ জিনিস হওয়া দরকার, এ জিনিস চালু করা দরকার। বাঙ্গালীর কথা বলেন, ভাল কথাই বলেন, চোখের জল ফেলেন কিন্তু সেতো কুম্ভীরাশ্রু—একথা বললেইতো বলবেন সুবোধবাবু সন্দেহ করে, সন্দেহ করলে তো এক সঙ্গে কাজ করা চলে না। দুর্গাপুরে আপনারা স্কীম নিলেন, সেখানে ১৮ হাজার লোক নিযুক্ত হয়েছে—তার শতকরা ২৫ জনও কি বাঙ্গালী? কি চেষ্টা করেছেন বেশী

বাঙ্গালী মেম্বার? ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্টএ কনসিলিয়েশন অফিসারএর কোন ক্ষমতাই নাই। কি করছেন এই এ্যাক্ট সংশোধন করবার? ক্ষমতা বাইরে থাকলে কি করতে পারেন কনসিলিয়েশন অফিসার। যদি সেন্ট্রালএর হাতে থাকে তাহলে তাদের কাছে রিকমেন্ড করুন, ক্ষমতা কনসিলিয়েশন অফিসারকে দিন। আজকে কোন ক্ষমতা নাই কনসিলিয়েশন অফিসারএর মালিককে ডেকে আনার, মন্ত্রী মহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন এ্যাডজুডিকেশনএর ক্ষেত্রে।

[10-10—10-20 a.m.]

মন্ত্রী মহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন গত বছরের কেস রেফার হয়েছে—৫৪২টা আর নিষ্পত্তি হয়েছে ৪৭৯টা, তাহলে কিছু কিছু থেকে যাচ্ছে। প্রতি বৎসর যে হিউজ জমছে তার ফলে এ্যাডজুডিকেশনএ দেরি হচ্ছে, তার জন্য কি এক্সট্রা জাজ এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এক্সপিডিয়াসলি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা যায় না। এদিকে সরকারের নজর নাই, ওদিকে দেখুন রাইটার্স বিল্ডিংসএ সব বুড়ো হাবড়া এনে বসাচ্ছেন—রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে ৪৫৬ জন বুড়ো হাবড়া আই-ই-এসকে এনে বসিয়েছেন। যেখানে আইনে লেখা রয়েছে এক্সপিডিসিয়াসলি করা দরকার, সেখানে করেন না। রিটায়ার্ড জাজ যদি ফের বসিয়ে দিয়ে বিচার করাবার চেষ্টা করা হয় তাহলে ছয় মাস লাগবে। একটার বিচার করতে, ঠিক কথা সর্বনাশের কথা।

Contractor's labour—Bombay Industrial Disputes Act

এতে ইনক্লুডেড আছে। চেষ্টা করলে আমাদের এখানেও আনা যায়। তবে আজও ও'রা চেষ্টা করেন নি এদের আনবার জন্য এবারে আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্টএর বিলটা আনুন না? অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে সমস্ত বিষয় লেবার ডিপার্টমেন্ট ডে টু ডে ফেস করছে তা মন্ত্রী মহাশয় আনবার জন্য চেষ্টা করছেন না, এদিকে মালিক চাইছে না—ট্রাইব্যুনালএও বিচারের জন্য দিচ্ছেন না। শেষটায় আমাদের টেনে নেওয়া হল হাইকোর্টে, তারপরে গেল সুপ্রীম কোর্টে, সুপ্রীম কোর্টে সাড়ে তিন বৎসর লাগল রায় বেরুতে। মালিক মানছে না যখন আপনি বলবেন—কোড অফ ডিসিপ্লিন মানতে হবে, আপনি বলছেন ধর্মঘট করলে তোমরা জেলে যাবে। লেবার ডিপার্টমেন্ট আউট হয়ে গেছে, হিন্দুস্থান আয়রন এ্যান্ড স্টিলএর ব্যাপারে, যে আইন মানবে না, তাকে প্রসিকিউশন করতে পারে না। আমরা মনে করি একটা কমিটি করে নিয়ে স্ট্রং হেন্ড যদি এই স্বেচ্ছাতন্ত্র মালিকদের জব্দ না করে যদি ভিক্টোরিয়ান এজএর কনসেপশন নিয়েই আপনি চলেন, তাহলে লেবার ডিপার্টমেন্ট চলবে না। আর চলবেই বা কি করে? আপনারা নিজেরাই ট্রেড ইউনিয়ন মানছেন না। গভর্নমেন্ট এমপ্লইদের আপনারা ট্রেড ইউনিয়ন করতে দিচ্ছেন না। এ বিষয়ে নতুন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্টএর একটা নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন আপনারা—ট্রেড এ্যান্ড বিজিনেস না হলে ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারা যায় না। ট্রেড ইউনিয়নএর এই রি-ইন্টারপ্রিটেশন আজ পর্যন্ত হয় নাই। আপনারা যে ইন্টারপ্রিটেশন করেন তাই যদি কারেক্ট হয় তাহলে আমি বলব হাসপাতালে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টএর হাসপাতালে ট্রেড ইউনিয়ন হবে না। ক্লাব লাইব্রেরী যতগুলি আছে তার কোন জায়গায়ই হবে না। আপনারা এই ব্যাখ্যা করেছেন যে—

since it is not trade and business

সেই জন্য করা যায় না। এই ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যা বলেই মনে করি। ১৯১৮ সাল থেকে এতদিন পর্যন্ত যেটা চলে এসেছে, আজ ১৯৫৮ সালের এই অপব্যাখ্যার ফলে মানুষ ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে না—এ আমরা মানতে পারি না।

Sj. Byomkes Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্রমমন্ত্রী মহাশয় বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ খাতে যে টাকা চেয়েছেন তার সমর্থনে দু-চারটি কথা বলতে চাই।

শ্রমিকদের সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নি—এই ধরনের কথা আমরা প্রায়ই শুনি। শ্রমিকদের সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু করেন তাহলে তার দায়িত্ব শ্রমিকেরও যেমন আছে, মালিকেরও আছে এবং সরকারেরও আছে। আমাদের শ্রমিকদের বাড়ী তৈরি করার কটা পরিকল্পনা আছে। এ সম্বন্ধে আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকার সাহায্য এবং ঋণ বাবত দিয়ে বহু বাড়ী তৈরীর ব্যবস্থা আছে। তা থেকে সরকার ৫০ ভাগ করবেন টাকার সাহায্য বাবত, আর ৫০ ভাগ ঋণ বাবত। আর মালিক করবেন ২৫ ভাগ টাকার সাহায্য বাবত আর ৫০ ভাগ ঋণ বাবত।

আর একটা হল শ্রমিক কো-অপারেটিভ মারফত। আমি দেখাতে চাই যে সরকারের মারফত কি হয়েছে, মালিকের মারফত কি হয়েছে এবং কো-অপারেটিভএর মারফত কি হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাংলাদেশে আশানুরূপ বাড়ী তৈরি করতে দেরী হয়েছে। তার প্রধান কারণ এই যে বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চলে জমির দাম এত বেশী, উপযুক্ত স্থান এবং উপযুক্ত জমি পাওয়ার ব্যাঘাত এত বেশী যার ফলে এখানে গৃহনির্মাণের কাজে বহু সময় লাগছে। তাহলেও এক ঘরযুক্ত এবং দুঘর যুক্ত ১০ হাজার গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনা গৃহীত হলেও অনেকে ঠাট্টা করে থাকেন, কিন্তু এই পরিকল্পনার মধ্যে আমরা দেখি যে দমদম মতিঝিলে যে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হয়েছে, সেখানে ওয়ার্কাররা স্থান পেয়েছে। আমি আরও দেখাতে চাই যে, হাওড়া কদমতলায় ঘরের বিলি ব্যবস্থা হয়েছে, শ্যামনগরে শুধু টিউবওয়েলের কাজ বাকী আছে এবং শীঘ্রই সেখানে লোক যাবে। আমি আরও দেখাতে চাই যে বজবজে ৩২টা দুইঘরযুক্ত এবং ৯৬টা একঘরযুক্ত বাড়ীর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তা ছাড়া রিষড়ায় এইরকম ঘরযুক্ত বাড়ী হয়েছে, কদমতলা সার্কুলার রোডে, বজবজে, আসানসোলে, শ্যামনগরে দমদমায় যেসব ঘর হয়েছে সেখানে কিছু দিনের মধ্যেই শ্রমিকেরা বসবাস করতে পারবে।

তারপর মালিকদের পক্ষ থেকে লক্ষ্য করছি যে, জয়ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, সেন-র‍্যালে, বেঙ্গল পেপার মিলসএর তরফ থেকেও করা হয়েছে। কিন্তু ওয়ার্কারদের পক্ষ থেকে একটিও করা হয় নি। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য যে দেশের উন্নতি নির্ভর করে শ্রমিক ও মালিকদের সম্পর্কের উন্নতির উপর। শ্রমিকও মালিকের সহযোগিতা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে না। যদি বাহিরের চাপ না আসে, যদি শ্রমিক নিজে সচেতন হয়, এবং নিজেরা সংঘবদ্ধ হতে পারে তাহলে মালিক তাদের দাবী মানতে বাধ্য হয়। তা না হলে সাময়িকভাবে সরকার কিছু দেবার কথা বললেও তারা বাধ্য হয় না। আমাদের দেশে শ্রমিক সচেতন নয় বলে ট্রেড ইউনিয়নকে সাহায্য করবার জন্য কমপালসারি আর্বিট্রেশনএর ব্যবস্থা আছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে শ্রমিকদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নকে সাহায্য করবার জন্য সরকারের চেষ্টা আবশ্যক। পাঁচ টাকা সাত টাকা জমা দিয়ে কেউ ইউনিয়ন খাড়া করছেন কেন করছেন? যেখানে ভাল ইউনিয়ন আছে, সেখানে প্যারালাল ইউনিয়ন কোরে ঐ ইউনিয়নকে ভাঙ্গবার জন্য। দেখা যাচ্ছে এইরকম ইউনিয়ন কোরে দেশের স্বার্থের ক্ষতিই হবে। কিছু দিন পূর্বেও কাপড়ের কন্ট্রোল ছিল, কিন্তু কাপড়ের কন্ট্রোল তুলে দেবার পর দাম নিয়ে তিন মাস বোম্বাইয়ে কল বন্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশে মা বোনের কাপড় বেশী হত না। আমরা সেখানে তার সুযোগ নিয়ে বললাম কেন কাপড় দেবেন না? আমাদের দেশে আজও সামান্য স্টীল হয় এবং স্টীলের জন্য আমাদের অনেক অসুবিধা হয়। সেই স্টীলএর জন্য টাটানগরের ধর্মঘটের ফলে কেবল বাংলাদেশ কেন ভারতবর্ষে ভোগ করবে? কি কারণে? শ্রমিকের উন্নতির জন্য টাটানগরে ধর্মঘট হয়েছে? (শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেনগুপ্তঃ নিশ্চয়ই।) হতে পারে। আমাদের এখানে বেঙ্গল কেমিক্যাল যেটা প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরীর একটা বিশিষ্ট কারখানা এবং যার প্রয়োজন প্রতিনিয়ত বাংলার লোক অনুভব করে, সেই বেঙ্গল কেমিক্যালে ১০২ দিন ধর্মঘট হল। সে ধর্মঘট মিটল কি শর্তে? সে সম্বন্ধে ওপক্ষের খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখল—শ্রমিকের জয়যাত্রা—কিন্তু মেটে নি কার জন্য? না। কোন রাজনৈতিক দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। যে শর্তে এই মীমাংসা হল ১০২ দিন পরে, সেটা দুই দিনেই মিটতে পারত। সমস্যার সমাধান হতে পারত এবং না দিলে তখন তারা এগিয়ে আসত। এ বিষয়ে আমি আনন্দগোপাল মুখার্জীর কথা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। আমাদের দেশে সেন্স অফ কনসিলিয়েশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কাজেই আমি দুর্গাপুরের ঘটনার কথা যা বলেছি—সে সম্বন্ধে আনন্দবাবু এবং প্রত্যেক শ্রমিক কর্মীকে অনুরোধ করব সেইভাবে কাজ করতে যেভাবে আমরা ত্রিবেনীর পাশে কেশোরাম রেয়ন বলে যে ফ্যাক্টরী আছে সেখানে এমন আন্দোলন করতে পেরেছিলাম যার ফলে ভূপতি মজুমদার মহাশয়ের নেতৃত্বে সেই কোম্পানি বাধ্য হয়েছে একথা স্বীকার করতে যে ওখানে যাদের জমি নাই যাদের প্রত্যেকে বেকার হয়ে আছে, তাদের লোন এবং কাজ দিতে হবে। সেই আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য সরকারের সাহায্য প্রয়োজন হলে তারা নেবে। কিজন্য তারা নেবে? শ্রমিক কি এতই অক্ষম হয়েছে? তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু শ্রমিককে অক্ষম করে দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চেহারা মিস্টার স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে ঐ বাঁ পাশের দুটি বিভিন্ন দলের চিত্র দেখাচ্ছি।

[10-20—10-30 a.m.]

স্যার, আপনি জানেন যে বম্বেতে সিভিক লাইফ প্যারালাইজড করে যে মিউনিসিপ্যাল স্ট্রাইক হয়েছে সেই স্ট্রাইকের উদ্যোগী হলেন জর্জ ফার্নান্ড—ইনি পি-এস-পির লোক। মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমি ১৫ই জুন ১৯৫৮ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে সেখানে আছে—

Mr. Dange who went to Jamshedpur to fight the Tatas on behalf of the workers has come to Bombay to fight the workers on behalf of the employers.

Mr. Speaker: The Statesman's Editor has written his own view.

Sj. Byomkes Majumdar:

এই কোটেশন সেখানে দেওয়া আছে। আমি আপনার কাছে নিবেদন করছি যে আজকে আমাদের দেশে শ্রমিকদের এই অবস্থা হত না, যদি ইউনিয়নের নামে বিরোধী দল গেড়াকল না খুলতেন, স্বাধীনতা ফান্ডের জন্য টাকা না তুলতেন। আজকে শ্রমদপ্তরকে অনুরোধ করব যে ট্রেড ইউনিয়নগুলো ইন্সপেক্ট করার প্রয়োজন রয়েছে। বাহিরের লোকের সেখানে প্রয়োজন ছিল ততদিন যতদিন শ্রমিকরা নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। আজকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি শ্রমিকদের কাজে লাগান হয় তাহলে শ্রমিকদের স্বার্থ ব্যহত হবে।

Mr. Speaker: I have condemned this in this House.

Sj. Byomkesh Mazumdar: I am sorry, I withdraw the word.

আমার আর একটা জিনিস নিবেদন করার আছে। মিস্টার স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি শ্রমমন্ত্রীকে জানাবো যে আমাদের দেশে বহু বেকার ছেলে আজকে ট্রেনে ট্রেনে হকারী করছে। তাদের এইরকম হকারী করাটা বেআইনী, সেটা আমিও জানি, আপনিও জানেন। কিন্তু আজ তাদের উপর পুলিসের জুলুম এবং নির্যাতন চলেছে। তারা বেআইনী কাজ করছে বলে তাদের উপর জুলুম করা হচ্ছে একথা স্বীকার করি, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে তারা পেটের দায়ে এই সমস্ত করছে। আজ আমাদের বাংলাদেশ সমস্যাসংকুল দেশ, কোন প্রদেশের সংগে এর তুলনা হয় না। কাজেই তাদের কয়েকজনের জন্য যদি লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দেন অন্ততঃ পাঁচ কি দশ বছরের জন্য যতদিন তাদের এমপ্লয়মেন্ট পোটেনসীয়াল না বাড়ে, ততদিনের জন্য যদি এটা করা হয় তাহলে আমাদের দেশের কিছু লোকের এমপ্লয়মেন্ট হয়।

Distribution of pamphlets to the members

Sj. Bijoy Singh Nahar: On a point of information Sir.

এখানে আমার টেবিলে একটা স্মারক দেখছি। এটা কি অফিসিয়ালী ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে? এটা অন্য সদস্যদের টেবিলেও আছে দেখছি। এটা যদি অফিসিয়ালী ডিস্ট্রিবিউট না হয়ে থাকে তাহলে এটা কে এ্যালাউ করলো সেটা আমি জানতে চাই।

Mr. Speaker:

এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, আমি খোঁজ করে দেখবো।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

হয়েছে কি এতে?

Mr. Speaker: I have told Mr. Nahar that I would look into the matter. Who is responsible for distribution of this?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি যদি আমার বন্ধুদের কাছে কোনরকম কাগজ বিলি করি আমার অর্গানাইজেশনের তাহলে তাতে দোষটা কি, স্যার?

Mr. Speaker: I do hope no member will in future distribute any pamphlet in the House without my permission, which I doubt I have even the power to give. Any book or pamphlet given to a friend in a friendly way will not be objected to but certainly I will not allow any member to distribute any book.

Yes, Mr. Hamal.

Demands for Grants

[10-30—10-35 a.m.]

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

माननीय स्पीकर महोदय, समाजवादी कांग्रेसी सरकार की नीति कौन से रास्ते पर चल रही है, उसीके ऊपर मुझे सबसे पहले बोलना है। एक नम्बर में मजदूरों के जन्मसिद्ध अधिकार, ट्रेड यूनियन के राइट्स को मालिक नहीं मानता है। मालिक लोगों के बचाने के लिए कोई कानून भी नही है सरकार के पास। इसी को कहते है कांग्रेसी राज्य में समाजवाद ! जब मजदूरों की मजदूरी में २५ परसेन्ट की वृद्धि का प्रस्ताव आता है तो इसी हाउस में उधर को मेजोरीटी वोट से ठुकराया जाता है। यही है कल्याण राष्ट्र ? कैसा चमत्कार है, कल्याण राष्ट्र का ? इसमें कैसा चमत्कारी कार्य हो रहा है ?

दूसरी बात जो बंगाल देश में है, वह है, लेबर डिपार्टमेन्ट की नीति। इसकी नीति मजदूरों के तरीके पर नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो मालिकों और शरमायादारों की नीति पर। यहां हमें संविधान दिखा कर बोलते है कि औरतों और मर्दों के बीच समान अधिकार है। इनमें कोई फर्क नही है। लेकिन उत्तरी बंगाल के सारे चाय बगान में औरतों के नाम पर एक आना उनकी रोजी से ठगा जा रहा है। उन पर जुल्म हो रहा है। इनमें समान अधिकार कहीं भी नहीं है। इनके तलब में कही भी समानता नहीं है। फिर भी कहते हैं कि समानाधिकार है। इसीसे मै जोर देकर कहता हूं कि औरत मर्द को समान रोजी देना होगा।

अगर श्रम मंत्री सत्तार साहब जरा बाहर जाकर देखें, तो पता चलेगा कि औरतों पर कितना जोर से शोषण हो रहा है। अभी आपने बोल दिया कि हुट्टाबाहर को हम बरदाश्त नहीं करेंगे। वह तो आपने नवम्बर महीने के हमारे question के reply में ही कह दिया था ; किन्तु आपके suggestion का planters कब परवाह करते हैं। जब आप दार्जिलिंग गए थे तो हमने आपको बताया था कि आपकी बातों की परवाह प्लान्टर्स लोग नहीं करते हैं। उसको रोकने के बन्दोबस्त के लिए आपके पास कोई कानून है क्या ? यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम हुट्टाबाहर नहीं मानते हैं। यहां आपके illigal बोलने के बाद ही जो dispute हुआ उसे Tribunal में दे दिया गया। ट्राइबुनल ने भी हुट्टाबाहर को कायम रख कर जजमेन्ट दिया है, हाल ही में श्री एन० सी० च्याटर्जी ने। मालिक लोग हुट्टाबाहर करते जाते हैं और आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

दस्तूर प्रथा क्या है ? Head of the family को discharge कर देने के बाद ही सबको discharge कर दिया जाता है, फिर भी आप खामोश हैं। अभी आपने कहा कि मजदूरों को बहुत से अधिकार और सुविधायें दी गई हैं। पर कहां और कैसे ?

जब आप दार्जिलिंग गये थे, तो हमने बताया था कि बेक और बैंकाबेरी-मिलिकॉग में मजदूरों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। उनको पीने का पानी लेने के लिए तीन तीन मील तक जाना पड़ता है। परन्तु आपको इतनी फुर्सत कहां कि मजदूरों की हालत को देखने जायें। इस कल्याण राष्ट्र में लेबर मिनिस्टर को काम बहुत हैं; भला वे कैसे जायें? आज मजदूरों को पीने का पानी भी इस राज्य में नहीं मिलता। यही है न आपका कल्याण राष्ट्र!

१०-१०, ११-११ वर्ष से dispute पड़े हुए हैं, फिर भी Labour Department उन्हें सुलझाने में असमर्थ है। वह तो केवल मालिकों का काम करता है। मैं कहता हूं कि टिस्टाभैली के मजदूरों का केस को लीजिए, जिसके President हमारे Labour Department के Deputy Minister नर बहादुर जी थे। उसका केस हाई कोर्ट से जीता गया। उसके बाद वह आज तक pending पड़ा हुआ है। श्री सत्तार सहाब के पास गया, तो उन्होंने धमाक से कह दिया कि सत्य-अहिंसा की बानी को दार्जिलिंग में प्रचार कीजिए। हम केस Tribunal में देंगे। तीन बार हमने पूछा कि आप case को Tribunal में देंगे तो? बोले "हां"। मैंने दार्जिलिंग में मजदूरों के बीच बोल दिया कि सत्तार साहब ने case को Tribunal में देने को कहा है।

टिस्टाभैली का dispute आज १० वर्ष से pending है। मुझे ताज्जुब है कि इस तरह के बहुत से केस चाय बगान में पड़े हुए हैं, फिर भी उसे सुलझाने का प्रयत्न Labour Department क्यों नहीं कर रहा है? वह पूर्णरूप से असफल है। नवम्बर अधिवेशन में टिस्टाभैली के case को लेकर हमारे और Labour Minister के बीच Writer's Buildings में बहुत सी बातें हुईं। मैंने तीन बार पूछा और उन्होंने इस case को Tribunal में देने के लिए कहा। मगर आज परिणाम क्या हुआ? टाल मटोल कर बहाना बना रहे हैं। किसके स्वार्थ के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का पालन तक नहीं किया? उन्होंने judgement मांगा और मैंने Judgement की certified copy को दे भी दिया, मगर ताज्जुब की बात है कि मेरे और Labour Minister के बातचीत के बीच में Labour Commissioner ने कहा कि गवर्नमेंट ने केस को take up करने नहीं दिया। दार्जिलिंग में सत्तार साहब ने कहा कि judgement की कापी Legal Remembrancer के पास भेज दिया है। कैसा रहस्य है Labour Department का? क्या हाई कोर्ट के जजमेन्ट को उलटने का कोई कानून है? केवल planters लोगों को ही अधिकार है। मालिक लोग तमाम शर्त और समझौते को तोड़ रहे हैं। फिर भी सरकार चुप है। किसके स्वार्थ पर? प्लान्टर्स में इतनी हिम्मत हो गई है कि सरकार की बातों को वे नहीं मान रहे हैं। मजदूरों को न तो रहने की व्यवस्था ठीक से करते हैं, न मेडिकल सुविधा देते हैं, और न तो पानी का ही प्रबंध कर पाते हैं।

टिस्टाभैली के ९८ आदमी आज १० वर्ष से बेकार पड़े हुए हैं, भूखों मर रहे हैं, किन्तु Labour Department उनका प्रबंध करने में असफल हो रहा है।

Mr. Speaker: This is not a place for haranguing.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

केस को Tribunal में देंगे ऐसा बोल कर मंत्री महोदय सत्य और अहिंसा की बाणी का गला घोंट रहे हैं। आज तक वह केस Tribunal में नहीं दिया गया। इसके कारण मजदूरों में असन्तोष है।

President साहब बड़ी बड़ी स्पीचें देकर वे आज Deputy Labour Minister की गद्दी पर बैठे हुए हैं। उनके ९८ आदमी आज भी बेकार बैठे हुए हैं। उचित तो यह होता कि वे ट्राइबुनल में केस न देने के प्रतिवाद में resign कर देते। इस केस की enquiry होनी चाहिए। वे गद्दी नही छोड़ सकते हैं। इनको गद्दी का बहुत मोह है। यह है कल्याण राष्ट्र! मजदूरों का इसी तरह से ये लोग कल्याण करना चाहते हैं।

एक बात स्पीकर महोदय, आपके सामने और बोलूगा। वह यह है कि प्लान्टर्स लोग सरकार की किसी भी चीज की परवाह नही करते। मालिक लोग गवर्नमेन्ट के प्रत्येक समझौते को तोड़ते रहते है, फिर भी ये लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठे ही रहते है। मजदूरों को आज पानी नही मिलता। दार्जिलिंग के मजदूरो को डुवार्स और तराई के समान रोजी के अधिकार को भी सुलझाने में सरकार असमर्थ रही है। इसके लिए मजदूर लोग बारबार आवाज भी उठाते है।

१९५५ में जब रोजी की आवाज उठायी गई तो Deputy Minister उसके सभापति थे। हड़ताल unanimously पास हुआ था, जिसमें टिस्टाभैली का केस जो बहुत दिनों से pending पड़ा था, settle हो जाय। आज आपलोगों की नीति से ही हड़ताल हो रहा है। मजदूर आपकी नीति से तबाह हो रहे है। उनमें असन्तोष आपके व्योहार के कारण ही है।

यह सब ढक करके कहते हैं कि हमने कल्याण राष्ट्र मे यह किया, वह किया, मजदूरों के लिए स्वर्ग बनाया, मजदूरो की मजदूरी बढ़ाई, मजदूरो को bonus दिलाया, provident fund दिलाया। मगर बहुत संघर्ष के बाद भी ये लोग थोड़े सी चीजें हासिल किये। यदि आप बाहर आइये तो देखियेगा कि मजदूरों में असन्तोष ही बना हुआ है। अब भी छंटाई चल रही है। सरकार चाय बगान के मजदूरों की छंटाई को नही रोक सकी। आखिर लाचार होकर सरकार ने यह स्वीकार किया कि पश्चिम बंगाल में बेकारों की संख्या बहुत है। काम दिलानेवाले दफ्तर से कुछ भी नहीं हो रहा है। वह बेकारों को काम दिलाने में व्यर्थ सिद्ध हुई है।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[After adjournment]

[10-55—11-5 a.m.]

Janab Taher Hossain:

Speaker, Sir, دیکھا جا رہا ہے کہ Labour Ministry میں ایک سال کے اندر میں کچھہ نہ کچھہ changes ضرور آئی ہیں جن changes کو میں House کے سامنے میں رکھونگا - خاص کر جہاں تک ہماری union برنپور کلتی کا تعلق ہے وہاں کے لوگوں کو Labour Minister سے ملنے کے لئے

بہت ہی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی - لیکن اب کچھہ نہ کچھہ تبدیلی ہونے کی وجہہ سے interview میں آسانی ہو گئی ہے اور موجودہ Labour Minister کے زمانے میں شاید ہم جہاں تک دیکھتے ہیں یہہ پہلا ہی موقعہ ہے جبکہ November کی 12 تاریخ کو Asansol کے سرکٹ ہاؤس میں Labour Minister گئے ہوئے تھے اور وہاں پر مختلف union کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا - ان سے کچھہ نہ کچھہ بات چیت بھی کی گئی تھی - یہاں پر کہنا یہہ ہے کہ Labour Ministry میں کچھہ نہ کچھہ تبدیلی ضرور آئی ہے - ان نمائندوں کو وہاں پر بلاکر ان سے کچھہ سنا سمجھا گیا اور تھوڑے بہت reference کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی union کے نام میں ابھی کچھہ نہ کچھہ مل رہا ہے - دیکھا گیا ہے کہ کچھہ booklets ہندی میں، بنگلہ میں اور اردو میں آ رہے ہیں جسکو مزدور جہاں تک پڑھہ سکتے ہیں غلط یا صحیح وے Labour کی policy کو سمجھہ بھی رہے ہیں - اس لئے میں کہتا ہوں کہ Labour Department میں کچھہ نہ کچھہ تبدیلی ضرور آئی ہے - میں اس کو support کرتا ہوں *

لیکن ابھی تک زیادہ تر مالک لوگ مزدوروں کے ساتھہ خراب سلوک ہی کرتے ہیں - مالکوں کے خراب سلوک اور ظلم کے کارن مزدوروں کو لاچار ہوکر اسٹرائک کرنی پڑتی ہے جس سے production میں دھکا لگتا ہے - ہم دیکھہ رہے ہیں کہ یہہ سب آپ لوگوں کی وجہہ سے ہو رہا ہے - اس کے لئے میں دو تین مثال آپ کے سامنے رکھونگا *

برنپور کلئی کے ایک ٹھیکیداری کے کام میں 15 ہزار مزدوروں کی اسٹرائک ہوئی تھی - February اور March کے مہینے میں D. M. Saheb بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے - ہم لوگوں نے کہا کہ اگر ہماری اس مانگ کو مان لیا جائے کہ مالک لوگ اس بات کا وعدہ کریں کہ جب تک ٹھیکہ کا کام ختم نہیں ہوگا تب تک مزدوروں کی چھنٹائی

نہیں ہوگی تو strike نہیں ہوگی - نتیجہ یہہ ہوا کہ اس بات کو نہیں
مانے اور 25 دن تک ہڑتال چلا - اس کے بعد 19th March کو Chief Minister
کی وجہہ سے agreement ہوا کہ جب تک کام complete نہیں ہوگا چھنٹائی
نہیں ہوگی اور اگر کام ختم بھی ہو گیا تو دوسرا کام دیا جائیگا - یہہ بات
اس وقت کہی جا رہی تھی تو نہیں مانی گئی مگر 26 دن تک
اسٹرائک کرنے کے بعد 5/6 سو آدمیوں کی گرفتاری کے بعد یہاں تک کہ
ایک آدمی کی police firing سے ختم بھی ہو گیا تب کہیں جاکر
مزدوروں کی مانگ کو مانا گیا *

Iron and steel factory melting shop میں production bonus 90% کا جھگڑا
برابر ہوتا آ رہا تھا - مزدوروں سے کہا گیا کہ فیصلہ کیا جائیگا
لیکن کچھہ بھی نہیں ہوا - آخر March کے مہینے کے پہلے ہفتہ میں
اسٹرائک ہو گئی - Melting shop بند رہا ' production کا loss ہوا - اس کے
بعد جو production bonus 90% کا جھگڑا تھا وہ اس time میں 140%
کیا گیا - Manager نے مان لیا کہ ہم اسے arbitrator کے ہاتھہ میں دینگے
لیکن آج تک وہ Labour Commissioner کے دفتر میں پڑا ہوا ہے -
مالک اور مزدوروں کی committee اس پر رضامند ہو گئی تھی کہ
اس کے لئے High Court کا Judge مقرر کیا جائے لیکن آج تک وہ بھی
Labour Commissioner کے دفتر ہی میں پڑا ہوا ہے - اگر اس معاملہ کو
جلد سے جلد نہیں دیکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پھر اسٹرائک ہو *

اس کے بعد دیکھا گیا کہ 22nd April کو برنپور ٹاؤن میں strike notice
دی گئی - Memorandum بھی دیا گیا - سب کچھہ کیا گیا تاکہ strike نہ ہو -
1949 میں Labour Tribunal Award اس کے لئے ہو چکا تھا جس میں
41 minimum D. A. روپے پاس ہو چکا تھا - Engineering Tribunal Award
ہونے بھی برنپور کمپنی میں لاگو نہیں کیا گیا - اسٹرائک نوٹس

دینے کے بعد 28th April کو management کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ دس روپے .D. A بڑھا دیا گیا - اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ مالک لوگ مزدوروں کو مجبور کرتے ہیں کہ اسٹرائک کرو، جھگڑا کرو، دنگا طوفان کرو تب ہم کچھ دینگے - مالکوں کے اس attitude سے دیکھا جا رہا ہے کہ production بھی کم ہوتا جا رہا ہے - اس لئے ہم Labour Minister سے appeal کرینگے کہ ان کے اس طرح کی حرکتیں جو آج ہو رہی ہیں ان سب کو آپ دور کریں *

ایک اور مثال آپ کے سامنے موجود ہے - ابھی کلٹی کے اندر Spun Pipe Repeating Shop کے Loading Department میں production bonus کو لیکر کارخانہ 5/6 روز تک بند رہا *

کلٹی کے Medical Department میں جو لوگ 30/40 سال سے کام کرتے آ رہے ہیں ان کا ابھی reduction of pay scale ہو گیا ہے - Senior nurse 1955 کے March تک جیسا کہ Mrs. R. Mishra جو 200 روپے پاتی تھیں ان کی تنخواہ اب 180 روپے کر دی گئی - Dressers کے grade میں بھی اچانک 20 روپے کی کمی کر دی گئی - کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قریب قریب 26 سو روپے کی سالانہ بچت ہو رہی ہے *

اس کے بعد اور دیکھئے مزدوروں پر charge-sheet کی کسطرح سے بوچھار ہو رہی ہے - اسپیکر صاحب، آپ کو سنکر تعجب ہوگا کہ ابھی 105 آدمیوں کے مقدمہ کا فیصلہ Supreme Court میں ہوا - ان میں سے ایک آدمی جس کا نام سمسین ہے جسکے بارے میں ابھی ابھی ہمارے جھا صاحب نے کہا ہے ان کے case کا Supreme Court سے فیصلہ ہونے کے بعد بھی آج تک کام نہیں دیا گیا - جو 104 آدمی Supreme Court کے فیصلہ کے بعد کام پر لگائے گئے تھے اُن میں Raghubar Singh نام کا ایک آدمی ہے جس کی چھٹی جمع تھی - اس کے گھر سے telegram آیا تھا

پھر بھی اسکو چھٹی نہیں دی گئی - چونکہ اسکا گھر جانا بہت ھی ضروری تھا اس لئے وہ گھر چلا گیا - اس کے بعد ھی اس کے اوپر charge-sheet لگا کر اسے کام پر سے الگ کر دیا گیا - اس کا قصور ھی کیا تھا؟ لیکن نہیں، اسے اسلئے الگ کر دیا گیا کہ وہ Supreme Court سے case جیت کر آیا تھا - اس لئے یہہ بدمعاش قسم کا آدمی ھو سکتا ھے اور اسطرح سے اس کے اوپر charge-sheet لگایا گیا - آج کے زمانے میں مالکوں کی یہ attitude مزدوروں کے لئے ھے - اسطرح سے مزدوروں کی کہیں ترقی ھو سکتی ھے؟

ایک ڈرائیور جسکا نام دکھی ھے وہ company کا مورٹر چلاتا ھے - کمپنی کی دیوار سے loco ٹوٹی مگر اس driver کو suspend کر دیا گیا - اگر اس کو سزا دینی ھی تھی تو اس کا provident fund اس company میں جمع تھا اس میں سے اس accident کے عوض میں کاٹا جا سکتا تھا مگر ایسا نہ کرکے اسے سیدھا discharge کر دیا گیا *

کلٹی میں آج بھی Time-keeper کو بارہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ھے - اس کے لئے ھم لوگوں نے Labour Department کو approach کیا تھا تاکہ ان سے بھی آٹھ گھنٹے ھی کام لیا جائے مگر جواب ملا کہ mutual agreement ھے - ھم لوگوں نے Agreement کی نقل مانگی لیکن اسکا جواب ھی نہیں مل رھا ھے - بڑے دکھہ کی بات ھے کہ اس زمانے میں بھی مزدوروں کا 16-16، 12-12 گھنٹے کام کرنا کہاں تک ٹھیک ھے کچھہ سمجھہ میں نہیں آتا - مالکوں کے اسطرح کی حرکتوں سے آج مزدور جماعت والے تکلیف ھی پا رھے ھیں پھر بھی سرکار کچھہ دھیان نہیں دے رھی ھے *

ابھی نئے Planning میں blacksmith 3/4 coke oven بیٹری چالو کی گئی - اس میں آدمی acting میں کام کر رھے ھیں Production بھی خوب ھو رھا ھے لیکن مزدوروں کو acting نہیں ملیگی اور production bonus بھی نہیں ملیگا - اس طریقہ سے ھم دیکھتے ھیں کہ management کی طرف سے ھی ساری گڑبڑی کی جا رھی ھے *

ابھی ابھی ہمارے Anand Gopal Babu نے کچھ دل‌بندی کی بات کہی ہے - میں ان کے اوپر حملہ تو نہیں کرنا چاہتا مگر یہہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج حقیقت میں وے دیکھیں کی دل‌بندی کس پارٹی کے اندر میں ہے - خیر اب تو یہہ کہا جاتا ہے کہ دل‌بندی بائیں بازو والے کر رہے ہیں لیکن ان Congress والوں میں جتنی دل‌بندی ہے ہم سمجھتے ہیں - ابھی ڈاٹا کا حوالہ اس House کے اندر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو strike ہوئی تھی وہ زبردستی کے لئے ہوئی تھی - وہاں کی لڑائی دلالی کی وجہ سے ہوئی تھی - مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 53, 54 سے لیکر 55 تک جو برنپور میں اسٹرائیک ہوئی تھی اسکے لئے کون ذمہ‌دار ہے - میں تو کہونگا کہ اسکے لئے کانگریسی سرکار کو I. N. T. U. C. کے لیڈروں کو آج آنکھیں کھولنی چاہئے - آج ڈاٹا کے اندر اتنا بڑا طوفان جو آیا تھا اگر وہ لیڈروں کا ہی جھگڑا تھا اور مزدور انکی طرف اگر نہیں آئے تو پھر مزدوروں کے اوپر کرفیو لگانے کی کیا ضرورت تھی *

آج مجھے کہنا پڑتا ہے کہ Labour Minister نے جو changes اپنے Labour Department میں لایا ہے اور اور بھی جو لانا چاہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آج مالکوں کے اوپر کافی دباؤ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وے ناجائز ظلم مزدوروں کے اوپر نہ کر سکیں - آج مزدوروں اور مالکوں کے بیچ جو بھی گڑبڑی ہوتی ہے یا جو بھی ہڑتال ہوتی ہے اسکی تمام ذمہ‌داری مالکوں کے اوپر ہی ہے - اس لئے انہیں ایسا کرنے سے روکنا چاہئے - میں Labour Minister سے appeal کرونگا کہ وے اس طرف اپنا دھیان ضرور دیں *

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Mr. Speaker, Sir, I have heard the remarks made by my friend Sj. Byomkes Majumdar but what he says will not help the working class or working people in West Bengal. There is a Buddhist saying in Jataka (in Pali).

“বহূনী নরসিমানী লোমসানি ব্রহানীচ,
..................কচিৎ এবে কম্নবাতি।”

"There are many human heads with hair and eyebrows, but ....few have got ears.

So it is useless just to hammer something into the ears of our friends like Sj. Byomkes Majumdar. I can cite only one example. He has given figures with regard to industrial housing. Perhaps he does not know that the Registrar of Co-operative Societies refused to grant registration to a multipurpose co-operative society initiated by me in the Imperial Tobacco Company and the sole purpose of that co-operative society was to take recourse to industrial housing through Government help. Finally, I would request him to advise his friends not to send black-leggars to the dock and port area in order to crush the legal, lawful and justifiable strike of the dockmen there.

Now, coming to the position of industrial policy of the Government of West Bengal, I must oppose the policy followed by the Government. Certain figures have been given and figures are eluding and dubious as well. Sir, in 1957 the number of industrial disputes settled through conciliation negotiation and otherwise, that is, through taxing the patience and perseverance of workers, was 4,616 and the number of industrial disputes brought to the notice of the Labour Directorate was 6,811. So the remainder was about 1,500. Out of those 1,500 cases only 540 cases, that is, something like 34 or 35 per cent., have been sent for adjudication. The result is that about 900 or 1,000 cases are still pending in the Directorate. But a very unhappy procedure is being followed; perhaps to show to the public that people are becoming more conciliation-minded, reports under section 12(4) are being sent continuously by the Labour Directorate and once again the files are returned with the advice that the officers concerned should look into the possibility of further conciliation. The result has been—I have got cases to show—that one suspension and dismissal case has been pending for the last 54 months.

[11-5—11-15 p.m.]

There are other cases as well. Of course, such companies are few but where there is somebody to pull the wire, where wire-pulling business is gone through, there is the difficulty. For example, there was a case before one officer with regard to the employees of Hayward Company and this dispute persisted for 40 months. So these instances are not wanting. If the Labour Minister wants to speed up settlement he must not be shy in the matter of reference to tribunals.

Then there is the difficulty of non-implementation. I have gone through a letter written by the Labour Minister to Dr. Suresh Banerjee regarding Samar Sen. I have got some knowledge of Industrial Disputes Act and I have at least represented the workmen in 1,000 or 1,200 cases. So I would request him to say whether alternative employment for Shri Samar Sen is possible in Burnpur, whether this aspect of the dispute has been looked into. The Industrial Disputes Act pre-supposes involuntary unemployment and after that laying off and final discharge or retrenchment. Supposing this gentleman worked in the capacity of Conciliation Manager in Burnpur or in a semi-clerical or clerical post. Has it been ascertained by the Government whether any clerk has been appointed during the last 20 years in the Burnpur company or whether after the publication of the judgment of the Supreme Court any new clerk was appointed and whether the company asked Mr. Sen to work in the capacity of a clerk or in any other capacity? Were these ascertained? Because certain gentlemen who can pull wires are at the helm of affairs that is why our Labour Minister is helpless.

I am citing another case in the Indian Galvanising Company. During the last three months the factory is not working; it has been closed for all practical purposes and large number of workmen have been thrown out of employment and nobody knows when the factory will reopen, but during the last three months no conciliation even has been invited. Why? We have sent letters four months back—one letter was written to the Labour Minister and a second letter of this kind was written to Shri N. R. Sarkar, the Deputy Secretary of the Labour Department of the Government. He has sent this letter to the Union people intimating that the matter has been referred to the Labour Commissioner. I know the Labour Directorate takes 7 days or 10 days' time to invite a joint conference, but no joint conference has been invited in this case. Our premonition is that some unholy business has been taken recourse to. That is why the inactivity of the Labour Directorate is manifest.

Then, Sir, we find that in J. Stone & Company there is a union of the staff and one gentleman who is a most active member of the union has been transferred to somewhere in Gujrat or Bombay simply because he has been bold enough to raise a demand on the lines of the Bengal Chamber of Commerce. There is no protection in such cases because there is difficulty in the Industrial Disputes Act. Amendments can be brought about but nothing is being done. I am citing the peculiarities and anomalies so far as the Industrial Disputes Act is concerned.

Mr. Speaker, Sir, you have been an eminent lawyer and you must know there had been numerous petitions for setting aside the judgments either by employers or by employees. If the judgment is set aside, what is the position—whether a new reference is going to be made? There is no provision in the Act as to whether there should be further conciliation or whether the same Judge should try the cases. There is no such provision, there is no such rule, there is no attempt to rectify it. That is the difficulty.

Mr. Speaker: If there is a judgment one way or the other the same question can be tried again on the principle of *res judicata*.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: I am coming to that. You have been very kind to point out the principle of *res judicata*. It is provided in the Industrial Disputes Act that if no period is mentioned in any settlement it will continue to persist until a notice is given. For how long—there is no provision in that, but so far as essential industries are concerned there is a period fixed. So, here also *res judicata* comes in. This matter has got to be settled. If there is no period mentioned, in that case it should be binding for three years. There should be a definite period in the Industrial Disputes Act.

Once again, the provisions of the Industrial Disputes Act are seldom taken recourse to. For example, no Arbitration Board is being appointed by the Labour Department. There is the provision in the Industrial Disputes Act that an Arbitration Board can be appointed in a tripartite manner, that is, representatives of labour, management and Government should be there. Has any Board been appointed? Arbitration is far better than conciliation because powerful employers know that Conciliation officers have not got any power to do anything against them, but if there is a statutory Arbitration Board then the turbulent employers will think twice before doing anything illegally.

There is another difficulty. Conciliation Officers are not being gazetted as such. The result is that if there is a violation of provision of section 33A, there is no protection through conciliation apparatus. Hundreds of workers are being retrenched, are being dismissed, are being victimised and there are instances of unfair labour practice.

Similarly, we find in the Industrial Disputes Act mere apprehension of a dispute may initiate a reference to a tribunal but only in such cases where it affects the interest of the employers the Government of West Bengal refer such disputes to the tribunal. I have already cited the instances of Indian Galvanising Company and other companies as well, but there is no fixed rule. That is the difficulty.

Mr. Speaker: You want another revisional court?

Sj. Panchanan Bhattacharjee: No.

Mr. Speaker: You want arbitration?

Sj. Panchanan Bhattacharjee: The Arbitration Board is there—there is the provision in the Industrial Disputes Act, but no Arbitration Board is being appointed in West Bengal. That is the difficulty. If you appoint Arbitration Board the people will become more conciliation and arbitration-minded and litigation may vanish gradually. We trade-unionists are becoming litigation-minded day by day and we know that after every tribunal award the last recourse is to the Supreme Court and not the High Court.

Last year, during my budget speech, I pointed out to the Labour Minister that he should try to establish some form of unemployment insurance. I had given certain figures and I had some discussion with him as well. I do not know if they are doing anything. But Shri Gulzarilal Nanda only recently announced that the Central Government will do something. In West Bengal there is every possibility of establishing some form of unemployment insurance. Even in Greece, not to speak of U.S.S.R., America, Western Germany, Italy, France, even in Greece agricultural workers have got unemployment insurance. So it will not be difficult to establish one in West Bengal, and through accounts and through calculations it can be shown that not only Government can collect one crore of rupees from employers but this one crore can be invested in lucrative industries and can provide hundreds of workmen with jobs.

[11-15—11-25 p.m.]

I am now taking up the case of the working journalists. The Act is there. A friend of mine said that the Act was challenged by the Supreme Court. That is not a fact. The decision of the Wage Board was challenged. Government may say that the Working Journalists Act may in future be challenged in the Supreme Court. I shall suggest one thing. Let the Government set up an Omnibus Tribunal with regard to newspaper industry in order to determine the capacity to pay the bonuses, so that the bonuses may cover the gap between the actual living cost and the fair wage. If this is done, if the issue of the working conditions of the journalists, not the terms, be referred to that Omnibus Tribunal, the working journalists will get protection under section 33A. One of our friends Shri Pulakesh Dey Sarkar has been dismissed most illegally, but he has not got any protection, because he used to draw more than Rs. 500. He was in the Ananda Bazar Patrika. Other friends were also dismissed. The best remedy is to set up an Omnibus Tribunal in the State of West Bengal with regard to bonus and working condition and make all journalists of newspapers the party to that. The result will be that they will get some immediate relief, not to speak of relief contemplated by the Central Government; they will get some immediate protection.

Finally I would request the Labour Minister to consider the scarcity of staff in the Labour Directorate and in other Directorates...........

[At this stage the red light was lit and the honourable member having reached his time-limit resumed his seat.]

Sj. Narendra Nath Sen:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গভর্নমেন্টের লেবার পলিসি কতটা সাফল্যলাভ করেছে সেটা দুটো বিষয় নিয়ে বিচার করা যেতে পারে। একটা হল—

Peaceful industrial relation and settlement of disputes

অর্থাৎ শ্রমিক-মালিকের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা, এবং তাদের ভিতর একটা সম্প্রীতি স্থাপন, আর দ্বিতীয়টা হল—

improvement of potentiality of employment

অর্থাৎ, নিয়োগের সুব্যবস্থা করা।

এই দুটোর মধ্যে প্রথমটা সম্বন্ধে শ্রমমন্ত্রী মহাশয় তাঁর ভাষণে যে তথ্য এখানে দিয়েছেন সেগুলি সম্বন্ধে আর পুনরুক্তি করতে চাই না। তার মধ্যে দেখতে পেয়েছি মোটামুটিভাবে যেসব ডিসপিউটস ১৯৫৬ সাল থেকে সেটেল্ড হয়েছে শ্রমবিভাগের মধ্যস্থতায় তার ৪৬ শতাংশ নিষ্পত্তি হয়েছে ; অবশিষ্টগুলি পার্টিদের মধ্যেই আপোষনিষ্পত্তি হয়েছে। ট্রাইব্যুনালে সরকার এবার অধিক সংখ্যক কেস পাঠিয়েছেন, এবং ১৯৫৬ সালে আরও অধিক সংখ্যায় কেস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কিন্তু এগুলির যাতে তাড়াতাড়ি মীমাংসা হয় সে ব্যবস্থা হবার প্রয়োজন রয়েছে। গভর্নমেন্ট এবার শ্রমিকের একটা উপদেষ্টা বোর্ড করেছেন ; এটা গভর্নমেন্টের নতুন প্রচেষ্টা তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে শ্রমমন্ত্রী মহাশয় এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন,—সেজন্য তাঁর প্রচেষ্টা যে প্রশংসার্হ একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। অন্য পক্ষ থেকেও এজন্য অনেকে তাঁকে প্রশংসা করেছেন। কিছুদিন আগে শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের ঘরে একখানি চিঠি দেখেছিলাম—সেটা আপার হাউসের সদস্য নির্মল ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখা তাতে তিনি কিছু সাজেশন দিয়ে লিখেছেন—

> "Since your assumption of office, you have initiated a new policy of settling labour disputes through negotiations and your personal intervention. The measure of success it has achieved during the last year and a half is highly encouraging. Believe me when I say that workers in the labour field like myself will enthusiastically lend you every support."

কাজেই আমি মনে করি শ্রমমন্ত্রী মহাশয় যে প্রচেষ্টা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন তাতে তিনি সাফল্য লাভ করবেন, এবং শ্রমিকদের যেসব অভিযোগ রয়েছে সেই অভাব অভিযোগগুলি যাতে প্রকৃত-ভাবে দূর করা যায়—তা করবেন।

কিন্তু দ্বিতীয়টি হচ্ছে--

improvement of protentiality of employment

অর্থাৎ নিয়োগের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতকগুলি প্রচেষ্টা নিয়েছেন। তাঁরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংএর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন এবং সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংএর মারফত প্রতি বৎসর কয়েক হাজার যুবককে শিক্ষা দিচ্ছেন যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, তা ছাড়া একটা নিয়ম করেছেন যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জএর মাধ্যমে সমস্ত নিয়োগের ব্যবস্থা হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংএ শিক্ষালাভ কোরেও বহু লোক বেকার হয়ে থাকে, তাদের এবং যারা শিক্ষালাভ করতে যায় তাদের যাতে নিয়োগের সুব্যবস্থা হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

আজ একথা অস্বীকার করা যায় না যে পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা ১২ লক্ষেরও অধিক। এদের মধ্যে আবার যারা কর্মচ্যুতি হয়ে বেকার হচ্ছে তাদের সংখ্যাও অনেক বাড়ছে। তার জন্য যাঁরা মালিক তাঁরা অনেকাংশেই দায়ী। আমি একথা বলতে চাই যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১২টা জুট মিল এবং ৫টা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বড় বড় জুট মিলও রয়েছে, যেমন—

Reliance Jute Mill,
Anglo-India Jute Mill,
Budge Budge Jute Mill,

প্রভৃতি এইরকম ১৮টা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার ফলে আজ প্রায় ৪০ হাজার লোক বেকার হয়ে বসে আছে। কোন মিল বন্ধ হয় স্বাভাবিকভাবে কাজ চালাতে অপারগ হয় বলে। এসব ক্ষেত্রে তা হয়েছে কিনা, এবং যারা বেকার হয়েছে তাদের পুনর্বসতির চেষ্টা এই মালিকদের যে সমিতি আছে তা থেকে কতটা করা হয়েছে তা জানি না। এগুলিও দেখা প্রয়োজন।

আজ বাঙ্গালীর স্থান কোথায়? আজ কিভাবে তাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে কিছু নিবেদন করতে চাই। আজ অনেকেই বলেছেন এখানে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাতে সান্স অফ দি সয়েল এরা যাতে কর্ম পায়, তার সুযোগ দেওয়া এবং সেজন্য প্রচেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। আমি এখানে কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের নাম করছি তা থেকে দেখা যাবে যে কি কোরে বাঙ্গালী [illegible] এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কমার্শিয়াল ফার্মের কথা বিবেচনা করলে দেখবেন যে বিড়লায় ১৯৪৭-৪৮ সালে বাঙ্গালী ছিল ১৩৩ জন, আজ সেখানে হয়েছে মাত্র ৫৭ জন, সাহু জৈন (ডালমিয়া প্রতিষ্ঠান)—সেখানে ১৯৪৭এ ছিল ৮৭ জন, আজ সেখানে হয়েছে ২১ জন। কেশোরাম কটন মিলে সুপারভাইসিং এ্যান্ড ক্লেরিকাল স্টাফ ১৯৪৭-৪৮ সালে ছিল ৩০২ জন, আজ সেখানে কমে হয়েছে ৮২ জন। নরশিংদাশ আগরওয়ালা ক্লেরিকাল স্টাফ ছিল ৩৬৭ জন, আজ সেটা দাঁড়িয়েছে ১৫৭তে। এগুলি সারপ্লাস বলে যায় নি। এগুলির জায়গায় বসিয়েছেন অবাঙ্গালী—বেশীর ভাগ রাজস্থানী।

[11-25—11-35 p.m.]

ম্যাক্লিয়ড এ্যান্ড কোংতে ১৯৪৭-৪৮ সালে ৪৬৭ জন বাঙ্গালী ছিল, আজ সেখানে ২৮০ জন হয়েছে এবং বাকীগুলো সব রাজস্থানের লোক দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে। এই ম্যাক্লিয়ড এ্যান্ড কোংতে লেবার অফিসার একজন বাঙ্গালী ছিলেন। লেবার অফিসার হতে হলে লেবার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোককে সরিয়ে দিয়ে একজন রাজস্থানীকে বসান হয়েছে যার সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। দুর্গাপুর ইন্ডাস্ট্রির কথা আনন্দবাবু এখানে বলেছেন বলে বেশী কিছু বলতে চাই না। এখানে ৪টি মেজর লেবার কন্ট্রাকটর এবং অন্যান্য ছোটখাট কন্ট্রাকটরের অধীনে ৯ হাজার ৫১ জন যে এমপ্লয়িজ আছে তার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা মাত্র ১ হাজার ৩১৬ জন। স্যার, টেকনিক্যাল পার্শোনেলের মধ্যে বাঙ্গালীকে কিভাবে সরান হচ্ছে আমি তার দু-একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই। ক্লাইভ জুট মিলের ম্যানেজার আগে ছিলেন সাহেব এবং তারপর একজন বাঙ্গালী ছিলেন এক্সপার্ট ম্যানেজার, কিন্তু তাঁকে রিপ্লেস করে প্রোপ্রাইটরএর একজন আত্মীয়কে সেখানে বসান হয়েছে—এর বিদ্যা ক্লাস ফোর পর্যন্ত। হুগলী জুট মিলের মালিক রাধেশ্যাম বাজোরিয়া একজন ল্যান্ড স্পেকুলেটর—তিনি এখানকার ৪২ বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ম্যানেজারকে সরিয়ে তাঁর এক আত্মীয়কে সেখানে বসিয়েছেন—ও'র এডুকেশন্যাল কোয়ালিফিকেশন ক্লাস ফোর স্ট্যান্ডার্ড, ক্লাইভ জুট মিলে এখন কোন লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই—এখানকার মালিকের ভাগ্নেই সেখানে লেবার অফিসার হিসাবে কাজ করছেন, কিন্তু তাঁর নাকি রিকুয়ার্ড কোয়ালিফিকেশন কিছুই নেই। স্যার, ওয়েজ স্ট্রাকচার সম্বন্ধে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে বাংলায় উহা অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেক কম। ট্যাক্সটাইলএ, যদি দেখেন তাহলে দেখবেন বম্বেতে যেখানে একজন কর্মী ১০০ টাকা পায়, সেখানে বাংলাদেশে মাত্র ৫০ টাকা পায়। এদিক দিয়ে বাঙ্গালী কর্মীরা যাতে উপযুক্ত বেতন পায় সেই ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আমি যে কনসার্ন-গুলির কথা বললাম এগুলি ছাড়া আরও যে কতকগুলি কনসার্ন আছে সেগুলি সম্বন্ধে যদি গভর্নমেন্ট অনুসন্ধান না করেন তাহলে সেগুলি অদূর ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে গেলে বহু কর্মচারী বেকার হয়ে যাবে। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিক কম্পানি। স্যার আপনি জানেন যে এই কোম্পানিটা ইন্ডিয়া ফ্যান-এর জন্য খুব পপুলার। কিন্তু ওদের উৎপাদন সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাবার জন্য এই ইন্ডিয়া ফ্যান বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এই কোম্পানি তার রিজার্ভ ফান্ড আস্তে আস্তে সরিয়ে নিচ্ছে। এমনকি এরা এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ডও সরিয়ে নিয়ে খরচ করছে। সুতরাং অবিলম্বে যদি গভর্নমেন্ট এনকোয়ারী করে এটি কন্ট্রোল না করেন তাহলে এটি বন্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। স্যার, গভর্নমেন্টের নিয়ম রয়েছে যে, কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করবার আগে তাকে পারমিশন নিতে হয়। কিন্তু আমি বলি যে বার্মা সেলের বেলেঘাটার যে কনসার্ন তাকে উইদাউট নোটিসএ বন্ধ করল এবং সেখানে ২০০ লোকের চাকরী

গেল। এই ব্যাপারে ২১ দিনের নোটিশ দেওয়া দরকার, কিন্তু তা তাঁরা দেন নি। অথচ এরজন্য তাদের উপর কোন শাস্তির ব্যবস্থা হয় নি। স্যার, আমি এখানে পাবলিক সেকটার সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলতে চাই। পাবলিক সেকটার গভর্নমেন্ট কনসার্নএ যেসব ইন্ডাস্ট্রি আছে, সেখানে দাবী রয়েছে যে ইউনিয়নগুলোকে রিকগনিশন দেওয়া হউক। সেজন্য বলব যে যেসব ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় তাদের রিকগনিশন দেওয়া হউক এবং তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যদি কাজ চালান যায় তাহলে গভর্নমেন্টের প্রোডাকশান আরও ভাল হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি বি, জি, প্রেসের কথ বলছি......

[At the stage the honourable member having reached his time-limit, resumed his seat.]

Sj. Copal Basu:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ প্রধানমন্ত্রী যেখানে বলেন যে প্রেমের এইরকম অর্থ এক জায়গায় গিয়ে জমা হচ্ছে সেখানে পশ্চিমবাংলায় শ্রমমন্ত্রী বলেন যে, আমরা সম্পদের সমবণ্টনের ব্যবস্থা করেছি, এই নীতি আমরা গ্রহণ করেছি। একথা শুনলে তাজ্জব বলতে হয়। গত অধিবেশনে আমাদের গভর্নর বলেছিলেন যে আমরা সেই পরিমাণ র‍্যাশনালাইজেশন মেনে নেবো যে পর্যন্ত গেলে শ্রমিক ছাঁটাই হবে না। আমি আপনাকে চটকলগুলির দৃষ্টান্ত থেকে দেখাবো যে গত দশ বছরে চটকলের শ্রমিকদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে। আমি খুবই সংক্ষেপে বলবো কারণ আমার সময় খুব কম। ১৯৪৮ সালে চটকলে শ্রমিক সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ ২ হাজার ৫০৫, আর ১৯৫৩ সালে সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮০৯—এটা হচ্ছে জুট ইনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট সাত্তার সাহেব এটা জানেন। কাজেই চার-পাঁচ বছরের মধ্যে চটকলের শ্রমিক ছাটাই হয়েছে ৫৬ হাজার ৬৯৬। তারপর গতবার একটা প্রশ্নের জবাবে সাত্তার সাহেব বলেছিলেন যে আরো ১৯ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে চটকল থেকে তাহলে এটা দাঁড়ায় ৭৫ হাজার ৬৯৬। তারপরে গত বছর রিলায়েন্স জুট মিল, স্ট্যান্ডার্ড জুট মিল প্রভৃতি কতকগুলি জুট মিল পশ্চিমবাংলায় বন্ধ হয়ে গেছে যার ফলে বেকার আরো বেড়েছে। তাদের সংখ্যা যদি এর মধ্যে ধরা যায় তাহলে এটা ৮০-৯০ হাজার অনায়াসে ধরা যেতে পারে, আর ইতিমধ্যে মেয়ে শ্রমিকদের সংখ্যা শ্রমমন্ত্রী মহাশয় যেটা দিয়েছেন তা হচ্ছে প্রায় ১১ হাজার, শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে কিন্তু চটকলগুলির লুম এবং স্পিন্ডলগুলির অবস্থা কি? সেখানে আগে লুমের সংখ্যা ছিল ৪৯ হাজার ৩০১, সেখানে ১৯৫৬ সালে সেটা হয়েছে ৫৫ হাজার ৭১৯—আর যেখানে স্পিন্ডল ছিল দশ লক্ষ ১৫ হাজার, সেখানে সেটা ১৯৫৬ সালে হয়েছে ১১ লক্ষ ৯০ হাজার, অর্থাৎ লুম বেড়েছে ১শো থেকে ১১৩·২, আর স্পিন্ডল বেড়েছে ১শো থেকে ১১৭·২৭। অথচ এই সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের ওয়েজের হিসাব কি? ১৯৪৯ সালে শ্রমিকরা যে ওয়েজ পেয়েছে তার মোট হিসাব ২৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৫৭, আর ১৯৫৩ সালে সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ২২ কোটি ৬৩ লক্ষ ২১ হাজার ৭৫৯—এই হচ্ছে অবস্থা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ট্রাইবুনালে আরো ২ কোটি সোয়া ২ কোটি টাকা বেড়েছে—অথচ ওয়েজ স্ট্রাকচার কমে যাচ্ছে। শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে ওয়েজ মোটের উপর এইভাবে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে মালিকরা একটা সঙ্কট বাহানা তুলেছেন যে পাকিস্তানে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত বিপজ্জনক, বাইরের বাজার নেই, পাকিস্তানে পাটের কোয়ালিটি ভাল, যন্ত্রপাতি ভাল—শ্রমিকদের মজুরী সেখানে কম, উৎপাদন খরচও কম। এইভাবে তারা নিজেরা প্রচার করেছে এবং আমাদের সরকারকে সেটা গিলিয়েছেন। [illegible] জন্য শ্রমিক প্রচুর পরিমাণে ছাঁটাই হচ্ছে। তারা জুট এক্সপোর্ট ডিউটি কতকটা ফ্রী করেছেন, বাইরের মার্কেট এক্সপ্লোর করার জন্য, ২০ লক্ষ টাকা সরকারের কাছ থেকে নিয়েছেন, বেপরোয়া র‍্যাশনালাইজেশন সুরু করেছেন, মজুর ছাঁটাই করেছেন, ফলে কাজের চাপ বেড়েছে। এ সম্পর্কে সরকার কিছুই তদন্ত করলেন না। এমনকি এ্যাপীলেট ট্রাইবুনালও এই সমস্ত যুক্তি দেখালেন, এই সমস্ত জিনিস প্রচার করলেন এবং এই প্রচারের ফলে তাঁরাও কিছুটা প্রভাবান্বিত হোলেন। শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পায় না। ঢাকাতে পাকিস্তান জুট মিল এসোসিয়েশনের যে সভা হয়েছিল তাতে দেখা গেল যে মূলধনী ব্যয় সেখানে পাকিস্তানের ২৭ হাজার টাকা, সেখানে ভারতবর্ষের হচ্ছে ৬,২৮৫ টাকা, কলকব্জাতিপুরণের জন্য টন প্রতি ব্যয় পাকিস্তানের ১০৮ টাকা, সেখানে ভারতবর্ষের ব্যয় ২১ টাকা, পাকিস্তানে তাঁতপিছু কাজ করে

সাড়ে তিনজন, ভারতে তাঁত পিছু কাজ করে তিনজন। পাকিস্তানে তাঁতপিছু উৎপাদন ১৫ টন, আর ভারতে ১৮·২১ টন, বিদ্যুৎ খরচ পাকিস্তানে ৫৫ টাকা, আর ভারতে ১৫ টাকা। তা ছাড়া বিমলি মেস্তা প্রভৃতি সস্তা তন্তু ভারতে রয়েছে, বাজারের যোগাযোগ এখানে ভাল, শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা এবং সক্ষমতা বেশী এই অবস্থা থাকা সত্ত্বেও চটকল পাকিস্তানে ১টার স্থলে ১২টা হোল, আর আমাদের এখানে চটকলগুলি ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—১২টা থেকে ১৪টা চটকল বন্ধ হয়ে গেছে।

[11-35—11-45 a.m.]

কাজেই এই অবস্থা সরকারকে যখন বলা হয়েছিল, সরকার আমাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না বা কোন তদন্ত করলেন না। তাঁরা শ্রমিককে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। এই যে প্রস্টিটিউশন দূর করবার জন্য আইন করা হচ্ছে—এবং আরো নানাভাবে এইসব মেয়েদের রাস্তায় বের করে দেবার প্রচেষ্টা চলছে। শ্রমমন্ত্রী জবাব দিন এসব লোকদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করে কেন তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমমন্ত্রী বলেছেন,

no mills should close down without prior consultation with the Government.

কিন্তু চটকলের মালিকেরা শ্রমমন্ত্রীকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে। এবং কল বন্ধ করে দিচ্ছে। আমরা বলেছিলাম আমাদের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করা হোক—তিনি এখানে বলেছেন যে, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা করেন। কিন্তু একথার সত্যতা আমরা সকলেই জানি। তিনি বলেছেন র‍্যাশনালাইজেশনএর জন্য এড হক কমিটি করেছেন, কিন্তু তার ফল কি হয়েছে তা তিনি দয়া করে বলেন নি। স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার জন্য যে কথা বলা হয়েছে মালিক পক্ষ বারে বারে তা ভঙ্গ করেছে, এবং তাঁরা যাতে সেটা মানে তারও কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। কি ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য সাত্তার সাহেব সেটা বলুন। আপনারা রিট্রেঞ্চমেন্ট থামাবেন না, চাকরীর নিরাপত্তা বিধান করবেন না—এসব কথা ও'দের বলা হলে ও'রা বলেন এ সম্পর্কে ও'রা কি করতে পারেন। মালিকপক্ষ যা বলছে আমাদের শ্রম দপ্তর তা করে যাচ্ছেন। গভর্নমেন্ট হয়ে পড়েছেন মালিক শ্রেণীর একটা এক্সিকিউটিভ বডি। সত্তার সাহেব এখানে বলুন চটকলে মাইনে বৃদ্ধি করার জন্য মজুরী বোর্ড গঠন করা হবে কিনা। স্টীলের কাজকারবারের যেন দুর্ভিক্ষ এসেছে। আমরা সকলেই জানি জুট থেকে আমাদের একটা মোটা অঙ্ক ফরেইন এক্সচেঞ্জ আসে। আপনারা র‍্যাশনালাইজেশন করুন, আমাদের আপত্তি নাই—কিন্তু আমরা একথাও বলি সঙ্গে সঙ্গে যে একটা জুট পার্চেজিং বোর্ড করুন এবং বেকারী বন্ধ করার বন্দোবস্ত করুন। একটা কথা হচ্ছে কি, যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্মচারীরা সরকারকে বাধ্য করে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার কিছুই করেন না। টেক্সম্যাকো ব্যাপারে আমি, গত কয়েক মাস যাবত সাত্তার সাহেবকে বলে আসছি। টেক্সম্যাকোর মালিক পক্ষকে তিনি একবারও বলতে পারেন নি। যে নীতির কথা তিনি বলেন সেই নীতিতে এখানে কোন কাজ হতে পারে না? একবার একটা ফয়সলা হবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু পরে মালিকপক্ষ সেটা অগ্রাহ্য করেছে। শ্রমমন্ত্রীর সেই একই যুক্তি, কিনা শ্রমদপ্তর কি করতে পারে? আর দেখুন, ডানবার কটন মিলে কি হচ্ছে—সেখানে পুলিস রাজত্ব চলছে। তাঁরা বলেন তাঁরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করতে চান, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনাদের কোয়ার্সনএর যন্ত্র কাদের উপর প্রয়োগ করা হয়? শ্রমিকেরা যখন বাধ্য হয়ে সংগ্রামের পথে যাচ্ছে তখন এই কংগ্রেসী সরকার গুলি চালিয়ে একবারে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করেন না। এ'রা কিনা আবার কেরালার দৃষ্টান্ত আমাদের দেখান। সেখানে কি আমাদের মত নিষ্পেষণের যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে সাধারণ মানুষ, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের উপর এভাবে নিষ্পেষণের যন্ত্র চালান হয় না। শেষ করবার পূর্বে ব্যোমকেশবাবুকে আরেকটা কথা বলে শেষ করি......

[time being over, Mr. Speaker stopped him and the member resumed his seat.]

Sj. Nepal Ray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে শ্রমদপ্তরের যে বাজেট খসড়া পেশ করা হয়েছে সেটা সমর্থন করে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দু-একটা কথা রাখতে চাই। একটা কথা পঞ্চাননবাবু

বলেছেন--অন্যান্য স্বদলীয় বন্ধুরাও বলেছেন যে, খবরের কাগজের যেসমস্ত কর্মচারী আছেন, তাদের সম্বন্ধে ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এ্যাক্ট যেটা আমাদেরই কংগ্রেস সরকার পাশ করেছেন সেই এ্যাক্ট যেন একটা সত্যিকারের আইন হয়। কাজের বেলায় আমরা দেখতে পাই যে মালিকরা তা পালন করেন না। সেজন্য আমি বলছি যে, তারা যেন এটা মানেন তার জন্যও আপনাদের ব্যবস্থা করতে হবে। এই যে রিপোর্টার, সংবাদপত্রসেবী যাঁরা দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের অবদান আমাদের বড় বড় নেতাদের কারুর চেয়ে কম নয়। যদি দেশে ডেমোক্রেসী বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে এ'দেরও বাঁচিয়ে রাখতে হবে—তাঁরাই গণতন্ত্রের ধারক এবং বাহক—আমি আরো বলব, তাঁরাই দেশে গণতন্ত্র জীইয়ে রেখেছেন। অতএব, এ'দের ভিতর যেন ছাঁটাইএর খড়্গ না চলে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। আমি শুনেছি কিছু কিছু কেস ট্রাইবুনালএ গিয়েছে। ট্রাইবুনালএ গেলেই আজকে দেশের লোক সন্তুষ্ট হতে পারে না। একবার ট্রাইবুনালএ গেলে একজন সংবাদপত্র সেবীকে দুই-তিন বৎসর সমানে কোর্টএ যাতায়াত করতে হয় এভাবে যদি চলে তাহলে তো তাঁরা না খেতে পেয়েই মারা যাবে। অতএব, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার সাজেশন হচ্ছে, ট্রাইবুনালএ যেতে আজকে দেশের লোক রাজী আছেন, কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে জজ তাঁর রায় দিয়ে দেবেন সে যাতে মনে করে তিন বৎসরের মধ্যে আমার ভাগ্য ঠিক হয়ে গেল। এটা যদি করা হয় তাহলে প্রত্যেক লোকই ট্রাইবুনালএ যেতে প্রস্তুত আছেন। সেজন্য এটার ব্যবস্থা করার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব তিনি এদিকে নজর দেবেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে আমাদের দেশে ১১টি কারখানা ক্লোজড হয়েছে, তার মধ্যে ৬৪২ জন বেকার হয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে ২৪১টি কারখানা বন্ধ হয়েছে, ৪ হাজার ৮৬৪ জন বেকার হয়েছে, ১৯৫৭-৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১২টা কারখানা বন্ধ হয়েছে, তার মধ্যে ৬৫০ জন বেকার হয়েছে। এই যে কারখানা ক্লোজড হচ্ছে, এর কারণ কি? মালিকেরা বন্ধ করছেন, না ট্রেড ইউনিয়ন খারাপ পথে মজুরদের পরিচালিত করছে? এবং কারখানা বন্ধ করার সহায়তা করছে? এটা বিবেচনা করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব। আমরা যদি ভুল করে থাকি তাহলে তিনি আমাদের ন্যায্য উপদেশ দিবেন। আমি এখানে কোন দলের কথা বলছি না। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ভুলের জন্যই কি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কারখানা ও অফিস বন্ধ হয়েছে?

[11-45—11-55 a.m.]

স্যার, এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই—যে কতকগুলি জিনিসের বিভিন্ন কারখানার মালিকরাও চেষ্টা করে যাতে করে একটু ছুতা পেলেই লক-আউট করে দেয় একটা কিছু নিয়ে। মজুরদের তরফ থেকে দাবী এলে বলে আমার পয়সা নেই, কোথা থেকে দেব। এর প্রতিকারের জন্য আমি দাবি করছি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে। কারণ আপনি জানেন এই যে ব্যালেন্স সিট—আমাদের দেশের নিয়ম হচ্ছে যে, কোন কোম্পানির ব্যালেন্স সিট যখনই ট্রাইব্যুন্যালের জজের কাছে দেওয়া হল, তখন জজ ব্যালেন্স সিটের উপর দেখবেন যে কোম্পানীর টাকা আছে কিনা? কিন্তু দেখা যায় ব্যালেন্স সিট ছাড়াও কোম্পানির মালিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারকম কারচুপি করে টাকা সরিয়ে রাখে। সুতরাং ব্যালেন্স সিটের মধ্যে কারচুপি রয়েছে। তাই আমার আবেদন হচ্ছে এই লেবার ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে ট্রাইব্যুন্যালের জজ যেমন আপনারা এ্যাপয়েন্ট করছেন, তেমনি একটা হাই পাওয়ার কমিশন নিয়োগ করুন। যেকোন লোক, যেকোন রকম লেবার ইউনিয়ন থেকে ডিম্যান্ড করবে, অর্থাৎ ঐ ব্যালেন্স সিট ছাড়াও অন্যান্য বিষয় ও অ্যাকাউন্ট দেখবার তাদের অধিকার থাকবে। সেই হাই পাওয়ার কমিশন হলে মজুরদের এতে একটা বিশ্বাস ক্রমশঃ আসবে। সেইজন্য এই হাই পাওয়ার কমিশন নিযুক্ত করবার জন্য আমি আপনার কাছে ডিম্যান্ড করছি।

তারপর আর একটা কথা, যেটা বিরোধী দলের বন্ধুরা বলছেন, সেটা হচ্ছে ট্রাইব্যুনালের এ্যাওয়ার্ড অনেক ক্ষেত্রে মালিকরা মানেন না। যে কোম্পানী ট্রাইব্যুনালের এওয়ার্ড মানবে না, তাকে ইমিডিয়েটলি প্রিসনবারের মধ্যে রাখতে হবে। আপনি সুদক্ষ লোক, আপনার উপর বিশ্বাস আছে, এবং আপনি এইটুকু জানবেন যে দেশের মানুষ, দেশের জনতা আপনার পিছনে থাকবে, যদি এইগুলি ইমপ্লিমেন্টেড হয়। বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি ইমপ্লিমেন্টেড হয় নি। আশা করি আপনি এর ব্যবস্থা করবেন।

স্যার, এইবার একটু অপ্রীতিকর কথা বলি। এখানে আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা বললেন, আপনারা শ্রমিক দলন করেন, অমুক করেন, তমুক করেন। কিন্তু কলকাতার কাগজে একটা সুন্দর খবর, পি, টি, আই নিউজ, কেরালাতে শ্রমিক দলন সম্বন্ধে দিয়েছেন। সেখানে সীতারাম মিলের শ্রমিকদের উপর দলন চলেছে, নরজন শ্রমিককে তাদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, এবং অন্য শ্রমিকদের উপর নানারকম অত্যাচার ও জোরজুলুম চলেছে। কোন রাজত্ব চালাতে হলে, সেখানে শ্রমিক দলন বা অন্য আইন সংগত ব্যবস্থা অবলম্বন নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয়। তবে আমি এটা বলি না, যে শ্রমিকদের উপর বিনা কারণে দলন করে দিন, এবং এর প্রতিবাদ আমরা নিশ্চয়ই করবো। বর্তমানে দেশের যেরকম অবস্থা চলছে, বেকার সমস্যা চলছে, তাতে একটি শ্রমিককেও ছাটাই করা উচিত নয়। যারাই ছাটাই করেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করেছি, সরকার পক্ষ করেছেন, মন্ত্রী মহোদয়ও করেছেন। বহু জায়গায় দেখা গিয়েছে যে কোম্পানী লক-আউট করতে চেয়েছে, তা করতে দেওয়া হয় নি। বেঙ্গল কেমিক্যাল লক আউট করেছিলেন, আমাদের সরকার জোর করে মালিকপক্ষকে বলেছেন খোলা রাখতে হবে। কিন্তু ও'দের সরকার কেরালাতে, সেখানেও শ্রমিক দলন হয়েছে। তাঁরাত একেবারে রামকৃষ্ণমিশনের সন্যাসী নন।

আজকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ডক স্ট্রাইক। ডক স্ট্রাইক সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য পাঁচুবাবু যে কথা বললেন—মাদ্রাজে ডকের চারিদিকে শ্রমিকদের উপর গুলি চলেছে, এবং এখানে ডক স্ট্রাইকারদের সম্বন্ধে সরকার কিছুই দেখছেন না, মন্ত্রী মহাশয় চুপ করে চোখ বুজে বসে আছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দ তিনিও চুপ করে বসে আছেন বা গুলি চালাবার জন্য হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের এখানে ডক স্ট্রাইকেও কমিউনিস্ট পার্টি সামিল আছে। বিভিন্ন জায়গায়, সেখানেও কমিউনিস্ট পার্টি সামিল ছিল। কিন্তু আজকের কাগজে দেখলাম কোচিনের কেরালা সরকারের অধীনে যে সকল ডক শ্রমিক আছে, তারা দুদিন স্ট্রাইক করবার পর কি করে ব্ল্যাক লেগার্স'এর কাজ করলে? সেটা আমি মাননীয় সদস্য পঞ্চাননবাবুর কাছ থেকে জানতে চাই। উনি বললেন ব্ল্যাক লেগার্স দিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন বানচাল করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি এই ডক স্ট্রাইক বন্ধ করা উচিত নয়। কেরালায় কম্যুনিস্ট পার্টি রিজলিউশন করেছে—যিনি নাকি প্রেসিডেন্ট মিস্টার এন কে রাঘবান তিনি রিজলিউশন করে বলেছেন—যে আমাদের শ্রমিকরা কেরালায় কাজ করবে। সেটা কি ব্ল্যাক লেগার্স'এর কাজ হয় না? যেখানে সারা ভারতবর্ষের শ্রমিক ডক স্ট্রাইক করে বসে আছে, সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস পার্টি ও অন্যান্য দলের নেতৃত্ব রয়েছে। আমি চাই সব জায়গায় একই নীতি। এখানে যেহেতু কংগ্রেস সরকার, কাজেই সেখানে কংগ্রেস সরকারকে বিপদে ফেলতে হবে। কেরালায় যেহেতু কম্যুনিস্ট সরকার, কাজেই সেখানে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এটা কি দুর্নীতি নয়? তাঁরা যদি মনে করেন এদেশ তাদের নয়, কেরালা তাঁদের দেশ, তাহলে তাঁরা ভুল করবেন। এখানে আমরা বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে বোঝাপড়া করে এক সংগে ঝান্ডা কাঁধে নিয়ে লড়াই করছি। যেখানে মালিক অন্যায় করছে, এক সংগে আমিও সোমনাথ লাহিড়ী মহাশয় এক ঝান্ডার নীচে দাঁড়িয়ে একত্রে মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে গিয়েছি—তিনি বললেন হ্যাঁ, যদি ট্রাম কোম্পানি অন্যায় করে থাকে, আমি নিশ্চয়ই বিচার করবো। কখনো আমরা চাইব না দেশের মধ্যে একটা অরাজকতা চলুক। আপনিও নিশ্চয়ই তা চাইবেন না। তাহলে কেরালা সরকার চাইতেন না—তাদের এক হাজার শ্রমিক কাজে যোগদান করুক—কেউ চাইবে না। যদি কেউ অন্যায় করেন, তার নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতে হবে, সেখানে জাতিধর্ম দল বলে কিছু নাই। সেখানে কোন রাজনীতিও থাকবে না। যেকোন লোক শ্রমিকদের উপর অন্যায় করবে, আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করব। আজ ট্রাম কোম্পানীও শ্রমিকদের মধ্যে যে লড়াই হচ্ছে, সেদিকে শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে বহুদিন থেকে সিকিউরিটি অফ সার্ভিস বলে কিছু নাই। আজ ১৫-২০ বছর হলো যে ভাল-ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, কালকে দেখা গেল তার ব্যাগ নিয়ে নেওয়া হয়েছে, সে ডিসমিস হয়ে গেছে। কেউ ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, সেখান থেকে কোম্পানিকে চিঠি লিখছে আরো সাত দিনের ছুটি চাই। মেডিক্যাল সার্টিফিকেটও দিয়েছে। কিন্তু স্ট্যান্ডিং অর্ডার হচ্ছে ছুটি শেষ যেদিন জয়েন্ট করবার কথা, সেদিন জয়েন না করলে তার আর চাকরী থাকবে না, অটোমেটিক্যালি ডিসচার্জড হয়ে যাবে। এটা কোন সভ্য দেশে নাই। সভ্য দেশে সিকিউরিটি অফ

সার্ভিস হচ্ছে মূল কথা। লেবার ডিপার্টমেন্টএর সম্মুখে সিকিউরিটি অফ সার্ভিস কলকাতার বুকের উপর আমাদের চোখের সামনে বিদেশী ট্রাম কোম্পানী শ্রমিকদের উপর এইরকমভাবে অত্যাচার করে চলেছে, শোষণ করে যাচ্ছে। শুধু শোষণ নয়, আমি বলবো পাশবিক অত্যাচার করে চলেছে। এই সমস্ত ট্রাম কোম্পানির কর্তা অন্যান্য যাঁরা আছেন, তাদের বাইরে ছেড়ে রাখা উচিত নয়, তাদের প্রিজনএর মধ্যে রাখা উচিত। তাঁরা ট্রিবুনাল এওয়ার্ড পর্যন্ত মানেন না। কোন ব্যাপারই তারা মানতে চায় না। যাঁরা মেডিক্যাল এওয়ার্ড মানতে চান না, তাঁরা কি করে মনে করেন—এদেশ তাদের? এদেশ কংগ্রেস চালাচ্ছে, কংগ্রেসের অধীন এদেশ। তাঁদের আমি হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি তাঁরা যেন এ বিষয়ে একটু খেয়াল করেন।

[11-55—12 noon]

Sj. Satkari Mitra:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমনীতি সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে, সমালোচনাও হয়েছে। প্রথমে আমি একটা কথা বলতে চাই—যে আমাদের রাজ্য সরকারের শ্রমনীতি অত্যন্ত ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের কংগ্রেস পক্ষের মাননীয় আনন্দগোপাল মুখার্জী বলেছেন আমাদের রাজ্য সরকারের শ্রমনীতিতে শ্রমিকদের যথেষ্ট বিশ্বাস ও আস্থা এসেছে। আমি সে কথার প্রতিবাদ করতে চাই। শ্রমিকদের সম্বন্ধে যে আমাদের সরকার কিছু করেন নাই—সে কথা বলি না। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বিশেষ কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। তিনি যে কথা বলেছেন বিশ্বাস ও আস্থার তার প্রমাণ গত নির্বাচনে আমাদের ভূতপূর্ব শ্রমমন্ত্রীর শোচনীয় পরাজয়ের কথা ছেড়ে দিলেও এই নির্বাচনে আমরা দেখেছি—বেশীর ভাগ শ্রমিক এলাকা থেকে কংগ্রেসপ্রার্থীগণ পরাজিত হয়েছেন।

এখন আর একটা কথার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে আমার বন্ধু, কংগ্রেস পক্ষের সদস্য, শ্রদ্ধেয় ব্যোমকেশ মজুমদার বলেছেন, আমি জানি না তিনি কেন বেঙ্গল কেমিক্যালএর ধর্মঘট সম্বন্ধে আলোকপাত করলেন. বেঙ্গল কেমিক্যালএর যে দুইটি কারখানায় ধর্মঘট হয়েছিল তার একটা কারখানা আমার এলাকায় পড়ে এবং আমি এর মূল কারখানা মানিকতলারও খবর রাখবার চেষ্টা করি। তাতে বলতে পারি তাঁর এখানে বিষোদ্গার করা অমূলক হয়েছে এবং অন্যায় হয়েছে। কারণ এই যে ধর্মঘট এর মূলে আমার যতদূর জানা আছে, বিরোধী পক্ষের কোন প্ররোচনা বা সেখানে তাদের কোনরকম হস্তক্ষেপ ছিল না। মালিক পক্ষের অব্যবস্থা প্রসূত যেসব কার্য হয়েছিল তারই জন্য এই কারখানায় ধর্মঘট বা লক-আউট হয়েছিল। প্রথমে আমরা দেখি বেঙ্গল কেমিক্যালএর ব্যাপারে কয়েক মাস আগে তাদের একটা ট্রিব্যুনালএর রায় বেরোয়, যে রায়ে তাদের বর্ধিত বেতনের কিছু কিছু মালিকপক্ষকে দিতে বলা হয়। এটা তারা প্রথমে না মানার জন্য বেঙ্গল কেমিক্যালএ দুইদিন অবস্থান ধর্মঘট হয়। সেই অবস্থান ধর্মঘটের সুযোগে মালিক পাঁচজন কর্মচারীকে ছাঁটাই করে। সেই পাঁচজন ছাঁটাইএর প্রতিবাদে তারা একটা বিক্ষোভ দেখায় যার জন্য মানিকতলার ফ্যাক্টরীতে লক-আউট হয়। তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে পানিহাটিতে ধর্মঘট হয়। যাই হোক এই অবাঞ্ছিত ঘটনা বহুদিন ধরে মীমাংসায় আসতে সক্ষম হয় নি। তবুও প্রায় সাড়ে তিন মাস গত হবার পর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাঁর মাধ্যমে যেসব সর্ত প্রণয়ন করা হয় সেই সর্তে শ্রমিক পক্ষ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। গত রবিবার মধ্য রাত্র থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছিল একথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম, আমার বন্ধুও আশ্চর্য হবেন যে মালিকপক্ষ আজকেও শ্রমিকদের ঢুকতে দেয় নি। মানিকতলায় শুনেছি সেখানে স্থানীয় পুলিস কর্তৃপক্ষকে চাপ দিলে পর তারা কাজে যোগদান করতে পারে। কিন্তু আজ অবধি পানিহাটিতে শ্রমিকদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, শ্রমিক দপ্তরের কাছে শ্রমিকরা গিয়েছে, কাল গিয়েছে, আজকেও যাবার কথা আছে। এবং শ্রমিকরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে শ্রমদপ্তর ও মুখ্যমন্ত্রী কোন পার্টিভুক্ত কিনা বোঝা যায় না। এখানে শ্রমিকও মালিক বিরোধের কোন মীমাংসায় আসা যায় নি বলে এই অসুবিধা হচ্ছে। এরজন্য কে দায়ী? আমার বন্ধুকে বলছি চলুন আমার সঙ্গে দেখবেন পানিহাটি কারখানায় কি অবস্থা চলছে। সমস্ত ব্যাপারের খবর ঠিকমত না নিয়ে অপপ্রচার করা আমার মনে হয় বিদ্বেষমূলক। কাজেই বাজে দোষ দিয়ে শ্রমিকদের মঙ্গল হবে না। এই শ্রমিকদের ব্যাপারে আমরা দেখেছি।

[12—12-10 p.m.]

আজকে শ্রমিকদের যেসব আইন আছে সেই আইনগুলি বাস্তবিক ইনএডিকোয়েট, তার উপর কিছু কিছু তালি দেওয়া হয়েছে মাত্র, সামান্য সামান্য সংশোধন করে তাকে পুষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই আইন পরিবর্তিত হলে—যে সম্বন্ধে আগেকার বক্তা কিছু কিছু বলেছেন আমি সে বিষয়ে কিছু বলব না তবে শ্রমিকদের মঙ্গল হবে। মাত্র দুখানাই আছে, ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্ট। আমাদের দেশে যন্ত্রশিল্প অনেক দিন হল হয়েছে বটে কিন্তু আমরা সেদিকে যথেষ্ট অনগ্রসর আছি সেটা সকলেই স্বীকার করবেন।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন যদি পূর্ণমাত্রায় না হয়, কোন দেশে শিল্পে সম্পদ বৃদ্ধি হতে পারে না সেজন্য উৎপাদন বৃদ্ধি সকলেই আমরা কামনা করি। কিন্তু সেই উৎপাদন পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি করতে গেলে আমরা জানি শ্রমিক ও মালিকদের ভেতর একটা সদ্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন। শুধু আইনের কথাই আমরা বলি। আইন দিয়ে কোন জাতীয় শ্রমিককেই শান্তিতে কাজ করান যায় না বা প্রতিপালন করা যায় না। কাজেই আইন যতই করা যায় তার ফাঁকে আইন মান্য ও অমান্যের প্রশ্ন হয়। নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। কাজেই শ্রমিক মালিকের মধ্যে আপোষ ও সদ্ভাব আমরা কামনা করি। এখন কথা হচ্ছে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে আমরা সকলেই সম্প্রীতি কামনা করি এবং সরকারও সেটা কামনা করেন এবং করার যে চেষ্টা তারা করছেন না এমন কথা বলি না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এবিষয়ে মালিকপক্ষ স্বেচ্ছাচারী। এখন আমাদের দেখা উচিত যে শ্রমিক এবং মালিক এই উভয়পক্ষ যৌথ পরিবারের মত হয়ে কি করে শিল্পে সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু শ্রমিকরা এক পক্ষ এবং মালিকরা আর এক পক্ষ। মালিকরা এতই দুর্ধর্ষ যে শ্রমিক পক্ষ মালিক পক্ষকে একেবারেই মিলাতে পারে না। মালিক পক্ষের যে শক্তি শ্রমিক শোষণ করে তা শ্রমিকদের দ্বারাই হয়ে থাকে। কাজেই আমাদের কর্তব্য যে যদি মালিককে বাগে আনা না যায় তাহলে শ্রমিকের শক্তি কি করে বৃদ্ধি করতে পারা যায় সেটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেদিক থেকে আইন টাইন যা হয়েছে সেটা পুরা কাজে লাগান। এই বিষয়ে একটা কথা বলি—সেটা হচ্ছে এদিকে সরকারের নজর নাই। সরকারের এপ্রোচ হচ্ছে উল্টো দিক থেকে। মালিককে ভাল কথা বলা হয় এবং তার বিরোধী পক্ষকে জোর করে সবকিছু মানান হয়। আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে—কংগ্রেস পক্ষের বক্তা বন্ধু মাননীয় নেপাল রায় বলেছেন তাদের গ্রেপ্তার করার কথা। আমি অবশ্য এতটা বলি না। মালিক পক্ষকে যেভাবে তোষণ করা হয় তা দিয়ে কখনও শ্রমিকমালিকের সম্প্রীতি আসতে পারে না। সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে যদি সরকার মালিকদের এরকমভাবে সহযোগিতা একটু কম দেন তাহলে বোধ হয়, মালিকপক্ষ শ্রমিকের প্রতি এতটা বিরূপ হবে না। আমরা জানি বেঙ্গল ক্যামিকেলএ যখন ধর্মঘট আরম্ভ হয়, ১লা মার্চ বোধ হয়, সেই সময় শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয় না। বেতন সাধারণতঃ মাসের প্রথম সপ্তাহে দেওয়া হয়। এই ধর্মঘটের ব্যাপারে প্রথম কথা উঠে যে এইভাবে বেতন কি করে বন্ধ করে রাখে? এটা সম্পূর্ণ বেআইনী আমরা একথা শ্রমদপ্তরে জানাই এবং আমাদের বন্ধু শিবনাথবাবু এবং আমরা শ্রমমন্ত্রীকে জানাই যে এই বেআইনী কাজ থেকে যদি কোম্পানী বিরত না হয়, যদি শ্রমিকদের পাওনা বেতনের টাকা না দেন তাদের অভাবের সময় তাহলে অন্ততঃ আমাদের সরকার যেন পুলিস হেলপ উঠাইয়া লন এবং মালিককে এই যে সাহায্য করছেন এটা যদি বন্ধ করেন তাহলে বোধ হয় মালিক এটুকু মানতে প্রস্তুত হবে।

[Having reached the time-limit the member resumed his seat.]

Sj. Mangru Bhagat:

मिस्टर स्पीकर सर, आज मैं आपके सामने जिस बात को कहना चाहता हूं, जिस सवाल को यहां रखना चाहता हूं वह यह है कि श्रम मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि आज चाय बगान में हफ्ता बहाल भी हो रहा है। अभी अभी उन्होंने हाउस के अन्दर कहा कि इसका बन्दोबस्त कर दिया गया है। मजदूरों की छंटाई भी बन्द कर दी गई है। किन्तु आज चाय बगान के अन्दर मालिकलोगों की तरफ से मजदूरों पर इतना जोर-जुल्म हो रहा है कि उसे कहा नहीं जा सकता है।

अभी तक मालिकलोगों द्वारा मजदूरों की छंटाई हो रही है। मजदूरों के हफ्ता बहाल को भी १९५३, १९५४ के बाद से ठीक नहीं किया गया। जिन मजदूरों की छंटाई हुई थी उनके लिए कुछ भी विचार नहीं किया गया। उन मजदूरों पर चाय बगान के मालिकों द्वारा पुलिस की मदद से बहुत जोर-जुल्म किया जा रहा है। इसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। मजदूर बहुत कठिनाई में हैं।

इसलिए श्रम मंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है कि चाय बगान के मजदूरों और चाय बगान के मालिकों का केस देखें। वास्तव में मालिकों को मदद न देकर सरकार देखे कि कौन दोषी है। उसे सजा दें। लेकिन हम देखते हैं कि आज तक किसी को भी सजा नही हुई। साथ ही मेरा निवेदन है कि छंटाई किए हुए मजदूरों को सरकार की तरफ से काम मिलने का बन्दोबस्त होना चाहिए। लेकिन आज तक उन मजदूरों के काम का कुछ भी बन्दोबस्त नही हुआ।

स्पीकर महोदय, एक दूसरी बात बहुत ही दुखद है, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चाय बगान के मजदूरों पर जोर-जुल्म तो होता ही है किन्तु जो मां बहनें चाय बगान में काम करती है, उनपर तो और भी जोर-जुल्म होता है। जो मां बहनें चाय बगान में खटती हैं वे यदि अपने बच्चो को दूध पिलाने के लिए रास्ते पर खड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें मालिकलोगो की तरफ से चाय बगान के मैनेजर द्वारा चार्जशीट लगाया जाता है। चार्जशीट लगा कर उन्हें काम से बैठा दिया जाता है, जिससे वे बेकार होकर भूखों मरने लगती हैं।

अप्रैल की घटना है कि भरतपुर चाय बगान में कुछ मां बहनें काम करती थीं। वे अपने अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए बाहर निकली थी। बस इतने ही पर चाय बगान के मालिक द्वारा उनपर चार्जशीट लगा दिया गया। उन्हें काम से निकाल दिया गया।

इतने अत्याचारो के बाद भी श्रम मंत्री ने अभी यहां कहा कि मजदूरों की अच्छी सेवा की जा रही है। उनकी भलाई के लिए नियम कानून बना दिये गये हैं। बंगाल में मजदूरों की हालत अच्छी हो रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाय बगान के अन्दर मजदूरों की कुछ भी भलाई नही हुई है। विलायती मालिकों के जमाने में मजदूरों पर जो अत्याचार, जोर-जुल्म होता था, आज भी वही हो रहा है।

[12-10—12-20 a.m.]

Sj. Jamadar Majhi:

माननीয় সভাপাল মহোদয়, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী এবং যারা তপশীলী তারা আজও তলায় পড়ে আছে। সরকার এখনও তাদের জন্য ব্যবস্থা করেন নি। মুখে বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু কাজে কিছু দেখতে পাই না। আমরা দেখছি আমাদের ওখানে জলের ব্যবস্থা দুবৎসরে অল্পই হয়েছে। এক বৎসর হয়েছে ৫টা আর এক বৎসর হয়েছে ৪টা টিউবওয়েল। সকল থানাতেই এইরকমভাবের ব্যবস্থা চলেছে। তেমনি শিক্ষা সম্বন্ধেও কোন জায়গায় সরকার থেকে সাহাজ্য পায় না। সব থানাতেই এই অবস্থা। আবার সরকার যে আইন করে দিয়েছেন তাতে ভাগের জমি তা পর্যন্ত তারা পাচ্ছে না। এইভাবেই সরকারের কাজ হচ্ছে। এখানে বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু কোন বড় রকমের কাজ কিছু দেখতে পাই না। খাতাপত্রে দেখিয়ে দেন এত চাল দিচ্ছি এত গম দিচ্ছি এত টাকা দিচ্ছি, কিন্তু গরীবেরা তা পায় না। জলের ব্যবস্থা মোটেই হচ্ছে না। কাজের ব্যবস্থা সকল জায়গাতেই একরকম। ধানকলে সাঁওতাল মেয়েরা কাজ করে। ঘরে ঘরেও কাজ করে। তারা সামান্য বেশী কিছু চাইছে। তাও পাচ্ছে না। এইসব দেশের মধ্যে চলেছে। এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Sjta. Anima Hoare:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়! মাননীয় শ্রমমন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্দ উপস্থাপিত করেছেন আমি সেই ব্যয়বরাদ্দ সমর্থন করতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবাংলার চা বাগানের শ্রমিকদের সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলতে চাই।

আমাদের এদেশ দরিদ্র এবং অনুন্নত, দেশের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নে। কল্যাণরাষ্ট্র গঠন হবে তখনই যখন মালিক শ্রমিক ও কর্মচারী একত্র হয়ে দেশের কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ কোরে দেশকে অগ্রগতি ও উন্নতির পথে এগিয়ে নেবেন। শিল্পে সাফল্য এনে, এবং শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য যে আইন, যে ওয়েলফেয়ারের ব্যবস্থা হবে সেটা মালিকপক্ষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে করবেন। এবং শ্রমিককে সে জন্য দাবী করতে হবে না, তার কল্যাণের জন্য কোন হাঙ্গামা করতে হবে না, কোন স্ট্রাইক করতে হবে না। এবং স্ট্রাইক করে দেশের শিল্পের গতিকে পিছিয়ে দিতে হবে না সেইটে যখন হবে তখনই কল্যাণ রাষ্ট্র হয়েছে কিনা বোঝা যাবে। আমাদের শ্রমমন্ত্রী যে শ্রমনীতি গ্রহণ করেছেন এবং সে সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছেন তাতে বোঝা যাবে যে তাতে সাফল্য আসবে। আজকে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ হয়েছে এই পাঁচশালা পরিকল্পনায় এই পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ তা যদি শিল্প থেকে আনতে হয় তাহলে শ্রমিক ও মালিক পক্ষকে পরস্পরের ভাব প্রকাশ করতে দেওয়া উচিত, আজ সরকারী পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উত্তর বাংলায় ২৮৪টা চা-বাগানে ২ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছে, তা ছাড়া উদ্বৃত্ত শ্রমিকের সংখ্যা দেখা যাচ্ছে ৬৮ হাজার। উত্তর বাংলায় যে শ্রমিক কাজ করছে তাদের প্রত্যেকটা শ্রমিক সান অফ দি সয়েল নয়—বহিরাগত। এখানে সান অফ দি সয়েলএর কোন সুযোগ ঘটে না বা এই শিল্পের থেকে কোন উপার্জন করে না। এই সম্পর্কে আমি শ্রমমন্ত্রী মহাশয় এবং বিরোধীপক্ষের শ্রমিক নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সান অফ দি সয়েলএর কথা বারংবার উভয় পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, কিন্তু এ বিষয়ে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। কারণ যখন কংগ্রেস-পক্ষ থেকে সান অফ দি সয়েল চা-বাগানে, কর্মচারী বা শ্রমিক নিযুক্ত করতে বলা হয়েছে তখন বিরোধীপক্ষ থেকে বাঁধা উপস্থিত হয়েছে। আর একটা কথা বলতে চাই যে শ্রমিক কল্যাণের জন্য যে যে আইন করা হয়েছে সেই আইনকে ঠিকমত কার্যকরী করা হয় তাহলে শ্রমিককের হাঙ্গামার পথে, ধর্মঘটের পথে যেতে হয় না। মালিকরা ঠিকমত আইনগুলোকে রক্ষা করে না বলে আজকে যাঁরা শ্রমিকদের নেতৃত্ব পরিচালনা করেন তাঁরা এই সুযোগ গ্রহণ করার ফলে সরল শ্রমিকরা একদিক দিয়ে মালিকদের দ্বারা এক্সপ্লয়েড হচ্ছেন এবং আর একদিক দিয়ে শ্রমিক নেতাদের দ্বারা এক্সপ্লয়টেড হচ্ছেন। যাই হোক এজন্য তাদের যে দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে সেটা তারা মনে উপভোগ করে। সেজন্য শ্রমিকরা আজকাল ধর্মঘট করতে ভয় পায়, কারণ তাদের দুর্ভোগের ভার মালিক বা নেতারা কেউ বহন করেন না। কাজেই সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমনীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং সেটা ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা সেটা দেখা উচিত। একথা আজকে অস্বীকার করবার উপায় নেই বহু বাগানের মালিক তারা শ্রমিকদের বহুভাবে বঞ্চিত করেন। পাতা ওজন করবার সময় তাদের জন্য যে ব্যবস্থা আছে তা মানা হয় না। প্ল্যানটেশন এ্যাক্টএ তাদের জন্য যে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে তাও মানা হয় না। যেমন বলা যেতে পারে যে ১২ বছরের মধ্যে তাদের জন্য যে গৃহনির্মাণ করতে হবে এবং শতকরা ৮ ভাগ প্রতি বছর করতে হবে, কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁরা কতখানি করেছেন? তা ছাড়া ১৯৫৭ সালে হাসপাতাল নির্মাণ কিম্বা তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে যে যে কাজ করবার কথা তা তাঁরা কতখানি করেছেন? অতএব তাঁরা যে আইনকে ফাঁকি দিচ্ছেন সেই আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য সরকার তাদের প্রতি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা সেটা না জানতে পারা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না যে সত্যি সত্যি শ্রমনীতি স্বার্থক হচ্ছে কি হচ্ছে না।

দ্বিতীয় কথা, আজকাল চা-বাগানের মালিকরা আওয়াজ তুলেছেন চাশিল্প সঙ্কটের মুখে কিন্তু একথা অসত্য। আজকে কমন টির দাম কমেছে, কোয়ালিটি টির দাম কমে নি। কোয়ালিটি টি তৈরী করবার মালিকদের কোন প্রচেষ্টাই নেই। তাঁরা নানানভাবে শ্রমিকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে, দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে কমন টি তৈরী করছেন। কোয়ালিটি টি তৈরী না করেতাদের লস হচ্ছে এবং ব্যালান্স সীটে দেখা যাচ্ছে যে লোকসান হচ্ছে। এইভাবেই তাঁরা শ্রমিকদের বঞ্চিত করছেন। অতএব এদিকে সরকারের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। কারণ কোয়ালিটি টি তৈরী না হলে বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের দেশে কম আসবে। এসবের জন্য

আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যাহত হবে এবং কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা তরান্বিত হবে না। সেজন্য আমি শ্রমমন্ত্রী মহাশয়কে বলব যে তাঁরা যেন এদিকে লক্ষ্য করেন। তা ছাড়া আর একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই। চা-বাগানের যারা ভদ্র মধ্যবিত্ত কর্মচারী তাদের জন্য ইন্ডিয়ান টি গার্ডেনগুলিতে কোনরকম পে-স্কেল নির্ধারণ করা হয় নি। আজকে দেখা যাচ্ছে যে ২৩৩টা চা-বাগানের মধ্যে ১৩৮টা ভারতীয় এবং ১৪৬টা য়ুরোপীয়। য়ুরোপীয় চা-বাগানের যারা কর্মচারী তাদের জন্য পে-স্কেল নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু ১৬৮টি চা-বাগানের মধ্যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্মচারী যারা আছে তাদের জন্য কোন পে-স্কেল করা হয় নি। অবশ্য এটাতে সরকারের কোন হাত নেই। কিন্তু মালিকদের এ বিষয়ে নিশ্চয় অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ আমাদের যা সমাজ ব্যবস্থা তাতে এইসমস্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকেদের উপর তাদের মা-বোন আত্মীয়স্বজন নির্ভর করে থাকে। কাজেই এদিকে আমি শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[12-20—12-30 p.m.]

Sj. Jagat Bose:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার ছাঁটাই প্রস্তাব আলোচনা করার পূর্বে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য নেপালবাবু ডক এবং পোর্ট শ্রমিকদের স্ট্রাইকের কথা উল্লেখ করে কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন সে সম্বন্ধে আমি একটা কথা বলতে চাই। এখানে স্পীকার মহোদয়, খবরের কাগজের সূত্র ধরে নেপালবাবু কোচিন ডক সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষারোপ করেছেন। আমি খবরের কাগজের সূত্র থেকে এটা বলছি যে গত কালকার স্টেটসম্যানে এ সম্বন্ধে খবর আছে যে কোচিনে যে আই এন টি ইউ সি, পরিচালিত ইউনিয়ন আছে সেই ইউনিয়ন পরিষ্কারভাবে সেখানে ব্ল্যাক লেগিং করেছে এবং আর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিয়ন যে ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত নয়, সেই ইউনিয়ন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু যেহেতু আই এন টি ইউ সি পরিচালিত ইউনিয়ন সেই স্ট্রাইকের বিরুদ্ধাচারণ করছে, সেইহেতু সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি পরিচালিত ইউনিয়ন ফেডারেশনের অনুমতি নিয়ে এই স্ট্রাইক প্রত্যাহার করেছে, স্ট্রাইক না করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। সুতরাং এটা ব্ল্যাক মেলিং নয়। তারা ফেডারেশনের অনুমতি নিয়ে সেই স্ট্রাইক থেকে বিরত হয়েছে, কারণ তা না হলে সেই জায়গায় শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হোত। নেপালবাবু একথা বলেছেন যে শ্রমিক আন্দোলন দলাদলির ব্যাপার নয়। সুতরাং সেদিক দিয়েই নেপালবাবুর সত্য কথাটা বলা উচিত ছিল আমরা এটা আশাও করেছিলাম। কিন্তু তা না করে যেহেতু কেরালায় কমিউনিস্ট গভর্নমেন্টের হাতে ক্ষমতা এসেছে, সেখানে পুলিসের হাতে লাঠি দিয়ে শ্রমিকদের হত্যা করার জন্য তারা অগ্রসর হয় নি, সেহেতু নেপালবাবু কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষারোপ করলেন, কিন্তু আমি বলবো তাদের গণতন্ত্র অন্য রকমের, সেখানে যে গণতান্ত্রিক ধারা তাতে শ্রমিকরা স্বাধীনভাবে ইউনিয়ন পরিচালনা করেন এবং তাতে পুলিসের কোন রকম যাতে হস্তক্ষেপ না হয় সেটা কেরালা সরকার দেখেন। কাজেই নেপালবাবু যে কথা বললেন সেটা তাঁর স্বার্থসিদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপরে স্যার আমি অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার এলাকার কয়েকটা ব্যাপার মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টিতে আনতে চাই। আমার এলাকাতে যেসমস্ত রবার ফ্যাক্টরীগুলি রয়েছে সেই রবার ফ্যাক্টরীগুলির অধিকাংশ মালিকই হচ্ছে পাকিস্তানী। সেইসব কারখানাগুলিতে কোন বাঙ্গালী মুসলমান শ্রমিক নিযুক্ত করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ এইসব কারখানায় ফ্যাক্টরী আইন কোনক্রমে মান্য করা হয় না, কাজের সময়ের কোন স্থিরতা নেই। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো এইসব রবারের কলগুলিতে ঠিকমত ফ্যাক্টরী আইন মানা হচ্ছে কি হচ্ছে না সে সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করুন, এই আমার বক্তব্য।

Sj. Sitaram Gupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের শ্রমমন্ত্রী সাত্তার সাহেব যা বলেছেন আমি তাঁর সব বক্তব্যই দেখেছি। আমি প্রথমেই শ্রীনেপাল রায় যে কথা বলেছেন ট্রাম কোম্পানির ব্যাপার সম্বন্ধে সেই কথাই কিছুটা পুনরাবৃত্তি করে বলতে চাই যে, ট্রাম কোম্পানীর [illegible] ব্যাপারে সরকার যেরকম ঔদাসীন্যের মনোভাব অবলম্বন করেছেন তা সত্যই নিন্দনীয়। একটা কথা

সরকার যেন জেনে রাখেন, যে, কলকাতায় ট্রাম কোম্পানীর কর্মচারীরা সরকারের মাথা নত করে দিতে পারেন। যাই হোক, আমি এবার আমার এলেকার দু-একটা কথা বলব। আমার এলেকায় ১৬টা জুট কল আছে—বর্তমানে ৫টা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যে হারে চটকলগুলি বন্ধ হচ্ছে তাতে দুই বৎসরের ভিতর সবই উঠে যাবে। আমাদের শ্রমমন্ত্রী এখানে একটা সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে বলেছেন যে গত বৎসর ৬ হাজার ডিসপিউটএর মধ্যে বেশীর ভাগ ডিসপিউটই নিষ্পত্তি করতে পেরেছেন। কিন্তু স্যার, আপনি যদি একটু দেখেন (মিঃ স্পীকার—আমার দেখার দরকার নাই—) তাহলে দেখতে পারেন কোন একটা বড় ডিসপিউটএরও নিষ্পত্তি করতে পারেন নি। আরেকটা কথা বলব, শ্রমিকেরা যখন ট্রিবুনাল চায় তখন দেওয়া হয় না মালিকপক্ষ যখন চায় তখন একমাত্র দেওয়া হয়। যদি শ্রমিকদের লাভ হয় তাহলে ট্রিবুনালএ দেওয়া হয় না। আমাদের ওখানকার রিলায়েন্স জুট মিলএর ব্যাপার যখন তদন্ত চলছিল, সেই অবস্থায় কোম্পানি শ্রমিক ছাঁটাই করে দিল নিতান্ত বেআইনীভাবে। সেইজন্য আগেকার কেসও উইথড্র করেছিলেন। এভাবে মালিক পক্ষকে অব্যাহতি দিলেন—যদিও পরে সেই কেসএ শ্রমিকেরা হেরে গিয়েছিল। ট্রান্সফারএর জায়গায় উইথড্র লেখা হল। মেঘনাথ জুট মিলে অকথ্য মারামারি চলছে। কোম্পানী গুণ্ডা আমদানি করে ভর্তি করে ফেলেছে—গত নয় মাসে ৬টি কেস হয়েছে। একটি শ্রমিককে মেরে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হল, থানায়ও ও'রা গিয়েছিল, কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নি।

Mr. Speaker:

মারল কে?

Sj. Sitaram Gupta:

ওনার স্যার।

Mr. Speaker:

সেওতো শ্রমিক।

Sj. Sitaram Gupta:

হ্যাঁ, স্যার। শ্রমিককেরা আর কি করে? গণেশ সর্দার বলে একজন শ্রমিকের কানের পর্দা কেটে দেওয়া হল—রতনলাল বলে একজন লোক এই কাজ করল। ইসাক বলে একজন শ্রমিকের কথা শুনুন, স্যার, তাকে মেরে রাস্তায় বের করে দেওয়া হল। সেখানে আইনের কোন বালাই নাই—কোন আইনই তাঁরা মানতে রাজী নন। কিন্তু আমাদের শ্রমদপ্তর সেদিকে কোন দৃষ্টি দিচ্ছেন না।

[12-30—12-40 p.m.]

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

স্পীকার মহাশয়, আজকে এই শেষ অবস্থায় এপক্ষ এবং ওপক্ষ থেকে যেসব বক্তব্য রাখা হয়েছে তা থেকে আমি দেখলাম যে, অন্ততঃ ওয়ার্কিং জার্নালিস্টদের ক্ষেত্রে সকলেই একমত হয়েছেন। আমি তাই একটা কথা বলব যে, ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এ্যাক্ট অবিলম্বে কার্যকরী করা দরকার। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হয়েছে যে সরকারপক্ষই হোক না কেন—এই সুযোগে জার্নালিস্টদের কিছু উপকার হয়েছে এবং সেজন্য আমি সরকারকে ধন্যবাদ দেব। আরেকটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে খ্যাতনামা সাংবাদিক পুলকেশ দে সরকার মহাশয় কিছুদিন পূর্বে ছাঁটাই হয়ে গিয়েছেন। আপনি জানেন, স্যার, তাঁর অপরাধ ছিল যে, ১০ লক্ষ টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ড যেটা আছে তার বেআইনী খরচের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—এই কারণে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল—এবং যেরকম জঘন্যভাবে তাঁকে সরান হল তা কোন সভাদেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসার্নএ চলে না। আপনি আরো জানেন স্যার যে, তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর যোগ্যতা উপেক্ষা করে অপর একজনকে অফিসিয়েট করতে দেওয়া হল—এবং তাঁর সিনিয়রিটিও গ্রাহ্য করা হল না। এবং আরো লজ্জার বিষয়, তাঁকে দিয়ে অভিযোগ করানর পর আনন্দবাজার পত্রিকায় এডিটরএর উপর বিচারের ভার দেওয়া হল, এবং তাতে হিন্দুস্থান

স্ট্যান্ডার্ডএর এডিটর তাঁর বিরুদ্ধে ইনসাবর্ডিনেশন চার্জ এনে তাঁকে বার করে দিলেন। আমাদের শ্রমমন্ত্রী বারে বারে বলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্টএর সঙ্গত প্রয়োগ হবে এবং শ্রমিক মালিকের মধুর সম্পর্কের প্রশংসায় তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্টএর কত জায়গায় সঙ্গত প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ফলো আপ করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে তুলবার আগে আমি ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট সম্বন্ধে ব্যোমকেশবাবুকে মনে করিয়ে দিতে চাই এবং তাঁকে একথাও জিজ্ঞাসা করতে চাই কেন এবং কিসের চাপে, কোন দলীয় চাপে—আমি নাম করছি না—আই এন টি ইউ সি সেই লেবার লিডার সরে সরে আসতে বাধ্য হলেন। আমরা জানি সিক্সটিন্থ লেবার কনফারেন্সএ একথা আলোচনা হয়েছে। যে সময় ইউনিয়নের স্বীকৃতি দরকার, ইচ্ছামত ইউনিয়নে শ্রমিকদের যোগদানের অধিকার দেওয়া দরকার, ঠিক সেই সময় জামসেদপুরে ফৌজ নিয়ে এসে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ করা হল, শ্রমিকদের অনেকে খুন জখম হয়েছে। নৈনিতালে ও জামসেদপুরে একই সময়ে এইরকম ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ডাকে যে ঘটনা ঘটছে তা থেকে এটা বোঝা যায় যে. শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ভারচুয়ালি এই স্ট্রাইককে ইল্লিগ্যাল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এবং ফৌজ এসে সেই সমস্ত জায়গা দখল করেছে. ব্ল্যাক লেগার্স দিয়ে আজকে কিছু কাজ করাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করি এই কায়দায় কি শ্রমিক মালিকের মধুর সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে? সরকারের স্টেট মেসিনারি যেভাবে এই ব্যাপারে কার্যকরী করা হয়েছে, তা নিয়ে এখানে বার বার আলোচনা করা হয়েছে। এ্যাডজুডিকেশন প্রসিডিউরএ কনসিলিয়েশনএর ব্যবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন দীর্ঘ সময় নেওয়া হবে। একেবারে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েও তার রায় মানা হয় না। এইরকম যেখানে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে. সেখানে স্ট্রাইক করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এই স্ট্রাইককে ইল্লিগ্যাল ঘোষণা করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত মিটমাট—এই হল। কনসিলিয়েশন থেকে ট্রিব্যুনাল পর্যন্ত যে পদ্ধতি ছিল. তার মাঝখানে এই ১০৭ ধারা কার্যকরী করে মাস এ্যারেস্ট আই ডি এ্যাক্ট প্রভৃতি দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে তারা স্ট্রাইক না করতে পারে। এই অবস্থা আজকে তাঁরা সৃষ্টি করেছেন। আরো একটু এগিয়ে ফৌজ লাগিয়ে শ্রমিকদের দমন করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ থেকে কনক্লুশন ড্র করতে পারেন দেশের কি গুরুতর সর্বনাশ হচ্ছে? আরও একটু ভেবে দেখুন কনক্লুশন ড্র করুন কি পরিমাণ ডিসপিউট বেড়েছে, তার হিসাব দয়া করে নেন। এই ডিসপিউটএর মধ্যে কি পরিমাণ লোক ইনভল্‌ভড সে সংখ্যাও নিন, তাহলে আসল অবস্থা বুঝতে পারবেন। ডিসপিউটএর সংখ্যা এই ব্যাপারে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? তার উপর সরকার সিদ্ধান্ত নিন। সরকার চেষ্টা করেছেন, কমিশন করেছেন. কমিশন করেও কিছু করতে পারেন নি। সরকার যে এ্যাওয়ার্ড দেন, তা প্রতিপালিত হয় না। আজকে যার জন্য শ্রমিকরা মনে করে এই সমস্ত হিপোক্রিটিক্যাল ব্যাপার হচ্ছে। যার জন্য আজকে বিরোধ সমগ্র সমাজের মধ্যে। আজ যদি সরকার মনে করেন এর উপর দাঁড়িয়ে তাঁরা নীতি নির্ধারণ করবেন. তাহলে আগামী দিনে বিপদ অনিবার্য। এদিকে তাঁরা স্ট্রাইককে ইল্লিগ্যাল ডিক্লেয়ার করেছেন। পরিস্থিতিটা দয়া করে বিবেচনা করুন। এটা বেআইনী ডিক্লেয়ার করা সত্ত্বেও আজ শ্রমিক স্ট্রাইকএর পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে কেন? এটা বোঝা দরকার। আপনারা যে ট্রিব্যুনাল করেন, এ্যাডজুডিকেশন করেন, তাতে অনেকেই হচ্ছেন মালিকের এ্যাডভোকেট। সেই কারণে সেখান থেকে কিছু পাওয়া যায় না। ট্রাম কোম্পানী যে শ্রমিক নীতি গ্রহণ করেছে. তাতে গোটা শ্রমনীতিকেই তাঁরা চ্যালেঞ্জ করেছেন। কোন নীতিতে আজ শ্রমনীতি পরিচালিত হচ্ছে—তার উপর দাঁড়িয়ে আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। এই সমস্ত কথা বলার সঙ্গে আমি আশা করবো আপনারা এই সর্বনাশা পথ পরিত্যাগ করবার চেষ্টা করবেন। শ্রমমন্ত্রীকে এ বিষয়ে চিন্তা করতে বলবো। আমরা জানি মালিকদের হাতে বহু ক্ষমতা, তাঁরা আইন মানেন না। গতকাল একটা ঘটনার কথা বলা হয়েছে। তিন চার হাজার ধানকলের শ্রমিকদের কথা। ঘটনা খুব সিম্পল—মালিকদের সঙ্গে গভর্নমেন্টের বিরোধ। মালিকদের কাছে থেকে গভর্নমেন্ট ২০ পারসেন্ট লেভি চালু করেছিলেন। মালিক বলছে লেভী প্রথা মানি না। তার ফলে তিন-চার হাজার ধানকলের শ্রমিক আজ কলকাতার উপর বেকার। এদের আপনারা কি রিলিফএর ব্যবস্থা করছেন? সরকারের কোন আইন আজ মালিকদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হচ্ছে? আজ যদি শ্রমিকরা স্ট্রাইক করতো, তাহলে আপনারা বলতেন

১৫ হাজার মিলিং বন্ধ হয়ে গেছে। আজ যখন এত খাদ্য সংকট, তখন শ্রমিকদের ধরে আপনারা পি ডি এ্যাক্টএ আটকে রাখতেন। আজ কেন মালিকদের গ্রেপ্তার করতে পারেন না? এর জন্য শ্রমিকদের কোন দায়িত্ব নাই। দায়ী মালিকরা।

[12-40—12-50 p.m.]

The Hon'ble Abdus Sattar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখন ১২টা ৪০, কাজেই আমি মনে করি দীর্ঘ বক্তৃতা করা সমীচীন হবে না। আমি এই প্রসঙ্গে দু-একটা কথা নিবেদন করতে চাই। বোধ হয় অপোজিসন মেম্বররা চান না মন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে, তা যদি চাইতেন তাহলে, আমাকে একটু সময় দিতেন তাঁরা।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একে একে যেগুলি মোটামোটা কথা সেগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করবো।

প্রথমে আমি ওয়ার্কিং জারনালিস্টদের কথা বলবো। ওয়ার্কিং জার্নালিস্টদের কথা বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য যতীন চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন যে সরকারপক্ষ ভয়ে তাদের দিকে মনোযোগ দেন না, পাছে তাঁদের প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। আমি তাঁকে এই কথা বলতে চাই, আমার আশংকা হয়, তাঁর এই কথায়, ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট বন্ধুদের ভাল করে দিয়েছেন, তাঁরা সবাই মনে করবেন হয়ত প্রচারের জন্যই যতীনবাবু বার বার তাঁদের সম্পর্কে এই কথা বলছেন। (হিয়ার, হিয়ার।) আমি এইটুকু বলতে চাই, শুধু ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট নয় যে কোন লোকের জন্য আইন আছে, সেই আইনটা পদে পদে যাতে তারা মেনে চলে, তা দেখতে আমরা প্রস্তুত আছি। তবে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, বিশেষ করে ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এবং তাদের এমপ্লয়ার যকে বলে উভয়ের সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে ব্যবস্থা করতে হয়। আমি জানি অন্য ইউনিয়নের বেলায় বাইরের লোক এর কর্তা হয়ে অনেক সময় সাহসের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় ওয়ার্কিং জার্নালিস্টরা এই ইউনিয়নের সভাপতি বা সম্পাদক হবার জন্য সাহস করে বলতে পারেন নাকো। তবে এইটুকু বলতে চাই যে শ্রম দপ্তরে এ বছরের মধ্যে যতটুকু পেরেছি কাজ করেছি। এই সম্পর্কে মনে রাখতে হবে, অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি ভাল বুঝবেন —আইন দু-রকমের আছে। যদি বলা হয় এখানে মিটিং করতে পারবে না, সেটা কার্যকরী করা অত্যন্ত সহজ হয়। আর রাস্তায়, রাস্তায়, পুলিস বসিয়ে দিয়ে, যদি বলা হয় আজকে মনুমেন্টের পাদদেশে সভা হবে, ও সেই সভায় সকলকে এসে যোগ দিতে হবে, তাহলে সেটা কার্যকরী করা নিশ্চয়ই শক্ত। কিন্তু আজকে সেই সমস্ত আইনকে যদি শ্রমদপ্তরে কার্যকরী করতে হয়, সেখানে শুধু আইনের রক্তচক্ষুতে হয় না, তার জন্য একটা পরিবেশ সৃষ্টির আবশ্যক। এখানে তাই বলতে চাই ওয়ার্কিং জার্নালিস্টদের যে কয়টা ঘটনা আমার কাছে এসেছে, তাদের সম্বন্ধে বর্তমান আইনে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারা যায় তা করা হয়েছে। যদি কোন মালিক তার কোন কর্মচারীকে পদচ্যুত করেন এবং তাকে পুনর্বহাল করতে সেই মালিক সম্মত না হন, তাহলে সেটা ট্রাইবুনালে পাঠান ছাড়া শ্রমদপ্তরের আর কি গত্যন্তর আছে? ঐ বারীন ঘোষ ও যামিনী সরকারের দুটা কেসই ট্রাইবুন্যালে পাঠান হয়েছে। পুলকেশবাবুর কথা আবার বলা হয়েছে, অন্ততপক্ষে এইটুকু আমি বলতে পারি যে পুলকেশবাবুর কথা আমার কাছে এসে পৌঁছায় নি। এটা বড় আশ্চর্য লাগে। যখন একটা সামান্য পিয়নের পদচ্যুতি ঘটলে তার কপি লেবার মিনিস্টারএর কাছে দেওয়া হয় কিন্তু এ ব্যাপারে কেন দেওয়া হয় নি। তবু আমি এই সম্বন্ধে বলতে চাই যে তাঁরও ব্যাপার আমাদের লেবার কমিশনার মহাশয় দেখছেন এবং সেই সম্পর্কে আইনসঙ্গত যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তা করা যাবে। মাননীয় সদস্য যতীন চক্রবর্তী মহাশয়, অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আইনের সংবাদ রাখেন, বোধ হয় বহু কাজ করতে গিয়ে এ সংবাদ রাখেন নি যে ঐ আইন করা অনুসারে যে আইন করার দায়িত্ব সে দায়িত্ব রাজ্যসরকারের নয়, ইউনিয়ন সরকারের এবং সেই মত রুলস তৈরী হয়েছে এবং সে রুলস কার্যকরী করা হয়েছে। একেবারে শ্রমদপ্তরের কেউ সংবাদপত্র অফিসে যায় নি একথা সত্য নয়। আমি বলতে পারি লেবার কমিশনার স্বয়ং বসুমতী এবং অন্যান্য সংবাদপত্রের খোঁজ নিতে গিয়েছেন এবং এওয়ার্ড না মানার জন্যও সংবাদপত্র প[illegible] বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। অন্ততঃ এই সম্পর্কে লোকমান্যের কথা বলা যেতে পারে, এইখানে বলা যেতে পারে আনন্দবাজার

পত্রিকার বোনাস সম্পর্কে প্রশ্ন তাও ট্রাইব্যুন্যালএ গিয়েছে। এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডএর কথা, আমি যেদিন কার্যভার গ্রহণ করেছি, সেদিন দেখেছি যে ঐ আগেকার যাদের টাকা আছে সেই কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে সেদিন সেই কর্তৃপক্ষ সেই টাকা অন্য কাজে ব্যয় করেছেন। কাজেই আমরা মনে করি যে এই দরিদ্র কর্মচারী তাদের যে অর্থ তার যথাযথ তদারক করবার দায়িত্ব সরকারের আছে এবং সেই জন্যে তার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে এবং তারা মাসিক কিস্তিতে কিস্তিতে সেই প্রভিডেন্ট ফান্ডএর টাকার ঋণ পরিশোধ করছেন। কাজেই ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নই এবং সংবাদপত্র পরিচালকদের মনস্তুষ্টি করবার কোন হেতুও নেই।

অধ্যক্ষ মহাশয়, তারপর অনেক কথা আসে, তার মধ্যে একটি কথা হচ্ছে যে বারে বারে এই কথা বলবার চেষ্টা হয় কেন আমরা মালিকের মনস্তুষ্টি করে চলি। এই কথায় আমি—আমার আত্মতুষ্টির জন্য নয় আত্মপ্রসাদের জন্য নয়—আমি নীতিগতভাবে প্রতিবাদ করি আমরা কারো মনস্তুষ্টি করে চলি না। যদি ঐ যতীনবাবু যা দেখাবার কথা বলেছেন, সে যদি দেখাই, সে শুধু মালিকরা দেখায় না, শ্রমিকরাও দেখায় যেমন—বেঙ্গল ক্যামিকেল দেখিয়েছে, আজকে আমি বলতে চাই বেঙ্গল কেমিক্যালএর কথা। বারে বারে বাঙ্গালী স্বার্থের কথা বলা হয়। যদি আজকে বাঙ্গালীর স্বার্থ বলে কিছু থাকে তাহলে সেই স্বার্থের খাতিরে এই ধর্মঘটটা কি আগে বন্ধ করা যেত না? অন্ততঃপক্ষে যেদিন প্রেস কমিউনিক দিয়ে বলা হল যে এই পাঁচজনের যে কেস আছে তাকে আমরা ট্রাইব্যুনালএ পাঠিয়ে দিলাম, তাকে কনসিলিয়েট করতে দীর্ঘদিন সময় দেওয়া হয় নি এবং এই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল, যদিও এটাকে বলে জুডিসিয়াল ম্যাটার, তাদের সম্পর্কে কোন কথা বলার অধিকার আমার নেই, তবুও বলেছিলাম আমরা চেষ্টা করবো যাতে করে একটা স্পেশ্যাল কেস করে যথাসম্ভব শীঘ্র বিচার করা যায়। সেই সঙ্গে বলা হয়েছিল এই বাকী যাদের কেস তাদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে ১২ জন করে তাদের সমস্ত কাগজপত্র লেবার কমিশনারকে দেবেন এবং তিনি বিচার করে যে রায় দেবেন সেই রায়ই তারা গ্রহণ করবে। আমি জিজ্ঞাসা করি তার পরেও যে ধর্মঘট চালান হল তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সকল কাজ ফেলে এতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে, আমি আপনার কাছে অত্যন্ত সম্ভ্রম সহকারে, বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করবো কতখানি এগিয়েছে শ্রমিকের স্বার্থে. এই বেঙ্গল কেমিক্যালএ ধর্মঘট করা হয়েছে, আমি মনে করি আইন সভার সভ্য শুধু নয়, আইন সভার বাইরে জনতাকে দোহাই দেওয়া হয় তাদেরও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অধিকার আছে। তারপরে বারে বারে পাটশিল্পের কথা বলা হয়েছে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৮ সালের কথা টেনে আনা হয়েছে, তার আগেও যাওয়া হয়েছে। কিন্তু পাট সম্পর্কে যে সমস্যার কথা সে সম্পর্কে নতুন কোন কথা বলবার নেই। যেমন বিরোধীপক্ষ থেকে কোন নতুন কথা বলা হয় নি আমার পক্ষে উত্তর দেবার নতুন কিছু নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে এই পাট সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে এই বিষয়টি আলোচনা করবার জন্য আজই সংবাদপত্রে বেরিয়েছে—ইউনিয়ন সরকার একটি কমিটি করেছে ত্রিদলীয়, যার অধিবেশন শীঘ্রই কলিকাতায় হবে সমস্ত বিষয় আলোচনা করবার জন্যে। যদি ওয়েজ বোর্ড করার প্রয়োজন হয়, সে প্রয়োজন সেখানে বিবেচিত হবে এবং সেখানে শ্রমিকসংস্থার প্রতিনিধি থাকবে সে বিষয়ে সম্ভাবনাহীনতা নাই। যদি বিচার করে দেখা যায় যে ওয়েজ বোর্ড করা দরকার পাট কর্মীদের জন্য তা করা হবে।

[12-50—1 p.m.]

তারপর র‍্যাশনালাইজেশনএর কথা বার বার বলা হয়েছে, এটা আমরা গ্রহণ করেছি নীতিরূপে। আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয় নৈনিতালে গিয়েছিলাম শ্রমমন্ত্রীদের সম্মেলনে আমি সেখানে দেখে হতভম্ব যে ইউ পি ট্যাক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির কি দুরবস্থা। সেখানে তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা কাপড়ের কলে কাজ করতো। অন্ততঃপক্ষে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ দিই যে পাটকলে শ্রমিকদের কোন দুরবস্থার নিয়ে যান নি। এই পাটকল ও পাটশিল্প সম্বন্ধে বহুবার বহু কথা বলা হয়েছে। প্রশ্নোত্তরেও বলা হয়েছে বার বার এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আমি তার আর পুনরাবৃত্তি করে সময় নষ্ট করতে চাই না। শুধু একথা বলবো যে সে সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা নিশ্চয়ই বিচার করা হবে, সেই সমস্ত কথা আগামী যে

কমিটি নিয়োগ করা হবে তাদের বলা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা কথা বার বার বলা হয় ইমপ্লিমেন্টেশন সম্পর্কে আমরা নাকি উদাসীন। ১৯৫৭ সালে ৫৫৫টি এ্যাওয়ার্ড বেরিয়েছে। সেই এ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে মাত্র ১৪টি সম্পর্কে নন-ইমপ্লিমেন্টেশনএর ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছে। তার মধ্যে আজকে বলতে পারি যে আমরা ৪টির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছি কারণ আমাদের কোন মালিক প্রীতি নাই এবং যত বড় শিল্পপতিই হোক না কেন আমাদের সকলের বেলায়ই সমান। যেমন মেকলড কোম্পানিকে প্রসিকিউট করতে আমরা দ্বিধাবোধ করি নি। National Tin Box Manufacturing Co., Ltd., তাতেও করা হয়েছে কিন্তু হাই কোর্ট থেকে আটকে দেওয়া হয়েছে, ক্যালকাটা ডাইং এ্যান্ড ক্লিনিংএও করা হয়েছে, হাই কোর্ট আটকে দিয়েছে এবং পরে আপোষে নিষ্পত্তি হয়েছে। কাজেই একথা বললে ঠিক হবে না যে এ্যাওয়ার্ড করার পর খবর নেওয়া হয় নি।

আমি এখানে শ্রমিকদের স্বার্থে বলতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ও সভ্যগণ যদি পরীক্ষা করে দেখেন তাহলে এই কয়েক বছরে শ্রমিকদের বেতনের হার বৃদ্ধি হয়েছে। আজকে যেমন প্রথমে ট্যাক্সটাইল ট্রিবুনাল যে বেতন ধার্য হয়েছিল সেই বেতন আজ বৃদ্ধি হয়ে প্রায় পাটকলেই আজ বেতন সমান হয়ে গিয়েছে। মাত্র সেদিনের কথা এ্যাওয়ার্ড বেরিয়েছে, আজ তাকে নন-ইমপ্লিমেন্টেশনএর অভিযোগে সরকারকে অভিযুক্ত করা যায় না। অন্ততঃপক্ষে কিছু সময় দিতে হবে। আমি মনে করি মালিক পক্ষ তা মান্য করবে। আজকে ওয়েজ বোর্ডএর রায়ের দিকে কর্মীরাও তাকিয়ে আছে, যদি ওয়েজ বোর্ড যুক্তিযুক্তভাবে বেতন বৃদ্ধির আবশ্যকতা মনে করে তাহলে উচ্চ বেতন বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারবে না একথা বলে রাখছি।

আমি স্যার আর বেশী সময় নেব না। আজকে ইউনাইটেড প্রেসএর কথা বলা হয়েছে। একটা কথা এখানে নিবেদন করি ইউ পি ও কর্তৃপক্ষ যদি ধার করে মহাজনের কাছ থেকে, সেই মহাজন যদি—আইনসংগত হবে কিনা জানি না এটা আমার পক্ষে বলা—ফাঁকিবাজ হয় তাহলে সরকার কি করবে? বরং একথা বলবে ইউনাইটেড প্রেসএর প্রতি শুধু আমি নই, আমার মুখ্যমন্ত্রী এবং সকলেরই সহানুভূতি আছে কারণ আমাদের ইউনাইটেড প্রেসএর সেদিনের কথা ভুলতে চাই না —স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে আমাদের যত খবর, এ পি আই ছাপত না ইউ পি আই ছাপত সে কথা আমরা ভুলতে পারি না। আর একটি কথা মোটামুটি বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। অনেক কথা বলা হয়েছে। আমি সবিনয়ে নিবেদন করবো সম্ভ্রমের সংগে যে এই ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কাজ কি? তারা কি ডিফাংক্ট হয়ে গেছে? শুধু একটা শ্রমিককে মারলে যদি ট্রেড ইউনিয়ন কিছু ব্যবস্থা না করতে পারে, তাহলে তারা আছে কি করতে? অন্যান্য সমস্ত দেশে ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে সেখানে সরকার খুব কম ক্ষেত্রে তুলনা নিলে বলা যায় ছোট সমস্ত শ্রম বিরোধের মধ্যে আসেন। সেখানে উভয়পক্ষ বাইপার্টাইট কনফারেন্স করে মেটাতে পারে। আজকে আমি বলব যে অধিকাংশ ইউনিয়ন হওয়ার জন্য আমরা বড় মুস্কিলে পড়ি। অধ্যক্ষ মহাশয়, সম্প্রতি একটা মুস্কিলের কথা বলি। সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন অরগ্যানাইজেশন সম্পর্কে বারে বারে চিঠি আসছে, যে তার নাম হচ্ছে ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং তারা বলছে যে সেখানে যে লোক নেতৃত্ব করছে সে লোক প্রকৃত প্রতিনিধি নয়, অন্য লোক আমাদের প্রকৃত প্রতিনিধি। (জনৈক সদস্যঃ সে সেন্ট্রালের ব্যাপার) যাই হউক, আমরা চাই ট্রেড ইউনিয়ন-গুলি শক্তিশালী হউক, সুসংবদ্ধ হউক এবং তারা শ্রমবিরোধ সকল ন্যায়সংগতভাবে সমাধান করুক। আপনারা জানেন, বেশী দিন হয় নি—সর্বজনসম্মতভাবে যে নীতি নির্ধারিত হয়েছে তা উভয় পক্ষই মেনে নেবেন। আমি মনে করি তাহলে কাজ অনেকটা সহজ হবে।

শেষ করবার পূর্বে একটা কথা বোলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। রিকগনিশন সম্পর্কে মালিক বা কর্তৃপক্ষ রিকগনিশন কাকেও করুক বা না করুক সরকার প্রত্যেককে রিকগনাইজ করে রেখে দিয়েছেন এবং করে রাখবেন। এই সম্পর্কে বলতে চাই তার জন্য ব্যবহারের তারতম্য হবে না। যেখানে শিল্পপতিদের মনস্তুষ্টি করতে চাইছি বলে অভিযোগ করা হয়েছে আমি নাম কোরে কাকেও গুরুত্ব দেব না বা বিচারের সহায়তা করব না, কিন্তু যে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান আছে লোহ [illegible] তাদের একজনকে জানিয়ে দিয়েছি যে তোমরা রিকগনাইজ কর বা না কর তাতে কিছু যায় আসে না, সরকার প্রত্যেককে রিকগনাইজ করবে। কোন একজন শ্রমিকের

সংগত অভিযোগ থাকলে সরকার তা বিচার করবেন এই নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন। আমি আশা করি নৈনিতালে যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সেই সিদ্ধান্ত সকল পক্ষ গ্রহণ করলে পশ্চিম বাংলার সর্বত্র সম্প্রীতি রক্ষায় সহায়তা করবে।

এখানে বাঙ্গালীর কথা বলা হয়েছে। আমি প্রাদেশিকতার কোন কথা না বললেও এ কথা বলতে চাই যে পশ্চিম বাংলার অধিবাসী যাদের এই মাটির সন্তান বলা হয়, তারা নিশ্চয়ই যথাযোগ্য অধিকার পাবে। আইন কবে আনবেন জানি না, কিন্তু আইন যখনই আসুক না কেন, যখনই যে কোন এমপ্লয়ারএর সংগে দেখা হয়েছে—লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে আমি বলেছি যে যেন স্থানীয় লোকেরা যথাযোগ্য সুযোগ পায়। এ সম্বন্ধে কথা বেশী বাড়াতে চাই না।

মোটামুটি বলি মাননীয় সদস্যেরা যেসব কথা বলেছেন তার সবগুলোর উত্তর দেবার সময় পেলাম না সমস্ত উত্তর আমার কাছে প্রস্তুত আছে। যদি প্রয়োজন মনে করেন ভবিষ্যতে আমার সংগে দেখা কোরে উত্তর নিতে পারেন। আমি শেষ করবার পূর্বে এই কথাই বলতে চাই যে সমস্ত কথা সকল পক্ষ বলেছেন, তার মধ্যে গ্রহণযোগ্য যে কথা আছে তা আমার পক্ষে অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করব না। সংগে সংগে একথাও জানাই যে শ্রমদপ্তরের ছোট বড় যে সমস্ত কর্মী সহায়তা করেছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই, এবং আমি দেখে আনন্দিত হয়েছি তাদের মধ্যে কারও কোন অভিযোগ নাই, অনেকে শ্রমদপ্তরের প্রশংসা কোরে শ্রমদপ্তরের আরও ক্ষমতা বাড়াতে বলেছেন। অধ্যক্ষ মহাশয়, এইসব ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। আপনারা ক্ষমতা যদি বাড়ান তাতে আমি ক্ষমতা বাড়াব না—এ হতে পারে না। আজ এই এক বছরের মধ্যে আমি যথাসম্ভব কাজ বাড়াবার চেষ্টা করেছি। যেসব জায়গায় পরিদর্শক ছিল না সেখানে পরিদর্শক যায়। আমি বিশ্বাস করি যে আইন পাশ করলেই কর্তব্য শেষ হয় না। সেটার ইমপ্লিমেন্টেশন করবার জন্য পরিদর্শক নিয়োগ করা উচিত।

আমি আবার বলি যে সমস্ত কথা সদস্যেরা বলেছেন তার সমস্তই বিচার করা হবে, এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আসন গ্রহণ করার পূর্বে সকলকে ধন্যবাদ দিই।

[1—1-9 p.m.]

Mr. Speaker: I am putting all the cut motions to vote except cut motions Nos. 9, 22, 39, 42 and 82 on which division has been called.

The motion of Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherjee that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jagat Bose that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jamadar Majhi that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sjkta. Manikuntala Sen that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Misra that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mangru Bhagat that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Panchanan Bhattacharjee that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Panchugopal Bhaduri that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satkari Mitra that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Shyamaprasanna Bhattacharya that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Janab Taher Hossain that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Turku Hansda that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—61.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—137.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath

Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 61 and the Noes 137, the motion was lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—62.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan

...dar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—138.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 62 and the Noes 138, the motion was lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—61.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—138.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath

Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sisharam
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Saha, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 61 and the Noes 138, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—62.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru

Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Haldor, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—138.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath

Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 62 and the Noes 138, the motion was lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that the demand of Rs. 73,65,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31. Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—62.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhutan Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—137.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Dharu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pomantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Saha, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 62 and the Noes 137, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Abdus Sattar that a sum of Rs. 73,65,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 31, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 1-9 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 20th June, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 20th June, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 216 Members.

[3—3-10 p.m.]

Point of Information.

Sj. Saroj Roy: On a point of information, Sir.

আমি মার্চ সেসানএ ১৯শে মার্চ একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম মিদনাপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএ আগুন লেগে সমস্ত কাগজপত্র পুড়ে গিয়েছিল সে সম্পর্কে............

Mr. Speaker: You need not go into details. I think the Chief Minister was good enough to tell him that he would look into the matter. Will the Chief Minister kindly tell him what he has got to say?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have not yet got the report. As soon as I get it, I shall let him know.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head: Loans and Advances by State Government.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,64,39,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 48, Major Head: "Loans and Advances by State Government."

(Rs. 82,20,000 has been voted on account.)

Major Heads: 57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure, etc.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I also beg to move that a sum of Rs. 4,72,60,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—82— Chief Minister kindly tell him what he has got to say?

(Rs. 2,36,30,000 has been voted on account.)

Sir, I shall, first of all, take up the first Demand, namely, Loans and Advances by State Government. As you will see from the red book—if anybody wants to see—the main items of loan that we give to the people are agricultural loans. I will take this opportunity of placing before the House all the different types of loans that we give to the agriculturists under different heads and try and place before the House a connected idea of all things. First of all there is the agricultural loan. This loan is given under Act XII of 1884. It is distributed only for the purpose of genuine relief of the distressed and purchase of cattle. Then we have got the crop loan scheme about the details of which I will be going on presently. This is administered by the Co-operation Department. And thirdly, there

is the cattle purchase loan sanctioned also by the Agriculture Department. Agricultural loans for distressed agriculturists are sanctioned under special rules framed under Act XII of 1884. The interest charged for the loan is 6¼ per cent. The loans are distributed by Executive Officers employed in the districts. Under the special rules, loans are given only on a joint bond system to groups of co-villagers and the amount granted to each group does not ordinarily exceed Rs. 350. The number of members in a group is ordinarily from 8 to 20 and the groups are so formed that the poor and the better-off are combined in the same group so as to improve the security of the group. The moneytary limit and the numerical limit which I have mentioned just now are, however, raised or modified by the Government from time to time whenever circumstances so require. Government have recently raised the ceiling allowable to any group from Rs. 350 to Rs. 650. No written applications, either from the group or the individual members, are necessary and detailed enquiries are not made as to the circumstances of the borrowers. When the period of distress is prolonged, a second loan may also be given to any one who has already received a loan provided the personal security or the security of the group is found to be satisfactory. Recovery of the loan is effected through the Board of Revenue, West Bengal. These loans are ordinarily repayable within one or two years, but for special reasons a longer period is given with the sanction of the Divisional Commissioner. The District Officers have power to grant suspension of payment of instalments of loans either by a general order relating to a specific area or on account of the failure of crops or any other exceptional calamity or by a special order on account of circumstances beyond the control of the borrowers which would render payment of instalments unduly burdensome. Under the rules, remission of a loan may be sanctioned where the recovery of the loan in full would occasion serious hardship. The Collectors can grant such remission up to Rs. 25 in the case of any one loan and the Commissioner up to Rs. 200. If there is to be remission above these figures, it must come up to the Government. I may inform the House that in the Midnapore district the arrears of agricultural loans amounted to nearly Rs. 60 lakhs and, so three years ago, the Government remitted Rs. 36 lakhs of that loan because it referred to a period of 1942-43 when there was distress and flood in the Midnapore district. Against the provision of Rs. 60 lakhs in the current year's original budget for distribution of agricultural loans to the distressed cultivators, a sum of Rs. 1 crore 10 lakhs has already been distributed in the different districts as agricultural loans. Different districts have been given different amounts.

During the year 1957-58 a sum of Rs. 27,71,840 was distributed as cattle purchase loan and the Government has so far advanced during the year 1958-59 a sum of Rs. 24 lakhs 50 thousand. As most of the districts were affected by floods and heavy rainfall during the year 1956-57, a sum of Rs. 36 lakhs 91 thousand was distributed in that year in view of the special circumstances.

[3-10—3-20 p.m.]

Then cattle purchase loan is given to cultivators under the following conditions by the District and Subdivisional Officers after proper enquiry: (i) cultivators who cultivate more than 3 acres but less than 10 acres including land under *barga* system or on lease; (ii) cultivators who cultivate less than 3 acres are also eligible provided the value of the land owned by him is not less than five times the amount of the loan to be advanced; if the value of the holding of the cultivator having due regard to the existing encumbrances does not adequately secure the loan applied for, he will have to furnish additional security for the loan. Loan is not given to cultivators

who have surplus stocks of paddy or rice. The maximum amount of loan admissible to an individual borrower is Rs. 300 and the minimum Rs. 75. It is recovered in three years with interest at the rate of 6¼ per cent.

The third type of loan that we give is the fertiliser loan. This year there is difficulty in foreign exchange and it is, therefore, possible that the total quantity of nitrogenous ammonium sulphate fertiliser which used to be distributed to different cultivators may be reduced because of the lack of import of this commodity. The Government of India has reduced the quota from 40,000 tons last year to 18,000 tons this year. We have, therefore, to restrict our distribution of this commodity only to the irrigated areas of the State as was indicated by the Agricultural Department of the Government of India. Fertiliser mixture and super-phosphate, however, are available for distribution in all the areas of the State. A sum of Rs. 50 lakhs has been allotted to the different districts to be distributed among cultivators as loans to enable them to purchase fertiliser this year. This sum of Rs. 50 lakhs does not appear under this head but it appears under Agriculture.

Then we give to the agriculturists other types of loans which are not so well-known. One of them is the Land Improvement Loan. This loan is included in the demand; it is distributed under the Land Imporvement Loans Act, 1883 and it is usually given for the development of agricultural land, for the construction of wells and tanks, for drainage, reclamation and protection from floods and from erosion. Allotments of funds under this head are made according to demand made by the Collector. Loan given under this Act should not exceed Rs. 2,000 but the Divisional Commissioner can raise the loan to Rs. 5,000.

Under the Bengal Embankment Act of 1882 there is a provision for carrying out repairs to zemindary embankments. No such advances are now required to be made because of the abolition of the zemindary, but in the Land Revenue Budget there is a provision for 51.69 lakhs in the current year for the repair of zemindary embankment. Under this head that I am moving today, there is provision of 8.5 lakhs for Takavi loan which merely represents the adjustment of previous works done on the embankment prior to the Estates Acquisition Act. In this demand also loan on a long-term basis is given to Co-operative Land Mortgage Banks. The loan is to be repaid in 15 years. There is a provision of loan of rupees 4 lakhs 45 thousand for reclamation of waste lands in converted blocks and there is provision for the distribution of a loan of rupees 5 lakhs 75 thousand under irrigation schemes in converted blocks. The loans for land reclamation and irrigation are given to individual farmers for raising agricultural production against suitable security. Each farmer is given up to a ceiling amount of Rs. 250 for reclamation of land and it is contemplated that in some special cases this amount may be raised to Rs. 2,500 if it is found necessary for irrigation purposes to be utilised for portable pumping sets against security of land. Under this head there is a loan of 4 lakhs 71 thousand for reclamation of waste lands and 5 lakhs 55 thousand for irrigation purposes in such blocks. This year we have proposed to give a loan of 3 crores to cultivators as short-term crop loan from the Reserve Bank of India against guarantee of this type. Last year the provision was 2.5 crores; this year the provision has been increased to 3 crores. There are small amounts of loans and advances which are given for co-operative, industrial and other purposes. The total amount of loan including the loan that is given to displaced agriculturists is nearly 5 crores 45 lakhs under different heads which I have just mentioned.

Then we have got loans to local bodies. The provision of loan to the Calcutta Corporation for enhancing their dearness allowance to low-paid employees is 2 lakhs 23 thousand. The provision of loan under the National Urban Water Supply Scheme to the different municipalities for their water-supply is 24 lakhs 38 thousand and the provision for unforeseen contingencies is 3 lakhs. The provision for loan to the district boards for assistance in respect of unrealised cess is 5 lakhs. You will recall that the district boards used to get road cess before. Half of it used to be paid by the zemindars and the other half by the public. With the abolition of zemindary and the introduction of Estates Acquisition Act there is no zemindar now and the district boards are in difficulty because they are not getting their share of the cess, and therefore, we have provided money for payment to the district boards as loans as I have just now mentioned.

[3-20—3-30 p.m.]

Sir, I will now pass on to the other Demand. This demand is for a sum of Rs. 4,72,60,000 and it is to be found under Grant No. 38, Major Heads: Miscellaneous—Other Miscellaneus expenditure and 82—Capital Account of other State works outside the Revenue Account. The total demand for the Grant is Rs. 7,08,90,000 out of which the amount which was voted on account is Rs. 2,36,30,000. Of the amount that I am asking for there, Rs. 1,52,76,000 is under Head 57 and Rs. 5,56,14,000 is under Head 82. The particular items for which this demand is being made, I may take up one by one. First of all, the Slum Clearance Scheme. There is an amount of Rs. 17·54 lakhs under 57 and Rs. 2 lakhs under 82. This slum clearance scheme as you are aware involves payment of 50 per cent. loan from the Centre provided 25 per cent. is paid by the State Government. Then the Centre will pay the other 25 per cent. as subsidy. This Government has in principle agreed to participate in this joint scheme to be executed for the time being by the Calcutta Improvement Trust and by our Chief Engineer, Construction Board. At the present moment the project of the Calcutta Improvement Trust is for the construction of 800 multi-storeyed single-room tenements in Barrackpur Trunk Road and Dum Dum Road at a total cost of Rs. 58 lakhs and the project of the Chief Engineer, Construction Board, is for the construction of 384 multi-storeyed tenements at 16 Dum Dum Road, at a total cost of 24 lakhs so that a total provision that should be made for these two constructions is Rs. 82 lakhs of which we have to pay 25 per cent. that is about Rs. 20 lakhs and this is what is provided for under this Head.

Sir, the next item that we take is expenditure on rural water-supply and urban water-supply—I cannot take all the items. According to our scheme we have laid down a formula that for every 400 persons there will be one tube-well. Altogether there are 1 crore 83 lakhs of people in the rural area. Therefore according to arithmetic the total number of tube-wells or sources of water-supply under the formula I have just given should be 45,791. It is not merely tube-well but also ring-well, open well, etc. We have actually got today 63,314 in working order, but—it is a big "but"—there are areas where there is water-supply which is of a higher order than what I have mentioned and there are places where there is no water-supply and you could easily understand the difficulty of the people who do not get the water-supply in their areas. Therefore we have programmed to gradually work out the scheme by which we will be able to give a certain quantity of water to every area upon the same formula that I have given. It will take a little time but it will have to be done some time or other.

As regards Urban Water-supply Scheme, in the Second Five-Year Plan we asked originally for 4.7 crores. They agreed to an allotment of Rs. 2 crores not Rs. 4.7 crore. Of the Rs. 2 crores, Rs. 37 lakhs were for items which were "spill-over" from the First Five-Year Plan. So really we were allowed Rs. 1 crore 7 lakhs and odd for the urban water-supply scheme. Therefore in spite of great demand from different municipalities we can only provide water-supply to certain areas. For the First Five-Year Plan we had spent Rs. 77 lakhs 29 thousand. This time as I have said our scheme is Rs. 1 crore 62 lakhs. If, however, we are able to get some more allotment from the Central Government we might be able to go higher. There are two areas for which we have persistently asked the Government of India to reconsider—one is the Purulia Water-supply Scheme and the other is Asansol Water-supply Scheme. With regard to the Asansol Water-supply Scheme a certain hope has been given. Theoretically they have agreed to the scheme but the only difficulty is that it requires some amount of foreign exchange which we are unable to meet at the present moment but it is possible that we may be able to get over that difficulty.

Then we have got other schemes under this Head. We have got various types of housing schemes. We have got firstly, the Karaya Housing Scheme. We have spent nearly Rs. 19 lakhs. The annual realisation of rent from this estate is about Rs. 96,000. If you deduct about Rs. 10 to Rs. 12 thousand for the maintenance we are left over with certain amount on this. Then we have got the Entally Housing Scheme. We have constructed 5 blocks consisting of ten three-room and 62 two-room flats and 12 shop rooms in Entally. In 1950 the total annual realisation from these houses is about Rs. 7,000. Then as you know we have spent in Kalyani about Rs. 70 lakhs for houses. At the present moment all the houses have been allotted to one or the other department of the Government although they are not yet occupied. In some cases the Government Departments have purchased them and in other cases they have taken them on hire subject to their purchasing later on.

[3-30—3-40 p.m.]

The total cost of construction was Rs. 70 lakhs and the cost of land as development was Rs. 16 lakhs. We have 2 lakhs under "Receipt" head on account of rent.

Then the housing at Bawali Mandal Road. You will recall that five years ago in 1953 there was a disastrous fire in the Bawali Mandal Road area near Kalighat and it was decided to construct six blocks of four-storeyed buildings comprising 192 tenements at an estimated cost of Rs. 9.54 lakhs. We have built one block, but before it could be completed, they were again occupied by squatters. Not only that, the land over which we wanted to build other quarters also has been squatted by the squatters. They do not propose to give it up although they are not refugess in the ordinary sense of the term.

Then we have got the working girls housing scheme in Gariahat Road. We have provided for 28.5 lakhs in the Second Plan for the purpose of providing hostel accommodation to middle class women employees of Government and other establishments at a rate of rent which would be within their means. At the present moment construction of a dormitory type of building for the accommodation of 189 girls has been started. This will cost 5.77 lakhs. Another dormitory at 22/4 Upper Circular Road has already been taken up and will be given to execution soon. We will go on until we provide room for at least a thousand girls. Then we have

constructed 50 flats for accommodation of middle income group people similar to what we have in Karaya and in Entally. A sum of Rs. 31 lakhs has been provided for in the Second Five-Year Plan. 104 cottahs of land at 28/1/A Gariahat Road and 19 Panchanantala Road have already been acquired. During the two years 1956-57 and 1957-58 the amount of expenditure was not very great because of some legal difficulties regarding possession, but during the current year two blocks of five-storeyed buildings will be completed. The other day my friend Shri Ganesh Ghosh raised the question of Digha. I do not know whether he had gone there. An area of nearly 463 acres of land belonging to Tamluk was reserved for the purpose of developing the Digha area. We have constructed a road; we have put in an installation of electric line not for the whole of 24 hours' use. It is lit up in the evening and goes out at 1 o'clock in the morning, because this electricity is generated from diesel set and we cannot afford to use diesel set for 24 hours, because it is very costly. We have also advanced a sum of Rs. 10,000 to West Bengal Co-operative Health Resort Society which is a Co-operative Society. They have raised Rs. 1 lakh themselves, and they are entitled to get ten lakhs of rupees from the Co-operative Bank. They have been allowed to occupy 142 acres of land on payment according to the rates fixed by the Land Acquisition Collector. There is one cafeteria which has been already erected where people going there today might get food and shelter. But Government have decided to put up 10 blocks of buildings for people of the low income group, a cheap hotel and a market place with shops for the people who may go and reside there and work there. For this a sum of Rs. 3.40 lakhs has been sanctioned by the Government. There is an area which has been set apart for the development of an air-field. We have told the Airways Co. and one or two other companies that if they would like to develop this area at their own cost, we would give them the land. Today, although the difficulty of reaching Digha has become less, yet we cannot reach there from Calcutta by train and bus before six hours. I am hoping to see the day when it will be possible for a hard-worked man in the town to take advantage of an aeroplane and go there in the morning, stay there the whole day and come back in the afternoon.

Then we have got provision for the village panchayats. I need not worry you about that. Rs. 10 lakh has been provided for that purpose. There is a provision for contribution to the Howrah Improvement Trust—Rs. 3 lakhs and odd—and there is also provision for contribution to eight municipalities for improvement of municipal roads amounting to Rs. 35 lakhs.

As I said the other day when we were discussing about the various items of Welfare Department, we have got to establish reformatory and borstal industrial schools at Berhampore and an After-Care Institution at Halua and also a hospital for leprosy patients in Bankura.

Then I come to another important item about which I feel my friends ought to know something, viz., the Salt Lake Reclamation Scheme. Everyone of us who has been to Dum Dum for travelling by a plane must have noticed a large tract of water shed which is called the North Salt Lake area. There is another portion which is called the South Salt Lake area. Till recently we had to spend nearly Rs. 12 lakhs a year for the purpose of controlling malaria in that area. A particular type of Anopheles mosquito used to grow there which would tax all our resources for controlling them. Therefore, we felt that it would perhaps be possible to recover a certain portion of the Salt Lake area for increasing the building space for our people in Calcutta. You will recall that due to the operations of the

Calcutta Improvement Trust and the laying down of different roads in Calcutta, land has become more and more scarce in Calcutta and the land which used to be sold at, say, Rs. 3,000 or 4,000 a cottah is now being sold at double that price. Even then it is difficult to get it.

[3-40—3-50 p.m.]

There is another thing. If a person had a small house in a small narrow lane for 50 years, however insanitary, and it is taken up in the process of improvement by the Improvement Trust of Calcutta he is given a certain amount as compensation on the current value of the land; but for the owner to have another piece of land and money for building it becomes rather difficult. Therefore I got help through the External Affairs Ministry of certain Dutch engineers who have come and given us a complete scheme after seeing the area and studying the matter for nearly four years. The scheme ultimately would pay for itself. The reclamation of the land will be done by engineers by taking the silt from the river Hooghly through dredger and the development will be done by our engineers. The total cost of development will be 12 to 13 crores but the land, which will be available for sale after development, will fetch Rs. 1,500 or Rs. 2,000 per cottah. At that rate we shall be able to get enough money to pay for the principal as well as the interest incurred on this scheme. We have provided for some little money this year but this represents only the barest outline of the expenditure for this particular project.

Then there is the Durgapur scheme. We have put in some money for it but it needs a little more explanation. I want to make it clear that the Durgapur Scheme which we have put in in our budget is not the same as the Durgapur Steel Project. The Durgapur Steel Project is in the same area but in a contiguous plot, but this is entirely managed and controlled and is being developed by the British engineers and suppliers. At the present moment there are two projects; one of them is the coke oven project and the other is the thermal plant project. The coke oven project is almost complete and coke would be manufactured some time in October or November; we hope to put it in the market from that date. As you know, coke is in great demand for various industrial purposes. It is possible that we might have to have a second coke oven plant but that is in the womb of the future. From the coke oven plant besides the production of coal there will be two other materials which are essential for the industrial development of the State. The first one is that when coke is being manufactured, a large quantity of gas is produced. This particular plant that we have got would produce 18 million cubic feet of gas. Ordinarily half the amount will be utilised for the under-firing of the coke oven plant itself; the other half will be available for industrial use. It is our desire—and we are investigating into the matter—that we might bring over that gas to Calcutta and supply, to improve the present insufficient supply position of gas in Calcutta, gas of a better type from Durgapur. We have put before the Planning Commission our scheme. We have not got the green light as yet but we hope to get it soon. Our main difficulty is that of foreign exchange. I have got news only this morning that there is one firm in East Germany who have written to us that they would be prepared to put in this plant on rupee basis. I have not yet written to them but I will try to find that out. That is one aspect of the matter. The other aspect is equally important for our unemployment problem, namely, to manufacture the chemical intermediaries for medical purposes, for drugs and for paints, varnishes, etc., etc. Out of the coal tar that we produce from the Coke Oven Plant we can put in a coal tar distillation plant and we can produce these intermediaries. I still believe that Bengal leads in this

country in the matter of production of chemicals, particularly, the drugs. I am glad that the Bengal Chemical & Pharmaceutical Works' dispute is nearly over thanks to my friend Sj. Hemanta Basu. Any way, my point was that if we want to increase employment potential, nothing would be more useful and satisfactory than if we can get a certain amount of these distillation products which can be used by our young men for development of various industries. We are preparing a scheme and Russia is helping us a great deal in that matter. As a matter of fact, the distillation plant has been given the green light by the Planning Commission. The only dispute between them and us is that they want us to put up a 50-ton capacity coal tar distillation plant whereas we want it to be one of 100-ton capacity because that is economic. (Sj. SUNIL DAS: Do they want 50-ton plant and you want 100-ton plant?) Yes, we want the plant to be of a capacity of 100-tons a day. Then, there is the question of thermal plant. As you know, industries can develop only if there is power available. There will be some power available through the bringing in of the coal gas as I have just said but more than that we need the electric power. You are aware, the electric trains are being run by the Government of India—the Railway Department—and they are pressing us to go on with our thermal plant so that we might be able to supply them electricity some time in 1960. We hope to do that by the end of 1959. But apart from that we have taken up a plan for supplying the rural areas with electricity. I think I mentioned in this House that we have laid down the rule through the Electricity Board that any industry which is employing less than 10 H.P. for its motor or whose total capital is less than Rs. 5,000, will get electricity at 33-1/3 per cent. rebate in order to try and stimulate the development of small industries. I need not mention the details here because that matter does not come within this demand. But I may tell you that in the end they have agreed to have an optical glass manufacturing unit and a mining instrument unit, both to be developed by the Russian Engineers, for which land has also been given next to ours, because we believe that that might mean a certain amount of employment for our people. And next door to our plan also there is an area which has been asked for and we have given it to a combined firm—A. E. G. something—to manufacture boiler of a particular type.

[3-50—4 p.m.]

Then, Sir, there are some items which I need not dilate upon at this stage, namely, the establishment of hospital and expansion of T. B. hospital. These are after-care colonies and training centre for tuberculosis. These are items which are not in the plan itself so far as the State is concerned but have to be developed within the resources as a centrally sponsored scheme.

Sir, I have spoken enough on the two demands that I have made and I would wait to hear the comments that would be made before I reply to them.

With these words I move the two demands standing in my name for the acceptance of the House.

Mr. Speaker: With regard to Grant No. 48 I have held that cut motions Nos. 4, 5, 6 and 10 are out of order and with regard to Grant No. 38 cut motions Nos. 2, 13, 14 and 15 are out of order.

Sj. Sunil Das: On a point of information,

এখানে সে ২টা গ্রান্টস্ মূভও করেছেন ডাঃ রায়

Grant No. 48 and Grant No. 38

সেটা তিনি ফাইনান্স মিনিস্টার হিসাবে মূভ করেছেন, না, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হিসাবে করেছেন?

Mr. Speaker: Any Minister can move any grant.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: As Dr. Roy.

[*Mr. Speaker: I take it that all the cut motions are moved.*]

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,39,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 48, Major Head: "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Manoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,39,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 48, Major Head: "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,39,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 48, Major Head: "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,64,39,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 48, Major Head: "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Misra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন ১৫ মিনিট ধরে কৃষকদের কত রকম কি সাহায্য করা হয় সেই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। যখন বাস্তব সংকটজর্জরিত, খাদ্যসংকটে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের কৃষকদের সর্বদিক দিয়ে ব্যাপক ঋণ দেওয়া প্রয়োজন, সেই সময় যে-কেউ এবারের বাজেটটা পড়লেই দেখতে পাবেন টাকা কমান হয়েছে। তা সত্ত্বেও কত রকম আইন আছে, সেই আইন আবার কোথাথেকে কেমন করে কবে হল, ১৮৮৪ সালে কি আইন ছিল ইত্যাদি বলে মুখ্যমন্ত্রী একটা চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিলেন। আমি সবচেয়ে এজন্যই আশ্চর্য হয়েছি যে টাকা যখন সত্যিই কমান হল তখন একটু অন্তত লজ্জার ভাব প্রকাশ করা উচিত ছিল এই মনে করে যে, "আমরা পারি নি, আমরা পারলাম না।" আমরা অবশ্য জানি যে টাটা বিড়লার জন্য তাঁদের ভালবাসা সমস্তই নিঃশেষ হয়ে যায়, গরীব চাষীদের জন্য তাঁদের ভালবাসার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তা হলেও অন্ততঃ বাহ্যিক একটা লজ্জার আবরণ প্রয়োজন। কিন্তু আমরা দেখলাম আমাদের সরকারের সেই বাহ্যিক লজ্জার আবরণটুকুও দূর হয়ে গিয়েছে। আমি আপনাকে, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দেখতে বলি, গত বৎসর ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ বরাদ্দ করা হয়েছিল, বাস্তব অবস্থার এবং আন্দোলনের চাপে তাঁরা দিয়েছিলেন ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা; কিন্তু এ বছর বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা, যদিও অবস্থার চাপে এবং আন্দোলনের চাপে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কিছু বেশী টাকা দিতে রাজী হওয়ায় ইতিমধ্যে বরাদ্দের চেয়ে বেশী খরচ হয়েছে। তারপর, দেখুন, গরু খরিদ ঋণ, গত বৎসর বরাদ্দ ছিল ২৮ লক্ষ টাকা, কিন্তু খরচ করা হয়েছিল ২৭৷৷ লক্ষ টাকা, এ বছর এই বাবত ধরা হয়েছে একই ২৮ লক্ষ টাকা, ভদ্রলোকের এক কথার মত। তারপর দেখুন, ফার্টিলাইজার লোন, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি যদি বাজেটের লাল বই-এর ১০৯ পৃষ্ঠা পড়ে দেখেন, তাহলে দেখতে পারেন যে, যদিও মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের সাহায্য দেওয়ার বড়াই করলেন এই খাতে ৫০ লক্ষ টাকার কথা উল্লেখ করে,—কিন্তু আসলে গত বৎসরের চেয়ে এই বছর ৭৭ লক্ষ টাকা কমান হয়েছে সারের জন্য যে ঋণ দেয়া হয় সেই খাতে। তারপর কো-অপারেটিভ ব্যাংক-এর মারফৎ যে ঋণ দেওয়া হয় তার জন্য গত বৎসর রিজার্ভ ব্যাংক স্যাংকসন করেছিলেন ২৷৷ কোটি টাকা, কিন্তু বাংলাদেশের সরকার খরচ করলেন মাত্র ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। এবার তাঁরা বরাদ্দ ধরেছেন ৩ কোটি টাকা। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের সরকারের এমনই কৃতিত্ব যে, প্রয়োজন যাই থাক না কেন, তাঁরা এ হতে কত টাকা খরচ করবেন সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে, যদি সত্যই আমাদের খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে হয় এবং সত্যিই যদি বাংলাদেশকে সংকট থেকে বাচাতে হয় তাহলে যেসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তার মধ্যে যেটা অন্যতম প্রধান,—অর্থাৎ ব্যাপক কৃষিঋণ—সেটার ব্যবস্থা আমরা এই বাজেটে দেখতে পাচ্ছি না। এই প্রসঙ্গে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীও নিশ্চয়ই পড়েছেন, এবং আমাদের খাদ্যমন্ত্রীও নিশ্চয়ই পড়েছেন আমাদের দিল্লীসরকার কর্তৃক প্রকাশিত একটি রিপোর্ট। আমি এখানে চীন সরকার বা সোভিয়েট সরকারের কথা বলছি না,—আমাদের ভারত সরকারের এগ্রিকালচারাল ডেলিগেসান যাকে কৃষ্ণাপ্পা কমিটি বলা হয়, সেই কমিটি ১৯৫৬ সালের অগাস্ট মাসে চীনে গিয়েছিলেন। চীন থেকে ফিরে এসে তাঁরা যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেই রিপোর্টের দু-একটা কথাই মাত্র আমি এখানে আপনার কাছে তুলে ধরব। তাঁরা বলেছেন ১৮৭ পৃষ্ঠায় সেই রিপোর্টের যে,

"Total investment by the Government of China in agriculture is much larger; agricultural loans are made available on a much greater scale".

তারপর কমিটি যে সাজেসান আমাদের সরকারের কাছে দিয়েছেন তাতে তাঁরা বলছেন—১৯৬

পড়ছি

"Targets for agricultural credit proposed tentatively in the Second Five-Year Loan in India need to be revised upwards in substantial measures and early steps should be taken to ensure an adequate provision of credit through co-operative channels whenever possible and through Government agency elsewhere".

"The administrative procedure relating to the grant of credit by co-operative as well as by Government agencies should be re-organised so that farmers can receive financial assistance within a week or at least within two weeks without having to depend upon the favour of petty officials".

এই রিপোর্টের পর আমাদের ভারত গভর্নমেন্টই বা কি করেছেন, আমাদের বাংলাদেশের সরকারই বা তাঁদের রেকমেন্ডেসান-এর ভিত্তিতে কি করেছেন? দুই বৎসর তো চলে গেল। যেখানে তাঁরা বলছেন পরিমাণ বাড়াতে হবে সেক্ষেত্রে এঁরা পরিমাণ কমাচ্ছেন। যেখানে তাঁরা বলেছেন এমন করে ঋণ বিলির পদ্ধতি পরিবর্তন করা দরকার যাতে করে কৃষক সময়মত ও উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য পায়। সেক্ষেত্রে কি না আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের শুনালেন ১৮৮৫ সালের ইংরাজ আমলের পচা আইনের কথা এবং সেটাই এখনো চলছে। আমি, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শুধু মাত্র একটি কথা বলব, যদি এভাবে ঋণ কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বাংলাদেশের কৃষক কি করে বাঁচবে? তারা যে অভাবের তাড়নায় না খেতে পেয়েই মরে যাবে। যদি তাদের গায়ে ক্ষমতা না থাকে, লাঙ্গল তো ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও ধরবেন না, আর আমিও ধরতে যাব না, তারা লাঙ্গল ধরবে কি করে? আসল কথা হচ্ছে, বিধানবাবু চান না বাংলাদেশের কৃষক মহাজনদের কবলমুক্ত হয়, তাঁরা চান কৃষক মরুক, যে জমি আছে সেই জমি মহাজনদের কবলে যাক, এবং কৃষকরা আরো জমিহারা হোক। বাংলাদেশের উৎপাদন তাঁরা বাড়াতে চান না, কমাতে চান এটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

[4—4-10 p.m.]

আমি এই প্রসঙ্গে, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একটা কথা বলতে চাই। এ বিষয়ে আপনার মতামতও চাই যে, দায়িত্বশীল বলে কথিত একটা গভর্নমেন্ট ও তার দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা যদি কোন প্রতিশ্রুতি দেন এবং সেই প্রতিশ্রুত কথার প্রতিধ্বনি মেলাতে-না-মেলাতে যদি তাঁরা কথার খেলাফ সুরু করেন, তাহলে সাধারণ মানুষ সেই গভর্নমেন্টের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করবে? আমি, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনাকে বলতে চাই যে খাদ্যের জন্য, ঋণের জন্য বাংলার কৃষকরা আন্দোলন করেছে। আপনি জানেন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি সরকারের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন, এবং বলেছেন যে, যদি সরকার এ বিষয় একটা মীমাংসা না করেন তাহলে তারা সংগ্রাম করতে বাধ্য হবেন। আপনি জানেন, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বাংলাদেশে কৃষক সভার আহ্বানে বাংলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে কলকাতায় কৃষকরা এসেছিল। আমি নিজে দেখেছি ঐ সময়ে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা কি ভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, কি ভাবে সেই পদযাত্রার সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, সত্যিই কত জন জেল খাটতে আসছে, কত জন পদযাত্রা করে আসছে। সেই সময় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে বসেছিলেন। তাঁরা কতকগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটা ছিল এই যে ১৫ই জুনের মধ্যে আরও ৪০ লক্ষ টাকা কৃষিঋণের জন্য জেলায় জেলায় পাঠান হবে। তার মধ্যে এক টাকাও কী পাঠান হয়েছে? তাঁরা বলেছিলেন ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছি এবং ১৫ই জুনের মধ্যে আরও ৪০ লক্ষ টাকা পাঠান হবে, আজ ১৯এ জুন। আমি নিজে জানি, এবং আমি বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করেছি, তাঁরা বলেছেন যে এর মধ্যে কোন বরাদ্দের টাকা আসে নি।

দ্বিতীয় যে কথা মন্ত্রীরা নেতাদের নিকট বলেছিলেন, এবং যেটা খাদ্য ও রিলিফ এ্যাডভাইসরি কমিটির মিটিংএ পাশ হয়েছিল তা হোল এই যে টেস্ট রিলিফএর স্কীমএ দৈনিক আড়াই সের গম ছাড়াও চার আনা করে মজুরী দেওয়া হবে। এ বিষয়ে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ

কমিটির স্মারক লিপিতে যা লেখা ছিল, সে সম্বন্ধে বিধানবাবু বলেছিলেন ওটা আমি মেনে নিলাম। অথচ তারপরে দেখা যাচ্ছে কিছুই করা হয় নি, কোন জায়গায় এ বিষয়ে সার্কুলার পাঠান হয় নি, বরং কথায় খেলাফ করবার চেষ্টা হচ্ছে, নানা রকম ধাপ্পা দেবার চেষ্টা হচ্ছে। আমি আশা করে ছিলাম অন্ততঃ বিধানবাবু সেই কথাগুলি বলবেন, যে প্রতিশ্রুতি তিনি ৮ই জুন তারিখে দিয়েছেন, ২০এ জুন হল, এখনও তিনি কিছুই পালন করেন নি। আমি, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, স্তম্ভিত হয়ে ভাবছি বাংলার কৃষককে আমরা বলবো কি? এ কথা যদি গভর্নমেন্ট মনে করে থাকেন যে কৃষকেরা খাদ্যের দাবীতে রুটমার্চ করে আসছে। এই উদ্দেশ্যে যে ১১ই জুন তারিখে আইন অমান্য করবে, ১৩ই থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হবে এবং এই ভয়েও একে বানচাল করার জন্য যদি তাঁরা কতকগুলি মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন এবং তারপর যদি আন্দোলন প্রত্যাহার করার ফলে তাঁরা অনায়াসে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গতে পারেন তাহলে এই মনোভাবকে কী বলবেন? নিশ্চয়ই এখন বোঝা যাচ্ছে যে সরকারের কোন মন্ত্রীর কথায় কোন বিশ্বাস স্থাপন করা মূর্খতা এবং এটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অভিজ্ঞতা নিতে হবে বাংলার প্রত্যেকটি বামপন্থী দলকে যে মুখ্যমন্ত্রীর কথা, শ্রীপ্রফুল্ল সেনের কথা ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু আন্দোলনের ভয়ে কতকগুলি কথা দিয়েছেন, তার পরদিন তা ভাঙ্গবার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী কেন সে কথা বললেন না, কেন টেস্ট রিলিফএ মজুরী হিসাবে অতিরিক্ত চার আনা করে পয়সা দেওয়া হচ্ছে না? কেন আসল জিনিস এড়াবার জন্য অন্য কথা বলা হচ্ছে? মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এ বিষয়ে বেশী আমার কিছু বলার নেই। শুধু এইটুকু বলবো, যদি মন্ত্রীরা মনে করে থাকেন যে এইভাবে আমাদের বেকায়দায় ফেলবেন, তাহলে ভুল করেছেন। আমাদের বেকায়দায় ফেলতে পারবেন না। আমরা সব কথা কৃষকদের কাছে গিয়ে খুলে বলবো। আমি জানি যেদিন ময়দানে দাঁড়িয়ে তিন হাজার পদযাত্রী কৃষককে বলা হয়েছিল যে তোমাদের আইন অমান্য বন্ধ রাখো, সেদিন তাতে অনেক কৃষক বিক্ষুব্ধ হয়েছেন, কৃষক সভার সেক্রেটারী হিসাবে আমার দায়িত্ব আছে। আমি গিয়ে আজ সোজা তাদের বলতে পারবো যে আমরা প্রতারিত হয়েছি, চিটেড হয়েছি, গভর্নমেন্টের মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে আমরা ঠকেছি। ভবিষ্যতে যাতে আর প্রতারিত না হই তার জন্য সতর্ক থাকব। তোমরাও আজ জেনে রেখে দাও যে বাংলার গবর্নমেন্টের মধ্যে এমন লোক আছে যাদের বিশ্বাস করা যায় না। তাঁরা ভদ্রতার কথা পর্যন্ত রাখেন না। এইটা জেনে তোমরা গ্রামে গ্রামে সেইভাবে প্রস্তুত হও। এই সমস্ত কথা আমি তাদের বলবো। সুতরাং আপনারা আমাদের খেলো করতে পারবেন না।

আমি পরবর্তী কথা বলছি হাউস বিল্ডিং স্কীম সম্বন্ধে। মুখ্যমন্ত্রী গত দু' বছর বন্যাবিধ্বস্ত গৃহনির্মাণ সম্বন্ধে কত অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন। কল্যাণীর মত, তাঁর মানস-কন্যার মত "আদর্শ গ্রাম" করবেন—সবাই পাকা বাড়ী তৈরী কর পাকাবাড়ি বানে পড়বে না ইত্যাদি। কিন্তু এই পাকাবাড়ি আর জন্ম নিতেই পারল না। মায়ের পেটেই শিশুর মৃত্যু হল। দেখা গেল কিছুই নয় এটা। আজ দেখছি বিধানবাবু এক ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিলেন পাকাবাড়ি সম্বন্ধে একটা কথাও বললেন না। বাজেটে দেখুন গতবারে হাউস বিল্ডিংএর জন্য লোন বরাদ্দ করা হয়েছিল—বাজেটে বলা হয়েছিল ৬০ লক্ষ টাকা। কিন্তু খরচ করলেন কত? না, মাত্র ২৮ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। আর এবারে বরাদ্দ শূন্য, এক পয়সাও নয়। আমি জিজ্ঞাসা করি ট্রাম কোম্পানীকে গতবারে ৮ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল; তার ৬ লাখ টাকা গতবারে দেওয়া হয়েছিল। আর বাকী দু'লাখ টাকা দেখছি এবারে বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু হাউস বিল্ডিং লোনের জন্য মাত্র খরচ করলেন ২৮ লাখ টাকা। বাকী এক লাখ টাকাও এবারের বাজেটে রাখলেন না। অথচ হাজার হাজার কৃষক গৃহঋণের জন্য জমি রেজিস্ট্রী করে ফেলে রেখে দিয়েছে। আপনারা লোন দেন নাই। হাউস বিল্ডিং গ্রান্টেরও একই অবস্থা—গতবারে যেখানে ২০ লাখ টাকা গৃহনির্মাণ গ্রান্ট বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেখানে এবার মাত্র চার লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাড়িগুলো কি করে হবে? বাড়িগুলো সব জমি হয়ে পড়ে থাকছে।

তারপর মডেল ভিলেজ স্কীমএ দেখুন। গতবার এক কোটি ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তার মধ্যে খরচ করা হয়েছিল মাত্র ৯১ লক্ষ টাকা। আর এবার বরাদ্দ হয়েছে মাত্র

২৬ লক্ষ টাকা। আমি জিজ্ঞাসা করি—কত জায়গায় মডেল ভিলেজ স্কীমএর ভিত্ পর্যন্ত তৈরি হয় নাই? তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা প্রহসন মাত্র। এতো বাড়ি তৈরি নয়—কিছু ঠিকাদারের পেট ভরান—কিছু নাম করা,—এ ছাড়া আর কিছু নয়।

এইবার দুর্নীতির সম্বন্ধে বলি। আমার কাছে একটা দরখাস্তের কপি রয়েছে, এটা ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠান হয়েছিল। তারা নাম করে দেখিয়েছে যে লোক হাউস বিল্ডিং গ্রান্ট পেয়েছে, সেই লোকই আবার হাউস বিল্ডিং লোন পাচ্ছেন, নিজের ভাইয়ের নামে পাচ্ছে, আবার নিজের স্ত্রীর নামেও পাচ্ছে। তার তালিকা পর্যন্ত দেওয়া আছে। অথচ কোন তদন্ত হয় নাই। আর যে গ্রামে সাহায্য পাওয়ার দরকার বেশী অথচ যেখানে কংগ্রেস ভোট পান কম, সেই অগ্রদ্বীপ গ্রামের ৫০।৫৫ জন লোক এখনো হাউস বিল্ডিং লোন পেল না। কিন্তু চরবিষ্টুপুরেতে দেখা গেল একই বাড়ির তিন চার জন লোন পেয়েছে।

[A VOICE:
নাম পাঠিয়ে দেবেন।]

বর্ধমান জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া হয়েছে, আমার কাছে কপি এসেছে মাত্র।

তারপর আমি মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে বলছি। ডাঃ রায় এ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ বললেন, সেখানে মজা দেখুন। গতবারে আরবান ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমএ বরাদ্দ ছিল ১৯ লাখ টাকা। আজ বহু মিউনিসিপ্যালিটিতে জলের ব্যবস্থা নাই। পুরুলিয়ায় দু' আনা করে টিন জল বিক্রয় হয়। আসানসোলে জলের জন্য হাহাকার করছে, কাটোয়া সহরে কোন জলের ব্যবস্থা নাই। অথচ যেখানে বরাদ্দ ছিল ১৯ লক্ষ টাকা, সেখানে দুই খাতে খরচ করেছেন মাত্র ৬ লক্ষ আর ৪ লক্ষ মোট ১০ লক্ষ টাকা। এবারে বরাদ্দ করছেন ২৪ লাখ টাকা, গতবারের বাকী ৯ লাখ আর এবারের নূতন হিসাবে মাত্র কয়েক লাখ বাড়িয়ে এই করেছেন। অথচ বাংলাদেশের অনেক সহরে জলের শোচনীয় অবস্থা। পুরুলিয়ায় একটি উদাহরণ দিতে চাই। এটা সকলে জানেন সেখানে কোন জলের ব্যবস্থা নাই। সেখানে দু আনা করে টিন জল কিনে খেতে হয়। ৫০ হাজার লোকের সহর। এরা তো বাংলায় এসে একটা অভিশাপে পড়ে গেছে। বাংলায় আসার আগে বিহার গভর্নমেন্ট একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। সহরের পাশে নদীতে বাঁধ দেওয়া হবে ও তার জন্য ৩৬ লাখ টাকার স্কীম। এর মধ্যে বিহার গভর্নমেন্ট ১১ লাখ টাকা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ৪ লাখ ডি ভি সি-কে দেওয়া হলো যমুনা জোড়ে বাঁধ দেবার জন্য। আর বাকী ৭ লক্ষ টাকার মধ্যে কিছু পাইপ কেনা হল। বাংলায় আসার পরে বাংলা গভর্নমেন্ট সেই প্ল্যানই বাতিল করে দিলেন। নূতন নূতন প্ল্যান সব তৈরি হচ্ছে, এ'রা প্ল্যান করলেন ৪১½ লাখ টাকার। যেখানে আগে ছিল ৩৬ লক্ষ টাকার প্ল্যানে ২৫ লক্ষ গ্যালন জল তোলা যাবে সেখানে এ'রা যে প্ল্যান করলেন ৪১½ লাখ টাকার তাতে জল পাওয়া যাবে ২৪ লক্ষ গ্যালন। দৈনিক মাত্র দেওয়া যাবে ১০ গ্যালান। শহরের দুশ' মাইল পশ্চিমে বাঁধ দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনার কাজ কিছুই হয় নাই, কতকগুলি স্তোকবাক্য দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি তোড়জোড় দেখান হচ্ছে—মিউনিসিপ্যালিটিকে চিঠি লেখা হচ্ছে এই বলে যে, যে টাকা দেওয়া হবে সেই টাকা তোমরা কেমন করে শোধ করবে? তার সুদ কেমন করে দেবে? ১ লাখ ৫৮ হাজার টাকা বাৎসরিক খরচ—সেটা কেমন করে চালাবে ইত্যাদি। এই কথাগুলো বল এবং এ যদি তোমরা করতে পার, তবে দেখা যেতে পারে। এই স্তোকবাক্য দিয়ে লাভ নাই। কি করে পুরুলিয়ার মিউনিসিপ্যালিটি এই ১ লাখ ৫৮ হাজার টাকা প্রতি বৎসর তুলবে? তাদের আয়ই হচ্ছে অত্যন্ত কম। এর চেয়ে তাদের বলে দেওয়া ভাল যে পুরুলিয়াকে জল দেওয়া হবে না, কংগ্রেস সরকারের আমলে তোমরা জল খেতে পাবে না। বলে দেওয়া ভাল আসানসোলকে একই কথা। আসানসোল সম্বন্ধে করেন এস্টিমেট অসুবিধার কথা বলা হচ্ছে। বলুন মোট কত টাকার করেন এস্টিমেট লাগবে যে আসানসোলের এক লাখ লোককে জল দেওয়া যাবে না? বলে দিন কালনার ও কাটোয়ার বাসিন্দাকে যে জল তোমরা পাবে না।

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Haridas Mitra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা ডাক্তার রায়ের প্রায় ৫০ মিনিট বক্তৃতা শুনলাম। তার মধ্যে বিশেষ করে দেখছি এবার স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড'এ ৩৬ লক্ষ টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু এই সব সম্বন্ধে কোন আলোচনা শুনলাম না। স্টেট ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে, স্পীকার মহাশয়, যখন গতবার এই অধিবেশনে আমরা বিশেষ আলোচনা করেছিলাম এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেশের দিকে দিকে এই সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে কিন্তু আমরা জানতে চাই ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে গত বৎসর এই বিধান সভার অধিবেশনে যখন আমরা আলোচনা করেছিলাম, এই সব দুর্নীতির কথা বলেছিলাম, তার সম্বন্ধে কোন তদন্ত তিনি করেছেন কি না? কারণ আমাদের বহু কোটি টাকার সম্পত্তি এর মধ্যে দিয়েছি, প্রতি বৎসর আমরা দিচ্ছি। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে, বিভিন্ন শহরে, দিকে দিকে ইলেকট্রিসিটি যাবার কথা আছে। এই বোর্ডের তরফ থেকে বাংলা দেশের গ্রামে, শহরে, মহকুমায় ইলেকট্রিসিটি দেওয়া হবে। তার চলে যাবে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং দিকে দিকে শিল্প গড়ে উঠবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা রয়েছে পৃথিবীর অন্য দেশের মত, আমাদের দেশে নূতন আলো আসবে এই আশা নিয়ে মানুষ বসে আছে, সেখানে আমরা ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে জানতে চাই যে তারা কত দূর এগিয়েছে। তাঁর বক্তৃতা থেকে তার ফলাফল কি হয়েছে তা কিছু বুঝা যায় না। এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি গ্রামের মানুষকে এখনও ৫২ আনা ইউনিট দিতে হয় অথচ আমরা কলিকাতা শহরে পাই ৩২ আনা করে। এই যে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে ১৯৫০ সালের মে থেকে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে আমরা দিচ্ছি তবুও গ্রামের মানুষ একটু ইলেকট্রিসিটি যদি তারা সস্তায় না পায় তাহলে এর কি প্রয়োজন আছে আমি বুঝতে পারি না। আমরা এখানে দেখলাম, স্টেট ইলেকট্রিসিটির নিজস্ব বাজেট আলোচনা করে দেখেছি তারা ইন্টারেস্ট দিচ্ছে গভর্নমেন্টকে প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ টাকা, মাসিক ২২ লক্ষ টাকা কিন্তু গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার কাছ থেকে ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন পেতে পারেন loan for the schemes of expansion of power in urban and rural areas এর জন্য কিন্তু এটা সম্বন্ধে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টএর সঙ্গে কোন ব্যবস্থা তাঁরা করেন নি যাতে প্রতি মাসে ২২ লক্ষ টাকা শুধু আমরা বাঁচাতে পারি। ডাক্তার রায় প্রায়ই দিল্লীতে যান। সেখানে ধীরেন মিত্র মহাশয় এই বোর্ডের মধ্যে আছেন, তাঁরা এই সম্বন্ধে কি করেছেন এই গত তিন বৎসরের মধ্যে সেটা আমরা শুনতে চাই।

এই স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড'এর শাসন ব্যবস্থার দিকে তাকালে বলা যায় যে এটা সত্যকারের মাথাভারী শাসনব্যবস্থা। এখানে তাঁরা সস্তায় ইলেকট্রিসিটি দেবে কি করে। সেখানে তাদের ২ হাজার টাকার মাইনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার একজন, ৩ জন সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার তাদের ১৩ শত টাকা থেকে ১৫ শত টাকা দেওয়া হয়; ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ারকে দেওয়া হয় ৫ শত থেকে ১২ শত টাকা, এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে দেওয়া হয় ২২ শত থেকে ৭২ শত টাকা এবং আছে ৯ জন। তার পর চিফ এ্যাকাউন্টস অফিসারকে দেওয়া হয় ৫ শত থেকে ৭২ শত টাকা প্লাস ১০০ টাকা স্পেসাল পে। তারপরে এ্যাসিস্টেন্ট এ্যাকাউন্টস অফিসার দুই জন। এই রকম যদি মাথাভারী এ্যাডমিনিস্ট্রেসন চলতে থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ সস্তা দরে ইলেকট্রিসিটি পাবে কি করে। সাধারণ মানুষ সস্তা দামে ইলেকট্রিসিটি পেলে তাদের বাড়িতে একটু আলো জ্বালাতে পারে। রাস্তায় আলো জ্বালাতে পারে। অন্য শিল্প সম্বন্ধে ডাক্তার রায় বলেছেন ৩৩২ পারসেন্ট রিবেট পাওয়া যাবে। এর জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু শিল্প ছাড়াও গ্রামের ভিতর, শহরে, মফঃস্বলে আলো দেবার দরকার, তার ব্যবস্থা আজকে করতে হবে। একটা কথা ডাক্তার রায় বলেছিলেন—আমার মনে আছে আমাদের আলোচনার পর—যে এই বোর্ডের উপর আমাদের ডাইরেক্ট কন্ট্রোল না থাকায় আমরা কিছু করতে পারি না। আমাদের কথা হচ্ছে, আমাদের যদি কন্ট্রোল না থাকে, তাদের কথা নিয়ে না বলতে পারি, তাদের হিসাবের উপর যদি আমাদের অধিকার না থাকে তাহলে আমরা শুধু টাকা দিয়ে —ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—এইভাবে আমাদের হাতে বসে গাঁজা খেয়ে যাবে এটা অন্যায়। এবং আমরা এই সম্বন্ধে পরিষ্কার ডাক্তার রায়ের কাছে জানতে চাই। এই বোর্ডের বাজেট যদি

দেখেন তাহলে দেখবেন প্রতি বছর মানুষের মনে ইলেকট্রিসিটি পাবার জন্য তাদের ইচ্ছা প্রবলতর হচ্ছে। এই স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডএর ইলেকট্রিক ইউনিট বিক্রী হয়েছিল ১৯৫৬-৫৭ সালে ৫২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৮৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ধরেছেন ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এভাবে প্রতি বছর মানুষ যে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করে এবং তাতে গ্রামের অবস্থা যে ভাল হবার সম্ভাবনা রয়েছে তাতে আমি বলবো ইলেকট্রিসিটির যাতে দাম কমে তাতে মাথাভারী শাসনব্যবস্থা বন্ধ করুন, সস্তায় যাতে মানুষ ইলেকট্রিসিটি পেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। নতুবা কল্যাণরাষ্ট্রে দরিদ্রদের যদি সুবিধা না হয় তাহলে কিসের কল্যাণরাষ্ট্র? ডাঃ রায়ের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছি। যারা কর্মচারী আছে তাদের সংখ্যা প্রায় ৪½ হাজার। আশ্চর্য জিনিস এতদিন বোর্ড হওয়ার পরেও তার কোন সার্ভিস রুলস—নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের জন্য কোন সার্ভিস রুলস পর্যন্ত করেন নি। অফিসারদের বাড়ি গাড়ী এ্যালাউয়েন্স অনেক কিছু আছে কিন্তু নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের জন্য কোন সার্ভিস রুলস নাই। তাদের স্টেট এমপ্লইজ ইনসিওরেন্সএর কোন সুযোগ নাই, মেডিক্যাল ফেসিলিটিজ কিছু নাই। ৭।৮ বছর চাকরি করেও সবাই টেম্পোরারি। সব সময় ভয় কখন চাকরি যাবে তার জন্য অস্থির থাকে। এমন করে তাদের যদি টেম্পোরারী করে রাখা হয় তাহলে ইলেকট্রিসিটি বোর্ড কি করে উন্নতি করতে পারবে। তাদের কোন ভরসা নাই শুধু তাই নয়, নানা রকমে নানা সুপারিশের জোরে যারা অনেক জুনিয়ার তারা সিনিয়ারদের মাথায় পা দিয়ে টপাটপ উপরে উঠে যাচ্ছে। সিনিয়ররা বসে আছে। ফলে নিম্নপদস্থ যারা তারা সিরিয়াসলি কাজে মন দিতে পাচ্ছে না কাজে উৎসাহ অনেক কমে যাচ্ছে। স্যার, শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে সব চেয়ে কম মাইনে পায় সে হচ্ছে ২০ টাকা, চার আনা বছরে ইনক্রিমেন্ট। শেষ জীবনে হবে ২৫ টাকা। ২০—।•—২৫ টাকা বোর্ডের যে বাজেট তার শেষ পাতায় দেখুন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ডিয়ারনেস এ্যালাওয়েন্স নাই?

Sj. Haridas Mitra:

আমি বেসিক পে-র কথাই বলছি। ডিয়ারনেস এ্যালাওয়েন্সএর কথা বলছি না। সেটাতো সর্বত্রই আছে। কালকে দেশের অবস্থা অন্য রকম হলে এটা চলে যেতে পারে।

Mr. Speaker: Mr. Mitra, just on a point of information. What are the total receipts?

টোটাল ওরা কত পাচ্ছে?

Sj. Haridas Mitra:

মাইনে ২০ টাকা, ডি এ ২৫ টাকা সর্বসমেত ৪৫ টাকা, তবে ডি এ সম্প্রতি ৫ টাকা বেড়েছে কাজেই খুব সম্ভব ২০+৩০=৫০ টাকা হবে। কিন্তু সে হিসেবে চীফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কি মাইনা পায় সেটা একটু ডাঃ রায় বলুন। আপনি বলেছেন ইয়োরোপের কথা—নিশ্চয়ই তিনি জানেন এবং আমাদের চেয়ে তিনি ভালই জানেন—ডিফারেন্স কত?

200 per cent. difference between the lowest and the highest.

আজকে ডিফারেন্স কত হবে? ৭।৮।১০।১২ গুণ, বড় জোর ১৫ গুণ। এত গুণ করে মানুষ কাজ করবে। একটা ওয়ার্ক চার্জ স্টাফ আছে। গতবার তার কথা বলেছি সবাই টেম্পোরারী বেসিসএ মাঝে মাঝে পারমানেন্ট করে নেবেন বলা হয় এবং তাদের মধ্যে কম্পিটিসান লাগিয়ে দেওয়া হয়।

[4-20—4-30 p.m.]

আজকে তাদের আর একটা পলিসি হচ্ছে ঐ মাহিনায় অপর কোথাও বদলী করা হয়। বদলী করবার সময় তাদের সার্ভিস টার্মিনেট করবে। অন্য জায়গায় কাজ সুরু হচ্ছে। তার মানে যে লোক ৭।৮ বছর কাজ করলো তাকে নূতন কোরে আবার তার নাম ঢোকান হল অর্থাৎ সেই

ফাণ্ডামেন্টাল রাইট থেকে তাকে হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার আগের ৭।৮ বছরএর চাকরী লেখা থাকছে না। টার্মিনেসান হবার পর নূতন কোরে তার চাকরী হচ্ছে। তার উপরও ছাটাই হচ্ছে। সম্প্রতি দেড়শ লোককে ছাটাই করা হচ্ছে। আমরা খবর পেলাম রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন স্কীম হচ্ছে, এবং সেই স্কীমে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে সেটা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে। এটা আনন্দের বিষয় যে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড সেটা পেয়েছে।

আমি আপনার মারফত ডাঃ রায়ের কাছে অনুরোধ জানাব যে কোন লোকের ছাটাই বন্ধ করে যেন এই সব কাজে লাগান হয়। ভবিষ্যতে যাতে আর ছাটাই বেশী না হয় এবং কাজ পায় তার কথা চিন্তা করতে হবে। আজ ডাঃ রায়ের সামনে কয়েকটা কেস তুলে ধরব। ডাঃ রায় দুর্নীতির কথা বললে অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের কর্তব্য যে ওয়েলফেয়ার স্টেটএর মধ্যে আমরা চাই সরকার সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনা করুন এবং মানুষের সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হউক। আমরা পশ্চিমবাংলার সর্বাঙ্গীন উন্নতি চাই। সেই পথে যেখানে বাধা আসছে সেখানে আমরা অন্ততঃ বিরোধীদল হিসাবে আমাদের কর্তব্য পরিষ্কার। আমরা দেখিয়ে দেব যে সরকারের কোথায় কোথায় গলদ হচ্ছে, কোথায় কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে, কোথায় কোথায় সুষ্ঠুভবে কাজ পরিচালনায় বাধা হচ্ছে। সেই জন্য ডাক্তার রায়ের সামনে কয়েকটা দুর্নীতির কথা বলব, হয়ত তিনি তাতে ক্ষুব্ধ হবেন।

Mr. Speaker:

আপনার দুর্নীতির ব্যাপার ৩ মিনিটে শেষ করবেন।

Sj. Haridas Mitra:

তা করতে চেষ্টা করব।

তার মধ্যে স্বজন পোষণ একটা দুর্নীতি রয়েছে। বিশেষ কোরে চট্টগ্রাম জেলার একটি দল সেখানে চক্ররূপে কাজ করছে। এই দলের প্রধান নেতা হচ্ছেন ডাঃ এন দত্ত। তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার, তাঁর বাড়িও চট্টগ্রামে। তাঁর প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স এ সম্বন্ধে কতদূর আছে তাতে আমাদের সন্দেহ আছে। তারপর কোন কিছুর সাপ্লাইএর সঙ্গে তিনি জড়িত আছেন কি না তার জন্য ডাঃ রায়কে পার্সোনাল এনকোয়ারির জন্য বলব। বাজারে যদি একটা অর্গানাইজেশন সম্বন্ধে দুর্নাম হয় তাহলে আমাদের গায়ে লাগে। কেন না আমাদের ওয়েলফেয়ার স্টেটএর কথা। ৩১নং গণেশ এভেনিউতে—ওরিয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি আছে, তার সঙ্গে ডাঃ দত্তের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যা সাপ্লাই করেন তার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ আছে কি না সেটার খবর নেবেন। আমরা খবর পেয়েছি যে ডাঃ দত্তের স্থলে যিনি নদীয়ায় ছিলেন মিঃ ঘোষ তাঁকে ল্যাবরেটরির সিনিয়র টেস্টার হিসাবে নিয়োগ করেছেন। এই মিঃ পি সি গুহ একজন ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, তিনিও চট্টগ্রামের। তিনি এখন সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন। ওয়েস্ট জোনএর ইলেকট্রিফিকেশন তিনি করছেন। বর্ধমান দেবগ্রাম, গড়িয়া, বারুইপুর, প্রভৃতি স্থানে অনেক ট্রান্সফর্মার পুড়ে গিয়েছে। ইলেকট্রিসিটি এই সব জায়গায় রীতিমত 'ফেল' করছে এবং বহু ট্র্যান্সফরমার এই সব জায়গায় নষ্ট হয়েছে। শ্রী বি বি চৌধুরী আছেন—তাঁর বাড়ি ঐ চট্টগ্রামে—সেখানে দেখতে পাই যে প্রায় ৪০ পারসেন্ট চট্টগ্রামের লোক। যেন একটা ডিস্ট্রিক্ট টিম করবার চেষ্টা করছেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রতিবাদ করি। ২১।১২।৫৭ তারিখে তাকে ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টএ পাঠাবার কথা ছিল, আবার ১৭-৫-৫৮ তারিখের বোর্ড মিটিংএ স্পেশ্যাল রেজলিউশন হল তাঁকে এখানে রাখবার জন্য।

[At this stage the red light was lit.]

Mr. Speaker:

আপনি লিস্ট পাঠিয়ে দেবেন।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! আজকে ডাঃ রায় যে গ্রান্ট দুটি রেখেছেন তার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের কিছু কিছু সমালোচনা করার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন। সে জন্য আমি প্রথমে বলতে চাই

National Urban Water Supply Scheme

সম্বন্ধে। যে টাকা বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিকে ঐ জন্য ধরে দেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই।

এই 'হেড'এ প্রায় ২৪ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিকে ধরে দেওয়া হচ্ছে জল সরবরাহের সুব্যবস্থা করবার জন্য। আমরা পাবলিক হেলথ হেড-এ দেখেছি যে এই খাতে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মিউনিসিপ্যালিটিদের দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ শতকরা ৬৬ ভাগ মিউনিসিপ্যালিটিদের দেওয়া হয়েছে এবং শতকরা ৩৩ ভাগ সাধারণ ধার হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। ডাঃ রায় আমাদের বলেছেন যে আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সেন্টার-এর কাছে চেয়েছিলেন, সে জায়গায় পেয়েছেন দু কোটি টাকা। তার মধ্যে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা গত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতে পেয়েছিলেন। কাজেই এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার মত তার আছে। আমি এখানে আপনার মাধ্যমে তাঁর কাছে একটা বিষয় তুলে ধরতে চাই। হাওড়া শহরাঞ্চলের জলসরবরাহের জন্য যে জল কলটা প্রায় ৮০ বৎসর আগে তৈরী হয়েছিল এবং যেটা ১ লক্ষ লোককে জল সরবরাহ করবার জন্য তৈরী হয়েছিল সেই জলকল আজ প্রায় ৬ লক্ষ লোককে জলসরবরাহ করছে। তাহলে মাথাপিছু যে জল হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এরিয়ায় সাপ্লাই করা হচ্ছে তা অত্যন্ত কম। এ জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার একটা স্কীম তৈরী করা হয়েছিল। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা তোমরা পেয়েছ, সেটা সব হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে খরচের জন্য। আমার বক্তব্য যে এই এক কোটি ৭০ লক্ষ টাকার কি হল? আজ ৩।৪ বৎসরের মধ্যে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ তার কিছুই জানতে পারল না। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মিউনিসিপ্যালিটিকে এই ন্যাশনাল আরব্যান ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম অনুযায়ী কিছু অর্থ ধরে দেওয়া হয়েছিল জানি, কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এখনও পর্যন্ত হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি কোন অর্থ পায় নি। ১৩ লক্ষ টাকার একটা পাইপ লাইনএর স্কীম সরকারের কাছে দু'বৎসর ধরে পড়ে রয়েছে; আজ পর্যন্ত তার জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে শ্রীরামপুর থেকে যে মেন লাইন এসেছে তার অবস্থা এমনই খারাপ যে বহু জায়গায় লিক হয়েছে, এবং তার ফলে যে জল ফিলটার করা হয় তার সমস্তটা সহরে পৌঁছায় না। একে তো জলের কষ্ট, তার উপর ফুটো পাইপ থাকার জন্য শহরবাসী ঠিক মত ব্যবহার করতে পারে না। শহরের মধ্যে যে পাইপ লাইন করা আছে সেটা পরিবর্তনের প্রয়োজন। সরকার পক্ষ থেকে দুটি কয়েক ডিপ সিংকিং টিউব-ওয়েল করবার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই টাকায় টিউব-ওয়েল হয়েছে। তবে পাইপ চোকড্ হয়েছে, পাইপের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি এই যে ন্যাসনাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমএ হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি যে ১৩ লক্ষ টাকা চেয়েছিল সে সম্বন্ধে কি করলেন, এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে ভালভাবে জল সাপ্লাই করার ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা আছে কি না? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে হাওড়া শহর অঞ্চলে জলসরবরাহ অগমেন্ট করা যায় কি না সে সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

[4-30—4-40 p.m.]

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য গ্রান্ট নং ৪৮-এ হচ্ছে যে সরকার পক্ষ থেকে কালটিভেটরদের যে লোন দেওয়া হয় সেটা তিনটা খাতে দেওয়া হয়—এ্যাডভান্স টু কালটিভেটরস ৬০ লক্ষ টাকা, ক্যাটল পার্চেজ লোন ২৮ লক্ষ টাকা এবং কাটিলাইজার লোন ৫০ লক্ষ টাকা। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই যে ৬০ লক্ষ টাকা এ্যাডভান্স টু কালটিভেটরস ধরেছেন এটা অত্যন্ত কম। তার কারণ গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আজ খুব খারাপ। সেখানে মানুষে আন্দোলন সুরু করে দিয়েছে

এবং তাদের চাপে এই টাকা তাঁরা দিতে সুরু করেছেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি যে বারাসাত থানার ৭টা ইউনিয়নে মাত্র ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এই ৭টা ইউনিয়নে লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার, অথচ এখানে মাত্র ১০ হাজার টাকা এগ্রিকালচারাল লোন দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় এটা আরও বাড়ান উচিত। দ্বিতীয়তঃ ক্যাটল পার্চেজ লোন, ফার্টিলাইজারস লোন সম্বন্ধে সরকারের নীতি হচ্ছে যে যাদের ৯ বিঘার মতন জমি আছে তাদেরই শুধু এই লোন দেওয়া হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বর্গাদাররা এর কোন সুযোগ পায় না।

Mr. Speaker:

ক্যাটল পার্চেজ লোন, ফার্টিলাইজার লোন ৯ বিঘা জমির কম হলে পাবে না।

Dr. Kanailal Bhattacharji:

নয় বিঘা জমির কম হলে তার সম্পত্তির যে মূল্য তার যে টাকা ধার নেবে তার ৫ গুণ সে লোন পাবে, তা না হলে পাবে না। সেজন্য আজ বর্গাদাররা ফার্টিলাইজার লোন, ক্যাটল পার্চেজ লোন পায় না। আইনে আছে যে বর্গাদার যদি চাষের খরচ দেয় তাহলে সে শতকরা ৬০ ভাগ ফসল পাবে এবং যদি সে খরচ না দিতে পারে তাহলে সেটা ৫০ ভাগ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে হেতু জোতদারের বাড়ী ঘরদোর, জমি আছে সে হেতু সে সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ফসল উৎপন্ন করিয়ে তার অংশ থেকে বর্গাদারকে ফাঁকি দিতে পারে। সেজন্য বলব যে সরকারের এই নীতির পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং বর্গাদার যাতে এই ঋণের সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা করা উচিত।

তারপর আমি গ্রান্ট নং ৩৮এ

Aid to the Municipality for the improvement of road

সম্বন্ধে যা আছে সে সম্বন্ধে কতকগুলি কথা ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করার আছে। প্রথম কথা তিনি বললেন যে এই খাতে না কি সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ এবছর ৩৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু আমরা বাজেট বুকে দেখতে পাচ্ছি যে ১০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা না কি স্যাংকসান করা হবে। গত বছর যেখানে বাজেটে ছিল ২০ লক্ষ টাকা রেভিন্যু ছিল ১৫ লক্ষ টাকা সেখানে এই ৫ লক্ষ টাকা কমান হল কেন আমি বুঝতে পারলাম না। গ্রামাঞ্চলে রাস্তা নির্মাণের জন্য সরকার প্রায় ৩ কোটি টাকার মতন বছরে খরচ করে থাকেন। সহরাঞ্চলে এক কোটি লোক বাস করেন এবং সরকারের যে রেভিন্যু সেই রেভিন্যুর একটা বিরাট অংশ তাদের পে করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বলে যে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স তাদের দিতে হয় অথচ মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা ঘাট ভাল ভাবে হচ্ছে না। কোলকাতা কর্পোরেশনের লোকসংখ্যা যদি বাদ দিই তাহলে বাংলাদেশের প্রায় ৮৬টা মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রায় ৭০ লক্ষ লোক বাস করে—অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার পপুলেশনের প্রায় ⅓ অংশ। এই ⅓ অংশ লোকের জন্য অন্ততঃ পক্ষে ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আজ সরকার থেকে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আমার একটা স্পেসিফিক সাজেসান আমি দেব। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এটা ঠিক ১০ লক্ষ টাকা না করে এটাকে বাড়িয়ে দিন, মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তার জন্য যা খরচ করবে সেই খরচের ডবল সরকার দেবেন। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি: হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে বছরে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা রাস্তা বাবত খরচ হয়। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটিকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তারা যদি ৮ লক্ষ টাকা দেন তাহলে আমি মনে করি শহরের সমস্ত রাস্তাগুলি বেশ ভালভাবে মেরামত হতে পারে এবং শহরাঞ্চলের রাস্তার দিকে মিউনিসিপ্যালিটির নজর দেওয়ার সুবিধা হয়, এদিকে আমি ডাঃ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমি আশা করি ডাঃ রায় এই প্রপোজালটা ভালভাবে বিবেচনা করে দেখবেন এবং যাতে মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে অন্ততঃ এই এড্‌টাকে ৭৫ লক্ষ টাকা করা যায় এবং যাতে মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলের রাস্তাগুলি ভালভাবে হয় সেদিকে আশাকরি ডাঃ রায় দৃষ্টি দেবেন। রোড সেসটা মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে আদায় হয় কিন্তু মোটর ভিহিকিলস ট্যাক্স সেটা সম্পূর্ণ সরকার নেয়—অথচ এই সমস্ত রাস্তাগুলির পেছনে মিউনিসিপ্যালিটি খরচ করে—এবং তার সামান্য একটা ভগ্নাংশ মিউনিসিপ্যালিটিকে দেওয়া হয়।

এর পরে আমি গ্রান্ট নং ৩৮—কন্ট্রিবিউসন টু দি হাওড়া ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট—সম্বন্ধে বলবো এখানে গত বছরের বাজেটে ছিল ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, সেট রিভাইজড-এ করে দেওয়া হয়েছে ৩ লক্ষ টাকা। এতে এত কম টাকা দেয়া হোল কেন সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। এ সম্বন্ধে একটা কথা ডাঃ রায়কে বলতে চাই, গত বছর ১লা মে যখন হাওড়া ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গঠিত হয় তখন সরকার পক্ষ থেকে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কন্ট্রিবিউসন দেয়ার কথা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষকে বলা হয় কিন্তু হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ তাদের ফান্ড না থাকাতে সেই টাকা দিতে পারেন নি, কারণ তাদের ফান্ড হয় রেট পেয়ার্সদের কাছ থেকে ট্যাক্স করে নিতে হবে, না হয় সরকারকে ঋণ দিতে হবে। কাজেই হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একথা বলা হয়েছিল যে এ বছরের মত যাতে তাদের টাকা না দিতে হয় সরকার সেই বন্দোবস্ত করুন এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির যে কন্ট্রিবিউসন সেটা যদি সরকারের তরফ থেকে দেয়া হয় তাহলে ভাল হয়। সেসম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত তারা কোন খবর পায় নি। ডাঃ রায় যদি এ ব্যাপারে সরকারের মনোভাব কি এবং তারা কি করবেন হাওড়া ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টে মিউনিসিপ্যালিটির কন্ট্রিবিউসন সম্বন্ধে, সেটা একটু বলেন তাহলে বাধিত হব।

এর পরে দুর্গাপুর কোক ওভেন প্ল্যান্ট সম্বন্ধে আমি ২।৪টা কথা বলবো। সরকারের পক্ষ থেকে দুর্গাপুরে কোক ওভেন প্ল্যান্ট তৈরি করার জন্য ঐ অঞ্চলের ১২টা গ্রামের অধিবাসীকে সরানো হয়েছে। যখন সেখানকার অধিবাসীদের ঐ অঞ্চল থেকে সরানো হয় তখন তাদের বলা হয়েছিল যে তাদের বিকল্প বাসের সংস্থান করে দেয়া হবে এবং বিকল্প বৃত্তিরও ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। ১২খানা গ্রামে যে কৃষির জমি ছিল সেই কৃষির জমি প্ল্যান্ট তৈরী করার জন্য অ্যাকোয়ার করে নেয়া হয়েছে। এই ১২টা গ্রামের প্রায় ১০ হাজার অধিবাসীকে গোপালপুরের মাঠে সেই কমপেনসেসনের টাকায় জমি দেয়া হয়েছে এবং ঘর করে দেয়া হয়েছে বটে কিন্তু গ্রামের যেসমস্ত সুখ সুবিধা, যেমন জলের ব্যবস্থা, প্রাইমারী স্কুলের ব্যবস্থা সেই সমস্ত এখনও সেখানে কিছুই করা হয় নি। সেখানে একটা হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল করে দেয়া উচিত কিন্তু তা করা হয় নি। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে তাদের যে বৃত্তি ছিল, অর্থাৎ তারা যে চাষাবাদ করে খেত তাদের সেই চাষের জমি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাদের বিকল্প বৃত্তির কোন বন্দোবস্ত করা হয় নি।

[4·40—4·50 p.m.]

তখন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এই যে কোক ওভেন প্ল্যান্ট তাদের সেখানে কাজ দেওয়া হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা আজ পর্যন্ত বেশীর ভাগ লোক ওখানে বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয় আমার বক্তব্য হচ্ছে শিল্প বাড়ুক এটা আমরা চাই এবং তার জন্য জমিরও প্রয়োজন সেও আমরা জানি। অনেক সময় চাষের জমির উপর শিল্প গঠন করতে হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে গ্রামে যারা বাস করে যারা চাষবাস করে খায় যারা কৃষক তাদের সমাধির উপর আমাদের শিল্প রচনা করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে শিল্প সৃষ্টি করতে গেলে যে অঞ্চলের জমি নেওয়া হবে সেই সব অঞ্চলের লোকদের যাতে বিকল্প বাসস্থান দেওয়া যায়, বিকল্প বৃত্তি দেওয়া যায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। সেই জন্য আমি ডাঃ রায়কে অনুরোধ করব তাদের কি ব্যবস্থা হয়েছে সেটা তিনি নিজে খোঁজ খবর করুন এবং তারা যাতে বিকল্প বৃত্তি পায় এবং তাদের আরও যেসমস্ত অভাব অভিযোগ আছে সে সম্বন্ধে যেন তিনি দৃষ্টি দেন। এবং এই প্ল্যান্টএ যাতে গ্রামের লোকদের প্রথমে কাজ দেওয়া হয় এটাই আমি তাঁর কাছে দাবী জানাব। আমার শেষ কথা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি এই ১০ হাজার টাকার বেশী তাদের দেওয়া উচিত। কারণ তারা যে মহৎ কাজ করেন তাতে এই টাকায় সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে একটা কথা আমি না বলে পারছি না। আজ যে এই ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় যে সংগঠন হয়েছে তার মধ্যে যে দলীয় রাজনীতি প্রবেশ করেছে সেটা অত্যন্ত খারাপ বলে আমি মনে করি। প্রত্যেকটি জেলায় স্যার আপনি দেখবেন যে জেলা কমিটি যা আছে তার এক্স অফিসিও প্রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বটে কিন্তু সেই জেলার

কংগ্রেস সভাপতি অথবা কংগ্রেসের সম্পাদক অথবা কংগ্রেসের যে কোন বড় নেতা এই জেলা কমিটির অবৈতনিক সেক্রেটারি। তার ফলে হয় কি আগে রেড ক্রস-এর যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তা এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সামান্য ব্যাপারে যদি আমরা একটা ঔষধের কথা লিখে দিই সেখানে দেখা যায় যেহেতু আমরা লিখে দিয়েছি সেই হেতু তাদের সাপ্লাই করা হয় না। এই রকম হয়েছে। যার জন্য প্রভিন্সিয়াল কমিটির চেয়ারম্যান তার কাছে পর্যন্ত আমাকে আসতে হয়েছে। তিনি তখন ঔষধ দিয়ে দিয়েছেন। সেই জন্য আমি বলব এই রেড ক্রস থেকে যাতে দলীয় মনোভাব চলে যায় তার জন্য সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

Sj. Dhirendra Nath Dhar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বাজেট সম্বন্ধে আমার সব চেয়ে বড় অভিযোগ যে এই বাজেটে সকলের কথা কিছু কিছু বলা আছে কিন্তু বলা নেই স্বায়ত্বশাসন বিভাগ সম্বন্ধে। এমন কি আমার আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে এই বিভাগের যিনি মন্ত্রী তারও কোন চিহ্ন এই বাজেটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। গত বছর আমি এই অভিযোগ করেছিলাম—এ বছর আরেকবার করছি। এখানে অনেক সময় মনে হয় এই বিভাগের যিনি মন্ত্রী আছেন তাঁকে বোধহয় এই মন্ত্রিসভা মনে করেছেন যে আর না রাখলেও চলে। বোধহয় বৃদ্ধ হয়ে গেছেন—সেই জন্য ক্রমে ক্রমে তাকে একটা রিটায়ারমেন্ট-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এবং এই অবহেলার ফলেতে আজকে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে সেখানে যা অবস্থা হয়েছে তা নানান ভাবে অনেক বক্তা বলেছেন। আমি আজকে কেবল দুটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই কারণ তার আজকে স্কোপ আছে। একটা হচ্ছে ন্যাসনাল আর্বান ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম মারফত জল সরবরাহের কথা। আরেকটা হচ্ছে রাস্তা সম্পর্কে। বাংলাদেশের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে আজকে জলের যে দুরবস্থা হয়েছে—আমার মনে হয় কলকাতা সম্পর্কে সেদিন যা বলেছিলাম তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী। আসানসোলের মত জায়গায় খড়গপুরের মত জায়গায় জল পাওয়া যায় না। আমি বলতে পারি বাংলাদেশে আসানসোলএর পরে যদি কোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন থাকে তাহলে খড়গপুর। সেখানে আজকে পাতকুয়ার জল ছাড়া অন্য কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। এই সম্পর্কে সরকার কি করেছেন—১৯৫৭-৫৮ সনে সরকার এই আর্বান ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমেতে মিউনিসিপ্যালিটিকে ধার দেবেন—তা ধার্য করেছেন মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা। আবার রিভাইজড বাজেটে দেখা গেল কি—তারা বোধ হয় মনে মনে ঠিক করেছেন অত টাকা দেওয়া যাবে না, তা কমিয়ে করলেন ৬ লক্ষ টাকা। আবার এবছর ২৪ লক্ষ টাকা ধরেছেন, জানি না এর ভাগ্য কি হবে। এর পরে কেটে হয়ত ৩ লক্ষ টাকা দেবেন। ৮৫টা মিউনিসিপ্যালিটি বাংলাদেশে আছে, কলিকাতা এবং চন্দননগর কর্পোরেসন বাদ দিলে—তার মধ্যে দেখা যায় ৫২টা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে কোন পাইপ সাপ্লাই নাই। পাইপ মারফত জলসরবরাহের ব্যবস্থা একেবারে নেই। ৩২টাতে যা আছে তা অতি সামান্য, এর সঙ্গে বলা যায় কলকাতা শহরের পাশে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি তার সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কলকাতার পত্রিকায় হাওড়ার জলসরবরাহের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির যিনি চেয়ারম্যান তিনি একজন কংগ্রেসের এম এল সি প্রতিনিধি। তাঁর কথাই বলি, তিনি বলেছেন যে সরকার আগে বলেছিলেন যে ৪॥ কোটি দেবেন মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে। ১৯৫৬ সালে বললেন ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা দেবেন। তার পরে গত বছর জানা গেল এবছর দেওয়া হবে ১ কোটি ৬৫ হাজার টাকা। এর মধ্যে শুধু এক হাওড়া দাবী করছেন যে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা না পেলে হাওড়া ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমে এক পাও এগুনো যাবে না। তাহলে সে ক্ষেত্রে যদি হাওড়াকে দিতে হয় তাহলে বাকি মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কি করবে? আমি জানি না এবার যে ২৪ লক্ষ টাকা দিচ্ছে কার ভাগে কতখানি যাবে।

আমি এর সঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখ করতে চাই ১৯৩৪ সনে স্টেট ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম বলে একটা স্কীম তৈরি করা হয়েছিল—এবার সেই স্কীম মারফত প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটি না হলেও অনেককে এই জল সম্পর্কে নানানভাবে সাহায্য করা হত। সেই ফান্ডটা যে কোথায় গেল তা কেউ জানে না। কংগ্রেস যতদিন থেকে রাজ্য শাসন করছে এই স্কীমের ফান্ড থেকে কোন মিউনিসিপ্যালিটি একটা পয়সাও পায় নি। এইভাবে যদি চলে তাহলে মফঃস্বলে কোন মিউনিসিপ্যালিটি জলসরবরাহ করতে পারবে না।

তার পরে সুদের কথা যা শুনেছি। লোন যা দেবেন—তাতে অত্যধিক সুদ দাবী করা হচ্ছে। যদি মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে কোনভাবে সাহায্য করতে হয় তাহলে সুদ ত্যাগ করতে হবে। লোন দেবেন তা যেন এই রকমভাবে না দেওয়া হয় যে সেগুলি ২০।১৫ বছরের মধ্যে শোধ করতে হবে। কারণ আমরা তাদের আয় জানি এবং সরকার তাদের সাহায্য করেন। তাদের যে সামান্য আয় তার উপর যদি চাপ দেওয়া হয় তাহলে কোন মিউনিসিপ্যালিটি তাদের [illegible] জলের কোন ব্যবস্থা করতে পারবে না। সেই জন্য আমি বলছি সরকারকে আপনারা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে অন্য কোন ভাবে সাহায্য না করুন কিন্তু জলসরবরাহের ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতেই হবে।

রাস্তা সম্বন্ধে সেই একই ইতিহাস দেখা যায়। ডাঃ রায় বলেছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তাগুলির জন্য ৪ কোটি টাকা দেবেন, এই রকম এ্যাসুওরেন্স তিনি দিয়েছিলেন। তার পরে বোলপুর কনফারেন্সএ জালান সাহেব বললেন যে অত টাকা পাওয়া যাবে না, তবে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। তার পরে তিনি আবার বললেন অতও দেওয়া যাচ্ছে না ১ কোটি ৭ লক্ষ বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিকে দেওয়া যাবে। কিন্তু পরে বললেন যদিও এই টাকা দেওয়া হবে তবে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকেও কিছু টাকা দিতে হবে। ই, ই বেসিসএ দিতে হবে। আমি জানি না কোন মিউনিসিপ্যালিটি দিতে পারবে। সেখানে যদি বলা হয় তোমরা ২০ হাজার ৫০ হাজার দাও তাহলে কোন দিনই রাস্তা হবে না।

[4-50—5 p.m.]

ডিপার্টমেন্ট এখন এ সম্পর্কে স্কীম তৈরী করছেন। তার জন্য এ বছর ধার্য করেছেন ২০ লক্ষ টাকা। তা খরচ হবে না। ডিপার্টমেন্টএর চিফ ইঞ্জিনিয়ারদের একটি কনফারেন্স হলো—তাঁরা ঠিক করলেন আমরা স্কীম তৈরি করে ১২ লক্ষ টাকায় এ কাজ করতে পারি। এই ১২ লক্ষ টাকার ৬ লক্ষ দেবেন গভর্নমেন্ট আর ৬ লক্ষ টাকা দেবেন মিউনিসিপ্যালিটি। এই স্কীমের জানি না, কি হয়েছে। এই ভাবে কেচে গেল। সে রাস্তা হবে কি না, সেই স্কীম বেঁচে আছে কি না, তাও জানি না। গভর্নমেন্ট যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন মফঃস্বলে মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তার কোন ইম্প্রুভমেন্ট হতে পারে নাই। কোন মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে গভর্নমেন্ট টাকা পেলে, তারপরে গভর্নমেন্ট টাকা দেবেন, এবং তারপরে রাস্তা তৈরি হবে। এই ভাবে যদি হয়, তাহলে কোন রাস্তা হবে না। সরকার যে টাকা মঞ্জুর করবেন, সে টাকা দিয়ে দেন, তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা তৈরি করবার কাজ আরম্ভ করতে পারে। দয়া করে সেই টাকা আপনারা দেন, কাজ হোক। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার জন্য পি ডাবলিউ ডিপার্টমেন্টএর লোকজন নিয়ে গিয়ে করাবেন, আর অন্য কোন লোক মিউনিসিপ্যালিটির যে নিজস্ব অর্গানাইজেসন আছে, সেই অর্গানাইজেসন অলস হয়ে বসে থাকবে, তাদের কোন কাজ থাকবে না এবং মিউনিসিপ্যালিটিকে সাহায্য করবার নামে মিউনিসিপ্যালিটির যেটুকু ব্যবস্থা আছে, তাও নষ্ট করে দেওয়া হবে। সরকার যে টাকা দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিকে সাহায্য করতে চান, সে টাকা তাদের সরাসরি দিয়ে দিন। যদি রোড ডেভেলপমেন্ট স্কীমএর কাজ করতে চান, তবে মিউনিসিপ্যালিটির লোক দিয়ে তা করতে পারেন।

তার পর মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা সম্পর্কে বলা দরকার। ডাঃ রায় নিশ্চয়ই একথা জানেন—মিউনিসিপ্যালিটির সব রাস্তায় হাত দিতে পারবেন না। কারণ সমস্ত যদি টোটাল করা যায় তাহলে দেখা যাবে—ম্যাকাডামাইজড রোডএর ১৫০ টু ২০০ মাইল হবে মেটাল্ড রোড, আর বাকি সব কাঁচা রাস্তা। ৩,৬২৪ মাইল রোড মিউনিসিপ্যালিটির, তার মধ্যে ৬০০ মাইল রাস্তা লোকে খুব কন্টেসন্টে যাতায়াত করে থাকে। যদি সেই সমস্ত রাস্তার ডেভেলপমেন্ট করতে হয়, তাহলে সরকারকে আরো দরাজ হাতে টাকা দিতে হবে। ঐ যে ২০ লক্ষ টাকা ধার্য করেছেন, সেটা পা[illegible] খরচ করতে হবে এবং প্রয়োজনমত আরো অন্য ফান্ড থেকে এনে খরচ করতে হবে।

আর একটা আইটেম আছে—গ্র্যান্ট নং ৩৮এ—স্লাম ক্লিয়ারেন্স প্রোজেক্ট, সবশুদ্ধ মিলে ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ হবে। স্লাম ক্লিয়ারেন্স প্রোজেক্ট কত হচ্ছে, আমরা জানি। স্লাম ক্লিয়ারেন্স বিল অনেক দিন থেকে পড়ে আছে। সে টাকা নিয়ে কি হবে? আপনার কলকাতা থাক—মিউনিসিপ্যালিটিও থাক—এই স্লাম ক্লিয়ারেন্স প্রোজেক্টও থাক, তার জন্য সরকার ২০ লক্ষ টাকা ধার্য করে রাখলেন। গভর্নমেন্ট পলিসি হচ্ছে বিভিন্ন ফান্ডে টাকা সরিয়ে রাখা। এই রকমভাবে ৫।৭ কোটি টাকা সরান থাকবে এবং অন্য একটি খাতে বেশী খরচ করবেন—ঐ এক্সেস টাকা ট্রান্সফার করে দিয়ে। এ কি তাঁদের পলিসি? বর্তমানে বিভিন্ন স্কীম ও প্রোজেক্ট ধরা হয়েছে, তা সরকার কার্যকরী করতে চান কি না—আমাদের কংগ্রেস সদস্যরাও জানেন না। বাজেটে স্কীমের লম্বা তালিকা দেওয়া হয়েছে—সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ বাবদ ধরা হয়েছে। সে বিষয়ে যদি পরামর্শ দেওয়া থাকে—তা কিভাবে খরচ হবে, তাহলে সুবিধা হয়। আপনি ৫ কোটি টাকা গ্র্যান্ট নং ৩৮এ চেয়েছেন। আমরা এর বিরুদ্ধে ভোট দিলেও আপনারা তা ছিনিয়ে নেবেন।

আর একটা হচ্ছে ওয়ার্কার্স এ্যান্ড এমপ্লইজ সম্বন্ধে।

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, একটু আগে এই আমি হাউসের আলোচনা শুনতে শুনতে যখন ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য, তাঁর বক্তৃতা বলছিলেন, তখন আমি দেখলাম হাউসের সামনে একটা তথ্য পরিবেশন করলেন, সেটা অসত্য। কেন না, তিনি দুর্গাপুর প্রোজেক্ট এবং দুর্গাপুর স্টিল প্রোজেক্ট, এই দুটার মধ্যে তিনি কনফিউজড হয়ে গিয়েছেন। এই দুর্গাপুর প্রোজেক্ট সম্বন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় প্রথম বলেছেন যে, সেখানে কোক ওভেন প্ল্যান্ট এবং থার্মাল প্ল্যান্ট, এই দুটো ইন্ডাস্ট্রি সেখানে করবেন, এবং এর দ্বারা, ওখানে অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি যা প্রতিষ্ঠিত হবে, যেমন মাইনিং মেসিনারি ইন্ডাস্ট্রি, যেমন স্পেক্টাকল্‌স লেন্স ইন্ডাস্ট্রি এবং আরও দু'-একটা কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে যাবে, তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করবে। এই স্টিল প্ল্যান্ট ইন্ডাস্ট্রি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া করছেন, এর সংগে গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর প্রোজেক্টের সংগে কোন মিল নেই, কোন সম্পর্ক নেই, অথচ ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য এই কথা বললেন। তিনি বলেছেন এই দুর্গাপুর প্রোজেক্ট করতে গিয়ে বহু গ্রাম সরকার নিয়েছেন, বহু ঘরবাড়ি উচ্ছেদ করেছেন, বহু গ্রামের লোককে তাদের বাস্তু ভিটা থেকে সরিয়েছেন। এটা হচ্ছে স্টিল প্রোজেক্টের তথ্য, এটা দুর্গাপুরের প্রোজেক্টের জন্য নয়। দুর্গাপুর প্রোজেক্টের জন্য সরকার যে কয়খানা গ্রামের লোকের কাছ থেকে জমি নিয়েছেন তার নাম আমি এই হাউসের সামনে রাখছি—রডুটিয়া, পেরালী, রাধানগরপুর, পাঁচঘরা, মামড়ী, স্বগরতলা, খয়রাসোল, কুসুমতলা,—এই কয়খানা গ্রামের জমি সরকার এ্যাকোয়ার করেছেন। বিশেষ করে থার্মাল পাওয়ার স্টেশন-এর জন্য চারখানা গ্রামের কিছু কিছু জমি সরকার নিয়েছেন, পুরা গ্রাম নেননি, মানুষকে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেন নি। আমি সরকারকে এই প্রসংগে ধন্যবাদ দেবো, এই কোক ওভেন প্ল্যান্টএর যখন প্রথম পরিকল্পনা হয় সেই অনুসারে কাজ করলে, তাতে ৩১খানা গ্রাম উচ্ছেদ হত, কিন্তু আমরা স্থানীয় জনসাধারণের তরফ থেকে ডাঃ রায়ের কাছে দাবী করেছিলাম যে জমি নিন, কিন্তু গ্রামের লোককে উচ্ছেদ করবেন না, তারা সেখানে থেকেই যাতে, দুর্গাপুর প্রোজেক্টে কাজ করে বেঁচে থাকতে পারে, তার সুযোগ যেন তারা পায়। তিনি আমাদের দাবী শুনেছিলেন এবং প্ল্যান্টএর সাইট সেকসনকে সরিয়ে দুর্গাপুরের দিকে আনেন এবং গ্রামকে ডিসটার্ব না করে দুর্গাপুর প্রোজেক্ট প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমি এই প্রসংগে আর একটা কথা বলতে চাই, যে অঞ্চলে প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমি ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যের সংগে একমত হয়ে সমর্থন জানাবো এইজন্য যে সেখানকার গ্রামের লোক চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং বেশীরভাগ লোক শিক্ষিত নয়। আজকে তাদের জমি চলে যাবার দরুন তাদের দিন চালান অত্যন্ত মুস্কিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু ক্ষেত্রে কমপেনসেসান দেওয়া হয় নি, এখনও কমপেনসেসন দেওয়া চলছে। আমি গত কাল আমার বক্তৃতার মাঝে আমার সেই দাবী জোর করে জানিয়েছিলাম যে সেই শিল্পে যেন স্থানীয় লোকেরা

অগ্রাধিকার পায়। আমি একথা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট নিবেদন করেছি, তিনিও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এ সম্বন্ধে তাঁর যা করবার ও দেখবার আছে, তা তিনি করবেন। আমি এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি এই অঞ্চলে গ্রামের চাষী বা অন্যান্য মানুষ যারা চাষ ছাড়া আর কিছু করতে পারে না, এই গ্রামাঞ্চল যদি শিল্পাঞ্চল হয়ে উঠে যা এখানে শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ইলেকট্রিসিটি একান্তভাবে প্রয়োজন। এই অঞ্চল ঘিরে শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে অথচ মাঝে মাঝে যে ১৮।১৯টি গ্রাম যা রয়েছে তাদের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি দেবার ব্যবস্থা হয় নি। আমি সেইজন্য সরকারকে অনুরোধ করবো যে সেখানে সেই স্টিল প্ল্যান্ট করার জন্য যে সমস্ত লোক সরকারী সাহায্যে বসেছে গোপালমারি এবং অন্যান্য জায়গায়, তাদের ইলেকট্রিসিটি দেওয়া হোক যাতে তারা সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠা করে, ছোট ছোট কারখানা বা অন্য কিছু করে বেঁচে থাকতে পারে—তার দিকে দৃষ্টি দেবেন। সর্বশেষে যে দামে ইলেকট্রিসিটি দেওয়া হয় তাতে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের পক্ষে তা গ্রহণ করা শক্ত হবে। আর চাষের কাজে সাবসিডাইজড রেটে ইলেকট্রিসিটি দেওয়া হয় নি। যদি বড় শিল্প হয় তাহলে অন্য কথা। কিন্তু ইলিকট্রিক পাম্পএ সাবসিডাইজড রেটএ ইলেকট্রিসিটি দেওয়া হয় না।

Mr. Speaker: Is it not correct that for electric pump there is a subsidised rate?

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

আমার কয়েকজন বন্ধু এই কথা বলেছেন যে ইস্ত্রি, হিটার প্রভৃতিতে সাবসিডাইজড রেট আছে কিন্তু ইলেকট্রিক পাম্পএ নেই। কিন্তু তা যদি হয়ে থাকে তাহলে খুসীই হব। সর্বশেষে কানাই ভট্টাচার্য মহাশয় স্থানীয় জনসাধারণের যে কথাগুলি শুনিয়েছেন তা ভুল।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, উনি বলেছিলেন যে আমি অসত্য কথা বলেছি। অসত্য আর ভুলের মধ্যে তফাত আছে।

Mr. Speaker:

থাকতে পারে।

Sj. Ananda Gopal Mukhopadhyay:

সেই ভুল কথাগুলি দেখিয়ে দেবার জন্যই আমাকে আজকে বলতে হ'ল।

[5—5-10 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি ৩৮নং ব্যয় বরাদ্দের উপর কয়েকটি কথা বলবো। বিশেষ করে আমি একটা বিষয়ের উপর বলবো সেটা হচ্ছে সাবসিডাইজড ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীম। ডাক্তার রায় যা বললেন তার মধ্যে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। না বলার কারণ কি এই যে আমাদের এই রাজ্যে এই বিষয় যথেষ্ট কলঙ্কময় ইতিহাস আছে, সেই কারণেই কি তিনি এই কথাগুলি বললেন না? ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ এই বৎসর, অথচ সে সম্পর্কে কোন রিপোর্ট দেওয়ার বাস্তবিক কি কোন প্রয়োজন নেই? আমরা জানি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তারা সেই টাকা খরচ করতে পারেন নি, আর আমাদের সরকারের কাছে শুনি যে টাকা পাওয়া যায় না। টাকা পেয়ে ফেরত দিলেন, লোন, সাবসিডি ইত্যাদির টাকা তাঁরা ফেরত দেন, খরচ করতে পারেন না। গভর্নরের বক্তৃতায়, ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, অর্থাৎ প্রথম প্ল্যান পিরিয়ড শেষ হলে বা হব হব করছে আর এক মাসের মধ্যেই শেষ হবে, তখন গভর্নরও আমাদের জানালেন ৭৮৮টি টেনেমেন্ট হাউস তৈরী হবে। অর্থাৎ তাহলে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বাড়ি তৈরি হয়েছে। তারপর ৪ঠা জুন ১৯৫৭ সালে নূতন গভর্নর, তিনি

কমপ্লেন ১২৮টি
multi-storeyed tenements and 301 single storeyed tenements have been almost completed

অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটা তাঁরা করতে পারেন নি।

অর্থাৎ এই হাউসএ বহুবার একথা হয়েছে যে আমাদের পশ্চিমবংগে যেখানে ডাঃ রায় বলেছেন ১ কোটি লোকের উপর বাস করে সেখানে শহরে শিল্পাঞ্চলে মানুষের বাসস্থানের অবস্থা কি তা প্রত্যেকটি লোক জানে। তিনি বিরোধী পক্ষেরই হোক আর কংগ্রেসের পক্ষেরই হোক প্রত্যেক লোকই এটা স্বীকার করেন যে রাস্তায় লোক শুয়ে থাকে, অস্বাস্থ্যকর বস্তীর মধ্যে থাকে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমাদের সরকারের কৃতিত্ব হল কি? এবং কত টার্গেট কত লক্ষ্য? তারা ১৪৪০টি বাড়ী করবেন। পশ্চিম-বাংলা সরকার বলেন ৭৮৮টি আমরা করেছি কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারত গভর্নমেন্ট প্ল্যানিং কমিশনএর যে রিভাইজড রিপোর্ট তাতে আজ সকালে জেনে এলাম ৭৫৬ খানা, ৩২টি কমে গেল। তার জন্য এমপ্লয়াররা মালিকরা কতখানি করলেন? প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় টার্গেট করেছিলেন ৮১২খানা, কমপ্লিট করলেন ২০০খানা অর্থাৎ এই সহরে শিল্পাঞ্চলে চটকলে যেখানে আজও ২½ লক্ষ লোক কাজ করে, সেখানে পাঁচ বছর আগেও ৩ লক্ষ লোক কাজ করতো, সেখানে মাত্র ১৮ হাজার কোয়ার্টার্স আছে, যেখানে অন্যান্য শিল্পে চটকলে যা আছে তা পর্যন্ত নাই। বার্নপুরে কুলটিতে এত লোক কাজ করে, এটা সকলেই জানেন যে সেখানে শতকরা ১০।১৫ জনের বাসস্থান আছে এবং কুলটিতে যে কর্মচারী বড় বড় ফ্যাক্টরিতে যে কর্মচারী কেরানীরা আছে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা অতি সামান্য। সুতরাং বস্তীতে এবং ফুটপাথ-এ থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ১৯৫৫ সালে এই এ্যাসেম্বলিতে একটা সর্ববাদীসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল এবং ডাঃ রায়ও এটা গ্রহণ করেছিলেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীম সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট সচেতন হল, মালিকরা বাড়ী করবে তারা যাতে করেন তা গভর্নমেন্ট দেখবেন। গভর্নমেন্ট-এর যে কোটা ছিল তা গভর্নমেন্ট মানলেন না, মালিকদের যে কোটা ছিল সেটা তাঁরাও মানলেন না আর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা ছেড়েই দিলাম। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসেও দেখবেন এই হাউসিংএর পরিস্থিতি পূর্বাপেক্ষা কম লজ্জাকর নয়। ফিফটিন্থ লেবার কনফারেন্স এক বছর ধরে সমস্ত হাউসিং স্কীম এর উপর আলোচনা করে ভারত গভর্নমেন্ট দুঃখ করলেন যে গভর্নমেন্টএর টাকা নিয়ে মালিকরা করলেন না, কিছু করতে চায় না, কি করা যায়। তখন ভারত গভর্নমেন্ট দেখে বল্লেন এবার একটা ব্যবস্থা করবো। কি ব্যবস্থা? তারা বল্লেন—এমপ্লয়ারদের ৩৭½ পারসেন্ট ঋণ দেবেন। তার ৫০ ভাগ ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, ২৫ পারসেন্ট সাবসিডি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, ২৫ ভাগ নিজেরা দিল। এক বছর দেখা গেল—সিক্সটিন্থ লেবার কনফারেন্সএ দেখা গেল মালিকরা বল্লেন—আমরা করবো আমাদের দায়িত্ব নাই। সুতরাং গভর্নমেন্ট থেকে বলা হল গভর্নমেন্ট ন্যাশনাল হাউসিং এ্যাক্ট করবেন। এক বছর হয়ে গেল তার নাম নাই। তারপর স্টেট গভর্নমেন্ট-এর কাছে সর্ববাদিসম্মত সুপারিশ হল ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার বসে সুপারিশ করলেন ফিফটিন্থ লেবার কনফারেন্স-এ স্টেট গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা করুন। পশ্চিমবাংলা সরকার বলে থাকেন জমি নাই। কালও শুনলাম সাত্তার সাহেব বল্লেন ব্যোমকেশবাবুও সে বিষয়ে বলে এসেছিলেন জমির ব্যাপারে কোন ফল হয় নি। অথচ গত বছর ভারত সরকার বলেছিলেন ফ্রিজিং অব ল্যান্ড প্রাইসেস যদি দরকার হয় সেই অনুসারে আইন করুন। এক বছর হয়ে গেল গভর্নমেন্ট-এর কত আইন এখানে এলো কত গেল কিন্তু ভারত সরকার পশ্চিম-বঙ্গ-সরকার ও শ্রমিক প্রতিনিধি ও মালিকদের নিয়ে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তা আজ পর্যন্ত মানা হয় নি।

[5-10—5-20 p.m.]

তারপরে করলেন কি—যখন শিল্পপতিদের বাড়ী করার বিষয় আলোচনা হয় আমরা সে সম্বন্ধে যে কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম সেখানে বলা হয়েছিল

State Government might undertake building and recover from the employers

50 per cent. of the committed value of the difference between the economic rent and subsidised rent.

সেটা আবার এক নূতন

recommendation of the Housing Ministers' Conference

যে হয়েছিল সেখানে বড় বড় কথা বলা হয়, ভাল ভাল কথা বলা হয় সমাজতন্ত্র ধাচের কথা বলা হয় এবং সেদিক থেকে সমস্ত কাগজপত্রে ঠিকই আছে কিন্তু কাজে কিছুই নয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা ছেড়েই দিলাম, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আপনাদের প্রাদেশিক সরকারের কৃতিত্বের

MRS. PURABI MUKHERJEE:

একটু শুনুন গল্প না হয় পরেই করবেন।) আপনাদের যা কৃতিত্ব সেটা ভারত সরকার রিভিউ করেছেন—৩১।৩ পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে কোথায় কি হয়েছে, তার একটা চিত্র তাঁরা দিয়েছেন আমি তিনটে প্রদেশ সম্বন্ধে দেখাচ্ছি—তিনটে কংগ্রেস গভর্নমেন্টের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট এর মতন অপদার্থ আর নাই। বোম্বে, তাদের টার্গেট হচ্ছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৮,৯৭৫, তারা বাড়ী করেছে, এ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ১১,৭৫১; বলা হয় এখানে জমির দাম বেশী, বোম্বেতে জমির দাম এর চেয়েও বেশী, কম তো নয়ই। উত্তরপ্রদেশ, তাদের বলা হয় ওরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ডেভেলপ্‌ড, তাদের ১২,৫৫০টা বাড়ী করবার কথা ছিল, দু'বছরে তারা ৬,৩৯৮টা করেছে। আর পশ্চিমবঙ্গ—এ'রা মাত্র ১১,১৯০টা করবেন, দু'বছরে ৬৪৮টা হয়েছে!! অথচ এই পশ্চিমবাংলায় সকলেই জানেন—যে বাসস্থানের সবচেয়ে—ভারত গভর্নমেন্ট যে রিপোর্ট সিক্সটিন্থ নৈনিতাল কনফারেন্সএর লিখেছেন সেই রিপোর্টের বেলায় সাত্তার সাহেব সেখানে লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে রইলেন, আমাদেরও লজ্জা হল—আমরা এমন প্রদেশের লোক—যেখানকার প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কিছুই পারেন নি, ব্যর্থ হয়েছেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষেও বলবেন—টাকা খরচ করতে পারছিনে, কেন না কায়েমি স্বর্থে হাত দিতে চান না। ল্যান্ড ফ্রিজ করতে পারেন না—কোন আইন করতে পারেন না, কিন্তু আইন করেছেন ভারত সরকার, কি কৈফিয়ৎ আছে? কোন কৈফিয়ৎ নাই। সেখানে বলা হয়েছে—শিল্পপতিরা বাড়ী না করে তোমরা কর। কেন, এত কিছু করতে পারেন, কত সব বড় বড় কথা বলা হয়—ল অ্যান্ড অর্ডার-এর কথা বলা হয়, কিন্তু যারা করছে না তাদের বেলায় কি করেছেন? কেন কিছুই করেন নি? তারপরে, তাঁদের আর একটা জিনিসে খুব কেরামতি আছে। একটা ফিগারই দেখান—৫ বার করে, ৫টা ফিগার না দেখিয়ে,—গত বছরে বলেছেন—১৯৫৭-৫৮ সালে গভর্নরের বক্তৃতায় বলেছেন—এবং সাত্তার সাহেবও বক্তৃতায় দিয়েছেন—৬০০ বাড়ী করেছেন, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আর মালিকেরা ৬০০ করেছেন। বক্তৃতা শুনে ভাবলাম কোন ৬০০? ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন ৬০০—না জানি কতই হয়েছে। তখন হোয়াইট বুক-এ ১৯৫৭-৫৮ সালের যেখানে দেখিয়েছেন সেটায় দেখলাম—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কতটা করেছেন ১৯৫৭-৫৮ সালের টার্গেট রেখেছিলেন ১,৪২৬ করবেন, কিন্তু দেখিয়েছেন ১৯৫৫-৫৬ এবং ১৯৫৭-৫৮ সাল মিলিয়ে করেছেন মাত্র ৬০০টা নূতন বাড়ী। তাহলে হল এই প্রথম বছরে—প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৭৫৬টা বাড়ী, আর এখানে হল ৬০০টা বাড়ী। আর তারপর আর একটা কেরামতি দেখিয়েছেন সেটা ৬ মাস যাবৎ দেখাচ্ছেন—দম দম, কদমতলা, কদমতলা দমদম হাউসিং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ১৯৫৫-৫৮ পর্যন্ত, আর মালিকদের পক্ষে জয় ইঞ্জিনীয়ারিং, সেন অ্যান্ড র‍্যালে, বেঙ্গল পেপার মিল, এর তরফ থেকে যা হয়েছে সাত্তার সাহেব বল্লেন—ব্যোমকেশবাবু বল্লেন, শ্যামনগরের ঐসব বাড়ী সম্বন্ধে আই এন টি ইউ সি-র প্রতিনিধিই বলেছেন—শ্যামনগরের বাড়ীর ছাদ দিয়ে জল পড়ে। আর একজন স্টেট লেবার এ্যাডভাইসরি বোর্ডএর প্রতিনিধি এখানে বসে আছেন, তিনিই বলতে পারবেন সত্য কথাই আমরা বলছি কি না।

[5-20—5-45 p.m.]

দ্বিতীয় হচ্ছে, আর একটা কথা, শ্যামনগরে এ্যালটমেন্ট কমিটি করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি, কতখানি দলীয় রাজনীতির ব্যবহার তাঁরা করেছেন, তা প্রমাণ—প্রতিনিধি কাকে এ্যালটমেন্ট

করা হয়েছে এ্যালটমেন্ট কমিটিতে? সেখানে স্থানীয় প্রতিনিধি যিনি এ্যাসেম্বলিতে এসেছেন সেই পঞ্চানন ভট্টাচার্যকে রাখা হল না। কারণ তাহলে এ্যালটমেন্ট কমিটিতে বিরোধী দলের প্রার্থী ঢুকে যায়। দম দম মতিঝিল কমিটি সেখানেও কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ কানাই দাসকে পরাজিত করে ডাঃ পবিত্রমোহন রায় নির্বাচিত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও সেখানে ডাঃ কানাই দাসকে মেম্বার করা হল, ডাঃ পবিত্রমোহন রায়কে করা হয় নাই। তাঁকে কনসোলেসন প্রাইজ দেওয়া হল। কিছু লোককে সন্তুষ্ট করার জন্য এই কাজ করেন দলীয় রাজনীতি করেন না, একথা বার বার বলেন। একটা জায়গায় নূতন বাড়ী হল, সে জায়গায় বাইরের লোক থাকলে কোন আপত্তি হত না। কিন্তু বিলি ব্যবস্থা কারা কারা করেছে?

তারপরে আর একটা হচ্ছে—লো ইনকাম গ্রুপ হাউসিং স্কীম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে দিচ্ছি। কেরানীদের কথা বলেছি যাঁরা নাকি আমাদের দেশে লেখাপড়া শিখেছে তাদের কথা। ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ দুই কোটি টাকা ছিল, হাউস স্যাংকসান ছিল ১,০৬২। কিন্তু টাকা খরচ হয়েছে কত? ১ লক্ষ ২২ হাজার এবং বাড়ী হয়েছে কত? একখানাও নয়। এইটে ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান সম্বন্ধে রিভিউ রিপোর্টএ আছে। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএও এ্যালটেড ২ কোটি ৮৫ লক্ষ। ১৯৫৬-৫৭ সালে এ্যালটেড হল ৫০ লাখ—খরচ হয়েছিল ৭ লক্ষ টাকা। ১৯৫৭-৫৮ সালে ৪৫ লাখ টাকা। রিভাইজড্ এস্টিমেটএ বলছেন কর্মচারীদের, শ্রমিকদের, সাধারণ কেরানীদের জন্য এই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—সেবিষয়ে ডাঃ রায় আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করলেন না। আমি মনে করি কৈফিয়ৎ দিতে হবে ডাঃ রায়কে। প্রথমবারের কথা ছেড়েই দিলাম, তখন বলেছিলেন গভর্নমেন্ট পরিকল্পনা নিয়েছেন। কিন্তু কিছু হয় নাই। এবারে দেখছি ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ করবার কথা আছে, সেখানে তারা মাত্র খরচ করেছেন ৪৩ লক্ষ টাকা তার সঙ্গে যদি আরো ৪৬ লক্ষ টাকা খরচ করেন তাহলেও ৩ কোটি ৮০ হাজার টাকা পড়েই থাকবে। দু' বৎসরে তা খরচ করতে পারবেন? পারবেন না। আমি বলি এখন গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে সাবধান হোন।

ঐ সমস্ত এক্সপোজার মেটিরিয়ালসের কথা আমি বলছি না। আমি দীঘা সম্পর্কে একটা খবর পেলাম যে, সেখানে মে মাসে মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, চিত্তবাবু এবং আরো সবাই গেলেন। সেখানে অনেকদিন থাকলেন, ঘুরলেন কিন্তু খরচটা কার? আমি কাউকে ইনসিনিউয়েট করতে চাই না। কিন্তু লোকে যা প্রশ্ন করেছে আমি সেই প্রশ্নটাই করলাম যে সেই খরচটা কে দিলেন? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তাঁদের যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী থেকে আরম্ভ করে রেডিও ভ্যান, যুদ্ধের সময় আমরা মাস্তুলওলা যেসমস্ত গাড়ী দেখতাম সে সমস্ত গাড়ী এবং গোয়েন্দা পুলিশ সমস্ত দীঘা চসে বেড়াতে লাগলো এবং ঐ সমস্ত জীপে আমাদের মন্ত্রীবর্গ তাঁদের পরিবারবর্গ ঘুরলেন এবং সেই সময় দীঘায় যেন র‍্যান্ডারসনী রাজত্ব চলছিল। কাজেই উনি বলুন যে সেই খরচটা কে দিল এবং সেইসময় বামপন্থীদলের কেউ সেখানে ঢুকলে তাঁকে অনুসরণ করা হোত কি না?

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment*]

[5-45—5-55 p.m.]

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে ৪২ নম্বর গ্রান্টের উপর বলতে গিয়ে আমি কল্যাণী এবং কাঁচড়াপাড়া ডেভেলপমেন্ট স্কীম সম্বন্ধে কিছু কথা বলব। আপনি হয়ত দেখেছেন যে কাগজে সাপ্তাহিকভাবে প্রায় একটা বিজ্ঞাপন বেরোয়—অবশ্য "স্বাধীনতা" ছাড়া অন্য কাগজে প্রায় দেখা যায়—যে মনোরম পরিবেশের মধ্যে যদি বাস করতে চান এবং কলিকাতা বা শহরের সমস্ত সুবিধা যদি পেতে চান—কতকগুলি সুবিধা সেখানে দেওয়া থাকে, চমৎকার একটা ছবিও দেওয়া থাকে, বাড়ী গাড়ী সুসজ্জিত রমণী সমেত একটা ছবি বেরোয়—তাহলে কল্যাণীতে

জমি কিনুন। এই যে মনোরম পরিবেশ কল্যাণীর; যা আমাদের ডাঃ রায়ের মানসকন্যা বলে সকলে জানেন, এর ভেতর বহুবার আমি বলেছি এবং এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ১২।২ বছর ধরে বলেছেন কিন্তু কেন যে এটা বিফল হতে যাচ্ছে তা জানি না। যাই হোক এর পরিবেশ এবং বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে আমি ২।৪টি কথা বলতে চাই। পরিবেশ এবং বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে ২।৪টি কথা বলতে গিয়ে অল্প একটু কথা বলতে হয়। সেদিন এখানে বক্তৃতাকালে আমাদের কবি বন্ধু বিজয় চ্যাটার্জি মহাশয় বলেছিলেন যে ডাঃ ঘোষ না কি গান্ধীজির আদেশ অবহেলা করেছেন এবং তাঁর বক্তৃতায় জাজমেন্ট ও গ্রেস দেখা যায় না। আমি যতদূর দেখেছি তাতে জানি যে বিজয়বাবু স্তাবকতা করেন না। কিন্তু তিনি একথা যখন বলেন তখন আমাদের মনে একটু খটকা লাগে এবং আমরা বিরোধী পক্ষ যারা জনসাধারণের কথা ভেবে এখানে এসেছি তারা যে কি করে লালিত্যের কথা ভাবতে পারে সেটা আমি বুঝতে পারি না। এ ব্যাপারে দুটি ছোট ঘটনা আমি বলব। চিকিৎসক হিসাবে আমার কাছে স্বামী-স্ত্রী দুজনে একদিন দেখাতে আসেন। স্বামী ৬৭ টাকা মাইনে পান, তাঁর ১১ জন পোষ্য। তখন যে ম্যাসেজ বাথ ক্লিনিক ছিল তাঁর স্ত্রী সেখানে কাজ করে সংসার চালাতেন। স্ত্রীর অসুখ করাতে তার খরচ যোগাতে তিনি পারেন না। কোথায় তাঁরা শুনেছিলেন যে আমি এইরকম চিকিৎসা করে থাকি বলে আমার কাছে তাঁরা এসেছিলেন। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি পরম অনুরক্ত। সমাজব্যবস্থা যেখানে এই অবস্থায় এসে পৌঁছায় সেখানে তারপরে লালিত্যের কথা যদি বলেন তাহলে কি বলব? আর একটা ছোট ঘটনা বলি। এই কল্যাণী যাবার সময় ডেইলি প্যাসেঞ্জার হিসাবে আমি ট্রেনে যাই। আমরা প্রায়ই শুনি যে রিফিউজিরা আমাদের গলগ্রহ, তারা আমাদের সম্পদ নয়। ১১ বছরের একটি ছেলে সে কেরাসিন তেলের টিনে মুড়ি নিয়ে চলন্ত ট্রেনে গাড়ী থেকে গাড়ীতে লাফিয়ে জিনিস বিক্রি করে। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করে জানলুম সে ৩৭ টাকা থেকে ৪০ টাকা রোজগার করে—তার ৪ জন পোষ্য। তার মার প্যারালিসিস, দুটি বোন অসুস্থ, কিন্তু এর উপায়ে এইসব চলে। অথচ আমরা শুনি যে এরা কর্মঠ নয়। আমার নিজের বহুবার মনে হয়েছে যে আমার ঐ বয়সের ছেলে এই অবস্থায় যদি গাড়ী দিয়ে যেত তাহলে কি হত? যাহোক এর পরে লালিত্য প্রভৃতির কথা যদি ভাবতে হয় তাহলে আমার কবি কালিদাসের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন—"শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে", তাকে ট্রানস্লেট করেছিলেন "নিরসঃ তরুবরঃ পুরতোভাতি"। সেটা কাব্য হতে পারে, কিন্তু কাঠখানা সরিয়ে দেবার জন্য ওটা ব্যবহার হতে পারে না। কালিদাসের মত পাণ্ডিত্য আমাদের নিশ্চয় নেই বলে আমাদের বক্তৃতায় লালিত্য এবং বিচারের অভাব ঘটে। কংগ্রেসের যাঁরা স্তাবকতা করেন তাঁদের আমাদের আর বুঝতে বাকী নেই যে তাঁরা এইসব নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে করেন। কিন্তু বিজয় চ্যাটার্জি মহাশয়ের মত লোক যিনি স্তাবকতা করেন না তাঁরা যখন এই মোহে পড়ে থাকেন তাঁরা সমাজের আরও সর্বনাশ করেন। তাঁকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের এক মনীষী রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।" যাহোক এই কদর্যতা আমাদের বক্তৃতায় ফুটে উঠবে। আমি কল্যাণীর কথা বলছি। এই কল্যাণী যেরকমভাবে হওয়া উচিত ছিল, এর ভেতরে যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা ভাল ছিল। ডিসেন্ট্রালাইজেসন করা, কিন্তু কেন আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছিল সে সফল হয়নি সেটাই আমি বলব। এই কল্যাণী প্রথম করা হয় বি ব্লকে, যেটা ১২ মাইল দূরে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যদি সেখানে থাকে, কোলকাতা বা কাজের জায়গা থেকে ছেড়ে গিয়ে, তাহলে সেখানে তাদের আবার বাস, ট্রেনের ভাড়া দিতে হবে। তারপরে আমার মনে হয় যে এটা কেন করা হয়েছিল? এ ব্লক যেটা রেলের কাছে সেখানে যদি করা হত তাহলে নিশ্চয় সুবিধা হত। কিন্তু বি ব্লক ডেভেলপ করলে এ ব্লক-এর মুনাফা বেশী হবে। এঁদের আসল উদ্দেশ্য মুনাফা করা। কল্যাণীতে প্রায় ৪২।৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ডাঃ রায় বলেন যে ৫২৬খানা বাড়ীর নাকি সবই বিক্রি হয়েছে, একখানাও নেই। আমি সেখানে প্রতি শনিবার, রবিবারে যাই। আমি সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে মাত্র ৫৬টা বাড়ী বিক্রি হয়েছে, ৬টাতে ভাড়া আছে এবং ১৮৬খানা বাড়ী গভর্নমেন্ট [illegible] ভাড়া দেওয়া হয়েছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা যখন বলে যে প্রচুর জমি কিনেছিলেন তার ২৫খানাতে মাত্র বাড়ী তৈরী হয়েছে। অতএব সেদিক থেকে কল্যাণী বিফল হয়েছে। তার কারণ সেখানে ট্রান্সপোর্ট নেই এবং যা আছে তা নিয়মিতভাবে চলে না। বিজ্ঞাপনে দেওয়া হয় যে ১৯খানা

ট্রেন থামে—একখানা মাত্র ফাস্ট ট্রেন থামে। এই ফাস্ট ট্রেনখানি ৬-৩৩ মিঃ কোলকাতা আসে। অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক আমাদের বড় সাহেব যাঁরা যান তাঁরা যখন ইচ্ছে যান আর ফেরেন ওটাতে, কিন্তু কল্যাণীর লোকের কোন সুবিধে নেই। আমরা বারে বারে ডেভেলপমেন্ট কমিশনার-এর কাছে গিয়ে বলেছি যে সেখানে ৪½।৫ হাজার লোক রয়েছে। কিন্তু এ'রা জনসমাজের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে চলবেন না। তাঁরা একটা সিভিক এ্যাসোসিয়েসন করেছেন এবং বারে বারে এইসব জিনিস সরকারের কাছে বলেছেন, কিন্তু কিছুই হয় নি। আরও শুনুন। একটা স্কুল সেখানে হয়েছে। এই রকম স্কুল বাড়ী বাংলাদেশের কোথাও আছে কিনা জানি না। কিন্তু আমরা শুনেছিলাম

beautiful school buildings do not go to make a school, beautiful college buildings do not go to make a college.

অর্থাৎ বাড়ী তৈরী করলেই স্কুল হয় না। সেই স্কুলে একটা এ্যাড হক কমিটি করা হয়েছে, কিন্তু তাতে গার্জেনরা কেউ নেই। অথচ এই স্কুলে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে এবং এই-স্কুলে পড়ান যা হয় তা বর্ণনীয় নয়। এখানে প্রায় ৩৫০ জন ছেলে পড়ে। এদের যাবার উপায় নেই বলে সেখানে যায়। সেখানে যে প্রাইমারী স্কুল আছে সেটা রিফিউজি প্রাইমারী স্কুল। কিন্তু সেই স্কুলের কোন বাড়ী নেই এবং মাস্টার মহাশয়দের মধ্যে তিন জন কনস্ট্যান্টলি এ্যাবসেন্ট থাকেন। সেখানে যাঁরা আছেন তাঁরা তাঁদের ছেলেদের যে কি করে পড়াবেন তার কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে একটা স্টেট গার্ডেন আছে। এই স্টেট গার্ডেনএর কমিটির মধ্যে আছে মিসেস ডরথি রায়। কাজেই ডাঃ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী হলে তিনি যদি স্টেট গার্ডেনও বোঝেন, আবার দীঘায় কি কোরে বাড়ী তৈরী হয় তাও বোঝেন—তাহলে আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। এবং আর দুইজন আছেন তার মধ্যে একজনের মিউনিসিপ্যাল মার্কেটএ স্টল আছে—এটা আমরা শুনি। এই স্টেট গার্ডেনএর অর্ধেক ফুল ওখানে চলে যায়। অথচ সেখানে যদি দেখেন তা হলে দেখবেন সেখানকার কর্মীরা তিন মাস ধরে মাহিনা পায় না—সরকারী স্টেট গার্ডেন অথচ মাহিনা পায় না।

তারপর রাস্তার অবস্থা—রাস্তাগুলি কি কোরে মেনটেন করবেন তার কোন ব্যবস্থা নাই। জল আছে তার আবার দুই টাকা করে মিটার ভাড়া—তাও আবার প্রতি মাসে আদায় হয় না ; যে লোকটা ১০০ টাকা মাহিনা চাকরী করে তাকে ৩।৪ মাস পরে এক সঙ্গে ৪০ টাকার বিল দেওয়া হয়। তাহলে সে কি করে দিতে পারে, কি কোরে সেখানে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যেতে পারে?

তারপরে এগ্রিকালচার গার্ডেন দেখুন। এখানে প্রথম দিকে লোকসান হত। কিন্তু এখন যখন লাভ হচ্ছে তখন তার টাকা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারপরে প্রকাণ্ড একটা মার্কেট করেছেন, যা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে ভাল কিন্তু একটা লোকও সেখানে নেই। কেন না সাধারণ লোকের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নি। এর ভিতরে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আমি নিজে দেখেছি ৫২৬খানা বাড়ীর মধ্যে নয়খানা বাড়ী খারাপ হয়ে গেছে। কারণ সিমেন্টএর প্রপোর্সান খুব কম ছিল বলেই এই অবস্থা। যেগুলি বিক্রী করেছিলেন তা আবার বদলে দিতে হচ্ছে। এর এই যে অব্যবস্থা এর প্রধান কারণ হ'ল এই যে কি কোরে লাভ হবে সেটাই বরাবর দেখেছেন। জনসাধারণ কি কোরে এখানে একটু সুবিধা পাবে সেদিকে নজর দেন নি।

তারপরে ট্রান্সপোর্টএর কথা আর কি বলব? ওখানে যে বাস তিনখানি আছে তা কখন চলে কখন চলে না। আবার দেড় মাইল হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে হয়। এ সম্বন্ধে আর টি এর কাছে বলা হয়েছে, ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের কাছে বলা হয়েছে, ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের কাছে বলা হয়েছে—তাঁরা বলেন হবে তার পরে আর হয় না। তারপর আরও মজা হচ্ছে, এখানে একটা ফাঁড়ি আছে সেখানে ৩২ জন পুলিশ আছে, ৪টা গ্রাম ২টা আউট পোস্ট—সর্বকিছু এই ফাঁড়ি থেকে করা হয়। ফলে চুরির একটা প্রকাণ্ড জায়গা হয়েছে। দিন-দুপুরে চুরি হয়। রেল-এর লাইন চুরি কোরে লরি করে যেতে যেতে এমন কোরে একটা মটর সাইকেল-এর সঙ্গে ধাক্কা দিল যে তাতে ৪টা লোক মরে গেল। আর লরির উপরে দেখা গেল বালি উপরে সাজিয়ে রেখেছে তার তলায় খালি রেল-এর লাইন।

তারপরে কাঁচরাপাড়া হাউসিং স্কীম আর কল্যাণীতে এ'রা আমাদের বোঝাতে চান যে লাভ হচ্ছে। কিন্তু হজদে বইটা খুলে আমি দেখলাম হাউসিং স্কীমে এ'রা রিসিটস অ্যান্ড রিকভারি হেড দেখান। এ্যাকচুয়াল দেখিয়েছেন ১৩ লক্ষ ১৪ হাজার, তারপরে ১১ লক্ষ ৬১ হাজার, তারপরে ১২ লক্ষ দেখিয়েছেন। কিন্তু এটা কোন হেডএ রিসিটস হল তা আজ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারলাম না। ১,২০০ জমি যা বিক্রি হয়েছে তার যদি প্রথম আংশিক ভাবে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ১২ লাখ হতে পারে। বাকীটা কি কোরে ১৩ লাখ হতে পারে তার কারণ ½ দেবার পর ৫টা এ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্টএ দিতে হয়। সুতরাং কি কোরে এগুলি হ'ল তা আমি বুঝতে পারলাম না। তারপরে আরও মজা হচ্ছে সাম টোটাল—যেগুলি নগদ আদায় হয়েছে সেগুলি হয় তো পেপার ট্রান্সফার হয়েছে, ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিপার্টমেন্টএ সেগুলি নগদ নয়। জনসাধারণের কাছ থেকে যা নিয়েছেন কল্যাণী হাউসিং স্কীমে তা হচ্ছে ৩৯ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। তাই আমি বলছি এই হিসেব দেখিয়ে প্রত্যেক বারে পাবলিসিটি করে লাভ কি? সোজা কথায় আপনারা বললেই পারতেন যে আমাদের লোকসান হয়েছে। এখন আমরা যেমন করে পারি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়াকে দিয়ে বা আমাদের নিজেদের ডিপার্টমেন্টগুলি নিয়ে গিয়ে বসাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তাতেও আবার মুস্কিল হয়েছে যে এমন অবস্থা যে যদি আপনারা বলেন এ ব্লককে তোমরা অন্য ব্লক যাও তাহলে তারা যায় না। আরও আপনারা যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে বলছেন তারা যায় না। তারপরে ওখানে কতকগুলি ট্রেনিং সেন্টার করা হয়েছে। এগুলি ট্রেনিং-কাম-ফ্যাক্টরি। এগুলি প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি আইনের মধ্যে পড়ে অথচ গভর্নমেন্ট কোনটাতে ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট চালু করেন নি। সেখানে এমন স্বৈরাচার চলছে যে যারা ৩০।৪০ টাকা মাহিনা পায় তারাও আজ স্ট্রাইকএর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মোট কথা আমি বলতে চাই আপনারা জনসাধারণের কোন মত না নিয়েই এই সমস্ত জিনিসটা করতে চেয়েছিলেন তাইতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন দুরবস্থা চারিদিকে হয়েছে।

[5-55—6-5 p.m.]

Sj. Sunil Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মেজর হেড ৫৭, এবং মেজর হেড ৮২ সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলব। তার পূর্বে আমি মননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যেন তিনি হেডগুলির নামাকরণ পরিবর্তন করেন। কতগুলি হেড দেখে মনে হয় অর্থ বিভাগ অভ্যাসের দাস হয়ে রয়েছেন মেজর হেডগুলির নামকরণ সেলফ একসপ্লানেটরী হওয়া উচিত। যেমন ধরুন মিসলেনিয়াস হেডএর তিনটা মেজর হেড রয়েছে, তার ভেতরে পৃথক পৃথক করে বলা যেতে পারে Miscellaneous Social Welfare, Miscellaneous Non-Developmental, Capital Account of State Works outside the revenue account.

সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। সেটার দুই-তিনটা খাত রয়েছে। সেখানে এইভাবে বলা যেতে পারে Capital Account of State Works, State Development works outside the revenue account.

আমরা যারা অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই, আমাদের পক্ষে বুঝতে সুবিধা হয়। ৫৭-- মেজর হেড সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার কোর খাতে আমি দেখতে পাচ্ছি ৩২ লক্ষ টাকা থেকে ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হল এই যে ৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হল এটার কি কারণ এই যে এদের সুদক্ষ স্ট্রাইক ব্রেকার হিসেবে গড়ে তোলবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মঞ্জুরীর দাবী এখানে উপস্থিত করেছেন। এই হাউসএ মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ন্যাসনাল ভলান্টিয়ার কোরকে কোন রকম স্ট্রাইক ব্রেকিংএর কাজে ব্যবহার করা হবে না। এবং আমি যতদূর জানি স্টেট লেবার এ্যাডভাইসরি বোর্ডএর প্রথম সভায় সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের যিনি শ্রমমন্ত্রী তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এন ভি সিকে স্ট্রাইক ব্রেকার হিসেবে ব্যবহার করা হবে না। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আড়াই হাজার এন ভি সিএর সভ্যদের পোর্ট এবং ডকএর স্ট্রাইককে ভাঙ্গবার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। আমি মনে করি এই ব্যয়বরাদ্দের মঞ্জুরীর যে দাবী

তা আমাদের কনস্টিটিউসানএর আর্টিকেল ১৯(সি)র বিরোধী। মুখ্যমন্ত্রী কি আশা করেন যে কনস্টিটিউশনএর বিরোধী সেই দাবীকে আমরা সমর্থন করবো এবং সেই বাবদ আমরা তার হাতে টাকা তুলে দেবো? কখনই তা হতে পারে না।

তারপর দুর্গাপুর সম্বন্ধে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। দুর্গাপুরে একটা বোর্ড করা হয়েছে বোর্ডের উদ্দেশ্য হ'ল

'Development and administration of industries in the Durgapur area, mainly Coke Oven Plant, tar distillation, power generation, gas generation, production, distribution and sale of other chemicals and by-products'.

মোট কথা হ'ল এই যে কোক ওভেন এটা উপলক্ষ মাত্র, আসল লক্ষ্য হল আজকে ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় বেসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজএর একটা গোড়া পত্তন করা। কোল বেসড ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রি যাকে বলা হয়। কয়লাভিত্তিক রসায়নিক শিল্পের ভিত্তিস্থাপন করবার যে সুযোগ দুর্গাপুরে রয়েছে সেই সুযোগ এই দুর্গাপুর প্রজেক্টএর ভিতর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করবেন সেই প্রতিশ্রুতি দুর্গাপুর ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ডএ যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তার ভেতরে রয়েছে। এবং যে সমস্ত লিটারেচার তারা প্রকাশ করেছেন তার ভেতরেও রয়েছে।। সেখানে কি দেখতে পাচ্ছি বোর্ডের যে মেম্বার্স তার ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন প্রথম শ্রেণীর রাসায়নিক নেই। কোল কেমিস্ট্রি জানেন এই ধরনের ফার্স্ট রেট কোল কেমিস্ট-এর স্থান এই মেম্বারসদের ভেতরে নেই। আমি জানি অর্থমন্ত্রী বলবেন সভ্য হিসেবে ফিউয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউটএর ডিরেক্টর রয়েছেন। তিনি থাকতে পারেন কিন্তু তার গোড়াকার শিক্ষা হল জিওলজিতে। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, একদিন আমিও অবশ্য কেমিস্ট্রির ছাত্র ছিলাম—সে অনেক পুরানো কথা—অভিজ্ঞ ধরনের কোল কেমিস্ট যদি এখানে স্থান না পায় তাহলে কোল কেমিস্ট্রির মূল যে উপাদান, যে মূল প্রজেক্ট তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তারপর দেখতে পাচ্ছি দুর্গাপুর পরিকল্পনার প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ যা হবে।

First phase of the Durgapur Project

এ বলা হয়েছে একটা কোক ওভেন প্ল্যান্ট করা হবে এবং তার জন্য পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবছর তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে এই খাতে ছয় কোটি টাকা ব্যয় হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যয়ের হিসাব ইতিমধ্যেই বেড়ে গিয়েছে। তারপর ৬০ হাজার কে, ডাবলিউ সমন্বিত থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট সেখানে বসান হবে এবং আরও একটা গ্যাস গ্রিড সিস্টেম রাখা হচ্ছে—যার দ্বারা সেখানে দৈনিক ১৫ মিলিয়ান সি এফটি গ্যাস উৎপাদিত হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাদা বইতে, তার ৮৮ পৃষ্ঠায়, যেখানে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর স্টেটমেন্ট আছে—যে কোক্ ওভেন প্ল্যান্টএর ক্ষেত্রে

civil engineering works 90 per cent.

হয়েছে,

mechanical engineering works 35 per cent.

হয়েছে,

electrical engineering works

সবে আরম্ভ হয়েছে। অর্থমন্ত্রী হয়ত বলবেন এটা মার্চ মাসের কথা অথচ উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অক্টোবর মাস থেকে প্রডাকশন আরম্ভ হবে, কিন্তু আমরা তার ভরসা পাচ্ছি না। ঐ বইতে আরও বলা হয়েছে যে পাওয়ার প্ল্যান্টএর জন্য জমি লেভেলিং করা হচ্ছে এবং গ্যাস গ্রিড সম্বন্ধে কোন কিছু উচ্চবাচ্য নেই, কারণ গ্যাস গ্রিড সম্বন্ধে ভারত সরকার স্যাংকশান করেন নি, তার মঞ্জুরীর দাবীও নাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত মোট ১০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই ব্যয়িত হয়ে গিয়েছে। অথচ

first phase of the plan

এ তিন থেকে চার বছরের মধ্যে ১২ কোটি টাকায় তিনটা প্ল্যান্ট এখানে স্থাপন করবার কথা ছিল। কিন্তু এখনে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? কোক ওভেন প্ল্যান্ট ও গ্যাস গ্রিড সিস্টেম এবং ৬০ কে ডাবলিউ থার্মাল প্ল্যান্টএর জন্য ইতিমধ্যেই ১০ কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং ৩২ কোটি টাকায় চার বছরেও কুলাবে না। আমি এই প্রসঙ্গে সিভিল এস্টিমেট বইয়ের ৮৩৪ পৃষ্ঠার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে লেখা আছে আদার ওয়ার্কস—তাহলে এই আইটেম আদার ওয়ার্কগুলি কি? এই আদার ওয়ার্কস খাতে গত বছর ১৯৫৭-৫৮ সালে ৭৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দাবী করা হয়েছিল এবং এ বছর এক কোটি টাকা মঞ্জুরী দাবী করা হয়েছে। সামান্য মাত্র টাকা এই আদার ওয়ার্কাস এর জন্য ব্যয় হবে বলে জানিয়েছেন। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি না কি কারণে, এক কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে? তারপর এ্যাডমিনিস্ট্রেসান খাতে দেখতে পাচ্ছি ৬০ হাজার টাকা মঞ্জুরীর দাবী বেড়ে গিয়েছে। গতবারে ছিল এক লক্ষ টাকা, এবারে সেখানে হয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা অথচ দুর্গাপুর প্ল্যান্ট সম্পূর্ণ হলে পরে, অর্থাৎ

coke oven, gas grid, power plant, coal-tar distillation plant

হলে পর এবং অন্যান্য বাই-প্রডাক্ট প্ল্যান্ট, এইগুলি সম্পূর্ণ হলে পর মাত্র আড়াইশো জন লোক এই এ্যাডমিনিস্ট্রেসানএর কাজে নিয়োজিত হবে। গত বছরের চাইতে এ বছর এমনকি কাজ বেড়ে গিয়েছে যার জন্য ৬০ হাজার টাকা বেশী, এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ খাতে বায়বরাদ্দ বৃদ্ধি করবার দাবী উঠলো? এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়াল যা ছিল, সে সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করেছেন, আমি তার সামান্য একটু পুনরুক্তি করবো। আমি একে এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়াল বলি না। বেসিক প্ল্যান্টএ মাত্র ১,৫০০ লোক নিয়োজিত হবে। এ্যানসিলারি ইন্ডাস্ট্রিজ অর্থাৎ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ—সেই কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ খোলা হলে, তার সাথে আনুসঙ্গিক যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে উঠবে, সেখানে সাড়ে বার হাজারের মত লোক নিয়োজিত হবে। মোট সবসুদ্ধ ১৪ হাজার লোক নিয়োজিত হবে। প্রথম তিন বছরে, ৩ থেকে ৮ হাজার লোক এই এ্যানসিলারি ইন্ডাস্ট্রিজ কনস্ট্রাকসান হলে, সেখানে নিয়োজিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। একদিকে ১৪ হাজার পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি এবং আর একদিকে বহু টেম্পোরারি এমপ্লয়ি সেখানে নিযুক্ত হবে। কিন্তু সেখানে বাঙ্গালীর স্থান নেই। এটা প্রাদেশিকতার কথা নয়। যে কথা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজে বলেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই যে পুস্তিকা দুর্গাপুর প্রজেক্ট বিলি করেছেন তার মধ্যেও রয়েছে। তিনি সারা বাংলাদেশকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে পশ্চিম বাংলার যুব শক্তিকে সেখানে নিয়োজিত করবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হবে। আমি তাঁকে প্রশ্ন করছি আজ কোথায় সেই সুযোগ এবং সেই সুযোগ ব্যর্থ হবার জন্য দায়ী কে? আজ কে এই দাবীর প্রশ্ন উত্থাপন করেন, ডাঃ রায়, না কে?

ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী, ডঃ রায় অর্থমন্ত্রীও, সেদিন তিনি বলেছিলেন অর্থমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের পেছনে ছুরি মারছে, ফলে তাঁর কল্যাণমূলক কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। এখানে মুখ্যমন্ত্রী বলুন তাঁর প্রস্তাবের জন্য ছুরি খেয়ে এসেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। বাংলাদেশের স্বার্থকে তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। তার কারণ বাংলাদেশের জনমতকে সামনে রাখতে পারেন নি। আসামে অয়েল রিফাইনারি হোক—এটা সারা আসামের দাবী। বাংলাদেশের ইকনমিক দিক থেকে এর প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী। সারা আসামের ধর্মঘটে, সেখানকার মন্ত্রীমন্ডলী নীরবে সমর্থন জানিয়েছে—অয়েল রিফাইনারির যে দাবী তারা করেছে, সে দাবী তারা আদায় করে নেবার জন্য আজ পশ্চিমবাংলায় বেসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ এসেছিল, সেই বেসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের সুযোগ আজ হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

Mr. Speaker: Mr. Das, if you speak so loudly and so fast, it will be difficult to understand you and take you down.

[6-5—6-15 p.m.]

Sj. Sunil Das: I am sorry, Sir. When one speaks on such problems, one is likely to become emotional.

[illegible] পাওয়ার প্ল্যান্টএর কথা বলেছেন। আমি গ্যাস গ্রিডএর কথা বলবো। এই গ্যাস গ্রিড [illegible] আসামের অর্থমন্ত্রী বলেছেন।

16 million cubic feet gas

উৎপাদিত হবে প্রতিদিন। তার অর্ধেক কোক ওভেন উত্তপ্ত করতে নিয়োজিত হবে, আর অর্ধেক কমার্সিয়াল পার্পাসএ ব্যবহৃত হবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো এই
8 million cubic feet gas
দিয়ে তিনি কি করবেন? তিনি তা কলকাতায় এনে সস্তাদরে বিক্রী করতে পারেন? আমরা জানি
40 million cubic feet gas
যদি ৩০ এ্যাটমসফেরিক প্রেসারএ জেনারেটেড হয়, তাহলে চিত্তরঞ্জনের ও আসানসোল এলাকার যে প্রয়োজন এবং কলকাতার যে প্রয়োজন, তা সংসাধিত হতে পারে। এই উৎপাদন যদি অপটিমাম বা উর্ধ্বতন সীমায় পেঁছান না যায়, তাহলে চিপ ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা হবে না ও ইলেকট্রিসিটির কনজামসান বাড়বে না। সেটা না হলে দাম কমবে না। আমরা জানি কয়লার সঙ্গে যদি প্রতিযোগিতা করতে হয়, তাহলে প্রতি হাজার কিউবিক ফুট গ্যাস তিন টাকারও বেশী দরে বিক্রী করতে পারা যাবে না। তা সম্ভব হবে না যদি অপটিমাম রিচ না করা যায়, যদি প্রতিদিন প্রায়
40 million cubic feet gas 30 atmospheric pressure
এ জেনারেট না করা যায়। তাহলে সে সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী কি বলবেন, জানতে চাই।

কোক ওভেন প্ল্যান্ট সম্বন্ধে বলা হয়েছে ৯ শো টন কোক প্রতিদিন কোক ওভেনএ উৎপাদিত হবে অক্টোবর মাস থেকে। ভাল কথা। এই কোক দিয়ে কি হবে বাজেট আলোচনার সময় অর্থমন্ত্রী বলেছেন অর্ধেক কোক স্টিল প্ল্যান্টএ যাবে। বাকীটা কোথায় কাটতি হবে? বাংলাদেশে......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

স্টিল প্ল্যান্টএ যাবে আমি তা বলি নি।

Sj. Sunil Das:

আগের বাজেট ডিসকাশনএ বলেছিলেন। আমার নোটে আছে।
I don't speak without facts.
আপনার বাজেট স্পীচ দেখুন, তাহলে পাবেন সেখানে।

আমি বলবো স্টিল প্ল্যান্টএ যদি ব্যবহার না হয়, তাহলে বিরাট কমার্শিয়াল পার্পাসএ ব্যবহৃত হবে ৯শো টন দৈনিক? কারা নেবেন? আমরা জানি কোকএর বিলিব্যবস্থা ডিস্ট্রিবিউসানএর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং যারা এই কোক নেবার ব্যবস্থা করেছেন, নেবার সুযোগ পেয়েছেন, মঞ্জুরী পেয়েছেন, তারা বেশীর ভাগ অবাঙ্গালী। সামনে হয়ত শিখণ্ডীর মত বাঙ্গালী দু-চারজন রয়েছে। আসলে ওটা অবাঙ্গালীর হাতেই চলে যাবে।

বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের যে বিরাট একটা সুযোগ এসেছিল, তা আজ উপেক্ষিত, সে কথা বলার প্রয়োজন আছে।

হিন্দুস্থান শীপার্স নামে একটা অবাঙ্গালী কোম্পানীর হাতে উৎপাদিত কোকের বড় অংশ চলে যাবার উপক্রম হয়েছে বলে শুনেছি এই ধরনের সম্ভাবনা। বাংলা দেশের ইকনমির পরিপন্থী, না, ইকনমির পরিপোষক? তা আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি।

তিনি বাজেটে বলেছেন আজকেও বলেছেন দৈনিক একশো টন ইউনিটের কম
coal-tar distillation plant, economic unit
হয় না, আমি জিজ্ঞাসা করি—ও'রা কি ১০০ টন ইউনিটএর লাইসেন্স পেয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে? আমি জানি ৫০ টনের বেশী ও'রা লাইসেন্স পান নাই। যদি তাই হয় তাহলে টার যে কোক ওভেনএ ৫০ টন তৈরী হবে সেই ত যথেষ্ট। টাটা থেকে আরও ৫০ টন টার আনবার কি প্রয়োজনীয়তা আছে? কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে কোল বেসড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির যে আশা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ধাওয়া করেছিলেন সেই আশা ব্যার্থ হয়েছে এবং বাধা কোথা থেকে

আসছে তারও প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে। আমি, মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি লোকসভার একটি প্রশ্নের প্রতি। গত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে, ১৯৫৭ সালে লোকসভায় একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল সেই প্রশ্নের জবাবে ডেপুটি মিনিস্টার শ্রীসতিশচন্দ্র বলছেন—

"West Bengal Government's schemes for utilisation of by-products in Durgapur Project could not be accepted because the economy of the project was considered unsatisfactory as compared to other projects of the same products".

তারপরে বলেছেন

"Only the scheme for setting up the Coke Oven Plant and a plant for coal tar distillation has been approved".

তারপর কি বলেছেন

"He explained that the original scheme of the West Bengal Government for starting heavy chemical industries like caustic soda, soda ash, phenol and coal tar materials had been accepted in toto."

আমার জিজ্ঞাস্য হল এই যে কোন অবস্থায়, কি কারণে এই যে এ্যাকসেপট্যান্স হবার পরও এটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এর পশ্চাতে কি রহস্য রয়েছে? আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ১৯৫৭ সালের ২৫এ অগাস্ট তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকার একটি রিপোর্টএর প্রতি। প্রথম পাতায় সেই রিপোর্টটি উঠেছিল বড় হরফে, তার হেডিংটা ছিল রেজিস্ট্যান্স ফ্রম দি সেন্টার, তাতে কি লেখা আছে,

"It is widely felt that provincial rivalry at ministerial level at the Centre and among the planners is responsible for shelving West Bengal for development of chemical industries, particularly at Durgapur".

এখন প্রশ্ন হল এই যে অপোজিসানটা কোথা থেকে এলো? আমার যতদূর জানা আছে মাদ্রাজের স্বার্থের কাছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পরাস্ত হয়ে এসেছেন, বম্বের কাছে পরাস্ত হবার উপক্রম হয়েছেন। বোধহয়, ইতিমধ্যে পরাস্ত হয়েও গিয়েছেন। মাদ্রাজের কাছে কি করে পরাস্ত হলেন? এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপাদন করবার যে দাবী দুর্গাপুরের প্রস্তাবিত কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির ভিতর ছিল, মাদ্রাজ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রবল বাধা এসেছে কারণ মাদ্রাজে যদি এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপাদিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গেও যদি এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপাদিত হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদনের কাছে মাদ্রাজ হেরে যাবে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে অনেক ব্যাটারী ইন্ডাস্ট্রিজ রয়েছে যার র মেটিরিয়ালস হিসাবে এই এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডএর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ঠিক তেমনি সোভিয়েট টিম একটি ইনটিগ্রেটেড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির পরিকল্পনা করেছেন প্রায় ৩৪ কোটি টাকার এবং যে ইন্ডাস্ট্রি কোক ওভেন এবং কোল রেঞ্জএর কাছাকাছি হওয়া উচিত ভারত গভর্নমেন্ট সেই পরিকল্পনাটিকে দুই ভাগে ভাগ করতে চেয়েছেন তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আমাদের প্রশ্ন হল এই যে তার একটি কেন দুর্গাপুর অঞ্চলে স্থাপিত হবে না, সেই ইনটিগ্রেটেড ইন্ডাস্ট্রি কেন দুর্গাপুরে স্থাপিত হবে না? এখানে সমস্ত র মেটিরিয়লস রয়েছে, সেখানে এতগুলি কোক ওভেন রয়েছে। সেখানে কোলটার প্রডাকটস পাওয়া যাবে এবং সেখানে আরো সমস্ত আবশ্যকীয় র মেটিরিয়ালস পাওয়া যাবে। আমরা যতদূর জানি

National Industries Development Corporation

ও এই পথের অন্তরায় কারণ

National Industries Development Corporation

এর ইচ্ছা ফেনল এবং ফেনল হাইড্রেট প্রভৃতি কেমিক্যালস হেভি এ্যান্ড ফাইন কেমিক্যালস এইগুলি কল্যাণে (বোম্বাই) হোক কিম্বা ভিলাইতে হোক। আমি জিজ্ঞাসা করি যে এ্যামোনিয়াম প্রডিউসড হবে সেই এ্যামোনিয়া দিয়ে কি করবেন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়? এই এ্যামোনিয়া যদি এ্যানহাইড্রাস এ্যামোনিয়া করে বিক্রি করেন, যদি শুকনো করে বিক্রি করেন দাম তার এত হবে

যে, কেউ কিনবেন না।

Imperial Chemical Industries, synthetic ammonia
কেনে, সস্তা দরে সেই সিন্থেটিক এ্যামোনিয়া দিয়ে তারা রেফ্রিজারেশনএর কাজ করে কিন্তু আজকে দুর্গাপুরে যদি এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড না করে এ্যানহাইড্রাস এ্যামোনিয়া করে, অর্থাৎ জল ছাড়া শুকনো এ্যামনিয়া বিক্রি করবার প্রশ্ন উঠে তাহলে সেই এ্যামোনিয়া কেউ ছোঁবে না। সুতরাং আজকে
integrated chemical industries, integrated development of Durgapore area
তার যে প্রস্তাব ছিল, তার যে পরিকল্পনা ছিল, সেই পরিকল্পনার পশ্চাতে বাংলাদেশের সরকার, বিশেষ করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনমত সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে আজকে বাংলার যুবকদের সামনে, বাংলার অর্থনীতির সম্বন্ধে যে সুযোগ এসেছিল উন্নতির জন্যে, কর্মহীন যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্যে, সেই কর্মসংস্থান ও আর্থিক উন্নতির যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনা সুদূরে মিলিয়ে গিয়েছে। আর এখানে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তিনি কল্পনাবিলাস করছেন, যে দুর্গাপুর থেকে গ্যাস এনে কলকাতায় বিক্রি করবেন।

কোথায় ৪০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট আর কোথায় ৮ মিলিয়ন কিউবিক ফিট? হিসাবে মেলা চাইতো। শুধু বললেইতো হবে না যে আমি পাইপ দিয়ে আনবো। সুতরাং আমি বলবো সময় থাকতে জনমত সংগ্রহ করুন এবং যেভাবে আসাম অয়েল রিফাইনারি দাবী আদায় করেছে দুর্গাপুরেও জনমতের ভিত্তিতে ভারত সরকারের কাছ থেকে কোল বেসড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির দাবী আদায় করতে হবে এবং বোম্বেতে ও মাদ্রাজে যেসমস্ত স্বার্থ বাধা সৃষ্টি করেছে সেই বাধা থেকে বাংলার অর্থনীতিকে মুক্ত করে বাংলাদেশের রাষ্ট্র জীবনের উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন।

[6-15—6-25 p.m.]

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় অনেক কিছু উল্লেখ করেছেন কিন্তু উত্তরবঙ্গের কথা কিছু উল্লেখ করেন নি। উত্তরবঙ্গের কথা—কোন আঞ্চলিক মনোবৃত্তি নিয়ে বলছি না—দেখছি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে কোন বড় পরিকল্পনা তার জন্য নেওয়া হয় নি। কিছু কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা এখানে সেখানে রয়েছে। কিন্তু আজকে যা আশা করেছিলাম জলঢাকা বিদ্যুৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে শুনবো তা হল না, তিনি কিছু বলেন নি—তাই সন্দেহ হচ্ছে যে জলঢাকা বিদ্যুৎ পরিকল্পনা উপেক্ষিত হয়েছে এ সম্বন্ধে বাইরে যা শুনেছিলাম সেটা বোধ হয় সত্য তাঁর মুখ থেকে কোন কিছু এ সম্বন্ধে শুনতে না পেয়ে আমার সন্দেহ হয়েছে জলঢাকার পরিণতি সম্বন্ধে বাইরে যা শুনেছি সেটা হয়ত সত্য অর্থাৎ ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গে বলতে গেলে দুটো মাঝারি ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, জলঢাকা বিদ্যুৎ পরিকল্পনা আর একটা হল করতোয়া তালমা সেচ পরিকল্পনা। যদিও করতোয়া তালমা সেচ পরিকল্পনা সম্বন্ধে অজয়বাবু সেদিন বলেছেন যে ওটা নাকি সেন্টারএর কাছে লেখা হয়েছে কিন্তু আমি নিজে যা দেখে এসেছি পাথর জমা করে ফেলে রাখা হয়েছে, কাজটাজ বন্ধ হয়ে আছে কবে সুরু হবে জানি না, কাজেই কোন ভরসা পাচ্ছি না, আর জলঢাকার ব্যাপারে আরও বিশেষ করে ভরসা হারিয়ে ফেলতে হচ্ছে কেন না গোটা উত্তরবঙ্গের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা এটা। উত্তরবঙ্গে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে অথচ বিদ্যুতের দিকে সেখানে যা অবস্থা যা চাহিদা তার চেয়ে অনেক কম। অথচ এও আমরা জানি যে যদি জলবিদ্যুতের যে সম্ভাবনা এটাকে যদি পুরোপুরি কাজে লাগান যায় তাহলে উত্তরবঙ্গের শিল্পায়নের দিক থেকে অনেকটা সাহায্য হবে এখন চাহিদা মিটান যাবে এবং আর একটা ব্যাপার গুরুতর যে সমস্যা রয়েছে যেটা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং আর সবাই বলেন ওখানে বিশেষ করে পাহাড়াঞ্চলে জ্বালানী কাঠের জন্য জঙ্গল কেটে যখন পরিষ্কার হয়ে যায় তাতে সয়েল ইরোসান হয়, নানা অসুবিধা হয়। অথচ সেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে সস্তাদরে উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ করলে সে জিনিস বন্ধ করা যেতে পারে। আমরা শুনেছিলাম যে জলঢাকা এবং বালাসন এই দুটো জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা উত্তরবঙ্গে নেওয়া হবে। তারপর জানা গেল যে বালাসন পরিকল্পনা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জমা চাপা রাখা হয়েছে এবং সেজন্য উত্তরবঙ্গের ৩০টি শহর এবং

উত্তরে ভুটান পর্যন্ত জলঢাকা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অথচ জলঢাকা পরিকল্পনার এ পর্যন্ত যে কাজ হয়েছে সে সম্বন্ধে মাইল দশেক রাস্তা তৈরি হয়েছে শালন বলে একটি জায়গায়। অর্থাৎ পরিকল্পনা হয়েছে ভারত ও ভুটান সীমান্তে। সেখানে সুদৃশ্য বাংলো তৈরি হয়েছে, কর্মচারী থাকার জন্য তাদের জায়গা দেওয়া হয়েছে ও কিছু অফিসটাফিস তৈরি হয়েছে এবং সেই রাস্তায় ধ্বস নেমে কয়েকবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে ঝালন থেকে ১০-১২ মাইল হবে ভুটান পর্যন্ত বিন্দুখোলা। যে জায়গা সেই জায়গা পর্যন্ত রাস্তা তৈরির উপর, সেখানে রাস্তা তৈরি হবে যন্ত্রপাতি যাবে, সেখানে ডাম তৈরি হবে এবং সেখানে যে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে সেটা ঝালন থেকে সরবরাহ করা হবে। এই জলঢাকার ভরসায় বালাসন পরিকল্পনা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে কিন্তু যে অবস্থা দেখছি তাতে ঝালনে ডাকবাংলা তৈরি হওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু কাজ এগোয় নি। শুনেছি এখানেও যন্ত্রপাতির ব্যাপার ফরেন এক্সচেঞ্জএর ব্যাপার বলে কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। তা ছাড়া যেটুকু কাজ হয়েছে তাতে দুর্নীতি যথেষ্ট হয়েছে, অপচয় যথেষ্ট হয়েছে, আমি সেই অঞ্চলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে এ সম্বন্ধে কিছুটা অনুসন্ধিৎসু হয়েছিলাম। তারপর বিভিন্ন জায়গার লোকের কাছে শুনেছি দুর্নীতি যথেষ্ট আছে। দুর্নীতির সূত্র দেখুন কেমন। ঝালনে হবে পাওয়ার স্টেশন আর গুদাম রেখে দেওয়া হয়েছে শিলিগুড়িতে ওখান থেকে ৭০ মাইল দূরে এক ব্যাগ সিমেন্ট আনতে গেলেও পেট্রোল পুড়িয়ে যাতায়াত করতে হবে। এভাবে কেন যে পরিকল্পনা করা হয়েছে বুঝা যায় না। তারপর যা শুনেছি, অনুসন্ধিৎসু হয়ে, উৎসাহী হয়ে আমার পক্ষে যতটুকু সংবাদ গ্রহণ করা সম্ভব তাতে বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে অপচয় যথেষ্ট হয়েছে।

যেমন সিমেন্ট, সিমেন্ট যা যায় ওখানে কাজের জন্য ওটা পাহাড় অঞ্চল, ওখানে রাস্তা তৈরি করবার জন্য যে সিমেন্ট গিয়েছে সেই সিমেন্ট শিলিগুড়ি থেকে বিক্রী হয়ে গেছে। কার কাছে যে বিক্রী হয়েছে তার নাম পর্যন্ত লোক জানে। আমার সময় কম বলে বলছি না। একটা নোট আছে, মুখ্যমন্ত্রী চাইলে আমি সব যোগাড় কোরে দিতে পারি। এটার তদন্ত হওয়া দরকার। যতদূর জানতে পেরেছি তাতে সিমেন্ট ওখান থেকে পাচার হয়ে গেছে। গৌরীবাস থেকে ঝালংএর রাস্তা যেটা আছে সেখানে সিমেন্ট দেওয়া হয় নি, সেখানে মাইকাস্যান্ড পাওয়া যায়, তা সিমেন্টের সঙ্গে মিশিয়ে রাস্তা করা হল, যার ফলে রাস্তাটা কয়মাসের বর্ষায় ধ্বসে গেল। (দি অনারেবল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ঃ কোন রাস্তা?) গৌরীবাস থেকে ঝালং পর্যন্ত। আপনার সেটা জানা প্রয়োজন। আপনার জীপ আছে, মেটিরী থেকে ঝালংএ গেলে খবর পেতে পারেন। ঐখানে কাজের জন্য যে সিমেন্ট দেওয়া হয়েছিল তা পাচার হয়ে গেল। একটা বড় ওয়াল ২০-২৫ ফিট উঁচু সেই জিনিসটা রু মাইকা স্যান্ড মিশিয়ে তৈরি করবার ফলে এক বর্ষায় নষ্ট হয়ে গেছে। আমি ঐ পাহাড় অঞ্চলের লোক। সেখানে বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন যেখানে পাহাড়ে ধ্বস নামে সেখানে ঐভাবে রাস্তা করলে তা থাকতে পারে কিনা, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই। তবে ঐরকম হয়েছে তা জানি। কিসে কোরে সিমেন্ট পাচার হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে, কোচবিহারে গিয়েছে—কত নম্বর ট্রাকে গিয়েছে তা জানিয়ে দিতে পারি। সেখানে এসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার যিনি আছেন যিনি ঐ পরিকল্পনায় ভারপ্রাপ্ত, তাঁর সম্পর্কেই বিশেষ কোরে দুর্নীতির গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। তারপর ঝালং থেকে সোয়াসি রোড হচ্ছে তাতে দেখান হচ্ছে মাস্টার রোল মারফত রাস্তার মেজারমেন্ট দেখান হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার কিউবিক ফিট, কিন্তু আসলে সেটা ২০ হাজার কিউবিক ফিট। সেখানে কন্ট্রাক্টরকে টাকা দেওয়া হয়েছে, অতিরঞ্জিত কোরে দেখান হয়েছে, এবং সেই টাকার এইভাবে অপচয় হয়েছে এবং তা পকেটস্থ করা হয়েছে। পাহাড় ভাঙ্গবার জন্য যে গান পাউডার এবং জিলেটিন দেওয়া হয় তা ৪০০ পাউন্ড গুদামে নষ্ট হয়েছে এবং সেই গান পাউডার ও জিলেটিন মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। নদীর যেখানে ঢালু জায়গায় জল চলে বা জমে থাকে সেখানে ডিনামাইট ফুটিয়ে দিলে মাছ মরে যায় এবং তখন ধরে নেয়। কাজেই রাস্তা করবার যে জিনিস তা মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তারপরে মাস্টার রোলে যত লোক রয়েছে তারচেয়ে বেশী লোক দেখান হয়েছে। যেখানে ১২৫ জনের কাজ হয়েছে, সেখানে ২৫০ জন দেখান হয়েছে। এপ্রিল মাসে যত লোক লেগেছে তা থেকে ২৫০ টাকার মত বেশী লোক দেখান হয়েছে। আমার

আরও অভিযোগ রয়েছে যে মিথ্যা টিপসহি দিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু কন্ট্রাকটরের সংগে যোগসাজসে করা হচ্ছে। এখানেও আমার সময় অল্প বোলে সমস্ত নাম বিস্তৃতভাবে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। (জনৈক সদস্যঃ দিয়ে দেবেন।) হ্যাঁ, দিয়ে দেব। তারপর ব্যক্তিগত কারণে জীপ ও ট্রাক ব্যবহার করা হচ্ছে। তার ফলে সেখানে অনেক অর্থের অপচয় হচ্ছে, এবং ওখানে যে সৎ কর্মচারী আছেন, যাঁরা সেই অর্থ অপচয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, তাদের উপরে প্রতিহিংসা নেওয়া হচ্ছে। আমি নিজেই তা বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু বার বার না হলেও লোকদের একজন যিনি আপত্তি করেছিলেন তাঁকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। ভাল কোরে এর তদন্ত হওয়া উচিত। একজনকে ক্যাসের চার্জে নিয়ে গেলেন, অথচ তাঁর কাছে

store book, cash book, cash balance,

এর হিসাব দেওয়া হয় নি, তার ফলে তিনি ইস্তফা দিলেন। আর একজন যিনি স্টোরের চার্জ নিচ্ছেন তাঁকে স্টোরের চার্জ না দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্টোরের চার্জ নিতে গেলে এই ধরনের অপচয় যা হয়েছে তা ধরা পড়বে। এ ছাড়া ওখান থেকে যে অনেক জিনিস বিভিন্ন জায়গায় দেখান হয়েছে এরকম অভিযোগও শুনছি। এর জন্য যিনি ওখানকার ভারপ্রাপ্ত এসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার, তিনি নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে, ব্যক্তিগত কারণে জিনিসপত্র কিনছেন কোন টেন্ডার না কোরে, এবং খরচ দেখাচ্ছেন ডিপার্টমেন্টের।

এগুলো গেল কাগজপত্রের। তার পরে যে স্টাফ ওখানে কাজ করে তাদের পক্ষেও ওখানে যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে। অসুবিধা এই জন্য যে সে জায়গাটা শুনে অনুমান করতে পারছেন যে সেটা ভুটান সীমান্ত, সেখানে জিনিসপত্র পাওয়া যায় না, এবং অস্বাস্থ্যকর জায়গা। সেখানে যে কর্মচারী থাকে তারা লিখেছিল যে বাদা জায়গা যেটা মানবাজার সেখানে জিনিসপত্র কেনবার ছুটি পেত, কিন্তু পরে ছুটি দেওয়া বন্ধ হয়েছে, তাঁরা অভিযোগ করেন যে ঐ জায়গার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের একজন বন্ধু কন্ট্রাক্টরের দোকান করা হয়েছে, সেখান থেকে তাঁরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনবেন এই অজুহাতে মানবাজারে আসা বন্ধ হয়েছে।

ওখানে কাছাকাছি একটা হাসপাতাল রুগ্ন হাসপাতাল যেখানে ঔষধপত্র, হার্বস, মেডিসিনাল প্ল্যান্টস—এগুলোর চাষের ব্যবস্থা হয়েছে—সেখানে ডাক্তারের বিরুদ্ধে এইরকম অভিযোগ যে তিনি বড় বড় কর্মচারী তাদের নিয়ে একটা লেকে প্লেজার ট্রিপএ চলে যান। সেখানে ফার্স্ট এড যে আসবাবপত্র তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার সময় নাই। আমি বলতে চেয়েছি যে জলঢাকা পরিকল্পনার যে দুর্নীতি সেটা বন্ধ করার নিশ্চয় প্রয়োজন। তাহলে দেশের লোকের আস্থা থাকবে। সেইজন্য আজকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলছি যে জলঢাকা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার অবস্থা কি তা বুঝে যাতে এটা তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যেই পড়ে তার জন্য যেন কাজ করা হয়।

Sj. Deo Prakash Rai: Mr. Speaker, Sir, while I rise to speak on Grants No. 38 and 48, I would like to focus the attention of the House on a few of the many neglected problems of Darjeeling—the Queen of Hill Stations—where stream of visitors from every part of the world comes every year.

Sir, it is disgraceful to have slums in the very heart of the towns in the Municipalities of Darjeeling. They look like ugly patches on the rosy cheek of the Queen of Hill Stations. So is the case with roads in the Municipal areas. Let alone the lanes and by-lanes, even some of the main roads linking different wards and important centres in the Municipal areas are full of pot-holes and wear an appearance of abandoned paths. There is no proper and adequate maintenance of the existing road communications. The financial state of the Municipalities of the district is staggering.

Water-supply is very insufficient in Darjeeling, especially during the Seasons. During the last Season some of the visitors from Calcutta jokingly told me that they were flying down to Calcutta by the morning plane and going back to Darjeeling by the evening plane after taking their bath at

Calcutta as there was not sufficient water available in Darjeeling. So is the case with drinking water there—a place which is supposed to attract visitors from all over the world. The Darjeeling and Kurseong Municipalities have, I believe, drawn up schemes for improved water-supply in their respective areas which can be implemented only with the help of the State Government.

As regards electricity, the Municipality, owing to shortage of funds, has not been able to supply sufficient electricity to the rate-payers. Their many schemes to tap and harness natural resources have been hanging fire due to want of funds.

There were 42 primary schools in Darjeeling Municipal area which used to impart free education to the children till last year but owing to shortage of funds again some of these Schools are at the verge of closing down as the Municipality can no more run them.

Sir, North Bengal is completely neglected. There was no major scheme undertaken during the First Five-Year Plan nor is there any likelihood of any major scheme being undertaken during the Second Plan. Excepting two Ministers and four Deputy Ministers from North Bengal there has been almost no development at all.

[6-25—6-35 p.m.]

With regard to the scheme for loans to be granted to Low-income Group People for house-building, I think only two or three have been granted this loan in Darjeeling. I do not know the reasons why so many applications have been rejected while the Government Publicity Department is so much busy in telling the people that provision has been made for the granting of loans for house-building under the scheme to low-income Group People. As the housing problem has become immensely acute in Darjeeling the Government should be responsible for housing the Government employees there. The Government Housing Estate Scheme should be implemented in Darjeeling.

Sir, Darjeeling is rich in her mineral deposits, such as lime, graphite, iron ore, coal and copper ore. But no attempt whatsoever has been made to exploit them; our State Government have done nothing. To come to the possibilities of Cottage and Small-scale industries I would like to inform the Hon'ble Members that no indigenous handicraft has been encouraged by providing marketing facilities. Bamboos grow wild and in abundance in Darjeeling. Plantation of Bamboos should be taken up in a scientific method and it should be possible to use them for small-scale industries—if not for a full-fledged paper mill—for preparing paper pulp.

There has been a lot of talk that the Government would manufacture crockeries out of China clay that was discovered somewhere near Ghum in the district of Darjeeling. It has only been a talk so far and if ever any scheme was drawn up the papers have been shelved into the dusty archives of Writers' Buildings.

Mr. Speaker: Are you sure that there is no paper pulp factory somewhere near Darjeeling? It may be a private-owned factory.

Sj. Deo Prakash Rai: There is none. I am definite about it, Sir.

The closing down of some tea gardens in the winter has been an annual feature in the Hill areas of Darjeeling. Last year two or three gardens were closed for more than three months in the winter. The Government of

Assam have shown the way in this direction. Till yesterday we were proud to say that what Bengal thinks today the rest of India thinks tomorrow; but today, unfortunately it has gone the other way round. Today it is what Assam thinks today the rest of India thinks tomorrow at least in this direction. In Assam also there is the same problem of closing down of tea gardens in winter but now the Government of Assam have come forward with a Bill to take over the garden or gardens if and when they close down. In Darjeeling at least 5 or 6 gardens are closed down every year during the winter for more than three months. The State Government should come forward with some sort of a Bill to take over or to prevent the gardens from being closed down during the winter; or the Government should finance the uneconomic tea gardens after verification.

With these words, I resume my seat.

Memorandum of the Pascheem Banga Dhankal Majdoor Union.

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার স্যার, কোলকাতার পাশ্ববর্তী প্রায় ৪০টা ধানকল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেখানকার প্রায় ৭ হাজার শ্রমিকের একটা গণ ডেপুটেশন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা স্মারকলিপি পেশ করতে এসেছে। আমি স্মারকলিপিটা তাঁর কাছে দিচ্ছি এবং তাঁকে অনুরোধ করব যে একটা দিন তিনি স্থির করুন যেদিন পশ্চিমবাংলার ধানকল মজদুর ইউনিয়নের তরফ থেকে তাঁর সংগে আলাপ-আলোচনা করতে পারে। প্রায় সাড়ে সাত হাজারের মতন লোক যেখানে এ্যাফেকটেড হচ্ছে—তাদের ফ্যামিলি মেম্বার যদি ধরেন আশা করি সেখানে মুখ্যমন্ত্রী একটা ব্যবস্থা করবেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তিন-চারদিন আগে ডাক্তার রণেন সেন এ বিষয় নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন আমি তাঁকে একটা দিনও দিয়েছি। কিন্তু বিভিন্ন দলের লোকের সংগে আলাদা আলাদা করে দেখা করা সম্ভব নয়।

Sj. Subodh Banerjee:

একদিনে হোক, অসুবিধা নেই।

Mr. Speaker:

হয়ে গেল তো।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

উনি বলছেন সাড়ে সাত হাজার, রনেনবাবু বলছেন ৪ হাজার—তাহলে কি দিন যেমন যাচ্ছে সংখ্যা কি বেড়ে যাচ্ছে?

Sj. Benoy Krishna Chowdhury:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আমার বক্তব্য প্রধানতঃ দুর্গাপুর প্রোজেক্ট সম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখবো। দুর্গাপুর প্রজেক্ট সম্পর্কে লোকের ভেতর, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লোকের ভেতর উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য যে পুস্তিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে এটার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল, যে পশ্চিমবাংলায় যে বেকারসমস্যা সবচেয়ে তীব্রতম আকার ধারণ করেছে সেই বেকার সমস্যা দূর করার জন্য এই পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং এর কর্মসংস্থানের দিকটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। ১৯৫৩ সালে এই বেকার সমস্যা সম্পর্কে পশ্চিমবাংলায় যে অনুসন্ধান করা হয়েছিল তাতে দেখা গেছে যে প্রতি একশোজন নিযুক্ত শ্রমিকের জায়গায় প্রায় ২৭·৩ জন বেকার কর্মপ্রার্থী আছে এবং কোলকাতার আশেপাশে প্রায় ২২·৫ জন এবং শুধু যদি মধ্যবিত্ত ধরি তাহলে তার সংখ্যা হচ্ছে প্রতি নিযুক্ত লোকের জায়গায় প্রায় ৪৭ জন। একই সময় ১৯৫৩ সালে বোম্বেতে অনুরূপ তথ্য দেওয়া হয়েছিল—সেখানে দেখা গিয়েছিল যে প্রতিটি একশোজন নিযুক্ত লোকের জায়গায়

সেখানে মাত্র ২·৬ হচ্ছে বেকার—আর বেংগলে ২৭·৩ এবং মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে সেটা ৪৭। এটা কতখানি ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়। এদিক থেকে যদি দুর্গাপুরে পরিকল্পনাকে বিচার করতে হয় তাহলে কর্মসংস্থানের দিক থেকে কতখানি এগুনো গেছে সেটা দেখা দরকার। গতকাল এ সম্পর্কে তথ্য দেয়া হয়েছে, আমি আর তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। অনেকে দেখিয়েছেন, এমনকি কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্য দেখিয়েছেন যে ৯ হাজারের উপর লোক সেখানে কাজ করছে তার মধ্যে মাত্র ১,৩১৬ জন বাঙ্গালী। বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর কথা বাদ দিয়ে শুধু কর্ম-সংস্থানের দিক দিয়ে আমি আলোচনা করছি। প্রথমে আমি আলোচনা করবো ব্রীক বোর্ডের কার্যকলাপ সম্বন্ধে, তারপর আমি কোক ওভেন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আসবো। ব্রীক বোর্ডের ব্যাপারে এমন কতকগুলি তথ্য আছে যেগুলি সম্বন্ধে আমি চাইবো মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় মন দিয়ে শুনে অনুসন্ধান করবেন। কারণ আমরা জানি সেখানে যিনি মেম্বার-সেক্রেটারী আছেন, তিনি আর অন্য কেউ নন, তিনি হচ্ছেন এস, কে, কাঞ্জিলাল, যাকে টেলিফোনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সরাতে চেয়েছিলেন এবং তাঁকে কোনরকমে এখানে এনে বাঁচানো হয়েছিল। তিনি এখন সেখানকার সর্বময় কর্তা হয়ে গেছেন। ব্রীক ফিল্ডএ কর্মসংস্থানের দিক থেকে আমাদের একটা নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব চাই। সেটা হচ্ছে এই যে এন ভি এফদের লোক ছাড়া কতজন লোক সেখানে শিক্ষা পেয়েছেন ব্রীক মেকিং ব্যাপারে? আনএডুকেটেড ইউথদের ইট তৈরি শিখানোর জন্য এটা প্রধানতঃ তৈরি করা হয়েছে। আমি খুব ভাল করে খবর নিয়ে দেখেছি যে ৩৯ কি ৪০ জন ছাড়া, এন ভি এফ-এর পার্সোনেল নয়, তার বেশী কোনরকম শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রভিসন নেই—এটা সম্পর্কে আশা করি অনুসন্ধান করা হবে। দ্বিতীয়তঃ এমন সাইটে ব্রীক ফিল্ড করা হয়েছে যেখানে ট্রাকে করে অন্য জায়গা থেকে মাটি আনতে হয় ইট তৈরি করবার জন্য। যাঁরা ইটের ভাটি তৈরি করেন তাঁরা জানেন যে ইটের ভাটি স্থাপন হয় সেখানে, যেখানে মাটি পাওয়া যায়—এটা অনুসন্ধান করা দরকার।

এবং এও আমি জানি কোনরকম টেন্ডার কল না করে প্রত্যেক ট্রাকপিছু ৬৯ টাকা করে সেখানে দেওয়া হয় যা ওখানকার ট্রাক ভাড়ার তুলনায় অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ এইরকমও হিসেব দেওয়া হয়েছে, প্রায় তিন কোটি ইট কাটা হয়েছে কিন্তু আমি সন্ধান নিয়ে দেখেছি যে দুই কোটি বা তার কিছু বেশী ইট কাটা হয় নি। এবং ঐ ইটগুলিও ঘর তৈরি করার উপযোগী নয়। এই হচ্ছে সেখানে কাজের বহর। অথচ অন্য দিকে ইতিমধ্যে প্রায় ঐ এন ভি এফ-এর জন্য ৩৯ লক্ষ টাকা সেখানে খরচ হয়েছে। যে কেউ যারা ইটের ব্যবসা সম্পর্কে অভিজ্ঞ তারা জানেন ৫০-৬০ টাকায় হাজার ভাল ইট পাওয়া যায়। আমি হিসেব কোরে দেখেছি প্রায় যা খরচ হচ্ছে তাতে ২৪৫ টাকা করে হাজার পিছু পড়ছে। এইরকম করে কি ব্যবসা চলে? এইদিক থেকে দেখছি এখানে স্পিক আছেন, কাঞ্জিলালবাবু এবং তিনি নিয়ে গেছেন তারই টেলিফোন এক্সচেঞ্জএর এ্যাকাউন্টেন্টকে মিঃ ভাদুড়ীকে।

[6-35—6-45 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি একজন বিশিষ্ট আইনজীবী আপনি জানেন কোন জায়গায় কেউ যদি দপ্তরের সর্বময় কর্তা হয়ে যান, যদি প্রথমেই তার মনে উদয় হয় তাঁরই অধীনে যিনি অতীতে কাজ করতেন তাঁর বশংবদ ব্যক্তি যিনি এ্যাকাউন্টান্ট হয়ে কাজ করবেন—তাকে যদি নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয় তাহলে পর সেটা কি অভিসন্ধি সেটা চিন্তা করা দরকার। এবং সেই জন্য সেই ব্যক্তি ২৪৫ টাকা করে পেন্সান পাওয়া সত্ত্বেও তিনি উপরোক্ত ওখানে মাহিনা পাচ্ছেন, এবং এই সমস্ত ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি মনে করি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া দরকার। এইবার আমি যেটা মূল ব্যাপার সেটা বলব, সেটা কোক ওভেন প্ল্যান্ট সম্বন্ধে। যেকোন বিশেষজ্ঞ তারা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে বাংলা, ইংলন্ড, জার্মানী, হল্যান্ড এই কয়েকটা দেশ যেখানে কয়লা অত্যন্ত সহজে পাওয়া যায়, এবং যেখানে কয়লার প্রচুর সম্পর্ক রয়েছে সেই জায়গায় সেখানে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এবং কয়লা থেকে যতরকম ডেরিভেটিভ জিনিস হয়, সেইরকম ইন্ডাস্ট্রি গঠন করা অত্যন্ত উপযুক্ত। এবং সেইদিক হচ্ছে দুর্গাপুরের প্রধান দিক। এর আগে অন্য সদস্য বলে গেছেন যে ঐ যেটা কোক ওভেন প্ল্যান্ট তাতে সর্বসাকুল্যে ১,৫০০ হাজারএর বেশী লোক কাজ পাবে না। মূল কথা ছিল এই যে কয়লা, জল এবং বাতাস এই তিনটা থেকে

অনেক ধরনের ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে পারা যায়—যেমন ধরুন আজকাল যেগুলি আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন, কথায় কথায় আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জএর কথা বলি অথচ আমাদের দেশে জিনিস তৈরি করে আমরা বাহিরে থেকে আনা বন্ধ করতে পারি—ড্রাগ, প্লাস্টিক এ্যারোমিটিক ইনডাস্ট্রি, তার পরে ফার্টিলাইজার্স—এই রকম ধরনের অসংখ্য জিনিস যা আমরা বিদেশ থেকে আনছি তা আমরা এখানেই তৈরি করতে পারি। কেন সে জিনিস করা হবে না এটাই হচ্ছে প্রশ্ন। সেখানে আমরা দেখেছি, যদি সত্যিই ঐ দুর্গাপুরে কোক ওভেন প্ল্যান্টএর যে বড় ইউনিট এর চেয়ে বড় ইউনিট তৈরি করে আরও ইকনমিক ইউনিট তৈরি করে যদি তার সাথে হেভি কেমিক্যাল এবং অন্যান্য সাবসিডিয়ারি, এ্যানসিলারি ইন্ডাস্ট্রি করবার ব্যবস্থা করতাম তাহলে পর অনেক দিক থেকে আমাদের লাভ হত। এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন আমি রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে সোভিয়েট রাসিয়া একটা ইনটিগ্রেটেড মেডিসিনের কারখানা এইরকম জায়গাতে করতে চান। আমি দেখেছি তাদের হিসেবে প্রায় ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা যদি খরচ কোরে এইরকম একটা ইনটিগ্রেটেড মেডিসিন প্রডাকশনএর আমরা ইউনিট তৈরি করি তাহলে তার থেকে বাৎসরিক ৩৫ কোটি টাকার মত ঔষধ তৈরি হতে পারে। বর্তমানে প্রায় ১৪ কোটি টাকার মত ঔষধ আমাদের আসে। এবং যদি তার আড়াইগুণ ভারতবর্ষের মত দেশ যেখানে রোগের অন্ত নাই—বোম্বেতে দেখা গেছে যে অরোমাইসিন এক টাকা দুই আনায় আসে সেই জিনিস সাড়ে নয় টাকা দশ টাকায় বিক্রী হয়। এখানে আমাদের ঔষধ বহুল পরিমাণে তৈরি করতে পারা যায় অথচ আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জএর সুবিধা হয়। কিন্তু এই ধরনের জিনিস আমরা করছি না। আমরা দেখেছি যে হয়ত ইলেকট্রন্স এবং ইনডাস্ট্রিয়াল কার্বন প্রায় আমরা দেড় কোটি টাকা প্রতি বছরে কিনি। অথচ সেই জিনিস এখানে তৈরি হতে পারে। যদি আমরা কোলটার ডিস্টিলেসান-এর রাস্তার পিচ তৈরি করার স্বার্থে যদি আমরা ইনটিগ্রেটেড করে করি তাহলে এই জিনিস হতে পারে। এখানে কস্টিক সোডা এবং অন্যান্য সালফিউরিক এ্যাসিড, নাইট্রিক এ্যাসিড ইত্যাদি নানা এ্যাসিড হেভি কেমিক্যাল থেকে হতে পারে। এই সমস্ত দিক থেকে সেখানে কোন নজর দেওয়া হয় নি। বরং এখন এমন একটা জিনিস দেখছি যেটা হল শুধু কোক এবং গ্যাস এই দুটি ছাড়া অন্য জিনিস সেখানে হবে না। এবং গ্যাসএর সম্বন্ধেও দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বললেন যে কলকাতা আনার ক্ষেত্রে হয়ত

It might be brought to Calcutta

এইরকম ধরনের কথা তিনি বললেন। এখন মনে হয় সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ এত খরচ করে কলকাতায় আনা যায় কিনা এই সম্পর্কে নিশ্চয় সন্দেহ হয়েছে। ঐখানে যে ইউনিটএর মাধ্যমে গ্যাস তৈরি হবে তাতে যে কস্ট অব প্রডাকশন হবে তার পরে এতখানি ট্রান্সমিসান কস্ট —তাহলে কলকাতায় সস্তা দরে দেওয়া চলবে কিনা। এবং দিলেও আমি তাদের রিপোর্টএর ভিতরে দেখেছি যে তারা এখানকার কোন প্রাইভেট কোম্পানিকে হয়ত ওরিয়েন্টাল গ্যাস কিনা জানি না—তাকে হয়ত আবার বাল্ক্ দিয়ে তারা আবার জনসাধারণকে ডিস্ট্রিবিউট করবেন, তাহলে মারাত্মক অবস্থা হবে। এক্ষুণি আমি দেখেছি যদি কেউ এখন রেড রোড ওখান দিয়ে যান তাহলে বর্তমান ওরিয়েন্টাল গ্যাসএর অধীনে সেখানে কিভাবে অর্থাৎ এটাকে ভেজাল বলব না কি বলব—সেখানে আজকে এ্যাকসিডেন্ট কেন হয় না এই অন্ধকারে তা বলতে পারি না। অথচ ঐ রাস্তায় মোটর খুব বেশী চলে। এই কোম্পানির বিষয় তো একটা অনুসন্ধানের ব্যাপার—আবার যদি তারই উপর ভার দেওয়া হয় তাহলে মারাত্মক ব্যাপার হবে। সেইজন্য আমার মনে হয়—এবং আমি গত কয়েক বছর ধরে দেখেছি, এবং এটা মুখ্যমন্ত্রীও জানেন এবং তিনিও তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেছেন যে, বাংলা বিশেষ করে কেমিক্যাল ইনডাস্ট্রিতে বাংলা পাইওনিয়ার। শুধু এদিক থেকেই নয় আমি পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও দেখেছি যে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এই কেমিস্ট্রির প্রফেসর ইনভেরিএবলি বাঙ্গালী ছিল। এবং কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতেও বাংলা পাইওনিয়ার। সেইরকম একটা ক্ষেত্রে এখন বোম্বাই প্রতিযোগিতা করছে—এবং বোম্বাইয়ে যা হচ্ছে তা আমাদের দেশী হলেও ভাবতাম না, কিন্তু সবই বিদেশী ঔষধের কোম্পানী এখানে এসে তারা ভারতবর্ষে যেমন ইণ্ডিয়া লিমিটেড মতন এখানে তারা তৈরি করে; এখানে নানারকম ঔষধ তৈরি করছে। এবং তারই প্রতিযোগিতা তীব্রভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। এবং সেই দিক থেকে যদি বম্বে বা অন্যান্য জায়গার দরুন বাংলাদেশে

যেটা একটা সম্ভাব্য—বাঙ্গালী ছেলের পক্ষে সহজে যেটা সম্ভব, বাংলার যা রিসোর্সেস আছে তার পক্ষে যে ইন্ডাস্ট্রি গড়া সহজে সম্ভব—এবং এতে বহু লোকের কর্মসংস্থানের যার ভিতর দিয়ে সুযোগ রয়েছে—সেই দিক থেকে এইরকম একটা ইনন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার ব্যাপারে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা উচিত। এবং এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এইরকম একটা বিষয়ে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার যদি সত্যিকারের বাধা ইউনিয়ান গভর্নমেন্টএর তরফ থেকে থাকে বা অন্য কোন বাধা থাকে তাহলে পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত দলের থেকে সহযোগিতা নিয়ে এবং এই হাউসএরও একটা রিজলিউসান নিয়ে তারা এই ব্যাপারে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের কাছে দাবী করতে পারেন। যদি হেভি কেমিক্যাল বা অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি বা এ্যানসিলারি ইন্ডাস্ট্রি গড়ার দিক থেকে না এগুনো যায় তাহলে পর ঐ দুর্গাপুর প্রজেক্টএ কর্মসংস্থান সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে সরকারের প্রচারিত পুস্তিকায় তা সমস্ত মিথ্যা হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটা কথা বলতে চাই যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোক ওভেন প্ল্যান্ট ও তা ছাড়াও বাইরের বড় বড় কাজ বাহিরের বড় বড় কন্ট্রাক্টারকে দিয়েছেন এবং এই কন্ট্রাক্টররা যে সমস্ত শ্রমিক এবং টেকনিসিয়ানদের কাজে লাগাচ্ছেন—যখন পার্মানেন্ট হ্যান্ড হিসেবে রিক্রুট করার কথা হচ্ছে তখন এদের রিকুইজাইট কোয়ালিফিকেশন থাকা সত্ত্বেও তাদের নেবার ব্যাপারে কোন কিছু করা হচ্ছে না। সেখানে নতুনভাবে লোক রিক্রুট করার একটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ এখানে একটা জিনিস দেখান হয়েছে যে কনস্ট্রাকসান পিরিয়ডএ প্রায় ১৫ থেকে ১৬ হাজারের মত লোকের জন্য কাজ পাওয়া যাবে। তার মানে ঠিক এ নয় যে, কনস্ট্রাকশন পিরিয়ডএর কাজ শেষ হয়ে গেলেই সমস্ত ডি ভি সি স্টাফএর জবাব হয়ে যাবে। যাঁরা কনস্ট্রাকশন পিরিয়ডএ কাজ করেছেন, তাঁরা যাতে পার্মানেন্টভাবে অপারেশন পিরিয়ডএ-ও কাজ করতে পারেন তার সুযোগ দেওয়া উচিত। যখন অপারেশন পিরিয়ডএর কাজ আরম্ভ হবে, তখন পূর্বে যাঁরা অপারেশন পিরিয়ডএ কাজ করে যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁদের সেখানে রিক্রুটমেন্টএর দিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তা ছাড়া স্থানীয় লোক যাদের ঘরবাড়ী গিয়েছে তাদেরও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

এইটুকু করবার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই।

Memoranda from Tramway Workers

[6-45—6-55 p.m.]

Sj. Bankim Mukherji:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এর পূর্বে আমি একটা বিষয়ে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। এখানে একটা বড় মিছিল কলকাতা ট্রামওয়ে শ্রমিক কর্মচারিদের তরফ থেকে এসেছে। তাঁরা একটা স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রী শ্রমমন্ত্রী এবং অন্যান্য এ্যাসেম্বলী পার্টির নেতাদের দিতে চান, সে বিষয়ে আমি আপনার অনুমতি চাই। গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে একটা ট্রাইবুন্যাল নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু আপনি জানেন যে অধিকাংশ ইউনিয়নই সেটাকে বয়কট করেছেন। কারণ তাঁদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে ট্রাইবুন্যালের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, তাঁরা কোম্পানীর লাভলোকসানের দিকে বেশী যেতে পারেন না। সেইজন্য এ'রা চাচ্ছেন একটা হাই পাওয়ার কমিশন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট্স্ এ্যাক্টএর কোর্ট অফ এনকোয়ারি, যেমন সকল বিষয় দেখেন, এই কমিশনও তাঁদের সকল প্রকার অভিযোগের দিকে নজর দিতে পারবেন, সেইটা তাঁরা চাচ্ছেন।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন, এই ব্যাপার এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে আজকে যদি এখনও এর একটা মীমাংসা না হয়, তাহলে ট্রাম ধর্মঘট হলে পর, কলিকাতার নাগরিক জীবন একটা চরম দুর্দশার সম্মুখীন হবে। এ বিষয়ের প্রতি আমি আপনার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Nepal Ray:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই ট্রাম কোম্পানীর শ্রমিকদের তরফ থেকে দুটো মেমোরেন্ডাম আমার কাছে দিয়েছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনার দুটোই, না, আপনার একটা, ও'র একটা?

Sj. Nepal Ray:

একটা আপনার কাছে আর একটা শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে। একই ট্রাম কোম্পানীর ভিতর বিভিন্ন ইউনিয়ন কলিকাতা শহরে আছে। পাঁচটা রাজনৈতিক দল মিলে ইউনিটি হয়েছে। আমরা সকলে মিলে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ও শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে চাচ্ছি যে আমাদের প্রতি সুবিচার করা হোক। ট্রাম কোম্পানীর মালিকদের অত্যাচারে আমরা জর্জরিত, তাদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান হোক, এইটা আমরা চাই, এইটা আমার প্রার্থনা। আশা করি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ও শ্রমমন্ত্রী মহাশয়, এ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

Sj. Bankim Mukherji:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আর একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে চালকলের লোকদের একটা মিছিল আসছিল, সেটাকে আটকান হয়েছে। ঠিক কথা। কিন্তু পুলিস সমস্ত পথটাই আটকে দিয়েছে, ফলে সেখান দিয়ে কোন লোক আসতে পারছে না। এমনকি আমাদের এখানকার মেম্বর শ্রীযুত গণেশ ঘোষ যখন সেই পথ দিয়ে এখানে আসছিলেন, তখন তাঁকেও তার গাড়িকে আটকে দেওয়া হয়, এবং শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করা হয়—আপনি কোথায় যাচ্ছেন, কেন এই পথ দিয়ে যাচ্ছেন ইত্যাদি।

Mr. Speaker:

মেম্বরস কার্ডটা দেখান উচিত ছিল।

Sj. Bankim Mukherji:

মেম্বরস কার্ড দেখাতে হবে কেন? সেটাই আমার আপত্তি। কেন এইভাবে সমস্ত পথটা আটকে রাখা হয়? রাস্তার এক অংশ আটকে রাখলেই চলতে পারে।

[At this stage Sj. Nepal Ray submitted the memoranda to the Chief Minister.]

DEMANDS FOR GRANTS

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বাংলাদেশের যাঁরা খাদ্য উৎপাদন করেন, তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন ভাগচাষী। কিন্তু এই যে কৃষিঋণ যেটা দেওয়া হয়, তার সুযোগ এই সমস্ত ভাগচাষীরা আদৌ পায় না। ক্যাটল পার্চেজ লোনএর সুযোগ তারাই পাবে, যাদের অন্তত তিন একর পরিমাণ জমি আছে। যারা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি থেকে বা যেকোন লোন নেবে, তাদের নিজেদের অন্ততঃ তিন একর করে জমি থাকা চাই। কিন্তু যাদের জমি নেই কিম্বা মাত্র এক বিঘা জমি আছে, কিম্বা হয়ত একটা গরু আছে, তারা আর একজন লোকের সংগে গাতায় চাষ করে। যারা অধিকাংশই চাষী, তাদের সরকারী ব্যবস্থা থেকে ঋণ পাবার সুযোগ একেবারে নেই বললেই হয়।

কৃষিঋণ খুব জোর ১০ টাকা থেকে ২৫ টাকা পেতে পারে—তারজন্য বহুবার যাতায়াত করতে হয়। যারা সত্যিকার চাষী, ভাগচাষী, এক আধবিঘা জমির মালিক, তারা এই ঋণ পাবে। গভর্নমেন্টের এ ব্যাপারে নীতি হচ্ছে জমি থাকলে ঋণ দেওয়া হবে—এবং জমি না থাকলে দেওয়া হবে না। এই নীতির পরিবর্তন হওয়া দরকার। এই নীতির পরিবর্তনের জন্য দাবী জানাই।

যাদের জমি আছে, তারা ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কস থেকে ঋণ পেতে পারে। কিন্তু ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কসকে গভর্নমেন্ট যে সুদে টাকা দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশী সুদে চাষীদের কাছ থেকে নিয়ে ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কস চাষীদের ধার দেয়। তারপর একবার টাকা নিতে হলে যে হয়রাণী, যে এনকোয়ারি, যে যাতায়াত করতে হয়, মনে হয় যেন বিপদে পড়া গেছে। এইরকম ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। ভ্যালুয়েশন ডিস্ট্রিক্টএ পুরনো আমলের আইন দিয়ে হয়। ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিকটে ভ্যালুয়েশনএ বিভেদ আছে। এক ডিস্ট্রিকটে যেখানে ক্যানেল আছে, আর যেখানে নাই, সেখানে পার্থক্য আছে। লোক্যাল সিচুয়েসান অনুসারে ভ্যালুয়েশন না হয়ে মান্ধাতার আমুলের আইনানুসারে করছে। এটার পরিবর্তন করা দরকার। ডিস্ট্রিকট বোর্ডে সেস আদায় হচ্ছে না। ডিস্ট্রিকট বোর্ড চালাবার জন্য টাকার দরকার। সেই ডিস্ট্রিকট বোর্ডকে ঋণ দেবার জন্য টাকা ধরা হয়েছে। সরকার ডিস্ট্রিকট বোর্ড রাখতে চান। এই ডিস্ট্রিকট বোর্ড রাখার কি সার্থকতা আমরা বুঝি না। রাস্তা সেখান থেকে কনস্ট্রাকসান বোর্ড নিয়ে নিচ্ছে। হেলথ প্রজেকট চলে যাচ্ছে হেলথ সার্ভিসেস-এর হাতে। প্রাইমারী স্কুল অলরেডি চলে গেছে স্কুল বোর্ড-এর হাতে, এম ই স্কুল এডুকেসান ডাইরেকটারএর অধীনে চলে গেছে। আর কোন কিছু করার ডিস্ট্রিকট বোর্ডএর নাই। অথচ একটা এস্টাবলিসমেন্ট মেনটেন করার কি প্রয়োজন বুঝি না। যদি ডিস্ট্রিকট বোর্ড রাখতে হয়, তার সার্থকতা যদি লোককে দেখাতে হয়, তাহলে ডিস্ট্রিকট বোর্ড যাতে টাকা পায়, অন্ততঃ নতুন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইন বদলে ডিস্ট্রিকট বোর্ডকে রিঅর্গ্যানাইজ করতে হবে। তা না হলে ডিস্ট্রিকট বোর্ড রাখার কোন মানে নাই।

মিউনিসিপ্যালিটিকে জলাভাব মেটাবার জন্য লোন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, হয়ত সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। কিন্তু যদি রুরাল এরিয়ার জলাভাবের জন্য ইউনিয়ান বোর্ড ও পঞ্চায়েত যেখানে গঠিত হয়েছে, তারা যদি এগিয়ে এসে বলে হ্যাঁ, আমরা এই এই এলাকার জন্য জলের ব্যবস্থা করবো, তাহলে কি ঋণ পাবে না? তারা যাতে ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ন্যাশনাল সুগার মিলের জন্য ৮ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হবে বলে ধরা হয়েছে বাজেটে। ন্যাশনাল সুগার মিলের কাজ কতদূর এগুলো, যন্ত্রপাতি এল কিনা, কাজ আরম্ভ হল কিনা, তার কোন খবর আমরা এখানে পাই নি। অথচ বলা হয়েছে ৮ লক্ষ টাকা ঋণ এখানে স্যাংকসন করা হল। যন্ত্রপাতির জন্য কত টাকা ধরেছেন, সেটা বললে ভাল হত। শোনা যাচ্ছে স্থানীয় লোককে কোন কাজ দেওয়া হবে না, রিফিউজিদের কাজ দেওয়া হবে। রিফিউজিদের দেওয়া উচিত ঠিকই—তবে স্থানীয় লোকদেরও সমস্যা রয়েছে। রিফিউজিদের কাজ দেওয়া হবে বলে স্থানীয় লোকে কাজ পাবে না এটা হতে পারে না। রিফিউজিরা কাজ পাক, তাদের কষ্ট দূর হোক, কিন্তু সেই সাথে স্থানীয় লোকেও কাজ পাবে এই ব্যবস্থাটা হওয়া দরকার।

[6-55—7-5 p.m.]

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য ডাক্তার রণেন সেন মহাশয় এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ বাবু তাদের ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করে যে বিতর্কের অবতারণা করেছেন তাতে Subsidised Industrial Housing Scheme সম্পর্কে অতি নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু প্রকৃত চিত্র মোটেই নৈরাশ্যজনক নয়। এ কথা ঠিক প্রথম প্রথম, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা আশানুরূপ অগ্রসর হতে পারি নি। তার কারণ গতকাল মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ভারত সরকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং স্কিম সম্পর্কে তখন যে সর্বোচ্চ ব্যয়ের পরিমাণ বা সিলিং বেঁধে দিয়েছিলেন সেই ব্যয় অতি অবাস্তব ছিল যার ফলে পশ্চিমবঙ্গে এই সম্পর্কে কার্যে অগ্রসর হতে পারে নি। পরে, সম্প্রতি ভারত সরকার চার হাজার পাঁচশত টাকার স্থলে পাঁচ হাজার আটশত টাকা মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংএর জন্য বৃদ্ধি করে দেবার ফলে এই দিকে কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কলিকাতা শহরের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্য কোন শহরের তুলনা চলে না। কলিকাতার শিল্পাঞ্চল ভারতবর্ষের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের তুলনায় সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ স্থান। কলিকাতায় অন্যান্য জায়গার

তুলনায় মেটিরিয়ালসএর দর সর্বোচ্চ, এই দুই কারণে এবং ভারত সরকার unrealistic ceiling cost prescribed করে দেবার ফলে এই টেনিমেন্টসএর কাজ পূর্বে এগুতে পারে নি বটে, কিন্তু সম্প্রতি এই পরিমাণ বৃদ্ধি করার ফলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪,৮৭৬টি টেনিমেন্টস নির্মাণের কার্য হাতে নিয়েছেন। এর মধ্যে ৩,৬০০টি এক কামরা বিশিষ্ট এবং ৬১৬টি দুই কামরা বিশিষ্ট বিভিন্ন জেলায় নেওয়া হয়েছে। কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টও ৬৬০টি এক কামরা টেনিমেন্টস তৈরির কাজ হাতে নিয়েছেন। এই ৪,৮৭৬টি টেনিমেন্টসএর মধ্যে কলিকাতায় ৬৬০টি, ২৪-পরগনায় ২,৩৫০টি, হাওড়ায় ৮৩২টি, হুগলিতে ৬৩৪টি, বর্ধমান-আসানসোলে ৪০০টি টেনিমেন্টসএর কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১,৪৪০টি টেনিমেন্টসএর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, বাকী কাজ আরম্ভ হয়েছে বা আরম্ভ হচ্ছে। এ ছাড়া বর্তমান মাসে আরো ১,০৭৪টি টেনিমেন্টসএর প্রস্তাব ভারত সরকারের মঞ্জুরীর জন্য চাওয়া হয়েছে, এবং চলতি বৎসর শেষ না হবার আগেই আরো ১,২০০ টেনিমেন্টসএর কাজের জন্য ভারত সরকারের কাছে মঞ্জুরী চাওয়া হবে। এর জন্য জমি সংগ্রহ হয়েছে। মোটের উপর চলতি বৎসরের মধ্যে ৭,০০০ টেনিমেন্টসএর কাজ নেবো বা নেওয়া হয়েছে বলা যেতে পারে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই কাজের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ আছে সেই অর্থ বরাদ্দ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের মধ্যে নিশ্চয়ই সম্পন্ন হবে একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি। আর একটা কথা বলেছিলেন যে, শ্যামনগরে আমাদের যে বাড়ী নির্মাণ হয়েছে তার ছাদ দিয়ে নাকি জল পড়ে। এমন কোন অভিযোগ আমাদের কাছে আসে নি, আমি একটু আগেই সংবাদ নিয়েছি। যাই হোক এই সম্পর্কে আমি অনুসন্ধান করবো। আর একটা কথা বলেছেন যে এ্যালটমেন্ট কমিটিতে যেসব মাননীয় সদস্য আছেন তাতে আমাদের বিধান সভার কোন সদস্যকে নেওয়া হয় না। ঠিকই নেওয়া হয় না। কারণ এটাকে আমরা রাজনীতির ব্যাপার বলে ধরি না। এ্যালটমেন্ট কমিটিতে শ্রম বিভাগের কর্মচারী বা কর্মচারিগণ থাকেন, মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিগণকেও এই কমিটিতে নেওয়া হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I shall try to answer as many questions as I can within a short period of time. My friend Sj. Konar was wondering why, when we put 16 lakhs of rupees under House-building Loan in 1957-58, no provision has been made this year. If he had only taken the trouble to read the item—the item is 'house-building loan to flood-affected people'—he would have realised that as there was no flood, there was no point in putting any figure under that head.

Sir, questions have been raised by several friends about the way in which loans to cultivators are given. Question has been raised about cattle purchase loan. It has been said that no cultivator who cultivates less than 10 acres is eligible for this loan. That is not a fact. He is eligible provided the value of the land owned by him is not less than five times the amount of the loan to be advanced. Sir, it has also been mentioned just now that in Land Mortagage Bank cases, when application is made for a loan, enquiry is made and delay occurs. The Land Mortgage Banks give money on long credit. Naturally they want the land to be mortgaged free from encumbrances. Enquiry is therefore necessary to find out whether the land is encumbered. It is also necessary to find out the nature of the land and the position thereof. When these facts are mentioned, the enquiry can be made and then we are able to find out the solution.

Sir, it has been suggested that enough money is not being given for the crop loan. In 1951-52 the total amount of crop loan given was 50 lakh; in 1952-53—60 lakh; in 1953-54, 75 lakh was offered and only 73 lakh was drawn; in 1954-55 we were prepared to offer 100 lakh, 79 lakh was drawn; in 1955-56, 100 lakh was offered, 97 lakh was drawn; in 1956-57, 150 lakh was offered, 102 lakh was drawn; in 1957-58, 250 lakh was offered, 150 lakh only was drawn; and this year we are going to offer 3 crore for

the crop loan. As regards the figures that we have given here, it has been suggested that we are not giving more under the different heads to the cultivators than what we used to give before. I have got here the figures for 1954-55, 1955-56, 1956-57 and 1957-58. From this it will appear that taking away the crop loan the figures are 139.9 in 1954-55, 164.84 in 1955-56, 239.27 in 1956-57 (the year of the flood). Last year, the revised estimate was 185.68. This year we have provided 2 crore 18 lakhs 71 thousand. Therefore, you cannot say that we are not trying to give them as much as is possible.

Sir, a question has been raised about the National Urban Water-supply Scheme. For this scheme we have got provision under two Heads. Grants are provided under Public Health and loans are provided under the Head that I have placed before you today. In 1957-58, Rs. 32.41 lakhs were given as grants and Rs. 6.45 as loan to the urban areas. In 1958-59 we have provided for Rs. 40 lakhs as grant and Rs. 24.38 lakhs as loan.

As regards the provision for roads in the municipal areas the rule that the Government of India laid down is that the municipalities must pay one-third and the Government pays two-thirds. The smallness in the figure of provision for roads has been because the municipalities are not prepared to come forward with the scheme offering one-third of the total cost on roads in the particular area. Sir, for the scheme for the urban water-supply and drainage, as I said in my opening speech, we asked for Rs. 4.7 crores and we were given Rs. 2 crores of which Rs. 37 lakhs were "spill-over" from the First Five-Year Plan and the scheme that is now before us is for Rs. 1 crore 62 lakhs for the different municipal areas of West Bengal.

Sir, I have already told about house building loan and about fertiliser loan and cattle purchase loan.

Now, Sir, a question has been raised by my friend Mr. Mitra that the power is distributed at a very high rate. Sir, at the present moment there are only a few diesel engine sets and one or two hydel stations like the Mayurakshi. The Board borrows or takes current from either the Damodar Valley or the Calcutta Electric Supply Corporation, purchase electricity in bulk and then distribute it to the different consumers. For the distribution of power the Board has to construct and maintain long high tension and low tension lines. In accordance with the Government policy the Board has undertaken extensive electrification of rural areas and community development projects. These are necessarily not remunerative and cannot be remunerative. In the first place in a majority of cases the power that is supplied is used for lighting at night. There is practically no load as every person who is interested in electricity project would know that the economic results of the project will depend upon the load factor. The longer the period during which current is used, the lesser is the cost.

[7-5—7-15 p.m.]

Sir, it is true that we are providing large amounts of money as interest. This has to be done because that is the method we follow. In fact in many cases the loans are given to the Electricity Board after our borrowing from the market and we have got to pay interest to the market and therefore we must charge interest on the Electricity Board. So long as the Board is not able to generate its own electricity and there is sufficient increase in demand of electricity in rural areas, I am afraid the position will be as it is now namely cheap electricity would not be possible.

The Board was established in May, 1955. Since its formation the Board has opened 110 new sub-stations and erected 1,121 miles of high tension and 350 miles of low tension lines. The rate of charge levied by the Board, if you compare it with the charges made in other State—U.P., Assam, Orissa, Rajasthan, M.P.—where distribution of electricity has been taken in the public sector, you will find that our rates are quite favourable compared to theirs. Our rate again is lower than what the private licensees charge in different areas except Calcutta Electric Supply Corporation.

Sir, the next point that was raised was about the State Electricity Board and the various items of "*durniti*" mentioned by Shri Mitra. He has given me a list. I have passed it on to the Electricity Board for proper enquiry and report to me. He says there are no service rules. Service rules have been made and I understand are going to be taken up very soon. It is said that there is risk of

ছাঁটাই

I am told there is no risk for

ছাঁটাই

Then there is provident fund scheme for the members of the Electricity Board. In this connection I will mention the matter referred to by my friend Shri Majumdar from North Bengal about Jaldhaka and Balasun schemes. They are not our schemes because they have been taken over by the Electricity Board. I may mention to him that Jaldhaka scheme for Rs. 13 lakhs has been approved by the Planning Commission but the Balasun scheme for Rs. 1½ crores has not yet been accepted by the Planning Commission.

As regards Howrah Improvement Trust, the Improvement Trust Act was passed in 1956 which provides for the improvement of the town of Howrah through the agency of an Improvement Trust. It came into force on the 26th January, 1957. A Board of Trustees was constituted on the 1st June, 1957. It is proposed to pay a subsidy of Rs. 47.5 lakh to the Board by the Government as in the case of the Calcutta Improvement Trust at its origin, during the First Five-Year Plan period. Rupees three lakhs have been made over in 1957-58 and a provision for Rs. 3.20 lakhs have been made this year. The difficulty about the Howrah Improvement Trust is that we find that it is not possible to depend mainly upon the result of the activities of the Improvement Trust namely buying the property, selling the property and so on because that would not realise the cost unless some other source of income is arrived at. We have agreed to pay the initial cost. The Howrah Municipality has agreed to pay and I believe the Calcutta Improvement Trust has also agreed to transfer some of its jute duty to Howrah but the main item upon which we depended after getting the report of the Taxation Enquiry Commission was that we should impose a terminal tax for persons who are coming from a distance of over 30 miles into Howrah. That requires Government of India sanction. The Government of India in the beginning were half willing but I understand they have not yet given the final sanction to it. That is the position with regard to the Howrah Improvement Trust.

[7-15—7-25 p.m.]

Sir, Dr. Ranen Sen has spoken about the low-income group industrial housing answer to which has been given by my friend Shri Khagendra Nath Das Gupta.

He was rather surprised at the Ministers' going to Digha and he was questioning as to who paid all our expenses there. Let me tell him—I do not want to say anything about this, because I feel it beneath my dignity to take note of this—that although as a Minister we are not entitled to any leave but we are supposed to be on duty wherever we are at any particular moment, during the period that I was there, I did my official duty and finished my files which were sent to me, yet every rupee, every pie that was spent there was spent from my pocket. My transport charges and everything was paid by me. The car that I used there was the car of one of my friends. Although the police was there with jeeps, etc., I could not help that, sometimes I disliked it, but I had got to submit to certain rules. But to say that I was spending Government money for the purpose of having a holiday in Digha—the very conception of it is irritating to my mind. I cannot understand how an honest man can think of it. Sir, would he do it? If he would not, why he should expect that others would do it.

Sir, the next point is that Shri Sunil Das and Shri Benoy Chowdhury gave long lectures. They are experts on Coke Oven Plant, on the production, on the method of disposition, how they can be utilised, what is the economic aspect—they know all that. But unfortunately I have got to depend upon experts other than they. That is my unfortunate position. He may consider himself to be a famous chemist. I bow down to that. I am not a chemist, but I have got a small amount of common sense to pick other people's brain and to find out what is to be done in a particular case Sir, I want to industrialise the place. I want the place to be developed. After all in this world everybody cannot do exactly the same as any other person. Everybody has got his own method of doing things. We are taking actions according to the plan. I can contradict every statement made by Shri Sunil Das, but I do not want to waste the time of the House. I do not want to do it, because every step that has been taken is taken not merely by the experts of our State but also every step has been approved by the Planning Commission—they have also their experts—otherwise they would not have agreed to our plan. My friends said that if Bombay, Madras and Assam can do a certain thing why can't Bengal do it? Let us admit that we can't do what the others do. But I can say that we can do many things which others cannot do. That is throwing back all the arguments one side or the other.

Sir, about bringing in the pipe line and utilisation of gas, all these arrangements about pressure have been made by our experts and he need not worry about that. He has said "where the coke will be sold". I can tell him that today I have got an offer of 1 lakh 50 thousand tons of coke to be taken by a party who want that That is neither here nor there. He says I have been defeated while others have won. In this world some must get defeated and some must win, but that does not matter to me. So long as I can see that the work that I have in hand is carried out with thoroughness, I am satisfied. I do not want to compete with other States. They have got their own point of view while we have got our own point of view. Their problems are different from our problems and, therefore, it is not possible for us to go in competition with them. He mentioned the example of Assam. I am sorry that he mentioned that example. I am sure that in the end we shall find that we have been able to get what we wanted. What do we find? With regard to putting up a factory in Durgapur for mining engineering machinery, at first the Government of India would not agree.

But they had to give it. Similarly, with regard to optical glass manufacture, they would not at first allow it in Durgapur, but they had to give it. So, it is always best for a politician to have two things in him—one is good vision, a clear vision and the other is patience.

Sir, I do not want to waste the time of the House any more. I move for the acceptance of my demands and rejection of all the cut motions.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Sir, the Chief Minister spoke about grants to municipalities for construction of roads. He said that the municipalities cannot provide one-third because they are poor and the other two-thirds cannot be given by the Government because of the arrangement. But is it not a fact that last year the Minister for Local Self-Government in a speech at Suri and the Chief Minister on the floor of the House said...

Mr. Speaker: An assurance might have been given by the Minister but the correct position has been stated by the Chief Minister.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Regarding one-third to be paid by the municipalities, the Chief Minister promised that in case a municipality cannot give that one-third, there is provision of loan in the budget to be given to the municipality on a long-term basis.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Not for roads.

Mr. Speaker: There are two grants before the House Grant No. 38 and Grant No. 48. Regarding Grant No. 38, I am putting all the cut motions to vote save and except those which are out of order and cut motions Nos. 7 and 10. Regarding Grant No. 48, I am putting all the cut motions to vote save and except those which are out of order and cut motions Nos. 2 and 9.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 1,64,39,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 48, Major Head: Loans and Advances by State Government be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 1,64,39,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 48, Major Head: Loans and Advances by State Government be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Misra that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[7-25—7-32 p.m.]

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: 57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—50.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Pakray, Sj. Gobardhan
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—132.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath

Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 50 and the Noes 132, the motion was lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 4,72,60,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: 57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure, etc., be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—50.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Preva

Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Pakray, Sj. Gobardhan
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—132.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Dejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath

Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 50 and the Noes 132, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 4,72,60,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 38, Major Heads: "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" was then put and agreed to.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 1,64,39,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 48, Major Head: "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—50.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Preva
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Pakray, Sj. Gobardhan
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—131.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath

Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Do.ui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Saha, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 50 and the Noes 131, the motion was lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 1,64,39,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 48, Major Head: "Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result: —

AYES—51.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada

Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Pakray, Sj. Gobardhan
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sjta. Manikuntala
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—33.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Blanche, Sj. C. L.
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bijoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Muzaffar Hussain, Janab
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad

Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 51 and the Noes 133, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 1,64,39,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 48, Major Head: "Loans and Advances by State Government" was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-32 p.m. till 8-30 a.m. on Saturday, the 21st June, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 21st June, 1958, at 8-30 a.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 214 Members.

[8-30—8-40 a.m.]

Inclusion of non-official days and other important debates in the programme.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার স্যার, একটা বিষয়ের প্রতি আপনার এ্যাটেনশন ড্র করতে চাই। আমাদের নন-অফিসিয়াল ডেগুলি কবে কবে হবে, সেটা জানতে চাই। তিনটি শুক্রবার আমরা ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছি। ২৬এ জুন তারিখ পর্যন্ত প্রোগ্রাম দেওয়া আছে। আমাদের অনেকগুলি নন-অফিসিয়াল রিজোলিউশন দেওয়া হয়েছে এবং ৩টা নন-অফিসিয়াল বিলও দেওয়া হয়েছে। ২৬এ জুনের পরে কোন প্রোগ্রাম দেখছি না। আপনার বোধ হয় মনে আছে গত দু বছর ধরে ডাক্তার রায়কে আমরা বলে আসছি সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ পশ্চিম বাংলার অবস্থাটা কি, এ বিষয়ে একটা স্পেশাল ডিবেট ফিক্সড আপ করবার জন্য। তা ছাড়াও সেদিন আমরা জল সম্পর্কে ও খাদ্য সম্পর্কে একটা আলোচনার দিন ফিক্সড আপ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। আপনি যদি ও'র সঙ্গে কথা বলে দিনগুলি আমাদের জানিয়ে দেন, তাহলে আমাদের সুবিধা হয়, বিশেষ করে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ পশ্চিম বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য।

Mr. Speaker: A programme has been drawn up. The Secretary will make it available to you.

Sj. Ganesh Ghosh: Will it include the debate on Second Five-Year Plan?

সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর প্রোগ্রাম এর মধ্যে আছে কি? সেক্রেটারী সাহেব বলছেন নেই। গত দু বছর ধরে আমরা বলছি।

Mr. Speaker: Let us not lose the time.

Sj. Ganesh Ghosh: It is no question of losing any time. You can understand, Mr. Speaker, it is a very important matter.

Mr. Speaker: Politicians are in the habit of wasting time, not lawyers. I will look into the matter.

Sj. Ganesh Ghosh: Please also see to the special debate about water contamination.

DEMENDS FOR GRANTS

Major Head: 50—Civil Works.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 2,45,04,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works".

(Rs. 1,22,52,000 has been voted on account.)

Major Head: 81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Sir, on the recommendation of the Governor I also beg to move that a sum of Rs. 4,04,89,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 44, Major Head: "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account".

(Rs. 2,02,45,000 has been voted on account.)

50—Civil Works budget is a revenue budget and includes demands for normal original and maintenance works whereas the budget head 81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account includes demands in respect of all original road and building projects costing more than Rs. 20,000 in each case which creates an asset having a life of 15 years or more (other than those which being financed by specific grant from outside sources are booked under 50—Civil Works). The budget under 50—Civil Works is controlled exclusively by the Works and Buildings Department, while grant under 81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account is partly controlled by the Works and Buildings Department and partly by the Development (Roads) Department.

The Works and Buildings Department at present executes the major portion of the building programme of the State Government. Besides the building programme, this Department undertakes the work of construction of some important roads and road projects financed out of the Central Road Fund. It has also to look after and maintain all Government buildings and roads including national highways.

With the expansion of development and welfare activities of the State, departments of Government have greatly expanded necessitating the construction of several multistoreyed buildings in the city of Calcutta to provide accommodation for various offices.

The work of construction of City Civil and Sessions Court consisting of two blocks—one for Court and the other for office—is well in progress and is expected to be completed this year. The project is estimated to cost Rs. 49,00,000.

The post-independence reforms in the sphere of education has also necessitated the construction of a large number of big buildings for accommodation of educational institutions—scientific, engineering, technical, vocational and general.

Among the various projects undertaken by the State Government, details of which may be found at pages 225-229 and pages 231-244 of the Red Book, special mention may be made of the scheme for erection of the statue of Mahatma Gandhi lately decided to be installed at the junction of Outram Road and Chowringhee Road. It will be a double life size statue of Mahatmaji in bronze and it is expected that erection will be completed by the first week of October next. The construction of the grand public building "Mahajati Sadan"—a specimen of oriental architecture—is almost complete and Government intend to open the building shortly by a public ceremony befitting the occasion.

With the increase in the population by leaps and bounds in and around the city of Calcutta, it has become necessary to widen and improve certain important roads and bridges with a view to catering to the growing needs of traffic. Decision has accordingly been taken to undertake the following projects at a very early date after the question of finance is decided upon:—

(1) Reconstruction of Talla Railway over-bridge—42 feet width with footpaths of 9 feet width each on both sides, estimated to cost Rs. 43,61,100. We have already moved the Government of India to agree to the State share, Rs. 20 lakhs approximately, being debited to Central Road Fund and asked other parties—Railway, Calcutta Improvement Trust and Corporation—to agree to bear their respective shares. Work order for construction of a foot bridge for use of pedestrian traffic, during reconstruction of the bridge, has already been issued.

(2) Widening of Budge Budge road from 12 feet to 18 feet —estimated cost Rs. 7,79,000. Government of India's sanction has been sought for to the cost of the project being met from Central Road Fund.

(3) Widening of Diamond Harbour Road from Shahapur Road junction to Thakurpukur. The crust of the road will be increased from 25 feet to 42 feet with lands 10 feet in width on both sides for footpath. Government of India's sanction to the cost being met from the Central Road Fund has been sought for. The estimated cost is Rs. 36,85,482.

(4) Improvement of the approach road to the Jadavpur Railway Station from Lady Willingdon Road. This work was completed last year. It has since been decided to improve the road from Jadavpur to Kasba as a Central Road Fund Project. Government of India's approval is being sought for.

(5) Thorough repairs to the Russa Road (South) and Bansdhani Road (now renamed as Netaji Subhas Road). The estimated cost is Rs. 3,07,693. This work has already been taken in hand.

(6) Gariahata Road Bridge over Railway crossing—As per arrangement, the approach road will be improved by the Calcutta Improvement Trust and the bridge proper by the Railway.

(7) Reconstruction of Majerhat Bridge similar to Talla Bridge of which the estimated cost is Rs. 47,70,000. The question of allocation of the cost among road authorities, Port Commissioners and Railway, is now under consideration.

[8-40—8-50 a.m.]

The following are some of the important Central Road Fund projects which are now well in progress:—

(1) Widening the width of the Barrakpore Trunk Road from Talla Park to Kamarhati by 10 feet each side (4.5 miles)—nearing completion. Estimated cost—Rs. 13,42,000.

(2) Improvement of Baraset-Basirhat Road (26.33 miles). Estimated cost—Rs. 38,06,782.

(3) Improvement of Old Calcutta Road from Sodepur to Khardah-Rahara R. K. Mission School. Estimated cost—Rs. 2,10,000.

(4) Widening Distipur-Falta Road. Estimated cost—Rs. 5,93,000.

In order to provide direct road communication to newly integrated Purulia district, a road from Bankura to Purulia via Hura has been proposed to be constructed under the Central Road Fund Project. The proposal has been sent to the Government of India for approval.

The volume of maintenance work of the Department has lately increased considerably in consequence of the taking over for maintenance of a large mileage of roads and a large number of buildings constructed under the First Five-Year Plan. Total mileage of roads under our maintenance is about 3,830 miles of which 787 miles represent National Highways, 2,975 miles represent State Roads and 68 miles represent C. D. P. Roads.

The maintenance of roads and buildings and other installations in the Community Development Project Blocks of Mamudbazar and Jhargram have also been taken over by the Works and Buildings Department. Similar public works will be taken over gradually for maintenance.

The extraordinary floods of 1956 caused extensive damages to many Government roads of this State. Emergency measures were taken to restore the communications promptly. Permanent restoration work has also been taken in hand and is well in progress. Against the estimated cost of Rs. 25,00,000 approximately a total sum of Rs. 11,00,000 has already been spent during the last two financial years. In view of the importance of flood damage restoration works, the Government of India have agreed to contribute 50 per cent. of the total expenditure and steps are taken to recover the Government of India's share periodically. Besides, a flood protection project of about 18 lakhs for addition of 4 spans and raising of existing 4 spans of Upper Jaldacca Bridge in North Bengal and for construction of guide bunds on both sides is now in progress.

The Works and Buildings Department is also responsible for implementation of two schemes, viz., (a) the State Government's scheme for Improvement and Maintenance of Village Communications by Local Enterprise, and (b) the Government of India's Model Village Road Development Co-operative Scheme. Under the first scheme, more than 500 projects have so far been taken up in various parts of this State at a total cost of about Rs. 36,00,000 since the inception of this scheme in 1951-52 and up to the end of the financial year 1957-58 for which Government have paid a contribution of about Rs. 24,00,000 and the contribution of the local people in cash and/or in kind has been assessed at about Rs. 12,00,000. Under the second scheme, roads, bridges and culverts in rural areas under the charge of local bodies can be constructed and improved including metalling, where necessary. Estimated cost should not ordinarily exceed Rs. 30,000 in each case. The total cost of a project is borne equally by the Government of India and the local people. About 200 projects have so far been taken up at a total estimated cost of about Rs. 20 lakhs.

I may inform the House that the above two schemes are fast gaining in popularity and people all over the State have been taking advantage of them.

We have enacted the West Bengal Historical Monuments and Excavation of Archaeological Sites Act, 1957, which has come into force with effect from the 1st June, 1958. A Directorate in this connection is going to be established very soon to undertake a survey of such monuments and archaeological remains and arrange for necessary preservation of the same.

I may also mention that Government have decided to improve the conditions of service of a very large number of the staff of the department by making 80 per cent. of the total cadre of Executive Engineers, Assistant Engineers and Overseers permanent. The question of consequential permanency of the office establishment is also being considered.

Sir, I would now pass on to the development of roads. In my last budget speech I explained to the House the scope of our Second Five-Year Plan for roads development and the different stages through which this plan was formulated. I do not like to recapitulate those points as time fixed for voting of demands of the relevant Grant is very short.

The Second Five-Year Road Development Plan commencing from 1956-57 provides for construction and improvement of a total length of 3,600 miles of roads with bridges Out of 3,600 miles, nearly 2,200 miles are new works and the balance represents the mileage of "spill-over" works from the First Plan. The Second Plan has been framed with total cost -estimate of Rs. 26 crores 50 lakhs, the limit of expenditure during the five-year period, 1956-61, being fixed at Rs. 17 crores 10 lakhs. Besides, a programme of 108 miles of road works estimated to cost about Rs. 62 lakhs, with an expenditure ceiling of Rs. 37.69 lakhs during the Second Plan period, has been drawn up for the territories transferred to West Bengal.

Even with the five-year expenditure-ceiling, as mentioned above, the annual share of State Road Plan should have been reasonably fixed at Rs 3 crores 50 lakhs on the average. This estimated average sum of Rs. 3 crores 50 lakhs is not being allocated to the Road Development Plan annually by the Planning Commission. Rs. 275 lakhs and Rs. 300 lakhs were provided for in the budgets for 1956-57 and 1957-58 respectively whereas a sum of Rs. 280 lakhs only has been proposed to be provided in the current year's budget. As a result of this financial limitation, a number of road projects, which found place in the budget for 1957-58 but on which no expenditure was incurred, has had to be kept in abeyance. If this state of financial stringency continues, it may not be possible at all to take up a number of road projects included in the plan or to complete those already taken up up to cement-concrete or black-top stage within the Plan period. Some of these roads will, therefore, be done up to stages short of completion and may have to be carried over to subsequent plans. The Second Plan is now being reviewed so as to find out to what extent we can accommodate the projects in the Plan within the reduced provision.

The cost of a reasonably complete road plan for West Bengal has been variously estimated at Rs. 200 crores approximately, excluding roads of minor importance, as against which we spent Rs. 20.22 crores up to the end of the First Plan period and less than Rs. 17.50 crores has been provided for expenditure during the Second Five-Year period.

[8-50—9 a.m.]

Obviously, at this rate of allotment, a number of 5-year Plans will be necessary to implement a complete roads plan for West Bengal. In the background of these limitations, our achievements are not insignificant.

Lack of financial resources makes the process of road development slower than we should wish it to be. But we cannot expect to spend more than what our resources permit. Having regard to the limited resources in comparison to our need, it has not been possible to include in our plan more than what we have done. Quite a lot has had to be omitted. In doing this we have gone by a scale of priorities determined in consultation

with the District Development Councils. Greater stress has been given in the first two Plans on the laying down of a workable system of trunk communication in the State. Village roads too have been given due consideration. A number of them was taken up and completed up to utility stages during the First Plan period and still others have been or will be taken up during the Second Five-Year period. Requests, of course, are often received from the honourable members as also from the public for more and more roads. I appreciate the necessity of such roads and would have been extremely glad to accommodate all of them. Unfortunately, the funds at our disposal are too meagre to include any more project than what we have already taken up.

Besides the State road programme under Five-year Plans mentioned above, the Development (Roads) Department is also executing the following works:—

(i) National Highways for which financial responsibility is borne by the Government of India;

(ii) Some of the centrally-sponsored road schemes other than National Highways;

(iii) A number of road works financed out of State share of allocation from Central Road Fund;

(iv) Roads in Cooch Behar district undertaken and completed out of the Cooch Behar Development Fund independently of State Road Plan;

(v) A limited programme of other road works done out of sundry allotments from the current revenue resources of the State.

I shall now give you an account of what we were able to do under all categories of road works.

From August, 1947 to commencement of the First Five-Year Plan we undertook for development 1,210 miles of roads and incurred an expenditure of about Rs. 7 crores on them.

Out of 2,900 miles of roads of various categories including National Highways taken up during the First Five-Year Plan, 1,584 miles (107 miles of National Highways, 1,315 miles of State Roads on the First Plan, 162 miles of Central Road Fund projects) were completed in all respects. This achievement does not take into account 67 miles of C.D.P. roads completed out of funds made available from C.D.P. budget. 3,411 Rft. bridges on National Highways and 5,300 Rft. bridges on various State Roads—all above 100 Rft.—were also completed during the First Five-Year period.

In the first two years of the Second Plan, an expenditure of Rs. 590 lakhs (Rs. 301 lakhs and Rs. 289 lakhs) was incurred on State road development works. In addition, an expenditure of Rs. 139 lakhs (Rs. 86 lakhs and Rs. 53 lakhs) was incurred on National Highways, besides Rs. 41 lakhs (Rs. 24 lakhs and Rs. 17 lakhs) on Centrally-aided roads, and Rs. 81.83 lakhs on other original road works from revenue resources including allocation from Central Road Fund.

Progress of works during the first two years of the Second Five-Year Plan was as follows:—

702 miles of State roads, 68 miles of National Highways, 56 miles of Central Road Fund projects and 96 miles of Centrally-aided roads were completed up to surface stage besides mileages under construction at various stages. About 7,500 running feet of bridges at various stages taken over

from the First Five-Year Plan were also completed during the two years 1956-57 and 1957-58. The immediate objective of the First Five-Year Plan was to connect all the district and subdivisional towns with one another and with the State capital. Passing *en route* through rural areas these roads have served to bring them within easy access of important market places. The Second Five-Year Plan provides for the completion of the unfinished task in respect of some of them and for the extension of the roads network to connect all important places such as centres of industrial or agricultural production, markets, thana health centres and thana headquarters, etc., with a developed system of roadways. Sir, on the date of partition in 1947, West Bengal had only 1,181 miles of roadways undei the direct charge of Government. With the completion of the First Five Year Plan the total length of roads under direct maintenance and undei construction of Government has gone up to above 5,000 miles. When all new works commencing under the Second Five-Year Plan are completed, there will be about 7,500 miles of Government roads in West Bengal.

With these words, Sir, I commend my motions for demand to the acceptance of the House.

Mr. Speaker: There are two cut motions Nos. 14 and 48 relating to Grant No. 32, which I hold out of order. The rest of the cut motions are taken as moved.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: Cut motions Nos. 53 and 67 also have no bearing on Grant No. 32.

Mr. Speaker: I will look into them.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,00(to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobardhan Pakray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Amarendra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant N 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobardhan Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bejoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanai Lal Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Misra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Amal Kumar Ganguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,04,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 44, Major Head: "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,04,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 44, Major Head: "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Amal Kumar Ganguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,04,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 44, Major Head: "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,04,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 44, Major Head: "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,04,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 44, Major Head: "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Sj. Rabindra Nath Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল তা থেকে প্রায় ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭ হাজার ৩৫ টাকার মত কম খরচ হয়েছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাস্তার খাতে যে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে সেই বরাদ্দের টাকা সম্পূর্ণভাবে খরচ করা সম্ভব হবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, সরকারের যে নীতি তাতে বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় মোট খরচের ৫০ পার্সেন্ট জনসাধারণ যেখানে দিতে পারবে সেই সমস্ত জায়গায় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করা হবে। এজন্য দেখা যাচ্ছে যেখানে যেখানে দিতে পারে নি সেখানে রাস্তা হয় নি। তার ফলে যে বরাদ্দ করা হয়েছে তাও খরচ করা যায় নি। এ কথা ঠিক যে সরকারের ব্যয়বরাদ্দ বেড়ে গেছে, সেই তুলনায় রাস্তার পরিধিও বেড়ে গেছে, কিন্তু জনসাধারণের সুখের পরিধি সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে কিনা তা চিন্তা করতে হবে। গ্রামের মধ্যে দেখা গেছে যেখানে বড় বড় হাট, বাজার, গঞ্জ, স্কুল আছে, সেইখানে পাকা রাস্তা নির্মাণ করে যোগাযোগ রক্ষা করে গ্রামের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেই প্রয়োজনীয়তা সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে না। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই যে সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যখন গ্রহণ করা হয়েছে সেই প্ল্যানের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যেখানে গ্রামে হাট, গঞ্জ, বাজার রয়েছে—সেই সমস্ত জায়গায় রাস্তা করা এবং ভালভাবে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা। যদি দেখা যায় যেখানে মানুষ ৫০ পারসেন্ট ভাগ দিতে পারছে না সেখানে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা কোরে তারা যতটুকু দিতে পারবে সেইটুকু সাহায্য তাদের কাছ থেকে নিয়ে সেই রাস্তাগুলি পাকা করা দরকার।

[9—9-10 a.m.]

টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে গ্রামের মধ্যে তিন-চার মাইল প্রশস্ত যেসব রাস্তাগুলি হয়েছে সেগুলি যাতে গ্রামের মধ্যে হেলথ সেন্টার বা থানা বা স্কুলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং যদি সেই সম্বন্ধে সরকারী দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহলে ভাল হয়। এমন অনেক জায়গায় দেখা গেছে যে গ্রামের মধ্যে যে রাস্তাগুলি রয়েছে সেগুলি বর্ষাকালে ডুবে যায়, তা যাতে না হয় সেজন্য সেই রাস্তাগুলির উপর স্থানীয় লোকের জন্য কাঠের বা ইটের ব্রীজ তৈরি করা হয় তাহলে ভাল হয়। সর্বশেষে, আমি বলছি যে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ যে রাস্তাগুলি হয়েছে সেগুলি সরকারের দলীয় রাজনীতির প্রতি অনুকম্পার জন্য অনেক জায়গায় স্কীমকে প্রয়োজনের বাহিরে নিয়ে গিয়ে অহেতুক খরচা করা হয়েছে। সেজন্য সরকারকে অনুরোধ যে এই রাস্তা নির্মাণের কাজে দলীয় স্বার্থ পরিহার করা উচিত। এবার আমি আমার নির্বাচন কেন্দ্রের অন্য কয়েকটি রাস্তার কথা বলব। সেগুলি হচ্ছে—নেপালগঞ্জহাট টু পোইলান, বোয়াল টু নেপালগঞ্জহাট, কল্যাণপুর টু মৌদী, গোবিন্দপুর টু নেপালগঞ্জহাট, নেপালগঞ্জহাট টু জুলপায়া, কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন টু কাঁচরাপাড়া টি বি হাসপাতাল ভায়া জংপুর, হালিশহর রেলওয়ে স্টেশন টু হালিশহর টাউন। সরকারকে অনুরোধ যে এই রাস্তাগুলিকে যেন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়। আর একটা কথা মনে হয়েছে যে বৃটিশ কায়দায় যেখানে পুলিস স্টেশন আছে, এগ্রিকালচার ফার্ম আছে, সার তৈরির ফার্ম আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য এখন রাস্তা তৈরি হচ্ছে এমনভাবে যাতে অফিসাররা সেখানে যেতে পারেন। কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশ কি করে করা হবে, কৃষক, তাঁতী, কুমোর, কামার এবং কুটিরশিল্পের উৎপাদন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে রাস্তা তৈরি না হলে পল্লী অঞ্চলের কোন সাহায্যই এই রাস্তাগুলি দ্বারা হবে না। মালিকদের ও ধান্য ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এই রাস্তাগুলি তৈরি যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Amarendra Mondal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় যে বিবরণী দিয়েছেন তাতে এই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১১ বৎসরে পল্লী অঞ্চলের যে রাস্তার বিশেষ উন্নতি হয় নি, তা প্রত্যেক সদস্যই চাক্ষুষ দেখছেন।

ইংরেজ রাজত্বের আমলে যেসব প্রধান প্রধান রাস্তা ছিল—সেইগুলিই সরকার মেরামত করছে না। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের নতুন রাস্তা নির্মাণের বিশেষ পরিকল্পনা নেই। আমাদের বর্ধমান জেলার কথাই বলি। পল্লী অঞ্চলে রাস্তার দুর্দশার অন্ত নেই। মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন এই জেলায় কি কোন রাস্তা করেছেন? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, আসানসোল হোতে পার্শ্ববর্তী বীরভূম জেলায় যাবার কোন রাস্তা নেই বললেই চলে।

পানাগড় দিয়ে ইলামবাজার পর্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহাও অজয় নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ এত দিনেও শেষ হয় নি। মন্ত্রী মহাশয় এর কারণ জানাবেন কি? আসানসোল থেকে অজয় নদীর ঘাট পর্যন্ত একটা রাস্তা আছে ভায়া জামুরিয়া, দরগার ডাঙ্গা নামে পরিচিত। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে এই রাস্তা এখন এমন অবস্থায় আছে যে বর্ষার সময় মানুষের পর্যন্ত চলা দুঃসাধ্য।

আমি এ বিষয়ে সরকারের নিকট অনুরোধ করি যেন রাস্তাটা ভালভাবে নির্মাণ করে অজয় নদীর উপর একটি পুল তৈরির ব্যবস্থা করেন, তা হলে আসানসোলের সাথে সহজ যোগাযোগ হয়।

আসানসোল একটি শিল্পাঞ্চল। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের সাথে রাস্তার বিশেষ যোগাযোগ না থাকার জন্য জনসাধারণকে বিশেষ দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় অথচ আসানসোল মহকুমা থেকে নানা খাতে প্রচুর ট্যাক্স আদায় হয়ে থাকে। আমাদের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয় ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় কিছুদিন আগে নন্দীর জমিদার বাড়ীতে কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে গোপন বৈঠক করতে গিয়েছিলেন, সেই বৈঠকেও তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন যে, "আমরা গিয়েই এ রাস্তার ব্যবস্থা করবো"। আশা করি শ্রমমন্ত্রী মহাশয়, এখানে রয়েছেন; তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে সচেষ্ট হবেন। জেলার সর্বাপেক্ষা অবহেলিত দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চলে রায়না জামালপুর এবং রায়না হোতে শক্তিগড় গ্রাম নগরী (যেখানে সরকার শহর তৈরি করেছেন) যাবার কোন যোগাযোগ নেই।

বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদরের সদরঘাটে বর্ধমান আরামবাগ রোডের উপর একটি পুল নির্মাণ না করিলে দক্ষিণ দামোদর চিরদিন অন্ধকারেই থাকিবে। উক্ত পুল নির্মাণের পরিকল্পনা ইংরেজ আমলে ছিল কিন্তু স্বাধীন দেশের সরকার পরিকল্পনাটি বাতিল করে জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছেন। এ বিষয়ে সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিলে সুখী হবো। আমি বীরভূম বাঁকুড়া জেলার বহু পল্লী অঞ্চল দেখে এসেছি, রাস্তার যা দুরবস্থা তা বলার নেই। বর্ষার সময় ঐসব রাস্তায় গাড়ী চলাত দূরের কথা পায়ে হাঁটার ও উপায় থাকে না। এই ত সরকারের রাস্তার ব্যবস্থা। আশা করি সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন।

আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই অঞ্চলের রাস্তার দুই-একটি কথা বলতে চাই। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে যে রাস্তাগুলি আছে, সেই সব রাস্তাগুলি মেরামত না করায় এখন এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে এই অবস্থা চললে পর ঐসব রাস্তায় মানুষের পর্যন্ত চলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেই জন্য সরকারের নিকট আমার অনুরোধ যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তাগুলি সরকার নিজ হাতে নিয়ে ভালভাবে সংস্কারের ব্যবস্থা করুন।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে সরকারের একটা নতুন রাস্তার নমুনা দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই, রাস্তা নতুন তৈরী হয় কিন্তু জনসাধারণের কাজে লাগে না এর কারণ কি?

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হাওড়া জেলায় একটি মাত্র রাস্তা তৈরি হয়েছে—নাম হাওড়া আমতা রোড, খরচ, হয়েছে ৪৫ লক্ষ টাকা। ঐ রাস্তায় স্টেশন বড়গাছিয়ার সন্নিকটে একটি শিকল দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে মেসার্স মার্টিন কোং এর ছোট রেল পথের স্বার্থে। জনসাধারণের জন্য তৈরি রাস্তা একটা কোংর স্বার্থে বন্ধ রাখার কারণ বুঝতে বাকী থাকে না যে কংগ্রেস সরকার কার স্বার্থে পরিচালিত—জনসাধারণের, না ধনিক গোষ্ঠির? এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Chitto Basu:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আমার বক্তব্য প্রধানতঃ এবং মুখ্যত ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিংসএর শ্রমিক এবং কর্মচারীদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখবো। মিঃ স্পীকার স্যার, সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার যে শ্রমিক এবং কর্মচারী রয়েছে তাদের যে অভাব অভিযোগ এ'রাও সেই অভাব অভিযোগ থেকে বাইরে নন। আমার প্রধানতঃ চারটি অভিযোগ—দীর্ঘস্থায়ী অস্বাভাবিক স্বল্পবেতন, চাকুরীর অস্থায়ীত্ব ও নিরাপত্তাহীনতা, এবং অবৈজ্ঞানিক ও বর্তমান অবস্থার অনুপযোগী চাকুরীর শর্তাবলী এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের অস্বীকৃতি। সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারীদের যে দাবী তা ছাড়াও ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিংস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পৃথক পৃথক নিজস্ব দাবী আছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি জানেন এই বিভাগে প্রায় ২৫ বছর ৩০ বছর ধরে চাকরী করেন এমন কর্মচারী এবং শ্রমিক আছে যাদের এখনও পার্মানেন্ট করা হয় নি। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে আমরা একটা সার্কুলার দেখেছিলাম যাতে বলা হয়েছিল যে একটা ভগ্নাংশ মাত্র পোস্টকে পার্মানেন্ট করা হবে এবং সেই সামান্য ভগ্নাংশ যে পোস্টগুলিকে পার্মানেন্ট করা হচ্ছ তাতে কাদের নিয়োগ করা হবে সেটা এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় নি, যার ফলে দেখা গেছে ১৯৫৫ সালে যে সার্কুলার জারী করা হয়েছিল তাতে কারা কারা পার্মানেন্ট হল সেটা এখনও বিজ্ঞাপিত করা হয় নি—দুই বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পরেও।

[9-10—9-20 a.m.]

মিস্টার স্পীকার স্যার, আপনি জানেন যে, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গ্যানিজেশানএ যেকোন প্রগতিশীল দেশের জনসাধারণ একথা বলবে যে, ছুটি প্রত্যেক শ্রমিক ও মজুরদের ন্যায্য অধিকার কিন্তু এই বিভাগের শ্রমিক মজদুরেরা কোন ছুটি পান না। মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনার কাছে উল্লেখ করে বলতে পারি যে, এমন কি আন্ডার সেকশন (৪)এ যে ছুটি পাওয়ার কথা এই বিভাগের কোন মজদুর বা শ্রমিক তা পায় না। তারপর, সুপিরিয়র স্টাফএর মেডিক্যাল লিভ ১৫ দিন পুরো বেতনে, কিন্তু ইনফিরিয়র স্টাফএর মেডিক্যাল লিভ ১২ দিন আধা বেতনে। মিস্টার স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে। যদিও সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল যে, এদের ৮ ঘণ্টার বেশী কাজ করতে হয় না—মিস্টার স্পীকার স্যার, আমি আপনার সামনে রাখছি এদের দৈনিক ১৭-১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়। সভ্য জগতে আজকে কেউ একথা বলতে পারে না দৈনিক ১৭-১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। আপনার অবগতির জন্য আমি বলছি, মেডিক্যাল কলেজএর লিফটম্যান, পাম্পম্যান এদের সাড়ে সতের ঘণ্টা কাজ করতে হয়—প্রেসিডেন্সি কলেজএও একই অবস্থা। সপ্তাহে ৭৭ ঘণ্টা কাজ করতে হয় যেখানে ৩৮ আওয়ার কাজ করার কথা। তা ছাড়া, অনেক বিভাগ আছে, যেমন মেডিক্যাল কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজএ যেসমস্ত লিফটম্যান, পাম্পম্যান আছেন তাঁরা পাবলিক হলিডেজ, গেজেটেড হলিডেজএও কোন ছুটি পান না। মিস্টার স্পীকার স্যার, আপনি জানেন যে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে যেসমস্ত রাস্তাঘাট আছে তা রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য বিভিন্নরকম কর্মচারী আছেন। তারা যে সামান্য বেতন পান তাও নির্দিষ্ট তারিখে দেওয়া হয় না। মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—এটা আমরা সকলেই জানি যে, এসব অধীনস্থ কর্মচারীদের সাধারণতঃ বাড়ীর কাজে নিয়োগ করা হয়। যদি তারা গৃহ কাজে নিযুক্ত হতে না চান তাহলে তাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হয়। মিস্টার স্পীকার স্যার, আপনার কাছে আমি তথ্য পেশ করতে পারি, তালিকাও পেশ করতে পারি, এসব ঘটনার যে কিভাবে অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে চাকরবাকরের মত ব্যবহার করা হয়ে থাকে—কিরকম জঘন্য ব্যবহার তাদের সঙ্গে করে থাকেন।

Sj. Renupada Halder:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি যে, বাংলাদেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলে কোন রাস্তাঘাট না থাকায় যোগাযোগ রক্ষায় ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে আমি দেখেছি শতকরা ৭৫ ভাগ জায়গায় রাস্তাঘাটের কাজ হয় নি। ৭৫ ভাগ জায়গায় সরকারের তরফ থেকে রাস্তাঘাট করা হয় না যারজন্য যোগাযোগের অসুবিধা হচ্ছে—স্কুলকলেজের ছেলেমেয়েদের পক্ষে, এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে রাস্তাঘাটের অভাবে হাটে বাজারে যাওয়া, হাসপাতালে যাওয়া রেজিস্টার অফিসএ যাতায়াত করার ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। আমরা দেখছি সুন্দরবন এলেকা থেকে যেসমস্ত লোক জয়নগর থানায় যায় তাদের দুর্গম রাস্তা দিয়ে ৪০-৫০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে যেতে হয়। মথুরাপুর থানায়ও সেই একই অবস্থা তাদেরও ৪০-৫০ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। সেজন্য এই সমস্ত জায়গায় যাতে রাস্তাঘাট হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকারের এই বিষয়ে কোন পরিকল্পনা নাই। আমরা এও দেখেছি যে যে সমস্ত রাস্তাঘাট আগে ছিল তাও রক্ষার বা মেরামতের কোন ব্যবস্থা নাই। সেই সমস্ত রাস্তা আজকে চলাচলের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, কিন্তু সরকার কোন ব্যবস্থাবলম্বন করছেন না। যদিও কোথাও কোথাও কিছু কিছু কাজ হচ্ছে তাও আবার খুব আস্তে আস্তে হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে আগেকার পুরাণো সরু রাস্তা দিয়েই বাস চলাচলের জন্য দেওয়া হয়েছে। এসব সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে বাস চলাচলের জন্য প্রতিনিয়ত এর্কাসডেন্ট হচ্ছে এবং আরো নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে পথচারীর পক্ষে। মিস্টার স্পীকার স্যার, মাসের ভিতর দুই-চারটা এর্কাসডেন্ট না হয়ে যায় না। এই রাস্তাঘাটগুলি অবিলম্বে মেরামতের ব্যবস্থা করা দরকার। বিশেষ করে, হাসপাতালে, সাব-রেজেস্ট্রি অফিসএর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রত্যেক জায়গা থেকেই রাস্তাঘাট করা দরকার—তা না হলে সাধারণ মানুষের দারুণ অসুবিধা হচ্ছে। স্যার, আমি আরেকটা কথা বলব। বলা হয়েছে রাস্তাঘাট করে জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক না। যে রাস্তাগুলি হওয়া দরকার, আমি তার কয়েকটার কথা বলছি—জয়নগর থেকে জামতলা পর্যন্ত রাস্তার দরকার। দীর্ঘদিন ধরে একথা সরকারকে বলা হচ্ছে। আমি মনে করি মথুরাপুর থানাতেও একটা হওয়া দরকার, মথুরাপুর হইতে গদামথুরা পর্যন্ত। আরেকটা জয়নগর থেকে কানেয়া-মুলদিয়া-ধোনপোতা হইয়া মগরাহাট পর্যন্ত। এরং মগরাহাট হইতে সিরাকোল পর্যন্ত রাস্তা হওয়া দরকার। জয়নগর থেকে জালাবেড়ে পর্যন্ত সাধারণ মানুষের আসা যাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে। এখানে একটি রাস্তা হওয়া দরক র। সরকার তরফ থেকে অনেক পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে—ভালো কথাই বলা হয়েছে—কিন্তু এইসব পরিকল্পনা সত্যিকারে কাজে লাগানোর দিকে সরকারের কোন নজর নাই। সেজন্য সরকারকে আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, যে রাস্তাঘাট করার কথা বলছেন সেগুলির কাজ যেন অবিলম্বে আরম্ভ করা হয়, তাতে পল্লী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের চলাচলের কিছুটা সুবিধা হতে পারে। সেজন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলব কাজগুলি যেন তরান্বিত করেন। তারপর, লোক্যাল কন্ট্রিবিউশন কথা বলা হয়েছে—আমার কথা হচ্ছে, যেখানে কন্ট্রিবিউশন দেওয়ার অক্ষমতা রয়েছে সেখানে সরকার থেকেই যেন করা হয়।

Sj. Sitaram Gupta :

मिस्टर स्पीकर, सर, दूसरी पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष समाप्त होने को आया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार दूसरी बडी म्यूनिस्पैलिटी भाटपाड़ा और जगदल की सड़कों का संस्कार और पुनर्निमाण करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। जैसे कांकिनाड़ा नया बाजार से लेकर शामनगर पावर हाउस तक म्यू कार्ड रोड, कांकिनाडा फेरी घाट रोड, ग्वालपाड़ा, मानिकपीर रोड, काटाडंगा भिलेज रोड, गली रोड, जगदल पाल घाट, फेरी घाट और जगदल केबिन रोड आतपुर तथा शामनगर की बड़ी बड़ी सड़कें जैसे शामनगर की सेन्ट्रल रोड, परितला रोड, बासुदेवपुर रोड, नूतनग्राम रोड, काटाडंगा के मंडल-पाड़ा रोड और अन्नदा बनर्जी रोड आदि सब बहुत प्राचीन और बहुत प्रमुख रास्ते हैं। इस तरह कितनों का नाम यहां लिया जाय बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनको अभी तक पीच का मुंह देखने तक को भी नहीं मिला है।

बड़े बड़े रास्तों के निर्माण और संस्कार के लिए भाटपाड़ा म्यूनिस्पैलिटी सरकार से लगातार दरख्वास्त करती आ रही है कि इन प्रमुख सड़कों को सरकारी योजना के अन्दर युक्त किया जाय। साथ ही वह मोट खर्च का तिहाई हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है तथा उन तमाम रास्तों की स्कीमें और एस्टीमेट करीब ढाई साल के पहले ही सरकार को दे भी चुकी है। किन्तु खेद है कि सरकार वचन देकर भी अपने वचन से पीछे हट रही है। इस मामूली अंश के सिवाय और भी परिकल्पनाओं को पूरा करने में हीला-हवाला कर रही है। यह सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। अब समय बहुत कम रह गया है, अतएव जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि उन रास्तों को बनाने में हाथ लगाये। उसके लिए म्यूनिस्पैलिटी को समुचित आर्थिक सहायता देकर, दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल को समाप्त होने के पहले ही इन योजनाओं को पूरा करे। सरकार से मेरी अपील है कि उस केन्द्र में गत चुनाव में कांग्रेस की हार का बदला सरकार वहां के इन बेचारे टूटे-फूटे रास्तों से प्रतिशोध के रूप में न वसूल करे।

इसके सिवाय जो रास्ते बनते हैं वे कन्ट्राक्टों की मेहरबानी से ऐसे बनते हैं कि एक ही साल में विनष्ट हो जाते हैं। कन्ट्राक्टर specification के मुताबिक काम नहीं करते हैं और इन्जीनीयरों को घूस देकर बिल पास करा लेते हैं। इस प्रकार वे सरकार को चीट करते हैं। इसको रोकने के लिए सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है।

यूनियन बोर्ड और छोटी छोटी म्यूनिस्पैलिटी जो $\frac{1}{3}$ भी खर्च के रूप में नहीं दे सकती उनके रास्ते के निर्माण का पूरा खर्च सरकार को वहन करना चाहिए और चालू परिकल्पना में शामिल करना चाहिए।

स्पीकर, सर, एक और सवाल बिल्कुल अछूता पड़ा है। मैं सरकार का ध्यान उधर दिलाना चाहता हूं। जगदल में जगदल चन्दननगर फेरी घाट बहुत ही चालू घाट है। कई दृष्टिकोणों से यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। घाट से पार होनेवाले यात्रियों की संख्या बेहद बढ़ गई है। नावों पर दबाव दुगना हो गया है। फलस्वरूप इसी घाट पर गत अप्रेल महीने में एक बड़ी दर्दनाक नाव दुर्घटना हो गई। एक यात्री भरी नौका डूब गई। करीब ४२ यात्री डूब कर मर गए। स्थानीय व्यापारी श्री नौली राम के परिवार के प्रायः सभी सदस्य डूब कर मर गए। इस घाट पर दुर्घटना रोकने के लिए स्टीमर सर्विस चालू करने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहां की जनता भी बहुत दिनों से यही मांग कर रही है। सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करे। साथ ही यहां के घाट एक दम कच्चे हैं। घुटने भर कीचड़ में घुस कर नौका पर चढ़ना पड़ता है। अतएव दोनों घाटों को पक्का बनाना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा पाल घाट तथा और और बहुत से घाट हैं जो संस्कार के बिना स्नान करने के लिए भी बहुत ही खतरनाक बन गये हैं। उन्हें भी फौरन बनाना चाहिए।

इस इलाके में बड़े बड़े कल कारखाने हैं। पश्चिम बंग सरकार को और केन्द्रीय सरकार को इस इलाके से कम से कम करोड़ों रुपये की आमदनी है। यदि उस आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा भी इस इलाके में खर्च किया जाय तो इस इलाके का उद्धार हो सकता

है। इस इलाके के साथ सरकार जो अन्याय करती आ रही है उसका प्रतिकार वह फौरन करे। नहीं तो वहां की जनता को किसी दूसरे उपाय का सहारा लेना पड़ेगा।

भाटपाड़ा म्यूनिस्पैलिटी के अन्दर एक सुनियोजित जल सप्लाई और एक सुसज्जित अस्पताल की सख्त आवश्यकता है। सरकार जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था वहा करे। वहां की जनता का धैर्य छूट रहा है। सरकार जनता को संग्राम के लिए न उभाड़े, सरकार से यही मेरी अपील है।

सरकार यदि समाजवादी बनने का दावा करती है तो उसे श्रमिक इलाकों की ओर विशेष ध्यान देकर प्रमाणित करना चाहिए कि सरकार समाजवादी है। सिर्फ समाजवाद का नारा लगाने से ही नही होता। जिस प्रकार कौआ मोर का पंख लगाकर मोर नहीं बन सकता उसी प्रकार कांग्रेस भी मोर बनने की कोशिश न करे। नही तो बड़ी जग हंसाई उठानी पड़ेगी। इतना ही कहना मेरे लिए काफी है।

सर, घोषपाड़ा रोड जो बारकपुर से कचड़ापाड़ा तक चली गई है इस रास्ते में बहुसंख्यक रेलवे क्रासिंग है, जो पहले बहुत ही खतरनाक थी। वहा की जनता, गाड़ी घोड़े के मालिक सैकड़ों बार सरकार से अपील करके हार गए थे, मगर कुछ भी नही हुआ था। किन्तु जब कल्याणी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो नेहरूजी की गाड़ी, जिसको हिचकोले न लगें सरकार द्वारा उन सबों को बिलकुल इमरजेन्सी के रूप में बना दिए गये। वे अब फिर खराब हो गए है। मैं कांग्रेस से अनुरोध करता हू कि फिर कल्याणी मे अधिवेशन करें, ताकि वे रास्ते पुन. ठीक हो जाय। अन्यथा उसे आपलोग बनाइयेगा नही।

[9-20—9-30 a.m.]

Sj. Mihirlal Chatterjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়. ওয়ার্কস এ্যান্ড বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের একটা নীতি সম্বন্ধে আমি আপনার সামনে কিছু বলতে চাই।

বাংলাদেশের লোককে রাস্তা দিয়ে চলাচল করবার জন্য পৃথক কোন ট্যাক্স দিতে হবে কি হবে না, এই নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। স্পীকার মহোদয়, কিছু দিন পূর্বে এই বিধান সভার কক্ষে একটা প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে ময়ূরাক্ষী নদীর ব্রীজের উপর দিয়ে খালি গরুর গাড়ির চলাচলের ট্যাক্স লাগে না, কিন্তু খালি সাইকেল ও রিকসার জন্য ট্যাক্স মকুব করা হয় নি। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত এই রাস্তার উপর দিয়ে চলাচলের জন্য মানুষেরও ট্যাক্স লাগতো। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে যখন জিজ্ঞাসা করা যায় যে. খালি গরুর গাড়ি চলাচলের জন্য ট্যাক্স লাগবে কি লাগবে না। তখন মন্ত্রী মহাশয় বলেন--খালি গরুর গাড়ির জন্য কোন ট্যাক্স লাগে না। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় তখন যে খবর বলেছিলেন. সে খবর তখন ঠিক ছিল না। তিনি না জেনেই তখন খবর দেন। তাঁর ডিপার্টমেন্টের লোকরা যে সংবাদ সরবরাহ করেন, হয়ত মন্ত্রী মহাশয় সেটা যাচাই করেন না. এবং না যাচাই করেই প্রকাশ্যে বিধান সভায় তখন বলেছিলেন খালি গরুর গাড়ির জন্য ট্যাক্স লাগে না। এই খবর শোনবার পরেই আমি ঐ অঞ্চলে যাই এবং সেখানকার খবর নিয়ে জানি যে ময়ূরাক্ষী ব্রিজের রাস্তায় খালি গরুর গাড়ির জন্য ট্যাক্স দিতে হয়। সেখানকার লোকেরা বলেন যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিধান সভায় যে খবর দিয়েছেন সেটা সম্পূর্ণ ভুল, খালি গরুর গাড়ি চলাচল করলেও ট্যাক্স লাগে। অবশ্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ দেবো—তিনি যে ভুল জবাব দিয়েছিলেন সেটার তিনি মর্যাদা রেখেছেন, এবং তার ফলে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর যে ব্যারেজ আছে তার উপর দিয়ে খালি গরুর গাড়ি চলাচলের জন্য ট্যাক্স মকুব হয়েছে।

কিন্তু কেবলমাত্র গরু যদি হে'টে যায় তার ট্যাক্স লাগে। জোড়া বলদ যদি গাড়ি টেনে নিয়ে যায় তাহলে তার ট্যাক্স নাই। কিন্তু একটা বলদ যদি পার করতে হয়, তাহলে তার ট্যাক্স লাগে।

Mr. Speaker:

গাইগরুরও ট্যাক্স লাগে?

Sj. Mihirlal Chatterjee:

গাইগরুরও ঠিক বলদের মত একই অবস্থা. সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। এই ডিপার্টমেন্টের কাজের মধ্যে কোন সংগতি নাই. যুক্তি নাই. কোন সামঞ্জস্য নাই। এই ডিপার্টমেন্টের অনেক কাজের মধ্যে কোথায় যে মিল আছে তার হদিস খুঁজে পাই না। রাস্তার উপর দিয়ে জোড়াবলদ খালি গাড়ি টেনে নিয়ে গেলে তাদের জন্য কোন ট্যাক্স লাগে না। আর যেকোন জীবজন্তু ছাগল ভেড়া যদি চলে এই রাস্তার উপর দিয়ে তাহলে ট্যাক্স দিতে হবে। গাড়োয়ান সমেত খালি গরুর গাড়ি চললে ট্যাক্স দিতে হয় না, কিন্তু নিউম্যাটিক টায়ারযুক্ত সাইকেল চললে তার ট্যাক্স দিতে হয়, চার পয়সা করে। যদি খালি সাইকেল-রিকসা চলাচল করে তাহলে তারজন্য ট্যাক্স দিতে হয়। কোথায় যে এর নীতি, কোথায় যে বিচার, কি যে পলিসি, তা আমরা বুঝি না।

[এ ভয়েস: খালি জোড়াবলদেও লাগে?]

হাঁ লাগে। তবে কোন গাড়ি টানলে লাগে না। খালি রিকসাও সাইকেলে পর্যন্ত ট্যাক্স লাগে। আমি একটা জিনিস উত্থাপন করতে চাই, আজ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা তৈরি হচ্ছে, পুল তৈরি হচ্ছে, শুকনো নদীর উপর কজ-ওয়ে তৈরী হচ্ছে। এমতাবস্থায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের স্পষ্ট করে জানান রাস্তার উপর চলাচলের জন্য কিরকমভাবে কোথায় ট্যাক্স নেওয়া হবে, কোথায় নেওয়া হবে না।

Sjkta. Anjali Khan: Mr Speaker, Sir, I would like to speak about the development of roads in Midnapore both of the town and of the mofussil which, I think, are very important. First of all, I must mention some of the municipal roads. The roads which are very necessary are the Vidyasagar Road from Raja N. L. Khan Road at Bartala Chak up to the South Gate of the District Magistrate's quarters; portion of the Saheed Khudiram Road from the Collectorate Chak *via* the power house, the poultry farm and Sheikpura Bridge up to the Railway Station entrance including reconstruction of the Sheikpura Bridge; portion of the Sepoy Bazar Road from the bus stand up to the Raniganj-Midnapore Road. A scheme for the improvement of certain roads at a cost of Rs 1 lakh under two-thirds and one-third scheme was prepared and submitted by the Municipality and the same has been verified and recommended by the District Magistrate and the Divisional Commissioner So, at present, Government must take up that scheme because it is very necessary. Due to heavy rains in the middle of 1957, the roads have been badly damaged. I would therefore request the Hon'ble Minister to make proper enquiry and arrangements for their repair. About the District Board, I must say two or three things. I am very sorry to say that the District Board of Midnapore is very poor and the Board is not maintaining the roads properly. So I would request the Hon'ble Minister to make proper enquiry and take necessary steps in that regard. One of the steps to be taken—and which is very necessary—is the metalling of the kutcha road stretched between Midnapore and Jhargram *via* Dherua. This is a most pressing need keenly felt for a long time by the local people and moreover it is by far the shortest route to Jhargram, it being only 23 miles long while the other road link is stretched over 34 miles. Moreover, when arrangements for a Women's College at the Gope area are nearly complete, this is very important for the future and so our Government must look to that. Midnapore was

neglected and tortured by the previous Government but I must say that the West Bengal Government are conscious of its needs and they are doing a lot of improvement to the roads of Midnapore. The municipalities are in a wretched condition and with the present state of finance it is not possible for the municipalities to bear the entire cost required for the improvement of the roads which is essentially necessary. If the improvement of the roads can be included in the Second Five-Year Plan, it will be much helpful to the municipalities.

With these words, I support the motion of demand moved by the Hon'ble Minister.

[9-30—9-40 a.m.]

Sj. Tarapada Dey:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আমার কনস্টিটিউয়েন্সির কয়েকটি কথা বলতে চাই, হাওড়া জেলার বালি থানার কথা। সেখানে প্রথমতঃ যেসমস্ত উদ্বাস্তু কলোনীগুলি আছে, সরকার যে জায়গায় রেখেছে তাদের মাঠের মধ্যেখানে, সেখানের ভিতরের রাস্তাগুলি মোটামুটি ভাল কিন্তু তাদের বাইরে আসবার রাস্তা একটাও করেন নি, বিশেষ করে অভয়নগর কলোনী, সেই কলোনী থেকে বাইরে আসবার রাস্তা মোটে নেই। এইরকম বহু কলোনী আছে যার রাস্তা নেই। সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা হচ্ছে শাপইপাড়া এবং নর্বাদা কলোনী, সরকারী কলোনী এটা এর প্রায় চারশত গজ উত্তরে বালি মিউনিসিপ্যালিটির ট্রেনসিং গ্রাউন্ড সেই বর্ষাকালে সেই ট্রেনসিং গ্রাউন্ডএর সমস্ত জল এসে এই কলোনীগুলির সামনে পড়ে যায় তার ফলে এমন অবস্থা হয় যে তারা বাইরেও আসতে পারে না ভেতরেও যেতে পারে না। বালি মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রায় দেড় লক্ষ লোক, তাদের ময়লা ফাকা মাঠের মধ্যে রাখা হয়, ফলে সেখানে রাস্তায় শুধু যাওয়া আসা কেন সেখানে কোন মানুষই বসবাস করতে পারে না। যদিও এ ব্যাপারটা খগেনবাবুর তবুও আমি আপনার মারফত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এইরকম একটা অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা সেখানে দেড় লক্ষ লোকের ময়লা সামনে পড়ে থাকে, তাদের যখন সেখানে বসান হয় তখন তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে এইগুলি নতুন করে করা হবে এবং সেই ট্রেনসিং গ্রাউন্ডটা তুলে দেবার ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু ১৯৫৩ সাল থেকে বিভিন্ন জায়গা হতে আপনার কাছে, স্বাস্থ্য-মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা লেখালেখি করেছে রাস্তার জন্য এবং বিশেষ করে বালি মিউনিসিপ্যালিটির এই ট্রেনসিং গ্রাউন্ডটা তুলে দেবার জন্য, নতুন করে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে করবার জন্য বলেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ পর্যন্ত তারা কিছু করলেন না। আজ এই সভ্য যুগে, এ্যাটমিক এনার্জির যুগে এইরকম একটা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও খগেনবাবুকে একবার সেখানে যেয়ে দেখতে বলি। এবং আমি মনে করি যে বর্ষাকালে তাঁরা যদি একবার যান, আমিও গিয়েছি সেখানে, সেখানকার দুর্গন্ধে ছেলেবেলার মাদুলি দুগ্ধ উঠে আসবার উপক্রম হয়। কোন মানুষ সেখানে বসবাস করতে পারে না। অনেক পয়সা খরচ হয় রাস্তার ব্যাপারে। এই সামান্য ব্যাপারে সামান্য কিছু খরচ করলেই আপনারা তাদের রাস্তা করে দিতে পারেন এবং আপনারা মিউনিসিপ্যালিটির মারফত এইগুলি নতুন করে করবার ব্যবস্থা করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ আমি ডোমজুর থানার কথা বলতে চাই। ডোমজুর থানায় যেসমস্ত রাস্তা আছে, বড় বড় রাস্তা, ছোট রাস্তা বাদে—সেখানে প্রায় ১৩৫ মাইল রাস্তা। প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আপনারা মাত্র নিয়েছেন ১৩ মাইল। ৫ মাইল হচ্ছে হাওড়া-আমতা রোডের ৫ মাইল, ডোমজুর-বলিরহাট ৪ মাইল আর ডোমজুর-আন্দুল রোডের ৪ মাইল, এই মোট ১৩ মাইল। ১৩৫ মাইলের মধ্যে মাত্র ১৩ মাইল নিয়েছেন প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। সমস্ত রাস্তাগুলিতে হাত দিয়ে আপনাদের প্রায় ১০০ বৎসর লাগবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই হাওড়া, ডমজুর কলিকাতা হতে ১৩-১৪ মাইল দূরে হওয়া সত্ত্বেও এখানে আপনি ডোমজুর-আন্দুল যে চার মাইল সেই রাস্তাটি বাদ দিয়ে দিয়েছেন পরিকল্পনা থেকে। কেন বাদ দিলেন বলতে পারি না। এত কম রাস্তা হওয়া সত্ত্বেও কেন সেখান থেকে বাদ দিলেন, এত একটা ইম্পরটেন্ট রাস্তা, সেটা

বাদ দিয়ে কি যে সুবিধা হল বুঝতে পারি না। তা ছাড়া আমি হাওড়া জেলার কথায় আসি হাওড়া জেলার ঠিক সেই অবস্থা, হাওড়া জেলা বোর্ডের রাস্তা ৪৮ সালের হিসাবে ১,২০০;৩ মাইল। আপনারা প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিয়েছেন ১৬০ মাইলের মত এই রাস্তা যদি সম্পূর্ণ হাতে নেন তাহলে শেষ করতে লাগবে, এই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাগুলি তাহলে আপনাদের লাগবে ৭৭ বৎসর। আর ইউনিয়ন বোর্ডএর রাস্তাগুলির কোন হিসাব নে নি। প্রায় ২,৪০০ মাইলের মত ইউনিয়ন বোর্ডএর রাস্তা আছে সেইসব রাস্তায় যদি হাত দিতে চান তাহলে প্রায় ২০০ বৎসর লাগবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও দেখা যাবে যে হাওড়া জেলার বহু রাস্ত আপনারা প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে বাদ দিয়েছেন, প্রায় ৫৫ মাইল রাস্তা বাদ দিয়েছেন, উলুবেড়িয়া-পরাণপুর রোড আর বাগনান-আমতা রোড, সাতরাগাছি মনিহারী রোড, ডোমজুর-আন্দুল রোড, আমতা ডি ভি সি রোড, মুন্সিরহাট পেঁড়ো রোড, এ সমস্ত রাস্তা বাদ দেবার যে কি কারণ আমরা বুঝতে পারি না। এর কারণ যদি এই হয় যে আপনারা সেখানে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন সেইজন্য বাদ দেওয়া হয়েছে তাহলে তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে। আমি এই বিষয়ে আপনার মারফত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

Sj. Kanai Lal Dey:

মিঃ স্পীকার স্যার, পূর্ত বিভাগের খাতে বর্তমান বৎসরে সর্বসমেত ৩,৬৭,৫৬,০০০ টাকার যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে আমি তার সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

এই বিভাগে সাধারণতঃ যে কাজ হয় তা নিম্নলিখিত চার প্রকারে বিভক্ত করা হয়। তার মধ্যে সরকারী বাড়ীঘর নির্মাণ ও রাস্তাঘাট তৈরী আছে। দ্বিতীয় কাজ সাধারণতঃ মেরামতের কাজ। তৃতীয় কর্মচারীদের বেতন এবং চতুর্থতঃ যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম এই চার প্রকারের বরাদ্দ প্রধানতঃ করা হয়ে থাকে।

প্রত্যেক কৃষক যাতে তার পণ্যদ্রব্য শীঘ্র এবং অনায়াসে নিকটবর্তী বাজারে নিয়ে যেতে পারে তজ্জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাস্তা নির্মাণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতে ভারত সরকার এই নীতি মেনে নিয়েছেন যে প্রতি গ্রাম থেকে পাকা রাস্তা পাঁচ মাইলের মধ্যে হতেই হবে। বাংলার গ্রামবাসীদের সর্বাপেক্ষা অসুবিধা এতদিন পর্যন্ত ছিল চলাফেরার রাস্তা। বিশেষ করে বর্ষাকালে এই রাস্তা একেবারে অচল হয়ে যায়। এখন এই গুরুতর সমস্যার কিছু সমাধান হয়েছে তবে, এখনও অনেক জায়গাতেই সমস্ত রাস্তা তৈরি না হওয়ার জন্য এই সমস্যা বজায় রয়েছে। যখন গ্রামের দিকে বিশেষ পাকা রাস্তা ছিল না তখন সুদূর পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা পাকা রাস্তায় চলার বিষয় কল্পনাও করতেন না। কিন্তু এখন কিছু কিছু পাকা রাস্তা তৈরী হওয়ার জন্য তারা আরও পাকা রাস্তার অভাব অনুভব করছেন এবং সরকারকে আরও বেশী রাস্তা তাড়াতাড়ি তৈরি করার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে ১,১৮১ মাইল পাকা রাস্তা ছিল ১৯৬১-৬২ সালে ৭,৫০০ মাইল হবে। এই এ্যাচিভমেন্ট খুব প্রশংসনীয়। যেমন রাস্তার চাহিদা রয়েছে সেই অনুপাতে এই খাতে আরও বেশী টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা থাকলে আরও বেশী রাস্তা তৈরি হতে পারতো কিন্তু উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় বেশী রাস্তা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবো এই বিভাগের উন্নয়ন কাজের জন্য আরও যথাযোগ্য অর্থ বরাদ্দ করার জন্য।

এই বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, ক্লার্ক প্রভৃতি অধিকাংশ স্টাফ টেম্পোরারি ছিল। মন্ত্রী মহাশয়ের প্রারম্ভিক ভাষণে সেগুলিকে পার্মানেন্ট করার প্রচেষ্টা হচ্ছে জেনে আনন্দিত হচ্ছি এবং তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ওয়ার্কস চার্জড, কন্টিজেন্সি স্টাফএর কিছু কিছু পার্মানেন্ট হয়েছে, কিন্তু এখনও অনেক টেম্পোরারি রয়েছে সেগুলি যাতে পার্মানেন্ট হয় তার জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ওয়ার্ক এ্যাসিস্টান্টস বলে যারা আছেন তাদের দায়িত্ব খুব—তাঁরাই দাঁড়িয়ে কন্ট্রাক্টরএর কাজ দেখেন। এদের ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইনাল পাশ না হলে নিযুক্ত করা হয় না। অথচ এদের বেতন ৩০ টাকা থেকে ৮০ টাকা মাত্র। এদের বেতন যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে সচেষ্ট

হতে অনুরোধ করি। পরিশেষে আর একটি বিষয় বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। পশ্চিম বাংলায় সমস্ত থানা হেড কোয়ার্টার্সগুলিকে জেলা সদর এবং মহকুমা সদরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখার জন্য বহু রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে বা হয়েছে। সেই রকম প্রতি ইউনিয়নএর সঙ্গে যাতে থানা হেডকোর্টার্সএর সরাসরি যোগাযোগ হয় তার জন্য আবশ্যকীয় রাস্তাগুলি তৈরির ব্যবস্থা করতে মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। যেহেতু উন্নয়নমূলক সমস্ত কাজের সরকারী দপ্তরগুলি থানা হেডকোয়ার্টার্সএ স্থাপিত হয় সেজন্য অন্যান্য প্রয়োজন ছাড়াও সমস্ত গ্রামবাসীদের ঐসব দপ্তরে যোগাযোগ রাখার জন্য থানা হেডকোয়ার্টার্স যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়।

অহল্যাবাই রাস্তাটির চণ্ডীতলার পরের অংশের কাজ পরিকল্পনার মধ্যে ধরা থাকলেও প্রকৃত রাস্তা তৈরি অগ্রসর হতে দেখা যাচ্ছে না। যাতে এই রাস্তার কাজ আরও তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। এ ছাড়া তারকেশ্বর-কুলুনিয়া রাস্তা সেটা যাতে আরম্ভ হয় তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

[9-40—9-50 a.m.]

Sj. Gobardhan Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি বীরভূম জেলার বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলের রাস্তার কথা বলব। প্রথমে আমি রামপুরহাট মহকুমার মল্লারপুর বাজারের রাস্তা, সেই বাজার থানার ভিতর একটা বড় ব্যবসাকেন্দ্র। ঐ রাস্তাটা মল্লারপুর বাজারের মধ্যে। আজ পর্যন্ত সে রাস্তার কোন সংস্কার হয় নি। সেখানে মাটি কাঁকর কিছু ফেলবার ব্যবস্থা হয় নি। তা ছাড়া সেখানে দুই-চারটা মিলও আছে—রাইস মিল, অয়েল মিল আছে এবং আরও দু-চারটে বড় বড় মিল আছে। সেখানে ভাল রাস্তার অভাবে প্রায়ই মানুষের এবং গরুর গাড়ীর চলাচলের খুব অসুবিধা হয়। সেইজন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অতি সত্বর এই রাস্তাটা বর্ষার পূর্বেই সংস্কারের ব্যবস্থা হয় যাতে যানবাহন যাতায়াত করতে পারে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে রাস্তা সিউড়ী হতে রামপুরহাট গিয়েছে উক্ত রাস্তাটি বাজারের মধ্য দিয়ে মিলের দিকে, না পশ্চিম দিকে যাবে তা সাধারণকে জানান দরকার।

মল্লারপুর থেকে কুলটি যে রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তায় খোয়াসার শাঁকো খুব বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। সেটা মেরামত করা প্রয়োজন। ঐ রাস্তায় হস্তীকাঁদা ও মলুটির মধ্যে দুটি কালভার্ট আছে যা ১০-১২ বৎসর যাবৎ মেরামত হয় নি, সেগুলিও সত্বর মেরামত করা প্রয়োজন, এবং ঐ রাস্তাটাও পাকা করা দরকার। তারপর মল্লারপুর থেকে তুরীগ্রাম পর্যন্ত এই রাস্তাটা পাকা ও দ্বারকা নদীর উপর একটা ব্রিজএর প্রয়োজন।

রামপুরহাট থেকে মার গ্রামের ভিতর দিয়ে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়েছে উক্ত রাস্তা পাকা ছিল, কিন্তু এখন তার অবস্থা এমন যে সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন। তাহলে ব্যবসায়ীদের সুবিধা হয়। লাভপুর থানায় কোন পাকা রাস্তা নাই। লাভপুর হতে লাঙ্গল-হাটা ভায়া ঠিবা মডেল ভিলেজ এই রাস্তাটিও পাকা করা প্রয়োজন।

Sj. Bijoy Bhusan Mondal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কমিউনিকেশনএ মোট বরাদ্দ দুই কোটি ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। তার মধ্যে হাওড়া জেলার জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। রাস্তার জন্য হাওড়া জেলার আংশিক আনুপাতিক ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে শতকরা ৫ ভাগ সমস্ত পশ্চিমবাংলার। হাওড়া জেলা ঘনবসতিপূর্ণ, এবং কলিকাতা শহরের সান্নিধ্য বশতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থাও ব্যাপক করতে হয়। এ জেলার বহু রাস্তা অবহেলিত এবং অত্যন্ত দুরবস্থায় আছে। এখানকার জলা মাটিতে কাদা মাটির ভাগ বেশী থাকায় রাস্তা দুর্গম হয়ে পড়েছে। সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে অনেক বেশী টাকা বরাদ্দ করা উচিত ছিল। কিন্তু হাওড়া জেলার ব্যাপারে সরকারের বরাবরই ঔদাসীন্য লক্ষ্য কোরে আসছি। যেহেতু এই জেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য কয়েকটি রাস্তার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সরকারকে তাঁদের কর্তব্য

পালনের জন্য অনুরোধ করছি। প্রথমে এই জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার ডিউক রোড নামে পরিচিত রাস্তাটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে লাইনএর দক্ষিণে অবস্থিত এই জেলার ঐ বিস্তৃত অংশ অত্যন্ত অনগ্রসর। নতুন তৈরী বাগনান থেকে শ্যামপুর পর্যন্ত যেটা ইউনিয়নের পশ্চিম দিকের যোগাযোগের রাস্তা তৈরি করেছেন, সেই রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল, টেস্ট রিলিফের মারফত কিছু উন্নতি হয়েছে, কিছু মাটির কাজ হয়েছে,—আর কোন কাজ হয় নি,—সেই রাস্তাটার মেটাল্ড ডিস্ট্রিক্ট রোড হিসাবে সত্যই তার উন্নতি করা প্রয়োজন। সে রাস্তা এখনও অনগ্রসর তপশীলভুক্ত লোকদের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এই কথা বিবেচনা কোরে তার সংস্কারসাধন করা অত্যন্ত আবশ্যক। এই রাস্তার জন্য বহুদিন থেকে বহুবার আবেদন নিবেদন করা হয়েছে, এই রাস্তা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে সরকার থেকে বহুবার বিভিন্ন সময়ে এই রাস্তার উন্নতিসাধনের কথা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ যাবৎ তার কিছুই করা হয় নি। এই রাস্তার উন্নয়নের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ কোরে যদি সত্যই তা কার্যে পরিণত না করা যায়—তাহলে সেটা দুঃখের বিষয় হয়। যে রাস্তা শ্যামপুর থেকে শিবপুর গিয়েছে সেই রাস্তাও এই সংগে নেওয়া উচিত। শ্যামপুর থেকে ঐ অঞ্চলের লোকের অসুবিধার অন্ত নাই। এই ব্যবস্থা হলে একটা বিরাট অসুবিধা দূর হবে। শিবপুর রূপনারায়ণের তীরে এ পারে। এর পরে গেঁওখালির ডেভেলপমেন্ট হতে চলেছে। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই রাস্তার গুরুত্ব বেশী। শ্যামপুর-বাগনান এই রাস্তাটা ঝামা-মেটাল্ড হয়ে পড়ে আছে, এই রাস্তা অবিলম্বে স্টোন মেটাল কোরে বাস চলাচলের মত করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় এই কাজ আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকের ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য—

[Here the member having reached his time limit took his seat.]

[9-50—10 a.m.]

Sj. Amal Kumar Ganguli:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সরকার পথঘাটের ব্যাপারে একদিকে উন্নতি করতে গিয়ে যখন আর একদিকে লোককে পথে বসান তখন নিশ্চয় সেটা আপশোষের বিষয় হয়ে পড়ে। হাওড়া থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত যে জাতীয় সড়ক সেই সড়কের উপর কোলাঘাট ও মহিষ রেখায় যে দুটি ব্রীজ হয়েছে সেই ব্রীজ যেভাবে রূপনারায়ণ ও দামোদর এই দুইটি নদীর সর্বনাশ করছে এবং এই এলাকার অর্থনৈতিক জীবনকে বিপন্ন করছে তাতে ওখানকার হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছে। গত ১৮ই জুন যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকায় কোলাঘাটে অনুষ্ঠিত একটা জনসভার সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে—তাতে বিভিন্ন বিশিষ্ট জননেতার অভিমত, ইঞ্জিনিয়ারদের অভিমত উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে অবিলম্বে এই দুটো ব্রীজের পুনর্গঠন করা প্রয়োজন তা না হলে ওখানকার নদী দুটো অতি তাড়াতাড়ি মজে গিয়ে এখানকার সর্বনাশ সাধন করবে। এ ছাড়া এই দুটো পুল তৈরী করতে গিয়ে যেভাবে সরকারী অর্থের অপচয় করা হয়েছে সে সম্পর্কেও আমি পূর্তবিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মহিষ রেখায় দামোদর নদীর উপর—তিন বৎসর ধরে একটি পুল তৈরী হচ্ছে। সেখানে এই পুল তৈরীর জন্য যে পিলারগুলি তোলা হল সেগুলির জন্য ৪৫ ফুট মাটি গভীর করা হল এবং পরে সেই পিলার গুলি হয়ে যাবার পর দেখা গেল যে এই তিনটি পিলার ক্রমশঃই একদিকে বসে যাচ্ছে এই পিলারের উপর পুল তৈরী সম্ভব নয়। সেজন্য সেখানে পুরানো পিলারগুলিকে সম্পূর্ণ বাতিল করে আবার নতুন করে ৮৫ ফুট গভীর করে পিলার পোতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এতে যে অতিরিক্ত একটা মোটা টাকা নষ্ট হলো তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর একটা উদাহরণ—কোলাঘাটে যে জেটী তৈরি হয়েছে এই জেটীতে পারাপারের জন্য একটি দামী লঞ্চও নিয়ে আসা হয়েছে তার পেছনে যে লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছে সেটা এখন দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ অপচয় হয়েছে। কারণ সেটা আর বর্তমানে কোন কাজেই আসছে না। এইরকম ধরনের পরিকল্পনার আমরা পুনর্গঠন দাবী করি। এই সম্পর্কে আমার আর একটি গুরুতর অভিযোগ আজ সরকারের সমস্ত বিভাগে দলীয় স্বার্থ উগ্রভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে লজ্জার কথা এই যে বিভাগের সর্বময় কর্তা মন্ত্রী মহাশয় নিজে যদি কোন পরিকল্পনার মধ্যে হস্তক্ষেপ করে দলীয় স্বার্থের পরিপোষকতা করেন তাহলে সেটা আতঙ্কের বিষয় হয়ে পড়ে। এই প্রসংগে

আমি একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। আমার নিজের এলাকায় বাগনান-মানকুর নামে যে রাস্তাটি হচ্ছে সেই রাস্তার বিষয় মন্ত্রী মহাশয় নিজে যেভাবে চীফ ইঞ্জিনিয়ারএর অভিমত, ডেভেলপমেন্ট কমিশনারএর নির্দেশ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষকে বিপন্ন করে, কৃষিযোগ্য জমির ধ্বংস সাধন করে যে একটা আজগুবী পরিকল্পনাকে তিনি চালু করার চেষ্টা করছেন এবং এই কাজে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষীদের ইন্ধন যেভাবে যোগাচ্ছেন তাতে আমার এলাকায় জনসাধারণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আমরা এবিষয়ে বহুবার মন্ত্রী মহাশয়কে জানিয়েছি, কিন্তু জনসাধারণের অভিযোগের কোন মূল্য দিতে হলে যে সেই এলাকায় তাঁর নিজ দল কংগ্রেস সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ীর কাছ দিয়ে রাস্তাটিতে নিয়ে যাওয়ার যে চেষ্টা চলছে তাকে বানচাল করতে হয়, হাওড়া জেলার কংগ্রেসের সভাপতির প্রেস্টিজ থাকে না তাই তিনি ডেভেলপমেন্ট কমিশনারএর নির্দেশকে বাই-পাস করে সরাসরি এ বিষয়ে নিজে হস্তক্ষেপ করছেন। ফলে সেখানকার জনসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন হতে চলেছে। এই ব্যাপারে আমরা ডেভেলপমেন্ট কমিশনারএর হস্তক্ষেপ দাবী করায় তিনি বললেন যে আমরা এই ব্যাপারে যখন কিছু জানলাম না! আমাদের অভিমতকে বাই-পাস করে মন্ত্রীরা যদি এইরকম করেন তাহলে সরকারী শাসন-ব্যবস্থার সম্মান আজকে কি করে আর রক্ষা করা যায়। আমরা ক্রমশই বুঝতে পারছি যে সরকারী দপ্তরের মধ্যে থেকে আমাদের কোন অভিমত দেওয়া অথবা সুষ্ঠুভাবে কাজ করা চলবে না। এইভাবেই দলীয় স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রীরা বহু দিক দিয়ে দেশের ক্ষতি করছেন। এইভাবেই তাঁরা বাগনান-মানপুর রাস্তার যে পরিকল্পনা ছিল সেই এলাকার সামগ্রিক উন্নতি সেই উন্নতিকে তাঁরা ব্যাহত করছেন। এ বিষয়ে পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কয়েকদিন আগে একটা ডেপুটেশন যে গিয়েছিল সেই ডেপুটেশনএর নিকট খগেনবাবু নির্লজ্জের মত বলেছেন যে আমি মনে করেছিলাম এটা কংগ্রেস কম্যুনিস্টের প্রশ্ন এবং আমার কংগ্রেসী কর্মীরা যখন প্রতিবাদ জানিয়েছেন তখন সেটা একবার ভেবে দেখতেই হবে। অর্থাৎ দেশের স্বার্থের কথা যে আজ মন্ত্রী মণ্ডলীর মাথায় নেই এটা তাঁর কথা থেকেই প্রমাণ হয়। কাজেই বর্তমানে মন্ত্রীমণ্ডলীর অনুসৃত নীতি ও কার্যকলাপ যে দেশের পক্ষে বিপদজনক তা আজ সকলেরই গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করে যে বিতর্কের অবতারণা করেছেন, সেই বিতর্ককে দুভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে বিভাগীয় নীতি সম্পর্কে, অপরটি হচ্ছে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার রাস্তা নেওয়া না নেওয়া সম্পর্কে। প্রথমটি সম্পর্কে যে কথা উঠেছে সে বিষয়ে আমি দুই-একটা কথা বলবো। শ্রীচিত্ত বসু মহাশয় এখানে শ্রমিক ও কর্মচারীদের দাবী দাওয়ার কথা তুলেছেন। তিনি বলেছেন যে আমাদের বিভাগে বহু কর্মচারী টেম্পোরারী তাদের ছুটিছাটা দেওয়া হয় না, নির্দিষ্ট তারিখে বেতন দেওয়া হয় না, অফিসারদের বাড়ীতে তাদের চাকরেরমত খাটানো হয়, ইত্যাদি। আমাদের বিভাগে টেম্পোরারী লোক আছে একথা সত্য। টেম্পোরারী কর্মচারীদের সংখ্যা অনেক ছিল, আমি আমার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছি তাদের অনেককে পার্মানেন্ট করে নেওয়া হচ্ছে। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এ্যাসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসীয়ার এ'দের ৮০ পার্সেন্ট পার্মানেন্ট হচ্ছেন তা ছাড়া অফিস স্টাফদেরও পার্মানেন্ট করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ ছাড়া আমাদের আর এক শ্রেণীর কর্মচারী আছেন যাঁদের ওয়ার্ক চার্জড স্টাফ বলা হয়। ওয়ার্ক চার্জড স্টাফ হচ্ছেন তাঁরাই যাঁদের কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য একান্ত সাময়িকভাবে নিযুক্ত করা হয়, কাজ সম্পন্ন হলেই তাঁদেরও কার্য শেষ হয় এবং তাঁদের বেতন এই কাজগুলির জন্য যে এস্টিমেট করা হয় সেই কাজের এস্টিমেটের ভেতর থেকে দেওয়া হয়। এ'রা আমাদের রেগুলার এস্টাবলিশমেন্টভুক্ত নন। এ'দের যদিও একান্ত সাময়িকভাবে নিযুক্ত করা হয় তবুও আজকাল এ'দের প্রায় সকলকেই সামান্য কিছু বাদ দিয়ে একটা না একটা কাজ আমরা দিই এবং এইভাবে কাজ করতে করতে অনেকে অনেক বছর ধরে কাজ করেন। একটা কাজ শেষ হলে আর একটা কাজে নিযুক্ত হন, এইভাবে তাঁদের সার্ভিসের কন্টিনিউয়িটি থেকে যায়। এ'দের অনেককে, আমি আগের কয়েক বছর বলেছি আমরা পার্মানেন্ট করছি, আর যাঁরা বাকী আছেন, সম্প্রতি আমাদের বিভাগে যে ক্লার্ক নেওয়া হয়েছে তাতে এ'দের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যায় আমরা রিক্রুট করেছি। নেক্সট হাইয়ার স্কেলে যাবার জন্য এ'দের

একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামান্য কিছু টেকনিক্যাল নলেজ নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তারা পরীক্ষা দিয়ে হাইয়ার স্কেল অব পে-তে যেতে পারবেন এই গেল ওয়ার্ক চার্জড স্টাফের কথা। আমাদের এক মাননীয় সদস্য বলেছেন যে মেডিক্যাল কলেজের লিফটম্যান ইত্যাদি এদের কোন ছুটিছাটা দেওয়া হয় না। এ কথা সত্য নয়। রাইটার্স বিল্ডিংস, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি জায়গায় যে সকল লিফটম্যান আছেন তাঁদের সিফটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা লিফট চলে বটে কিন্তু, সিফটের ব্যবস্থা থাকার ফলে তাদের ছুটিরও ব্যবস্থা হয়েছে। (**শ্রীযুক্ত চিত্ত বসু:** কয় সিফটে কাজ হয়?) তিন সিফটে কাজ হয়। তারপরে কর্মচারীদের বাড়ীতে তাঁদের চাকরের মত খাটানো হয় এমন অভিযোগ আজ পর্যন্ত আমার কাছে পৌঁছায় নি। কাজেই আমি এর সত্যতা স্বীকার করতে রাজী নই। মিহির চ্যাটার্জী মহাশয় টোল ট্যাক্সএর কথা বলেছেন।

[10—10-10 a.m.]

টোল ট্যাক্সএর ব্যাপারে নীতির কথা তোলা হয়েছে। টোল ট্যাক্সএর মাধ্যমে আমরা কিছু রাজস্ব আদায় করে থাকি। প্রতি সভ্যদেশেই এই ব্যবস্থা আছে। মাননীয় সদস্যারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে, ধনীশ্রেষ্ঠ মার্কিন দেশেও এই ট্যাক্স আছে। খালি গরুর গাড়ি, সাইকেল ইত্যাদির উপরও ট্যাক্স আছে। সাইকেল এবং খালি গরুর উপর থেকে ট্যাক্স উঠিয়ে দেবার জন্য আমাদের কাছে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রস্তাব এসেছে সেগুলি আমাদের বিবেচনাধীন আছে। তারপর, রাস্তাঘাটের কথা। কতকগুলো রাস্তার নাম গত কয়েক বৎসর ধরে শুনে শুনে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। আমি দেখে আনন্দিত হয়েছি যে, সেই রাস্তাগুলির নাম এই বৎসর কেউ তোলেন নি সম্ভবতঃ এইগুলি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে। আমাদের দেশে অনেক রাস্তা আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। এ কথা সত্য, কিন্তু এটা জানা দরকার বাংলাদেশে শুধু কেন, কোন দেশেই সব রাস্তা রাজ্যসরকার গ্রহণ করতে পারেন না এবং কোথাও কেউ করে নি। মার্কিন ধনিকশ্রেষ্ঠ দেশ, ইংলন্ড ধনী দেশ, সেইসব দেশেও সব রাস্তা সেই দেশের রাজ্যসরকার গ্রহণ করেন নি—লোক্যাল অথরিটিজ কাউন্টি কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটি এদের হাতে রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নতির ভার আরোপিত হয়। মার্কিন দেশে আপনারা শুনে আশ্চর্যান্বিত হবেন, সেখানে ৩০ লক্ষ মাইল রাস্তা আছে, তার মধ্যে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল রাস্তা গ্রাম্যরাস্তা এই ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার মাইলের মধ্যে দুই লক্ষ ২০ হাজার মাইল স্টেট মেনেজমেন্টএর অধীন এবং বাকী ৩০ হাজার মাইল কাউন্টি লোক্যাল এজেন্সির অধীন। কাজেই আমাদের সব রাস্তাই—প্রতি গ্রামে বহু রাস্তা রাজ্যসরকার গ্রহণ করবে একথা মনে করা ভুল। তা সত্ত্বেও আমরা গ্রামে গ্রামে বহু রাস্তা নিয়েছি। আমি আমার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছি ১,১৮১ মাইল রাস্তা যেখানে ছিল এই কয় বৎসরের মধ্যে সেখানে আমরা ৭ হাজার ৫০০ মাইল রাস্তা উন্নয়নের জন্য নিয়েছি। কোন দেশই এত অল্প সময়ের মধ্যে এত পাকা রাস্তা করতে পারে নি। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাস্তা খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে পশ্চিম বাংলার তুলনায় আমরা সবচেয়ে বেশী টাকা ধরেছি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাস্তা খাতে আমাদের পশ্চিম বাংলার বরাদ্দ ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম স্থান বিহারের, দ্বিতীয় স্থান পশ্চিমবাংলার—কিছু কম হতে পারে বিহার থেকে। গ্রামে আমরা কোন রাস্তাই করছি না, একথা কেউ কেউ বলেছেন—আমাদের সাত হাজার মাইল রাস্তা দাঁড়াচ্ছে—এত আর কোথায় হয়েছে? একথা সত্য নয় যে মিউনিসিপ্যালিটির কোন রাস্তাই আমরা গ্রহণ করি নি। আমি এটা অবশ্য বুঝি এক গ্রামে একটা ভাল রাস্তা হলে আরেক গ্রামের লোকের মনেও একটা ভাল রাস্তা পাওয়ার আকাঙ্খা জাগে। জনসাধারণের দিক থেকে দাবি বাড়ছে এবং আমাদের কাছে প্রতিদিন রাস্তার জন্য দাবি করা হচ্ছে এবং আমরাও আমাদের অর্থসংগতির মধ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, রাস্তার উন্নতির জন্য। বর্ধমান জেলার কথা অনেকে বলেছেন। তাঁরা বলেছেন বর্ধমান জেলায় আমরা নাকি কোন রাস্তা নিই নি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৭ মাইল ধরা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০২ মাইল, অর্থাৎ প্রায় ৪০০ মাইল রাস্তা। হাওড়া জেলা সম্পর্কে কোন কোন সদস্য বলেছেন যে, আমরা নাকি সেখানে খুব কম রাস্তা করেছি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাস্তাঘাটের জন্য সাড়ে ৯১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। হাওড়া জেলার

আয়তন অনুপাতে সেখানে আমরা অনেক রাস্তা ধরেছি। বাকী রাস্তার উন্নতি সম্পর্কে আমরা বিবেচনা করছি। হাওড়ায় একটা রাস্তা সম্পর্কে কথা উঠেছে—বাগনান-মানকুর রাস্তা—এবং এই নিয়ে আমাকে আক্রমণও করা হয়েছে। এই বাগনান-মানকুর রাস্তা সম্পর্কে দারুণ দলাদলি আরম্ভ হয়েছে। আমরা সেখানে রাস্তা করতে গেলে সেই রাস্তার এ্যালাইনমেন্টএর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সেখানে সভাসমিতি হয় এবং আমাদের কাছে বহু আবেদন নিবেদন আসে—কালকেও একটা প্রস্তাব আমি পেয়েছি—সেখানকার জনসভায় হাজার হাজার লোক একটা জনসভায় উপস্থিত হয়েছিল। আমি বলেছি, বাগনান-মানকুর রাস্তা নিয়ে যখন বিবাদ হচ্ছে তখন আমি নিজে সেখানে যাব এবং গিয়ে যেখানে যে জায়গা দিয়ে হলে অধিকাংশ লোকের উপকার ও সুবিধা হয় এবং আমাদের অর্থসংগতির মধ্যে হতে পারে সেখানে করার ব্যবস্থা হবে। আমি দৃঢ়তার সংগে বলতে পারি কোনরকম দলীয় রাজনীতি আমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। কোন অঞ্চলে কোনো রাস্তা সম্পর্কে যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তাহলে আগে সেখানে গিয়ে দেখা কর্তব্য কোন এলাইনমেন্ট নিলে সকলের সুবিধা হবে। কারণ, আমাদের এও অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কোন একটা রাস্তার কাজ আরম্ভ করার পর যেখানে সত্যাগ্রহ হয় এবং পরে হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা হয়—সেখানে রাস্তার উন্নয়নে বিলম্ব হয়ে পড়ে। মাননীয় সদস্য আমার কাছেও গিয়েছিলেন—এখন অবশ্য তিনি অন্য কথা বলছেন আমি তখন তাঁকে বলেছিলাম আমি নিজে সেখানে যাব, যখন একটা প্রতিবাদ উঠেছে তখন সেই প্রতিবাদের কথা শোনাও দরকার। দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত হয়েই আমি কর্তব্যস্থির করব। বাগনান-আমতা রাস্তা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে বর্তমানে আর্থিক বৎসরের পরে ধরা হয় বলে এই বৎসর এটা হওয়া সম্ভব নয়। তারপর, ২৪-পরগনা, জয়নগর থানার কথাও একজন মাননীয় সদস্য তুলেছেন।

[10-10—10-20 a.m.]

আমরা দেখতে পাচ্ছি জয়নগর থানায় মিলন সংঘ রাস্তা, ময়দা গোড়ের হাট, দক্ষিণ বারাসাত গোড়ের হাট খাকুরদা হাট, গোচারণধোলা, দক্ষিণ বারাসাত মগরাহাট, জয়নগর-মোল্লারচক, জলবেরিয়া কুলতলি ইত্যাদি ছ-সাতটা রাস্তা একটা থানায় নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটা থানায় এতগুলি রাস্তা খুব কমই নেওয়া হয়েছে এবং ২৪-পরগনার আয়তন ও লোকসংখ্যা প্রভৃতি অনুপাতে অনেক বেশী রাস্তা আমরা ধরেছি।

এই জেলার উন্নয়নের জন্য আমরা তিন কোটি ১৯ লক্ষ টাকা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরেছি এবং রাস্তার মাইলেজের দিক থেকে ৫০৪ মাইল রাস্তা গ্রহণ করবার কথা। তন্মধ্যে ১২৩ মাইলের কাজ প্রথম পরিকল্পনায় আরম্ভ করা হয়েছিল এবং এখনো চলছে। পরিকল্পনার বাইরেও সেন্ট্রাল রোড ফান্ড হতে আরো কতকগুলি রাস্তা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বজবজ থানার মধ্যে বকরাহাট, রাইপুর এবং সহরারহাট, বিড়লাপুর, রাস্তা গ্রহণ করা হয়েছে।

[এ ভয়েস: ডায়মন্ডহারবারের রাস্তা সম্বন্ধে কি করা হয়েছে বলুন।]

ডায়মন্ডহারবারের রাস্তার কথা আমার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছি। বেহালা অঞ্চলে আমরা উন্নয়ন করবার ব্যবস্থা করছি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রায়না-জামালপুর রাস্তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মহেশ্বর থানায় অনেক রাস্তা আমরা নিয়েছি।

আমি আর অধিক কিছু বলতে চাই না। মাননীয় সদস্যবর্গকে অনুরোধ জানাচ্ছি—তাঁরা তাঁদের কাট মোশনগুলো উইথড্র করুন এবং আমার প্রস্তাবটি সমর্থন করুন।

Mr. Speaker: Except for cut motions Nos. 22, 38, 43 and 69 in Grant No. 32 I am putting the rest of the cut motions to vote.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Majumdar that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 32, Major Head. "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Bankim Mukherji that the demand of Rs 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 32, Major Head. "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Amarendra Mandal that the demand of Rs 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs 100, was then put and lost

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Roy that the demand of Rs 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobardhan Das that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanai Lal Bhattacharjee that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Provash Ray that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Misra that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—63.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—113.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes

Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, Sj. Durgapada
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 63 and the Noes 113 the motion was lost.

The motion of Sj. Sitaram Gupta that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head. "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—64.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—114.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pomantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 64 and the Noes 114, the motion was lost.

The motion of Sj. Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—64.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar

Bera Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—114.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Badruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh

Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Fomantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 64 and the Noes 114, the motion was lost.

The motion of Sj. Amal Kumar Ganguly that the demand of Rs. 2,45,04,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—64.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—115.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari

Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Saha, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad

The Ayes being 61 and the Noes 115, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta that a sum of Rs. 2,45,04,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 32, Major Head: "50—Civil Works" was then put and agreed to.

The motion of Sj Deben Sen that the demand of Rs. 4,04,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 44. Major Head: "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs 4,04,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 44. Major Head: "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Amal Kumar Ganguly that the demand of Rs. 4,04,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 44, Major Head: "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 4,04,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 44, Major Head: "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs 4,04,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 44, Major Head: "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta that a sum of Rs 4,04,89,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 44, Major Head: "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" was then put and agreed to.

[10-20—10-30 a.m.]

Major Heads: 43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc., and Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc.

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,23,89,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account". (Rs. 61,95,000 has been voted on account.)

Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 75,81,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries". (Rs. 37,91,000 has been voted on account.)

Industrial development holds a key place in India's Second Five-Year Plan and is, therefore, strictly guided by the Union Government's Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the revised Industrial Policy Resolution of April, 1956. This Resolution has consigned the development of most major and medium industries to the initiative of the Government of India and a recent notification has given the Union Government control over many more items than it started with in 1948. The field of direct enterprise of State Governments has, thus, been drastically curtailed and they can now at best trail behind the Union Government's programme, being competent mainly to look after medium and small-scale, rural and cottage industries. The very limited freedom of the State Government is again very much crippled by the lack of funds.

Nevertheless, the Department of Commerce and Industries plays a very useful role. The Commerce Branch looks after such important aspects of private organisation as Company Law, Partnership, Registration of Societies, Trade Statistics, Tea, Jute, Ports and Trade with Pakistan. The work for the introduction of metric weights and measures has also

been initiated. The Industries Branch fulfils a vital function in processing all applications for licences under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and pursuing them at the Centre. It also looks after problems of the Tariff Commission, development of indigenous industries, issue of essentiality certificates for the import of raw materials, components and equipment, allocation of raw materials of controlled categories for private industries and recommendations for the issue of various licences and certificates for private industries. In the last few years the help rendered by the Department has been greatly appreciated by private industries which now increasingly look up to the Department for succour in their mounting difficulties, which have now assumed almost crippling proportions with the lack of raw materials, restrictions on import of essential items and of iron and steel. In spite of the current loose talk that West Bengal is no longer attractive for new industries, it is heartening that the largest number of licences obtained by private industries continued to be taken for West Bengal. A mere half year's review of licences issued to private industries for the establishment of new factories in the first half of 1957 shows that licences have been issued in all the important branches of industry like iron and steel, tools and implements, miscellaneous industries, electrical goods, chemicals, ceramics, plywood, rubber, radio receivers, cycles and cycle parts, road-rollers and miscellaneous industries like sewing machines, small tools, electric lamps, electric fans and motors, cellophane paper, vanaspati, paper and pharmaceuticals. The number of major licences issued in the course of the six months was 46 and West Bengal still continues to be the receiver of the largest number of licences among all States in India. An analysis of the employment potential of the industrial undertakings for which licences were issued in the first half of 1957 shows that if all the factories came into being and worked full time there would be employment roughly for 10,500.

We have also started a Directorate of Mining. This Branch has succeeded in interesting the Government of India and the National Coal Development Corporation in the prospect of opening coal mines in the public sector in the Ondal-Raniganj filed. The Branch has acquired drills and other mining equipment. In collaboration with the Geological Survey of India, limestone deposits in Purulia districts have already been extensively surveyed and the final report is being made ready. The deposits of limestone discovered in Purulia lend hopes of a cement factory for West Bengal either in Durgapur or Purulia.

One of the major tasks of the Department is industrial training. It is a matter of satisfaction to note that all the three institutes, the two textile institutes at Berhampore and Serampore and the Tanning Institute in Calcutta have been reorganised and raised to the standard of Degree Courses. We have been taking over training centres from the Government of India in Gariahata, Tollygunge, Howrah and Kurseong. Steps have been taken in the past year to strengthen the staff and improve the teaching facilities although much remains to be done in such institutes as the St. Alphonsus School in Kurseong which, formerly run by an enterprising Jesuit, now dead, stands in need of reorganisation and possible transfer to Siliguri.

Our activity has to be necessarily phased for lack of funds and qualified personnel. But as soon as Gariahata, Tollygunge, Krishnagar, the Calcutta Technical School, the Howrah Homes have completed their reorganisation programme in the current year, the institutions at Cooch Behar, Kurseong and Durgapur will have to be reorganised and built. The existing provision of 2,500 seats for craftsmen and vocational trainees will be doubled by 1960-61 while 3,000 new seats under the apprenticeship training

schemes are being arranged in the various industrial undertakings of the State. There is also a scheme in active progress of post-employment training of adult educated workers.

On the border line of large and medium industries on the one hand and small industries on the other, stand several State Government schemes catering to small industries which act as ancillaries and feeders to larger and medium industries. There are the Central Engineering Organisation in Howrah with a provision of about Rs. 60 lakhs designed mainly to register members from among small industries who can be helped with orders secured from large establishments, designs and monetary help, servicing and finishing and standardisation of raw materials. Having started for a year it has enlisted more than 50 members and done business of roughly 20 lakhs. Another servicing unit for small engineering industry will be the Central Shot-Blasting and electro-plating unit at Belgharia, two large ceramic units—one at Belgharia and another at Dum Dum—which will produce not only domestic pottery but also insulators and goods for the electricity trade. A heartening feature of expansion of ancillary industries is the project of Industrial Estates, three small ones and three big. The first small Industrial Estate at Baruipur has met with success, encouraged by which Saktigarh and Siliguri Industrial Estates will be undertaken this year. The Industrial Estate in Saktigarh will cater mainly to the needs of the peasant community in that area while that at Siliguri will cater mainly to those of the plantation industries, the Railway industry and plantation labour of Cooch Behar, Jalpaiguri and Darjeeling. The three large Industrial Estates at Howrah, Kalyani and Habra will cover 100 acres each. Kalyani has already made progress, while work will shortly commence in Howrah and Habra. Each industrial estate will house about 150 small industries each with a capital of under 5 lakhs. We have received offers, help and guidance from the various Chambers of Commerce in the establishment of these industrial estates. Special plans have been made for Purulia, not only for industrial training but the improvement of the lac processing industry and the large cutlery industry in Jhalda and Purulia and other centres. The Central Government has just signed an agreement with Japan for the establishment of a prototype manufacture and training centre for machine tools, electrical measuring instruments and electric hand-tools in Howrah with Japanese financial and technical help, the first phase of which is expected to start by the end of this financial year.

Mention will be made presently of the need of financial assistance to industries. The State Financial Corporation has already issued Rs. 1 crore as loans to private industries and floated debentures worth Rs. 50 lakhs to continue its good work. A part of the money received from the Government of India for State aid to industries will be handed over to the State Financial Corporation for the promotion of Industrial Co-operatives, while the State Bank of India has launched a pilot scheme for providing short and long-term loans against raw materials and stocks to all categories of industries. The Board of Industries which operates the State Aid to Industries Act has issued more loans in 1957-58 than in any previous year. Terms for issue of loans have been liberalised and we propose to come to the Legislature to raise the limit of loan by the Board of Industries from Rs. 25,000 to Rs. 1 lakh to any one unit.

[10-30—10-40 a.m.]

It will be worthwhile to quote a few figures. To the Electricity Board we have lent a sum of Rs. 36.36 lakhs for the current year, while to the Damodar Valley Corporation about Rs. 4 crores have been specially allotted

for the power development. The Durgapur Coke Oven Plant has been allotted Rs. 4.23 crores for the current year. For development activities we spent during 1957-58 a sum of Rs. 2.35 crores, of which Rs. 1.31 crores was over Industries, Rs. 34 lakhs for Cinchona and Rs. 70 lakhs for Stationery and Printing. Owing to the budgetary restrictions imposed by the Planning Commission for 1958-59, we expect to spend Rs. 2.03 crores in 1958-59 for development activities. This is exclusively in the field of those programmes that are handled by the Commerce and Industries Department.

The Cottage and Small-Scale Industries Department enjoys a separate allotment. Talking of Small-Scale and Cottage Industries, I would invite you to have a brief look at the problem in its very rough outline. The definition of Cottage industry applies to those industrial establishments which, working on power, employ less than ten employees or, without power, less than twenty employees. Any establishment with 50 labourers per shift and with less than Rs 5 lakhs as capital comes under the definition of small industry. The Industrial Statistics Act has 86 broad classifications to which, under West Bengal conditions, it was found necessary to add another 14 bringing the total to 100 The State Government realising the need of having a thorough survey made for Cottage and Small-Scale Industries preparatory to the Second Five-Year Plan, conducted a survey in 1954, the results of which were tabulated and published during 1955-56. A volume was published for each district with a summary volume for the State as a whole Members of the Legislature may find this volume very useful. This 1954 survey is now being sought to be reinforced by a further intensive survey in 1958-59 for 17 widespread Cottage Industries.

In 1954 the total number of establishments in all cottage and small-scale industries was estimated at 3,90,710 The total value of raw materials used was roughly Rs. 77.1 crores, the total value of the goods produced being roughly Rs. 129 crores, the total labour employed was roughly 9,48,800 of whom about 1,88,000 only were hired The total wages paid to hired labour per year were about Rs 10.1 crores. Simple, unweighted calculations will show that the value of family labour would be roughly Rs. 500 per year and the value of wages paid to hired labour Rs 520 per year per worker. About 40 per cent of these industries employ assets between Rs. 101 and Rs 500 per establishment. 29 per cent. of these industries employ Rs. 501 to Rs. 1,500 as assets Thus it will appear that 69 per cent of the small and cottage industries of the State have assets of not more than Rs. 1,500 per establishment, which amply underlines their labour intensiveness. Here again, in the matter of labour employment 73 per cent of the industries employ 2 to 3 workers, while 97 per cent. employ not more than 4 persons on the average (15 per cent below 2 73 per cent between 2 and 3, and 10 per cent between 3 and 4) A different analysis indicates that about 82 per cent of the establishments pay less than Rs. 500 per annum to hired labour. This very bold outline brings out the essential problems: (i) the extreme lack of mechanical equipment and assets which make improvement and standardisation very difficult; (ii) the labour intensive and capital starved character of cottage and small-industries and the utter dependence on family labour which forbids expansion of any enterprise; (iii) the problem of credit supply in the face of such extreme lack of security; and (iv) the fourth is the difficulty in marketing any product that is not custom-made and for which advance has not been made by the customer. This is a very challenging situation to say at least, which explains why, although criticism and awareness of the problem are wide-spread, constructive suggestions have been so few even on the floor of this Legislature.

The relieving feature of course is the wide range of goods produced by these establishments and the fund of skill and ingeniousness in our artisans and craftsmen.

The State Government has however taken courage in both hands and liberalised the terms of small loans even to the point of taking risks. Thus the Director of Industries and the District Magistrates have been authorised to issue loans up to Rs. 5,000 and Rs. 2,500 respectively to individual establishments, without reference to the Board of Industries. District Magistrates have been authorised to issue loans up to Rs. 1,000 on a simple bond with no surety and the Director of Industries has been similarly authorised to issue loans up to Rs. 2,000. Funds have been given to the Block Development Officers to issue loans up to Rs. 400 with simple bonds with no surety. In a series of delegations effected during 1957-58, power of sanction for loans and individual schemes has been delegated down to the Block Development Officer which, although involving a certain amount of risk, has been designed to accelerate help to cottage and small-scale industries. The Directorate of Industries and Co-operation have been reinforced with staff to look after and expedite the work of cottage and small-scale industries and industrial co-operatives, the full effect of which will start to be realised by the end of this financial year. It should be appreciated that up till now neither the Co-operation Directorate nor the Industries Directorate has had any effective staff below the district level. We have made a beginning by having an organisation which has just reached the block level, although not in all blocks. In connection with the Co-operation Budget, you have been told of the Government's intention to organise industrial co-operatives of two categories—first, co-operatives of producers, and secondly, co-operatives of servicing and marketing. This progremme, to be aided by the State Bank of India's pilot project, the State Aid to Industries Act and the co-operative banking system, has just started its work. The account that will be given below should be taken in the context of these preliminary remarks.

Apart from the promotion of small private industries through loans, supervisory and managerial aid in addition to loans to industrial co-operatives, the establishment of a network of sales depots and emporia for the marketing of handloom and cottage industries products either directly or through co-operative organisations, the Cottage and Small-Scale Industries Departments are engaged in direct execution of two types of schemes: first those which are entirely financed by the State Government and secondly those jointly financed by the Centre and the State Government through the six Boards established by the Union Government, their respective shares being calculated on the basis of agreed patterns.

The schemes that are jointly financed by the Centre and the State Governments are based on the quantum of financial assistance received from the Government of India through six All India Boards which are— the Small Industries Board mainly for engineering industry, the All India Handloom Board, the All India Handicrafts Board, the All India Khadi and Village Industries Commission, the All India Coir Board and the Central Silk Board.

The schemes under the Central Silk Board are now looked after by the Industries Branch of the Commerce and Industries Department but really fall, except for certain schemes, within the ambit of Cottage and Small-Scale Industries Department. There are several miscellaneous schemes which although not falling specifically under any one Board, help the Boards' schemes in a variety of ways. All these Boards' schemes have not

only to receive the approval of the respective Boards but also of the Government of India. This is a dilatory procedure, leading to delays and uncertainties every year but recently steps have been taken to rationalise the procedure.

In contrast to 43 schemes operated by the Industries Branch of the Commerce and Industries Department, the Cottage and Small-Scale Industries Department operates a total of about 160 schemes situated in various parts of the State. In addition, there are schemes under the Community Development Programme and the Khadi Village Industries Commission which are distributable in a sense that they have a variety of typed schemes which can be established wherever the conditions are propitious and funds are available.

[10-40—10-50 a.m.]

Our Development Budget for the Second Five-Year Plan for 1958-59 amounts to Rs. 71.17 lakhs bringing the total of all figures to Rs. 113.7 lakhs. It has not been possible to increase the budgetary figure from 1957-58 owing to the fact that the Planning Commission and the Government of India have drastically reduced their ceiling of financial assistance. All that it was possible to do therefore it to keep more or less to last year's figure which itself meant sacrifices for other Departments.

The most important cottage industry being handloom, the handloom schemes were provided Rs. 15.99 lakhs under "43—Cottage Industries" plus loans and advances of Rs. 4.40 lakhs bringing the total to Rs. 20.39 lakhs. Under a recent arrangement working capital loan to handloom will henceforth be given by the Reserve Bank of India through the Provincial Co-operative Bank and the Central Co-operative banks. This figure is expected to be supplemented by an additional allotment of Rs. 35.03 lakhs which has been recommended by the authorities to the Ministry for the establishment of 750 powerlooms at the rate of 15 powerlooms per co-operative society which may be increased to 25 looms per society. If this unit allotment is increased up to 25 looms per society, we may be entitled by way of loan and grant to a total sum of Rs. 54.72 lakhs for the establishment of 1,250 looms during the current year. This is in addition to Rs. 20.39 lakhs for handloom. Another scheme for the establishment of training-cum-demonstration centre for powerlooms with a total financial outlay of Rs. 8.38 lakhs has just been formulated on lines suggested by the Textile Commissioner for which sanction will be awaited from the Government of India. The second most important scheme is the development of wood industry of which mention has been made before involving an outlay of Rs. 8.40 lakhs under "43—Industries" and Rs. 5.60 lakhs under "81—Capital Account." Other schemes in order of financial importance are:—

(1) The marketing of products of cottage and small-scale industries (Rs. 5 lakhs).

(2) Development of Ghani Oil industry (Rs. 3.34 lakhs).

(3) Training-cum-production centre for mechanical toy manufacture (Rs. 3.02 lakhs).

(4) Procurement of raw materials for supply to cottage industries (Rs. 2.72 lakhs).

(5) Development of ceramic industry for sanitary ware, electrical goods, bone-china (Rs. 2.49 lakhs).

(6) Development of Khadi industry (Rs. 2 lakhs). This allotment will increase in the course of the year to a great extent owing to the liberalised policy of the All India Khadi and Village Industries Commission.

(7) Promotion of Gur Industry (Rs. 1.59 lakhs).

(8) Model Blacksmithy Workshop (Rs. 1.52 lakhs).

(9) Industrial centres for manufacture of lac products and lacquered articles in Purulia district (Rs. 1.45 lakhs).

(10) Development of Cane Gur and Khandsari Sugar (Rs. 1.45 lakhs).

(11) Development of Cutlery Industry in Purulia (Rs. 1.40 lakhs).

(12) Manufacture of Surgical Instruments (Rs. 1.37 lakhs).

(13) Development of Coir Industry (Rs. 1.37 lakhs).

Development of toy-making and artistic pottery Rs. 1.26 lakhs, Hand-pounding of rice Rs. 1.14 lakhs, Development of Cutlery Industry at Kanchannagar and Kurseong Rs. 1.13 lakhs, Development of Village Pottery Rs. 1.10 lakhs, Peripatetic Training Centres for Leather Industry Rs. 1.04 lakh, Production of Ropes and Twines Rs. 1.04 lakh, Model Carpentry Workshop Rs. 1 lakh, Development of Lock Industry Rs. 1 lakh, Training Institute in Malda Rs. 0.88 lakh, Experimental Workshop for Cottage Industries Rs. 0.81 lakh, Development of Common-clay Glazed Pottery Rs. 0.77 lakh and Soap from Non-edible Oils Rs. 0.75 lakh. All the other schemes cost less than Rs. 75,000.

In addition to these schemes we have schemes under the Khadi and Village Industries Commission. In a recent review with the Community Development Ministry it was agreed that the allotment against schemes of the Khadi and Village Industries Commission, excluding the Khadi schemes, should be increased from Rs. 4.5 lakhs to Rs. 8 lakhs. This has been justified by the record of performance of 1957-58 in Community Development Blocks. A review of the Cottage and Small-Scale Industries programme conducted by the Community Development Ministry in April last reveals that in 1957-58 alone the expenditure on the Cottage Industries programme in Community Development and N.E.S. Blocks was over Rs. 30 lakhs spread over 172 units. This performance was appreciatively praised by the Union Minister himself. It is expected that with the assistance of the Khadi and Village Industries Commission the expenditure on the rural industries programme in 1958-59 will touch a figure of Rs. 50 lakhs. This programme has been mentioned in this connection owing to the fact that it is looked after by the Cottage and Small-Scale Industries Department.

Apart from the sales depots organised by the handloom co-operatives throughout the State, the Cottage and Small-Scale Industries Department has been rapidly increasing the number of sales depots in the districts, industrial centres, mobile vans and other means of marketing, such as exhibitions. A great deal remains to be done for the improvement of marketing and training for dissemination of improved techniques. But certain important pilot training schemes have been worked out on the subjects of handloom, Khadi, mat, weaving, hand-made paper, brass and bell-metal, palmgur, horn, blacksmithy, carpentry, Ghani oil, lock, sports goods, pottery, bamboo products and wood work.

Sj. Basantalal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Bejoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Misra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Ledu Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Haridas Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Brindaban Behari Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Amal Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Ajit Kumar Ganguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72--Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Basantalal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Bejoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Chaitan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobardhan Pakray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sjkta. Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Misra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchanan Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Provash Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Dr. Suresh Chandra Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100.

Sj. Samar Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ইন্ডাস্ট্রীর মত একটা এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য খুব কম সময়ই দেওয়া হয়েছে, সুতরাং এর মূল বিষয়গুলি কিছুই আলোচনা করা যাবে না। আমি শুধু সংক্ষেপে এর দুই-একটা দিক আলোচনা করবো। কেবল মুখেই বলা হচ্ছে যে শিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি একটা বক্তৃতা উদ্ধৃত করছি, ১৯৫৫-৫৬ সালে আমাদের চীফ মিনিস্টার তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন—

"The agricultural sector of the economy is in a decrepit state. It is not possible for it to absorb more men, but it requires

revitalisation in order that it can maintain the present population at least on the subsistence level or slightly above it. Relief must come almost wholly through industries, both cottage industries as well as big industries. There is no getting away from this fact and the Second Five-Year Plan for West Bengal must be formulated accordingly."

[10-50—11 a.m.]

এই হচ্ছে চীফ মিনিস্টারের বক্তব্য। এই ইন্ডাস্ট্রিয়্যালাইজেসান থেকে বেরিয়ে আসার আমাদের কোন পথ নাই—এর উপর নির্ভর করেই আজকে আমাদের দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং আমাদের অর্থনীতি দাঁড় করাতে হবে। ডাঃ রায় যে কথা বলেছেন আমরা তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান আমাদের পশ্চিম বাংলায় ইন্ডাস্ট্রি খাতে ধার্য হয়েছে ৯ কোটি ৪৭ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, অর্থাৎ আমাদের প্ল্যান আউটলে ৬·২ পারসেন্ট—এই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি খাতে ধার্য অর্থ, সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানে এবং তার মধ্যে

out of this total amount provision for large and medium industries is only 1 crore 73 lakhs and 60 thousand.

অর্থাৎ ১·২ পারসেন্ট অব দি টোট্যাল আউটলে এক পার্সেন্ট সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ লার্জ এ্যান্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রির জন্য। অথচ আমরা বলছি এটাই হচ্ছে পশ্চিম বাংলায় বেঁচে থাকবার একমাত্র পথ। সুতরাং কথায় এবং কাজে কোন মিল নাই। তা ছাড়া, ধরুন, স্পিনিং মিলএর কথা—৩টা স্পিনিং মিল হওয়ার কথা ছিল সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এটা তৃতীয় বৎসর এখনো একটাও হয় নি—একটা হবে আশা করতে পারি, দুটো হবে না। আমি ফিগার দিতে চাই না। ৬টা ইন্ডাস্ট্রির কথা ভূপতিবাবু বলেছেন—অথচ ইন্ডাস্ট্রি বলতে কিছুই শুরু হয় নি—সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট বলতে কিছুই হয় নি। বাজেট প্রভিশনএ আউট অফ টোট্যাল রেভেনিউ এর মধ্যে ইন্ডাস্ট্রি এ্যান্ড কমার্স খাতে আছে ৭৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা—এর মধ্যে বিভাগীয় কর্মচারীদের পে অফ অফিসারর্স জন্য ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার, এস্টাবলিসমেন্টএ ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার, এ্যালাউয়েন্স বাবদ ৯ লক্ষ ৫০ হাজার। সুতরাং ইন্ডাস্ট্রি এ্যান্ড কমার্স খাতে অফিস এবং স্টাফএর জন্যই ২৪ লক্ষ ১১ হাজার ৪০০ টাকা অর্থাৎ ওয়ান-থার্ড চলে গেল। এতেও আপনারা টপ হেভী এ্যাডমিনিস্ট্রেসন বলবেন না, ডাক্তার রায় বললেন টুলাইট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এভাবে যদি এ্যালটমেন্ট করা হয়, ইন্ডাস্ট্রির কি ভবিষ্যৎ আছে তাহলে? আপনারা জানেন ইন্ডাস্ট্রির সংকট কত গভীর ও গুরুতর। আমার সময় নেই, বেশী বলতে পারব না। আমি শুধু গত পরশু দিন যুগান্তর পত্রিকায় যে খবর বেরিয়েছে সেটার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—পশ্চিম বাংলায় ছোট বড় শিল্প বিলুপ্তির পথে—তাঁরা বলছেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে ব্যবসায়িক আর্থিক পরিমাণ ছিল ৪৮ কোটি ৩৭ লক্ষ, তা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে পেতে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩৬,৫১,০০,০০০ এবং ১৯৫৮ সালের তিন মাসে এই পরিমাণ হয়েছে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। এর ফল কি হয়েছে? ফল হয়েছে—(?) দোকান বন্ধ হয়েছে ৫০০, কাঁচ, চীনামাটির বাসনপত্রের দোকান বন্ধ হয়েছে ৯০০, বিদ্যুৎ সরঞ্জাম বিক্রেতা দোকান বন্ধ হয়েছে ৭০০, কাপড়ের দোকান বন্ধ হয়েছে ১,০০০। টী এস্টেট বন্ধ হয়েছে ১০০—এগুলি বেঙ্গল ট্রেডার্স এ্যাসোসিয়েশনএর স্মারকলিপিতে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের প্রদত্ত বিবরণ থেকেই বুঝতে পারছেন কি সাংঘাতিক অবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং শিল্পক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। সময়ের অভাবে আমি বেশী তথ্য দিতে পারব না। স্মল এঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রীতে কি অবস্থার উদ্ভব হয়েছে সে সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে খবর বেরিয়েছে তা আমি বলে যাচ্ছি—এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাসোসিয়েশনএর যিনি চেয়ারম্যান তাঁর একটা বক্তৃতায় তিনি বলছেন,

"Quoting the figures, he (i.e., Mr. K. J. Cleetus) pointed out that there had been a decline in the production of electric motors, automobiles, bicycles and other items in the latter half of 1957. The fall in the level of bank advances to the iron and steel and

engineering industries from October 1957 onwards confirmed that production was slowing down because of an acute shortage of raw materials."

এটা আপনারাও স্বীকার করেছেন। কিন্তু সমাধান আপনারা বলেন নি। বিভিন্ন ছোট লোহার কারখানা আজকে উঠে যেতে বসেছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। লাস্ট এ্যালটমেন্ট ছিল ১২ হাজার টন স্টীল, এবার শুনছি দুই হাজার টন এ্যালটেড হয়েছে। আবার বাজারে ব্ল্যাক-মার্কেটিং হচ্ছে, অথচ রেজিস্টার্ড ফার্ম তাদের কোটা পায় না। এই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা। আজকে মিলএ লোহার কারখানায়, সুতাকলে এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরীতে এইরকম ক্রাইসিস—এত বড় ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে তা কি করে সলভ করবেন, কি তার সলিউশন যেসব আমাদের কিছুই বললেন না। তারপর, পশ্চিম বাংলায় বাঁকুড়ায়, তারপর পুরুলিয়ায় ইত্যাদি জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোটেন্সিয়াল খুব বেশী, মন্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করেছেন তা। পুরুলিয়ায় লাইম-স্টোনএর একটা সার্ভে করা হয়েছে—তা ছাড়াও পুরুলিয়ায় আরও অনেক বহু মূল্যবান ধাতু আছে। আমি সেখানে দেখতে গিয়েছিলাম—সেখানকার লোকে আমায় বলেছে মিডলাইট নামে একটা মূল্যবান ধাতুও আছে। সকলেই এটা স্বীকার করেছেন। গোটা দামোদর ভ্যালী সেই জায়গাটা মিনার‍্যাল রিসোর্সএ পরিপূর্ণ, পুরুলিয়া বাঁকুড়ায় ঐ অঞ্চলটা একটা বিরাট কনটিজিয়াস ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট। সেখান থেকে দাবি উঠেছে, সেখানকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল—কংগ্রেস কম্যুনিস্ট সকলে মিলে মেমোরেন্ডাম পেশ করেছে। কিন্তু এইসব ইন্ডাস্ট্রি করবার গভর্নমেন্টএর কোন পরিকল্পনা নাই। এবং কাজ যেভাবে ধীরে ধীরে চলছে তাতে কোন ভরসাও নাই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে। ক্যাপিটালিস্ট ফ্রেম ওয়ার্কএর ভিতর গভর্নমেন্ট যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন তাতে যাদের ক্যাপিটাল ও ইন্টারেস্ট আছে তারা নিজেরা হয়তো কিছু করতে পারেন, কিন্তু ব্যাপক ইন্ডাস্ট্রিয়্যালাইজেশন তাঁদের দ্বারা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মুখে বলবেন শুধু সোসায়্যালিস্টিক প্যাটার্ন অফ সোসাইটি কিন্তু মনোপলি ক্যাপিটালিস্ট রেজিম এটা বন্ধ না হলে আমাদের দেশের ইকনমির সংকট আরো গভীরতর হবে এবং তাতে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের আশা দূরীভূত হবে। এবং যে সমস্ত ফ্যাক্টরী বর্তমানে চালু আছে সেগুলিও বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর, নর্থ বেঙ্গলএর কথা—সেখানে কোন ইন্ডাস্ট্রি নাই—মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন কোন প্রকার কংক্রিট সাজেশন আসে না নর্থ বেঙ্গল থেকে। আমরা এই এ্যাসেমবলীতে বার বার একথা বলেছি কংক্রিট সাজেশনও দেওয়া হয়েছে ট্রেডস এ্যাসোসিয়েশন থেকে স্কীমও দেওয়া হয়েছে। যুগান্তরেও এ নিয়ে লেখা হয়েছিল—তারা বলেছেন রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশনএর ব্যাপারে আমরা অনেক স্কীম দিয়েছি—একটাও গৃহীত হয় নি। সুতরাং স্কীম দিয়েই বা কি হবে? তাই সরকারের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন এটা ভালকরে চিন্তা করেন।

[11—11-10 a.m.]

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, বর্তমানে বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলেই কুটিরশিল্প সবচেয়ে বেশী। একথা সকলেরই জানা আছে যে, পশ্চিম বাংলার শতকরা ৭০ জন বাস করে পল্লী অঞ্চলে। এই যে শতকরা ৭০ ভাগ লোক—তাদের ভিতর শতকরা ৫০ জন লোকের কিছু জমি আছে—দে ওন ল্যান্ড। শতকরা দশজন ভাগচাষী তাদের নিজেদের জমি নাই, পরের জমি চাষ করে খায়। শতকরা ৩০ জন কৃষি মজুর এ্যাগ্রিকালচারাল লেবার এদের মোটেই জমি নেই। এরা অন্যের জমিতে কাজ করে খায়। শতকরা দশজন চাকরি করে বা ব্যবসাবাণিজ্য চালিয়ে যায়। যাদের জমি আছে তাদের ভিতর শতকরা দশ জনের দশ বিঘার বেশী জমি আছে আর শতকরা ৩০ জনের ৫ বিঘা পর্যন্ত জমি আছে আর শতকরা ১০ জনের ৫ থেকে ১০ বিঘা জমি আছে।

এই হচ্ছে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলের সত্যিকার অর্থনৈতিক চিত্র। এই চিত্রের দিকে যদি আমরা অভিনিবেশ সহকারে তাকাই তাহলে দেখা যাবে পল্লী অঞ্চলের খুব কম লোকই শুধু জমির উপর নির্ভর করে কোন রকমে বাঁচতে পারে। কথা হচ্ছে বাদবাকী যারা, তাদের অবস্থা কি হবে? এখানে একটা কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে। শহরে ক্রমশঃ বড় বড় শিল্পের বিকাশ হবে, নানা স্থানে কলকারখানা গড়ে উঠবে, এবং পল্লী অঞ্চলের এই সমস্ত

লোক সেখানে গিয়ে চাকরি নেবে। যাঁরা এই কয়দিনের বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরা ভাল করেই বুঝেছেন বর্তমানে বড় বড় শিল্পাঞ্চলে কাজের সুযোগ খুব কম। আমাদের পশ্চিম বাংলায় বৃহত্তম শিল্প হচ্ছে পাটশিল্প। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এই পাটশিল্পে পঞ্চাশ হাজার লোক ছাঁটাই হয়েছে। যেখানে পূর্বে ৫ বছর আগে কর্মীসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ২ হাজার, এখন সেখানে কাজ করছে আড়াই লক্ষ। এর কারণ কি? মডার্নিজেশন—যার অন্য নাম র‍্যাশনালাইজেশনই এর কারণ। র‍্যাশনালাইজেশনএর মানে কি? আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, কম লোকের সাহায্যে বেশী কাজ করিয়ে নেওয়ার নামই র‍্যাশনালাইজেশন অথবা আধুনিকীকরণ।

এখানে আমি সংক্ষেপে একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। কয়েক বছর আগে একটি আন্তর্জাতিক রাসায়নিক শিল্পসম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিকের প্রতিনিধি হিসাবে আমি প্যারিস গিয়েছিলাম। প্যারিসের উপকণ্ঠে আমাদের একটি ভারী রাসায়নিক শিল্পের কারখানা দেখতে নেওয়া হয়। আমাদের সঙ্গে কারখানা মালিকের প্রতিনিধি ছিলেন। গভর্নমেন্টের লোকও ছিলেন। আমরা কারখানার ঘরের পর ঘর পেরিয়ে যাচ্ছি—অথচ একজন শ্রমিককেও দেখতে পাওয়া গেল না। অথচ শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে শ্রমিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি উদ্গ্রীব। আমি মালিকের প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রমিকরা কোথায়? তিনি বললেন, আমাদের শ্রমিকের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, আমরা কল দিয়েই কল চালাই।

That is what is meant by rationalisation

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কলকাতার আশেপাশে যেসব নতুন কারখানা বিকাশ লাভ করেছে, সে সবে খুব কম নতুন শ্রমিক ভর্তি হবার সুযোগ পায়। ছাঁটাই হওয়া পুরাতন শ্রমিকেই সেসব ভরে যায়। নতুন যারা ভর্তি হয় তাদেরই বা চাকরির স্থায়িত্বের আশা কোথায়? আধুনিকীকরণের অজুহাতে যেকোন মুহূর্তে তারা ছাঁটাই হতে পারে। পল্লী অঞ্চলের বহু লোক আগে, শহরে এসে কলকারখানায় কাজ করবার সুযোগ পেত। কিন্তু সে সুযোগ থেকে তারা ক্রমশ বঞ্চিত হচ্ছে। তারা শহরে এসে বিভিন্ন কারখানায় কাজ নিয়ে যে বেঁচে থাকবে তার বিশেষ কোন সম্ভাবনা এখন নেই। এখন বিজলীর যুগ চলছে, এর পর আসবে এ্যাটমিক যুগ। তখন শিল্পে খুব কম লোকেরই দরকার হবে। সুতরাং আমাদের এই সমস্ত বিষয় খুব ভাল করে ভেবে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। পল্লী অঞ্চলে জমির পরিমাণ খুবই পরিমিত, সেখানে আর বেশি জমি পাবার সম্ভাবনা নেই। তাহলে পল্লীর লোকদের বেঁচে থাকবার উপায় কি? একথা মহাত্মা গান্ধী খুব ভাল করে ভেবেছিলেন। তিনি বলেছিলেন পল্লীবাসীকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে একটি মাত্র উপায় আছে, সে হচ্ছে কুটির শিল্পের সাহায্যে তাদের কাজ দেবার ব্যবস্থা করা। এমন কাজের ব্যবস্থা করতে হবে যা কৃষি কার্যের সঙ্গে বা অন্য কাজের সঙ্গে ঘরে বসেই করতে পারে। এ ধরণের কুটির শিল্পের সাহায্যে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন কুটির শিল্পের মধ্যে প্রধান চারটা, তাঁতশিল্প, চরকা, ঢেঁকী এবং গুড়শিল্প। এ ছাড়া আরও নানা রকমের কুটিরশিল্প হতে পারে। তবে কুটির শিল্পের ভিতর এই চারটাই প্রধান। এদেশে তাঁতশিল্পের গুরুত্ব এখনও খুব বেশী। পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে এক লক্ষ ২৫ হাজার তাঁতী পরিবার এই তাঁতশিল্পের সাহায্যে বেঁচে আছে। পশ্চিম বাংলায় প্রায় ৬০ লক্ষ পারিবারের বাস। এই ষাট লক্ষ পরিবারের মধ্যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার পরিবার বেঁচে থাকে তাঁতশিল্পের সাহায্যে, এবং তারা কি পরিমাণ কাপড় উৎপাদন করে তার একটা হিসাব দিচ্ছি।

বর্তমান ভারতবর্ষে তথা পশ্চিম বাংলার প্রতিজন লোকে বছরে গড়ে সাড়ে আঠারো গজ কাপড় ব্যবহার করে। এই হিসাবে পশ্চিম বাংলায় বছরে ৫৫ কোটি গজ কাপড়ের দরকার। এর ভেতর শতকরা সাত-আট ভাগ কাপড় উৎপন্ন করে তাঁতীরা। যদি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে সত্যিকার সাহায্য পেতো, এরা আরও অনেক অধিক কাপড় উৎপন্ন করতে পারতো। আমি তাঁত শিল্পের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। আমি জোর করেই বলতে পারি ১ লক্ষ ২৫ হাজার তাঁতী পরিবারের জায়গায় ৫ লক্ষ করা মোটেই কঠিন নয়। তারা যদি ঠিকমত সাহায্য পায়, ন্যায্য দামে সুতা পায় এবং উৎপন্ন কাপড় বিক্রীর দায়িত্ব যদি গভর্নমেন্ট নেন তাহলে পশ্চিম বাংলায় তাঁত পরিবারের সংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ করা মোটেই কঠিন নয়।

এ কাজ অপেক্ষাকৃত সহজেই করা যেতে পারে। এ করা হলে বেকার সমস্যারও খানিকটা যে সমাধান হতে পারে, তা মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি সহজেই অনুভব করতে পারেন। শুধু মুখে বললে হবে না। আমরা ব্যয়িত টাকার অঙ্ক শুনতে চাই না। ভূপতিবাবু বলেছেন এজন্য এত টাকা, ওজন্য অত টাকা খরচ করেছি, ইত্যাদি। তিনি যদি বলতেন এক বছরে তাঁতী পরিবার এত বাড়িয়েছি, তাহলে বেশী খুসী হতাম। শুধু টাকার অঙ্ক দিয়ে ভুলাবেন না। কি কাজ হয়েছে তা-ই বুঝিয়ে বলুন। এই যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার তাঁতী পরিবার এ বছর বেঁচে আছে, আগামী বছরে আরো দুই লক্ষ তাঁতী পরিবারকে বাঁচাতে পারবেন কিনা, তাই বলুন।

তাঁতের সংগে আপনা আপনিই এসে পড়ে চরকা। মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালে চরকা আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। তারপর কম সময় কাটে নি। কিন্তু দুঃখের সংগে আমায় বলতে হচ্ছে চরকা এখনও খুব বেশি উন্নতি করতে পারে নি। এর প্রধান কারণ চরকায় সুতা কেটে আয় খুব কম হয়। আগের চরকায় মাত্র একটা টেকো থাকত। সেই চরকায় সুতা কেটে একজন লোক মাসে বড়জোর সাত-আট টাকা আয় করতে পারত। আজকাল যে অম্বর চরকা হয়েছে তাতে একসংগে চারটা টেকো চলে। কাজেই আয়ও চারগুণ বেড়েছে। আগে যেখানে একটা চরকায় একজন লোক সুতা কেটে সাত-আট টাকা আয় করতে পারতো, সেখানে আজ ৩০ টাকা ৪০ টাকা এমনকি ৫০ টাকা পর্যন্ত মাসে আয় করতে পারে। চাকদহে আমার কতৃত্বাধীনে গোটা তিনেক অম্বর চরকার কেন্দ্র আছে। একটা মেয়ে গৃহস্থালীর সব কাজকর্ম করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি দিনে আট ঘণ্টা চরকা চালায় তাহলে সে অনায়াসে মাসে ২৫ টাকা উপার্জন করতে পারে এবং করছেও। চাকদহ কেন্দ্রে এপ্রিল মাসে যে সবচেয়ে বেশী আয় করেছে সে পেয়েছে সাড়ে তেত্রিশ টাকা। অনেকে হয়তো বলবেন এ টাকা বর্তমানকালে কিছুই নয়, তা ঠিক। কিন্তু তার যে অন্য উপায় নাই। কারখানায় কাজ করে একজন লোক সাধারণতঃ মাসে ৫০-৬০ টাকার বেশি পায় না। সুতরাং ঘরে বসে গৃহস্থালীর কাজকর্ম করার সংগে সংগে কোন মেয়ে যদি মাসে ২৫ টাকা উপার্জন করতে পারে তাহলে সেটা কম কথা নয়। কিন্তু এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে শুনতে চাই কতখানি সাহায্য তাঁরা অভয় আশ্রমকে করছেন আর দু-একটা যে প্রতিষ্ঠান আছে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে শুনতে চাই গত বছর তাদের কতটুকু সাহায্য করা হয়েছে? অভয় আশ্রম কিছু কিছু কাজ করে। তার হিসেব আমি দিতে পারি। গত বৎসর অভয় আশ্রম কত খদ্দর উৎপন্ন করেছে, এবছর কত করেছে তার হিসেব দিতে পারি। ভূপতি-বাবুর কাছেও এ ধরণের ফিগার চাই। আমরা চরকার জন্য এত লক্ষ খরচ করলাম ইত্যাদি কথা শুনি বটে। কিন্তু কাজের কথা কমই শুনি।

তাঁত ও চরকার পর পশ্চিম বাংলায় বড় কুটিরশিল্প হচ্ছে ঢেঁকি। অবশ্য সেদিন কৃষিমন্ত্রী মহাশয় খুব জোরের সংগে বলেছিলেন যে ডেজ অফ ঢেঁকি আর গন। শুনে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছি। উনি কি খোঁজ রাখেন পশ্চিম বাংলায় যে চাল হয়, তার ৭০ ভাগ ঢেঁকিতে হয়? বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় আমরা যে চাল খাই তার শতকরা ৭০ ভাগ চাল ঢেঁকিতে উৎপন্ন হয়। এই কথাটা যদি তিনি মনে রাখতেন, তাহলে আর ঐ কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোতে পারতো না। আর বাকি ৩০ ভাগ চাল কলে এবং প্যাডি হার্সকিং মেসিনএ উৎপন্ন হয়।

[11-10—11-20 a.m.]

এ ক'বছরে পশ্চিমবংগে সাড়ে ছয় হাজার প্যাডি হার্সকিং মেসিন চালু হয়েছে। এক একটা প্যাডি হার্সকিং মেসিন চালু হয়, আর ১০-১২টি বিধবা বেকার হয়। এভাবে চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে সত্তর আশি হাজার মহিলার অধিকাংশই বিধবা বেকার হয়ে গিয়েছে। তাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কি করেছেন, কিছুই করেন নি। গ্রামে গেলে তারা আমাদের ঘিরে ধরে বলে আমরা খাবো কি করে? আমার সময় ফুরিয়ে গিয়েছে, আমি আর একটা কথা বলেই শেষ করবো। আমাদের দেশে তাল গুড় এবং খেঁজুর গুড় হয়। পশ্চিমবংগে ১৬ লক্ষ তাল গাছ আছে, এবং ১৬ লক্ষ খেঁজুর গাছ আছে। এই তাল গাছের ভিতর প্রায় ১৪ লক্ষই পড়ে আছে। খেঁজুর গাছের অবস্থাও তাই—প্রায় ১৪ লক্ষ পড়ে আছে। সব গাছে অতি সহজেই রস বের করা যায় এবং এ রস থেকে প্রচুর গুড় তৈরি হতে পারে। এ গুড় থেকে পল্লী অঞ্চলের লোক বেশ কিছু রোজগার করতে পারে। কিন্তু এদিকে গভর্নমেন্ট উদাসীন। এই যে ৩২ লক্ষ তাল ও খেঁজুর

গ্রাম অঞ্চলে আছে তার কোন ব্যবস্থা করা হয় না। আমার সময় নেই যদিও এটা আমার প্রিয় সাবজেক্ট, কুটির শিল্পের উপর পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমাদের রাশিয়ার কথা বললে চলবে না, চীনের কথা বললে চলবে না, আমেরিকার কথা বললে চলবে না, এই [illegible] পল্লীকে বাঁচাতে গেলে কুটির শিল্পকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে গভর্নমেন্ট এই বিষয়ে খুবই উদাসীন।

Sj. Ladu Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দরিদ্র এই কৃষি প্রধান দেশে দ্রুত কৃষির উন্নতির সঙ্গে শিল্পের উন্নতি, বিশেষ করে কৃষিজাত দ্রব্যের শিল্পের উন্নতি করার প্রয়োজন ছিল। অন্যান্য অনেক অনুন্নত স্বাধীনদেশ আজ প্রাণপন চেষ্টায় উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের এখানে উন্নতির কাজ লালফিতের গতিতে চলেছে। আমাদের দেশে ব্যাপক ও বিরাট শিল্প প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ যেখানে শিল্পের অনুকূল ক্ষেত্র সেখানে এই চেষ্টার আরো দরকার ছিল। পুরুলিয়া এই রকমই এক জায়গা। এখানে কয়লা আছে, লোহা কাছেই আছে, এদেশ খনির দেশ। তা ছাড়া পুরুলিয়া কৃষি সমৃদ্ধ নয়, ভূমি অনুর্বর। পুরুলিয়া আর্থিক বিষয়েও খুবই অনুন্নত। বিহার সরকারও একে নিদারুণভাবে শোষণ করে গিয়েছেন তা ছাড়া মানভূম খণ্ডিত হয়ে পুরুলিয়ার আজ অশেষ দুর্গতি হয়েছে। সুতরাং এর জন্যে দ্রুত শিল্পের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। শিল্পনগরী পত্তনেরও এখানে বহু জায়গা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত প্রায় দুই বছরে কিছুই করা হোল না। কারণ জরুরী অবস্থার উপলব্ধি নেই, তার দ্রুততার সঙ্গে কাজ করবার প্রাণশক্তি নেই, সেই পরিকল্পনা নেই, এ বিষয়ে জনসাধারণের সঙ্গে যোগও নেই। এই প্রসঙ্গে উন্নয়ন কাজের বিষয়ে দু'একটা কথা বলি— উন্নয়নের নামে এ পর্যন্ত আমাদের জেলায় যা সামান্য সামান্য হচ্ছে দেশের স্থায়ী ভবিষ্যৎ উন্নতির দৃষ্টিতে তা নিতান্তই অকেজো। উন্নয়নের এই সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে শিল্প উন্নয়নের আর কি ব্যবস্থা হতে পারবে জানি না। তবে শিল্প বিভাগ আমাদের জেলার জন্য কোনো আশা দিতে পারে নি। সেইজন্য এই বিভাগের দাবীর প্রতি আমাদের কোন সহানুভূতি নেই।

Sjta. Sudharani Dutta:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কুটির শিল্পের খাতে মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী করেছেন আমি সেই দাবীকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। কৃষি প্রধান দেশ আমাদের। কৃষিকর্ম ভালভাবে করবার জন্য যতখানি জমি থাকা উচিত, যা থাকলে ইকনমিক ইউনিট হত, আমাদের তা নেই। সেইজন্য বিশেষ করে বৎসরের বেশীর ভাগ সময় চাষীরা চাষের কাজ সেরে অলস হয়ে বসে থাকে। এই অলসতা তাদের কর্মবিমুখতা নয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই অলসতা কর্মবিমুখতা নয়, এই তারা কুঁড়ে হয়ে বসে থাকে তার কারণ কাজের অভাব। তাই এই সময়টুকু যদি তারা কোন না কোন কুটির শিল্প শিখতে পারে তাহলে তারা আর্থিক দিক থেকে বেঁচে যায়। নিজেরা স্বাবলম্বী হয় ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। চাষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারা এই কাজ করতে পারে, তাদের পরিবারের মেয়েরা কুটির শিল্পের কাজে তাদের সাহায্য করতে পারে।

ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে দেখতে পারছি খাদি, তাঁতশিল্প, রেশমশিল্প, তাল ও আখের গুড়, চিনি, হাতের তৈয়ারি কাগজ, চামড়ার কাজ নারিকেল ছোবড়া শিল্পের কাজ ও পুতুল তৈরির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দৈনন্দিন [illegible] পক্ষে এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু— খেয়ালখুসী মেটাবার জন্য নয়। পশ্চিমবাংলা সরকার কুটির শিল্প সম্প্রসারণে অগ্রসর হয়েছেন দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। যেখানে কুটির-শিল্প বাবদ সরকার ১৯৫৪-৫৫ সালে মাত্র ১১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ২৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। সেখানে আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকার ১৯৫৭-৫৮ সালে ১ কোটি ১২ লক্ষ ও ১৯৫৮-৫৯ সালে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ দেখে আমার মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। অন্যান্য খাতে ও কুটির শিল্প সম্পর্কে বর্তমান আর্থিক বৎসরে কিছু টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সব একত্র করলে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় এক কোটি ৩১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা।

খাদির প্রচলন গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতিতে অনেক সাহায্য করেছে। অসহায়া নারী, নিঃস্ব বিধবা যারা—হয়ত জাতির পক্ষে বোঝা হয়ে যেত, তারা আজ কুটির শিল্পের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য খয়রাতি দানের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারছে। বহু মহিলা সমিতি কুটির শিল্পের মাধ্যমে মহিলাদের সাহায্য করছেন। মুর্শিদাবাদের রেশমীবস্ত্র মেদিনীপুরের মাদুর শিল্প আজ আমাদের গর্বের বস্তু। বিষ্ণুপুরের খাগড়াই বাসন আজ দেশে এবং দেশের বাইরে সুনাম অর্জন করেছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, বাসনশিল্প ও শঙ্খশিল্প সম্বন্ধে আমি দু-একটি অসুবিধার কথা বলবো। এ শুধু আমার বাঁকুড়া জেলার নয়, সব জেলারই একই সমস্যা। শুধু মূলধন নয়, কাঁচামাল সম্বন্ধে অত্যন্ত অসুবিধায় এদের পড়তে হয়। সরকার অবশ্য মূলধনের অসুবিধা দূর করেছেন সমবায় সমিতির মাধ্যমে মূলধন জুগিয়ে। আমি সরকারকে অনুরোধ করবো কাঁচামালের অসুবিধা সম্বন্ধে অবহিত হতে। কুটির শিল্পের প্রতিনিধি বা স্থানীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যারা এই শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন, তাদের সমবেত প্রচেষ্টা কুটির শিল্পীদের নিজেদের আগ্রহ এবং সরকারের সব রকমের সাহায্য এই তিনের সমন্বয়ে কুটির শিল্পের প্রসার ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে পারে। এইসব প্রচেষ্টার দ্বারা গ্রামের চাষীভাইরা যারা বছরের বেশির ভাগ বেকার থাকে তাদের ভিতর কুটির শিল্পের প্রসার দ্বারা এবং গ্রামের সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকার যুবকদের সংগঠন প্রভৃতি কাজে, গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে।

সমস্ত দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য আগে চাই সংগঠন এবং তার জন্য চাই সকলের সমবেত প্রচেষ্টা। শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় একাজে সাফল্যলাভ করা সম্ভবপর নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এই বিধানসভার মাননীয় সভ্য ও সভ্যাদের বিশেষতঃ যারা একাজে একান্ত আগ্রহশীল এবং যারা মনে করেন কুটির শিল্পের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে আংশিক বা পূর্ণ বেকারত্ব দূর করা সম্ভবপর সকলকেই আমার সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি তারা যেন সরকারী সাহায্যের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সংগঠনের কাজে ব্রতী হন।

এই সমস্ত কারণে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দাবী সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি।

Sj. Bijoy Krishna Modak:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে পশ্চিম বাংলায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় ৯ কোটি টাকা শিল্প খাতে—কুটির শিল্প ও সেরিকালচার ইত্যাদিতে ৫·৭ কোটি টাকা ব্যয় হবে। অর্থাৎ মোট ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশই কুটির শিল্প খাতে খরচ হবে।

বাজেটে দেখা যাচ্ছে—গত চার বছরে ১৯৫৪-৫৫ সালে ধরা হয়েছিল ১৯ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ১ কোটি সাড়ে সাত লক্ষ টাকা এবং কুটির শিল্পের ডেভেলপমেন্ট খাতে

১৯৫৪-৫৫তে—৩,১৬,০০০ টাকা।

১৯৫৮-৫৯তে—৭১,৪২,০০০ টাকা।

আমরা আশা করবো এই অর্থব্যয় কুটির শিল্পকে অন্ততঃ কিছুটা উন্নতির পথে নিয়ে যাবে।

[11-20—11-30 a.m.]

১৯৫৪-৫৫ সালে যেখানে ৩,১৬,০০০ টাকা এই খাতে খরচ ছিল—সেখানে ১৯৫৮-৫৯ সালে ৭৩,৪২,০০০ টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে—অতএব আমরা স্বভাবতই আশা করতে পারি বাংলাদেশে কুটির শিল্পের যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার খানিকটা সমাধান হয়ে তাকে উন্নতির পথে অন্ততঃ কিছুদূর অগ্রসর করে দেবে। আমাদের এই বাংলাদেশের মধ্যে যেসব কুটির শিল্প রয়েছে তাদের প্রধানতম হচ্ছে তাঁত শিল্প কিন্তু এই শিল্পের অনুরূপে উন্নতি হতে দেখা যাচ্ছে

য়। তা ছাড়া বাংলাদেশের গুটিচাষ ও রেশম শিল্পের অবস্থা আলোচনা করলে আপনারা দেখতে পারবেন—এই শিল্পেরও কোন উন্নতি নাই—মালদা ও মুর্শিদাবাদের কয়েক লক্ষ লোক যদিও এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এই কথাই বলতে হয়—যে বাংলাদেশে তাঁত শিল্পের অবস্থা সুবিধাজনক নয়। হুগলি জেলার ধনেখালি, কৈকালা, হরিপাল প্রভৃতি যেসব ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ সমিতি আছে, তারা সম্প্রতি আলোচনা করে তাদের [illegible] সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে ; তারা বলছে—তাঁত শিল্পে সরকারের সাহায্য সত্ত্বেও সেখানে তাদের উৎপন্ন বস্ত্রের আশানুরূপ বিক্রয় হচ্ছে না, বাজার না থাকার ফলে মাল মজুত হচ্ছে, ফলে তাদের সংসারযাত্রা নির্বাহের ব্যয় এবং কাঁচামাল সংগ্রহের উপযুক্ত টাকার অভাবে তাঁত চালানো বন্ধ রাখতে হচ্ছে এবং তাঁতিরা সব বেকার হয়ে পড়ছে। ১৯৫৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি তাঁতিদের উৎপাদিত মাল কিনে নিয়ে আসছিল, কিন্তু ১৯৫৬ সালের অক্টোবর থেকে বন্ধ রেখেছে। ফলে তাঁত চালানোই বন্ধ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া তাঁত চালানো বন্ধ হবার উপক্রমের আরো কারণ নিয়মিতভাবে তাঁতিরা কাঁচামাল পায় না, আবার যাও বা তাদের দেওয়া হয় তাও অনেক সময় খারাপ থাকে। বর্তমানে সমস্ত কুটির শিল্পকেই প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁতশিল্পিদের কাঁচামালের সুব্যবস্থার জন্য সরকার থেকে সময়মত সরবরাহের বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। যারা মিহি কাপড় তৈরি করে তাদের সুতার জন্য অনেক সময়ই কাজ বন্ধ রাখতে হয় কারণ মিহি সুতার বাইরে থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে শতকরা ৮০ ভাগ। অনেক সময়ই দেখা যায় এই কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য শিল্পিদের মহাজনের স্বারস্থ হয়ে তাদের শিকারে পরিণত হতে হয়। ফলে তাদের অবস্থা দিনের পর দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। তাঁতিদের মধ্যে দরিদ্র ও দুঃস্থের সংখ্যা কম নয়। বিশেষ করে তাদের সাহায্যের দিকে সরকারের লক্ষ্য রাখা দরকার। আর একটা জিনিস এখানে উল্লেখ করা অত্যন্ত আবশ্যক। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে মাদ্রাজের তাঁত বস্ত্র আমাদের বাংলাদেশে খুব প্রচলিত হয়েছে। তার প্রধান কারণ সেখানে উন্নত ধরনের উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় তারা এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সেই রকমের উন্নত ধরনের উৎপাদন চালু নেই। সেটা যাতে এখানে চালু করা যায়, সরকারকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মহাশয়, বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে জানিয়েছেন—মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত রেশম শিল্প আজ ধ্বংসপ্রায়। সেখানকার রেশম শিল্পিরা মহিশুর সিল্ক ও কৃত্রিম সিল্কের প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। তা ছাড়া এখানে উন্নত রেশম কীট তৈয়ারিরও ব্যবস্থা নেই। তার উপর এখানে বিক্রয় কর রয়েছে কিন্তু মহীশূর সরকার রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য বিক্রয় কর রেহাই করেছেন। শুধু তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, শঙ্খ শিল্প এবং অন্যান্য যেসব কুটিরশিল্প বহুকাল ধরে আমাদের দেশে প্রচলিত সেগুলিও আজ ধ্বংসের পথে, তাদের উন্নতির জন্য সরকারের কোন প্ল্যান নেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাধারণভাবে কুটির শিল্পের সমস্যা হচ্ছে—

(১) শিল্পিদের পুঁজির প্রয়োজন।

(২) কাঁচামাল সরবরাহ।

(৩) উৎপন্ন মালের বাজার।

(৪) উন্নত ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া যাতে পরিবর্তনশীল বাজারের চাহিদা মিটাতে পারে।

এই সমস্যাগুলি মেটানোর সুশৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত সরকার কর্তৃক বিস্তৃতভাবে অবলম্বিত না হওয়ায় মহাজনদের খপ্পরে শিল্পীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র কো-অপারেটিভের মারফতই উপযুক্ত পুঁজি, বিক্রয়ের বাজার, এবং সময়মত কাঁচামাল সরবরাহ, এবং উন্নতধরনের উৎপাদন ব্যবস্থার সমাধান সম্ভব। অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম বোর্ড এসব ব্যবস্থা কিছুটা করলেও কো-অপারেটিভের মধ্যে দুর্নীতি চলার ফলে যতটা সুফল হওয়া উচিত তা হচ্ছে না। এ সম্পর্কে হুগলি জেলা

Artisan's Industrial Society র ও

All Bengal Weavers Marketing Society র

কার্য সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত। হুগলি জেলা আর্টিসানস ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটির সম্পাদক শ্রীশ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কংগ্রেসী নেতা, এ'র বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ তাঁতিদের সোসাইটিগুলির রয়েছে। হরিপাল ও কৈকালা ইউনিয়ন উইভার্স এ্যাসোসিয়েশনএর জন্য দেয় লোন শ্যামাদাসবাবু ১৯৫৬ সালে পান—কিন্তু ১৯৫৭ সালে তা সেই এ্যাসোসিয়েশনকে দেন। এবং সেই টাকা বহু লেখালেখির পরই পাওয়া সম্ভব হয়।

তারপর, ১৯৫৬ সালের
All Bengal Weavers Marketing Societyর annual meeting
হয়। এই সভায় অডিট রিপোর্ট গৃহীত হয় না, সমিতির বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের অভিযোগ আনা হয়। উক্ত শ্যামাদাসবাবুর সভাপতিত্বেই ঐ ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে প্রচুর অভিযোগ আমার কাছে আছে, প্রয়োজন হলে তদন্তের জন্য দাখিল করা যেতে পারে। শোনা যাচ্ছে হুগলি জিলা আর্টিসান ইন্ডাস্ট্রি সোসাইটির সভাপতি এবং কংগ্রেসের সদস্য শ্রীজিতেন লাহিড়ী প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন।

এখানে আমি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছি—

ইহা কি সত্য শ্রীশ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁকে সরকার মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সর্বভারতীয় হ্যান্ডলুম বোর্ডএর কার্যকরী সমিতিতে সভ্য করা হয়েছে, তিনি সমবায় আইনের রুল ৩০ ভঙ্গ করে জেলার এবং প্রাদেশিক যথাক্রমে সম্পাদক ও সভাপতি পদে বহাল থাকছেন? এবং সরকারও তাঁকে এই অবস্থায় বছরের পর বছর এ্যাডিশনাল ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করেছেন?

ইহা কি সত্য যে সরকার উক্ত প্রাদেশিক এবং জেলা সমিতিকে কার্যকরী মূলধন বাবত কয়েক লক্ষ টাকা ঋণদান করেছেন? কিন্তু উক্ত টাকা নিয়মানুযায়ী যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয় নাই, এবং সমিতি বহু লক্ষ টাকার কারবার করেও লোকসান দেখাচ্ছে। এর ফিক্টিসাস প্রফিট কি উক্ত মহাশয়ের পকেটে যাচ্ছে? ইহা কি সত্য যে আর্টিসান সোসাইটির কাছে থেকে কাপড় না নিয়ে বাজার হতে কাপড় কিনে বেচা কেনা করা হয় ও উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবস্থাপকদের পকেটে যায়?

সরকারী মূলধন পরিশোধ করে সমিতির নিজস্ব মূলধন গড়ে তোলার নীতি হিসেবে সরকার যে পূর্বকথিত ঋণ দিয়েছেন তার পরিবর্তে বছরের পর বছর সমিতির শেয়ারহোল্ডারদের টাকা লোকসান যাচ্ছে, আইন অনুযায়ী সমিতির সভাও হয় না হিসেবও পেশ করা হয় না। ইহা সত্ত্বেও বর্তমান বছরে কি সমিতিকে পুনরায় ১ লক্ষ টাকা দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে?

ইহা কি সত্য যে শ্রীরামপুরস্থ মাল্টিপারপাস সমবায় সমিতি যার চেয়ারম্যান উপরোক্ত ভদ্রলোক, তাঁর পরিচালনায় ব্যবসায়ে বহুবিধ অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে?

উপসংহারে, আমার বক্তব্য হচ্ছে—সমিতির নামে যে টাকা খরচ করা হচ্ছে তা যাতে বাজে খরচ পরিণত না হয় সরকার যেন তার ব্যবস্থা করেন।

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:
Mr. Speaker, Sir, آج ہم پچھم بنگال کے درزیوں کے بارے میں بولنا
چاہتے ہیں - Howrah, Hooghly, 24-Parganas میں قریب دو تین
لاکھ درزی جماعت والے ہیں لیکن ان کی طرف ابھی تک
Government نے کچھہ بھی خیال نہیں کیا ہے اور خاص طور سے سرکار
نے اله درزیوں کی نسبت تو کچھہ بھی نظر نہیں دیا ہے - ان کو کبھی
کبھی 12, 12 گھنٹے 16, 16 گھنٹے تک کام کرنے پڑتے ہیں - اس لئے

سرکار سے میری مانگ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کام کرنے کا بندوبست کیا جائے - ان کی مزدوری بہت ہی کم ہے - اس لئے سرکار کو چاہئے کہ کم سے کم تنخواہ (minimum pay) ان کی مقرر کرے - ان کی طرف سرکار کو بہت زیادہ سے زیادہ خیال کرنا چاہئے نہیں تو ان کی حالت دن بدن اور بھی خراب ہی ہوتی جائےگی *

زیادہ تر ان کی حالت آج کل یہ ہے کہ یہ سال کے زیادہ دنوں تک بیکار رہتے ہیں - اس کی وجہہ یہہ ہے کہ ان کو کام ہی نہیں ملتا ہے - اصل میں حساب لگا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ روزانہ ایک روپیہ بھی مزدوری ملنا ان کے لئے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے - حالانکہ بنگال کے درزی هندوستان کے درزیوں سے اچھے کاریگر ہیں لیکن یہہ کریں کیا ؟ ان کو یہاں کام ہی نہیں ملتا ہے - یہی وجہہ ہے کہ یہہ مہینے میں تھوڑا سا ہی فائدہ اٹھا پاتے ہیں *

درزی جماعت والے تو تباہ ہو ہی رہے ہیں مگر ان کے بچوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے - یہہ 3, 4 سال تک کام میں لگے رہتے ہیں - ان کو ایک بھی پیسہ مزدوری نہیں دی جاتی ہے اور اگر دی بھی جاتی ہے تو چار سے چھہ پیسہ تک ہی روزانہ کے حساب سے - اس طرح سے آج درزی جماعت والے تباہ ہوتے جا رہے ہیں - ہم Government سے appeal کرتے ہیں کہ انکے اوپر خاص طور سے دھیان دیا جائے *

پہلی بات یہہ ہے کہ ان کے کام کا وقت آٹھ گھنٹہ مقرر کیا جائے - ان کی minimum تنخواہ ٹھیک کیا جائے *

دوسری بات یہہ ہے کہ ان کے لئے ایک enquiry committee بٹھائی ہونی چاہئے *

تیسری بات یہ ہے کہ Government کی طرف سے ان کو ایک سو روپیہ قرضہ دیا گیا تھا - جو یہ قرضہ دیا گیا تھا رہ اسے اس دوران میں کھا گئے - اس روپیہ سے انکو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا - وہ روپیہ تنا کم تھا کہ اس سے وے نہ تو مشین خرید سکتے تھے اور نہ تو کپڑا ھی - اس قرضہ کو وصولنے کے لئے سرکار کی طرف سے کترائی کی جا رہی ہے - لیکن ان کی مالی حالات ایسی نہیں ہے کہ یہ اس قرضہ کو ادا کر سکیں - میری اس سرکار سے درخواست ہے کہ وہ قرضہ کے روپیہ کو اس وقت تک نہ وصولے جب تک ان کی مالی حالات ٹھیک نہ ہو جائے - ساتھ ہی ساتھ ان کے کاروبار کی طرف Government دھیان دے تاکہ ان کی حالت دن بدن خراب نہ ہو کر اچھی ہوتی جائے *

Sj. Chaitan Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কুটির শিল্পের বিষয়ে সরকারের চরম অবহেলা দেখে আমরা বুঝেছি যে কংগ্রেস সরকার গান্ধীবাদকে হত্যা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয়, যে, সরকার গান্ধীবাদ বোঝেন নি।

অর্থনৈতিক সংকট আজ ভারতের প্রধানতম সমস্যা ; কিন্তু জনসাধারণ নিরন্ন ও পুঁজিহীন। সরকারও আজ নিরন্ন ও পুঁজিহীন। পরের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করে ঋণ করে দেশকে বাঁচাতে হবে। এই অবস্থায় কোটি কোটি মানুষের কর্মশক্তিকে নিয়োগ করা দরকার। তাদের স্বাবলম্বন শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। তাদের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। নতুবা এই দুঃখের কোন সমাধান নেই। কিন্তু সরকার এই সত্য একেবারেই উপলব্ধি করেন নি। এই পথ আদৌ ধরেন নি।

পল্লীশিল্পের প্রাণ খাদী ; সেই খাদীকে আপনারা উপযুক্ত পরিকল্পনার কিছুই ধরতে পারেন নি, সেই জন্য কার্পাস চাষের জন্য সরকারের কোনো চেষ্টা নেই।

ইংরেজ আমলে লোক ভোলাবার জন্য কুটির শিল্প—সমবায় করত। সে কেবল অভিনয় হোত আজও আপনারা অভিনয় করছেন ; কারণ জনগণ জাগলে কায়েমী স্বার্থ বাঁচে না।

কুটির শিল্প হোলে মিলমালিকেরা বাঁচে না, তাই গণদাবীকে ভোলাতে কায়েমী স্বার্থকে বাঁচাতে সমন্বয়ের চেষ্টায় ফলস্বরূপ এই বাজেটে কুটির শিল্পের অভিনয়ের প্রতি আমাদের সহানুভূতি নেই।

[11-30—11-40 a.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I want to take part in this debate for the purpose of laying down certain fundamentals which I feel, being in charge of the Co-operative Department of the Government and the Small-Scale Industries Department of the Government, should be laid before the members of the Assembly for their consideration.

It is well known—and everybody has admitted it—that if this State is to be restored to its original state of affluence, if our people were to find employment, it would not be either employment in a service or employment in a big industry but it must be through the development of small industries and cottage industries. Therefore we have got to consider what are the difficulties of development of small industries. I have had many people coming to me and confessing to me that they have invested either their own money or their friends' money on small industries and lost money on them for various reasons, the main reasons being (1) they have not got the proper type of raw materials nor have they got sufficient fund to buy the raw materials like big industries in large quantities and stock them, (2) that if they buy raw materials they cannot process the raw materials for the purpose of production with the result that the produced goods generally vary in their type and in their quality, and (3) that when they have produced the goods it is not possible for them to keep the goods lying. They have got to sell them willy-nilly at any price they get in order that they might be able to recover a portion of the money. Therefore, the terms that the Government has accepted for development of these industries are that for every type of small industry there should be at least two groups of co-operatives—one group is called the service and marketing co-operative and the other group is known as production co-operative. If you are thinking in terms of co-operatives, it is not always possible for those who work to find the money even to form the co-operative. They can give probably Rs. 5 or Rs. 10 as membership fee, but they cannot collect enough money to buy raw materials or to process. Therefore, the production co-operative, while that would consist of all the members who are ready for production work, will not be required either to think of raw materials or sale of finished goods. It is the service and marketing Co-operative that will take charge of them and in those co-operatives it is possible that Government will take sufficient interest and may advance sufficient sums of money so that they might be able on the one hand to procure the raw material and to process the raw material. For instance, if it is a question of bell metal industry you want scrap metal and it may be that the ordinary bell metal industrialist is not able to procure it either from the Ordnance Factory or any other factory, but it may be possible for service and marketing co-operatives with Government support to collect such raw materials and properly process them for the bell metal industrialist to take charge of it. The production co-operatives must of course follow the direction of the marketing co-operatives so far as design is concerned. Those who are in touch with the market are the only persons who can give advice to the producer as to what type of goods they should produce which will be easily sold in the market and therefore the production co-operative has to follow the direction to a certain extent of the marketing co-operative. The production co-operative will not have to lay out any money whatsoever. It will have to give the raw materials to each individual worker in the co-operative and the latter will have to give an account of the production which it has made out of the raw materials and the marketing co-operative will take over the materials from the production co-operative and keep them in godown for selling in proper time and proper place.

The second point with regard to small industries is a question of training. I do not know whether most of the members here are aware that we have got today a large number of training centres in different parts of Bengal of different types of small industries and for cottage industries. If I mistake not, 20,000 students are now being trained every year from these institutions which are under the Industries department or under the Education department—more than 20,000 people.

[11-40—11-50 a.m.]

But what is to be done is that each part of Bengal has to be divided into zones to indicate the particular type of industry which a particular area is capable of producing. For example, if it is mat, it should be in Midnapore, if it is toy, it should be in Krishnagar and so on. Having decided that each area should train the boys for those particular types of industries which individual zones desire to develop. I had been recently to Midnapore and I sent for several of these fellows who were mat workers. I explained to them—and they were very happy—that it is not enough that you should buy sticks from the market. It is essential that they should be able to get a piece of land of proper type to develop and grow mat sticks. It is a part of processing, because the mat will be according to the quality of the sticks that they would produce and the sticks that will be produced will depend upon other methods that will be adopted for the purpose of planting sticks and recovering the maximum property. Therefore, all this training in the Institutes should also be modified, so that the men who are trained in these training institutes might take naturally to the trade that is more or less pertaining to a particular area, that is a sort of natural growth in that area.

The other point I want to make—I should have mentioned it yesterday but I forgot to do that—is this: There was a remark made by certain friends here saying that in Durgapur—I think it was Shri Benoy Chowdhury—there is nothing being done for our own people. I think he criticised adversely the Durgapur industry. He went to the length of criticising even the man who was employed to be in charge of the industry. I do not want to quarrel with him. He has his own views about individuals which I do not want to disabuse him of, but I will give a little inkling as to what is being done here. Up till now from the 1st of June 1957 to the 30th of April 1958 we have produced 2 crores 54 lakhs of bricks of which about 77 lakhs have already been used partly in the Coke Oven Plant project and partly in the buildings, etc. Some have been used for the roads which have been constructed there. There are about 66 lakhs of finished bricks waiting to be utilised for development in that area, and there are about 94 lakhs of bricks which are being burnt. The particular point that I am interested in is that we are employing 2,328 boys of whom several hundreds belong to the National Volunteer Force personnel and others 1,628 are outsiders. Of them 118 are literate Bengali youths. There are also 82 Bengali youths who, after having been trained there, have left the place. The number of the local casual Bengali labour is 1,180 and in the muster-roll the number of regular Bengali labour is 113. There are a few specialist labourers who are non-Bengalees—about 200 of them, but of 2,328, 2,100 are Bengali youths and I am proud that our Bengali boys can rise up to the occasion and do the job. I hope and trust that this spirit of self-help of earning one's livelihood by pursuing, what may be termed, an ordinary avocation in life will grow and this will develop the capacity that is in the young men.

The cost of the bricks at Durgapur, after taking everything into account, is Rs. 37 per thousand. Now, if you bring bricks from outside, the transport charges will be very heavy and the cost of the bricks will become very high. I have calculated that even for the Coke Oven Plant, if we had bought 70 lakhs of bricks from outside, the loss would have been tremendous.

Sir, there is another point which also arises out of this, particularly from the co-operative point of view, and that is the scheme which I prefer to call "Build Your Own House Scheme". Many people scoffed at it,

laughed at it, particularly because this scheme was born during the flood period and they began jeering at me. Even people from outside Bengal thought it was a mad man's scheme. But up to the 1st January, 1958, 20,000 people took part in manufacturing bricks and in burning bricks and 12,374 houses have been constructed and 4,339 houses are in the process of construction—I am talking of the period till 31st May, 1958—and these houses might have been finished by now. A new group of people have started doing this—about 15,000 people have started construction from the 1st January, 1958. They have moulded 4 lakhs of bricks and burnt about 3 lakh 63 thousand bricks. They will now go on building houses. Sir, it is not the number that I am worried about. It is the fact that people have now begun to learn that it is possible for them to help themselves with a certain small help from the Government. Recently, I have received applications from different parts asking me to help them in building houses and also in having a village of their own. At the present moment we have got 21 model villages under construction. Of course, as you can easily understand, in order to produce a village or construct a village, it is not merely necessary that you should have men who are prepared to work, it is not merely necessary that there should be Instructors to give them directions to do the job properly, but it is also necessary that the people should be prepared to get away from the old habitat to a new place which is probably safer from the point of view of being affected by floods and where they can have a different village of their own. It is sometimes very difficult to give up their old traditional areas where they live. But I think things are getting better now. I hope and trust that all these schemes of one type or another will go on developing. I am anxious not so much for the physical results of such developments but for the change that might be produced in the psychology of our people so that they may be better prepared to face bigger and more difficult tasks ahead.

Sir, these are the few words that I would like to say.

[11-50—12 noon.]

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, প্রথমে সমরবাবু বলেছেন যে টাকা ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হচ্ছে কর্মচারী ও অন্যান্যদের বেতন বাবতে। এটা আরম্ভের সময় অস্বাভাবিক নয়। তবুও তাঁকে জানাতে চাই ১:৮৫ ক্রোরস যেটা আছে তার সঙ্গে কটেজএর আরো এক কোটি ১৪ লক্ষ, আর হিডেন প্রভিশন রয়েছে, অন্য ডিপার্টমেন্টএর কাজ ডি ভি সিতে রয়েছে ৪ কোটি, ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের ৩৬ লক্ষ ও কোক ওভেন প্ল্যান্টএ চার কোটি ২৩ লক্ষ কাজেই সবশুদ্ধ কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জন্য ধরা হয়েছে ১১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু আমাদের নিজেদের যেখানেতে স্টেটের অবস্থা ব্যালেন্সিং দি বাজেট তাতে এ ছাড়া আর আমাদের অন্য উপায় ছিল না। নইলে যত দিন যাবে, এই টাকার অঙ্কও বাড়বে। আর একটা ডাক্তার রায় কালকে বলেছিলেন বলে, আমি সেটা আর এখানে উল্লেখ করি নাই। আমাদের রাজ্যের সৌভাগ্য যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা কিছু পাই নি এবং নিজেদের অবস্থা খুব খারাপ, তবুও রাশিয়ার যে হেল্প আসছে সেটা প্রায় ৩৫ কোটিতে পৌঁছবে, যেটার কাজ সুরু হয়েছে। তার জন্য জমিটাম নেওয়া হয়েছে, অন্যান্য কাজও আরম্ভ হয়েছে। এবং জাপান থেকেও হেল্প আসছে। বিদেশী মূলধন ও বিদেশের সহায়তায় যে কাজ হবে, তার দ্বারা আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট খুব দ্রুত শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। খুব বড় বড় কাজ আরম্ভ হয়েছে।

তারপর পুরুলিয়া সম্বন্ধে তিনি ও অন্যান্য যাঁরা বলেছেন তাঁদের আমি বলতে চাই যে ল্যাক সম্বন্ধে আমরা খুব মনোযোগ দিয়েছি। গতবারে ল্যাক খুব বেড়েছে। কিন্তু এর সম্প্রসারণ আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল, বেশী গরম ও বেশী ঝড় হলে, তাতে বীজ নষ্ট হয়ে

য় এবং আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। সমগ্র জায়গায় যেখানে যেখানে ফিউজিং হয়েছে, যেসব গাছে ল্যাক লাগান যায়, সেখানে নির্বিচারে ল্যাক হোস্ট গাছে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। তাতে ল্যাকএর প্রডাকশন বাড়বে। তা ছাড়া ল্যাক এর একটা মান বা স্ট্যান্ডার্ড না রাখার জন্য, বিদেশে যে ল্যাক রপ্তানি হচ্ছে তাতে ভেজাল চলার জন্য বিদেশে আমাদের দেশের নাম খারাপ হচ্ছে। তার জন্য কলকাতায় একটা বড় ফ্যাক্টরী কিনে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তার দাম নিরূপণ করা হচ্ছে। তা হলে পরে এখানকার যেমন ল্যাকএর উৎপাদন বাড়বে, তেমনি ফিনিসড প্রডাক্ট ঠিক স্ট্যান্ডারাইজড হতে পারে, তার জন্য বন্দোবস্ত হবে।

আমাদের তসরের উন্নতি হয়েছে। তসরের বীজ ও তাঁত বেড়েছে। আর ছুরি কাঁচির জন্য আলদা পুরুলিয়ায় পৃথক বন্দোবস্ত নিয়েছি। তাতে শীঘ্র কাটালারির সেখানে উন্নতি করা যেতে পারবে।

আর যেসমস্ত খনিজ দ্রব্যের কথা এখানে উত্থাপন করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে বলতে পারি—সেখানে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় ঠিকই, তবে সেগুলি তুলতে গেলে বা তুলে ব্যবহারের জায়গায় আনতে গেলে আনইকনমিক হবে। এক্ষণে আমরা মাইনিং এ্যাডভাইসরি বোর্ড করেছি, জিওলজিক্যাল ডেপার্টমেন্ট করেছি, তাঁরা সেখানে যাচ্ছেন, অনুসন্ধান করছেন। এগুলি যাতে বাইরের অন্য জায়গার মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে তার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনি জানেন পুরুলিয়ায় আমরা যা আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক ভাল ফল পাওয়া গেছে। সেখানে একটা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি করবার চেষ্টা চলছে। সেখানে অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে যে লাইম স্টোন ডিপোজিট আছে, তাতে সেখানে একটা ভাল কারখানা চলতে পারে। কাজেই পুরুলিয়া অবহেলিত নয় মোটেই। পুরুলিয়ার উন্নয়নের জন্য একটা ছোট কমিটি করা হয়েছে। তাঁরা নিয়মিতভাবে সেখানে যাচ্ছেন, কাজ করছেন। এবং যাতে শীঘ্র বর্তমান পুরুলিয়ার তার অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, তার জন্য রাজ্যসরকার চেষ্টা করছেন। (**শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষঃ** পুরুলিয়া সম্বন্ধে আমরা একটা ডিবেট চেয়েছি, পুরুলিয়ার অল এ্যাসপেক্ট জানবার জন্য।) সেটা যদি হয়, তখন আমি সব খবর জানাবো।

তারপর ডাক্তার সুরেশ ব্যানার্জী যেটা বলেছেন, নিশ্চয়ই কুটির শিল্পের উপর সকলের চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হবে। আমি এর হিসাব দিই নি বটে। কিন্তু, এইটুকু আমি তাঁকে জানাতে পারি—১৫৪ মিলিয়ন ইয়ার্ড যেটা গত বছর হয়েছে, সেটা বাড়তি হয়ে ১৬০ মিলিয়ন ইয়ার্ডে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সেই প্রডাকশন এখানে আরও বাড়ান যুক্তিসঙ্গত কিনা, সে বিষয় ভাববার আছে। অনেক সময় একটা জিনিসের বেশী চাহিদা, সেই জিনিসটার নানা রকমারী রং ও ডিজাইনের উপর নির্ভর করে। বিক্রয় বাড়লে দেখা যায় যে বিক্রেতারা একটা রিবেট পায়, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে এবং হয়ত পরে কয়েক বছর আর বাড়ানো যাবে না। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে রিবেট দিতে বাধ্য হয়েছে গভর্নমেন্ট, এটা আর একটা জায়গা থেকে কেটে নিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং যতদিন সম্ভব তা দেওয়া যাবে। কিন্তু ক্রমাগত যদি তাঁতশিল্প বাড়ান হয় এবং সেখানে নিজেদের সমবায় গড়ে তুলতে না পারেন, তাহলে হয়ত ভবিষ্যতে বিপদ উপস্থিত হতে পারে। সেইজন্য যতশীঘ্র সমবায়ের ভিতরে তাদের আনতে পারা যায় এবং একটা উন্নত প্রকারের প্রস্তুতপ্রণালী বা ডিজাইন, এগুলি এক না হয়, ততক্ষণ কয়েক জাতীয় তাঁত শিল্প, তাঁতের কাজে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে না। এবং ভাল করে হিসাব করে যতক্ষণ পর্যন্ত না সুতা সরবরাহ ও রং করবার ব্যবস্থা এখানে করতে পারছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না, আমরা এখানে সব জায়গায় তাঁতের ডিজাইনগুলি পরিবর্ধিত করে নিয়ে যেতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য নিশ্চয়ই বাজারে আটকে যাবে। বাজারে যাঁরা কেনে সেই ক্রেতাদের উপর নির্ভর করে সমবায়। বাইরের প্রস্তুত কাপড় সমবায়ের মধ্য দিয়ে বিক্রয় হচ্ছে। কিন্তু সেদিকেও এখন একটু চিন্তা করবার সময় এসেছে। সমবায়ের বাইরে যেগুলি উৎপন্ন হয় সেগুলির জন্য যদি ক্রেতাদের চাহিদা না থাকে, তাহলে সেগুলি একা একা তৈরি করলে অনেক সময় বিপদ হতে পারে। এ বিষয়ে রাজ্যসরকার সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। কুটির শিল্প যতপ্রকারের আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা, সেই তাঁতশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা এবং উন্নততর নানা ধরনের ব্যবস্থা

করা সেটা তাঁরা করবেন। এবং খানিকটা আগে আমার প্রারম্ভিক বক্তৃতার ভিতরে আমাদের যে সার্ভে দেওয়া হয়েছে, তাতে সব তথ্য আপনাদের কাছে রেখেছি সেটা আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন।

[12—12-10 p.m.]

কল্যাণী সম্বন্ধে উত্তর হচ্ছে যে এখানে তাঁতের যে সুতার অভাব রয়েছে তা মিটবে। বারুইপুরেও এ কাজ সুরু হয়েছে। কল্যাণীতে স্পিন্ডলএ সুতা তৈরি হবে। কল্যাণীতে ৫০ হাজার স্পিন্ডল হবে এবং তার জন্য গ্লোবাল টেন্ডার কল করা হয়েছে। এবং টেন্ডার যারা দেবে তারা বাইরে যে রাজ্য পারে সেখানে গিয়ে দেখে শুনে কিনে আনতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খুব বেশি দেরী হলেও দুই বৎসরের মধ্যে এই কাজ করা যাবে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

এটা কি স্টেট কন্ট্রোল্ড হবে, না প্রাইভেট সেক্টরএর দ্বারা হবে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এটা স্টেট কন্ট্রোল্ড হবে। সরু সুতার অভাব যেটা মেটাতে পারে নি, সেটাও এখানে তৈরি হতে পারবে। আজকের দিনে ফরেইন কারেন্সি পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অনেক জিনিস দ্রুত করতে গেলেও পারা যায় না।

Sj. Samar Mukhopadhyay:

তাহলে তিনটার মধ্যে মাত্র একটা হচ্ছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

না। একটা হচ্ছে শিলিগুড়িতে, আর একটা হাবড়ায়। হাবড়াতে জমি নেবার জন্য নোটিস দেওয়া হয়েছে। এইগুলি একসঙ্গে সব করা যাবে না। বারুইপুরে হয়েছে, কল্যাণীতে হবে।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

হাবড়া ও খাসবাসমহলের একই অবস্থা ছিল, একই ব্রাকেটে ছিল, তার কি হল?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

হাবড়াতে হবে।

[*Mr. Speaker: Except cut motions Nos.* 11, 36 *and* 38 *I am putting all the cut motions to vote.*]

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Panchanan Bhattacharya that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Somnath Lahiri that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basantalal Chatterjee that the demand of Rs 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Misra that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ledu Majhi that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Narayan Chobey that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Renupada Halder that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—53.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Brindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Gupta, Sj. Sitaram
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—121.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kelay, Sj. Jagannath
Mahata, Sj. Surendra Nath

Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Sudhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Mazlruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 53 and the Noes 121, the motion was lost.

The motion of Dr. Brindabon Behari Bose that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—53.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Gupta, Sj. Sitaram
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan

Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—122.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Saha, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 53 and the Noes 122, the motion was lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that the demand of Rs. 1,23,89,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—53.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Gupta, Sj. Sitaram
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hazra, Sj. Monoranjan
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Chaitan
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Roy, Sj. Rabindra Nath
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan

NOES—122.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad

Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Prevakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Pradhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 53 and the Noes 122, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 1,23,89,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 27, Major Heads: "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay, on Industrial Development outside the Revenue Account" was then put and agreed to.

The motion of Sj. Amal Kumar Ganguly that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chitto Basu that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Chaitan Maji that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand o Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure unde Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industrie and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then pu and lost.

The motion of Sjkta. Manikuntala Sen that the demand o Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure unde Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industrie and 72—Capital Outlay, etc be reduced by Rs. 100 was then pu and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand o Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure unde Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industrie and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then pu and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Misra that the demand o Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure unde Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industrie and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then pu and lost.

The motion of Sj. Panchanan Bhattacharya that the demand o Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure unde Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industrie and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then pu and lost.

The motion of Sj. Provash Roy that the demand o Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure unde Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industrie and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then pu and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that the demand o Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure unde Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industrie and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then pu and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand o Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure unde Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industrie and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then pu and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand o Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure unde Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industrie and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then pu and lost.

The motion of Sj. Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Suresh Chandra Banerjee that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 75,81,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: 43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay, etc. be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 75,81,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 28, Major Heads: "43—Industries—Cottage Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries", was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 12-10 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 23rd June, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 23rd June, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair. 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 211 Members.

[3—3-10 p.m.]

DEMANDS FOR GRANTS

Mr. Speaker: Have you spoken, Mr. Ghosh, to Mr. Jalan?

Sj. Ganesh Ghosh: Yes, Sir, I have already spoken to Mr. Jalan. Mr. Jalan has got no objection.

Mr. Speaker: You will move the two Demands for Grant Nos. 37 and 15 together, Mr. Jalan. Another thing I want to tell you is this: I try to keep everybody within his time-limit. Although the honourable members keep to their time-limit, sometimes when the Hon'ble Ministers speak from the Treasury Benches, they take much more time than what is allotted to them. Of course, a little difference won't matter much, but a very marked difference is not liked by the honourable members opposite. I would request you to bear this in mind.

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএর বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আপনি কিছু খবর নিয়েছেন কি?

Mr. Speaker: I have not had the opportunity to talk to the Chief Minister due to my absence from the town. I am more interested in the rainfall in Bengal than the Second Five-Year Plan.

Sj. Ganesh Ghosh: When you talk to Dr. Roy please mention about the developmental position of Purulia.

Mr. Speaker:

আপনি ত বলে দিয়েছেন ৫ বৎসরের প্ল্যান করলেও লাভ হবে না, না করলেও লাভ হবে না, তবে আর জানার কি আছে?

Sj. Ganesh Ghosh: We are very much interested in the present Second Five-Year Plan.

Mr. Speaker: Yes, Mr. Jalan you move your demands.

Major Head: 57—Miscellaneous Contributions.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 95,21,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 37, Major Head: "57—Miscellaneous Contributions". (Rs. 47,61,00 has been voted on account.)

Major Head: 27—Administration of Justice.

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 58,61,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice".

(Rs. 29,30,000 has been voted on account.)

Sir, so far as the demand for miscellaneous contributions is concerned Rs. 47,61,000 had been voted on account. The demand at present is for the rest. This item consists of various contributions made by the Government to various bodies. The main contributions are: Augmentation grants to District Boards—Rs. 3,70,000. Grant to Calcutta Corporation for dearness concession to their employees—Rs. 89,35,000. Grants to Local Bodies for payment of dearness concession to their employees—Rs. 33,25,000. Grant to local bodies in lieu of the ex-intermediaries' share of cesses in respect of the estates and interests vested in Government under the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953—Rs. 13 lakhs. And there are minor contributions made with regard to the demand for "Administration of Justice", Rs. 29,30,000 has been voted on account and the balance of Rs. 58,61,000 is now being asked for to complete the sum necessary for expenditure under this head. I do not think that it is necessary for me to dilate upon this demand for "Administration of Justice" because it is more or less a stereotyped demand. I will await the criticisms of the members of this House when they move their cut motions and then I will reply to them.

Mr. Speaker: With regard to Grant No. 37, the cut motion Nos. 3, 4, 6, 8 and 9 are out of order. I take it that the rest of the cut motions are taken as moved *en bloc*.

Sj. Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 37, Major Head: "57—Miscellaneous Contributions" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 37, Major Head: "57—Miscellaneous Contributions" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 37, Major Head: "57—Miscellaneous Contributions" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 95,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 37, Major Head: "57—Miscellaneous Contributions" be reduced by Rs. 100.

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bankim Mukherjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bejoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haridas Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haran Chandra Mandal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ledu Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কোতরং মিউনিসিপ্যালিটি বাংলাদেশের একটি দরিদ্রতম মিউনিসিপ্যালিটি। দীর্ঘদিন ধরে এই মিউনিসিপ্যালিটিতে চেয়ারম্যান ছিলেন প্রাক্তন স্পীকারের বেয়াই এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের বিশেষ বন্ধু প্রাক্তন এম এল সি শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দীর্ঘ শাসনকালে সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু এই মিউনিসিপ্যালিটির পূর্বাংশে ধান্য জমিতে বসবাস সুরু করেন এবং এখনও প্রতি মাসে এই সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এই জলা অঞ্চলে সুনীল বাবুর আমলে বিশেষ কিছু ডেভেলপমেন্ট করা হয় না, পুরানো অঞ্চলেও কিছু করা হয় না, বরং শত শত বৎসরের পুরানো বিশালক্ষ্মী শ্মশানঘাটটি সুনীলবাবু নিজের আত্মীয়ের বেনামিতে পরিচালিত ইট খোলায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন। অবশেষে স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় হাইকোর্ট থেকে কিছু নাগরিক ভোটাধিকার অর্জন করেন এবং সরকার বাধ্য হয়ে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর ফলে সু[illegible] অপসারিত করে দীর্ঘদিন পর সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা মিউনিসিপ্যালিটিতে কর্তৃত্ব পান। এই নতুন বোর্ড কর্তৃত্ব পেয়ে দেখেন পৌর তহবিলে শ্রমিকদের মাহিনা দেবার মতো ও অর্থ নেই। ময়লা ফেলা গাড়ীগুলি পর্যন্ত অকেজো, অন্য দিকে সুনীলবাবু ভোটাধিকার হরণ করার জন্য পৌর তহবিল থেকে মামলা করে কয়েক সহস্র টাকা খরচ করেছেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাত

যে গৃহটি পৌরসভাকে বিনা ভাড়ায় দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন বিদায় নেবার আগে সেই বাড়ীর তিন বছরের ভাড়া বাবত সাড়ে তিন হাজার টাকা আত্মসাৎ করে পাররটিং কিক দিয়ে যান।

নতুন বোর্ড প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বায়ত্বশাসন বিভাগের সংগে পরামর্শ করে ও সহযোগিতা করে এই দেউলিয়া মিউনিসিপ্যালিটিকে কিছুটা উন্নত অবস্থায় আনবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন, কিন্তু সরকার কিভাবে এই পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করেছেন?

গত যুদ্ধের সময় থেকে এই মিউনিসিপ্যালিটির সহস্র সহস্র যুবকের একমাত্র খেলার মাঠটি যুদ্ধকালিন কংক্রীট স্ট্রাকচারএ অব্যবহার্য হয়ে আছে। বাস্তুহারা পুনর্বাসন বিভাগের বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগিতা পেলে ভারী যন্ত্রের সাহায্যে দুই-তিন দিনে ঐগুলিকে ভেংগে ফেলা যায়—বার বার আবেদন সত্বেও হয় নি, অন্য দিকে বাইরে থেকে আমদানী করা সুনীল মজুমদার নামক এক কুখ্যাত ব্যক্তি দল বল নিয়ে এই মাঠের একাংশ দখল করে পাড়ায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। সরকার রাতারাতি জবর দখল কলোনী উচ্ছেদ করতে সিদ্ধ হস্ত অথচ এইভাবে জনসাধারণের ও পৌরসভার সম্পত্তি যেখানে দুবৃত্তরা দখল করে সেখানে আইনের দোহাই দিয়ে গুন্ডা পোষন করেন।

জলা নিচু জমিতে সহস্র সহস্র বাস্তুহারা বসবাস করছেন. এই বিরাট এলাকায় অন্ততঃ রাস্তাঘাট ও পাণীয় জলের ব্যবস্থা করতে কমপক্ষে ১২-১৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন যা পৌরসভার বাৎসরিক সমগ্র আয়ও যদি ব্যয় করা যায়, আগামী ৫০ বৎসরেও তা করা সম্ভব হবে না।

[3-10—3-20 p.m.]

সরকার যদি স্বায়ত্তশাসন বিভাগ থেকে এবং অন্যান্য যেমন পুনর্বাসন বিভাগ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা ধার ও সাহায্য বাবত দিতেন স্থানীয় করদাতারা ও সাধ্য মত অর্থ সাহায্য করে বর্তমান বোর্ডের দুবৎসর শাসনকালে অনেকখানি পথঘাটের সমস্যা সমাধান করতে পারতেন। কিন্তু একটি পয়সাও এই বাবত পাওয়া যায় নি। এই কি দেশপ্রেমিক সরকারের গঠনমূলক কাজের নমুনা? আর কিছু না করলেও হিন্দ মোটর কারখানা অঞ্চলকে যদি কোতরং পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হোতো তাহলে পৌরসভার বাৎসরিক যে আয় বাড়তো তাতে কলোনি অঞ্চলে কিছু কিছু কাজ করা যেতো, কিন্তু বিড়লাকে তোষণ করে ঐ কারখানাকে ইউনিয়ন বোর্ডের ভিতর রেখে সহস্র সহস্র টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দেবার পথ করে দেওয়া হয়েছে।

ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডের হাত ১০-১২র মধ্যে বসতি হয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ময়লা নষ্ট না করলে যে-কোন সময়ে মহামারির আবির্ভাব হতে পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ময়লা অপসারণের স্কিম সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ করে দিয়েছেন, কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। সরকার যদি কোন্নগর-কোতরং বা উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভার জন্য একত্র একটা স্কিম করার জন্য ব্যবস্থা করতেন এবং প্রাথমিক ব্যয় যদি তাঁরা বহন করতেন, ঐ এলাকার মানুষ দুর্বিসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতেন।

পুনর্বাসন বিভাগ কোতরং এ জমি দখল করে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষের সংগে আলোচনা না করে মিউনিসিপ্যালিটির আইন ও কর্তৃত্বকে পদদলিত করে ১নং ওয়ার্ডে জমি উঁচু করে কলোনি গড়ছেন। ড্রেনেজ স্কীম কার্যকরী না থাকায় অমনি বর্ষাকালে মিউনি-সিপ্যালিটির একাংশ জলে ডুবে যায়, এ বৎসর পুনর্বাসন বিভাগের ক্রিমিনাল হঠকারী নীতির জন্য পৌর এলাকার একটি অংশে ৫-৬ ফুট জল দাঁড়ালেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবং ডাক্তার রায়ের অনুগ্রহে যে হরিজনেরা কোতরংএ আশ্রয় পেয়েছেন, তাঁদের প্রতিটি ঘরই এবারের বর্ষায় ডুবে যাবে এবং তারা আশ্রয়চ্যুত হবে। টু-থার্ড ওয়ান-থার্ড স্কিমে দুটি পথ করার জন্য এই দরিদ্র মিউনিসিপ্যালিটি সরকারকে সাত হাজার টাকা জমা দিয়েছেন, এখন শোনা যাচ্ছে ঐ স্কিমই নাকি বাতিল হয়ে গেছে।

এইভাবে জাতির পুনর্গঠনের কাজে একটি এলাকার নাগরিকগণ যখন পৌরসভার মাধ্যমে অগ্রসর হবার জন্য উদগ্রীব, এমন কি নিজেরা সাধ্যমত অর্থ সাহায্য ও কায়িক শ্রম করতেও উদগ্রীব, সরকার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীয় থেকে সেই উদ্যোগ নষ্ট করছেন। এই অবস্থার মধ্যেও এই বোর্ড কলোনি অঞ্চলে তাঁদের নামমাত্র আয়ের উপর নির্ভর করে এবং নাগরিকগণের অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যের উপর নির্ভর করে (কাঁচা) পথঘাট, নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শ্রমিক কর্মচারীদের পে-স্কেল নির্ধারণ, এই প্রথম পৌরসভার পরিচালনায় ফ্রী প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা, যে ড্রেনেজ স্কিমটি সুনীলবাবুর দল বর্জন করেছিলেন সেই স্কিমটি গ্রহণ প্রভৃতি কাজগুলি গত দুই বৎসরে করেছেন। দায়িত্ব গ্রহণের সময়ে পৌরসভার যে দেউলিয়া অবস্থা ছিল তা মনে রাখলে আশ্চর্য হতে হয়, এই দেখে যে, সুনীলবাবুর আমলে আট বৎসরে যে কাজ হয় নি গত ২ বৎসরে সেই কাজ হয়েছে।

জাতিগঠনের কাজে এই আন্তরিক প্রচেষ্টার পুরস্কারস্বরূপ অন্য বিভাগের প্রভাবশালী মন্ত্রীর সহযোগিতায় সুনীলবাবু পৌরসভার কয়েকজন তাঁর দুষ্কর্মের সাথী কর্মচারী ও স্থানীয় কংগ্রেসের কিছু কুখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে পৌর বোর্ডটিকে বাতিল করার কাজে হাত দিয়েছেন তাঁর আমলে বার বার গণ দরখাস্ত করেও কোন তদন্ত হয় নি, কিন্তু বর্তমান বোর্ডের বিরুদ্ধে ঐ কুখ্যাত দলের পক্ষ থেকে বার বার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত হচ্ছে এবং ধারাবাহিকভাবে তদন্ত চলছে এবং পৌরসভার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সম্প্রতি সুনীলবাবুর প্রধান কর্মী পৌর-সভার একজন কর্মচারীকে চরম অপরাধে বরখাস্ত করা হয়। এই কর্মচারী সুনীলবাবুকে নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে এক অভিযোগ পত্র দেন, এই অভিযোগ পত্রের সঙ্গে পৌরসভার কিছু চুরি করা কাগজপত্রও দেওয়া হয়। পৌরসভার কাগজপত্র এইভাবে চুরি করে দলিল হিসাবে পেশ করার জন্য সুনীলবাবুও উক্ত কর্মচারীকে গ্রেপ্তারের পরিবর্তে এস ডি ওকে মিউনিসিপ্যাল অফিসে তদন্ত করে কমিশনারদের বিরুদ্ধে এক্সপার্টি রায় দেন। পরে ডি এম কে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে কমিশনারগণ পত্র দিলে ঐ একই এস ডি ওকে দিয়ে পুনরায় তদন্ত করানো হয়। কমিশনারদের অভিযোগপত্রের নকল বা সংশ্লিষ্ট দলিলগুলির কপি দেওয়া হয় না। এইভাবে তদন্তের প্রহসন হয়। অন্যদিকে সুনীলবাবু প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন এস ডি ওকে দিয়ে তিনি পৌরসভা বাতিলের অনুকূলে রিপোর্ট দিয়েছেন। অডিটারেরা পৌরসভায় অডিটের কাজে এলে তিনি তাদের সঙ্গেও দেখা করেন। শুধু তাই নয় এই কুখ্যাত ব্যক্তিটি একথাও প্রচার করেছেন যে, পৌরসভা বাতিল হবার পর এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হয়ে হাতে মাথা কাটবেন। আমি জানিয়ে দিতে চাই কোতরংএর নাগরিকেরা এ ধরনের ষড়যন্ত্র যদি কার্যকরী হয় প্রাণ দিয়েও তা প্রতিহত করবে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয় এবার আমি পল্লী অঞ্চলের দুই-একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। বর্তমানে ঠিক করা হয়েছে যে ইউনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েত চালান করা হবে। বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডই বেশির ভাগ জায়গায় চালু আছে। আমাদের বেশির ভাগ পরিকল্পনাই ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মাধ্যমে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি বর্তমানে অচল অবস্থায় আছে সেখানে দলাদলি প্রভৃতি অনেক কিছু চলে। আমাদের শাসক পার্টির স্বার্থে এই ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ব্যবহৃত হয়। এখানে পঞ্চায়েত যে করা হচ্ছে তার একটি মাত্র কথা বলতে চাই যে, সেখানে যে রুল করা হচ্ছে সেই রুলের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম নিয়ম করা হয়েছে যে কৃষকরা যা প্রোডাকসান করবে তার ৫০ যা হবে তা ফসলের মূল্য বাবত এবং ৫০ ইনকাম হিসাবে ধরা হবে। আজকে মন্ত্রী মহাশয়কে আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই এই যে রুল ফ্রেম করেছেন এই রুলের মধ্যে একটা অত্যন্ত পীড়ন-মূলক কথা যেটা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে যেখানে ফসলের দাম ৫০, সেখানে তার ইনকাম ৫০ পারসেন্ট হিসাবে ধরা হবে। অর্থাৎ আর ৫০ পারসেন্ট যদি ইনকাম হয় তাহলে তার ট্যাক্স ৮ পারসেন্ট হবে। এ যদি আপনারা করেন তাহলে বাংলাদেশের গ্রামে আগুন জ্বলে যাবে এবং সাধারণ মানুষের উপর পীড়ন করা হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Pabitra Mohan Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, স্বায়ত্তশাসন বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যে ডাইরেক্ট ট্যাক্সেসনের উপর চলে তাতে তাদের নিজেদের

কাজকর্ম চালাতে খুব অসুবিধা হয়। স্বায়ত্তশাসন বিভাগের কতকগুলি জিনিস যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, মিউনিসিপ্যালিটিগুলি চালানোর পক্ষে খুবই অসুবিধা আছে। যেমন কর্মচারীদের অনুমোদিত ডি, এ, ইত্যাদি, তার একটা নিয়ম আছে যে ৩৫ টাকার কম যারা বেতন পায় তাদের ৮ টাকা সরকার দেয়, ৩৫ টাকার উপর পেলে ১৬ টাকা দেয়। কিন্তু দেখা যায় যে বিশিষ্ট স্তরে ৭০ টাকা পর্যন্ত মাগগীভাতা দিতে হয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে। সরকারকে এ বিষয়ে নজর দিতে অনুরোধ করছি। দ্বিতীয়তঃ রাস্তাঘাটের ব্যাপারে দেখা যায়, বিশেষ করে কোলকাতার আশেপাশে যেসমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে তাদের রাস্তায় ভারী ভারী মোটর চালানো হয়, ফলে সেই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তাঘাট খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু মোটর ভিহিকলস ট্যাক্স আদায় করেন সরকার এবং সেই মোটর ভিহিকলস ট্যাক্স থেকে যে ছিটেফোঁটা অংশ মিউনিসিপ্যালিটিকে দেওয়া হয় দু-তিন বছর পরে তার দ্বারা সামান্য দুই-তিন ফারলং রাস্তাও সারানো সম্ভব নয়। এদিকে সরকারের নজর না থাকাতে মিউনিসিপ্যাটি-গুলি অসুবিধা ভোগ করছে। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান ই, ই স্কীমে মিউনিসিপ্যালিটির যে প্রাপ্য অংশ সরকার স্বীকার করেছেন রাস্তার জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালে, মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে তা দেওয়া হয় নি। লোক্যাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল বলে একটা বডি আছে সাবডিভিসনে, সেখানে এম এল এ, মিউনিসিপ্যালিটি এবং ইউনিয়ন বোর্ডের রেপ্রেজেন্টেটিভ থাকেন। তারা যেগুলি পাশ করিয়ে নেন ডিস্ট্রিক্টএ সেগুলি পাশ হয় এবং তার উপর বেজ করে টেন্ডার কল করা হয়—রাস্তাঘাট, জল, স্কুল বিল্ডিং প্রভৃতির উন্নতির জন্য। পরে দেখা যায় যে সেগুলি রাজভবনে গিয়ে চাপা পড়ে যায়, সেদিকে একটু লক্ষ্য করা দরকার। আর একটা জিনিস কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকার যখন কোন জমি দখল করে নেন মিউনিসিপ্যালিটির ভেতর তখন সেটা নাম জারী, মিউটেসন করার জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে জানান না। ফলে দেখা যায় মিউনিসিপ্যালিটির পুরাতন যে মালিক তার কাছ থেকে ট্যাক্স চাইতে থাকে এবং কয়েকদিন বাদে সেই ট্যাক্স যখন পায় না, তখন তাদের অসুবিধা হয়। একটা একজাম্পল দিতে পারি, দমদমে টেলিফোন ভবনটা প্রাইভেট প্রপার্টি ছিল—সেটা সরকার নিয়ে নিয়েছেন, তার ট্যাক্স নিয়ে খুব গোলমাল চলছে। নর্থ দমদম মিউনিসিপ্যাল এলাকায় এয়ার পোর্টের কতকগুলি জমি দখল করে নেওয়া হয়েছে তাতে দুই লক্ষ টাকা ট্যাক্স তারা পায় নি, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। এই নিয়ে জালান সাহেবকে অনেক বলা হয়েছে, প্রাদেশিক সরকারের দপ্তরে, কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে অনেক জানানো হয়েছে। জালান সাহেব এটা নিয়ে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলোচনা করেন তাহলে এই দুই লক্ষ টাকা পাওয়া যেতে পারে এবং এই টাকা পাওয়া গেলে নর্থ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি এইরকম একটা অনুন্নত এলাকায় উন্নতিসাধন করতে পারেন। নর্থ দমদমে ছয়-সাত হাজার লোক ছিল ১৯৫০ সালের আগে, আজকে সেখানে ৭০ হাজার লোকের বাস হয়েছে, কিন্তু সেখানে অডিফায়েড রেশন শপ নেই, সেখানকার লোক ফেয়ার প্রাইস শপে চাল কিনতে পারে না—সেখানে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা উপস্থিত হয়েছে—কাজেই সেখানকার লোকের চাল কেনার পয়সা নেই। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে ডাইরেক্ট ট্যাক্স আদায় করে কোন কাজকর্ম করা সম্ভব নয় এটা আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারি।

[3-20—3-30 p.m.]

অথচ সে এলাকায় যদি আজকে ডাইরেক্ট ট্যাক্স এত বেশী না চাপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের যা প্রাপ্য রয়েছে—১৯৩৭ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের একটা সার্কুলারএ দেখতে পাই সেই সার্কুলারএ বলা হয়েছে, ১৯৩৭ সালের আগে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় যেসমস্ত ট্যাক্স প্রাপ্য হত সেগুলিই কন্টিনিউ করা হবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নতুন সরকার সেই ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়ায় দুই লক্ষ টাকা এই বাবত পাওয়া যায় নি। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করছি, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই টাকা আদায় করবার জন্য, তা হলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অনেক সুবিধা হবে, কোর্ট রিসিভার এবং লিকুইডেটরএর সংগে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কোন রকম কো-অপারেশন ছিল না। তার জন্য, যে সমস্ত প্রপার্টি তাদের হাতে থাকে তাতে মিউনিসিপ্যালিটির রেকর্ড না থাকায় বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আমি গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করব যখন রিসিভার ও লিকুইডেটর এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয় তখন যেন মিউনি-

সিপ্যালিটির ভিতর নাম জারী করে রিক্রুট করা হয় এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে সাহায্য করেন কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কাছ থেকে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে পরিসংখ্যানও নানারকম তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপর চাপ আসে এবং আমরা দেখতে পাই যে স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে এই কাজকর্ম খুব বেড়ে গিয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটিগুলিও এতে আপত্তি করছে না, কিন্তু তাদের সাধারণভাবে যেসব কর্মচারী আছেন তাঁদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনা করা যায় না। সেজন্য বাইরে থেকে লোককে টেম্পোরারী এ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। এই টেম্পোরারী এ্যাপয়েন্টমেন্ট, অনেক সময়েই খরচ দেখান হয় না, অডিট ডিপার্টমেন্ট ধরবে বলে, এবং তাঁদের লুকোচুরী করতে হয়। অথচ আপনারাই তারপর দেখিয়ে দিচ্ছেন। সোজাসুজি যদি এই সমস্তগুলি ডিপার্টমেন্ট থেকে খরচ করা হয় তাহলে কাজও ভালভাবে হয় এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলিরও বেগ পেতে হয় না। কলকাতার আশেপাশে যেসব মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে তাতে আজকাল প্রায়ই গণ্ডগোল হচ্ছে —যেমন সাউথ দমদম ও নর্থ দমদম এলাকার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায়ই গোলমাল হচ্ছে।

Dr. Kanailal Bhattacharya:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে পশ্চিমবঙ্গের ৮৫টি মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, যদি সরকারের তরফ থেকে এই আর্থিক দুরবস্থা প্রতিকার-কল্পে কোন প্রচেষ্টা না করা হয় তাহলে এই মিউনিসিপ্যালিটিগুলি পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে কমিশনারের পক্ষে। স্যার, এই আর্থিক দুরবস্থা যে কতদূর তা নিশ্চয়ই আমাদের মন্ত্রী মহাশয় জালান সাহেব কিছুটা উপলব্ধি করেছেন। কয়েক বৎসর ধরে এই মিউনিসিপ্যালিটি-গুলি হাতে নিয়ে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগের পর মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আর্থিক অবস্থা কতখানি ভাল করতে পেরেছেন। গত তিন বৎসরের মধ্যে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কতখানি আর্থিক অবস্থা ভাল হয়েছে? তারা যখন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি গ্রহণ করে তখন মিউনিসিপ্যালিটির লোন ছিল সরকারের কাছে প্রায় ২২ লক্ষ টাকার মত তিন বৎসর ধরে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর শাসন পরিচালনা করছেন—আমি জিজ্ঞাসা করি জালান সাহেবকে কয়টা পয়সা লোন পরিশোধ করতে পেরেছেন। লাস্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেটর পর্যন্ত কত টাকা ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে? আজকে মিউনিসিপ্যালিটির যে অবস্থা সেই অবস্থায় যদি সরকার যেসমস্ত সোরস থেকে ট্যাক্স আদায় করেন তার দুয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটির হাতে না দেওয়া যায়, অথবা সরকারী ফাণ্ড থেকে না দেওয়া যায় তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শুধু মিউনিসিপ্যাল রেটসএর উপর নির্ভর করে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি চলতে পারে না। জিনিসপত্রের দর অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে—সেদিকে সরকারের নজর রাখা দরকার। তা ছাড়া, আমি একটা কথা সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—তাঁরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে দোষ দেন—বিভিন্ন ট্যাক্সএর সোরস সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছেন বলে, যেমন ইনকাম ট্যাক্স, জুট ট্যাক্স, ইত্যাদি—কিন্তু মোটর ভিইকলস ট্যাক্স সিনেমা অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স বা অন্যান্য এইরকম যেসব ট্যাক্স আছে সেগুলির সোরস মিউনিসিপ্যালিটির হাতে দেন না কেন, হ্যান্ড ওভার করেন না কেন? তাঁরা এদিক দিয়ে অন্যায় করছেন। তারপর এতদিন বাদে মিউনিসিপ্যালিটি অঞ্চলে প্রাইমারি এ্যাডুকেশান কম্পালসারি করবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করেছেন, দায়িত্ব নিচ্ছেন। মিউনিসিপ্যালিটি অঞ্চলে যদি প্রাইমারী এডুকেশন কম্পালসারি করতে হয় তাহলে কি রাস্তায় হতে পারে সে সম্বন্ধে একটা বিশাল কোশ্চেনেয়ার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানএর কাছে পাঠান হয়েছে। যদিও তাঁরা বলেছেন ৩০এ জুনের মধ্যে জবাব দিতে হবে আমি জানি যে সমস্ত প্রশ্ন করেছেন তার জবাব ৩০এ জুনের মধ্যে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ মিউনিসিপ্যালিটি আনএডেড স্কুলের খবর রাখে না। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি এখানে একটা কথা মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই—সেই কোশ্চেনীয়ারএর মধ্যে দেখলাম এডুকেশান সেস নেওয়া যায় কিনা—এসব প্রশ্ন করা হয়েছে কেন? সাধারণভাবেই মিউনিসিপ্যালিটি ফ্রি প্রাইমারী এডুকেশন দাবী করতে পারে। তাদের উপর এখন এই সেস বসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কেন? এভাবে যদি সাধারণ সহরবাসীর উপর সেস বসানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে অত্যন্ত অন্যায় হবে। ক্যালকাটা করপোরেশান এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মচারীদের যে মাগ্গীভাতা দেন সেই

মাগগীভাতার একটা অংশ সরকার দেন—যেমন কলিকাতা কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়। তাঁরা যে মাগগীভাতা দেন তাদের কর্পোরেশনকে তার শতকরা ৮০ ভাগ। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে দেন শতকরা ৭০—অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিকে আরো কম—এবং কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটিকে ৪০-৫০ ভাগ দেন। আমার এখানে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—এই ধরনের ডিসক্রিমিনেশান করার কারণ কি? এর উত্তর চাই। যে মিউনিসিপ্যালিটির যেরকম আয় সেই মিউনিসিপ্যালিটিকে সে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হচ্ছে। আমার বক্তব্য, প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিকে শতকরা ৮০ ভাগ দেওয়া দরকার। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ ব্যাপারে সরকারের কাছে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল টিউব-ওয়েল করার জন্য—অর্ধেক গ্র্যান্ট আর অর্ধেক লোনস্বরূপ। সরকার জানিয়েছেন, ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিতে পারবেন।

আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই। তিনি আবার ঋণের বোঝা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির উপর কেন বাড়াচ্ছেন? তাঁরা এটা দিতে পারেন কিনা! আজকে হাওড়ায় যে জলাভাব হয়েছে, যদি আপনারা জোর করেন, তাহলে হয়ত হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এই ঋণ নিতে বাধ্য হবে। ফলে ঋণের অঙ্ক বেড়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে যাঁরা কমিশনার হয়ে আসবেন এই বোঝা তাঁদের ঘাড়ের উপর আরো ঋণের বোঝা চাপিয়ে রেখে যাবে। আপনার কাছে আমার এইটুকু অনুরোধ। তিনি অন্ততঃ যে টাকাটা দেবেন, তার সবটা দান হিসেবে যেন না দেন। তার এক-তৃতীয়াংশ যেন ঋণ হিসেবে দেন, আর ⅔ অংশ গ্র্যান্ট হিসেবে দেন। এটাই বক্তব্য।

[3-30—3-40 p.m.]

Sjta. Labanya Prova Ghosh:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিচার বিভাগ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে চাই। আমাদের জেলার অবস্থা থেকে আমরা একটি কথা উপলব্ধি করছি যে বিচার বিভাগের ব্যবস্থাই একটি মূর্তিমান অবিচার। এর অধীনে নির্দোষীকে বছরের পর বছর ধরে হাজত বাস করতে হচ্ছে, এর অধীনে দোষী-নির্দোষ স্থির হবার আগেই বছরের পর বছর আসামীকে মামলায় ঝুলে থাকার দণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে। বিচারপ্রার্থীকেও ঐ একই দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে বছরের পর বছর। কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। আজ দু বছর হতে চললো—কিন্তু আজও পর্যন্ত জেলার এই শাসন ব্যবস্থাকে কাজের যোগ্য করা হল না। উপযুক্ত সংখ্যক বিচারকের অভাব। শত শত মামলা ঝুলে রয়েছে, লোকে অশেষ হয়রাণি হচ্ছে। একথা আগের অধিবেশনগুলিতেও বলেছি, হয়তঃ আগামী নির্বাচন পর্যন্ত এই একই অভিযোগ করে যেতে হবে। এতেও কোন ফল হবে না বলে আমি মনে করি। বিচার বিভাগ সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। বিহার আমলের একজন জনশত্রু যিনি পুরুলিয়ার বিহার সরকারের সকল অন্যায় কাজের অনুচর ছিলেন তার পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়। বিচার বিভাগের এ হেন অপমানে লোক ক্ষুব্ধ হন। বাংলা সরকারের রুচি ও বিচার ধারণার কাছেও এই ব্যক্তি বিশেষ বাঞ্ছিত বলে মনে হয়েছে। কারণ বঙ্গভুক্তির পর থেকে এই গ্লানিজনক ব্যাপারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু আগের বিচার মন্ত্রীও একে সরাবার ব্যবস্থা করেন নাই। আর বর্তমান বিচারমন্ত্রী এর আসনের মেয়াদ আরো বাড়িয়েছেন এবং এর আসন আরো পাকা করেছেন বলে সংবাদ পেলাম। কিন্তু দেশের লোক এই ব্যক্তির বিচার ধারা ও ব্যক্তিজীবন তদন্তের যোগ্য মনে করেন। বিচার ব্যবস্থা যার উপর প্রযুক্ত হওয়া উচিত, সেই রকম ব্যক্তিকে আজকে বিচারকের আসনে বসান হচ্ছে। দেশের মানুষের জন্য বিচারের এই সরকারী ব্যবস্থা থেকেই এই রাজ্যের বিচার ধারা কোন দিকে বইছে বোঝা যাচ্ছে। যে অভিযোগসমূহ আমি বিচার বিভাগ সম্বন্ধে করলাম, তার প্রমাণে বহুসংখ্যক ঘটনা আমি দিতে পারি। বিচারের নামে অবিচার যাঁরা করছেন, জানি তাঁরা এসবের বিচার চান না। বিচারের নামে অবিচারকে ও আমরা সমর্থন করতে পারি না।

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I am speaking on a subject which, though very important for the society, has been neglected and, therefore, I am appealing to the House to pay better attention to this subject—that is Administration of Justice. The Constitution provides under article 50

that very soon the State will make its endeavour to separate executive from the judiciary. In some of the other States it has been done as in Madras and Andhra. In our State it has not yet been done. Last year on the 26th June, when I was speaking on the subject, the then Judicial Minister gave an assurance that something was being done on this point. After one year I am asking the present Judicial Minister to state what has been done during the last one year. I am also asking for a time-limit when complete separation of the judiciary from the executive will be done.

Now, I would say that some of these steps are under the active consideration of the Law Commission whose report is expected to be out very soon regarding legal profession, uniformity of Bars and so on. Their recommendations will come out very soon and I would request the Hon'ble State Minister to put into effect those recommendations of the Law Commission as soon as they are out. There has been proverbial lethargy in our State and this State lags behind other States in many respects. So, I would request our Government not to lag behind other States this time in putting into effect the recommendations of the Law Commission—they should give effect to them as soon as they are out.

Now, I will say something about the reappointment of District Judges. I find it has become the order of the day that District Judges are not allowed to retire. Just after retirement at the age of 55, they are made Judges either of the Industrial Tribunal or of the Labour Tribunal or made President of such Tribunals or are given some sort of prize posts and in this way they are retained in service for about five or more years. Now, when they are acting as Judges of such bodies, they get their sons and relations appointed in industrial concerns and after their retirement they themselves work in those concerns. My objection to this system is that according to the written Constitution of ours, the balance of power ought to be retained by the Judiciary—the Judiciary ought to be made independent in all respects—and the Constitution provides for that. But in our State we find that these retired Judges are reappointed. In this way we are introducing corruption in the administration. When these Judges reach the age of 52 or 53, they find that the sword of Democles is hanging over their head—they would have to retire within two or three years—and at that time they begin to think "If I am to get extension of service, I shall have to hob not with the Executive" and this is indirectly done by them. So, this potential source of corruption ought to be removed. If you like, you may raise the age of superannuation to 58 or 60, but I would say "Don't reappoint these Judges". Sir, talent of a very high order is not necessary for these posts in the Tribunals. What is done in these Tribunals? Plaints and written statements are filed, as is done in the courts of the Munsif or the Subordinate Judge. So, it is not necessary that retired District Judges with better talents should be appointed to these posts.

Then I will say something about the City Civil Court. I think that the powers and jurisdiction of the City Civil Court would gradually be increased to such an extent that it will ultimately be City Civil Court and City Sessions Court together and it will turn out to be the full-fledged District Court for Calcutta. I think there will be no harm in that. At the present time, the greater portion of the municipal city of Calcutta is under the jurisdiction of the Civil and Criminal Courts of Alipore. The District Judge or the Additional District Judge or the Subordinate Judges have got unlimited pecuniary jurisdiction to try any civil suit. But these Subordinate Judges, when they are promoted as District Judge or Additional District Judge, after their promotion, get their pecuniary jurisdiction reduced in some cases up to Rs. 5.000 and in some cases up to

Rs. 10,000. Sir, I would say that this is colossal waste of public money and misuse of talent because after a man gets experience, his jurisdiction is reduced. But for what reason? If there is any error, there is the Appellate Bench of the High Court. I would say that the Division Bench of the High Court hear first appeals from the decision of the Subordinate Judges, from the decision of the Judges sitting in the Original Side of the High Court and also from the decision of the Judges of the City Civil Court. So, the Appellate Court being the same and the Judges having got better qualifications, why should their pecuniary jurisdiction be reduced and be made less than what it was when they had just become Senior Munsifs or Subordinate Judges?

[3-40—3-50 p.m.]

I would therefore say that if you enlarge the jurisdiction of the City Civil Court and City Sessions Court much money will be saved, and there will then be no necessity for the retention of the Calcutta Small Causes Court because the entire jurisdiction will be included in the City Civil Court; the Calcutta High Court in its Original Side which is overworked will also be relieved of much of its civil and criminal work retaining, of course, the appellate jurisdiction.

I will then say something about the legal profession; the same qualified persons who are Law Graduates are classed pleaders, some of them are advocates, some of them who have got foreign qualifications are Barristers and some of them are attorneys. They are governed by two Acts—the Legal Practitioners' Act and the Indian Bar Council Act. Why this differentiation? Let all these persons who have got equal qualifications have equal power of acting and pleading in any Court. Their way of development should not be hindered by artificial barriers raised by the Acts. This thing will be controlled by the report of the Law Commission.

I will then say something about court fees where there is great injustice. Court fees are being paid throughout West Bengal in the original side of the Courts, and also in the City Civil Court in Calcutta on an *ad valorem* basis, but in the Original Side of the Calcutta High Court there is no court fee charged; there is no court fee paid on an *ad valorem* basis. The State is losing about Rs. 1 crore annually from this non-payment of court fees. If you sell justice impose court fee throughout West Bengal at a uniform rate; if not, then abolish court fee from all Courts in the State; let Government administer justice from other revenues if they can do it.

Then about the appointment of Judicial Officers, they ought to be appointed from the practising lawyers on the recommendation of the Bar Associations and the Presiding Judge of the Court. The best man and the best talent should be had, and there should be no political or other consideration. These men are entrusted with the administration of civil and criminal justice for the good of the society and they should not be swayed by any other consideration; and if people having lesser qualifications are appointed in those positions public interest will suffer to a great extent.

In the appointment of Government Pleaders, Public Prosecutors, Advocate-General and Standing Counsel as well as Government Pleaders in the High Court. the same consideration ought to weigh but in recent times we see that persons are being appointed in some courts in such positions who do not command the top-ranking practice or position and who have not got enough experience, although there are experienced

lawyers in those courts. Previously we saw Government Pleaders and Public Prosecutors who ranked among the top-ranking practitioners in those Courts; but now second grade lawyers are being elevated to those positions in those Courts.

As regards the appointment of Munsifs, they are being appointed on a salary of Rs. 250. Though these Judicial Officers are beginners in the profession, they have to keep up their Judicial aloofness. They have to dispose of cases up to a valuation of Rs. 5,000 and have to hear appeals under the Land Reforms Act. Can they maintain themselves with their family on a salary of Rs. 250? You may not raise their maximum salary but they should be appointed on a starting salary of Rs. 400.

In the moffusil most of these Judicial Officers are not provided with quarters, especially in the Subdivisions and Districts, and Government do not provide for their libraries nor for the supply of Law Journals and Acts coming out from day to day. I would request that Government should start libraries for these judges specially the Munsiffs, the Subordinate Judges and the District Judges in all cases.

Then I would say about the lethargy of this Department and I drew the attention of this Department last year that all the civil courts of mofussil are governed by a book called the Civil Rules and Orders and all the rules are contained in the book for the guidance of all civil and criminal courts. I would draw the attention of the Hon'ble Minister to the fact that this book was last printed in 1935 and during the last 23 years there were so many correction slips that it has been impossible for any court or any judicial officer to cope with these things.

Then I would mention about the appointment of the Honorary Magistrates. The appointment of Honorary Magistrates had been discontinued but I do not know why these Honorary Magistrates have been re-introduced, and they are being appointed on other considerations. I would therefore say that these things ought to have a greater priority in the reforms. I would also request the Hon'ble Minister, who also comes from a branch of the lawyers' section, to look to the difficulties of the mofussil courts.

Then I would say another point—though that is controversial—that the jury system was introduced in our country since the time of the advent of the British, that is, the cases shall be decided by persons on the point of facts. Now, there has been a resolution of the Midnapore Bar Association, a copy of which has been submitted to the Hon'ble the Chief Minister and to the Hon'ble Judicial Minister. The resolution is to this effect: "The Midnapore Bar Association with all the leading criminal practitioners, *e.g.*, Shri Sudhir Chandra Roy, Shri Sudhamoy Banerji, Shri Probodh Chandra Biswas, Shri Amulya Dutt and even the Public Prosecutor Shri Sudhir Kumar Ghosh, expresses its strong disapproval of this system of trial by jury, as it is, and passed a resolution requesting the State Government to immediately order the discontinuance of the trial by jury at least in Midnapore under section 239 of the Criminal Procedure Code". Now, this system has been abolished in Bihar and Orissa. Of course, this is a very controversial point and I do not express any opinion on that. It is under the active consideration of the Law Commission. If the jury is enlightened or impartial, then I would say that consideration of facts may be left to it but in this country in the mofussil courts the jurors have not got sufficient qualifications and on the point of facts their suggestions cannot be changed by the judge sitting in the trial court or by the appellate court. Of course, I have already stated that I have no definite opinion on

this point—it is a very controversial point—but we shall be guided by the recommendations of the Law Commission. I cannot recommend to take away the right of the persons to be judged by their own people but at the same time I would say that in the appointment of the jury or in the formation of the panel of jurors special care should be taken to see that people with highest calibre are appointed.

Lastly, Sir, I would say about something which is of a very urgent nature. It is this. In Asansol, a District Judge was appointed some time back but there is a Subordinate Judge and appeals are filed before the District Judge. A Judicial Officer with District Judge's powers was there. Now he has been withdrawn, which means that the people of the Asansol area have to come to file their appeals before the District Judge at Burdwan. It is not clear why this privilege has been taken away from them.

[3-50—4 p.m.]

Then I would say about the opening of courts of Subordinate Judges at Tamluk and Contai. I have said that these places are at a distance of 60 or 70 or 75 miles from Midnapore. For Midnapore there are four Subordinate Judges and one Additional District Judge and one District Judge. These four Subordinate Judges clash together. If one Subordinate Judge is placed at Contai and another in Tamluk then the cost of litigation will be reduced.

Another thing has been introduced or has been surreptitiously introduced in our courts, that is, Subordinate Judges at some places begin to hear three or four title suits at a time. The law provides that when a suit begins it will go on from day to day unless the case is finished, but if a Judicial Officer begins to try three or four cases together then the three or four cases would continue without break and people would suffer in this way that they will have to engage lawyers for all these cases and the Subordinate Judge will hear one hour or two hours in each case and the party will suffer. I would request the Hon'ble Judicial Minister to take note of this and to take steps that the Circular Orders and the provisions of the Civil Procedure Code are specially adhered to by these Judicial Officers.

Then I would say one thing about the direct appointment of Judges from amongst the members of the Bar. At the time of the British rule some Advocates and Barristers had been directly appointed to the posts of District Judges and Additional District Judges. Of course, for the last two decades it was discontinued, but only from the last year it has been re-introduced. Four judicial officers have been appointed. I would say that experienced persons from the Bar should be appointed. Of course, there is one difficulty. Some experienced persons at the Bar who have got some practice or have got some chance of practice generally do not accept the posts. That ought to be a slur on the persons, for they ought to serve society first and then their personal interest. I shall not speak of those persons who have refused to serve the cause of the society, but I would say this system should be introduced. Of the total number of the District Judges and Additional District Judges, at least one-third should be directly recruited from the Bar.

Then I would say one thing that at present the Revenue Officers are appointed for the purpose of doing cases under the Land Reforms Act and under the Estates Acquisition Act. Those cases involve intricate questions of inheritance and other civil matters and those things cannot be tried by the Land Reform Officers who are not lawyers Therefore I would say

that these Land Reforms Officers or other Compensation Officers who act under the different provisions of the Land Reforms Act and also the Estates Acquisition Act should be at least Law Graduates and unless that is done this intricate question of inheritance and other civil matters shall not be decided properly because in some cases the hierarchy of officers have complete control over judicial matters and there is no provision for going to civil courts and other courts on these subjects except in cases under article 226 or 227 of the Constitution, but the scope is so limited that all these important cases are decided by persons who are not lawyers and who have not the proper education on points of law. So I would request the State Government that specially in the appointment of such officers where special judicial knowledge is necessary, Law Graduates or practising lawyers should be appointed on a contractual or other basis. On these points the Hon'ble Minister—not only the Hon'ble Minister but all the Hon'ble Ministers together ought to be active so that these legal things could be finally disposed of by men having a good sense of law or at least a fair knowledge of law.

Then I would say something about the Law Reports. In Bengal there is the report of I.L.R. and any lawyer who is present here knows that I.L.R. series is at least two or three years behind time. So we have to depend either on law reports of A.I.R. or Supreme Court decisions. I would say that these law reports must be up to date because important questions of law are being decided very recently by the Supreme Court and the Calcutta High Court and in these days of ever-changing laws and ever-changing rules the reports must be up to date.

With these words I would finally request the Judicial Minister to take note of these things which I have said in a friendly motive and do the remedy where these are necessary.

Mr. Speaker: Mr. Panda, is there any country besides India where they charge *ad valorem* court fees?

Sj. Basanta Kumar Panda: Of course, in England there is no *ad valorem* fee. I think in Pakistan there is.

Mr. Speaker: In England and in the United States of America there is no such fee.

Sj. Basanta Kumar Panda: No, *ad valorem* court fee is not charged in England, in America or in France.

Mr. Speaker: You were lamenting over the loss of court-fee.

Sj. Basanta Kumar Panda: I meant that court-fee should be abolished but uniform justice should be done.

Sj. Narayan Chobey:

माननीय स्पीकर महोदय, सर्वप्रथम और कुछ बोलने के पहले में आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी जो यूनियन बोर्ड का चुनाव बैलेट से करने जा रहे हैं, वह छिपे तौर पर होना चाहिए।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि सूतहाता, नन्दीग्राम थाना, मिदनापुर जिला बोर्ड का चुनाव जो सितम्बर में करने जा रहे हैं, उसका चुनाव उस महीने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा समय है जबकि हमारे किसान भाई अपने खेतों में काम करते हैं। अतएव यह चुनाव यदि किया जाय तो फाल्गुन में करना चाहिए या तो चैत्र के महीने में। यह मेरा सुझाव है।

तीसरी बात जो बहुत ही गम्भीर है, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह खड़गपुर म्यूनिस्पिल्टी के बारे में है। आप जानते हैं कि खड़गपुर म्यूनिस्पिल्टी का चुनाव १० जुलाई को होने जा रहा है। आप यह भी जानते हैं कि जब खड़गपुर म्यूनिस्पिल्टी बनाई गई तो उन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया जो बहुत ही विस्तृत आबादीवाले थे, जैसे रेलवे एरिया, सिनेमा के आसपासवाले क्षेत्र और शहर की बड़ी बड़ी जगहों को। यहां तक कि जहां हमारे खड़गपुर के रेलवे का कारखाना है उन इलाकों को भी छोड़ दिया गया। यदि म्यूनिस्पिल्टी बनाई भी गई तो उन क्षेत्रों में जहां पर केवल झोपड़ियां हैं। १९५४ में एक बोर्ड बनाया गया था। उसके चार साल के पश्चात् अब वहां चुनाव कराने जा रहे हैं, केवल २६ सौ वोटरों को लेकर। जहां की आबादी लगभग ७० हजार हो वहां पर केवल २६ सौ वोटर लेकर आप चुनाव कैसे कराने जा रहे हैं? जो बोर्ड हमारे सामने नमिनेटेड करके रखा गया था, वह चार साल की अवधि में केवल २६ सौ वोटरों को हमारे सामने रखा है, और उसीके बल पर आप चुनाव भी करने जा रहे हैं। खाली यही नहीं आप यह भी कह सकते हैं कि हम क्या करें जिन आदमियों ने टैक्स नहीं दिया उनके नाम वोटर लिस्ट में कैसे उठ सकता है? मैं माननीय स्पीकर महोदय के सामने रखना चाहता हूं कि यदि हमारे खड़गपुर के बाशिन्दों ने टैक्स नहीं दिया तो इसमें दोष क्या उनका है? मैं तो यही कहूंगा कि इसकी जिम्मेदार हमारी सरकार है।

सन् १९५४ से सन् १९५८ तक हमारे खड़गपुर में लगभग ५,२०० होल्डिंगों के अन्दर लगभग ३,९०० होल्डिंगों के मालिकलोगों ने १९५५ साल से लेकर १९५८ साल तक जो आब्जेक्शन रखा था उसपर यह सरकार १९५८ साल के सितम्बर तक विचार नहीं कर सकी। कोई ट्राइब्यूनल भी नियुक्त नहीं किया जिसके कारण वे लोग टैक्स नहीं दे पाये। और मार्च महीने के ६ तारीख को आपलोग सरकार के एलेक्शन रूल्स को बदल कर चुनाव करने जा रहे हैं। जालान साहब आप हमारी बात को जरा ध्यान देकर सुनियेगा।

आप चुनाव तो करने जा रहे हैं परन्तु आपने जो खड़गपुर म्यूनिस्पिल्टी बनाई है उसके अन्दर पानी और रोशनी का क्या प्रबंध किया है? आज तक वहां पर पीने के पानी का प्रबंध नहीं है। खड़गपुर क्या इतना भाग्यवान है कि एलेक्शन रूल्स को बदल कर चुनाव करने जा रहे हैं? हमारे यहां से जो भाई यहां आये थे उनसे जालान साहब से बातचीत हुई थी। एलेक्शन रोकने में जालान साहब सहमत भी थे। हम जानते हैं कि कैबिनेट में एक मंत्री हैं, वही जो बात बोलते हैं, वही होता है। वे हैं बिधान बाबू। मंत्री महोदय की बात बिधान बाबू की इच्छा के विरुद्ध चलती नहीं है।

श्री प्रफुल्लो बाबू खड़गपुर में जाकर कह आये थे कि एलेक्शन करना होगा। यही कारण है कि वहां आप एलेक्शन करना चाहते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि भूतपूर्व एम० एल० ए० जो हार गये थे उस मुमताज साहब को टेलिफोन करके असेम्बली में बुलाया गया था और यहां बातचीत करके कहा गया कि जाकर एलेक्शन करा दो। लेकिन मैं इसका प्रतिवाद करता हूं। हम जालान साहब से निवेदन करेंगे कि वे एलेक्शन को बन्द करावें; जहां की आबादी ७० हजार है वहां पर केवल २६ सौ वोटरों को लेकर एलेक्शन न करावें।

तीसरी बात है मिदनापुर जिला बोर्ड के बारे में, जिससे मंत्री महोदय भी अवगत हैं। उसपर हमारे एक कांग्रेसी भाई जमीन्दारी बना कर बैठे हुए हैं। वहां एलेक्शन कराने का

नाम तक नहीं लिया जाता है। हमलोग जब जमहूरियत की बात करते हैं, तो खुद जो कांग्रेसी सरकार जमहूरियत की हत्या करनेवाली है, उस ओर के ही भाई हमारे खिलाफ चिल्ला उठते हैं कि यह बात ठीक नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज १४ साल से मिदनापुर जिला बोर्ड का चुनाव क्यों नहीं किया गया? पश्चिम बंगाल में और कौन सा ऐसा जिला बोर्ड है जहां पर १४ वर्ष से एलेक्शन नहीं हुआ है? शायद यहां पर एक-मात्र भाग्यवान जिला बोर्ड मिदनापुर ही ऐसा है, जहां पर एलेक्शन नहीं हुआ है। महेन्द्र महतो जो एम० एल० ए० हैं उनकी इच्छा है कि २० साल तक वहां एलेक्शन न कराया जाय और २० साल तक उसके चेयरमैन बन कर बैठे रहें। उनकी इच्छा है कि मिदनापुर जिला बोर्ड के जमीन्दार बन कर बैठे रहें। मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इसकी इन्क्वारी करके देखें और बोलें कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात झूठी है, और ये बातें कैसे हो रही हैं? इसके लिए मैं २, ४ मिसाल आपके सामने रखूंगा।

[4—4-10 pm.]

कुछ रोज पहले मिदनापुर जिला बोर्ड में आग लग गयी थी उसमें कितने लाख रुपये का एकाउन्ट्स जला दिया, यह हमलोगों को जरा बतलाइयेगा विधान बाबू ने बार बार प्रामिज किया था कि हम बोलेंगे। मैं आपलोगों से पूछूंगा कि इन्क्वारी क्यों नहीं हो रही है? उसके लिए जबाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं बताते कि कितने रुपये का एकाउन्ट्स जला दिया गया है? मंत्री महोदय, जरा मेहरबानी करके बोलिएगा ताकि हमलोगों के दिलों में तसल्ली आये। क्या वजह है कि ११ बजे रात में आग लगी?

इसके अलावा जो बात मैं बोल रहा था वह यह है कि महेन्द्र बाबू जो जिला बोर्ड को अपनी जमीन्दारी समझकर बैठे हुए हैं उनके १९५७ के एलेक्शन के पहले राम मुखर्जी नामक एक व्यक्ति जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर में लिखाया गया था, वह महेन्द्र महतो के एलेक्शन में काम करता रहा और बराबर पैसा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लेता रहा। उसको एलेक्शन के काम में लगाया गया था।

केवल यही नहीं हमने यह भी देखा कि हमारे यहां का रूपनी दास जो जिला बोर्ड का एक कामगर—कार्यकर्त्ता—जो वहां काम करता है वह जिला बोर्ड के वाइस-चेयरमैन के काउन्टिंग में काउन्टिंग एजेन्ट बनकर काउन्टिंग करने गया था।

साथ ही हमने यह भी देखा है कि जिला बोर्ड के पास ही में एक खटाल था, उसको हटा दिया गया है। वहां जिला बोर्ड के पास ही में महेन्द्र महतो का घर बनना शुरू हो गया है। जिस जगह पर बोर्ड का गोदाम है, जिसमें बोर्ड का लैट्रिन बनाने का सामान रखा गया है, उसमें उनका भी सामान रखा गया। उन सामानों को कुछ २ इधर उधर करने के कारण बजट ३ हजार से ६ हजार दिखाया गया। महेन्द्र महतो ने अपना घर भी उधर बनवा लिया।

हमने यह भी देखा कि १९५५ साल में एलेक्शन के पहले महेन्द्र महतो ने टेस्ट रिलीफ का काम देखने के लिए ५, ५ सौ रुपये माहवार के हिसाब से कांग्रेस की जीप ली थी। वह जीप कांग्रेस के नाम से नहीं लिया बल्कि गौर बोलकर एक आदमी है, जिनके पास गैरेज है, और जीप भी है, उनके नाम से लिया। वह रुपया न उस आदमी को मिला न जिसके नाम से बिल बना उसको मिला बल्कि स्वयं उस रुपये को वे हड़प गए।

एक बात स्पीकर महोदय और कहना चाहता हूं। वह यह है कि महेन्द्र महतो जो बात बोर्ड में कहते हैं, वही बात होती है। कुछ रोज के पहले सड़क निर्माण की ठीकेदारी मोती लाल घोष को बुलाकर दिया गया, किन्तु वह ठीके के मुताबिक काम नहीं किया। उसके बाद सुरेन्द्र महापात्र को ११ हजार रुपये में ठीका दिया गया, परन्तु उसने भी ठीका पूरा नहीं किया। उसके बाद मृत्युञ्जय बाबू जो एम० एल० ए० हैं, वे एक आदमी को बुलाकर ले आये जिसका नाम त्रिवेनी है। उसको ठीके का काम दिया गया। उसने ठीके का काम करना शुरू किया। लेकिन जब कुछ काम बाकी रहा तभी महेन्द्र बाबू ने मोती लाल घोष को फिर बुलाकर काम दे दिया। ठीका पूरा हो गया। फल यह हुआ कि ठीके का सारा रुपया मोती लाल घोष को दिया गया। त्रिवेनी जो वास्तव में काम को किया था उसे रुपया नहीं मिला और उसने अब कोर्ट में केस कर दिया है।

महेन्द्र बाबू अपने रिश्तेदारों, भतीजे और भांजों को भी काम में लगाये रहते हैं। उन्हें कुछ न कुछ काम देकर उनकी रोजी चलाते रहते हैं। उनके एक रिश्तेदार परेश महतो करके हैं। उन्हें डब्लपमेन्ट स्कीम में दो छोटे छोटे ब्रीज पोचा खाल और पलपल खाल पर बनाने के लिए दिया गया। खाली यही नहीं उस व्यक्ति को टेस्ट रिलीफ में भी मौका दिया गया और वह टेस्ट रिलीफ का भी काम किया। टेस्ट रिलीफ में डब्लपमेन्ट के मजूरों को खटाया गया। इसका कारण यह रहा कि इसमें मजूरी बेशी मिलती है और टेस्ट रिलीफ में कम मिलती है। इस तरह से टेस्ट रिलीफ में मजदूरों की मजदूरी से उस शख्स ने काफी पैसा बनाया और उन पैसों को हड़प गया।

स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से आखिरी निवेदन करूंगा कि महेन्द्र महतो जो जिला बोर्ड में आपकी मेहरबानी से है, उनका राज्य वहां कब तक चलता रहेगा। कभी वह खतम भी होगा या नहीं? साथ ही जिला बोर्ड का चुनाव होगा या नहीं? यह हमारा आपसे क्वेश्चन है।

दूसरे नम्बर में मैं अनुरोध करूंगा कि मिदनापुर जिला बोर्ड में जो आग लग गई थी, उसकी इन्क्वारी करके कब तक बतलायेंगे? उसका जवाब देंगे या नहीं? या हम यह सोच लें कि वहां की आग यहां तक आ पहुंची है। कृपया इसे बतलाइयेगा।

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Gopal Basu:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, স্বায়ত্তশাসন বিভাগে বলবার প্রথমেই আমি বলতে চাই যে আইনে স্বায়ত্তশাসন বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে সেই বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ও ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ভারতবর্ষে আমরা যে গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা প্রচার করছি তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যদিও বিধানসভা বা পারলিয়ামেন্টএর নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে, মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে সেই অধিকার স্বীকৃত হয় নি। যেখানে পঞ্চায়েত হয়েছে সেখানে এবং গ্রামাঞ্চলে যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড রয়েছে, সেই ইউনিয়ন বোর্ড ইলেকশানএও লোকের সেই ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নি। কল্যাণরাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের কথা বলা হলেও সর্বত্র জনসাধারণের অধিকার স্বীকৃত হয় নি। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট যখন তৈরি করা হয়েছিল তখন মিউনিসিপ্যালিটিকে কুক্ষিগত করে রাখবার জন্য এবং তাদের উপর নির্ভরশীল করে রাখবার জন্য অনেক ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে করে আজকে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির বিকাশ [illegible] নির্ভর করে সরকারের উপর। যে কোন সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদের সেই অধিকারকে, তাদের ইচ্ছাকে তাদের রেজোলিউশনকে নাকচ করে দিতে পারেন এবং সেই ব্যবস্থা

এখনো এখানে আছে। উপর থেকে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা বানচাল করে দেবার জন্য এইরকমভাবে সরকারের হাতে কনসেনট্রেশন অব পাওয়ার করে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন সমস্ত ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং একে, সরকারের কনসেনট্রেশন অফ পাওয়ার ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। মিউনিসিপ্যালিটির আয় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ আয়ের জন্যই বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট স্কিমএর কাজে তাদের সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় যখন ক্যালকাটা করপোরেশন-এর মেয়র ছিলেন তখন তিনি ক্যালকাটা করপোরেশন এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আয় যাতে বাড়তে পারে তার জন্য অকট্রাই ট্যাক্স, টারমিনাল ট্যাক্স ইত্যাদি বিভিন্ন ট্যাক্স করপোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটির হাতে আসে তার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ব্রিটিশ আমলে যে অধিকারের জন্য তিনি নিজে দাবি করেছিলেন সেইসব অধিকার এতদিন পর তিনি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান গুলিকে দিতে প্রস্তুত নন। এই প্রহসন অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ককে তার ন্যায্য অধিকার দেওয়ার জন্য এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে আরো বেশী ক্ষমতা দেবার জন্য আজকে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট ও বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট আমূল পরিবর্তন করা দরকার। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, মিউনিসিপ্যালিটিগুলির রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান পিরিয়ডএ প্রথমে এক কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, টু-থার্ড, ওয়ান-থার্ড ভিত্তিতে তার মধ্যে এক কোটি ৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে দুই কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ; এই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁরা খরচ করতে পেরেছেন ৭০ লক্ষ টাকা। এইবারের বাজেটে এই বাবত কোন প্রভিশানই নাই। আমি ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির কথা জানি—সেখানকার রাস্তাঘাটের অত্যন্ত সাংঘাতিক অবস্থা, অথচ সরকার তরফ থেকে কোন প্রকার সাহায্য দেওয়া হয় না। অবশ্য খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটির জন্য গত বৎসর কিছু দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই বৎসর দেওয়া হয় নি। পাবলিক হেলথ থেকে কনট্রাক্ট নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে তারা চলে গেল, তারা বলে গেলেন রাস্তাঘাট মেরামতী আমরা করি না—তারপর আর কিছু হল না। আমি জালান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে টু-থার্ড ওয়ান-থার্ড স্কিমে কত টাকা তাঁরা দিয়েছেন—কোন টাকাই দেওয়া হয় নি। কেন দেওয়া হয় নি তার জবাব আমরা নিশ্চয়ই জালান সাহেবের কাছে আশা করতে পারি। মুখে তাঁরা গণতন্ত্রের কথা বলেন। কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ইলেকশান হয়—তারপর বোর্ডের দ্বারা কাজ পরিচালিত হয়। ইলেকশন পর পর চার বার বাতিল হয়ে যায় এবং ছয়জন কমিশনারের ইলেকশন পিছিয়ে যায় এবং চেয়ারম্যানের ইলেকশনও নাকচ হয়ে যায়। ১৮ই নবেম্বর ১৯৫৬ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বললেন যে ফার্স্ট উইক অব ডিসেম্বরে ইলেকশান হবে। যখন ইলেকশন হবে, ফার্স্ট উইক অফ ডিসেম্বার, তার দুইদিন আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তা বাতিল করে দিলেন। তারপর গভর্নমেন্ট ঠিক করলেন ১৯৫৭ ফার্স্ট উইক অফ জানুয়ারি ইলেকশন হবে, অথচ ভোটার্স লিস্ট নাকচ করে দিলেন। ইলেকশনএর অর্ডার দিয়ে পরে তা বাতিল করে দিয়ে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করলেন। ইতিমধ্যে মামলা চলল এবং স্বভাবতই গভর্নমেন্ট তাতে বাদী হলেন। কিন্তু মামলায় গভর্নমেন্ট পক্ষ থেকে হাজির হয় নি এবং কোন রকম ব্যবস্থাও করা হল না যাতে মামলা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়—এতেই বোঝা যায় গভর্নমেন্টএর সঙ্গে একটা যোগসাজস রয়েছে—তা না হলে কেন সেখানে ইলেকশন হচ্ছে না এবং প্রপার ভোটার লিস্ট তৈরি করা হচ্ছে না। যে দল সংখ্যালঘু তাঁরাই মিউনিসিপ্যালিটির হেলেমএ রয়েছেন এবং গভর্নমেন্ট থেকে তাঁদেরই রাখবার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। এটা যে সত্য কথা নয় তা জালান সাহেব প্রমাণ করুন। এবং কবে ইলেকশন হবে সে কথাও জালান সাহেব বলবেন। তাঁর কাছে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে কোন কমিটমেন্ট পাওয়া যায় নি। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। ব্যারাকপুর, অঞ্চলে রিফিউজি কনসেনট্রেশন হয়েছে, তার ফলে মিউনিসিপ্যালিটির সমস্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। রেল লাইনের পূর্ব পারে তারা ভর্তি করে রেখেছে —কিন্তু এইসব বাস্তুহারাদের জন্য সরকারের তরফ থেকে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। নৈহাটিতেও রিফিউজি কনসেনট্রেশন হয়েছে এই [illegible] হওয়ার ফলে টাউনের হেলথ এ্যান্ড স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে, অথচ তারা কোনরকম সাহায্য পাচ্ছে না। জলের সমস্যা একটা তীব্র সমস্যা বহু শহরে জল নাই। ভাটপাড়া দ্বিতীয় বৃহত্তম মিউনিসিপ্যালিটি, সেখানে

লোকে অপরিহার্য অনেক জিনিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেখানে ইলেকট্রিসিটি নাই, নানাভাবে আজকে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শুধু কলকাতায়ই নয়, সকল মিউনিসিপালিটিতেই এক অবস্থা। গণতন্ত্রের কথা সরকারের তরফ থেকে বড় গলায় বলা হয়, অথচ ভাটপাড়া যা নাকি দ্বিতীয় বৃহত্তম মিউনিসিপ্যালিটি তার দিকেই সরকারের দৃষ্টি নাই। তারপর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি—তাদের কোন ক্ষমতা নাই। তদুপরি তাদের আয় তো অত্যন্ত সীমাবদ্ধ যার ফলে তারা রাস্তাঘাট বা জলের কোন সুবন্দোবস্ত করতে পারে না—এখানে ২৪-পরগনা জেলা বোর্ডের কথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। ২৫-৩০ বৎসর আগে দেশবন্ধুর প্রেরণায় যেসব রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছিল এবং ভিলেজ ডিভেলপমেন্ট স্কীমএ যেসব রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছিল সেইসব আজকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চলেছে। খগেনবাবুকে বললে তিনি বলেন আমি কি করব, টাকা নাই—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে বললে তাঁরাও বলেন আমাদের টাকা নেই। আমি জালান সাহেবের কাছে প্রশ্ন রাখছি এই যে সব রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেগুলির রক্ষা করবার জন্য তারা কি ব্যবস্থা করেছেন।

[4-20—4-30 p.m.]

Sj. Durgapada Das:

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকের আলোচনায় আমি স্বায়ত্তশাসন বিভাগ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। প্রথমেই একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগে, শুধু আমার মনেই নয়, প্রত্যেকের মনেই জাগে—স্বায়ত্তশাসন বিভাগ এবং অধীনস্থ যে প্রতিষ্ঠানগুলি, সেগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। আজকে ভেবে দেখা উচিত যেদিন এই প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি হয়েছিল, সেদিনের অবস্থা আর আজকের অবস্থার দারুন পরিবর্তন ঘটেছে। যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাখা হয়েছে, সেই অবস্থায় লোক রাষ্ট্রের কোন কল্যাণকর কাজ এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব কিনা? তা যদি না হয়, তাহলে এগুলি উঠিয়ে দেবার জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে না কেন?

তারপর জেলা বোর্ডের কথা। এই জেলা বোর্ডের অস্তিত্ব রাখবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় কিছু দেখছি না। জেলা বোর্ড পরিচালনা করবার কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে। জেলা বোর্ডের যে শোচনীয় অবস্থা, তার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কোথাও আছে কিনা জানি না। এই যে জেলা বোর্ড এই জেলা বোর্ডের হাতে অনেক সময় এমন সব কাজের ভার দেওয়া হয়, যেসব কাজগুলি জেলা বোর্ডের অর্থাভাবের দরুন করা সম্ভব নয়। জেলা বোর্ডের অধীনে যে সকল রাস্তার রোডসেস দেওয়া হত, সেটাই তাদের একমাত্র আয়ের পথ ছিল। বর্তমানে সেই রোডসেস উঠে গিয়েছে, আর আদায় হয় না। অবশ্য গভর্নমেন্ট মধ্যে মধ্যে, কিছু কিছু কনট্রিবিউশান হিসাবে টাকা দিয়ে থাকেন। এইভাবে মাঝে মাঝে যখন টাকা দেন তখন সামান্য কিছু কাজ হয়। কিন্তু তার পরিমাণ কি? আমি বীরভূমের জেলা বোর্ডের কথা একটু বলবো। তার দুলক্ষ টাকার মত আয়, অথচ হাজার হাজার মাইল রাস্তা তৈরি করবার ভার তার উপর। অবশ্য তার কিছুটা অংশ গভর্নমেন্ট গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাকি সমস্ত রাস্তা জেলা বোর্ড থেকে করতে হবে। লোকের কাছে এরচেয়ে উপহাস আর কি হতে পারে। তাদের হাতে স্বাস্থ্য বিভাগ আছে, মেডিকেল ও পাবলিক হেলথ আছে, এতে ডুপলিকেশন হচ্ছে। গভর্নমেন্টের যে মেডিক্যাল এ্যান্ড পাবলিক হেলথ, সেখানে দেখা যায় প্রত্যেক সাবডিভিশান হেলথ অফিসার আছে এবং তার অধীনে নানারকম স্টাফ থাকে যেমন হেলথ অ্যাসিসটেন্ট, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, ভ্যাকসিনেটর প্রভৃতি এবং জেলা বোর্ডের অধীনেও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রত্যেক থানার থানায় একজন করে সেনিটারি ইন্সপেক্টর, ভ্যাকসিনেটর, হেলথ এ্যাসিসস্টেন্ট ইত্যাদি রাখা হয়েছে। এখানে তাদের মাইনের পার্থক্য এমন রাখা হয়েছে, যে দেখা যায় অন্যান্য গভর্নমেন্ট কর্মচারীদের মাইনের তুলনায় অনেক কম। জেলা বোর্ডের একজন সেনিটারি ইন্সপেক্টর গভর্নমেন্ট বিভাগের একজন পিয়নের চেয়েও কম বেতন পান। আমার জেলায়, জেলা বোর্ডের যাঁরা ভ্যাকসিনেটর, বা হেলথ এ্যাসিটেন্ট বলে পরিচিত আছেন, এবং তাঁরা যা মাইনে পেয়ে থাকেন, তার চেয়ে অনেক বেশী মাইনে পেয়ে থাকন ঐ সমস্ত পদের লোক, যাঁরা গভর্নমেন্টের অধীনে কাজ করেন। কাজেই জেলা বোর্ডের এই সমস্ত হেলথ এ্যাসিসস্টেন্ট-দের কাজ করবার ইমপেটাস কোথা থেকে আসবে? কোথাও বসন্ত লেগে গেল, কে সেখানে কাজ

কাজেই? তাদের এই প্রকার স্পৃহা কোথা থেকে আসবে? জেলা বোর্ডের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, হেলথ এ্যাসিস্টেন্টস ও পাবলিক হেলথএর যারা ভ্যাকসিনেটার আছেন, তাঁরা করবেন এই নিয়ে গোলমাল। মাঝে মাঝে দেখা গেল যে রিপোর্ট বেরিয়েছে ভুল। আমি একটা জায়গার ইনস্টেন্সস জানি এপিডেমিক নেই বলে, বলে দেওয়া হল, অথচ সেখানে প্রচুর বসন্ত হচ্ছে, লোক মারা যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে এক রকম রিপোর্ট দিচ্ছে আর গভর্নমেন্ট হেলথ এ্যাসিসট্যান্টরা আর এক রকম রিপোর্ট দিচ্ছেন। ফলে হচ্ছে কোন রকম রেমিডি জনসাধারণ পাচ্ছে না, লোক মারা যাচ্ছে। আপনারাও সবকিছু একে একে হাতে নিচ্ছেন। শুনছি মেডিক্যাল এ্যান্ড পাবলিক হেলথও এবার হাতে নেওয়া হবে। কিন্তু সেটা কবে নেওয়া হবে, তার কি কোন প্রোগ্রাম হয়েছে? জেলা বোর্ড উঠে যাবে কি থাকবে—এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় গত বৎসর বলেছিলেন তার দিন নাম্বারর্ড। নাম্বারর্ড কি ডেনজারার্ড—কতদিন পর্যন্ত এগিয়ে যাবে এই অস্তিত্ব নিয়ে আমরা জানি না। আমি বলি এর অস্তিত্ব আর বজায় রাখা উচিত নয়। এই জেলা বোর্ডের পাশাপাশি দেখা যায়, স্কুল বোর্ডের ৪০ লক্ষ টাকার বাজেট হয় অর্থাৎ যেকোন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করছেন তার সমস্ত ব্যবস্থাই, জেলা স্কুল বোর্ডের মারফত হয়। সেজন্য গভর্নমেন্ট তাকে টাকা দেন। কিন্তু জেলা বোর্ডকে বলা হয়—ঐ রাস্তা কর দু লক্ষ টাকার বেশী পাবে না, ঐ টাকায় করতে হবে। জেলা বোর্ডকে যদি রাখতে হয়, তাহলে ভালভাবে সম্মানজনকভাবে রাখা হোক। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর প্রতিটা কাজের জন্য যদি মেডিক্যাল এ্যান্ড পাবলিক হেলথকে টাকা দেন, ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডকে যদি মেনটেইন করতে হয়, তাহলে আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অস্তিত্ব রাখা কেন? তার কাজ তো মেডিক্যাল এ্যান্ড পাবলিক হেলথ করতে পারে।

আর মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তাগুলি যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন কি অবস্থা হয় বর্ষাকালে। একটা পল্লী থেকে আর একটা পল্লীতে যাওয়া যায় না। মিউনিসিপ্যালিটিতে ওয়াট'র সাপ্লাইএরও কোন ব্যবস্থা নাই। আমাদের জেলায় এবার ১১৬ ডিগ্রী টেম্পরেচার উঠেছে। অথচ সেখানে জলের কোন ব্যবস্থা নাই। এই তো অবস্থা।

Sj. Bankim Mukherjee:

সভামুখ্য মহাশয়, এখনো আমি বুঝি না—অ্যাডাল্ট ফ্যানচাইজ চালু করতে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের এখনো এতখানি দ্বিধাবোধ কেন আছে? কলকাতা কর্পোরেশন যখন সর্বসম্মতিক্রমে পাস করেছিল, তখন আজও নিজেদের বশংবদ মিউনিসিপ্যালিটির মত এটা রাখার উদ্দেশ্য কি?

স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে এই বিভাগ যেভাবে একের পর এক মিউনিসিপ্যালিটির উপর কর্তৃত্ব নিয়ে আসছেন, সুপারসিড করিয়ে, তাতে আমাদের মনে আতংক এসেছে এবং গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ এসেছে যে অধিকাংশ জায়গায় যেখানে অকংগ্রেসী নেতৃত্ব আছে, সেইসব মিউনিসিপ্যালিটির উপর আঘাত হানা হচ্ছে। সেই সন্দেহ নিরসন করা দরকার এবং তা করতে গেলে সমস্ত জিনিসগুলি বিশদভাবে জানা দরকার।

এ ছাড়া স্বায়ত্তশাসন বিভাগ সম্বন্ধে আর কিছু বক্তব্য নাই। জুডিসিয়ারী সম্বন্ধে বার বার আমরা বলেছি। হাই কোর্টের যেসমস্ত কর্মচারী তাদের বেতন প্রভৃতি সম্বন্ধে সেক্রেটারিয়েটের সংগে কমপেয়ার করতে গেলে পর দেখা যাবে তাদের বেতন অল্প এবং বার বার করে সেটা বলা হয়েছে যে এটা গভর্নমেন্টের অধীনস্থ নয়, মন্ত্রী মহাশয়ের ও অধীনস্ত নয়, এটা চিফ জাস্টিসের অধীনস্ত। কিন্তু টাকাটা বরাদ্দ করেন এই গভর্নমেন্ট। যদি গভর্নমেন্ট আশ্বাস দেন, তাহলে নিশ্চয়ই হাই কোর্টের জজেরা এ সম্বন্ধে তাদের পে-স্কেল সরকারী অন্যান্য কর্মচারীদের সংগে সমান করতে পারেন। সে বিষয়ে গভর্নমেন্টের পরিষ্কার আশ্বাস দেওয়া উচিত। টাইপিস্ট, কপিস্ট বিভিন্ন কোর্টে আছে তাদের পিস রেটে কাজ হয়। তাতে বড় জোর ৮০ টাকা তারা পেতে পারে, তার চেয়ে বেশি পাওয়া সম্ভব নয়। তারা দু-আনা পার পেজ পেয়ে থাকে—সেখানে তারা চাচ্ছে মাসিক বেতন করা হোক—গভর্নমেন্টের অন্যান্য কর্মচারীদের মত। সরকারী অন্যান্য কর্মচারীদের সংগে তুলনামূলকভাবে তাদেরও একটা গ্রেড ঠিক করে দেওয়া হোক।

তারপর এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল সম্বন্ধে বিশেষ একটু বক্তব্য আছে। এই বিভাগের নানা প্রকার অনাচার দুর্নীতি প্রভৃতির কথা আমরা অনেকবার এই সভায় বলেছি, এবং আর কিছুটা সুফলও হয়েছে। গতবারের বাজেট আলোচনার পরে, পূর্বতন যিনি এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল ছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে আমার দারুন অভিযোগ ছিল, তাঁকে অন্ততঃ সরান হয়েছে। সেজন্য আমি গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ দেই।

[4-30—4-40 p.m.]

কিন্তু তারপর এক ভদ্রলোককে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। অনেক সময় তাতে নষ্ট হয়েছে। এখন অবশ্য স্থায়ীভাবে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল নিয়োগ হয়েছে, এটা সুখের বিষয়। কিন্তু তবুও আমরা দেখতে পাই এর ভিতর যে দারুণ অনাচার আছে তা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় নি। এটা করা সুকঠিন। এবং এর সমস্ত কাহিনী বলতে গেলে একটা রোমাঞ্চকর কাহিনি হবে। কর্মচারীরা এর বাড়ি ভাড়া নিয়ে উপভোগ করে যার ফলে গভর্নমেন্টএর আয় অত্যান্ত পরিমাণে কমে গিয়েছে। এর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে এর মধ্যে অনেক ট্রাস্টের সম্পত্তি আছে এবং এই সম্পত্তির অনেক কিছু জনসাধারণের কল্যাণকারী কার্যের জন্য ব্যয়িত হয়। এই রকম ব্যবস্থা আছে। এটা একজন ব্যক্তির হাতে কেন থাকবে। আমরা জানি যে এথেকে কম্বল বিতরণ করা হয়, কাপড় বিতরণ করা হয় এবং কিছু কিছু দান খয়রাত করবার ব্যাপার আছে। পূর্বতন এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল শুনেছি এই টাকা নিজে ব্যয় করতেন না। মুখ্য মন্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিতেন। প্রায় ১৮ হাজার টাকার মত হবে ঠিক জানি না। কিন্তু কথা হচ্ছে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলকে এই টাকা দেওয়া হয়, তিনিই দান খয়রাত করবেন এটা আমরা জানি। কিন্তু এই দান খয়রাতি কিভাবে হতো, কে পেতো তা আমরা কোনদিন জানতে পারি নি, কোথায় কার কাছে দরখাস্ত করতে হতো তা আমরা জানি না। এইরকম একটা টাকা যেটা ট্রাস্ট থেকে যদি পাওয়া যায়, তাহলে সত্যি সত্যি কল্যাণকরী কার্য করবার জন্য একটা বোর্ড করুন এবং তা করা উচিত এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলকে সাহায্য করার জন্য। এই বিভাগে যে দারুণ অনাচার আছে সেই অনাচারগুলি দূর করবার জন্য, এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলকে সাহায্য করবার জন্য বিভিন্ন দল এবং কিছু জনপ্রতিনিধি পাবলিক মেন নিয়ে বোর্ড করা উচিত। এই বোর্ড গভর্নমেন্ট করবেন। এর হাতে যে বিরাট সম্পত্তি আছে, এটা যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, গভর্নমেন্টএর আয় যাতে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে, সেইজন্য এই বোর্ড করার কথা বলছি। আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট গুরুত্ব দিয়ে এটা বিবেচনা করবেন। যদি আপনারা এটা কার্যে পরিণত করেন তাহলে এই বোর্ড অন্ততঃ বিরোধী পক্ষের কিছু লোক থাকা উচিত এটা মনে করি। নইলে এই বিভাগ কিভাবে কাজ করছে সে সমস্ত পাবলিকএর জানা অসম্ভব। বিধান-সভায় এই কথা আলোচনা করার পরিস্থিতি অতি অল্প। এ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফ জাস্টিস—এই বিভাগের জন্য যে সামান্য সময় তার মধ্যে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলএর ব্যাপার বিশেষ বলা যায় না। তারপর এই বিভাগের ভিতর দিয়ে সাগর দত্ত হাসপাতাল এই ট্রাস্ট থেকে চালিত হত। সম্প্রতি এই বিষয় আপনারা একটা বিল নিয়ে আসছেন তার জন্য গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলকে এই হাসপাতাল চালান ছাড়া বিভিন্ন ট্রাস্ট প্রপার্টি চালাতে হয়, বিভিন্ন কল্যাণকারী কার্যের জন্য দান খয়রাত এই ফান্ড থেকে করা হয়, কলিকাতায় বিভিন্ন বাড়ী ও সম্পত্তি প্রভৃতি রয়েছে, তার মেরামত প্রভৃতি ঠিক হয় কিনা, আয় ঠিক হয় কিনা, এ সমস্ত জিনিস এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলকে চালাতে হয়। সুতরাং একটা লোকের পক্ষে সব কিছু চালান সম্ভব নয়। কাজেই আমি মনে করি এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলকে সাহায্য করার জন্য পরামর্শ দেবার জন্য এইরকম একটা বোর্ড যাতে জনসাধারণ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সেই রকম বোর্ড করলে এর ভিতরের অনাচার দূর হতে পারে এবং এই ট্রাস্ট প্রপার্টি জনসাধারণের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে বিতরণ হতে পারে। এই বিষয় বিশেষ করে আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তাঁরা যেন এই বিষয় যথেষ্ট গুরুত্ব দেন এবং চিন্তা করেন।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, first of all I would like to deal with matters mentioned about the L.S.-G. Department. My friends have pointed out several matters relating to particular municipalities. I do not

think that it will be possible to deal with them fully within the short time at my disposal.

I know generally there are two factions—one of the factions was in power and the other faction has come now—and there is tussle going on between the two. Any charge definitely brought by anybody against the administration will be properly investigated into and whatever is proper to be done will be done irrespective of the consideration as to which party is in power in a particular body.

The other point which has been mentioned is about the insufficiency of pay of the municipal employees. Recently, an arrangement has been made under which a solution has been sought to be arrived at. The Minimum Wages Enquiry Committee has arrived at a solution as to the minimum wages and thereafter what should be the salaries of the other cadres within the municipality is to be considered by arrangement—failing that by arbitration. Therefore, we do hope that a solution will be found with regard to the conditions of service of the employees.

With regard to dearness allowance, there are no doubt different scales for different bodies. So far as the Calcutta Corporation is concerned, we pay 80 per cent. Recently, we have increased the allowance of the Howrah Municipality to 70 per cent. (Dr. Kanailal Bhattacharjee: How much have you increased?) Formerly, it was Rs. 7 lakhs, then it was increased to Rs. 9 lakhs and then this basis was arrived at that 70 per cent. would be paid to them—formerly there was an *ad hoc* grant of Rs. 7 lakhs only. So far as other municipalities are concerned, they are paid on a particular basis. I believe that according to the present arrangement, when the whole position is going to be considered, all these matters will be given due consideration.

My friend has spoken about supersession. I can assure my friend that it is a very painful duty to supersede a municipality, but circumstances compel us to do so and I can also assure them that this is done irrespective of the party which controls the municipality. I can cite instances in which there is a Congress Board and it has been superseded, for instance, the Jalpaiguri Municipality. Similarly, I can mention other cases in which I can say that the municipality has been superseded irrespective of party consideration, but supersession is a painful duty which has to be performed now and then. This can only be stopped by more efficient working of the municipalities by those who are in charge of them. If we can arrive at some sort of solution by which we can achieve it, this will be very welcome to us. As a matter of fact, we do not want to supersede. We want to keep some Executive Officer only and keep intact the Municipal Board, giving only small powers to the Executive Officer. But we often find that the Municipal Commissioners do not view it with favour and there is always a tussle going on between the Executive Officer and the Municipal Commissioners. The result is that some of the municipalities the Government is compelled to supersede, e.g., the Asansol Municipality. (Dr. Kanailal Bhattacharjee: What about the Calcutta Corporation?) If this be the argument which my friends want to advance, viz., that because something is going wrong somewhere, therefore that wrong should be allowed to go on in other local bodies, then I have got nothing to say. So far as the local bodies are concerned, we are dealing with them. If there is anything wrong, we have got to perform our duty irrespective of what is done elsewhere or in other spheres.

If my friends feel that whatever wrong is done by a municipality Government should not object, and there should be no supersession, we cannot help them.

[4-40—4-50 p.m.]

With regard to the financial position of the municipalities it is not sufficient and it ought to be augmented by other methods. What those methods should be has been considered by Commissions and Enquiry Committees but there are the exigencies of the situation, the requirements of the State Government and the Central Government, and other items taking precedence. Take for instance the water supply, so far as our State is concerned we proposed an allotment of Rs. 4 crores to the Central Government and the Central Government allotted us Rs. 2 crores but out of those 2 crores some money is not being received on one pretext or another; naturally we cannot spend money unless the Central Government pays. The Central Government has pooled all our resources and we cannot do anything. We have got to be guided by the allotments made by the Central Government and we have got to restrict our activities and confine them to certain limits.

Then my friend referred to Education Cess—that is an enquiry which is being made by the Education Department. No decision has been arrived at. Therefore, it is premature to say anything on this subject. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: When will the report of the Education Department come out?). I cannot say. That is done by the Education Department; the Education Department can say this.

With regard to the Khargpur municipality, my friend Sj. Narayan Chobey referred to it. Under the law we have got only four years during which a nominated board can act. Beyond that it cannot act. From the inception of that municipality litigation has been carried on by interested parties on various issues. One of the issues related to the assessment made by the Assessor; it was challenged. If the Assessor's assessment was challenged, there is the difficulty that unless it is settled we cannot proceed with the election at all. Recently we have appointed an appellate tribunal to hear all review petitions. Those review petitions were being heard but could not be concluded. At the same time it must be remembered that the assesses are not bound to wait; they can pay any amount as assessed tax in order to qualify themselves for the voters' list. In order to extend the time of this Board we considered the matter and we find that it will take 2½ years more before the voters' list can be properly done. This means that we shall have to bring a Bill before the House for extending the life of the Khargpur Municipality with a nominated board extending over seven years. This was a step which the Government was reluctant to take At the same time, I must confess that I cannot say that the entire list of voters will be there but still we cannot help it. The difficulty is that if we postpone we have to bring in a Bill and we have to prolong the life of this municipality by about three years by which time another election will be due. That is the situation under which the Khargpur Municipality had to proceed with the election.

With regard to the Midnapore District Board, my friend said so many things about maladministration. If complaints are made to us we shall certainly make proper enquiry. With regard to election, the District Board election has been postponed pending a solution of the question about the existence of the District Board. This question is being actively considered by the Cabinet and I can assure my friends that some decision will be arrived at considering the complex nature of the problem which affects this District Board. There have been numerous proposals with regard to the intermediary body between the Panchayets and the State. What that intermediary body should be is a matter of great contention

and if an intermediary body is to be set up, what should be its powers, what should be its functions—all these problems are before us. To hold an election of the District Board involves an expenditure of nearly 80 to 90 thousand rupees. The condition of the District Board is very deplorable and it has become more deplorable with the introduction of the Estates Acquisition Act under which the cess income has been vested in the Government. Now, the position is that even prior to the vesting in the State, its condition was unsatisfactory and it has become more unsatisfactory after the vesting of the same, and something will have to be done with regard to the constitution of this intermediary body which is being considered by the Government. (Sj. Saroj Roy: What about the incident of fire in the District Board?) So far as the incident of fire is concerned, a suspicion arose that it was a sabotage. The matter is under investigation by the police and by the District Magistrate and I am not in a position just now to say anything with regard to the cause of the fire. If there be any insinuation, it should be submitted and considered by the enquiring officers.

With regard to adult franchise, it is still under the consideration of Government. Now, I do not feel and at the same time I cannot say that simply by introducing adult franchise, the efficiency of administration will necessarily increase. I am very sorry that I do not agree with my friends on this point. I have seen the condition of the municipalities where adult franchise has been introduced and they are in no better position than where it has not been introduced. So until a decision is arrived at, it is not possible for me to discuss that. With regard to roads, a sum of Rs. 1 crore 7 lakhs has been provided as subsidy by the Government during the Five-Year Plan. The difficulty is that some of the municipalities cannot pay their share, some of the municipalities pay their share too late, some of the municipalities want instalments, and some of the municipalities want loan, and moreover there are also certain other difficulties. But we have taken steps for expediting the completion of those projects as fast as it is practicable.

With regard to the Kamarhatty Municipality, my friends have said that election has not taken place. I can tell my friends that it is not the fault of the Government, it is the High Court's injunction order which makes it impossible for the Government to proceed with the election without being committed to contempt of court. We have tried it several times. We have appointed dates for election. Whenever dates are appointed for election, some of the parties go to the High Court, make it *sub judice* and obtain an injunction and whenever we have asked for advice as to how the election can take place, we have been advised that without committing contempt of court, we cannot proceed with the election. That is our difficulty. If my friends can solve the problem so far as the High Court's injunction is concerned, we are prepared to hold the election as soon as possible.

So far as the refugee problem is concerned, we have always pressed the Central Government that the refugee problem should be handled more sympathetically. But so far as the Central Government's attitude is concerned, I must confess it is not satisfactory. They say that loan may be given to the municipalities but the loan cannot be paid by the municipalities. Still the Government has acceptped this position and said all right, let the Central Government pay loan". How we shall pay to the municipalities will be our concern but still save and except two municipalities, the Central Government has not thought fit to sanction any amount

in respect of eleven municipalities whose schemes have been sent to the Government of India. The refugee problem is a problem particular to the Central Government.

So far as the Dum Dum Airport is concerned, it is rather deplorable that the Central Government are delaying so much for payment of its dues to the local body. We have pressed and written to the Central Government time and again but it seems that they do not pay much attention to the problems of the local bodies. About 2 lakhs of rupees are due on account of this aerodrome business. I may tell you that we have discussed this matter with one of the Cabinet Ministers of the Government of India who came here recently.

[4-50—5 p.m.]

We have also sent representations on behalf of the Government that the Central Government must pay the amount due to the local bodies; otherwise the finance cannot improve. The difficulty is that they pay only service charges in respect of those properties which were not taxed before 1937 and with regard to these service charges even they do not pay easily. I can assure my friends that efforts are being made in order to induce the Central Government to look into the problem more expeditiously and more carefully. We shall consider later on as to what we should do.

With regard to the judicial department, several points have been raised by my friend Mr. Panda. I am thankful to him for drawing our attention to these problems which are before us. The first problem is with regard to the separation of judiciary from the executive. My friend has said that nothing has been done. That is not correct. We have done something. That something is that at present we have issued a circular in January 1958 that the judicial magistrates should be separate from the executive magistrates. The only complaint that my friend Mr. Panda can make is that these judicial magistrates should be under the control of the High Court instead of being under the control of the District Magistrate. I admit that in order to have a complete separation of the judiciary it is necessary that it should be free from executive control and the control should vest in the High Court. The difficulty is of officers. We have not got sufficient officers still to supply all the districts with requisite number of magistrates to deal with the judicial matters and executive matters separately. We are trying our best to recruit as many as we can and as soon as we can provide judicial magistrates in practically every place where we can, the time will come to consider as to whether the control should any longer be kept with the district authorities or it should be vested with the High Court. But unless and until that is done it is rather difficult to vest it in the High Court piece-meal. We cannot do it.

So far as the officers are concerned, there is difficulty in finding suitable officers. It is not a question of recruitment without having regard to qualification. We have been trying our best to recruit a sufficient number of judicial officers from among the people who are deemed to be qualified to hold that post; but there are certain difficulties. So far as qualifications are concerned, I find that there are a few first class law graduates now-a-days. Among the students the general idea is that the legal profession is not a lucrative profession and those people who are brilliant students take either to the science course or to the I.A.S. or to other service at an earlier stage instead of spending three years in obtaining law degree and after the law degree going about in High Court or Lower Courts for want of sufficient practice. Therefore there has been a general unwillingness on the part of prospective good students to take themselves to law at present.

In the last examination there were only two first class graduates. In the previous examination there were only 3 or 4, in the previous examination to that there were 6 or 7. Therefore that is the difficulty but we are considering as to what arrangements can be made in order to have proper recruitment of proper persons to start with from the Munsiffs ranks.

With regard to the recruitment of District Judges from the Bar, we have started the operation. Now, four District Judges have been appointed. With regard to the claim that more should be appointed, there is some difficulty about it. There is a claim from those people who were appointed as munsiffs, who have undergone 20 years or 15 years of service and the appointment of outsiders leads to shorter appointment than those people who are already in the service. Naturally there is a great discontent that a person who is recruited from the Bar is paid a higher salary; whereas a person of equal capacity, equal merit, equal term of office is paid less salary. Therefore, naturally we have to proceed in a very cautious manner. We have started with the practice of appointing 4 persons and if this practice proves sufficiently good we shall try to extend it but we have also to keep in mind the claims of those who are in the service for the post. So far as recruitment of munsif is concerned we are considering this question that a certain number of persons should be appointed from among the practising lawyers and a certain number may be recruited at an earlier stage by examination.

With regard to Law Report, this is a matter which we shall consider as to what could be done.

With regard to the jurisdiction of the Civil Court, the whole matter is being considered by the Law Commission and unless and until the Law Commission makes a report it will be premature to discuss it at this stage. Therefore, I do not think that it will be proper for me to discuss the general question with regard to the unification of legal profession—the existence of the original side, the jurisdiction of the City Civil Court and other courts. A reorganization may be necessary after the report of the Law Commission is available. It was suggested that we should speedily implement this. Of course we shall speedily consider and try to do what is possible to be done after due consideration of the problems involved.

With regard to Government pleaders, something has been said but I should tell my friends that they are appointed on the recommendation of the District Judge and also of the District Magistrate. There is no doubt that those people who are qualified who are the best qualified should be appointed as Government pleaders.

With regard to the salary of munsifs my attention has been drawn by the judicial service itself that the emoluments are not sufficient. I will certainly examine the same.

With regard to the honorary magistrates being reappointed the difficulty is that we are very short of officers and unless and until that shortage of officers is rectified I think it helps in the disposal of cases. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Educated people are short of chances). That is our misfortune. There is unemployment; on the other side men of merit are not available. That is a paradox with which we are faced.

With regard to the jury system, that is a matter which is under investigation by the Government as to whether the jury trial should remain or not. That is a very moot question. On the one side we say that the

people representatives should be associated with all these things, on the other side we have no faith in those people who are appointed as jury. In any event the jury system is under examination.

With regard to the other minor matters I do not think that I should take your time. With regard to the Administrator-General's office, I feel the suggestion of an Advisory Board is worth examination. There is no doubt that vast properties are vested in the Official Trustee and Administrator-General which should be properly administered and there is no doubt also that there are vast properties for the purpose of charities and they should be properly utilised. So far as the thing is concerned I will certainly consider as to whether such Board is advisable and what should be the constitution of the Board and how it should function.

With regard to certain grievances of the copyists, they are before us and they are also being considered.

With regard to High Court employees that is also a matter which has to be considered. Certain powers are vested in the High Court. There are certain financial powers now which are vested in the Government and certainly those who are unjustly paid their cases must be considered.

I do not think that I should take more of your time. I oppose all the cut motions and commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker: I am putting to vote the cut motions of both the grants save and except the cut motion Nos. 2 and 5 of Grant No. 37, Major Head: "57—Miscellaneous—Contributions", and cut motion No. 5 of Grant No. 15 Major Head: "27—Administration of Justice."

[5—5-25 p.m.]

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 95,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 37, Major Head: "57—Miscellaneous Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 95,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 37, Major Head: "57—Miscellaneous Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 95,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 37, Major Head: "57—Miscellaneous Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—[illegible].

Abdulla Farooquie, Janab Sheikh
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. [illegible]
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
[illegible], Sj. [illegible] Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. [illegible]
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur

Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Maji, Sj. Gobinda Chandra
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—131.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 60 and the Noes 131 the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 95,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 37, Major Head: "57—Miscellaneous Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—61.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Maji, Sj. Gobinda Chandra
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Saroj
Sen Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—130.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas

Dey, Sj. Kamal Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Pinto, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 61 and the Noes 130, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 95,21,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 37, Major Head: "57—Miscellaneous Contributions" was then put and agreed to.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bankim Mukherji that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haran Chandra Mandal that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ledu Majhi that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Natendra Nath Das that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Tarapada Dey that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 58,61,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—60.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Maji, Sj. Gobinda Chandra
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar

Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—132.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath

Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 60 and the Noes 132, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 58,61,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 15, Major Head: "27—Administration of Justice" was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[After adjournment.]

[5-25—5-35 p.m.]

Major Head: 10—Forest.

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 60,21,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest". (Rs. 30,11,000 has been voted on account during the last session of the Legislature.)

বনভূমি সংরক্ষণ, উন্নয়ন, সৃজন ও রক্ষার জন্য বাজেটে সাধারণ ব্যয় বাবত ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বায় বাবত ১৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। রাজ্যের তিনটি সার্কেলে প্রায় ৪,২০০ বর্গমাইল বনভূমিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী উপযুক্তভাবে বন বৃদ্ধির জন্য নানা কর্মপন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রায় এক হাজার বর্গমাইল সংরক্ষিত বনবৃক্ষাদি উপযুক্ত মানে উন্নত হইয়াছে। জমিদারী দখলি-স্বত্ব এবং সরকারী দখলী বনভূমির প্রায় ৪৭·৬ বর্গমাইল প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনায় যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ৩৪,২১৪ বর্গমাইল আয়তনের তুলনায় প্রায় শতকরা ১২ ভাগ বনভূমি। অথচ পাশের উড়িষ্যা, রাজ্যে ৪০ ভাগ, আসাম রাজ্যে ২৮ ভাগ ও বিহার রাজ্যে ২০ ভাগ বনভূমি রহিয়াছে। এই রাজ্যের ১২ ভাগ বনভূমির মধ্যে উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং অঞ্চলে ১,০২০ বর্গমাইল, সুন্দরবন, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ১,৬৩০ বর্গমাইল এবং দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ১,৫৮০ বর্গমাইল।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বনভূমির আয়তন ১,৫৮০ বগ.মাইল। পার্বত্য অঞ্চলের ন্যায় এখানকার বন এলাকা দুর্গম নহে। এই বনগুলিকে যথেচ্ছ ধ্বংস সাধন ও অপব্যবহারের হাত হইতে রক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নতি করিতে পারিলে বনজ দ্রব্যের চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে মেটান যাইবে এবং অন্যদিকে রাজ্যের যথেষ্ট আয়ও বাড়িবে। দুর্ভিক্ষ ও বন্যা প্লাবনের প্রতিরোধের জন্য বর্তমানে অনেকেই বনবিভাগের নীতিগুলিকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাইতেছেন। রাশব, ধাধকা, ঝাড়গ্রাম, গড়বন, হাসপাহাড়ী, চৌপাহাড়ী মনপাহাড়ী বনভূমির পশ্চিমবঙ্গের শেষসীমান্তে। সেইসব স্থানের বনভূমির বৃক্ষাদিব যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বীরভূম, বাঁকুড়া মেদিনীপুর ও বর্ধমান জিলায় বনসৃজন ও ভূমিরক্ষার কার্য ব্যাপক-ভাবে বিস্তাব লাভ করিতেছে। বনবৃক্ষাদি ধ্বংস সাধন ও অপব্যবহার করিবাব মত কতিপয় লোকের সংখ্যা এই অঞ্চলে দেখা যাইতেছে। বনবিভাগ এজন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং করিয়াছেন। আমি আজ আপনার মাধ্যমে বনাঞ্চলকে সুষ্ঠুভাবে সুরক্ষিত করিবার আশায় মাননীয় সদস্য মহাশয়দের নিকট আবেদন জানাইতেছি। কারণ এই এলাকার বনাঞ্চলকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে উন্নত করিতে পারিলে সুশীতল আবহাওয়ায় কৃষির উন্নতি হইবে। মৃতপ্রায় পল্লীগুলি তাহাতে সজীব হইয়া উঠিবে। ২৪-পরগনা, নদীয়া মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার নদীগুলির জল প্রবাহ অব্যাহত রাখিতে হইলে সুন্দরবন বনাঞ্চলের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। এই সংস্থানের বনাঞ্চল ১,৬৩০ বর্গমাইল, এই অঞ্চলে যাহাতে ছোট ছোট বৃক্ষগুলির উচ্ছেদ না হয় তজ্জন্য আমি আপনার মাধ্যমে সদস্য মহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কারণ

এইসব সমুদ্রোপকূলে ও নদী মোহনার সন্নিকটের বন জঙ্গলের পরিসর কমিয়া যাইলে বহুবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। সমগ্র রাজ্যের স্বার্থে সুন্দরবনের বন অঞ্চলের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সযত্নে রক্ষার জন্য বন বিভাগের কর্মীবৃন্দ প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন।

সুন্দরবন হইতে গত বৎসর প্রায় ৮১৫ মণ মধু, ২৩০ মণ মোম সংগ্রহ হইয়াছে। মধুর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মধু সংগ্রহকারীদের কঠোর পরিশ্রমের কথা বিবেচনা করিয়া প্রতি মণ মধুর মূল্য ৫ টাকা এবং প্রতি মণ মোমের মূল্য ১৮ টাকা আরও অধিক দিয়া ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মধু সংগ্রহকারী ৪০ সের মধু সংগ্রহ করিলে ২৮ সের নিজে বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য বনাঞ্চল হইতে আনিতে পারিবে। মাত্র ১২ সের মধু ৩৩ টাকা মণ দরে বনবিভাগে বিক্রয় করিবে। ১ মণ মোমের মূল্য পূর্বে ৭২ টাকা ছিল এখন ১৮ টাকা বৃদ্ধি করিয়া ৯০ টাকা ধার্য করা হইয়াছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বিধানে পশ্চিমবাংলার বন সম্পদের অবদান নিতান্ত কম নয়। শাল, সেগুণ, ধুপী, বৃক্ষের আয় উত্তরবঙ্গে বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি বিশেষ অংশ বনশ্রমিকদের জন্য ভাল বাসগৃহের ব্যবস্থা করা এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা। এ পর্যন্ত বন শ্রমিকদের ১৬৫৯টি বাসগৃহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য ৪৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হইয়াছে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে বন শ্রমিকদের জন্য ৩১টি অতিরিক্ত বাসগৃহ ও আরও তিনটি বিদ্যালয় নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই রাজ্যের উল্লেখযোগ্য বন্যপশুপক্ষীর অবৈধভাবে হত্যার ফলে ইহাদের সংখ্যা কমিয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। যদি যথাসময়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা ক্রমবর্ধমান পশুপক্ষী নিধন রোধ করা না যায় তবে কিছুদিনের মধ্যেই এই রাজ্য হইতে পৃথিবীর সুন্দরতম কয়েকজাতীয় পশুপক্ষী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। পশু সংরক্ষণের জন্য গত বৎসর মহানদী গেমস্যাংচুয়ারী স্থাপন করা হইয়াছে এবং জলদাপাড়া গেম স্যাংকচুয়ারীর উন্নতির কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে।

সাধারণের যাহাতে বৃক্ষরোপণে ও বৃক্ষ সংরক্ষণে উৎসাহ জাগে, তাহার জন্য গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বনবিভাগ বনমহোৎসব পালন করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে বনবিভাগ হইতে বিনামূল্যে চারাগাছ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৭ সালেও ৭ লক্ষ ৫৮ হাজারটি চারাগাছ বিতরণ করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে চারাগাছ বিতরণ করা হইয়াছিল ৫ লক্ষ ৪২ হাজার ৩ শত ৫৭টি। ইহার মধ্যে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ১ শত ৩টি গাছ বাঁচিয়া আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এইভাবে ফলবান বৃক্ষাদি যৎসামান্য মূল্য লইয়া কৃষিবিভাগ দ্বারা বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এক্ষণে বনবিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে বর্তমান বনাঞ্চলের পুনরুজ্জীবন এবং পতিত জমিতে নতুন বনসৃজন করিয়া যতটা সম্ভব বেশি বনসৃষ্টি করা। এ পর্যন্ত আমরা ২৮,৩১০ একর পতিত জমিতে বনসৃজন করিয়াছি এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে আরও ২,৬৭১ একর জমিতে বনসৃজন করিব। ইহা ছাড়া মেদিনীপুর জেলায় ২,১৮২ একর সমুদ্র উপকূলে ঝাউ, কাজুবাদাম প্রভৃতি বনভূমি তৈরি করা হইয়াছে। এই বৎসর আরও ১৪৯ একর জমিতে এইরূপে বনভূমিতে পরিণত করা হইবে। এই বনাঞ্চল শুধু যে স্থানীয় জনসাধারণকে জ্বালানী সরবরাহ করিবে তাহা নহে, এই অঞ্চলের শস্য ক্ষেত্রগুলিকে ঝড় ও বালুকা প্রবাহ হইতে রক্ষা করিবে। জ্বালানী কাঠের অভাবের কথা অবগত হইয়া আমি মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় কয়েক স্থানে কাঠ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার যথাযথ ব্যবহার হয় নাই। উন্নয়ন পরিকল্পনায় উত্তরবঙ্গে ১,২৩৩ একর নিকৃষ্ট বনাঞ্চলে মূল্যবান সেগুন বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ৭৩৪ একর বনভূমিতে নতুনভাবে সেগুণ বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা বনভূমিতে সাধারণ বৃক্ষ রোপণের অতিরিক্ত কাজ। মোট ৭৫,৭৭৪ একর বনাঞ্চলে সেগুণ বৃক্ষ রোপণ করা হইবে। বর্ধিত জনসাধারণের বনদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য পাহাড়ের মধ্যে বন সম্পদ আহরণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য পাহাড়ের অভ্যন্তরস্থ দুর্গম অঞ্চলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই পর্যন্ত ৬ মাইল ভাল রাস্তা তৈরি করা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে আরও দুই মাইল রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা আছে। বনভূমির মধ্যে বাঁশ, সবাই ঘাস, শিমুল ও শিশুল চাষের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে বনবিভাগে প্রস্

১ কোটি ৩২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং খরচাখাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ৯০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। বাজেটে মোট ৯০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ব্যয় মধ্যে সাধারণ খাতে খরচা ধরা হইয়াছে ৬৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ২৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে যে খরচখরচা বাদে সরকারী তহবিলে ৪২ লক্ষ টাকা আয় হইবে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, বনবিভাগ তাহার ক্রমবর্ধমান কাজের সকল খরচ মিটাইয়াও সরকারী খাতে উল্লেখযোগ্য আয় দেখাইতে পারিয়াছে। বনাঞ্চল সৃজন ও উন্নয়ন যে কৃষিব্যবস্থার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বনসম্পদ যদি যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষিত হয় তাহা হইলে ইহা জাতীয় অর্থনীতিতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে তাহা শুধু আর্থিক মূল্যের দ্বারা নির্ধারণ করিলে ভুল হইবে। এমতাবস্থায় আমি বর্তমান আর্থিক বৎসরের (১৯৫৮-৫৯) বাকী আট মাসের জন্য '১০-ফরেস্ট' খাতে ৬০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুরের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য এই সভাকে অনুরোধ করিতেছি।

[5-35—5-45 p.m.]

[*Mr. Speaker: I take it that all the cut motions are moved.*]

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Durgapada Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chaitan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Misra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Sj. Saroj Roy:

স্পীকার মহাশয়, এই যে বিষয়টা যার উপর কৃষিসম্পদ, দেশের অনুকূল আবহাওয়া এমনকি দেশের স্বাস্থ্য পর্যন্ত নির্ভর করে সেই জঙ্গলবিভাগ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবহেলা করা হয়ে থাকে। আমরা কয়েক বছর থেকেই দেখছি পশ্চিম বাংলায় যে অতিরিক্ত গরম, অনাবৃষ্টি এমনকি খুব সাংঘাতিক যে হিট ওয়েভ যার ফলে মানুষ মৃত্যুমুখে পর্যন্ত পতিত হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ আমাদের এই বনসম্পদের অভাব। আমরা ১৯৫১ সালে সেন্সাস রিপোর্টএ যা বেরিয়েছিল ত তে পশ্চিম বাংলার বনসম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবার ফলে যে ভয়াবহ চিত্র দেখেছি আজ সাত বছর পরেও সেগুলি মনে পড়ছে তার কারণ ১৯৫১ সালে যে বাস্তব বর্ণনা সেন্সাস রিপোর্টএ ছিল তার কোন দিক থেকেই কোন উন্নতি হয় নি। বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে নতুন বন তৈরি হয়েছে এত টাকা খরচ হয়েছে যা বলেন তার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে কোন অর্থ থাকে না। একটা জিনিস এ'রা লক্ষ্য করেন না যে নতুন যে জমি এফোরস্টেশন করা হয় তার ৫ পারসেন্ট কি সাত পারসেন্ট জমিতে বন আছে, বাকি সমস্ত জঙ্গল নতুন জঙ্গল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং পুরানো যে জঙ্গল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার কোন হিসেব রাখেন না। মোটামুটি কত জমি নতুন এফোরস্টেশন হল, পুরানো কত জমি ছিল তার সঙ্গে যদি যোগ দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে বাস্তবক্ষেত্রের যে হিসাব তা বহু তফাত রয়ে যায়। তা ছাড়া যেখানে সকলেই বলেছেন পশ্চিমবাংলায় বন হবে অন্ততঃপক্ষে ২৫ পারসেন্ট, যা থাকা দরকার যেখানে বনবিভাগের মন্ত্রী বলে গেলেন আবহাওয়া ও ফসলের দিক থেকে ভাল করতে গেলে যে উন্নতি নির্ভর করে বনের উপর সেখানে লক্ষ্য করছি প্রতি বছর বন বিভাগে টাকা দেওয়ার দিক থেকে কমে যাচ্ছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে ৯৮ লক্ষ ৮ হাজার দিয়েছিলেন। এ বছর সেটা করলেন ৯০ লক্ষ ৩২ হাজার। শুধু তাই নয় বিশেষ খাতে নতুন জঙ্গল তৈরি করার ক্ষেত্রে

afforestation of waste lands including industrial Plantation for match and paper industries

তাতে ছিল ১৯৫৭-৫৮ সালে ৯২ লক্ষ ৮ হাজার টাকা এ বছর তারা করছেন ৫৭ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। অ্যাফোরস্টেশন ফর ক্রিয়েশান অব এ কোস্টাল শেলটার বেল্ট সেটার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী সেখানে ১৯৫৭-৫৮ সালে ১১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। এ বছর মাত্র সেখানে ৭০ হাজার টাকা তাঁরা দিচ্ছেন তা ছাড়া এক্সটেনসন অফ টিক প্ল্যান্টেশন ১৯৫৭-৫৮এ ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এ বছর তাঁরা দিচ্ছেন ৫০ হাজার টাকা এবং এই হিসাব থেকে পাওয়া যায় যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাত্র তারা ৩১ বর্গমাইল বন তৈরি করেছেন এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৫ বর্গমাইল বন তৈরি করবেন—তাঁরা বলছেন। এই হিসাবে যদি ধরা যায় এগুলি সমেত ৪,১১৬ বর্গমাইল বন হবে কিন্তু ২৫ পারসেন্ট হলে ৭,৩০০ বর্গমাইল দরকার, এ থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ৩ হাজার বর্গমাইল অভাব থেকে যাচ্ছে।

[5-45—5-55 p.m.]

আমি সমস্ত অবস্থাগুলি না জানিয়ে বর্তমানে কয়েকটি সাজেশন রাখতে চাই। সেটা বিশেষ কোরে এই যে বন কিভাবে নষ্ট হচ্ছে, পুরাতন যেসব বন ছিল সেগুলি যেমন গ্রামের মানুষ নষ্ট করে, তেমনি গ্রামে কিছু কিছু টাউট আছে যারা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজসেও সেই জঙ্গল নষ্ট করছে। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে, যে সেখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ১০ বছরের কম হ'লে তাতে দাগ নম্বর দিচ্ছে, কিন্তু আমরা জানি কিভাবে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা নিজেরাই ১০ বছরের কম গাছ কি উদ্দেশ্যে নষ্ট করছে। আজ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তিন-চার বছরের হলেও নষ্ট কোরে দিচ্ছে। সাজেশন হিসাবে বলতে পারি প্রাইভেট ফরেস্ট এ্যাক্ট যেটা আছে সেটার কিছু কিছু এ্যামেন্ডমেন্ট হওয়া দরকার। গ্রামাঞ্চলে লোক ফুয়েল পাচ্ছে না, এবং ফুয়েল পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা দরকার। আর ওখানে নিযুক্ত কর্মচারী যারা, তাদের ভিতর যেসমস্ত ঘুষ, চুরিচামারী ইত্যাদি আছে তাও আজ কঠোর হস্তে দমন করা দরকার। এটা যদি না করেন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এফোরেস্টেশন ও তার বিলিব্যবস্থা না করেন তাহলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে যে টাকা খরচ হচ্ছে তা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

Sj. Ledu Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা মনে করি সরকারের হাতে জঙ্গলব্যবস্থা শাসনের অযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

আজ কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসী সরকারের হাতে জঙ্গল রক্ষার অবস্থা দেখছি। বিহার সরকারের আমলে মানভূমের এত বড় জঙ্গল সম্পদ ছারখার হয়ে গেল। কত লোকের শত শত বছরের কত কষ্টে তৈরি এই জঙ্গল জেনে বুঝে ইচ্ছে করে বিহার সরকার এর ধ্বংস করে গেলেন। আজ আবার বাংলা সরকার প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। বিহার সরকার আট বছরে যে তাণ্ডব করে গেলেন, তারা প্রতিযোগিতায় দু এক বছরে তা পূর্ণ করবেন। এই দুই সরকার-ই দেশের মহান বনসম্পদ ধ্বংস করার অপরাধে অপরাধী হয়েছেন। এর ওপরে এ'রা এই জঙ্গল উপলক্ষ্য কোরে দীর্ঘদিন ধরে যে অমানুষিক অত্যাচার করেছেন তাও দেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কের অধ্যায়। গরীব যারা পাতা, দাঁতনে দিন চালায় এমন হাজার হাজার নরনারীর ওপর নৃশংস অত্যাচার হয়েছে, মারপিট হয়েছে, অসংখ্য মিথ্যা মামলা হয়েছে, অসংখ্য মেয়েদের ওপর বেপরোয়া অত্যাচার, অনাচার হয়েছে, বেআইনী জবরদস্তি ঘুষ আদায় হয়েছে, হাজার হাজার দরিদ্র আদিবাসী প্রায় জঙ্গলেরই মানুষ জঙ্গলের শুকনো কাঠ, পাতা, দাঁতন বিক্রী করে বনের ফল মূল খেয়ে এরা বাঁচে, আজ তাদের জঙ্গলে ঢোকবার অধিকার নেই অথচ তাদের জন্য কোন কাজেরও ব্যবস্থা হয় নি। আজ অন্নকষ্টের দিনে তাদের যে অবর্ণনীয় দুঃখ তা বোঝবার মত হৃদয় সরকারের নেই। অপরের জঙ্গল হাতে নিয়ে দলগত [illegible] বহু উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হয়েছে ও হচ্ছে, যাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বহুভাবে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা বলেছিলাম জনশক্তির সহযোগে এই জঙ্গল রক্ষা করতে, কিন্তু তাহলে রাজনীতি হয় না, সেজন্য সে কথা গ্রাহ্য হয় নি।

সম্প্রতি আর এক আজগুবি নির্দেশ হয়েছে কেউ নিজের কোন গাছ বিনা হুকুমে কাটতে পারবে না। সরকারী ছাড়পত্র চাই। লোক বুঝেছে সরকারী কর্মচারীদের জন্য নতুন এক ঘুষ ও উপদ্রবের রাস্তা হয়েছে। ঘরের হাঁড়ি বন্ধ রয়েছে। নিজের গাছ থেকে দুটো শুকনো ডালপালা কাটতে হবে, তার জন্য ১৫ মাইল দূরে অফিসে গিয়ে আমাকে হুকুম নিতে হবে। তোঘলকের আমলেও বোধ হয় এমন হুকুমের উদ্ভব হয় নি, সুতরাং জঙ্গল ব্যবহারের নামে এই অনাচার, এই লুঠ, এই অত্যাচার, এবং জঙ্গলের এই ধ্বংসকে আমরা কখনই সমর্থন করতে পারি না।

Sj. Turku Hansda:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বীরভূম জেলার যে সমস্ত জঙ্গল আছে, তাতে আদিবাসীদের মেয়েরা ব্রিটিশ আমলে পাতা ভেঙ্গে তার দ্বারা নিজেদের জীবিকানির্বাহ করত, কিন্তু কংগ্রেস সরকারের আমলে কার্ড ভিন্ন জঙ্গলে ঢুকতে দেওয়া হয় না। অথচ কার্ড পাওয়া খুব কঠিন। তা ছাড়া লাঙ্গল জোয়াল প্রভৃতি আগে পাওয়া যেত, কিন্তু এখন পাওয়া যায় না।

আগেকার দিনে বনের ধারের জমিতে আদিবাসীরা ভুট্টা প্রভৃতির চাষ করত, জমিদার বিঘাতে মাত্র চারি আনা খাজনা আদায় করত, কিন্তু এখন কংগ্রেস সরকার সেই চাষ করতে দেয় না। এতে আদিবাসীদের খুবই ক্ষতি এবং কষ্ট হচ্ছে। এই চাষ আদিবাসীদের করতে দেওয়া প্রয়োজন।

Sj. Surendra Nath Mahato:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে ব্যয়বরাদ্দ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্থাপন করেছেন আমি তা সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। আজ সরকার এসে জঙ্গল গ্রহণ কোরে জঙ্গল বাড়াবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করছেন। আমাদের ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রাম থানায় এবং ঝাড়গ্রামে যেসব জায়গায় জঙ্গল সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেই জঙ্গল সৃষ্টি করার কতকগুলি সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। তার দুই একটা বলছি। জনসাধারণের যেসব সত্ত্ব ছিল সেইসব স্বত্ব এখন অব্যাহত থাকছে না, এবং সেটেলমেন্ট রেকর্ডে সেইসব স্বত্ব লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে না। তাতে জনসাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে। পতিত ভূমি বা জঙ্গলের গাছও মহুয়া ফুল ও ফলের স্বত্ব। চিরন্তন প্রথা অনুসারে গ্রামের জঙ্গল ও পতিত জমি থেকে কৃষিকার্যের জন্য বিনামূল্যে ও বিনানুমতিতে গাছ কাটতে পারে। কিন্তু জমিদারের বিনানুমতিতে নিম্নলিখিত গাছ কাটতে পারে না। যেমন, বাছট গাছ, পিয়াসান, আসন, মহুয়া, কুসুম, আম, জাম, তেঁতুল, চালতা, গামার, অর্জুন, শিরীষ, মেহগিনি, কাঁঠাল ও শাল। অপরাপর গাছের মধ্যে যে সকল গাছের বেড় ভূমি হতে দু হাত উপরে দেড় হাতের বেশী সেইসব গাছ।

চিরন্তন প্রথা অনুসারে প্রজারা বিনামূল্যে ও বিনানুমতিতে এই সকল কার্যের জন্য ভূমি হতে দু হাত উপরে যেসকল শাল গাছের বেড় আধ হাত ও দেড় হাতের কম সেরূপ শাল গাছও কাটতে পারে।

চিরন্তন প্রথা অনুসারে প্রজারা বিনামূল্যে ও বিনা অনুমতিতে জ্বালানির জন্য এবং নিজের দরকার মত উপরোক্ত বাট গাছ ভিন্ন অপরাপর ছোট গাছ নিতে পারে।

গ্রামের জঙ্গল ও পতিত জমি হতে ফল, ফুল ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদি, ঔষধের গাছ-গাছড়া, শিকড় ছাতু ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারে। বিনামূল্যে ও বিনানুমতিতে মহুয়া ও অন্যান্য ফল, পাতা, পল্লব, কাঁটা, ঘাস, ধুনা, ঘর ছাওয়াইবার খড়, শিমুল তুলা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারে।

আর গোচারণ সম্বন্ধে জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গল বাড়ানর জন্য তাদের ঢুকতে দেওয়া হয় না।

[5-55—6-5 p.m.]

চিরন্তন প্রথা অনুসারে পতিত জমিতে ও জঙ্গলে ফসল কাটিয়া লইবার পর আবাদী জমিতে গ্রামবাসীদের ইচ্ছামত বিনা করে গো-মহিষাদি চরাইবার স্বত্ব আছে। স্থাপিত পথ এবং রাস্তা সত্ত্বেও ঘেরা জমি যাহাতে স্থাপিত কোন রাস্তা নেই তা ব্যতীত ফসল কাটিয়া লইবার পর পতিত ও আবাদী জমি ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া মানুষ এবং গোশকট যাতায়াতের সত্ত্ব আছে। কিন্তু আজ এই জঙ্গলের ভেতর যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এই সম্পর্কে আমরা যে টেলিগ্রাম করেছিলাম তাহা এই টু দি চিফ মিনিস্টার টেলিগ্রাম করে দিলেন শ্রীরাধানাথ পাল

"Serious situation over grazing cattle in forest in Jhargram. Pray your immediate intervention—from Radhanath, Congress office, Jhargram".

কিন্তু এখনও সে সম্বন্ধে কিছুই হয় নি। তারপর গত সেটেলমেন্ট রেকর্ডএ যেসব স্বত্ত ছিল সেগুলি অস্বীকার করা হচ্ছে। তাতে ছিল

The people are allowed to cut and take away firewood for their home consumption. No wood is allowed to be sold in the bazars.

গরুর গাড়িতে করে জ্বালানি কাঠ নিয়ে যাবার একটা রেট ছিল সেই রেটও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ গরুর গাড়িতে ১২ আনা, ছাগারে নয় আনা, ভারীতে চার আনা এবং হেডলোড দু' আনা ছিল।

"The people are allowed to cut and take away firewood at their own expense on carts, chhagars, bhars (two loads slung across the shoulder) or on their heads throughout the year for home consumption".

তারপর তারা কাঠকয়লা তৈরি করতে পারত তাও আজ তারা পাচ্ছে না।

The tenants have got the following rights in the jungle:

(a) they have the right to graze their cattle in the jungle free of charge throughout the year except for three or four months after the jungle is cut in order to prevent destruction of sapplings;

(b) they have the right to collect fallen leaves, twigs and thoras for fencing or fuel purposes free of charge;

(c) they have the right to collect medicinal herbs, roots and barks free of charge;

(d) there is no restriction against gathering mahua flowers in the jungle.

এখানে এক-একটা গাছের বয়স ১০০-১৫০ বৎসর হবে। এইসব গাছ কোনদিন কাটা হোত না এবং এইসব এক-একটা গাছ থেকে ৩০-৩৫ টাকা রোজগার হোত। কিন্তু এখন মাত্র পাঁচ টাকা মূল্যে এইসব গাছ কাটা হচ্ছে। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করছি যে এই মোহুল গাছ যেন কাটা না হয়।

"In Santal Parganas there is statutory prohibition against cutting of mahua trees. Even in areas which are taken over under land acquisition, mahua trees have been allowed to stand".

[At this stage the honourable member having reached his time limit resumed his seat.]

Sj. Satyendra Narayan Mazumdar:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের যে লাল বই দেওয়া হয়েছে সেটা পড়ে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বন বিভাগের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি নেই। বনের গুরুত্বের কথা যে তিনি বলেছেন সাধারণভাবে সে সম্বন্ধে কোন বিতর্ক নেই। বনের ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশন যে নীতি দিয়েছেন সাধারণভাবে সেগুলি আমাদের রাজ্যক্ষেত্রে এখানকার যা প্রয়োজন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। মন্ত্রী মহাশয় নিজেই বলেছেন যে ভূমিক্ষয় বন্ধ করার জন্য বন এলাকা বাড়ান দরকার। এই বাড়ান সম্বন্ধে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিশন বা ১৯৫২ সালে ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসির রিজলিউশন হয় তাতে কতকগুলি যে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছিল যাকে ডাইরেকটিভ বলা হয় তাতে বলা হয়েছিল যে পাহাড় অঞ্চলে ৬০ ভাগ জমিতে এবং সমতল ভূমিতে ২০ ভাগ বন বিস্তার করা দরকার কিন্তু এই কাজে কতখানি আমরা অগ্রসর হয়েছি তার কোন হিসাব নিকেশ মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা থেকে পেলাম না। তারপর ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসির রিজলিউশনএ বন সম্পদকে ব্যবহার করার দিক থেকে বিভিন্ন যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে এফোরস্টেশনএর হিসাব দিয়েছিলেন। কিন্তু এফোরস্টেশনএর যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি আমি যেটা বললাম যে পাহাড় অঞ্চলে ৬০ ভাগ এফোরস্টেশনএর দিকে তাঁরা কতখানি অগ্রসর হয়েছেন এর কোন নির্দেশ তাঁর বক্তৃতায় আমি পেলাম না। আবার শিল্পের দিক দিয়ে তাতে বনজ সম্পদ কাঠের যে প্রয়োজন আছে এবং তার যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ আছে তার দিকে সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। কিন্তু এঁদের সে সম্বন্ধে কোন নীতি আছে কিনা জানি না।

আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যেমন পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন যে হিমালয় অঞ্চলে যে ফারলগ পাওয়া যায় তার থেকে নিউজ প্রিন্ট হতে পারে, রেয়নের পাল্প হতে পারে, স্টেপল্ ফাইবার হতে পারে। পাহাড় অঞ্চলে যথেষ্ট ফারলগ রয়েছে, কিন্তু নিউজ প্রিন্টের জন্য আমরা কোন রকম অগ্রসর হয় নি অথচ এটা সুনিশ্চিত যে ভারতবর্ষে নিউজ প্রিন্টের যথেষ্ট অভাব আছে। একমাত্র মধ্যপ্রদেশ ও নেপালে নিউজ প্রিন্টের মিল রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট এর সম্ভাবনা আছে—এখানে রেয়নের পাল্প আমদানী করতে হয় কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা অগ্রসর হইনি এবং মনে হয় যে অন্যান্য ব্যাপারে যেরকম বারবার আমাদের রাজ্যসরকার পরিকল্পনা কমিশনের কাছে বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে আসেন এই ব্যাপারেও তাই হয়েছে, তা না হলে নিউজপ্রিন্টের কারখানা আমাদের পশ্চিমবাংলায় কেন সম্ভব হবে না এটা বুঝে পাই না। তারপর টিম্বারের ব্যাপারে হিসাব করে দেখা গেছে যে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ কাঠ বনবিভাগ সরবরাহ করেন তার শতকরা ৭৩ ভাগ বেসরকারীভাবে ব্যবহার করা হয় আর ২৭ ভাগ সরকার নেন। আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাড়ছে, পশ্চিমবাংলায় শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাঠের চাহিদা বাড়ছে। সুতরাং সেদিক থেকে কাঠের ব্যবহার অনেক বেশী বাড়ানো যেতে পারে এটা সুবিদিত। আবার এটাও সুবিদিত যে যেখানে যত শিল্পের উন্নতি হবে সেখানে ততপরিমাণ গাছের প্রয়োজন হবে। এগুলি করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আরো স্টেপ নেওয়া দরকার। যেমন টিম্বার ট্রিট, সিজন করা তারজন্য কি ব্যবস্থা পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে, না হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোন কিছু ও'র কথা থেকে পেলাম না। তারপর বন যেগুলি আছে সেগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারে একটা মস্ত বড় জিনিস প্রত্যেক জায়গায় দেখা যায় এবং শোনা যায় যে জমিদারের অধীনে যে সমস্ত বন ছিল সেগুলি সরকারের হাতে এল, আসার আগে থেকে বনের গাছপালা ইনডিসক্রিমিনেটলী কেটে ফেলা হয়েছে। জলপাইগুড়ির রাজ ফরেস্ট সরকারের হাতে এল, আসার আগে থেকেই সেখানে গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ইনডিসক্রিমিনেট ফেলিং অব জমিদারী ফরেস্ট, এই ব্যাপারটা নতুন নয়। প্ল্যানিং কমিশনের যে রিপোর্ট তাতে তাঁরা বলছেন কেন আজ পর্যন্ত এই জিনিস বন্ধ হয় নি। শিলিগুড়ি অঞ্চলে বৈকুণ্ঠপুর এবং শিবক এই দুটি জঙ্গলে শুনেছি সেখানে কাঠ কাটা এবং স্মাগলিংএর কাজ সম্পূর্ণভাবে হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ যারা বন থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে আনতো সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেসব কাট মোশান দেওয়া হয়েছে তার বেশীর ভাগ কাটমোশানে এই জিনিসটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে সাধারণ মানুষ বন থেকে যেসমস্ত জিনিস সংগ্রহ করে আনতো তা বন্ধ করা হয়েছে। আমার এলাকায় এর দৃষ্টান্ত আছে কালিম্পংএর জঙ্গল থেকে কৃষকরা পচা পাতা নিয়ে আসতো সার করবার জন্য বৃটিশ আমলের আইনে, সেটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জ্বালানি কাঠ ডুয়ার্স তরাই অঞ্চল থেকে তারা নিয়ে আসতো সেইসব জিনিসগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ স্মাগলিংটা সম্পূর্ণভাবে চলেছে, সেটা বন্ধ করার জন্য সরকার হয়ত কাগজেকলমে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কার্যতঃ কোন চেষ্টায় নেই। তারপর আরো যেসমস্ত বিভিন্ন সম্পদ আছে তার থেকে বহু অর্থ আয় হতে পারে। মন্ত্রী মহাশয় সুন্দরবনে মধু এবং মোম করছেন। বাঁশপাতা ছাড়া নানা ধরনের হার্বস, ড্রাগস, নানা রকম মেডিসিন্যাল প্ল্যান্ট প্রভৃতি বহু জিনিস বন থেকে পাওয়া যায়।

[6-5—6-15 p.m.]

এবং যেসমস্ত প্রদেশে বড বড় বন আছে এবং যেখানে আদিবাসী বেশী রয়েছে, তারা সেখানে এই জিনিসপত্র সংগ্রহ করত। তাদেরও এই সুবিধার উপরে হস্তক্ষেপ করা হয়। কিন্তু ভারত সরকার তার নীতি পরিবর্তন কোরে বিশেষতঃ বোম্বেতে যেটা করেছেন—আদিবাসীদের কো-অপারেটিভ কোরে তাদের উপরে ভার দিয়েছে যে তারা বন থেকে ঐসমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনুক। কিন্তু আমাদের দেশে এই সংগ্রহের ভার দেওয়া হয় কন্ট্রাক্টরদের—অথচ এখানেও আদিবাসী রয়েছে। তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে বহু আদিবাসী রয়েছে। যারা এই বনের বিভিন্ন সম্পদ জানে। এমনকি আদিবাসীরা বনের লতা থেকে খুব ভাল দড়ি বানায়। এতে তাদেরও আয়ের সংস্থান হতে পারে। এবং এই সমস্ত সম্পদকে আমরা ব্যবহার করতে পারি তারও কোন পরিকল্পনা নেই।

তারপর জবালানি কাঠের যে ব্যাপার। জবালানি কাঠের ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশন বলে দিয়েছেন এর ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়াতে হবে। দুটো দিক দিয়ে—জবালানি কাঠের ব্যবহার যদি খুব বেশি বাড়ে তাহলে ক্যাটল্‌ ডাংগ্‌ সার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু জবালানি কাঠের ব্যবহার বাড়ান দূরের কথা বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ হচ্ছে—সাধারণ মানুষ জবালানি কাঠ যা নিত তা মোটেই পায় না। আমাদের দেশে সারা ভারতবর্ষের হিসেবে দেখা যায় যে বছরে ৫০ লক্ষ টন জবালানি কাঠ লাগে। কিন্তু মাথাপিছু হিসেব করলে সেটা পড়ে মাত্র আধ মণ। এটা অত্যন্ত কম পরিমাণ। সেইজন্য জবালানি কাঠের ব্যবহার বাড়ানর জন্য সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করা দরকার। এবং সেজন্য পরিকল্পনা কমিশন থেকে যেসমস্ত জিনিস দিয়েছেন, তার উল্লেখ মন্ত্রিমহাশয় করেছেন যেমন ভিলেজ প্ল্যান্টেশনএর কথা। কিন্তু সেগুলি সফল হয় নি বলে খানিকটা জনসাধারণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। অবশ্য জবালানি কাঠের সমস্যার সঙ্গে একটা কথা এসে পড়ে আমি তার শুধু উল্লেখ করে যাব—যেমন পার্বত্য অঞ্চলে সেখানে জবালানি কাঠের ব্যবহার অনেক বেশী এবং তার জন্য অনেক এফোরেস্টেশন প্রয়োজন এবং অনেক ফরেস্ট ডিফরস্টেশন হয়েছে, সয়েল ইরোশান হয়েছে। সেগুলি বন্ধ করতে হলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারও নিতে হবে—সেটা এখন সবিস্তারে বলার সময় নেই বলে আমি এড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে ধ্বস নামে সেখানে কোন রকম এ্যাফরস্টেশন হয়েছে বলে আমি অন্ততঃ দেখি নি। যদি মন্ত্রিমহাশয়, কিম্বা তাঁর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর পরে তার উপরে আলোকপাত করতে পারেন তবে সেই আলোকের জন্য আমি অপেক্ষা করে রইলাম। তারপর অন্য যে জিনিসগুলি তাঁরা বলেছেন—যেমন বনের ভিতর যারা শ্রমিক বা বনের ভিতর যে গ্রাম তার কথা উল্লেখ করেছেন। বনের ভিতর যারা কাজ করে তাদের যে কি সুবিধা দেন তা আমি এখনও জানি না। কয়েক বছর আগের খবর আমি জানি তাদের শুধু ওখানে কাজ করে জঙ্গলের যে অংশটা পুড়ান হয় তার উপরে ফসল করতে দেওয়া হত এবং সেই ফসলের একটা অংশ তাদের নিতে দেওয়া হত। এখন তাদের আর্থিক সুবিধা, মাহিনা ইত্যাদি কি দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে কোন খবর ওদের কাজ থেকে পাই নি। ফরেস্ট লেবারদের জন্য ঘরবাড়ি বানিয়েছেন, তার কিছু কিছু ঘরবাড়ি আমি দেখেছি, কিন্তু মাহিনার দিক দিয়ে, মাগ্‌গি ভাতার দিক দিয়ে অথবা অন্য কোন সুবিধার দিক দিয়ে তাদের অনেক বেশি প্রয়োজন। কেননা তারা রয়েছে দুর্গম অরণ্যে সেখানে প্রাণ বিপন্ন করে তাদের কাজ করতে হয়। তারপরে আরও বলে গেছেন যে ফরেস্ট ভিলেজ সেখানে তাদের ছেলেপেলেদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লাল বইতে দেখলাম কতকগুলি স্কুল করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক সেখানে গেছেন কিনা তার কোন হদিশ নেই। এবং আমার খুব সন্দেহ হয় সেখানে এখন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষক যান নি। কেননা আমি অন্ততঃ আমার অঞ্চলে যেটা গভীর অরণ্য তার কথা জানি যে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষকদের যেতে গেলে যে ধরনের সুবিধা বা যে ধরনের উৎসাহ তাদের মনে সঞ্চার করা দরকার তার কোন ব্যবস্থা এ'রা করেন নি। নেহাত কোন লোক না খেয়ে মরতে বসেছে সেখানে তার হয়ত বাঁচবার জন্য একটা উপায় হিসেবে হয়ত সেখানে যেতে হতে পারে। আমি জানি না, এ ব্যাপারেও আশা করি সরকারের পক্ষ থেকে কিছু শুনতে পাব, যে প্রাথমিক শিক্ষকদের ওখানে কি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বা কয়জন সেখানে গেছেন বা তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কি ধরনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

তারপর আমি আর দুটি জিনিস এই সঙ্গে উল্লিখ করে নিই এবং এগুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যে বনবিভাগ থেকে, যেমন আমি বললাম এই যে সমস্ত প্রাইভেট ফরেস্ট ছিল তা থেকে যে স্মাগ্‌লিং হচ্ছে—এ জিনিসটা বন্ধ করবার জন্য কোন কার্যকরী পরিকল্পনা হয় নি বলেই আমি মনে করি। সেই রকম বন বিভাগেও অনেক অপচয় রয়েছে। দুর্নীতিও প্রবেশ করেছে। যেমন বেসরকারী কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীদের উপর বনবিভাগের ব্যবহার কি রকম তার একটা দৃষ্টান্ত আমি আমার স্থানীয় জায়গা থেকে দিচ্ছি, শিলিগুড়িতে স-মিল আছে, সেই স-মিল থেকে ওখানে বন বিভাগ থেকে ঐ স-মিল থেকে কারশিয়াং ডিভিশন থেকে ভাল কাঠ ফার্স্ট ক্লাস লগ এক টাকা বার আনা কিউবিক ফিট হিসেবে রয়েলটি নিয়ে তাদের সরবরাহ করেন। অথচ সেই কাঠই বেসরকারী কাষ্ঠ ব্যবসায়ীদের কাছে যখন নেন তখন সব দিয়ে তাদের

দাম সাড়ে তিন টাকার বেশি পড়ে যায়। আবার এই স-মিল যখন কাঠ বিক্রি করে লোকের কাছে তারা পাঁচ টাকা বার আনায় বিক্রি করেন, বেসরকারী ব্যবসায়ী যারা তাদের পাঁচ টাকা বার আনার কমে দিতে পারে না। এইভাবে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে নানা রকম—এক তরফা এগ্রিমেণ্ট, নানা রকম শর্ত চালান, নানা রকম অসুবিধা তাদের উপর চাপান যার ফলে তারা একেবারে সর্বস্বান্ত হতে বসেছে। অথচ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ওখানে যে স-মিল আছে তার কথাও আমাকে বলতে হবে। কেননা সরকারের অধীনে একটি মাত্র স-মিলই আছে বাংলাদেশে এবং সেটা হচ্ছে শিলিগুড়িতে। সেই স-মিলএর বাড়ানোর অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা সেখান থেকে নানা ধরণের কাঠ তাঁরা সরবরাহ করেন। রেলের স্লিপার তাঁরা সরবরাহ করেন। কিন্তু সেই স-মিলকে বহুদিন পর্যন্ত টেম্পোরারি করে রাখা হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে তাকে পার্মানেন্ট করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে যেসমস্ত কর্মচারীরা রয়েছে যারা ২০-২৫ বছর কাজ করছে তারা সেখানে এখন পর্যন্ত পার্মানেণ্ট হয় নি। তার ফলে কি হয়েছে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনও কাজ করে যারা স-সেকশনএ কাজ করে এখন পর্যন্ত ওয়ার্ক-চার্জ রয়েছে, তারা ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী বছরে মাত্র ১০ দিন ছুটি পায় তাদের নাই কোন ছুটি, নাই কোন টাইম স্কেল অফ পে, নাই প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রেচুয়িটির সুবিধা। এখানেও শোনা যায় এই যে স-মিলটা তার নাকি অনেক লোকসান হয়। অথচ লোকসান যে কেন হয় এটা তো বুঝে পাই না। তবে এই জিনিসটা যেটা বন সম্পদ ব্যবহার সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন যেটা বার বার হিসেব কোরে দিয়েছেন যে যত শিল্পের বিস্তার হবে ততই কাঠের চাহিদা বাড়বে। শুধু শিল্পের জন্য নয়, দেশরক্ষা বিভাগের কাজে এবং নানা রকম বিভাগে কাঠের চাহিদা বাড়বে। এবং চাহিদাও বাড়ছে। ও'রা যে হিসেব দিয়েছেন সেই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে বেসরকারী ব্যবসায়ীরা অনেক বেশি কাঠ কিনেছেন। কাজেই সেখানে স-মিল-এর যে কেন লোকসান হচ্ছে তা বুঝতে পারি না।

তারপর আরেকটা কথা হল পশুপক্ষী সংরক্ষণের ব্যাপার। পশুপক্ষী সংরক্ষণ করা উচিত। বনের রক্ষার জন্যও উচিত। কিন্তু এই ব্যাপারে একটা জিনিস ভাবতে হবে। যেমন তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে আমি জানি আগে সেখানে হাতীর উপদ্রব ছিল খুব বন্য জন্তুরও উপদ্রব ছিল। তারপরে চা-বাগান ও মটরের রাস্তা হওয়ার পর হাতীরা চলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন হয়ত তারা আবার খবর পেয়েছে যে ওখানে এখন পশুপক্ষী সংরক্ষণ হচ্ছে কাজেই হাতীরপাল নেমে এসেছে। খগেনবাবু এখানে থাকলে বুঝতে পারতেন জলপাইগুড়িতে কাঠামবাড়ি বলে যে জায়গা আছে সেখানে আমি মিটিং করতে গিয়েছিলাম কৃষকদের দেখি মিটিংএর শেষে বাড়ি ফিরবার আগে তারা মশাল জ্বালাচ্ছে এবং টিনের কেনেস্তারা নিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে হাতীর পাল এসেছে সেই জন্য তারা মশাল জ্বালাচ্ছে। কাজেই এ সম্বন্ধে এখানে আমি কোন অলটারনেটিভ সাজেসশান দিতে পারছি না—পশুপক্ষী সংরক্ষণ করা উচিত ঠিকই তবে কোন জায়গায় কিরকম সংরক্ষণ করব সেটা একটু ভেবে ঠিক করা উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Haran Chandra Mandal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বনবিভাগের খরচ ও বায়ববরাদ্দ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমেই বলব, আমাদের দেশের বনসম্পদের অতি সামান্যই উন্নতি হয়েছে। মন্ত্রি মহাশয়ের ভাষণে আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব ফুটেছে কিন্তু আসল অবস্থা হচ্ছে, আমাদের বনসম্পদ আশানুরূপ দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি করা হয় নি, এবং আমাদের বনবিভাগের আয়ও বৃদ্ধি পায় নি। এ কারণে আমি তাঁর এই আত্মসন্তুষ্টি মনোভাবের সঙ্গে একমত হতে পারি না। সরকারী বনবিভাগ সম্পর্কে এই আইনসভার মধ্যে এবং জনসাধারণের মধ্যেও বিক্ষোভ বেড়ে গিয়েছে। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সুন্দরবন অঞ্চলের কথা জানি—আমার বাড়ির তিন দিকেই সুন্দরবন এবং এর থেকে তিন মাইলের মধ্যে তিন ধারেই সুন্দরবন জঙ্গল, সুতরাং এই জঙ্গল সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে, সুন্দরবনে যথেষ্ট দুর্নীতি রয়েছে। যখন কাঠ কাটতে যায়, বেড়িয়ে আসার সময় ঘুষ নেওয়া হয় এবং যে পরিমাণ টাকার লাইসেন্স সেই পরিমাণ টাকার ঘুষ দিতে হয়। যে সমস্ত অফিসারস থাকেন

তাঁরাই বনের এরিয়া ঠিক করে দেন, কিন্তু সেটা ঠিক করতে তাঁরা বড় টালবাহানা করেন। তখন যারা কাঠ কাটতে যায়, তারা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, কারণ তারাও আবার মহাজনের কাছ থেকে টাকা কর্জ করে।

[6-15—6-25 p.m.]

সেখানে প্রধান কথা ঘুষ--তারা এই ঘুষ দিতে বাধ্য হয় এবং এই ঘুষ দিয়ে তারা কাঠ কেটে নেয়। জঙ্গলের যাতে উন্নতি হয় কেউ গাছ না কাটতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। যাতে কিছু টাকা পাবার আশা থাকে সেই সুযোগ থাকা উচিত। যেসব অন্যায়, অত্যাচার হচ্ছে সে সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় যদি তথ্যানুসন্ধান না করেন, তাহলে জঙ্গলের অবস্থার কোন উন্নতি হতে পারে না। সেটা তিনি বিবেচনা করে দেখবেন।

মন্ত্রী মহাশয় যখন লঞ্চে, স্টীমারে করে জঙ্গল পরিদর্শন করতে যাবেন, তখন নদীর ধারের জঙ্গল দেখতে পাবেন খুব ঘন। কিন্তু তার ভেতরে একেবারে শোচনীয় অবস্থা, একেবারে ফাঁকা কেটে সাফ করে দিয়েছে। এই হচ্ছে সুন্দরবনের বাস্তব অবস্থা। এটা আমি তাঁকে দেখাতে চাই।

তারপর বনজ সম্পদ, যে বাঘ, হরিণ প্রভৃতি যেসব পশু জঙ্গলে রয়েছে, সে সম্বন্ধে একটু বলবো। পুলিশ কর্মচারীরা যখন জঙ্গলে হরিণ শিকার করতে যান, তখন তাঁরা কোন বাধানিষেধ আইন মানেন না, আইনানুগভাবে কাজ করেন না। যেকোনভাবে তাঁরা যেকোন বনের পশু শিকার করে থাকেন। সরকারী কর্মচারীদের সুযোগসুবিধা সম্বন্ধে ১৯৫৬ সালে আই জির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এসেছিল বিধানসভায়। ১৯৫৬ সালে তিনি পশু শিকার করতে গিয়েছিলেন। ওখানে নিয়ে থানা পুলিস, এস পি, আই জি এক বিরাট পুলিসবাহিনীর পিয়ালী খাল পরিদর্শনের অছিলায় সুন্দরবনে পশু শিকার করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে কিভাবে অত্যাচার, অনাচার করেছিলেন তা নিশ্চয়ই সরকারের জানা আছে। এইভাবে পুলিস অফিসার জঙ্গলে গিয়ে যদি অন্যায়, অত্যাচার করে, তাহলে সাধারণ মানুষও সেখানে গিয়ে যথেচ্ছভাবে বনের পশুকে শিকার করতে থাকবে।

Mr. Speaker:
কিরকমভাবে তাঁরা অন্যায়, অত্যাচার করেছেন?

Sj. Haran Chandra Mondal:
স্থানীয় লোক পশু শিকার করতে গেলে লাইসেন্স করতে হয়। আর পুলিস অফিসার গেলে লাইসেন্স করতে হয় না। তাঁরা মৃগয়া করতে গিয়ে, শিকারে গিয়ে এই ধরনের অত্যাচার করেন। সরকারী কর্মচারী এবং পুলিস বিভাগের কর্মচারী যদি এইরকমভাবে অন্যায়, অত্যাচার করেন, তাহলে স্থানীয় লোকও সেইভাবে অন্যায় করবার সুযোগ পাবে এবং তাতে করে বনজ সম্পদের ক্ষতি হবে। যাতে এই ধরণের ক্ষতি না হয় বনের উন্নতি হয়, তারজন্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:
মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এতক্ষণ ধরে এই বিতর্ক শুনলাম। সুখের বিষয় দেশের কৃষির উন্নতির জন্য, ভূমিক্ষয় নিবারণ তথা ভূমি সংরক্ষণের জন্য, বন্যা নিরোধের জন্য যে বনভূমি সৃজন ও সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে, তা মাননীয় সদস্যগণের অনেকেই উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বনভূমিতে অবাধে প্রবেশ ও বনভূমিকে ধ্বংস করবার অধিকার দাবী করা হয়েছে। আমি মনে করি তার ফলে অবাধে যথেচ্ছভাবে বনভূমিতে প্রবেশ করে বনভূমির বৃক্ষাদি ছেদন ও নষ্ট করবার সুযোগ দিলে এই বনভূমি সংরক্ষণ ও বনভূমি সৃজনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্ক পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠে।

সময় আমার অল্প, আমি যে কয়টি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে মোটামুটি তারই জবাব দেব। প্রথমতঃ মাননীয় সদস্য শ্রীসরোজ রায় বলেছেন যে, অপরিপুষ্ট বৃক্ষ ছেদন করা হচ্ছে, সেটা আমাদের বন নীতির বিরোধী। আমি তাঁকে জানাতে চাই যে প্রাইভেট ফরেস্ট বিচ্ছিন্নভাবে ছিল সেগুলিকে এক-একটা ব্লকএর মধ্যে আনা হচ্ছে, এবং সেই ব্লকগুলিকে বিভিন্ন সাইকল ইউনিটএ ভাগ করা হচ্ছে, এইভাবে পুনর্গঠনের কাজ চলছে। এটা প্রশাসনিক এবং পরিচালনার সুবিধার্থে করা হচ্ছে। সেই জন্য আমাদের মনে হয় প্রথমতঃ হয়ত এর মধ্যে কিছু কিছু ছোট গাছ কাটা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু একটা সাইকল পূরণ হয়ে গেলে আর এই অসুবিধা দেখা দেবে না।

জনৈক মাননীয় সদস্য পুরুলিয়া অঞ্চলে গ্রামবাসীদের উপর বনবিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা অত্যাচারের কথা বলেছেন। তিনি অতীতের কথা উল্লেখ করে বোধহয় বলেছেন। কারণ এক বৎসর মাত্র হল পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে যদি বর্তমানে তার কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে, আমাদের জানালে নিশ্চয় তার তদন্ত ও প্রতিবিধান করা হবে। গাছ এবং তার পাতা ও শুকনো ডাল ইত্যাদি যা গরীব গ্রামবাসীরা পূর্বে বিনা পয়সায় সংগ্রহ করতেন, আজকে তাঁদের তার জন্য পয়সা দিয়ে পার্মিট নিতে হয় বলে অনেকে এরজন্য আপত্তি তুলেছেন। তাঁদের আমি জানিয়ে দিতে চাই যে পারমিট নেবার জন্য যে ফি ধার্য করা হয়েছে, আমি আগের এক প্রশ্নোত্তরেও বলেছি, তা নামমাত্র। এখানে সামান্য কিছু নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে। অবাধে এবং যথেচ্ছভাবে যদি লোককে গাছ ও তার ডালপালা কাটতে দেওয়া হয়, তাহলে বন ধ্বংস হয়ে যাবে। বন হচ্ছে জাতীয় সম্পদ। কয়েকজনের সুবিধার নামে এই জাতীয় সম্পদকে নষ্ট করা বা ধ্বংস করা, তা নিশ্চয়ই কেউ বরদাস্ত করবেন না। গাছের শুকনো পাতা, ডাল, ইত্যাদির জন্য যে পারমিট নেওয়া হয় এবং তার জন্য যা মূল্য ধরা হয় তার একটা তালিকা আছে, আমি সেটা মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য এখানে জানিয়ে দিতে চাই।

কোন অস্ত্র দিয়ে না কেটে, শুকনো ডাল, পাতা পেড়ে মাথায় করে নিয়ে যেতে হলে, প্রতি মাথার বোঝাপিছু ২ নয়া-পয়সা, আর মাসিক নিলে ২৫ নয়া পয়সা। শুকনো শালপাতা দৈনিক নিলে, এক মাথার বোঝাতে ছয় নয়া পয়সা, আর মাসিক নিলে ২৫ নয়া পয়সা। আর গাছের ডাল ও কাঁচাপাতা দৈনিক মাথাপিছু ২ নয়া পয়সা, এবং মাসিক নিলে প্রতি মাথা পিছু ১২ নয়া পয়সা। তা ছাড়া যেসমস্ত অঞ্চলে শুকনো ডাল, পাতা নেবার অধিকার সেটেলমেন্ট রেকর্ডএর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেখানকার লোকদের বিনা পয়সায় এই অধিকার গ্রহণ করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে পয়সা লাগবে না। বীরভূমে জনৈক মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, আমরা লাঙ্গল তৈরি করতে পারি না এবং কাঠও পাই না। পূর্বে কাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে কোন কোন জেলার লোকেরা পয়সা দিয়ে সবাই কাঠ পেতে পারেন। কিন্তু সেই কাঠ বিক্রয় হয় নি, কারণ অনেকেই পাতা নেবার অছিলায় কাঠ জঙ্গল থেকে কেটে নিয়ে আসে বিনা পয়সায় এবং সস্তা দরে বাজারে বিক্রয় করে। সেই জন্য আমরা যে কাঠ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম সেই কাঠ বিক্রয় হয় নি।

[6-25—6-35 p.m.]

মাননীয় সদস্য শ্রী মহাতো বলেছেন ও আরো কয়েকজন বলছেন যে চাষের সুযোগসুবিধা আগে যা ছিল সেই চাষের জমি ফরেস্টএর জন্য দখল করা হচ্ছে। সকলেই জানেন চাষের জমি বলে যেগুলি সেটেলমেন্ট রেকর্ডএ বলা আছে সেই চাষের জমি কোন দিনই ফরেস্টএর জন্য দখল করা হয় না। যেগুলি একমাত্র অযোগ্য এবং পতিত পড়ে থাকে সেইগুলি বনভূমি রচনার জন্য সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়। আগেই বলেছি রেকর্ড অব রাইটসএ যদি চাষের জমি বলে লেখা হয়ে থাকে তাহলে সে জমি কোন দিনই নেওয়া হয় না। রাস্তার ক্ষেত্রেও তাই। সেটেলমেন্ট রেকর্ডএ যদি রাস্তার অধিকার থাকে তাহলে তারা নিশ্চয়ই রাস্তার অধিকার পাবে। কারণ সেটেলেমেন্ট রেকর্ড পরীক্ষা করে রেকর্ড তৈরি করা হয়। মাননীয় সদস্য সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে আমরা প্ল্যানিং কমিশনএর নীতি অনুসরণ করছি না। যতদূর

সম্ভব পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্ল্যানিং কমিশনএর নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করছেন তাঁদের আর্থিক সামর্থ্য এবং অন্যান্য অবস্থার আনুকূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। শতকরা ৭ ভাগ পার্বত্য জমিতে বনভূমি রচনা করার ফরেস্ট পলিসি আছে তিনি বলেছেন। কিন্তু সেটা করা সম্ভব হয় নি, কারণ সব পার্বত্য অঞ্চলে জমি পাওয়া যায় নি বলে। তারপর তিনি বলেছেন যে গভর্নমেন্ট বেশীর ভাগ কাঠ নিয়ে নিচ্ছেন। কাঠের লগ বে-সরকারী শতকরা ২৭ ভাগ নেন এবং সরকার নিজেরা ৭৩ ভাগ নেন। আমাদের শিলিগুড়ি অঞ্চলে এইরকম হয়, অন্য জায়গায় এই অসুবিধা হয় না। শিলিগুড়িতে সরকারের যে স-মিল আছে তাতে বেশীর ভাগ কাঠ নেওয়া হয়। সেখানে স্লিপার তৈরি হয় রেল লাইনএর জন্য এবং রেলপথ উন্নয়নের কাজে সরকার থেকে তা সরবরাহ করা হয়। তারপর তিনি দামের কথা বলেছেন। দাম এখানে যে এ্যাভারেজ প্রাইজ আছে জলপাইগুড়ি ডিভিশনএ বক্‌সা ডিভিশনএও সেই এ্যাভারেজ প্রাইস দেওয়া হয় এবং সরকারও সেই এ্যাভারেজ প্রাইসই গ্রহণ করেন। এখানে টিম্বারএর লটকে অকশনএ তোলা হয় এবং হাইয়েস্ট বিডারকে দেওয়া হয়। তিনি ডেন্স ফরেস্টএ হাতীর সংরক্ষণের কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্য জানেন যে হাতী এক জায়গায় নির্দ্দিষ্টভাবে থাকে না। বিশেষ করে আসাম, ভূটান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আসে এবং আবার কিছু সময় পরে চলে যায়। তবুও খেদা প্রথার দ্বারা এই হাতী ধরে সংরক্ষণ করার চেষ্টা হচ্ছে। তা ছাড়া হাতী হত্যা করা সম্পর্কে প্রিজারভেশন অফ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস অ্যাক্ট অনুযায়ী বাধানিষেধ আছে। তবে চুরিচামারি করে কেউ যদি মারে তারজন্য সবসময় ধরা যায় না। অবশ্য তারজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার মহাশয় আমি মোটামুটি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

Sj. Saroj Roy:

আমি ৭নং কাট মোশানে একটা চার্জ দিয়েছি!

Sj. Smarajit Bandyopadhyay:

আপনি পরে আনবেন, যেসব অভিযোগ আছে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে বলে দেবো।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বনবিভাগের ব্যয়বরাদ্দ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই, বন সৃজন সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই এটা দেখতে পেলাম। কারণ আমরা পশ্চিমবঙ্গে যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি আবহাওয়া যেরকম শুষ্ক হয়ে আসছে এবং কোথাও কোথাও জমি যেভাবে মরুভূমিতে পরিণত হতে চলেছে সেজন্য বন সৃষ্টি অপরিহার্য। আমরা কালকে "অমৃত বাজার পত্রিকায়" দেখেছি রাজস্থানের মরুভূমি বহু গ্রাম ঢেকে ফেলেছে, অনেক জমি বালুময় হয়ে উঠেছে। এজন্য বিশেষ করে আমাদের এখানে বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তা আছে। যে সমস্ত কাট মোশানস এখানে উত্থাপিত করা হয়েছে তার সবগুলির আমি বিরোধিতা করছি এবং মাননীয় বন-মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেছেন তা গ্রহণ করতে হাউসকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Mr. Speaker: I am putting all the cut motions to vote save and except cut motion Nos. 4 and 11.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haran Chandra Mandal that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Durgapada Das that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Chaitan Majhi that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Subodh Banerjee that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Misra that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[6-35—6-45 p.m.]

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:—

AYES—56.

Bad'udduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Maji, Sj. Gobinda Chara
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj Dasarathi

NOES—133.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hazra, Sj. Parbati
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab

Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Femantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Telukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 56 and the Noes 133, the motion was lost.

The motion of Sj Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 60,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" be reduced by Rs 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—56.

Bad-udduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Chowdhury, Sj. Benoy Krishna
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Preva
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Maji, Sj. Gobinda Chara
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan

Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

NOES—133.

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hazra, Sj. Parbati
Hoare Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Poddar, Sj. Anandilall
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath

Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 56 and the Noes 133, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that a sum of Rs. 60,21,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 5, Major Head: "10—Forest" was then put and agreed to.

Major Head: 12A—Sales Tax.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 16,21,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax". Rs. 8,10,000 has been voted on account.

Sir, as a result of classification a separate head of account which you see before you today has been put in. Previously all such taxes were under one head—"Other Taxes and Duties", but from this year the classification of the sales tax has been set apart and the Red Book unfortunately is not a very clear indication. Sales Tax, as it is now Grant No. 8 placed before you, refers only to four Acts, namely, the Bengal Finance Sales Tax Act of 1941, the Bengal Sales Tax Act of 1954, which, as you know, is a tax on certain goods at the source. The particular goods that are so taxed are Banaspati, soap, biscuits, betel-nuts, black and white pepper, tapioca globules, medicinal and surgical dressing, etc. These have already been notified and are taxable at the source. Thirdly, we have got the Central Sales Tax Act, which is an Act of 1956. This has been enacted by the Government of India. It came into force on the 1st July, 1957. It formulates principles for determining when a sale or purchase of goods takes place in the course of inter-State trade and commerce or outside the State or in the course of import into or export from India. As you are aware, we did not in this State put any tax upon any inter-State trade before, but since this new Act has been passed by the Government of India they have employed us as agent for collecting this tax. This Act provides for the levy and collection of tax on sales of goods in the course of inter-State trade or commerce and declares certain goods to be of special importance on which sales tax would be levied by the State which will not exceed a certain limit, that is, 2 per cent. The Government of India felt that in order to standardize the rate at which the taxes on inter-State trade should be recovered there should be legislation from the Centre but they stated that in fact such cases where they declared certain substances as of special importance for the trade and industry of India the rate should be 2 per cent. With regard to others, of course, the ordinary sales tax rate will be applicable. The object of the Act was to maintain the uniformity in the matter of taxation.

The total demand including that which was sanctioned on Vote on Account is Rs. 24,31,000 against the collection of Rs. 9,30,00,000. The cost of collection therefore is about 2.6 per cent. I may mention also for your information that no sales tax is now levied on textiles, sugar and tobacco on which an additional duty of excise is levied by the Government of India since 14th December, 1957, under the Additional Duties of Excise Goods of Special Importance Act, 1957. It is true that this Act is operated by the Central Government; it is true that the net proceeds of the duties from the operation of this Act are distributed among the States according to such principles as have been laid down by the Finance Commission. The

object of the Finance Commission was, (1) to try and replace the amount that would be lost by a particular State which used to levy tax on sugar, textile and tobacco; (2) that if, after, allotting to each State the amount that they used to realise before, there is any balance left over, then there is a certain figure according to which the balance would be divisible among the different States. The above findings of the Finance Commission are very important because they give us a source of revenue and the receipts under them are gradually increasing.

Sir, it is clear, as I have mentioned several times in this House, that in order to give effect to the provisions of the Second Five-Year Plan the Government of India and the Finance Commission require that we should from this State be able to procure 28 crores from our revenue account including the balance from the revenue account in the five years period. With this sales tax imposed last year, we will be able to fulfil our engagement—and more than fulfil our engagement—so that the corresponding amount payable on revenue account by the Central Government may be demanded by us as time comes.

With these words I move the Sales Tax demand under Grant No. 8.

Sj. Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand fo Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Deben Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Panchanan Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 8, Major Head: "12A—Sales Tax", be reduced by Rs. 100.

[6-15—6-55 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কয়েকটা কথা বলব। বাংলাদেশের অর্থনীতির মধ্যে সেলস ট্যাক্স এবং এক্সাইজের স্থান অতুলনীয়। সেজন্য আমাদের অর্থমন্ত্রীর নীতিও যাতে বেটার কালেকশনএ যতটা ওঠান যায় ততটাই ভাল। পরিকল্পনাকে রূপায়ণ করতে হলে যেমন অর্থ আদায় করার কথা আছে, কিন্তু ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট টাকা আদায় করার সময় মুরগীর ডিম পেট টিপে বের করতে গিয়ে মুরগী মেরে ফেলে কিনা—দি হেন দ্যাট লেড দি এগ—সেটা দেখতে হবে। গত ১৯ তারিখে, 'যুগান্তরে' যেখানে যেখানে যে যে শিল্প ভেঙ্গে যাচ্ছে তার কথা উল্লেখ ছিল। আমি অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে বলছি যে টাকা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পগুলি কেন ভেঙ্গে যাচ্ছে তার একটা লিস্ট, স্ট্যাটিস্টিকস থাকা উচিত। এই সমস্ত শিল্প কাঁচামালের অভাবে মারা যাচ্ছে, না ট্যাক্সের জন্য মারা যাচ্ছে সেটা দেখা উচিত। এই শিল্প বন্ধ হওয়ার জন্য সেলস ট্যাক্স না ডিপার্টমেন্ট দায়ী সেটা দেখতে হবে। আমাদের একথাটা স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের যেমন নতুন করে ট্যাক্স বেশী আদায় করার প্রয়োজন আছে, তেমন দেশের শিল্প ভেঙ্গে না যায় সেটা দেখা বড় প্রয়োজন আছে। শুধু টাকা কালেকসান করলে হবে না, ইন্ডাস্ট্রি কতটা হচ্ছে না হচ্ছে এর একটা সঠিক স্ট্যাটিস্টিকস আমাদের অর্থমন্ত্রীর থাকা উচিত। এই দেশে শিল্প গজিয়ে ওঠার প্রতি তাঁরও একটা দায়িত্ব থাকা উচিত। আপনাকে শুধু টাকা আদায় করলে হবে না—চাপটা কোনখানে পড়ছে সেটাও আপনাকে দেখতে হবে। বর্তমানে বড় বড় শিল্প যেমন গড়ে উঠছে ছোট ছোট শিল্প তেমনি ভেঙ্গে যাচ্ছে। আপনি বলেন যে ছোট শিল্পকে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে বাঁচাতে হবে। কিন্তু আপনি এই নীতির পরিপোষকতা করেন কিনা সেটা আপনার দেখা দরকার। আমাদের মাননীয় প্রফুল্ল সেন মহাশয় যে স্ট্যাটিস্টিকস দেন সেটা সঠিক স্ট্যাটিস্টিকস নয়। কিন্তু আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নিজের জ্ঞানের জন্য তাঁর সঠিক স্ট্যাটিস্টিকস থাকা উচিত। বাংলাদেশের চারিধারে যে ছোট ছোট শিল্প ভেঙ্গে যাচ্ছে তার দুই-একটার কথা আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন। আপনি টেক্সটাইলএর উপর বলেছেন, কিন্তু আমি বলছি যে অনেক শিল্প আছে যেগুলি ডাবল ট্যাক্সেশনএর জন্য মার যাচ্ছে। এর মধ্যে আমি একটার নাম করছি সেটা হচ্ছে ছাতা। আপনি গতবারে বিধানসভায় বলেছিলেন রেডি-মেড গার্মেন্টস—টেক্সটাইলএর উপর থেকে তুলে নিয়েছেন। কিন্তু আপনি আপনার ডিপার্টমেন্টএ খোঁজ নিয়ে জানুন যে কোন কোন জায়গায় ডবল ট্যাক্সেশন পড়ছে কিনা? যেখানে আর বেশী সেখানে আপনার ডিপার্টমেন্টএর দৃষ্টি পড়ুক, কিন্তু যেখানে মনে হয় শিল্প ভেঙ্গে যেতে পারে সেখানে হাত না দিলে তারা বেঁচে উঠতে পারে। এখন আমি কতকগুলি উদাহরণ এ বিষয়ে দেব।

উদাহরণ মারফত দেখা যাবে যে কয়েক জায়গায় বদান্যতা দেখানো হয়েছে, কিন্তু আমি বলবো সেই বদান্যতা গরীবের উপর দেখানো হোক, বড়লোকদের উপর থেকে তুলে নেওয়া হোক। তারপর আমার যেটা বড় বক্তব্য সেটা আপনার সামনে আমি রাখতে চাচ্ছি, কিন্তু রাখবার সময় একটু সংকোচ হচ্ছে কারণ আমরা কোন জায়গায় যদি কোন কারেকশনের কথা বলি সেটা আমাদের বলার দোষেই হোক বা ও'দের কোনরকম ভুল বুঝবার জন্য হোক আমাদের মন্ত্রীবর্গ মনে করেন যে সেটা ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়ে যায় এবং তাঁরা সেটার উপর আমাদের এমনভাবে আক্রমণ করেন যে আমরা তাতে চটে যাই। যেসব মানুষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে সে সম্বন্ধে আমি ও'দের একটু দেখতে বলি। আমি কয়েকটা কেসের কথা বলে দিচ্ছি, আমি চাচ্ছি যে এ্যান্টিকরাপশন ডিপার্টমেন্ট এই সমস্ত কেসের ফাইল নিজেরা দেখুন, কারো মারফত নয়। আমি নাম করে বলছি--লেসলী মোটর ওয়ার্কস লিমিটেড, তাদের কাছে অনেক টাকা পাওনা ছিল, সেই কোম্পানী উঠে গেছে। তার সম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে তা আপনারা জেনে নিন। কেস অব চাইনীজ ট্যানারী, আপনারা এটার খবর নিন। এই ডিপার্টমেন্টে কেমন করে বেশী টাকা আদায় হতে পারে সেই পথের সন্ধান নিন। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—গতবারে এখানে একটা কথা উঠেছিল ফ্রুট ডিলার্সদের কাছ থেকে ২২ লক্ষ টাকা আপনাদের পাওনা ছিল। ফ্রুট ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশন সেই ২২ লক্ষ টাকার জায়গায় ৩ লক্ষ টাকায় যখন রফা করতে চেয়েছিলেন আমি জানি তখন এই ডিপার্টমেন্ট থেকে না করে ছিলেন কিন্তু তারপরে এক লক্ষ টাকায় কেন সেটা রফা করা হোল? যদি মনে করেন দেশের কল্যাণের জন্য এটা করেছেন তাহলে এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছু নেই, কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে কেন ২১-২২ লক্ষ টাকার জায়গায় এক লক্ষ টাকায় রফা করলেন। অথচ কত ছোট ছোট গরীব দোকানদারদের ব্যবসা উল্টে গেছে, কিন্তু এই ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের প্রতি কোন রকম বদান্যতা দেখানো হয় নি। ক্যালকাটা উল এজেন্সী কেস বলে একটা কেস আছে--সেটায় আট লক্ষের জায়গায় ২৫ হাজার টাকায় কমপ্রোমাইজ হোল, কেন হোল সেটা জানতে চাই। গোবিন্দ সাঁট মেটাল ওয়ার্কস--এখানে কোদালের ডেফিনিশনে এগ্রিকালচারাল ইমপ্লিমেন্ট বলে তাদের কতখানি মাপ হয়ে গেছে। যদি মনে করেন যে এতে ইন্ডাস্ট্রি বাড়ছে তাহলে বলার কিছু নেই। আমি আবার বলছি বদান্যতা গরীব মানুষের উপর একটু দেখান। আমার আর একটা বক্তব্য আছে, আপনি দুই-তিনদিন আগে এ্যান্টিকরাপশন ডিপার্টমেন্টের কথা বলেছিলেন। আমি একটা ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে এটা কত বিপজ্জনক। জলপাইগুড়িতে একটা ঘটনা ঘটে--দুর্গা টেক্সটাইলের মালিকদের নিয়ে--সেখানে যা ঘটনা ঘটেছে সেটা জেনে নেবেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে জলপাইগুড়ি মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশন তারা ফাইনান্স মিনিস্টার, ডেপুটি ফাইনান্স মিনিস্টার, এ্যান্টিকরাপশন ডিপার্টমেন্ট, দিল্লী, বাংলাদেশের ফাইনান্স মিনিস্টার প্রভৃতির কাছে চিঠি দিয়েছেন। আমাদের কাছেও সেটার একটা কপি দিয়েছিলেন। এখান থেকে সেই ঘটনা অনুসন্ধান করার জন্য এ্যান্টিকরাপশন ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক গেলেন।

[6-55—7-5 p.m.]

তার কাছে যাবার পর তার রেলিভেন্সি সমস্ত করেসপনডেন্স এগুলি নিয়ে গেলেন—তারপরে সে লোকটা চলে আসার দিনকতক পরে দেখা গেল তার প্রত্যেক কথাটা যারা এ্যাকিউজড পারসনস তাদের কাছে লিক করা হয়েছে। এবং তারপর তার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে সাজা হ'ল তার সাজার আমি কথাগুলি বলে দিচ্ছি—

this man has been turned into a street beggar.

আমি আমার বক্তব্য—কোন জায়গায় সুবিধা পাওয়ার জন্য যদি বলি—এক জায়গায় নয় বহু জায়গায় এই রকই অভিযোগ শুনা যায়। যদি পাড়ার লোক সই কোরে গুন্ডা দমনের জন্য এ্যান্টিকরাপশনএ দেয়—কেউ নিশ্চিন্ত নয় সেই গুন্ডাদের কাছে নামগুলি ঘুরে যাবে কি যাবে না। আপনারা রক্ষা করতে পারবেন না—অথচ আমি যদি আপনাদের সাহায্য করতে যাই

...হলে খবর কেন লিক করে যায় সেটাই আজকে অনুসন্ধান করুন। আমি এই ঘটনা বললাম এইজন্য যে এই ঘটনা তারা দিল্লীতে পাঠিয়েছেন, এখানে পাঠিয়েছেন, আপনাকে পাঠিয়েছে এবং বিরোধী দলকে পাঠিয়েছেন, সেই জন্যই আমি কথাটা তুললাম।

আমার শেষ বক্তব্যটা আমি আপনার কাছে রাখছি। সেটা হচ্ছে আপনি জানেন আপনাদের এই ডিপার্টমেন্টএ কিছু কর্মচারী ইউনিয়ন ঘটিত কতকগুলি কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইট ইজ এ প্যানিশমেন্ট, তাদের প্যানিস করা হয়েছে। আমি খালি আপনাকে সে ঘটনাটা কি হয়েছিল, কেন হয়েছিল সেটা অনুসন্ধান করতে বলছি, আর সংগে সংগে এটাও অনুসন্ধান করতে বলছি এই কর্মচারীদের তরফ থেকে একটা কোন স্কীম দেওয়া হয়েছিল কিনা—যে স্কীমেতে আপনার এখানে আদায় বেড়ে যেতে পারে। সেই স্কীম যদি আপনি না পেয়ে থাকেন তাহলে সেই ফাইল কল করুন, কিম্বা যাদের যাদের এইখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের দুই একজনকে ডেকে আপনি এটা জেনে নিন। এটা জানলে আপনার লাভ হবে। কারণ ট্যাক্স যদি আপনি ন্যায়সংগতভাবে বেশী আদায় করতে পারেন--এবং এরজন্য কর্মচারী যদি আপনার সংগে এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে আহ্বান দিয়ে থাকে--তাহলে সেটা আপনার কোন অপমানের ব্যাপার নয়, কোন অবিচার হবে না। তারা যেখানে ট্রান্সফারর্ড হয়েছে—যদি মনে করেন তারা সেখানে থাকবে তাহলে তারা থাক। কিন্তু ওরা যেটা বলেছিল সেটা আপনি শুনুন। এবং আমি এটা জানতে চাই যেসব জায়গায় ছোটখাট এইরকম গোলমাল থাকে কর্মচারীদের শুধু শাস্তি দিলেই ডিপার্টমেন্ট ভাল করে চলবে এটা ঠিক নয় এবং তাতে আপনার নীতিও সঠিক হয় না। এটা আমাদের বাংলাদেশের অর্থবিভাগের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক—এখানে আদায় করার প্রয়োজন আছে, এখানে একটা নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন আছে। কালেকশন বাড়ুক, শিল্প বাড়ুক এটাই আমরা চাই। এইজন্যে কো-অপারেটিভএ আমরা বলেছিলাম যে ছোট ছোট কো-অপারেটিভ করছেন তাদের সেলস ট্যাক্স সম্বন্ধে আজকে আপনাকে ভাবতে হবে। তারা আপনাদের লোনএর ইন্টারেস্টএর ভার গ্রহণ করতে পারে না। আপনাদের সেলস ট্যাক্সএর ভার বহন করতে পারে না। এইসব জায়গায় তাদের শক্তি নাই যে কেস লড়ে ডাবল করে খাতা রাখে—সেগুলি বড় বড় ব্যবসাদাররা করতে পারে—এরা তা পারে না। আপনি যে নতুন নীতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাখতে চাইছেন তার সাফল্যের জন্য এইসব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন আছে। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম কিন্তু আমার অনুরোধ এই কর্মচারীদের কথা এবং এই কেসগুলি সম্বন্ধে আপনি অনুসন্ধান করবেন।

Sj. Sunil Das:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ডিমান্ডের উপর আমি খুব সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলব। গত ডিসেম্বর মাসের ১৯৫৪ সালের আইনের যে এমেন্ডিং বিল আনা হয়েছিল, তাতে আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে, ফার্স্ট পয়েন্ট ট্যাক্সেশন করা হউক ও সেলস ট্যাক্স আইনগুলিকে র‍্যাশনালাইজ করা হোক। এবং আরো বলেছিলাম যে, ডিফারেনশিয়াল ট্যাক্সেশন করা হউক। যেমন রেডিও, মোটরকার ইত্যাদির উপর যে হারে কর প্রযোজ্য হয় আমাদের মতে, রেডি-মেড গারমেন্টসএর উপর কি সেই একই রেটএ ট্যাক্সেশন হওয়া উচিত নয়। আরো বলেছিলাম যে নেসেসিটিজএর উপর ট্যাক্সেশন রদ করা হোক, এবং এ কথাও বলেছিলাম বই, স্লেট, পেন্সিল ইত্যাদির উপর থেকে এই ট্যাক্সেশন তুলে দেওয়া হোক, ডাবল ট্যাক্সেশন যেসব ক্ষেত্রে রয়েছে সেগুলির রদ করা হোক। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী মহাশয় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ডবল ট্যাক্সেশন রদ করা হবে, এবং নেসেসিটিজএর উপর ট্যাক্সেশন রদ করা যায় কিনা বিবেচনা করা হবে। তিনি সেলস ট্যাক্স আইনগুলি র‍্যাশনালাইজ করা সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। আমরা ফাইনান্স কমিশনএর রিপোর্টএ দেখতে পাই যে, দি ফার্স্ট ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান পিরিয়ডএ যে এ্যাডিশন্যাল রেভেনিউ আদায় করার কথা সে সম্পর্কে মোটর-স্পিরিট থেকে ৫০ পারসেন্ট আদায় করা হয়েছিল। সেদিক থেকে সেলস ট্যাক্সএর একটা ইলাসটিক ব্যবস্থা যে রয়েছে সে বিষয়ে তর্কের কোন অবকাশ নাই। এটা আমরা তখন বলা সত্ত্বেও আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেডি-মেড গারমেন্টসএর উপর অর্থমন্ত্রী আজও ডাবল ট্যাক্সেশন বন্ধ করতে পারলেন না।

এবং রেডি-মেড গারমেন্টএর ওপর যে রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে তারও হিসাব আমরা আজ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে পেলাম না। আমরা জানি গত ডিসেম্বর মাসের পরে এই ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যে সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল সেই সার্কুলারে বলা হয়েছিল ৭৫ পারসেন্ট ক্লথ কমপোনেন্ট ও ক্লথএর উপর ৭৫ পারসেন্ট মকুব করার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন সেই সম্পর্কে নীরব রয়েছেন, আমরা শুনেছি এইবার এ সম্পর্কে ২৩ পৃষ্টাব্যাপী রিপোর্ট ভারত সরকারকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই রিপোর্টএর বিষয়বস্তু আমরা জানি না। বেসিক এক্সসাইজ ডিউটি যা ছিল তার সংগে ১৯৪৯ সালের সেলস ট্যাক্সএর যা ডাবল ইনসিডেন্স ছিল এর যোগফল নাকি আজকে বেসিক এক্সসাইজ ডিউটি, এ্যাডিশনাল এক্সসাইজ ডিউটি, ও সেলস ট্যাক্সএর যোগফলের চাইতে বেশী। অর্থাৎ এ্যাডিশনাল এক্সসাইজ ডিউটি বসবার ফলে রেডি-মেড পোষাকের ওপর ডাবল ট্যাক্সেশন হলেও ট্যাক্সএর পরিমাণ পূর্বের চাইতে কম। সুতরাং তাঁরা বলেছেন যে নতুন কোন ট্যাক্সেশন-এর বোঝা বসান হচ্ছে না। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের আলোচনার সময় আমরা হিসাব করে দেখিয়েছিলাম যে আসলে এডিশনাল এক্সসাইজ ডিউটি বসাবার ফলে ট্যাক্সএর বোঝা দুই তিন গুণ বেশি, অধিকাংশ মিডিয়াম এবং ফাইন কাপড়ের রেডি-মেড গারমেন্টএর উপর ধার্য করা হচ্ছে। সুতরাং আমরা জানতে চাই রেডি-মেড পোষাকের উপর ডাবল ট্যাক্সেশন রদ করা তো হলই না, তদুপরি, ভারত সরকারের যে সার্কুলার রয়েছে সেই সার্কুলার অনুযায়ী যেখানে অন্যান্য প্রদেশে কাজ সুরু হয়েছে সে ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যসরকার সেই সার্কুলার কেন গ্রহণ করে, রেডি-মেডএর উপর ৭৫ পারসেন্ট ট্যাক্স মকুব করতে পারেন না। তার ফলে আজকের দিনে হাওড়া ও কলকাতায় রেডি-মেড গারমেন্টসএর একটা যে বিরাট মার্কেট ছিল সেটা নষ্ট হচ্ছে এবং নতুন করে বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা দেখতে পাই মোট রেভিনিউর মধ্যে সেলস ট্যাক্স-এর অংশ বম্বেতে ২৮·৭ পারসেন্ট, মাদ্রাজে ২১;৭ পারসেন্ট আর আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলএ ১৮ পারসেন্ট। আমি ১৯৫৫-৫৬ সালের কথা বলছি, ১৯৫৭-৫৮ সালের হিসেব নেই। আমার বক্তব্য কেন আইনগুলিকে র‍্যাশনালাইজ করা হবে না। মিঃ স্পীকার, স্যার, বাংলাদেশে ডিস্ট্রিবিউটিভ ট্রেডএর কোন কোন ক্ষেত্রে সেলস ট্যাক্সএর নীতি সে সেই ব্যবসায়কে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি মশলার ব্যবসার কথা বলছি। মশলার ব্যবসায়ে বাংলাদেশের কলকাতার বাজারে সাউথ ইন্ডিয়া থেকে মশলা আসে। সেই মশলা আমরা বিভিন্ন জায়গায় পাঠাই। এখন সমস্যাটা কি? সমস্যাটা হল যে, মশলা আসে তাতে আমরা ইমপোর্ট পয়েন্টএ ট্যাক্স ধার্য করি ৩ পারসেন্ট এবং যা বাইরে পাঠান হয় তাতে ১ পারসেন্ট সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স বসে। অর্থাৎ মোট ৪ পারসেন্ট রি-ইমবার্স করতে হবে কলিকাতার মশলার ডিস্ট্রিবিউটিভ ট্রেডকে। এই ৪ পারসেন্ট ট্যাক্স এ্যাভয়েড করবার জন্য সোজা যদি সাউথ ইন্ডিয়া থেকেই বাংলার বাইরে মশলা নিয়ে যাওয়া যায় তা হলে শুধুমাত্র ১ পারসেন্ট ট্যাক্স দিয়েই নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এইভাবে কলকাতার স্পাইসএর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে এবং ডিস্ট্রিবিউটিভ ট্রেড বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, এবং তার ফলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

[7-5—7-15 p.m.]

আমার বক্তব্য হল এই যে ৩ পারসেন্ট ইন্ট্রা-স্টেট ট্যাক্স দিতে হচ্ছে—কমিশন এজেন্ট ও ইমপর্টারকে, সেটা মকুব করে দেওয়া যায় কিনা? তাহলে কমিশন এজেন্টকে এই ট্যাক্স দিতে হয় না, এবং সোজাসুজি সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স দিয়ে কলকাতার বাইরে অন্য বাজারে পাঠিয়ে দিতে পারে এবং তাদের সংগে কমপিট করে কলকাতার ডিস্ট্রিবিউটিভ ট্রেড বজায় রাখা যেতে পারে। এবং এর দ্বারা এখানে যে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, বাংলা গভর্নমেন্টের নীতির ফলে, সেই বেকার সমস্যাকে রোধ করা যেতে পারে। আমার বক্তব্য হল এই যে তিনটা সেলস ট্যাক্স চালু রয়েছে ১৯৪১ সালের, ১৯৫৪ ও ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে যে সেলস ট্যাক্স চালু করা হয়েছে, অর্থাৎ সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্সও এগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা এনকোয়ারি কমিশন বসাবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বোম্বেতে এইরকমভাবে সেলস ট্যাক্স অপারেশন সম্বন্ধে একটা এনকোয়ারী চলছে। আমি এই হাউসের সামনে সাজেশন রাখছি যে অর্থমন্ত্রী এ সম্বন্ধে একটা এনকোয়ারী কমিশন বসান ইনটু দি ওয়ার্কিং অফ দি সেলস ট্যাক্স সিস্টেম

ডিভাইস আওয়ার রেভিনিউ, তাহলে বোঝা যাবে এর গলদ কোথায়, এবং সেটা র‍্যাশনালাইজ করা যায় কিনা? এবং র‍্যাশনালাইজেশনএর দ্বারা আমাদের সেলস ট্যাক্সএর ভিতর দিয়ে রাজস্ব খাতের আয় বৃদ্ধি করা যায় কিনা? আমি আশাকরি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট একটা জবাব এই হাউসে দেবেন।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই সেলস ট্যাক্স সম্বন্ধে আমার কয়েকটা বক্তব্য রাখবো। প্রথমে আমি এই সেলস ট্যাক্সএর নীতির দিক থেকে প্রতিবাদ জানাই। অবশ্য সেলস ট্যাক্স এবং এক্সসাইজ ট্যাক্স, এই দুটো ট্যাক্সএর মাধ্যমে আমাদের পশ্চিম বাংলা সরকারের রাজস্ব আদায়ের অন্যতম উপায় হিসাবে আজকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। সেলস ট্যাক্সএর কতকগুলি দিক থেকে বহুবার বিধান সভায় আলোচনা করেছি, এবং নানা দিক থেকে জনসাধারণের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ রয়েছে, তার উপর আবার এই সেলস ট্যাক্সএর চাপ, গরীব সাধারণ মানুষের উপর আনা হচ্ছে। তার জন্য এই রিগ্রেসিভ বিলের আলোচনা করছি। এ সম্বন্ধে আমরা বারবার আপত্তি জানিয়ে বলেছি। সুতরাং আবার এই সেলস ট্যাক্সকে নতুন করে ঢেলে সাজানর ব্যবস্থা যেন না হয়। কারণ দেখা যায় গরীবের উপরই সেলস ট্যাক্সএর চাপ বেশী পড়ে, অতএব সেদিক থেকে যদি এই বিলকে সংস্কার করা না যায়, তাহলে কোন মতেই এই ট্যাক্সকে স্বীকার করা যেতে পারে না। একটু আগে আলোচনার মাধ্যমে অন্যান্য সদস্যরা বলেছেন চারিদিক থেকে এই ট্যাক্সএর বিরুদ্ধে আক্রমণ চলেছে। এইটাই আমি উদাহরণ হিসাবে রাখছি। আমার যেটা ফার্স্ট পয়েন্ট ট্যাক্সেশন সেটা ছেড়ে ছিলাম। ডিফারেনশিয়াল ট্যাক্সেশন সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। কাজেই আমি এই ডিফারেনশিয়াল ট্যাক্সেশন সম্বন্ধে কিছু বলবো। আমরা পশ্চিমবাংলা সরকারের এই ডিফারেনশিয়াল ট্যাক্সেশন সম্পর্কে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তার বিভিন্ন জিনিস—লাক্সারি গুডস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, অর্থাৎ যেগুলি নেসেসারি, এগুলির আমাদের সরকার কোন পার্থক্য রাখেন নি, যদিও অন্যান্য স্টেট, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তাঁরা এইভাবে একটা ডিফারেন্স করেছেন, যেমন বোম্বে, বিহার। বিহারের সম্পর্কে বলতে হয়, সেখানে তিনটা এইরকম স্টেজ আছে। প্রথমটা হল খুব নেসেসারি, তারপর আর একটু কম, তারপর আর একটা যেটা সাধারণ মানুষের কাছে—খানিকটা অপ্রয়োজনীয়, তার উপর সেলস ট্যাক্সএর মাত্রা বেড়ে গেল, এবং যেটা লাক্সারি গুডস তার উপর সেলস ট্যাক্স সবচেয়ে বেশি আছে। শুধু বিহার রাষ্ট্রই নয়, বোম্বেতেও এই ধরণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের এখানকার যিনি ফাইনান্স মিনিস্টার তাঁকে বারবার এই হাউস থেকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি কিছু করলেন না। তিনি এত বধির যে জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার কথা তাঁর মর্মে স্পর্শ করে না, তাদের দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, তিনি একেবারে নীরব। এটা শুধু আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রেরই কথা নয় ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় সেলস ট্যাক্স যদি দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর মাত্র দুই পারসেন্ট ট্যাক্স আছে, তারচেয়ে কম প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর ৩ পারসেন্ট ট্যাক্স আছে, এবং লাক্সারি গুডসএর উপর ১০ পারসেন্ট কিম্বা তারচেয়েও বেশী কড়াকড়িভাবে সেলস ট্যাক্স আদায় করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ এই নিয়মের বাইরে। আমরা বাংলাদেশের রাজস্ব মন্ত্রীকে জনসাধারণের তরফ থেকে আবেদন জানাই তিনি আর একবার এ-বিষয় চিন্তা করুন, এবং অন্ততঃ সেলস ট্যাক্স নেসেসারি আর্টিকলসএর উপর কমিয়ে দিয়ে লাক্সারি গুডসএর উপর সেলস ট্যাক্স বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। তারপর সীডস প্ল্যান্টএর উপর যে ট্যাক্স ধরা হয়, সেই সম্পর্কে আমি দু-চারটা কথা বলতে চাই। এ সম্বন্ধে আমি ফাইনান্স মিনিস্টারএর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা যদি বাংলার বাইরে অন্যান্য রাষ্ট্রের দিকে তাকাই, যেমন ইস্ট-পাঞ্জাব, মধ্যভারত, বোম্বে, ইউ পি ইত্যাদি অঞ্চলের দিকে, তাহলে দেখতে পাবো তাঁরা সীড, প্ল্যান্টএর ক্ষেত্রে, অনেকে একেবারে সম্পূর্ণ এক্সেম্পশন করে দিয়েছেন আর কেউ কেউ কিছু কিছু কমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি বাংলাদেশে এই সীডসএর কতখানি প্রয়োজন। আমাদের সীডসএর এত অভাব যে বাইরে থেকে আমাদের সীডস ইমপোর্ট করতে হচ্ছে। অনেক সময় ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস পর্যন্ত এই সীডসএর ক্ষেত্রে দেখা যায়। আমাদের এক্সচেঞ্জএর জন্য সুবিধা করতে পারছি না।

যেমন ধরুন আলুর বীজ, সেগুলি আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়, বিশেষ করে আমাদের পাশের রাষ্ট্র বার্মা থেকে আনতে হয়, এবং এ ছাড়া অন্যান্য যেসমস্ত দামী দামী বীজ, সেই সমস্ত আমাদের দেশে ততটা তৈরি না হওয়ার ফলে, সেই রকম বিশেষ ভাল ধরনের বীজ না থাকার জন্য, আমরা বিদেশ থেকে এই সমস্ত বীজ ইমপোর্ট করি।

কিন্তু এই বীজের উপর থেকে অন্যান্য প্রদেশ যখন ট্যাক্স উঠিয়ে নিলেন, তখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও উচিত এটা উঠিয়ে দেওয়া। এজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করি।

তারপর গ্রো মোর ফুড নিয়ে অনেকে বললেন। তার জন্যই এই সীডস তৈরি করবার জন্য বহু ফার্ম করা দরকার এবং সীডস, এবং প্ল্যান্টসএর উপর থেকে ট্যাক্স রেহাই করাও প্রয়োজন।

তারপর ডিফরস্টেশন হয়ে গেছে। কাজেই সংগে সংগে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে আমাদের দেশ বনমহোৎসবের মধ্য দিয়ে নানা রকম গাছ লাগিয়ে ডিফরস্টেশনএর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। এই সংকট এড়াবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও লক্ষ্য করে চলেছি যে প্ল্যান্টএর উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতটুকুও দরদ দেখাতে পারেন না। তারা গ্রো মোর ফুডএর নাম করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনেক টাকা পান। তার মধ্য দিয়ে তাঁরা এফরস্টেশনএর জন্য বনমহোৎসবের কাজ চালান। এই সেলস ট্যাক্স সম্বন্ধে ডাক্তার নারায়ণ রায় বলেছেন হাউসের সামনে যে এর ফলে অনেকগুলি ছোটখাট ব্যবসাদার বেশ ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে যে সমস্ত বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস, বড় বড় ব্যবসাদার নতুন নতুন ভূয়ো ফার্ম তৈরি করে এবং সেই ভূয়ো ফার্মের নামে ডিক্লারেশন দিয়ে সেলস ট্যাক্স অফিস থেকে নতুন নতুন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, সেলস ট্যাক্স নাম্বার নেন। তাই নিয়ে সেই ভূয়ো ব্যবসাদার কারবারের নামে মাল কেনেন। তার যে নিজস্ব স্থায়ী ফার্ম, সেই ফার্ম ভূয়ো ফার্মের কাছ থেকে মাল কিনে নেয়। যদিও সিংগল পয়েন্ট সেলস ট্যাক্স আলাদা থাকে সেগুলি চুরি করবার জন্য। এইভাবে তাঁরা নিজেরা সেলস ট্যাক্স থেকে বাঁচতে চান। বছরের শেষে হিসেব যখন হয় তখন দেখা যায় সেই ভূয়ো কারবারগুলো সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। এইরকম ভূয়ো ফার্ম বাংলাদেশে কতগুলি করে জন্মায় তার খবর আপনি রাখেন কি? সেলস ট্যাক্স অফিসাররাও তার খবর রাখতে পারেন না। কিন্তু ছোট ছোট ব্যবসাদাররা এইরকম ভূয়ো চোরাকারবারী ফার্ম তৈরি করতে পারে না। কারণ তারা ডবল এস্টাব্লিসমেন্ট বহন করতে পারে না। তার ফলে ছোট ছোট ব্যবসাদারদের উপর আঘাত পড়ে সব চেয়ে বেশি। পশ্চিমবাংলার সব ছোটখাট ব্যবসাদারদের আঘাত পড়া মানে জনসাধারণের উপর আঘাত পড়া। তারজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে জানাই তিনি যেন এ সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করেন।

একটু আগে আমাদের ফাইনান্স মিনিস্টার মহাশয় স্বীকার করলেন—যে সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ ২৮ কোটি টাকা দরকার। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন ব্যবস্থা করেছেন যে টেক্সটাইলস, সুগার ও টোবাকোর উপর ট্যাক্স ধার্য করবেন। তার মধ্য দিয়ে এক্সসাইজ ট্যাক্স, তার কনজাম্পশন ইত্যাদির যে ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে সেই কনজাম্পশনএর দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন ফিগার দিতে পারেন নাই। আমার কাছেও ফিগার নাই, টেক্সটাইল, সুগার, টোবাকোর ক্ষেত্রে ও অন্যান্য শেয়ার নেবার ক্ষেত্রে যা হওয়া উচিত নয় তাই হয়ে গেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ফাইনান্স কমিশন বলেছেন ৩ কোটি টাকার বেশি আয় হতে—যদি ঠিকভাবে সেলস ট্যাক্স আদায় করতে পারতাম, ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অন্যান্য ট্যাক্সের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারতাম। সেই শেয়ার দাবী করে কেন্দ্রে সেই তথ্য পেশ করা দরকার।

[7-15—7-25 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

স্পীকার মহোদয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে পশ্চিমবঙ্গে রাজস্বের আয়ে বিক্রয় করের অবদান সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে, এই বৎসর থেকে ১৯৫৮-৫৯ সালে সেলস ট্যাক্স নতুন গ্রান্টএর অধীনে এসেছে। এই গ্রান্ট-এ চারটি আইটেম দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই চারটি আইটেম রাজ্য

সরকারের দায়িত্বভুক্ত নয়। বিক্রয় কর মঞ্জুরীর আইনে কেবলমাত্র দুইটি রাজস্ব সরকারের দায়িত্বে আছে আদায় করার ক্ষেত্রে। যেমন বেংগল সেলস ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯৪১ ও ওয়েস্ট বেংগল সেলস ট্যাক্স এ্যাক্ট, ১৯৫৪ অনুসারে—দুই নয় তিনটি মোটর স্পিরিট সেলস ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯৪১ও আছে—এই তিনটি। এ ছাড়া আরো দুইটি আছে সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স এবং এক্সসাইজ ডিউটির একটা অংশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের যা পাওনা টেক্সটাইল, সুগার, টোবাকোর, এই বিভাগগুলি দেখলে দেখা যাবে যে আপেক্ষিকভাবে এক দিক থেকে আনুপাতিক হারে এই রাজ্য সরকারের আয় কমে যাচ্ছে। উদাহরণ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে এই ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট এস্টিমেট যদি দেখেন তাহলে বেংগল সেলস ট্যাক্স এ্যাক্ট, ১৯৪১ অনুসারে যে পাওনা তা হচ্ছে ৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। ওয়েস্ট বেংগল সেলস ট্যাক্সএর পাওনা ৫০ লক্ষ টাকা এবং মোটর স্পিরিট সেলস ট্যাক্স অনুসারে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, এই তিনটি পশ্চিমবংগ সরকারের আদায় করার দায়িত্ব। পশ্চিমবংগ সরকারের বিক্রয় করের মধ্যে ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা আদায় করার দায়িত্ব। এ ছাড়া পশ্চিমবংগ সরকার পাবে সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স থেকে এক কোটি টাকা এবং এক্সসাইজ ডিউটি হিসাবে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ মোট ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। এখানে দেখতে হবে যে রাজ্যসরকারের অধীনে বিক্রয় কর যেগুলি তার আয় কমেছে না বেড়েছে। আমরা চাচ্ছি বাড়ুক। কি হিসাবে—জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বাড়িয়ে নয়, নতুন সেলস ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়ে নয়, এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যে সমস্ত ফাঁকগুলি আছে তা বন্ধ করে হতে পারে, প্রপার্লি ট্যাক্স ইভেশন বন্ধ করলে হতে পারে। এবং তাহলেই আমাদের আয় বাড়তে পারে। ১৯৫৬ সালের একচুয়াল আয় হচ্ছে ৬ কোটি ৫২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা, ১৯৫৭ সালে একচুয়াল আয় ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। কেন বাবদ এই কথাগুলি বলছি সেটা হচ্ছে ১৯৪১ সালের আইন অনুসারে যে আদায়, যেটা ঐ লাল বইতে আপনি পাবেন। কিন্তু ১৯৫৯ সালের এস্টিমেটএ সেই জায়গায় দেখছি ৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আয় হবে। কেন কমলো—আমি জানি ডাক্তার রায় জবাব দেবেন টেক্সটাইল যেটা ছিল ১৯৪১ এ্যাক্টএর মধ্যে, যেহেতু সেটা বাদ চলে গিয়েছে কাজেই সেলস ট্যাক্স কমে গিয়েছে। কিন্তু সেটা একসাইজ ডিউটি হিসাবে আসছে। তাহলে এটা কমলো কেন? ১৯৫৭ সালে ১৯৪১ এ্যাক্ট অনুসারে একচুয়াল হল ৮ কোটি ৩৫ লক্ষ ৪৪ হাজার, আর এখন এই ১৯৫৯ সালে একচুয়াল হল ৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। এটা কেন দেখানো হল।

কম করে দেখালেন? মোটর স্পিরিট—আপনি জানেন—মিস্টার স্পীকার, স্যার, মোটর স্পিরিটএ সেলস ট্যাক্স দ্বিগুণ করা হয়েছে। ডিজেল অয়েলএ কোন ট্যাক্স ছিল না নতুন করে ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে তাতে মনে হয়েছিল আগে যে সেলস ট্যাক্স আদায় হত এবার তার অন্তত ডাবল হবে, পেট্রলএ দ্বিগুণ করলেন, ডিজেলএ নতুন করে বসালেন ট্যাক্স, কিন্তু কালেকশন দ্বিগুণ হবে না। হিসাব দেখুন কি দাঁড়াচ্ছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালে একচুয়ালস ১ কোটি ৫২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, আর ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট এস্টিমেট ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ যতটা বাড়ল ৭০—৫২=১৮ লক্ষ কমে সাড়ে ১৭ লক্ষ বাড়ল অথচ রেট অব ইন্সিডেন্স অফ ট্যাক্সেশন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। আমার জিজ্ঞাস্য এটা কেন? কেন এই জিনিস হল? কারণ দু জায়গায় ফিগার আমি যা পেয়েছি, লাল বইয়ে এটা পরিষ্কার আছে, কস্ট অফ কালেকশন প্রপোরশনেটলি বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু টোটাল কালেকশন বাড়ল না। কস্ট অফ কালেকশনএর দিকে দেখুন ১৯৫৫-৫৬ সালে কস্ট ছিল ২১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে ২৬ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালে এস্টিমেট দুটো জুড়িয়ে আদার ট্যাক্সেস এ্যান্ড ডিউটিজ এ্যান্ড সেলস ট্যাক্স ৩৭ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, এখন আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি এ দুটো জুড়ালেন কেন? কাল শুনেছি এ বছর সেলস ট্যাক্সএর বাজেট আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আদার ট্যাক্সেস এ্যান্ড ডিউটিজ এ্যান্ড সেলস ট্যাক্স বৃদ্ধি ধরেছেন। একই জিনিস আসবে সুতরাং দেখা গেল ১৯৫৬-৫৭ সালের তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সালে ৮ লক্ষ টাকা খরচ বেড়ে গেল। এখন ডাক্তার রায় প্রায়ই বলেন এবং তিনি রাগ করে বলে থাকেন যে আমরা খরচের দিকে কেবল তাকাই—আয় বৃদ্ধির দিকে দেখি না। যেটা আমরা দেখেছি। প্রথমতঃ কিভাবে বিচার করবো। আমি মনে করি বৃদ্ধি কখনো এ্যাবসলিউট ফিগার দেখে নয়, পারসেন্টেজ দেখে পাই। এত ব্যয় হল, ব্যয়ের পারসেন্টেজ,

ব্যয় বৃদ্ধির কত, এত আয় ছিল এত আয় হল, পারসেন্টেজ কত এই আলোচনা করে এ্যাবাউট ডাবল আয় বৃদ্ধি হয় আর এ্যাবসলিউট ফিগার দেখুন কি দাঁড়ায়। ১৯৫৬-৫৭ সালে ডাবল কালেকশন ১৭ কোটি ১৯ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা, যখন সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স ছিল না ১৯৫৬-৫৭ সালে। ১৯৫৮-৫৯ সালে বাজেট এস্টিমেটে আমরা দেখছি আদার ডিউটিজ—৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৫ হাজার, সেলস ট্যাক্স ১০ কোটি মোট দাঁড়ায় ১৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৫ হাজার এর থেকে বাদ দিই ১ কোটি টাকা সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স তাহলে দাঁড়ায় ১৬ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৫ হাজার —অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালের তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সালে—৬৫ লক্ষ ৫৪ হাজার কম হয়ে গেল। কিন্তু খরচ বেড়ে গেল ৮ লক্ষ টাকা আর কালেকশন কমল ৬৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। একে কি বলে এফিসিয়েন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, টাইটেনিং আপ বলে কি? আপনিই বিবেচনা করে দেখুন দু টাকা আয় বাড়াবার জন্য ১০ টাকা খরচ করে থাকেন এবং অর্থনীতির যেকোন ছাত্র থেকে এটা জানা যেতে পারে ক্যাননস্ অফ ট্যাক্সেশনএর, এটা প্রফিটেবল কালেকশন কিনা? ট্যাক্স ধার্য করলেই হবে না। ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে প্রফিটেবল কিনা এটাই দেখা দরকার। আপনাদের কালেকশন চার্জ বেড়ে যাচ্ছে, আয় কমে যাচ্ছে।

[7-25—7-35 p.m.]

দ্বিতীয় জিনিস, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে সেন্ট্রাল একসাইজ ডিউটির শেয়ার হিসেবে আমরা পাচ্ছি ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, কি কারণে? টেক্সটাইল, টোবাকো, সুগার, রাজ্য গভর্নমেন্ট থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে, সেইজন্য তার এক্সাইজ ডিউটির অংশ হিসেবে আমরা পাচ্ছি ঐ ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। তাহলে প্রমাণ হল ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা আদায়ের কাজ বর্তমানে নাই, অর্থাৎ রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের এই কাজ করতে হচ্ছে না, এই কাজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কর্মচারীদের করতে হচ্ছে। টোটাল যেখানে ৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, সেখানে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বাদ দিলে আয় কমল, সুতরাং কর্মচারীর সংখ্যা, অফিসারদের সংখ্যাও কমানো দরকার। আদায় কমে গেল, যেটা আদায়ের দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিয়েছিলেন সেটা আদায়ের জন্য এখন কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী। সেখানে ত স্টাফ কমাতেই হবে। ওয়ান-থার্ড টাকা আয় কমে গেল কিন্তু অফিসার কমার বদলে বাড়লো—তাহলে রাজ্যসরকারের স্বভাবতই খরচ বাড়বে। এই আয় কমার হিসেব না দেখিয়ে ব্যয়ের হিসেব দেখিয়ে গেছেন। আমার মনে হয় অর্থমন্ত্রীর এদিকে নজর দেওয়া দরকার। সত্য সত্যই তিনি যদি এ বিষয় দেখেন তাহলে অনেক আয় বেড়ে যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে।

আর একটা কথা বলব আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে, এই বিক্রয়করের ব্যাপারে অনেক ট্যাক্স ইভেশন হয়—তা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানেন না এমন নয়। কিন্তু জেনেও তিনি কি চেষ্টা করেছেন সেটা বন্ধ করবার জন্য দয়া করে আমাদের বলবেন কি? ইনকাম ট্যাক্সের যদি কোন কাগজপত্র থাকে, তবে সেলস ট্যাক্স ধার্য করবার সময় তা এনে নেওয়া যায়, সেটা নিয়ম আছে। লাস্ট ইনকাম ট্যাক্স ইনভেস্টিগেশন কমিশনএর কাছে ৩টি কোম্পানি স্বীকার করেছে, ইনকাম ট্যাক্স ইনভেস্টিগেশন কমিশনএর রিপোর্টের মধ্যে আছে যে সেলস ট্যাক্স মারফত তারা গভর্নমেন্টকে ঠকিয়েছে। কেজরিওয়াল, ওরিয়েন্টাল পেপার মিলের সোল এজেন্ট, তার সম্বন্ধে কমিশন বলেছেন ২৪ লক্ষ টাকার সেল সাপ্রেস করেছে। এর উপর যদি ট্যাক্সেশন হত, সেলস ট্যাক্স বাবদ হিউজ এ্যামাউন্ট আসত। সে টাকা আদায় করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করেছেন? ওরিয়েন্টাল পেপার মিলস সম্বন্ধে কমিশন নিজে বলেছেন—দু কোটি টাকার সেলস সাপ্রেস করেছে। মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি—কি চেষ্টা তিনি করেছেন সেটা আদায় করবার জন্য?

তারপর কেশোরাম কটন মিলস, সেখানে কমিশন নিজে ৭৫ লক্ষ টাকা বাড়তি ট্যাক্স এদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন সেলস সাপ্রেস করেছিল বলে; আমি জিজ্ঞাসা করি যেখানে এই ট্যাক্স ধার্য হল সেখানে রাজ্য সরকার কি করেছেন? এখনি মন্ত্রী মহাশয় রেগে গিয়ে বলে উঠবেন, এসব মাড থ্রোইং, আমি বলব এ মাড থ্রোয়িং নয় এসব প্রশ্ন আমাদের তুলতে হচ্ছে, কারণ

We are interested in the financial condition of the State.

যদি বড় লোক বলে বির্লা কোম্পানী বলে এই জিনিস হতে পারে তাহলে ডিপার্টমেন্টের মোরেল

থাকবে কেন? এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর মোরেল থাকবে কেন? আর করাপশন দূর করবেন বলে, যে বলে থাকেন তা কি হবে? এই ওরিয়েন্ট পেপার মিলস, কেজরিওয়াল ও কেশোরাম কটন মিলের ব্যাপার আমি যে কাট মোশন দিয়েছি—তাতে উল্লেখ করেছি। সরকারের সেগুলি এখন আদায় করার ক্ষমতা আছে কি না, বা বোর্ড বাই লিমিটেশন হয়েছে তা জানি না। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ইনকাম ট্যাক্স ইনভেস্টিগেশন কমিশনএর রিপোর্ট দেখেন নি--আমি বিশ্বাস করি না। সেই রিপোর্ট দেখার পর তিনি এই সেলস ট্যাক্স উদ্ধারের কি চেষ্টা করেছেন বলে আমরা বাধিত হব।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, my friend Sj. Subodh Banerjee, as usual indulges in some amount of casuistry. I do not know where he has collected his figures from. He thinks that only three of these taxes mentioned in Grant No. 8 are collected by the State Government and the fourth one is not collected by the State Government. He is entirely wrong. I have come here demanding for expenditure for the Department of the Commercial Taxes one of whose duties is to collect sales tax under the Central Sales Tax Act of 1956. He has questioned "why is your collection going down?" I do not know how he collected his figures. Let me give him the actuals of 1957-58 as has been given to me just now. The total collection for the year on all these heads, viz., sales tax, motor spirit sales tax, jute tax, entry tax, etc., is Rs. 15,72,97,565. To this is to be added the amount that we get on account of the excise duty imposed by the Government of India on tobacco, sugar and textile, the total of which is given in the Red Book as 3 crores 35 lakhs. The total amount of Excise duty that has been collected in the year 1957-58 is 96 lakhs. It will be 3 crores 35 lakhs in the year 1958-59 because the Central excise duty has been imposed only late in 1957. The total would therefore come up to 19 crores. Where is the loss in the income? Again, as usual, my friend Sj. Banerjee referred to something happening in Kesoram and said that because there is Birla, something has happened there. If he is really sincere about finding out the actual state of affairs with regard to a particular industry, all he needs to do is to send me a note beforehand. But what he wants to do is to show off his knowledge in a particular branch so that the Press can report it and before I can find out and get the proper facts, he thinks the mischief is done. That sort of propaganda would not help him or anybody.

I will now take up the points raised by other members. Sir, Dr. Narayan Ray raised certain points but I am sorry I could not follow his speech. It may be, as I said before, that my hearing is getting defective but I could not follow most of the incidents that he mentioned, viz., Leslie Motors, fruit dealers, etc. I would repeat what I have said just now when replying to my friend Sj. Subodh Banerjee. If you really want to be sure that things are carried on in a proper way in this department of the Government, if you would only give me these items beforehand, I could give you the exact answers. Now, if you throw upon me things about fruit dealers, about anti-corruption, about this and that, how can I give you the answer? I have not got the facts with me.

I shall now take up the points that have been raised by other honourable members regarding single-point and multi-point tax. I have already dealt with that previously but I think it is better to repeat. This matter was very thoroughly investigated by the Finance Commission. Ours is a single-point tax. Several States have a multi-point tax. For instance, in Bombay, for textile they would charge the taxation on three different occasions.

[7-35—7-45 p.m.]

Therefore in order to plug the opportunities of evasion one step we took with the permission of the Legislature was to have the first point sales tax. Secondly, the places where evasion used to take place very widely namely in the cases of textiles and sugar and those have been taken over by the Government of India. Sir, it is true that in other States—Madras, Mysore, Bombay—they levy a first point tax or as has been stated by Shri Sunil Das, they have high rates on luxury goods, differential tax procedure. The Government of West Bengal have only put in the first stage sales tax on cigarettes in replacement of retail sales tax in order to reduce the evasion. The difficulty is that we have laid down certain principles on the basis of which only we can put in the first point sales tax more or less at the source namely that the tax that we put in is not a raw material. Secondly that the manufacturers and importers are not too many and are generally well-established parties so that they cannot easily disappear. For instance, if you are thinking of cigarettes it is all right because there are only a few manufacturers who manufacture or importers who import but if you are thinking of tobacco used by the *biriwallas*, it is almost impossible for us to control them and therefore we do not put them under sales tax. Thirdly, if the commodity is exported out of the State the manufacturers should themselves be exporters and not middlemen and fourthly, the imports if any should be canalised so as to admit of definite check. These principles were examined by the Finance Commission and they felt that there is a limited use in this country of the first stage single-point tax.

The next question that has been raised is about seeds and plants. Of course this is a hardy annual, not annual grant, but hardy annual argument. Every year the same question is asked and every year we have got to answer in a similar manner. Sir, here in this State seeds of edible grain, of oil seeds, mustard seeds, etc., are exempt from sales tax. Agriculturists receive seeds for money crop like oil, jute, cotton and available seeds from the crops harvested by themselves or purchase from villages under registered dealer or from the Director of Agriculture without payment of any sales tax. The levy of sales tax on seeds other than those of edible grains and oil seeds neither affect the agriculturist nor has any repercussion on Government programme for increase of food production as has been suggested a little while ago. Regarding flowers and plants it will be noted that these items are generally bought according to our investigation from the nursery by the well-to-do people and they can afford to pay a small tax.

Sir, the argument has also been put down as in other years—why don't you take away the tax on books? There are books of different types. I have said before—and I repeat the argument again—that out of the total student population of Bengal, 31 lakhs 85 thousand, primary school students account for 23,21,396. Therefore, a very large majority of students purchase their books in the primary stages tax-free. The remaining student population in the secondary schools and colleges always do not come from the rural society. What we have thought is that since life is a mixed affair, we have got to collect money but we can always give to the poorer students help in other directions. The Education Department has been pressing us to provide for free education up to the eighth standard in the rural areas for girls—we have got to do it. They have also got an elaborate system of providing for free studentship and scholarship. How is that money to come? If you take away the tax on book, rich boys and poor boys are placed on the same category. The prinicple that we

follow is that we allow certain monetary help in the case of poor boys reading in schools. Again, important religious books bought by masses are exempt from sales tax—books like Hindus' Vedas, Upanishad, Ramayana, Mahabharata and Muslims' Quoran, Hadis and various other books. (Sj. Sunil Das:

বর্ণ পরিচয়, ধারাপাত, সেগুলো তো ট্যাক্স-ফ্রি নয়?)

Paper and pencil cost the students very little and by exemption they practically do not get any benefit. Among medicines, quinine is exempt from sales tax but now-a-days there are some drugs which are very expensive and a man who can pay Rs 30 for a particular drug, he may as well pay a little more for the sales tax to purchase the same.

I want to emphasise one point in which we differ from other States, namely that we exempt from sales tax all daily necessaries of life—cereals, pulses, flour, *atta*, bread, fish, meat, vegetable, egg, molasses, *gur*, milk, kerosene oil, matches, mustard oil, fertilisers, etc. The exemption list is widest compared to other States. I have got here the budget of other States—Madras, Andhra, Kerala, etc. They exempt practically nothing. Kerala taxes kerosene oil, mustard oil, cereals and pulses including all kinds of rice, gram, sago, bread, flour including *atta* and *maida*, fertilisers which are exempted in this State. The total collection charges in this State, I may mention, is the lowest in the whole of India. According to the latest figure, 1957-58, collection charges are only 1.5 per cent. which is a very small figure. If you look at the other States you will find that they vary from 6 to 7, even more in Delhi and other States; whereas ours is 1.5.

Now, Sir, I have got one more point to mention and then I finish, namely, the question of ready-made garments. This matter was brought before us and we had long discussions with the dealers. There are two types of dealers who deal in ready-made garments—the unregistered dealer and the registered dealer. The unregistered dealer is a person who does not manufacture more than Rs 10,000 worth of goods in the course of the year. These are the real poor class of those who make ready-made garments

[7-45—7-57 p.m.]

The registered dealers generally are those who deal with much higher figure and they naturally cannot be classed in the same group as the unregistered dealers. Now we have tried to calculate thus: if a person, take for instance, an unregistered dealer before the 14th of December, 1957, wanted to buy a coarse piece of cloth and prepare a shirt, let us say one rupee a yard, he would have to pay 28 125 as the excise tax and 15 nP. as the sales tax, the total being 43.125. Today the unregistered dealers pay only 27 which is almost half of what the unregistered dealers used to pay before. For the medium type of cloth they used to pay 67.5 nP. before; now they pay 30 nP. For fine cloth they used to pay 93.75; now they pay 75 nP. For superfine cloth which an unregistered dealer used to deal with he used to pay 120 nP.; now he pays only 105. Therefore, on every type of cloth which an unregistered dealer makes garments of he has to pay less tax after 14th December, 1957, than before, because sales tax has been withdrawn. When you come to the registered dealer except in the case of coarse cloth where the actual payment is from 28.1, you will see that the registered dealers did not pay sales tax before. Neither do they pay now. But the registered dealer used to pay 28.125; for the

same one shirt, now he pays 27. In the case of medium cloth he used to pay 37.5, he pays now 39. In the case of fine and super-fine he used to pay 56; now he pays 75. And for super-fine he used to pay 75; now he pays 105. It will thus be seen that while the unregistered dealer is better off under the new system than the registered dealer, the registered dealer naturally suffers. Most of those men who came to see me were middle-class men, that is to say, they used to purchase cloth, cut it into coarse garments, and then sell them through the ordinary small dealers, who are unregistered dealers. I did not see any reason why we should interfere where it is a question of the rich men or the comparatively richer men having to pay a little more, because it is our duty to see that the tax sources are increased. Sir, recently I made a survey with some important merchants who deal in garments and we found that imposition of this tax has not increased the prices of ready-made garments after 14th December, 1957. It is true that a suggestion has been made by them that we may have separate types of taxes for ready-made garments. As you know, we do not charge any sales tax for handloom cloth. Now if a small dealer makes a shirt of handloom cloth he is only to pay sales tax on the commodity which he purchases. It is not a question, as I have put before, of double taxation. The tax or the excise duty which the Central Government imposes is not an excise duty which we impose. When I said there should be no double taxation previously, I meant this that one particular commodity which has been taxed once should not be taxed again, as I found that has been the case in Bombay.

Pure silk is not subject to excise duty, according to the Government of India Act. Therefore, a garment made from pure silk has to pay only sales tax on the particular commodity which is being sold. I find from an estimate that has been made by the Commercial Tax Commissioner that we might be able to realise Rs. 30 lakhs a year from the sales tax on ready-made garments. It has been argued that the unregistered dealer in ready-made garments will escape sales tax altogether and only the registered dealer will have to bear such tax. That has been deliberately done because, I think, a trader who does not even sell or manufacture goods worth more than Rs. 10,000 a year should be treated differently from a person who manufactures goods worth more than Rs. 10,000 a year.

Sir, I think I have answered all the points that have been raised in the House. I hope that my demand will be accepted by the House and all the cut motions will be rejected.

Mr. Speaker: I am putting all the cut motions *en bloc* to vote except No. 10.

The motion of Sj. Saroj Roy that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Deben Sen that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Panchanan Bhattacharjee that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 8, Major Head. "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Dasarathi Tah that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Sj Subodh Banerjee that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head· "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sunil Das that the demand of Rs. 16,21,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—49.

Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Sj. Radhanath
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Chaitan
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
..ndak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj Dasarathi

NOES—133.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra

Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Dhirendra Narayan
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Saha, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Shukla, Sj. Krishna Kumar
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 49 and the Noes 133, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 16,21,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 8, Major Head: "12A—Sales Tax" was then put and agreed to.

Adjournment.

The House was then adjourned at 7-57 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 24th June, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 24th June, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 212 Members.

[3—3-10 p.m.]

Guillotine time

Mr. Speaker: Before the day's work begins I have to make an announcement. Today is the last date for the voting of demand for grants. There are as many as 16 heads of demands under which no fewer than 92 cut motions are still there for disposal. In conformity with the previous practice I fix that the House will sit today up to 7 p.m. and I also fix that the guillotine will fall at 6 p.m. Thereafter I shall put all outstanding questions without any debate. I hope the members on both the sides will try to be brief in their speeches so that the business may be finished before the time for guillotine arrives.

Personal Explanation

Sj. Mahendra Nath Mahata: On a point of personal explanation, Sir, আমার এগেনস্টে কতকগুলি পার্সোনাল অ্যালিগেশন করা হয়েছে। আমি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর চেয়ারম্যান হওয়ায় তিনি কতকগুলি কথা বলেছেন যে, আমি নাকি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর টাকা নষ্ট করেছি। আমি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডএর চেয়ারম্যান হবার পূর্বে যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি ওদেরই লোক। তিনি দুই লক্ষ টাকা দেনা ক'রে যান। সেই দুই লক্ষ টাকা আমরা শোধ করেছি।

Mr. Speaker: You kindly deny the allegations, that's all.

Sj. Mahendra Nath Mahata:

অধিকন্তু আমি নাকি আমার ভাইপোকে চাকরি দিয়েছি। একথা একেবারে অসত্য, কারণ আমরা আজ প্রায় ৩৫ বৎসর যাবৎ পৃথক হয়ে আছি। অধিকন্তু আমি একজন ল-ইয়ার, আমার আইন জানা আছে। আমরা সব সময় লোয়েস্ট টেন্ডার যে দেয় তাকে কাজ দিই। এ ব্যাপারে করাপশন থাকায় আমরা ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারকে সাসপেন্ড করেছিলাম, একথা নারায়ণবাবু জেনেও এই হাউসএর সামনে তিনি অসত্য কথা বলেছেন।

Demands for Grants.

Mr. Speaker: So far as the business of the House for the day is concerned, Dr. B. C. Roy will first move 'Other Taxes and Duties'. I am told that there will be no opposition member to speak thereon. So immediately thereafter we shall take up 'Jails', 'State Trading Corporation' and then 'Veterinary'. Thereafter if we have any time at our disposal, other items may be taken up. In any case, all debates will have to be finished before the guillotine and therefore if honourable members want to speak on these demands, I would request them to stick to the time that I shall recommend for them and they should curb the length of their speeches accordingly.

Major Head: 13—Other Taxes and Duties

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 7,10,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 9, Major Head: 13—Other Taxes and Duties".

(Rs. 3,55,000 has been voted on account.)

Of the total demand for grants under this head, viz., Rs. 10,65,000, Rs. 5,60,000 represents charges under the Electricity Acts, and what are those charges? They include expenses connected with the administration of the Indian Electricity Act, for instance, charges connected with examination of the Electrical Supervisors' certificates and workmen's permits, charges connected with the administration of the West Bengal Lifts and Escalators Act, 1955, and the Bengal Electricity Duty Act, 1935 The balance of Rs. 5,05,000 represents the cost of collection of Entertainment Tax and Betting Tax as well as charges for the collection of tax under the West Bengal Taxes on Entry of Goods in Local Areas Act.

The cost of administration of the Electricity Duty Act is Rs. 2,56,000 against a collection of Rs. 2,34,00,000, so that under this Act the cost of collection is about 1 per cent.

The entertainment tax is administered in the districts by the Collectors and in Calcutta by the Collector of Stamp Revenue. For the entertainment tax, the demand for grant is Rs 1,18,500; the revenue is Rs. 1,38,00,000; the cost of collection is .9 per cent.

The Betting Tax is collected by the Calcutta Turf Club on receipt of a sum of Rs. 10,000. For the betting tax the demand for grant is therefore Rs. 10,000 against a collection of Rs. 61,00,000, the cost of collection being .6 per cent.

Entry Tax Act is administered by the Commissioner of Commercial Taxes, and for this tax the demand for grant is Rs. 3,76,500 against a collection of Rs. 2,55,00,000, the cost of collection being 1 5 per cent.

Sir, these are all very important sources for the revenue of the State.

With these words I move that the demand be accepted.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 7,10,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 9, Major Head: "13—Other Taxes and Duties", was then put and agreed to.

[3-10—3-20 p.m.]

Major Head: 28—Jails and Convict Settlements.

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 62,50,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements".

(Rs. 31,25,000 has been voted on account.)

Sir, will you please allow me to speak a few lines about the activities of my Department? I need not recapitulate all the activities and reforms that have been introduced in my Department. I hope all the members know them by this time, especially my friends opposite who have a tendency to

launch political movements here and there often and on and often do they court imprisonment. So they have personal experience about the activities and the reforms that have been introduced in the jail. So I need not waste the time of the House by giving other details at length.

Sir, the present policy of the administration of this department is to reclaim an offender by humane and sympathetic attitude of the officers and all concerned. This aspect has been accepted by my officers and they especially know their duty that they will have to be their best friends and guides for reclamation. For this task we have sent 14 officers to be trained up in the Correctional Administration in the Jail Training School at Lucknow and we have already sent 3 probationary officers and one Jail Officer to the Tata School of Social Science, Bombay. We have a mind to send more but I know until and unless the officers get every sympathy from the inmates especially from the members on the opposite when they discuss and criticise my department they won't be able to deliver the goods. I can claim that my officers deserve thanks from everybody concerned for the tremendous task they are doing now and continuing for days and years together. We have also a scheme for training of warders. We are trying to train them in humanitarian work they are going to do. The warders who are the pillars of the jail administration sometimes lose temper under extreme provocation which they should not do. I know there are a few cut motions on them also but I do realise that under the provocation, and the pressure of work they have to do for days and months together it is but simply natural for them which I hope they will never do again.

Sir, the Probation System which was passed in this House in 1954 enabling the offenders to be kept in their homes under the supervision and care of certain Probation Officers is working very well. I may tell you, Sir, that the work load is now 40 to 50 cases per officer at a time. This system has two advantages—one advantage is this that the expenditure is less than if these offenders are sent to jail and the second advantage which is very valuable is that the chances of contamination is absent if they are kept at home on probation. This probation system has only been applied to Calcutta and its suburbs and some districts like Burdwan, Hooghly and Howrah where this probation system is working. We propose to introduce this system in certain other districts especially where there are industrial population.

Sir, now we have appointed one Chief Probation Officer and under him 8 Probation Officers are working and I can assure you that they are working quite well.

Sir, the next thing that I will mention is the temporary release under the Prisoners (West Bengal Amendment) Act, 1955. This will help reformation in the long-term cases where the prisoners have to pass at least 8 or 10 years in the drudgery of jail life. It helps them quite a lot and it has a soothing effect on them when they go back to join their families at least for a month.

The next thing which I would like to point out is this: that jail industry is flourishing quite well. You know, Sir, that when these inmates go back from the jail, the society refuses to accept them, and with the stigma and the stamp of a jail life it becomes very difficult for them to find any job anywhere. So while they are in jails—8 to 10 years usually in the long-term cases—this is the period when they can be trained up. After training when the convict goes out, he finds a gainful employment in the society. So he is trained in different trades, in arts and crafts and he is paid wages while he works in the jail. For the full-load his wage is six annas and for

the additional hours he is paid two annas per hour. Sir, this system has a great advantage. Whatever he earns he can spend on himself while he is in jail, and if he desires, he can send money to the family dependents who are bereft of all help from the society. These prisoners feel very glad if they can send their money which they earn by their hard labour to their dependents. So, this is one advantage that they can send money if they like while they are in jail. The extra advantage is this that when a prisoner is released, he is given that money which is acounted for him while he is in jail. At the time of his release he gets the full amount, and he goes back with a sense of security in his mind that he can find any employment or if he wishes, he can carry on his own trade out of the wages he has earned.

The next point and the most dignified thing is this—humanity and his sense of prestige is honoured when he is paid wages. Who selects the trade for him? There is a Selection Centre in the Alipore Central Jail. There is a psychologist along with his assistants who examines all the long-term convicts and he suggests trade as an occupational therapy. This line of action is followed while he is in jail, and he is put to such trade which would help him in reclamation and reformation. The welfare officers are there to help him in solving his personal problems and the welfare officers will cost Rs. 1,400 for the next few months.

Sir, the Panchayat System which has been working in tune with the modern democratic principles outside the jail bars is working very well in all the Central and some of the Districts Jails. The Panchayat members are there. They are the elected representatives. They look into various problems. They have to work sometimes during the jail life with other convicts of the jail, and sometimes they have to look after the sanitation, and cooking arrangements and also distribution of food inside the jail.

About health and sanitation there is a lot of improvement which has been done. In Suri Jail there are now 30 T B beds along with a specialist who is a whole-time worker with four assistants and nurses specially trained for this task. In Midnapore also there is a special Ward for leprosy patients who are confined to this special Ward in Midnapore. You know, Sir, that in Midnapore, Burdwan and Bankura leprosy patients come sometimes as prisoners. So we have made arrangements for confining them in the special Ward. In the Alipore Central Jail for specialist treatment two Wards have been converted into Special Wards for treatment of special cases, and specialists are sometimes invited to look into the cases whenever there is a necessity. Convicts are collected here from all over the Districts for special treatment.

About sanitation I must say—some of my friends have given me notice about it—that service latrines are gradually being replaced by sanitary latrines, and the cost of the hospital will amount to Rs. 4 lakhs 70 thousands for the remaining eight months. The cost of sanitation will be 1 lakh 45 thousand in 1958-59.

Sir, I have come to the end of my speech. You know the compulsory adult education scheme is there, primary education scheme is there, the library is there which gets a grant of Rs. 1,700 every year to get new books. I do not like to take the time of the House any more.

[3-20—3-30 p.m.]

I will tell the House everything when I reply.

Sir, with these words I move my grant and hope that it will be accepted.

[**Mr. Speaker:** I take it that all the cut motions are moved *en bloc*.]

Sj. Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs 100.

Dr. Bindabon Behari Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 16, Major Head "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs 100

Sj. Bejoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 16, Major Head "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs 100

Sj. Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 16, Major Head "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs 100

Sj. Haridas Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs 100

Sj. Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs 100

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100.

Sj. Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100.

Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100.

Sj. Niranjan Sengupta:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গেল বার এই বিধানসভায় জেলের ব্যয়বরাদ্দ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা হয়েছিল এবং তখন জেলমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে, জেলের ভেতর সংস্কারের বহু জিনিস রয়েছে। আপনি বলেছিলেন যে আপনারা সব পুরানো চশমা দিয়ে না দেখে নূতন চশমা দিয়ে দেখলে দেখবেন যে অনেক নূতন জিনিস হয়েছে। তারপর এবার উনি ও'র বক্তৃতাতে কি কি করেছেন তার একটা লিস্ট দিলেন। অবশ্য গেল বার তাঁর বক্তৃতার পর আমার জেলে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল বলে দু-একটা কথা বলছি। সম্প্রতি ব্যারাকপুরে সাব-জেলে যে একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা বলব। গত ২৩এ এপ্রিল আমাদের পার্টির একজন কমরেড শ্রীমোহিনী দাস রিফিউজি আন্দোলনের জন্য জেলে গিয়েছিলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকার পরে তিনি শুনলেন যে, সেই আন্দোলন উইথড্র করা হয়েছে এবং তাঁকেও তখন ছেড়ে দেওয়া হবে। সাব জেলটা খুব ছোট জেল। তিনি জেল ওয়ার্ডারকে অনুরোধ করলেন সেই ওয়ার্ডের গেট খুলে দিতে কেন না তিনি জেল অফিসে যাবেন। জেলের সেই ওয়ার্ডারএর সাথে এই নিয়ে তাঁর কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়েছিল বলে দরজা খুলেই সেই ওয়ার্ডার দরজা তাঁর উপর দমাদম পিটুনি আরম্ভ হল, অত্যাচার হল। সেখানকার দুজন ওয়ার্ডার তাঁকে খুব পিটলো। মোহিনী দাস এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে দরখাস্ত করেছিলেন ২৮এ এপ্রিল ১৯৫৮ সালে এবং তিনি উত্তর না পাওয়াতে রিমাইন্ডারও দিয়েছেন। তারপরে তাঁকে জানানো হয়েছে যে তদন্ত হচ্ছে। সংস্কার যে কিছু হয়েছে এটা আমি অস্বীকার করব না। বৃটিশ আমলে যা ছিল এখনও তার হুবহু বহু কিছু যে আছে একথা আমি বলব না। কিন্তু সংস্কারের পরে ১৯৫৮ সালে যদি কোন রাজবন্দী জেলের ভেতর এইরকমভাবে মার খান এবং অপরাধীর আজ পর্যন্ত যদি কোন শাস্তির ব্যবস্থা না হয় তা হ'লে পরিবর্তন যে হয়েছে এটা আমি বলব না। জেলমন্ত্রী মহাশয়া কি উত্তর দেবেন? তারপর আর একটা কথা আমি গেলবারে এই ফ্লোরে বলেছিলাম, কিন্তু তার কোন প্রতিকার আজ অবধি হয় নি। অর্থাৎ মেদিনীপুর সম্বন্ধে আমি যখন বলেছিলাম তখন আমাকে সে সম্বন্ধে আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলে কতকগুলি কন্ডেমড জায়গা আছে। সেখানে ইস্ট সেল ও ওয়েস্ট সেলএ ১০০টা সেল আছে। ইস্ট ও ওয়েস্ট নামে যে সেলগুলি সেখানে কয়েদীদের নির্যাতনের জন্য পাঠানো হয়। জেল এনকোয়ারী কমিশন বলেছিলেন যে এই দুটোকে ইমিডিয়েটলি কনডেম করে দেওয়া হোক। অতএব এই দুটো হয়তো আর ইউজ করা হবে না। মন্ত্রিমহাশয়া গেলবারে এখানে বলেছিলেন যে তাঁরা আর ইউজ করবেন না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলে পূর্ব ডিগ্রি এবং পশ্চিম ডিগ্রি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সেখানে জেল কর্মচারীদের বা জেল অফিসারদের যারা চক্ষুশূল হয় তাদেরই সেখানে পাঠিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। ঘানি বন্ধ করা হয়েছে এটা ঠিক, কিন্তু মেদিনীপুর জেলে ঘানির মতন আর একটা জিনিস আছে। সেটা হচ্ছে কুয়ো থেকে জল তোলা। এটা ঘানি থেকে কম কষ্টকর নয়। ঘানি যেভাবে মানুষ দিয়ে চালানো হত কুয়ো থেকে সেই-ভাবে জল তোলা হয়। আমি জানি না মিসেস মুখার্জি সেখানে এটা দেখেছেন কিনা এবং যদি দেখে থাকেন তাহলে নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে এটা খুব কষ্টকর প্রয়াস। এটাকে বর্জন করে মেকানিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট করা উচিত। জেলের ভেতর এইভাবে কয়েদীদের দিয়ে জল

তোলা কেন হচ্ছে তা আমি বুঝি না। সেই জায়গায় মেকানিক্যাল ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। তারপরে আর একটা কথা—মেদিনীপুর জেলে একটা সিস্টেম আছে কয়েদীদের দিয়ে রাত্রে চীৎকার দেওয়ান হয় যে অমুক উপস্থিত আছ কিংবা অমুক নম্বর ঠিক আছ কিনা ইত্যাদি এবং যে নিয়ম অন্য জেলে নেই। সেই বৃটিশ আমলের জিনিসগুলি মেদিনীপুর জেলে এখনও ঠিক ভালভাবে রাখা হয়েছে। কেন যে এই জিনিস বন্ধ হয় নি সেটা আমাদের কাছে অবোধ্য। মন্ত্রী মহোদয়া যদি এ সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করেন তাহলে ভাল হয়। তারপরে, প্যারোলের কথা উনি বললেন, আমি মিসেস মুখার্জির সাথে দু-তিন বার দেখা করে এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি। তাঁর কাছে একটা স্ট্যাটিসটিক্স চেয়েছিলাম যে বাংলাদেশে এই আইন পাস হওয়ার পরে কয়জন রাজনৈতিক বন্দীকে প্যারোল গ্র্যান্টেড করা হয়েছে। আমি বলব যে বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দীদের প্যারোল দেওয়া হয় নি। কাকদ্বীপ, দমদম, বসিরহাট জেলের বন্দীরা প্যারোল চেয়ে পায় নি একথা আমি জোর করে বলতে পারি। আলোচনায় আপনি প্যারোলের দরখাস্ত করেছিলেন দমদম জেলে, দমদম-বসিরহাট জেলে তাঁকে প্যারোল দেওয়া হয় নি। কাকদ্বীপ জেলের বন্দীরা প্যারোল চেয়েছিল কিন্তু তাঁদের প্যারোল দেওয়া হয় নি। আমি জিজ্ঞাসা করি প্যারোল দেওয়ার নিয়ম কি? আমাদের ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব প্রিজনসএর একটা নিয়ম আছে—

> "Provision has already been made in the Prisons' (West Bengal Amendment) Act, 1955, for temporary release of certain classes of prisoners at regular intervals for a period not exceeding one month at a time excluding the time required for journey from and to prison. No further measures in this respect seem to be necessary at present."

আমি একটা সাজেসশন দিয়েছিলাম, তার জবাবে এটা দেওয়া হয়েছে—ইন্সপেক্টর-জেনারেল কর্নেল পি কে বিশ্বাস দিয়েছিলেন। আমি তখন চেয়েছিলাম যে এ পর্যন্ত প্যারোল কয়জনকে দেওয়া হয়েছে এবং কাকদ্বীপ দমদম-বসিরহাট জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা প্যারোল চেয়েছিলেন কি না, চাইলে কেন দেওয়া হয় নি কিংবা দেওয়ার কোন বাসনা আপনাদের আছে কিনা? এ সম্বন্ধে মন্ত্রী মহোদয়া যদি একটু বলেন তাহলে ভাল হয়।

তারপরে আর একটা কথা বলব, জেলখানার ওয়ার্ডার, অল্প বেতনের ক্লার্ক এবং কম বেতনে অন্যান্য যাঁরা কাজ করেন তাঁদের সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বদলানো দরকার। আমরা জেলখানায় গিয়ে তাদের চাকরির অবস্থা, কন্ডিশন অব সার্ভিস দেখেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা খেটে যাচ্ছেন, আট ঘণ্টা ডিউটি নামে মাত্র। জেলখানায় গিয়ে যদি ওয়ার্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করা যায় তাহলে দেখবেন যে তাঁদের ভেতর কি বিক্ষোভ। হয়তো তারা অনেকে ভোর ৪টার সময় উঠে ১১।১২।১৩।১৪ ঘণ্টা পরে খালাস পায় তাঁদের ডিউটি থেকে। এই প্রথা এখনও বন্ধ হয় নি। এইরকম বিভিন্ন প্রথার ভিতর দিয়ে আমরা দেখেছি যে জেল-কর্মচারীদের, বিশেষ করে নিম্নস্তরের কর্মচারীদের জন্য কোন সুব্যবস্থা হয় নি। আর একটা কথা মিসেস মুখার্জি বললেন, জেল প্রোডাকশনের কথা। আমরা জানতে চেয়েছিলাম এই বিধানসভার ভেতর জেল প্রোডাকশনে কোন জিনিস বিশেষ করে তৈরি হচ্ছে এবং কি কি ইন্ডাস্ট্রি সেখানে এক্সপ্যান্ড করা যায় তার একটা ফিরিস্তি দিতে কিন্তু আজও পর্যন্ত আমরা তা পেলাম না। এইসব জিনিসগুলির সংস্কারের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত এবং বাস্তবিক যাতে জেলখানাকে সাধারণ মানুষ শাস্তিখানা বলে মনে না করে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারে সেরকম ব্যবস্থা করা উচিত এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখে চলা উচিত এই আমার বক্তব্য।

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Haridas Mitra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, ৫টা সেন্ট্রাল জেল এবং ১১টা ডিস্ট্রিক্ট জেল নিয়ে ১৬টি প্রিজন সমস্ত বাংলাদেশে আছে এবং এই ১৬টি প্রিজনএর জন্য প্রায় ১,৮০০ জেল ওয়ার্ডার এখানে রয়েছে। এই ১,৮০০ জেল ওয়ার্ডারের প্রতি চেয়ে দেখলে প্রথমেই দেখতে পাবেন তাদের ডিউটি

পুলিসের চেয়ে অনেক কড়া এবং আমরা মনে করি তাদের যে ধরনের ডিউটি দেওয়া হয় তাতে এই জেল ওয়ার্ডারদের আট ঘণ্টারও বেশি খাটতে হয়। ১৯২১ সালে জেল কমিটি যে রেকমেন্ডেশন করেছিলেন, যে কমিটির রিপোর্ট গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া কার্যকরী করেন তাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল পুলিসের চেয়ে জেল ওয়ার্ডার এবং জেল কর্মচারীদের র‍্যাংক উঁচুতে দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা পুরাপুরিভাবে দেওয়া হয় নি। ১৯৫৪এ ওয়েস্ট বেঙ্গলে জেলের সেপাইদের এক হাঙ্গার-স্ট্রাইক হয় তার ফলে পুলিস কনেস্টবলদের সঙ্গে জেল ওয়ার্ডারদের একই মাইনে দেবার ব্যবস্থা হয় এবং ডি, এ,ও এক হয়; পুলিসের সঙ্গে শুধু তফাৎ থাকে ছুটির বেলায়। ওয়ার্ডাররা সি, এল, পায় ২২ দিন, আর পুলিস কনস্টেবলরা পায় ৩৩ দিন। পূজা বোনাস অর্থাৎ পূজাব ছুটিও ওয়ার্ডাররা কম পায়, পুলিসেরা বেশি পায়। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, পুলিসের বাড়ি দেওয়া হয় থাকবার, যদি বাড়ি না দিতে পারা যায় তাহলে তাদের জন্য স্পেস্যাল অ্যালাউয়েন্সএর ব্যবস্থা আছে। একে জেলে বাড়ি কম, তার উপর ওয়ার্ডার প্রায়ই বাড়ি পায় না বা কোনরকম অ্যালাউয়েন্স তাদের দেওয়া হয় না। জেলে আমরা সেপাইদের মধ্যে দেখেছি আমাদের কাছে তাদের অনেকে বলেছে, তারা বিয়ে করতে পারে না যেহেতু ঘর পায় না—এজন্য তারা বিয়ে করলেও বাড়ির অভাবে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে আনতে পারে না—ঘর না পাওয়ার দরুন কোন স্পেস্যাল অ্যালাউয়েন্সও পায় না। আমি মন্ত্রী মহাশয়াকে এ সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বলব। ১,৮০০ জেল ওয়ার্ডারের মধ্যে ৫০০ই টেম্পোরারি এবং এই টেম্পোরারি হওয়ার জন্য সবরকম সুযোগসুবিধাও তারা পায় না। ১৯৫০ সালে এবং ১৯৫৭ সালে যে রিভিসন হয়েছিল মাইনে সম্পর্কে তাতে তাদের মাইনে কিছু বেড়েছে, কিন্তু তবু পুলিসের সমান হয় নি। একজন ডেপুটি জেলার যার র‍্যাংক সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিসের সমান, তিনি মাইনে পান ১২৫ ২৫০, কিন্তু একজন সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিস পান ১৫০—২৫০; জেলার যাঁর র‍্যাংক ইন্সপেক্টরএর সমান তিনি মাইনে পান ২৫০—৩৫০, অথচ ইন্সপেক্টর পান ২৫০–৪৫০ টাকা। আমি মন্ত্রী মহাশয়াকে বলব, এটা তাঁর নিজস্ব ডিপার্টমেন্ট; এদিকে তাঁর দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

তারপর, আরও একটা বড় কথা হচ্ছে প্রোমোশন সম্বন্ধে। যারা সততার সঙ্গে জেলে কাজ করে আসছে তারা নিশ্চয়ই আশা করবে তারা তাদের সততার পুরস্কার পাবে। ১৯৫৭ সালের গভর্নমেন্ট এই সার্কুলার অনুযায়ী ফিফটি পারসেন্ট প্রোমোশন ফ্রম দি ডিপার্টমেন্ট পাচ্ছে বটে, কিন্তু বাকি ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে। আমি আপনাকে প্রোমোশন সম্বন্ধে ভাবতে বলব। একজন ডেপুটি জেলার দশ বৎসর চাকরি করার পর ভাবছে জেলার হবেন। জেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যাতে ভালভাবে চলে সেদিকে সম্পূর্ণ নজর দিচ্ছেন, কিন্তু দশ বৎসর চাকরি করার পরও তিনি দেখতে পেলেন বাইরে থেকে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে। একজন ক্লার্ক দশ বৎসর কাজ করার পর ভাবছে ডেপুটি জেলার হবেন, কিন্তু বাইরে থেকে রিক্রুটমেন্ট হয়ে গেল। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আগেকার দিনে ডবলিউ বি সি এস পরীক্ষায় সি/ডি গ্রুপে যারা মাঝামাঝি শেষের দিকে থাকতেন তাঁদেরই নেওয়া হোত।

তারপর, আমি আলিপুর জেলের মনোরঞ্জন মৌলিক বলে একজন কর্মচারীর কার্যকলাপের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি স্বচক্ষে দেখেছি জেলের খাতায় রিমার্ক করা আছে যে, যে জিনিস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে পাঠানো হয় নি। কিন্তু তার কোন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নি—তার এই অসাধুতার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন সেটা জানতে চাই।

তারপর, আমি মন্ত্রী মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, মিঃ স্পীকার, স্যার আপনার মাধ্যমে যে, আই. জি.র বাড়িতে তিনজন করে সেপাই দিয়ে গার্ড দেবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু গভর্নমেন্টের এরকম কোন সার্কুলার, কোন নিয়ম আছে বলে আমরা জানি না। তিনজন সেপাই দিয়ে আই. জি.র বাড়িতে গার্ড দেওয়ার জন্য অন্ততঃ ২৫০ টাকা করে গভর্নমেন্ট এক্সচেকার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোন আইন নাই, কোন নিয়ম নাই।

তারপর, প্রবেশনারি অ্যাসিস্ট্যান্টদের সম্বন্ধে তিনি আট জনের কথা বলেছেন—মাদ্রাজ, বোম্বে এবং ইউ. পি.তে যে সিসটেম আছে সেটা এখানে আরও বেশি করে হওয়া দরকার। আপনারা যেটা আরম্ভ করেছেন সেটার জন্য নিশ্চয়ই অভিনন্দন পাবেন। ১৯৩২ সালে ১৯৪২ সালে জেলের ভিতর যা দেখেছি তার চেয়ে আপনারা অনেক উন্নতি করেছেন একথা একশ'বার স্বীকার করব এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এখনও অনেক কিছু বাকি আছে যদি সত্যিই আপনারা কল্যাণরাষ্ট্র তৈরি করতে চান।

তারপর, লাইফ সম্বন্ধে আমরা আগেকার দিনে শুনতাম যারা লাইফ সেন্টেন্স পেয়ে জেলে আসত তারা নানারকম রেমিশন পেত, কিংস রেমিশন, কুইনস রেমিশন, বর্তমান মন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে কি করছেন সেটাও যেন তিনি আমাদের জানান।

তারপরের বড় কথা হচ্ছে, জেলের ক্লাসিফিকেশন সম্বন্ধে। আপনি জানেন যতীন দাস যখন অনশনে মারা গেলেন তখন তাঁর দাবি ছিল পলিটিক্যাল প্রিজনারদের মধ্যে এক ক্লাস থাকবে। ইংরাজ করেছিল যার আর্থিক অবস্থা যেমন সেই অনুযায়ী ক্লাসিফিকেশন হবে, তার ফলে একজন লোক অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ ক'রেও আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়ার জন্য জেলে সম্মানের মধ্যেই থাকে। এখানে আমি একটা ঘটনার উল্লেখ করে বলব, দেয়ার ওয়াজ ওয়ান রাজঘরিয়া, এটা ১৯৫০ সালের কেস, তিনি অত্যন্ত হেনাস অফেন্স ক'রে জেলে এসেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে রেপ কেসএর অভিযোগ ছিল। এখানে আমাদের পরিষ্কার কথা হচ্ছে, অর্থ-নৈতিক অবস্থা বাইরে কি ছিল তার উপর ক্লাসিফিকেশন হবে না, হবে টাইপ অব অফেন্সএর উপর। এটা করতে পারলে আমার মনে হয় ভাল হবে।

[3-40—3-50 p.m.]

তারপর, জেলের ভিতরকার ওয়েজ সিস্টেম, এই ওয়েজ সিস্টেমে আপনারা ৪।৬ আনা করে দিচ্ছেন। এর উদ্দেশ্য হল যাতে তারা কিছু পয়সাকড়ি নিয়ে বাইরে বেরুতে পারে। কিন্তু আপনারা এর থেকে ৫০ পারসেন্ট জেলের মধ্যে খরচ করবার অধিকার দিয়েছিলেন, তার ফলে এই টাকাটা অপব্যয় হচ্ছে। এই যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট টাকা জেলের ভিতর খরচ করবার অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে, সেটা কমিয়ে দেবার জন্য বলছি। যাতে তারা বেশি টাকা জমিয়ে বাইরে নিয়ে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। এখানে আমার মতে লিমিট ২৫ পারসেন্ট করলে ভাল হয়। বাড়িতে যারা টাকা পাঠান, তার জন্য যেমন একটা ব্যবস্থা আছে, ২০ পারসেন্ট বেঁধে দিয়েছেন, সেইরকম জেলের মধ্যে যারা খরচ করবে, সেটারও একটা বাঁধা নিয়ম করে দিন যে ২০ বা ২৫ পারসেন্টের বেশি খরচ করতে পারবে না।

কতকগুলি জেলের মধ্যে পায়খানার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পায়খানার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সেখানে পর্দা ফর্দা কিছু নেই এবং অত্যন্ত নোংরা। এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আজকে সাধারণ সভ্য মানুষ বিনা পর্দায় পায়খানায় বসতে পারে না। এদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

জেলের মধ্যে স্মল কটেজ ইন্ডাস্ট্রি করুন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রোটারী মেসিন করা হয়েছে, সেখানে সেই বিরাট মেসিনে নানারকম কাজ হচ্ছে। কিন্তু কয়টি লোক সেই কাজ শিখে বাইরে এসে কাজ করতে পারে? সেইজন্য এমন ছোট ছোট কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে তারা বাইরে এসে কাজ করতে পারে। যেমন ধরুন, ছাতা, জুতা প্রভৃতি তৈরি করবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অম্বর চরকাও ব্যবহার করতে পারেন যাতে তারা অল্প পয়সা সঙ্গে নিয়ে বাইরে এসে কাজ করতে পারে। এ ছাড়া আরও ছোট ছোট স্কীম রয়েছে, যেমন লেদ, ড্রিলিং মেসিন, এইসমস্তর কাজও শেখাতে পারেন। অ্যালুমিনিয়ামএর কাজ খুব অল্প খরচায় হতে পারে। এইগুলি জেলের মধ্যে শেখাবার ব্যবস্থা করুন।

তারপর পোস্ট রিহ্যাবিলিটেশন বোর্ড আছে শুনেছি। তার মধ্যে নন-অফিসিয়াল, অফিসিয়াল, এম, এল, এ, সবাইকে নিয়ে এই বোর্ড গঠন করুন যাতে এ সম্বন্ধে সবারই চিন্তা-ধারা লাগতে পারে। ডক্টর রীড়এর ইউনাইটেড নেশনস্ অর্গানাইজেশন সম্বন্ধে যে বই আছে

তা আপনি পড়েছেন কিনা জানি না। 'টেন ইয়ার্স ইন সীন সীন' সেই বইটা যদি পড়েন তাহলে দেখবেন কিরকম ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশনএর মাধ্যমে, এইসমস্ত প্রিজনার যারা জেলের মধ্যে আটক থাকে, তারা বাইরে এলে পর যাতে সমাজের সত্যিকারের মঙ্গলজনক বহু প্রকার কাজ করতে পারে, সেদিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রয়েছে।

তারপর, এখানকার জেলের যে হাসপাতাল আছে, তার সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যাঁরা মেল নার্স তাঁরা হচ্ছেন মেল কনভিক্টস। আমি বলছি মেল নার্স রাখুন মেল হাসপাতালের জন্য, আর ফিমেল হসপিট্যালের জন্য ফিমেল নার্স নিয়ে আসুন বাইরে থেকে। কারণ, এই কনভিক্ট নার্স দিয়ে ঠিকমত কাজ হচ্ছে না।

গতবার বলেছিলাম, আবার বলছি, ইলেকট্রিক ফ্যানগুলি আই জি হসপিটালএর বিভিন্ন জায়গা থেকে খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একমাত্র হাসপাতালের সার্জিকাল ওয়ার্ড ছাড়া আর কোথাও নেই। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের হাসপাতাল থেকে সমস্ত ফ্যানগুলি খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি করে প্রেসিডেন্সী জেল, দমদম জেলের হাসপাতালগুলি থেকে সমস্ত ফ্যান খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই গরমের দিনে জেল হাসপাতালগুলিতে কোন ফ্যান থাকবে না, এটা উচিত নয়। যেখানে আঁকড়া রয়েছে সেখানে অবার ফ্যানগুলিকে লাগিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করুন।

তারপর এইসকল জেল হাসপাতালগুলিতে মডার্ন ট্রিটমেন্টএর কোন ব্যবস্থা নেই। ব্লাড ট্রান্সফিউশনের আবশ্যক হচ্ছে, নর্মাল স্যালাইন ট্রান্সফিউশনের আবশ্যক আছে এইগুলি যাতে হয় তার ব্যবস্থা করুন। আপনি বলে গিয়েছেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বাংলাদেশের সকলপ্রকার প্রিজনারদের জন্য হাসপাতাল করেছেন। কিন্তু সেখানকার খবর কি? বৃহস্পতিবার, একদিন মাত্র সেখানে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসার জন্য বহু প্রিজনারকে বিভিন্ন জেল থেকে সেখানে পাঠানো হয় খরচ করে। শোনা যায়, একদিনে দু-একজনের বেশি রোগীকে সেখানে দেখা সম্ভব হয় না। সুতরাং যাদের পয়সা খরচ করে নিয়ে আসা হয়, তাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এতে জনসাধারণের বহু টাকা খরচ হয়ে যায়। এটার ব্যবস্থা করা দরকার।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের খবর রাখি, সেখানে যেসমস্ত স্পেস্যালিস্ট ডাক্তার আছেন, হাসপাতালে তাদের রেগুলার যাওয়া উচিত, কিন্তু তাঁরা যান না। এইসকল স্পেস্যালিস্ট ডাক্তাররা যাতে রেগুলারলি আসেন, তার ব্যবস্থা করা দরকার এবং রোগীরা হাসপাতালে এলে, সেইদিনই যাতে তাদের ট্রিটমেন্ট হয়, তার বন্দোবস্ত করা উচিত। তা না হলে আমাদের খরচ বেড়ে যাবে।

তা ছাড়া, জেলের যাঁরা ডাক্তার, তাঁরা দুরকম, ডুয়েল অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। তাঁরা আই জি অব প্রিজনসএর লোক, আবার তাঁরা ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেসএর অধীনে আছেন। এটা বন্ধ করা উচিত।

তারপর আমি জেল এডুকেশন সম্বন্ধে বলতে চাই। জেলের ভিতর স্কুল করেছেন, কিন্তু স্কুলে কোন শিক্ষা হচ্ছে না। কারণ, স্কুল যেসময় বসে, সেই সময় তারা স্কুলের বাইরে থেকে কাজ করে চার আনা, ছয় আনা পয়সা পায়। সুতরাং কেন তারা ঐ সময় স্কুলে বসে থাকবে? আমি বলতে চাই তাদের ঐ কাজের মধ্যে দু-এক ঘণ্টা কম্পালসারি হিসাবে স্কুলের কাজে রাখা উচিত।

আর একটা জিনিস বলে শেষ করব। সেটা হচ্ছে এই, আপনারা ইউ, পি, ও বিহারে দেখেছেন কিনা জানি না, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট স্কীমে প্রিজনার্স দিয়ে কাজ করান হচ্ছে। জীবনরতনবাবু দেখে এসেছিলেন ইউ পিতে যে চন্দ্রপ্রভা ড্যাম তৈরি হচ্ছে, সেখানেও অনেক সর্ট টার্ম প্রিজনারদের দিয়ে সেই ড্যামের কাজ করান হয়েছে। আমাদের কিছু প্রিজনার দিয়ে ইউ পির চন্দ্রপ্রভা ড্যাম ও লোহাটগড় ড্যামে যেমন প্রিজনাররা কাজ করেছে, তেমনি আমরাও ঐসব ড্যামে সর্ট টার্ম প্রিজনার দিয়ে কাজ করাতে পারি, তাতে তাদের আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায়

এবং তারা মনে করতে পারে যে তারাও সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করছে। একটা ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী ও অন্যান্য হাইওয়ে তৈরি করবার জন্য কৃষক প্রিজনার্স দিয়ে আপনারা তার কাজ সহজেই করাতে পারেন।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় জেলখানা খাতে দেখছি ৯৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বাজেট এস্টিমেট ধরা হয়েছে। এর সাথে আর একটা যোগ দিতে হবে। এই বন্দীদের যখন এক জেল থেকে আর এক জেলে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সময় কিছু পুলিসের জন্য যে খরচ হয়, সেটা এই সঙ্গে যোগ দিলে মোটামুটি দেখা যায় এক কোটি টাকা এই জেল খাতে বাৎসরিক খরচ হচ্ছে। অথচ প্রিজনার্সএর সংখ্যা মোটামুটি আমরা যা খবর পেয়েছি সেখানে ৬ হাজার কনভিক্টস এবং ৬ হাজার আন্ডার ট্রায়াল এই বার হাজার বন্দীদের মধ্যে এই এক কোটি টাকা ভাগ করলে দেখা যাবে বৎসরে ৮৩৩ টাকা এক একজনের জন্য খরচ হচ্ছে যেখানে পশ্চিম বাংলায় আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম ২৮০ টাকার মত। এই যে জেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা কেবলমাত্র টপ-হেভিই নয় এটাকে বলা যেতে পারে ইনভার্টেড কোন্। অর্থাৎ উপরদিকে দেখব তিনজন সিভিল সার্জন, দুজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং একজন পি, এ, যিনি আগে ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটএর স্টেনোগ্রাফার ছিলেন অপ্ট আউট করে এখানে এসেছেন। এই কয়জন মিলে জেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর উপর বসে আছেন। তিনজন সিভিল সার্জন, প্রেসিডেন্সীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট একজন, দমদমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট একজন এবং ক্যালকাটার জন্য একজন সিভিল সার্জন রাখা হয়েছে। অথচ শুনতে পাই সিভিল সার্জন ভাল পাওয়া যায় না। তবে সিভিল সার্জন এনে সুপারিন্টেন্ডেন্টদের কাজ করান কেন হচ্ছে? এটা আমরা বুঝতে পারি না। অথচ নিচু থেকে জেলকর্মচারীদের যদি প্রোমোশন দেওয়া হয়, তাহলে ভাল হয়। সেই প্রোমোশন তারা পার্সনস অ্যাপয়েন্টেড বাই সিলেকশন, তাদের গ্রেড হচ্ছে সাড়ে পাঁচশ' থেকে সাড়ে সাতশ' টাকা। অথচ সিভিল সার্জনদের গ্রেড হচ্ছে এক হাজার থেকে তেরশ' টাকা। প্রোমোশন দিয়ে একজনকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট করতে পারেন। তা না করে সেখানে হাজার টাকা কমসেকম বেতন দিয়ে বাইরে থেকে এই সিভিল সার্জন আনতে হচ্ছে কেন? তা বুঝি না।

Mr. Speaker:

বাইরে থেকে আনা হচ্ছে মানে কি?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

সেটা পরে আসছি বাইরে থেকে মানে কি যেসমস্ত কর্মচারী এখানে কাজ করছেন, তাঁদের প্রোমোশন দেওয়া হচ্ছে না—বাইরে থেকে আনা হচ্ছে। যদি সিভিল সার্জন বা মেডিক্যাল ম্যান সুপারিন্টেন্ডেন্টএর কাজ করতে পারতেন, তাহলে আর মেডিক্যাল অফিসার রাখা হত না। ইংরেজের সময় জেলখানায় মেজর পাটনী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন, তখন দেখেছি তিনি নিজে এসে আমাদের পরীক্ষা করতেন, চীফ মেডিক্যাল অফিসারের কোন প্রয়োজন ছিল না। আজকে দেখছি সিনিয়র অব চীফ মেডিক্যাল অফিসার রাখা হচ্ছে। মেডিক্যাল অফিসারও রাখা হচ্ছে—আবার ওদিকে সিভিল সার্জন দিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ চালানো হচ্ছে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে রেখে।

আপনি খবর শুনলে অবাক হবেন, একটু স্লাইটলি কমপ্লিকেটেড অসুখ হলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জেলে কোন হাসপাতাল নাই। শম্ভূনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে যান, বাঙ্গুর হাসপাতালে যান, বা পি, জি,তে যান, দেখবেন একটু কমপ্লিকেটেড অসুখ হলেই তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেইসমস্ত হাসপাতালে। এই যদি হয়, তাহলে বেশি টাকা খরচ করে সিভিল সার্জন আনবার দরকার কি? আমাদের আই জিকে সেকেন্ড এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গায় বসবার জন্য স্পেসাল অফিসার হিসেবে একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে আনছেন, যার অবসর নিতে মাত্র দেড় বছর দু' বছর বাকি। সেই মিঃ এ. বি. রুদ্রকে বসান হয়েছে ঐ পোস্ট দেবার জন্য।

[3-50—4 p.m.]

অ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, মুর্শিদাবাদ, তাকে এনে বসান হয়েছে। এ. আই. জি. অফিসারদের আপনি জানেন তাদের স্কেল অব পে সিনিয়র আই এ এস অফিসারদের মত। ফলে বহু টাকা খরচ হচ্ছে। যদি প্রোমোশন দেওয়া হত তাহলে ৫৫০ টাকা মাইনে হত, সেই জায়গায় ডাবল এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে। বাইরে থেকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা সিভিল সার্জনকে নেওয়া ছাড়াও দেখছি যে তাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। জেলে তাদের উপর আজকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনএর কাজ দেওয়া হচ্ছে। যদি আমরা বুঝি কোন ক্রিমিনোলজি বা পেনালজি সম্বন্ধে তাদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে, এইরকম লোক বাইরে থেকে আনা হয়, তাহলে আমাদের আপত্তি থাকত না। এই সঙ্গে আমাদের দেখতে হয় এখন যেসমস্ত নূতন নিয়ম করেছেন ১৯৫৭ সালে, তাতে ফিফটি পারসেন্ট রিক্রুটমেন্ট ডাইরেক্টলি করা হবে, আর কেবলমাত্র ফিফটি পারসেন্ট প্রোমোশন দেওয়া হবে। এই জায়গায় হয়তো প্রিন্সিপল ভাল হতে পারে কিন্তু এই স্কীমএ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, কর্মচারীরা যদি অসন্তুষ্ট থাকে, ডিসকনটেন্টেড থাকে, যারা প্রোমোশন পাবে না এই ফিফটি পারসেন্ট ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টএর ফলে, তাদের সেই ডিসকনটেন্টমেন্টএর মধ্যে ফেলে রেখে, এই স্কীমএর মারফত যদি নিজেদের নীতি পরিচালনা করতে চান তা হলে সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে না কি যেহেতু তাদের মধ্যে ডিসকনটেন্টমেন্ট রয়েছে। আমরা জানি আমাদের জেল থেকে বহু অফিসারকে ট্রেনিংএ বাইরে পাঠানো হয়। এই ট্রেনিং সেন্টারের প্রিন্সিপ্যাল, তিনি বাংলাদেশের জেল কর্মচারী যারা যান, তাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সুখ্যাতি করেছেন। সেখান থেকে পাশ করে আসার পর দেখছি তাদের মধ্যে সকলকে প্রোমোশন দেওয়া হয় না, বাইরে থেকে ফিফটি পারসেন্ট আনা হয় এবং এইসমস্ত কর্মচারী বাইরের কারখানা বা গভর্নমেন্টএর অন্য কোন ডিপার্টমেন্টএ যাবার জন্য দরখাস্ত করে তবে এক্সপিরেয়েন্সএর দোহাই দিয়ে তাদের সেই দরখাস্ত ফরওয়ার্ড করা হয় না, যেহেতু জেল ডিপার্টমেন্টএর তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আজকে যারা ট্রেনিং নিয়ে এসেছে, যাদের স্পেস্যালাইজড জবএ এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে তাদের প্রোমোশন দেওয়া হয় না, বাইরে থেকে লোক নেওয়া হয় এটার মানে বুঝতে পারি না। তাই মন্ত্রী মহোদয়াকে আবেদন করছি অন্ততঃ ১৯৫৭ সালের যে নূতন নিয়ম হয়েছে, তার আগে যারা ছিল সেইসমস্ত কর্মচারীরা অন্ততঃ যাতে প্রোমোশন পায় তার বন্দোবস্ত যেন করা হয় এই দাবি করি। মন্ত্রী মহোদয়া, যখন সুপারিন্টেন্ডেন্টদের সাধারণ কনফারেন্স হয় সেপ্টেম্বর মাসে, তিনি একরকম আশ্বাস দিয়েছিলেন যে যারা অন্ততঃ আগেকার দিনে কাজে ঢুকেছে তাদের প্রোমোশন দেওয়া হবে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা সত্ত্বেও ডি. এন. গাঙ্গুলি বলে এক ভদ্রলোককে রিক্রুট করা হয়েছে বাইরে থেকে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব দমদম জেলএর পদে, জেলারের জন্য দুইটি পোস্ট অ্যাডভার্টাইজ করা হয়েছে। এর সঙ্গে আমি আজকে বলতে চাই, মন্ত্রী মহোদয়া নিশ্চয়ই জানেন যে ডক্টর ওয়ালটেয়ার রেকলেস, তাঁকে ইউ. এন. ও. থেকে ভারত সরকার নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের জেলের অবস্থা দেখবার জন্য এবং তিনি জেল দেখে যে সুপারিশ করেছিলেন তা দেখলেই বুঝা যাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জেল দপ্তর যাদের হাতে রয়েছে তাঁরা সমস্ত রেকমেন্ডেশন গুলি ভায়োলেট করে চলেছেন। কারণ এখানে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন--

> "Superintendents are frequently recruited from outside the Department. This may have been all right when Jails were just holding operations, but if they are going to be rehabilitation centres, it is far from right. We must have men on the top who have experience, the knowledge and the skill. The ideal system would be for each newly recruited or appointed Assistant Jailor to be selected properly and to be sent for special training to be promoted to higher grades to have opportunity for refresher training after so many years. If it came to pass that the Inspector-General of Prisons could not be selected from the Superintendents of Central Jails because two or three were too close in qualifications, then we should go outside the State and get a well qualified Inspector-General of Prisons or Superintendent."

এই প্রসঙ্গে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি।

> "But when we get beyond this, we are recruiting people who do not have the feel for the job to be done with prisoners. All over the world jail service is a make-shift Government service. It is now high time that it becomes a career service and a specialised profession where any Tom, Dick or Harry cannot be brought successfully."

Mr. Speaker: I will tell you and that is meant for all members. You can have the choice of your language.
অর্ধেক বাংলা, অর্ধেক ইংরাজী বলতে দেব না।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

ওটা তো আমি কোট করলাম। যাই হোক, বাংলায় বলছি। ১৯৫০ সালে ডাঃ রায়ের সঙ্গে মুজাফফর আমেদের এই চুক্তি হয়েছিল যে,

all persons particularly participating in political and democratic movements including working class and peasants movements will be classified as Division I.

কিন্তু ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে একটা সার্কুলার জারী করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে সে চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে। কারণ যেসমস্ত বন্দীরা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট করেছিল, আমরা দেখে এলাম বহরমপুর জেলে, বালুরঘাটের সেইসব ছোট ছোট ছেলেদের ধরে নিয়ে রেখেছে, তারা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টএ পার্টিসিপেট করেছে, কোন ভায়োলেন্সএর প্রশ্ন নাই—অথচ সেই সার্কুলার অনুসারে আজকে সেই চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে।

Dr. Pabitra Mohan Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয়া কারা বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়া একটু আগে বললেন যে ছোটখাট নানা ব্যাপার নিয়ে বামপন্থী দল জেল খাটে, তারা জেলে যায়, আমি এখানে যখন অনাস্থা প্রস্তাব চলছিল তখন জেল ভিজিট করে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সে টাটকা অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি জিনিস আমি বলছি। আমি হাসপাতালের দিকটাই বলব। লুনাটিকস, পাগলা-গারদের একটা অংশ জেলে রয়েছে—দমদম জেল ২০-৬-৫৮ তারিখে ভিজিট করতে গেছলাম, তাতে দেখলাম ২৪২ জন নন-ক্রিমিনাল এবং ৭৫ জন কনভিক্টস, অল মেলস সেখানে রয়েছে। আর প্রেসিডেন্সি জেলে আছে ১৩০ জন ফিমেল, এবং ৪৮ জন মেল; কিন্তু এত লুনাটিকস রাখার সেখানে কোন ব্যবস্থা নাই। জেল হাসপাতালে যেখানে ৩০।৪০ জনের বেশি মেয়ে-পাগল রাখার কোন ক্ষমতা নাই সেখানে ১৩০ জন রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় জেলের বাইরে অন্য জায়গা না করলে বাংলাদেশে যেভাবে পাগল বেড়ে যাচ্ছে তাতে আমার মনে হয় অবিলম্বেই সে ব্যবস্থা করা দরকার আছে। জেলা হাসপাতালের অন্য কতকগুলি জিনিস আছে—প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল ১০০ বেডেড হাসপাতাল, দমদম জেল হাসপাতালও ১০০ বেডেড হসপিট্যাল—তাতে তিনজন ডাক্তার ও দুজন কম্পাউন্ডার আছে, অন্য কোন সাহায্যকারী নাই। কনভিক্টস দ্বারা সাহায্য করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অন্ততঃ এখানে নাই, তাঁকে আমি একটু নজর দিতে বলি যে রোগ হলে তাদের দিয়ে কাজ করানো অন্যায়। তা ছাড়া, টি, বি, সমস্যা রয়েছে। তার আত্মীয়স্বজন তাকে নেবে না। টি, বি, পেসেন্ট বাইরে স্থান পায় না। এগুলোর সম্বন্ধে যাতে অন্য ব্যবস্থা করা যায় তা দেখবেন। আর দমদম জেলে আমি দেখলাম যে সেখানকার রান্নার জায়গা সত্যই ভাল, কিন্তু প্রেসিডেন্সি জেলের অবস্থা শোচনীয়। সেখানে যথেষ্ট লোক রয়েছে। এ বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

[4—4-10 p.m.]

তারপর প্রেসিডেন্সি জেল সম্বন্ধে বলি, সেখানে শ্রীঅরবিন্দ যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরের যেভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে সত্যই তা খুব আনন্দের বিষয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেল এবং প্রেসিডেন্সি জেলে বহু শহীদ—বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য

যাঁরা প্রাণ দিয়ে গেছেন, ফাঁসীকাষ্ঠে নিজেদের আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের প্রতিও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি যে সম্মান দেখান হয়েছে, সেই শহীদদের জন্যও যদি সেইরকম সম্মান দেখান অন্ততঃ তাঁদের স্মৃতিফলক করে যদি রাখা হয় তাহলে একটা ভাল কাজ করা হবে। আশা করি এ বিষয়ে কারাবিভাগের মন্ত্রী মহোদয়া নজর দিবেন।

আর একটা জিনিস, মিঃ স্পীকার, স্যার, জেল ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে যেকথা বলেছেন সে সম্বন্ধে বক্তব্য হ'ল চার আনা ছয় আনা করে পয়সা দিয়ে কাজ করান হয় ঐ কনভিক্টদের, এটা ভাল ব্যবস্থা হয়েছে, আর বিড়ি-সিগারেট দেবার যে ব্যবস্থা সেট ও ভাল হয়েছে। চার আনা, ছয় আনা করে দেওয়ায় পাঁচ বছর কেউ জেল খাটবার পর যখন বেরিয়ে আসবে তখন তাতে তার লাভ হচ্ছে একথা নয়, বাইরে ফিরে আসলে তার উপর পুলিসের অত্যাচার এসে পড়তে পারে; কিন্তু যেসমস্ত শিক্ষা দেওয়া হবে বাহিরে আসবার পর যদি সেইসমস্ত কাজে লাগাতে পারে তাহলে মনে হয় যে সত্যই একটা উপকার করা হবে এবং তার সৎভাবে জীবনযাপনের তাতে সাহায্য হবে। সে টাকা তার ক্যাপিটালের কাজ করবে।

শেষ করবার পূর্বে আমি সাব-জেল সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলতে চাই—বিশেষ করে ব্যারাকপুর সাব-জেল সম্বন্ধে। গত ২০এ তারিখে আমি যখন দমদম জেল পরিদর্শন করি তখন চব্বিশপরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও সঙ্গে ছিলেন। আমি নোট দিয়েছি ব্যারাকপুর সাব-জেল সম্বন্ধে। সেখানকার কমপ্লেন যে সেখানে অন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে। যেখানে একশ'র নিচে কয়েদী রাখবার কথা, সেখানে তিনশ' কয়েদী রাখা হয়। সেন্ট্রাল জেল মামলা করার জন্য তারা ফিরে আসতে পারে না, গাড়ির অভাবের জন্য। পরের দিন পর্যন্ত থাকতে হয়। কাজেই সেখানে ক্রাউড এমনই হয়। আর সেখানে আত্মীয়স্বজন ভিজিট করতে গেলে তাদের কাছে ঘুষ চাওয়া হয়। এ বিষয়ে মাননীয়া মন্ত্রী মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Mr Speaker, Sir, I will not speak about the details of jail administration. I am still waiting for an opportunity of having a first-hand knowledge of jail life and experience of that too. For the time being I have no other option but to take the Hon'ble Minister for her word although I am not clear about what she described about jails. Sometimes it occurred to me that a jail might perhaps be a health resort or a holiday resort or perhaps a university or a circus arena. Some of my friends have told me that it resembles a zoo—different types of cells, different types of confinements, many dirty things which my friends here have described I am still confused as to what a jail is really like and I hope the Hon'ble Minister will clear my confusion.

Sir, what I wanted to draw the attention of the Hon'ble Minister to is the post of the Inspector-General of Prisons. Traditionally it has always been reserved for the medical cadre but this time I find that there has been a deviation from that rule and a non-medical man has been appointed to that post. The rumour goes that this gentleman, a man of letters, is very well suited for academic life—University or some such place. He has not been welcome to these people and so our Chief Minister has shoved him on to the prisons. You know, Sir, when a prison house is concerned, the question whether he is welcome or unwelcome there does not arise—any man may be put in jail. So there is a little discontent in the medical profession, particularly among the aspirants to that post. As to why the deviation has taken place, I hope the Hon'ble Minister will clarify the point.

Dr. Brindabon Behari Bose:*

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয়া কারামন্ত্রী মহাশয়া যে বর্ণনা দিয়েছেন জেল সংস্কার করার তাতে যে কিছু হয় নি একথা আমি বলি না। তবে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সংস্কার করার এখনও যথেষ্ট বাকি আছে এবং তাতে যথেষ্ট ত্রুটিও আছে। গত কয়েক

বৎসরের মধ্যে যে সেন্ট্রাল জেলকে অতিথিশালা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই অতিথিশালায় অতিথি হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানে কারাগারের সংস্কারে যে ত্রুটিবিচ্যুতি আছে সংক্ষেপে তার বর্ণনা দেব।

অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে প্রথমে জেল সংস্কারের বড় ত্রুটির কথা বলব।

জেলে যেসমস্ত নূতন কয়েদী যায়, যারা প্রথম অপরাধ করে জেলে যায়, তাদের অনেকের বয়স ১৫ থেকে ২১ বৎসরের মধ্যে হলেও হ্যাবিচুয়াল ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে তাদের রাখা হয়। তার ফলে, কয়েদীদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির যে চেষ্টা চলছে সেইখানেই তার বড় ব্যাঘাত আসছে। কারণ আমরা দেখেছি নূতন ক্রিমিন্যাল যারা যায় তারা ঐসকল পুরাতন হ্যাবিচুয়াল ক্রিমিন্যাল যারা তাদের সাহচর্যে আসায় ক্রমে হ্যাবিচুয়াল ক্রিমিন্যাল পরিণত হয়। এদিকে কারামন্ত্রী মহোদয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদি এইসমস্ত নূতন অল্পবয়স্ক, পনের থেকে একুশ বৎসর বয়স্ক কয়েদীরা বোরস্ট্যাল স্কীমএর মধ্যে না আসে তাহলে তাদের আলাদা করে রাখবার ব্যবস্থা করা উচিত।

তারপর যেসমস্ত কয়েদী বেলা ৫ থেকে বৈকালে ৫টা ৬টার মধ্যে জেলে যায় তাদের সেদিন খাদ্য পাওয়ার সুযোগ নাই। জেলের তরফ থেকে বলা হয় কন্ট্রাক্টর এখন পাওয়া যাবে না, এবং এখন খাদ্যের ব্যবস্থা হবে না; কিচেন বন্ধ হয়েছে, কাজেই সেদিন তাদের খাওয়া পাওয়া যাবে না।

তারপর ফিমেল ওয়ার্ড সম্বন্ধেও অসুবিধা আছে। একমাত্র প্রেসিডেন্সি জেলেই ফিমেল ওয়ার্ডএর ব্যবস্থা আছে। সেখানে 'পলিটিক্যাল', 'নন-পলিটিক্যাল'এর ব্যবধান নেই। একই ঘরে, একই জায়গায় থাকতে হয়। একই ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে হয়। জেলের মধ্যে যেমন মেল প্রিজনারদের কিছু কিছু হাতের কাজের ব্যবস্থা আছে এইসমস্ত ফিমেল প্রিজনারদের কোন হাতের কাজের ব্যবস্থা নেই। তাদের হাতের কাজের ব্যবস্থা করা উচিত।

ডিভিসন থ্রি প্রিজনারদের স্কেল অব ডায়েটের মধ্যে যে ভেজিটেবল অয়েল প্রভৃতি সাবস্ট্যান্স যে কি তা বুঝতে পারা যায় না। যে ধরনের খাদ্য দেওয়া হয় তাতে প্রিজনারদের শারীরিক নিউট্রিশনের ক্ষতি হয়।

স্যানিটেশন সম্বন্ধে বলা যায় যে সেন্ট্রাল জেল এবং প্রেসিডেন্সি জেলে আজও ওপেন সার্ভিস প্রিভি যা আসলে খাটা পায়খানা তা যে কলকাতার পাশে থাকতে পারে এটা আশ্চর্যের বিষয়।

[4-10—4-20 p.m.]

সেখানে বেডিং, ক্লোদিং ইত্যাদি ডিসইনফেকশন করবার মতন কোন ব্যবস্থা নেই। নূতন প্রিজনার যখন যায় দেখা যায় যে, তাদের ইউজড বেডিং, ক্লোদিং ইত্যাদি দেওয়া হয়। এদিক দিয়ে আমি কারামন্ত্রী মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জেলের মধ্যে টেকনিক্যাল ট্রেনিংএর যা আছে তাতে কিছু কাজ তারা শেখে। কিন্তু সেই কাজের মান এত নিম্নস্তরের যে তাতে বাইরে থেকে ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশন হবার কোন সম্ভাবনা তাদের থাকে না। যেমন জেলের যে চাদর, কাপড়, ইত্যাদি হয় তা বাইরের মার্কেটে একেবারে চলে না। অতএব তাদের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে বাহিরে থেকে তারা ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশন পাবার কোন সুযোগ পায় না।

জেলের মধ্যে লোক্যাল-সেলফ গভর্নমেন্টের পঞ্চায়েত ইলেকশন আছে। এটা একটা হাস্যকর ও প্রহসনের ব্যাপার। কয়েক মাস পূর্বে আমার প্রেসিডেন্সি জেলে পঞ্চায়েত ইলেকশন দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে দেখলাম যে একদিকে জেল অথরিটিজএর ক্যান্ডিডেট আছে, অন্যদিকে নিরপেক্ষ লোক আছে। সেখানে ব্যালটে ভোট হয় না। একটা গাছতলায় সমস্ত প্রিজনারদের আনা হল, ক্যান্ডিডেট খাড়া করে দিয়ে বলে দেওয়া হল যে তোমরা কাকে ভোট দেবে দাও।

সেখানে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট দাঁড়িয়ে থাকেন বলে তার ফলে তাঁর অপোজিট ক্যান্ডিডেটদের বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না। এর ফলে, দেখা গেল যে, সেখানে ইলেকশনটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। সুপারিন্টেন্ডেন্টএর যারা পোষ্য তারাই কমিটিতে নির্বাচিত হয়। সুতরাং এটা অত্যন্ত আনডেমোক্রেটিক। আমার মনে হয় জেলে পঞ্চায়েত ইলেকশনটা ব্যালট প্রথায় হওয়া উচিত।

এখন আমি দীর্ঘমেয়াদী রাজবন্দীদের সম্বন্ধে কিছু বলব। স্যার, আপনি জানেন যে, কলকাতার কয়েকটা জেলে কাকদ্বীপ, দমদম, বসিরহাটের দীর্ঘমেয়াদী যেসব বন্দীরা আছেন তাঁদের সেখানে বহুদিন থাকার ফলে এবং জেলে নানারকম অসুবিধা ভোগ করার ফলে তাঁরা সব কঠিন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এখানে আমি একটা ঘটনার কথা বলছি। অর্থাৎ দমদম-বসিরহাট কেসের দণ্ডিত আসামী পান্নালাল দাশগুপ্তের কথা বলব। তিনি আজ দু' বৎসর ধরে প্লুরিসি এবং ক্রনিক অ্যামিবিওসিস রোগে ভুগছেন। আজ পর্যন্ত তাঁর রোগের চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা হয় নি। প্রেসিডেন্সি জেলে রামরতন সিং কয়েক বৎসর যাবত লেপ্রসিতে ভুগছেন, অথচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাঁর রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নি, অবশ্য তাঁকে আইসোলেট করে রাখা হয়েছে। প্রেসিডেন্সি জেলে মাখনলাল বোস অ্যাজমা রোগে ভুগছেন, তাঁরও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নি। সেন্ট্রাল জেলে সনৎ দত্ত হাই ব্লাড প্রেসারে ভুগছেন, তাঁরও কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নি। কিন্তু তাঁকে কার্পেন্ট্রি ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে বাধ্য করান হচ্ছে। অমর রাহা, তিনি গল ব্লাডারে ভুগছেন, কিন্তু এখনও তাঁকে হসপিট্যালাইজ করা হয় নি। এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইসমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা করা হয় নি। সেজন্য আমি বলব যে হয় তাঁদের ছেড়ে দিন, আর না হয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

এরপর আমি জুভেনাইল ওয়ার্ড সম্বন্ধে বলব। এখানে সাধারণত ১৬ বৎসরের নীচের বয়সের ছেলেদের রাখা হয়। কিন্তু আমরা দেখছি যে আন্ডারট্রায়াল ওয়ার্ডএ বহু বালক এক-সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিমিন্যালএর সঙ্গে দিনের পর দিন বাস করছে, তাদের সরিয়ে রাখার কোন ব্যবস্থা হয় নি। আমরা দমদম জেলে দেখেছি যে আন্ডার-ট্রায়াল ওয়ার্ডএ পাগলদের এনে রাখা হয়েছে। অথচ পাগলদের জন্য একটা আলাদা ওয়ার্ড আছে। আমরা এনকোয়ারি করে দেখেছি যে পাগলদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় না বা চিকিৎসার জন্য রাঁচীতে পাঠান হয় না। তারা যখন এক্সট্রিমে যায়, জেলে শান্তিভঙ্গ করে তখন তাদের উপর অত্যাচার হয়। এদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জেলখানা সম্বন্ধে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। কয়েক বৎসর ধরে বর্ধমান জেলার জেল কর্তৃপক্ষ এবং জেলের পরিদর্শক সকল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে আসছেন যে, সেখানে স্থান সংকুলান হচ্ছে না, স্থান বাড়ানো দরকার। সেখানে যে সার্ভিস ল্যাট্রিন আছে তার পরিবর্তন করা দরকার। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল না। আজ যে বেতনপ্রথা কলকাতার জেলে চালু হয়েছে বর্ধমানের জেল কর্তৃপক্ষ এবং সেখানকার যাঁরা বন্দী তাঁরা সকলেই চান যে সেই প্রথা বর্ধমান জেলেও প্রচলিত করা হোক। এ বিষয়ে বহুবার বলা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল না। জেলবন্দীদের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সব দেখা করতে আসেন কিন্তু তাঁদের অপেক্ষা করার জন্য অপেক্ষাগারের বিশেষ বন্দোবস্ত নেই—তাঁদের জন্য অপেক্ষাগারের ব্যবস্থা করা দরকার। সেখানে পুরুষ এবং মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত করা দরকার। আসানসোল জেলকে বাড়াবার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কিন্তু কাটোয়া এবং কালনা সাব-জেলের যা ক্যাপাসিটি সেই ক্যাপাসিটি বাড়ানো দরকার—তা বিবেচিত হয় নি। বর্ধমান জেলে বিনা টিকেটে রেল যাত্রীর সংখ্যা খুব বেশি, দিনের পর দিন এটা যেন বেড়েই চলেছে। জেলের যেসমস্ত রিফর্মস আছে সেইসমস্ত অ্যাডভানটেজ যদি সমস্ত জেলে দিতে হয় তাহলে অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে দরকার। এদিক থেকে আমি পুনরায় জেলমন্ত্রী মহোদয়ার কাছে অনুরোধ করব যাতে অ্যাকোমোডেশন শীঘ্রই বাড়ানো যায় সেই ব্যবস্থা করা

হোক। আর এইসমস্ত রিফর্মস শুধু কলকাতায় হ'লেই চলবে না সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট এবং সাব-জেলে এইসমস্ত রিফর্ম নিয়ে যেতে হবে। তারপরে, বিড়ি আজকাল কয়েদীরা পায় বটে, কিন্তু পয়সা দিয়ে তাদের কিনতে হয়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল প্রভৃতি জেলে কয়েদীরা কাজ পেয়ে রোজগার করে এবং সেই পয়সা থেকে বিড়ি কিনতে পারে। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট জেলে এইরকম রোজগার করার ব্যবস্থা নেই। সকলের পয়সা নেই, কাজেই তারা বিড়ি কিনতে পারে না। সুতরাং সেখানে বিনা পয়সায় তাদের বিড়ি সরবরাহ করার ব্যবস্থার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

[1-20—1-30]

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিপক্ষদলের বন্ধুরা যেসমস্ত সমালোচনা এখানে করেছেন আমি খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে তা শুনেছি। বহু ভাল ভাল কথা তাঁরা বলেছেন, তার মধ্যে যেগুলি মূল্যবান যেগুলি কার্যকরী করা সম্ভব হবে, নিশ্চয়ই আমরা সেগুলি পরীক্ষা করব এবং গ্রহণযোগ্য হলে গ্রহণ করব। শ্রীনিরঞ্জন সেন মহাশয় বক্তৃতা করতে উঠে ব্যারাকপুর সাব-জেলে শ্রীমোহিনী দাসের উপর ওয়ার্ডারদের যে অত্যাচারের কথা বলেছেন আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, ঘটনাটি সত্য, কিন্তু যে মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটেছিল সেই মুহূর্তে মেডিকেল অফিসার তাকে পরীক্ষা করেন এবং সেই ঘটনার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা মাত্র ব্যারাকপুরের একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে ঘটনাটি তদন্ত করা হয়েছিল এবং সেই তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী দুইজন ওয়ার্ডারকে ডিপার্টমেন্টাল শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অতএব শ্রীনিরঞ্জন সেন মহাশয় যেকথা বলেছেন যে, তার মোটেই তদন্ত হয় নি সেকথা সত্য নয়। মোহিনী দাস সম্বন্ধে দ্বিতীয় ডিভিসনের বন্দী বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি যখন ধরা পড়েন তখন রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে ধরা পড়েন নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সাধারণভাবে কোর্ট থেকেই সমস্ত বন্দীদের ক্লাসিফিকেশন করে দেওয়া হয়, জেলে তা করা হয় না। শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবুকে আমি এই কথা বলব আপনার মাধ্যমে তিনি যে এই বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছেন, ক্লাসিফিকেশন এইভাবে করবেন। দুর্নীতিপরায়ণ লোক বিভিন্ন ধরনের চার্জএ আসে, তারা এই ক্লাসিফিকেশন পেয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এতে আমাদের বিভাগীয় করণীয় কিছু নাই। বিচার বিভাগীয় যে আদালত সেই আদালত থেকেই ক্লাসিফিকেশন হয়ে আসে। সেই হিসাবে মোহিনী দাস বিচার বিভাগের আদেশেই দ্বিতীয় ডিভিসনের বন্দী হিসাবে এসেছিলেন। এই ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, আমি প্রথমেই ওয়ার্ডারদের দোষ স্বীকার করছি, ওয়ার্স্ট টাইপ অব প্রোভোকেশন হয়ে থাকলেও গায়ে হাত তোলা উচিত হয় নি এবং যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচার বিভাগীয় তদন্তের পরই দেওয়া হয়েছে। মোহিনী দাসের পক্ষ থেকেও যথেষ্ট উত্তেজনার কারণ হয়েছিল এই মন্তব্যও বিচার বিভাগ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট করেছেন। মেদিনীপুর জেলের ইস্ট সেল অ্যান্ড ওয়েস্ট সেলএ নির্যাতনের কথাও এখানে বলা হয়েছে। আমি একথা স্বীকার করি না। এই সভাকক্ষে আমি পূর্বেও বলেছি এই দুইটি আমাদের জাতির একটা চরম গ্লানিময় অধ্যায় হিসাবে ভেঙ্গে ফেলবার প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু বহু লোকের কাছ থেকে এই আবেদনও আমরা পেয়েছি যে, ব্রিটিশ আমলেরও কিছু নিদর্শন থাকা উচিত এবং বাস্তুকার দিয়ে এই দুইটি কক্ষ রিমডেলিং করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা অভিমত দিয়েছেন, অন্য কোনরকম করা যাবে না। এই দুইটি ওয়ার্ড সবসময় ব্যবহারও করা হয় না। যখন সংখ্যা বাড়ে তখনই এই দুইটি ব্যবহার করা হয়। নির্যাতনের উদ্দেশ্য নিয়েই সেখানে পাঠান হয় না। দণ্ডপ্রাপ্তের সংখ্যা বেড়ে গেলে এবং জেলের ভিতর জায়গা না থাকলেই ঐ জায়গায় আমরা তাদের দিতে বাধ্য হই। জল-তোলার কথা যা বলা হয়েছে আমি পরীক্ষা করব এবং এই ব্যাপারে আমাদের কিছু করণীয় থাকলে নিশ্চয়ই করব। প্যারোলএর সম্বন্ধেও কিছু কথা বলা হয়েছে। প্যারোলএ খুব বেশি যায় না। আমি এটা স্বীকার করি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের অ্যাক্টএও আছে যাদের বিরুদ্ধে দুইটি চার্জ থাকে, যেমন অফেন্স এগেনস্ট দি স্টেট কিংবা

অফেন্স এগেনস্ট পার্সোন্যাল প্রপার্টি এই দুইটি ধারা যদি থাকে তবে প্যারোলএর ব্যবস্থা হয় না। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে পারা গিয়েছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি সহকারে প্যারোলএর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আনোয়ারী খাঁ যার কথা এখানে বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে এক মাস ছুটি চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু এক মাসের ছুটি প্যারোলএ দেবার আইন আমাদের হাতে ছিল না। কয়েক ঘণ্টার জন্য চাইলে আমরা দিতে পারতাম। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিসের কাছ থেকে অনুমতি না পাওয়ায় প্যারোলএ পাঠান যায় নি। এই প্যারোল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি একটা কথা বলতে পারি বেশির ভাগ জেলের বন্দীদের, শতকরা আশি জনের বেলায় যারা সর্ট টার্ম প্রিজনার্স, তাদের বেলায় এই প্যারোল রুল অ্যাপ্লাই করে না। তারপর, নিরঞ্জনবাবু জেলের ইন্ডাস্ট্রিজ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন, কি কি জিনিস করা হয়, এবং বর্তমানে যা হয় তার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করবার বাসনা আমাদের আছে কিনা? মাননীয় সদস্যরা অনেকেই তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন জেলের ভিতর কি কি ইন্ডাস্ট্রিজএর কাজ করা হয়—আমাদের বিভাগের খাতাপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র তাঁরা জেলের ভিতর স্বচক্ষে দেখেছেন। তবু আমি তাঁদের অবগতির জন্য বলছি, বর্তমানে জেলে—

power driven oil presses, blacksmithy, moulding and painting, steel and aluminium works, carpentry, cloth and durry-weaving, coir industry, cane and bamboo works, leather works, soap manufacture, phenyl making.

এগুলি এখন চলছে। এ সম্বন্ধে আমি ১৯৫৬ এবং ১৯৫৭ সালের হিসাব দিতে পারি। থার্টি-ফার্স্ট মার্চএর হিসাব আমি দিতে পারি গত বৎসরের—১৯৫৭-১৯৫৮এর ফিগার এখন আমি সদস্যদের সামনে বলতে পারব না। ১৯৫৬-৫৭ সালে ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৭০ টাকা সবশুদ্ধ আয় হয়েছে, ব্যয় হয়েছে ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪২৭ টাকা। এর মধ্যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে ৪৫ হাজার ৭৬৬ টাকা। প্রায় এক লক্ষ টাকার মতন জেল ইন্ডাস্ট্রিজ বাবত আমাদের লাভ হয়েছে। অনেক বন্ধুরা মন্তব্য করেছেন যে এই পারিশ্রমিক আরও বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমি তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এই বিভাগে প্রথম এসে আমি দুইটি বিষয়ে পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছি যা ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট অবধি গিয়েছে—প্রাইস স্ট্রাকচার এবং ওয়েজ স্ট্রাকচার বদলান। আমি এ বিষয়ে এই চিন্তা করেছি যে, এই যে এক লক্ষ টাকা আয় হয়েছে এটা দিয়ে তাদের পার্সোনাল অ্যামেনিটিজ বাড়ানোর জন্য ব্যয় করা হবে, না, তাদের পারিশ্রমিক হিসাবে দিয়ে এই টাকায় তাদের আয়ের পথ সুগম করা হবে। আমার মাননীয় বন্ধু হরিদাসবাবু বলেছেন এবং বোধ হয় যতীনবাবুও বলেছেন, সব টাকা কেন এখানে খরচ করতে দেন? আমি তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের ডিপার্টমেন্টএ এ বিষয়ে লেখালেখি চলছে। জেলে তারা যে টাকা উপার্জন করবে তা যদি জেলে থাকাকালীন খরচ করতে দেওয়া হয় তাহলে তারা মাইনর লাক্সারিজএর জন্য খরচ করে ফেলবে, যার কোন প্রয়োজনই হয় না। সেজন্য আমি অর্ডার দিয়েছি টোয়েন্টি-ফাইভ পারসেন্ট জেলে থাকাকালীন খরচ করতে পারবে, বাদবাকি যা থাকবে অন্তত ত্রিশ ভাগ তারা বাইরে পাঠাতে পারবে তার বেশি নয়, আর বাকি টাকা তাদের নামে জমা থাকবে খাতায়, যাতে বেরুবার সময় এই টাকা নিয়ে বেরুতে পারে। মাননীয় হরিদাসবাবু জেলের কর্মচারীদের সঙ্গে পুলিসের বিভিন্ন কর্মচারীর বেতনের তুলনা করেছেন। আমি এই বিষয়েও তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমি পূর্বেও বলেছি যে অবস্থায় আমাদের ওয়ার্ডার এবং কর্মচারীদের কাজ করতে হয় সেটা সত্যিকারের কষ্টসাধ্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমাদের এখানে মাইনে বাড়াতে গেলে যে রিপারকাশন হবে সেই আর্থিক সামর্থ্য আমাদের আছে কিনা—সেটা চিন্তা না করে কোনরকম হঠকারিতা করা উচিত হবে না। পুলিসের সঙ্গে কি কি খাতে আমাদের তফাৎ আছে এবং সেই তফাৎ কি করে পূরণ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং আমি নিজে কর্মচারীদের বিভিন্ন সভায় সেকথা বলেছি। এটা সত্য যে, যে সংখ্যায় আমাদের ওয়ার্ডার আছে তার তুলনায় ওয়ার্কলোড এত বেশি যে, বেশির ভাগই যে ছুটি তাদের ন্যায্য পাওনা হয় সেই ছুটি সবসময় তারা নিতে পারে না। সেজন্য আরও কিছু ওয়ার্ডার নিয়োগ করবার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কখনও তাঁদের সঙ্গে একমত হব না যখন তাঁরা বলবেন ফিফটি পারসেন্ট বাইরে থেকে নিতে পারব না। আমি মনে করি যে কোন কেডারএ, যে শ্রেণীরই কাজ হোক না কেন, ১০।১২।১৫ বৎসর ধরে কাজ করতে করতে কাজের একটা প্যাটার্ন আসে এবং আমি

বলব একটা ড্রাজারিতে পেয়ে বসে, যার ফলে নতুন কোন কথা মাথায় আসতে চায় না। যদি নতুন রক্ত সঞ্চার করা যায় যাকে আমরা নিউ ব্লাড বলি, তাহলে পাশাপাশি দুটো জায়গায় একসংগে সমন্বয় করে কাজ ভাল হয়।

[4-30—4-40 p.m.]

এটা শুধু কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করেন নাই, এটা সমস্ত জায়গায় প্রত্যেক সার্ভিসে আজকে এইভাবে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে সেখানে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে যেক্ষেত্রে এই সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টদের কনফারেন্স ডেকে যেদিন নিয়ম প্রবর্তন হয়, তখন আমরা মনে করেছিলাম, বুঝতে পেরেছিলাম, কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ হবে। তাই আমি তাঁদের সভা ডেকে এই অ্যাসুরেন্স তাঁদের দিয়েছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে যোগ্যতর এবং নিকটবর্তী প্রোমোশন পাবার মত লোক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রোমোশন দিয়ে আমরা সেই পোস্ট ফিল-আপ করব, বাইরে থেকে লোক নেব না। আমি মাননীয় সদস্য-দের জানাতে পারি যে সেই নীতি আমরা সমানভাবে মেনে চলেছি। একটা পার্মানেন্ট ডিপার্ট-মেন্ট তার এত বেশি লোক নেই যেখানে নূতন ভেকান্সি হবে সেখানে বাই প্রোমোশন নিতে হবে। আমি এমন উদাহরণ দেখাব যে এক বছর, দেড় বছরের মধ্যে আগে প্রোমোশন পেয়েছিল, তারপর আবার তাকে প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে। শুধু বাইরে থেকে, অপর বিভাগ থেকে লোক নেওয়া হয় না। পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর ডি গ্রেড, সি গ্রেডএর সমালোচনা করব না। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাত থেকে আমরা না নিয়ে ব্যক্তিগত খেয়ালখুসীমত যদি লোক নিতাম, তাহলে এই সভাগৃহের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হত, নেপটিজম, ফেভারিটিজম করা হয়েছে বলে। সুতরাং পাবলিক সার্ভিস কমিশন যাকে যোগ্যতম লোক বলে পাঠান আমরা তাদের নেব, তাদের নিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সংগে আর একটা রুজ বার্থছি, প্রোমোশন ছাড়াও যাঁরা পার্মানেন্ট বিভাগে কাজ করছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসএ, ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসএ সেখানে যদি ভাল লোক পাওয়া যায় তাহলে উপরোক্ত পদ পূরণের জন্য তাঁদেরও আমরা গ্রহণ করতে পারি। এই হিসেবে বাইরে থেকে লোক নিয়ে আই জি-র পোস্ট ফিল-আপ করতে আমরা সাহস পাই। তার কারণ, আই জি-র পোস্টএ প্রোমোশন দেবার মত যোগ্য লোক ছিল না। তার জন্য ঐ ভদ্রলোককে সিনিয়রিটি লিস্টএর মধ্য থেকে আমরা কিছুদিন আগে প্রোমোশন দিয়েছি। আর একজনেরও রিটায়ার করবার সময় হয়েছে। এই সভাগৃহে মাননীয় সদস্যরা একদা তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন চার্জ এনেছিলেন, আর আজকে প্রোমোশনের কেস বলতে গিয়ে তাঁরা সেটা স্মরণ করছেন না। আমি মনে করি যদি আমরা বাইরে থেকে কাউকে না নিয়ে আসি, তবে প্রোমোশন দিয়ে কাউকে আই জি করতে হত। তাহলে হয়ত এই সভাগৃহ ধিক্কারে ধ্বনিত হয়ে উঠত। অতএব কোনটা করলে মাননীয় সদস্যরা সন্তুষ্ট হবেন, আর কোনটা করলে সন্তুষ্ট হবেন না, তা আমি বুঝতে পারি না। যে অফিসারের বিরুদ্ধে চার্জ এনেছিলেন গত সেসনে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেই অফিসারকে, পরবর্তী অধিবেশনে বলা হচ্ছে প্রোমোশন না দিয়ে বাইরে থেকে লোক আনলেন কেন? এই যুক্তির কোন জবাব নাই। সেখানে যাঁকে আনা হয়েছে এ আই জি হিসাবে, তিনি পার্মানেন্ট কেডারএর লোক বলে তার জন্য জেল খাতে নূতন করে কিছু বেতনের হার বৃদ্ধি করে একটা পয়সাও নিতে হবে না। তিনি পার্মানেন্ট কেডারএর লোক বলে তাঁকে মাত্র দুশো টাকা অ্যালাউয়েন্স দিলেই হবে। আমি মনে করি না এর পেছনে কোন অন্যায় আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রোবেশনএর বিষয়ে যাঁরা যা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি হরিদাস বাবুর সংগে সম্পূর্ণ একমত। তাই প্রোবেশন সম্বন্ধে আমরা বলেছি, বহু লোকের তাঁরা উপকারসাধন করছেন এবং তার সংগে সংগে আমার পূর্বতন সহকর্মীর কথা যা বলেছি, মাননীয় জীবনরতন ধর আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ এই বিভাগটা প্রথম তিনিই প্রবর্তন করেন, তিনি যা করে গিয়েছিলেন আমি তাঁর ধারাটা মাত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি হরিদাস মিত্র মহাশয়কে জানাই, এখানে দাঁড়িয়ে, যে স্কীমগুলি এ সম্বন্ধে হচ্ছে তা এখনও ফাইলে মাত্র রয়েছে, সেগুলি এখনও ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে সূর্যালোকে বেরিয়ে

আসে নি। সে স্কীমগুলি এখনও আন্ডার কন্সিডারেশন—প্রপোজ্যাল মাত্র আছে, এখনও তা বলা যায় না। তা নিয়ে বিভিন্ন লোক সভা করেছে; অনেক মাননীয় সদস্য আমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন, আমি তাঁদের দুটি কথা বলেছিলাম। একটা কথা, যদি কোন সংস্কার করতে হয় তাহলে ইনডিটারমিনেট সেন্টেন্সএর প্রয়োজন হয়, এবং তার জন্য দশ বছর, পাঁচ বছর, তিন বছর, দু' বছর, এমনি করে একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে। কিন্তু সংস্কার করতে গিয়ে যদি দেখা যায়, যে দশ বছরের পূর্বেই তার সংস্কারসাধন হয়েছে তাহলে তাকে আর আটকে রাখা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। ধরুন, কারও দশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করবার আছে, কিন্তু দেখা গেল, তিন বছরেই তা সাধিত হল, তাহলে সেই সংস্কারের পরেও তাকে বাদ-বাকি সাত বছরের জন্য যদি আটক রাখা হয় তাহলে অবিচার করা হয়। আবার কারও তিন বছরের মেয়াদ আছে, দেখা গেল ঐ তিন বছরের শেষে তার সংস্কার হল না। কিন্তু আইনের বলে যেদিন তিন বছর শেষ হল সেই দিন তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য। এই ইনডিটারমিনেট সেন্টেন্স পাশ করার অধিকার মাননীয় সদস্যদের এই সভাগৃহে আছে এবং তাঁরা পাশ করলে তবেই এই জিনিস করা যাবে।

তারপর দ্বিতীয় কথা। অনেকে বলেছেন সর্ট-টার্ম সেন্টেন্স যাদের রয়েছে তাদের আদৌ জেলে না পাঠিয়ে, যদি কোন কম্পালসরি অ্যাটেনডেন্স সেন্টারএ পাঠানর ব্যবস্থা করা যায়, এবং যে কম্পালসরি অ্যাটেনডেন্স সেন্টারে তারা কাজ করতে বাধ্য হবে এবং যে কয়দিন জেলের মেয়াদ হত, সেই সময় জেলে না পাঠিয়ে, জেলের বাইরে যদি কোন কম্পালসরি অ্যাটেনডেন্স সেন্টারে পাঠাবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে সেখানে অনেকেই আবশ্যিকভাবে যেতে বাধ্য হবে। তা যদি করা হয়, তা হ'লে জেলের গ্লানি, তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং তাদের সেই চিরকালের জেলের গ্লানির ছবি থেকে সে রেহাই পাবে। এইসমস্ত জিনিসের পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। আমি পূর্বেই বলেছি সূর্যের আলো ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট দেখবার আগে, আমি তা প্রকাশ করতে চাই না।

একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, কম্পালসরিভাবে চন্দ্রভাত ড্যাম প্রিজনারদের দিয়ে তৈরি করবার কথা। আমি সেইসমস্ত দেখে এসেছি। আমরা দুর্গাপুরে একটা জমি নিয়ে, যারা দীর্ঘমেয়াদী বন্দী আছে, তাদের জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এখন সেকথা বলে লাভ নেই, পরিকল্পনার যেদিন উদ্বোধন হবে সেদিন মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয়ই আহ্বান জানাব।

যতীন চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন যে, সার্জনদের এনে সুপারিন্টেন্ডেন্ট করলেন কেন? সার্জন এনে সুপারিন্টেন্ডেন্ট করার সুবিধা হচ্ছে এই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে জেলে স্বাভাবিকভাবে যে স্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশনএর প্রয়োজন হয় দেখাশুনা করার এবং বন্দীদের হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাকে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে কিংবা হাসপাতালে পাঠাতে হবে, এমন প্রয়োজন তখনকার দিনে প্রয়োজন হয় নি; সেই সময় থেকে সার্জনকে পাঠিয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্টএর পদ দেওয়া হচ্ছে। এখন সেটা পরিবর্তন করে শুধু সার্জনএর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, সেটা প্রত্যেকের জন্য সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রোমোশন দিয়ে, অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে ট্রান্সফার করে এবং ফিফটি পারসেন্ট বাইরে থেকে এনে। মাননীয় যতীন চক্রবর্তী মহাশয় অনেক কিছু আলোচনা করেছেন। আমি তাঁর সব প্রশ্নের ভিতর আই, জি-কে কেন স্পেশ্যাল অফিসারের পদে নিয়োগ করলেন, বলেছেন। আমি তার জবাবে বলতে চাই, এর উত্তর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে, উনি অনুগ্রহ করে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

পবিত্র রায় মহাশয় [illegible] সম্বন্ধে যেকথা বলেছেন, এটা খুবই আশংকার কথা। আমাদের পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলে প্রায় পাঁচশ'র বেশি ক্রিমিন্যাল ও নন-ক্রিমিন্যাল ল্যুনাটিকস আছে। এদের বেশির ভাগই রাঁচীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ৫০০ সিট রিজার্ভ করা আছে। স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে, একবার একটা বেডে পাঠালে, সহজে ভাল হয়ে এসে, সেই বেড খালি ক'রে দেওয়ার সৌভাগ্য হচ্ছে না। বেড খালি হচ্ছে না উপরন্তু

এখানে পাগলের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়েই চলেছে, তার কারণ আমরা নির্ণয় করতে পারছি না। আমরা পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে বহরমপুরে একটা পাগলের হাসপাতাল করবার ব্যবস্থা করেছি, শীঘ্রই সেটা কার্যে পরিণত হবে। বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে।

পবিত্র রায় মহাশয় শহীদদের স্মৃতিরক্ষার জন্য যেকথা বলেছেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনাকে জানাই প্রায় এক বছর আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি পত্র দিয়েছিলাম যে তাদের জ্ঞাতসারে যেসমস্ত শহীদ এবং দেশকর্মী জেল ভোগ করেছেন, তাঁরা কোন জেলে কতদিন ছিলেন, তাঁদের নাম দিয়ে আমাকে জানান।

[4-40—4-50 p.m.]

আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে লিখেছি—তাঁরা যদি নাম পাঠান, তাহলে তাঁদের যথোপযুক্ত স্মৃতির ব্যবস্থা করব। দুঃখের বিষয় বেশির ভাগ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকেই সে তালিকা এখনও আসে নি। যাঁরা পাঠিয়েছেন তাঁদের সেই তালিকা আমরা গ্রহণ করেছি এবং ব্যবস্থা হচ্ছে প্রতিটি জেলে, যেখানে তাঁরা কাটিয়েছেন, সেখানে ফলকে তাঁদের নাম লিখে দেওয়া হবে যাতে উত্তরপুরুষ যাঁরা আসবেন তাঁরা তাঁদের জানতে পারবেন।

আমি মনে করি যা বলবার ছিল তা প্রায় সবই বলা হয়েছে। সংস্কারের কথা অনেক আগেই বলা হয়েছে। ডাক্তার বৃন্দাবন বোস বলেছেন যে এখনও সংস্কারের অনেক বাকি আছে। নিশ্চয়ই বাকি আছে। মানুষ যেমন এগুচ্ছে, তার ভাবধারা যত এগুচ্ছে, তার প্রয়োগপদ্ধতিও নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবে। এই বিষয় কেউই দাবী করতে পারেন না যে তিনি তার শেষ কথা ও চরম কথা বলে গিয়েছেন। সংস্কার যা বাকি আছে তা আমরা প্রাণপন চেষ্টা করছি সে সংস্কার করতে। সঙ্গে সঙ্গে আমি একটি গভীর উদ্বেগের কথা প্রকাশ করব, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জেলের ভিতর কি সংস্কার করা হল সেটা বড় কথা নয়, জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে যখন কয়েদী যায় তাকে কিভাবে সমাজ গ্রহণ করে সেটাই বড় কথা। এই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী যতক্ষণ না পালটাবে ততক্ষণ পর্যন্ত জেলের ভিতর তার মানসিক চৈতন্য যেমনভাবেই প্রকাশ করা হোক না কেন, বৃদ্ধি করা হোক না কেন, সে সম্বন্ধে সচেতন করা হোক না কেন, জেলের বাইরে দাঁড়াবামাত্র মুক্ত কয়েদীর অবস্থা টি, বি, ভাল হয়ে গেলে তার যে অবস্থা হয় তার থেকে কিছু কম নয়। আমাদের নিন্দা করতে গিয়ে বৃন্দাবনবাবু আমাদের একটা ভাল বিজ্ঞাপন দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে টি, বি, রোগী ভাল হয়ে গিয়েছে তবু জেল থেকে বেরোয় না। আমি শুনে আশ্বস্ত হলাম যে আমার জেলেও টি, বি, রোগী ভাল হয়, এটা একটা সার্টিফিকেট পাওয়ার মত কথা, তেমনি মুক্ত কয়েদীরা যখন রাস্তায় দাঁড়ায়, তারা যেখানেই চাকরী করতে যেতে চা'ক, যত সহজ ভদ্রজীবনই তারা যাপন করতে চা'ক না কেন, সমাজ তাদের গ্রহণ করে না। কিছু না কিছু অপরাধ করে তাদের আবার কারাপ্রাচীরের অন্তরালে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে হয়। এই সংস্কার শুধু ভিতরে নয়, সেই সংস্কার বাইরেও করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Bose that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haridas Mitra that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gopal Basu that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 62,50,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—68.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Brindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—143.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Sjta Sudharani
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy

Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 68 and the Noes 143 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Purabi Mukhopadhyay that a sum of Rs. 62,50,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 16, Major Head: "28—Jails and Convict Settlements", was then put and agreed to.

Major Head: 85A—Capital Outlay on State Schemes of Government Trading.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Re. 1 be granted for expenditure under Grant No. 46, Major Head: "85A—Capital Outlay on State Schemes of Government Trading".

(Rs. 10,00,00,000 voted on account will be surrendered.)

সামান্য এক টাকা চাওয়া হয়েছে। এর আগে ভোট অন অ্যাকাউন্টসএ দশ কোটি টাকা নিয়েছিলাম, আমরা সবই সারেন্ডার করে দিয়েছি। এ বছর এ পর্যন্ত আমরা প্রায় ৬৪ হাজার টন চা'ল সংগ্রহ করেছি, যার দাম তিন কোটি টাকার কিছু বেশি। তা বাদে, কেন্দ্রীয় সরকার এ বছর দেবেন ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চা'ল যার মূল্য আট কোটি টাকার বেশি আর গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টসএ কেন্দ্রীয় সরকার ৩ লক্ষ টন গম দেবেন তার মূল্য হচ্ছে ১১ কোটি টাকা। তা

হলে তিন কোটি টাকার চাল নিজেরা সংগ্রহ করেছি, আট কোটি টাকার চাল পাব কেন্দ্র থেকে, আরও এগারো কোটি টাকার গম পাব, এতে করে মোট বাইশ কোটি টাকার জিনিস পাব। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে, আমাদের খাদ্যবিভাগ নো প্রফিট, নো লস বেসিসএ কাজ করে, রিলিফএর জন্য যে টাকার চাল ইত্যাদি দেওয়া হয় তা দেওয়া হয় রিলিফ বিভাগ থেকে, খাদ্যবিভাগের তাতে লোকসান হয় না। আমি যে কয়টি কাট মোশান দেখেছি তা অবশ্য মাননীয় সদস্যরা এখানে মুভ করছেন না, তাতে একজন সদস্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা সস্তা দরে বেশি চাল দেব কিনা। সস্তা দরে বেশি চাল আমরা দেব। গত এপ্রিল-মে মাসে আমরা কত দিয়েছি তা জানিয়ে দিলে তাঁরা সুখী হবেন। শতকরা ৫৫ ভাগের বেশি চাল দিয়েছি সস্তা দরে। আর ৪৫ ভাগ দিয়েছি বেশি দরে। মে মাসে কলকাতায় শতকরা ৭৪ ভাগ চাল দিয়েছি সস্তা দরে, আর শতকরা ২৬ ভাগ চাল কিছু বেশি দরে। মফঃস্বলে কিন্তু চাল দিয়েছি শতকরা ৯০ ভাগই সস্তা দরে আর দশ ভাগ চাল বেশি দরে দিয়েছি। তাই, এক টাকা আপনাদের কাছে চাইছি। বাইশ কোটি টাকার চাল এবং গম আমরা কিনব, তাতে আমাদের লোকসান হবে না বলেই চাইছি। দশ কোটি টাকা যা নিয়েছিলাম ত ফেরত দিয়েছি। তা ছাড়া, আমাদের কৃষিবিভাগে দুধ বিক্রয় হয়, কিছু কিছু মাখন এবং ঘি-ও বিক্রয় হয়। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি শুনলে খুশি হবেন, ১৯৫৫-৫৬ সালে দৈনিক গড়ে চার মণ দুধ বিক্রয় হয়েছে, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪৮৮ মণ গড়ে, আর ১৯৫৭-৫৮ সালে গড়ে ৬০০ মণ দুধ দৈনিক বিক্রয় হয়েছে। এ বৎসরে, বর্তমানে ৮৬০ মণ করে দৈনিক বিক্রয় হয়েছে, জুলাই মাস থেকে ৯০০ মণ করে দুধ বিক্রয় হচ্ছে দৈনিক, আর তিন-চার মাস পরেই হাজার মণে দাঁড়াবে। এবারে আমাদের টারগেট ১,৫০০ মণ দুধ দৈনিক আমরা বিক্রয় করব। যা বিক্রয় হয়েছে তার মধ্যে ৫০০ মণ টোনড মিল্ক, তা গোরুর দুধ, আর ৩১০ মণ মহিষের দুধ খাঁটি, ৩৫০ মণ মিশ্র।

এ বাদে আমাদের আছে একটা ব্রিক বোর্ড দুর্গাপুরে, সেখানে আমরা ২ কোটি ৭০ লক্ষ ইট উৎপাদন করেছি এবং সেখানে [illegible] কাজ করছে। এর জন্য আমাদের এক টাকা চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, রুরাল ব্রিক অ্যান্ড টাইলবোর্ড একটা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য গ্রামাঞ্চলের লোকদের দিয়ে আমরা ইট ও টালি তৈরি করাব। এইসমস্ত কাজের জন্য মাত্র এক টাকা চাওয়া হয়েছে। সামান্য এই কয়টা কথা বলে আমি একটা টাকা আপনাদের কাছে চাইছি।

[4-50—5-15 p.m.]

[**Mr. Speaker:** I take it that all the cut motions are moved.]

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Re. 1 for expenditure under Grant No. 46, Major Head: "85A—Capital Outlay on State Schemes of Government Trading" be reduced by one anna.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Re. 1 for expenditure under Grant No. 46, Major Head: "85A—Capital Outlay on State Schemes of Government Trading" be reduced by one anna.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Re. 1 for expenditure under Grant No. 46, Major Head: "85A—Capital Outlay on State Schemes of Government Trading" be reduced by one anna.

Mr. Speaker: There are no speakers. I am putting all the cut motions to vote except No. 2 on which there is going to be division.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Re. 1 for expenditure under Grant No. 46, Major Head: "85A—Capital Outlay on State Schemes of Government Trading" be reduced by one anna, was then put and lost.

The motion of Sj. Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Re. 1 for expenditure under Grant No. 46, Major Head: "85A—Capital Outlay on State Schemes of Government Trading" be reduced by one anna, was then put and lost.

The motion of Sj. Niranjan Sengupta that the demand of Re. 1 for expenditure under Grant No. 46, Major Head: "85A—Capital Outlay on State Schemes of Government Trading" be reduced by one anna, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—66.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Bindabon Behari
Basu, Sj. Chitto
Bora, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Natendra Nath
Das, Sj. Sisir Kumar
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ganguli, Sj. Amal Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Sj. Bhuban Chandra
Konar, Sj. Hare Krishna
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mitra, Sj. Satkari
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Prasad, Sj. Rama Shankar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Roy Choudhury, Sj. Khagendra Kumar
Sen, Sj. Debon
Sen, Sjta. Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Sj. Niranjan
Taher Hossain, Janab

NOES—138.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Gayen, Sj. Brindaban
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hansda, Sj. Jagatpati
Hasda, Sj. Jamadar
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath

Lutfal Heque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkai
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Krishna Prasad
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakal
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pati, Sj. Mohini Mohan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durgapada
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 66 and the Noes 138, the motion was lost

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Re. 1 be granted for expenditure under Grant No. 46, Major Head: "85A—Capital Outlay on State Schemes of Government Trading", was then put and agreed to

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[*After adjournment*]

[5-15—5-20 p.m.]

Major Head: 41—Veterinary

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs 25,62,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary".

(Rs. 12,81,000 has been voted on account.)

Sir, the Veterinary Department is divided into three main organisations. The first is field service which includes the hospitals and dispensaries all over the State Secondly, we have the veterinary college and veterinary research and thirdly, we have the Vaccine Laboratory at Belgachia which supplies all our vaccines. It will interest the honourable members to know that at the time of independence we had only 46 Veterinary Surgeons and 60 Field Assistants. Great progress has been made since then and we have

at the present moment 120 Veterinary Surgeons in the districts and 240 Field Assistants. This works out to about one Veterinary Surgeon to two and a half thanas. This, to my mind, is absolutely unsatisfactory. So long the Veterinary Department was mainly obsessed with the idea of treatment of horses and dogs since the time of the British but we have reoriented our ideas with regard to this Department by putting cattle as our first concern. In the Second Plan period we are already progressing with regard to veterinary help in the districts and we hope that by the end of the Second Plan period we will have about 300 Veterinary Surgeons and 600 Field Assistants. This delay has been due to the fact that we did not have sufficient trained veterinary personnel. The Belgachia Veterinary College was formerly training up only diploma-holders in veterinary science but since 1954 the University has instituted the Degree of Bachelor of Veterinary Science and is training up our students and I think in course of the next three years we will be able to meet the requirements of the veterinary personnel. The progress in veterinary reasearch has been rather slow hitherto because we had to work with untrained men. We must have trained men for that purpose. For Veterinary Degree, the course is of four years after the Intermediate in Science. One of the reasons which prevented our young boys from going to the Veterinary Department was the question of emoluments. According to the old scales, a class II officer used to enter the veterinary service in the scale of Rs. 100—200 and when he went up to class I, he used to get Rs. 150—250. This has been changed with effect from this year.

[5-20—5-30 p m.]

The Government has given them a new scale of pay under which the Class II veterinary officers begin at Rs. 150 and go on to Rs. 300. Class I begins at Rs. 250 and goes on to Rs. 450. Those who are unable to come to Class I begin at Rs. 150 The veterinary graduates are given an initial advantage of Rs 50 extra pay I enumerate below some of the works that have been done in the various districts. The main work has been with regard to mass inoculation for rinder pest, black-quarter and anthrax. Roughly speaking about 26 lakhs 57 thousand cattle have been mass inoculated —for these diseases and for poultry diseases about 2 lakhs 57 thousand have been inoculated—against Ranikhet and fowl pox diseases about which we get an intimation only when the out-break takes place are also attended to. So far during the past year 6,51,144 cattle and 77,646 birds have been inoculated in areas where there has been an out-break of disease It may interest you to know that at the time of partition there was only one veterinary hospital in the whole of West Bengal at Belgachia but since then we have started 19 district hospitals and 11 subdivisional hospitals with modern equipments and medicines and they are doing very well and we hope by the next three years every subdivision, every district and every national extension service block will have a full-fledged veterinary hospital and dispensary. In the N E.S. and C.D. Blocks we have already started 53 veterinary hospitals and next year we expect to have 63 more making a total of 116 in all.

With regard to the Sundarban area we have special boat dispensaries. Nine of them were working in riverine and estuarine areas where they go from village to village because boat is the only method of communication in these areas. These dispensaries are doing very good work

The Veterinary Department is also in charge of the West Bengal Animal Slaughter Control Act. This is being enforced in several municipal areas and the veterinary officers are responsible for inspection of these slaughter houses for the control of slaughter. The Veterinary College, as I have

mentioned before, has been improved. It has now the B.V.Sc. course of the Calcutta University. Approproximately seventy-five students are taken in every year and they go in for four-years' course and at the present time every student who is passing out is assured of a job because there are a number of vacancies in the Veterinary Department for qualified persons. As you know, Sir, as a matter of policy, the Belgachia Veterinary College is going to be removed to Haringhata in course of time. This will take some time but preparations are being made and plans are being drawn up for a new first class Veterinary College at Haringhata with dispensaries and hospitals attached to it. Of course the present premises at Belgachia will still have the hospital and dispensary for the purpose of those persons who are in the city. The Veterinary College also gives a short Compounder course and Veterinary Field Assistants' course, post-graduate course and courses of artificial insemination and production of biological products. We have now two freeze-drying machines by which we make vaccines for various purposes and we not only supply our own want but our vaccines are in demand in States like Bihar, Orissa, Assam, Nepal, Tibet, and on request we have been supplying all their demands.

I do not wish to take much of your time in going into details. I commend my motion for the acceptance of the House.

Sj. Amal Kumar Ganguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100.

Sj. Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs 100.

Sj. Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs 100.

Sj. Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100.

Sj. Chaitan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs 100.

Sj. Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100.

Sj. Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100.

Sj. Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Misra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100.

Sj. Ramanuj Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100.

Sj. Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100.

Sj. Monoranjan Hazra:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এতদিন ধরে আমরা লাঙ্গলের পিছনে যে লোক থাকে তার কথাই বলেছি, লাঙ্গলের সামনে যে প্রাণী থাকে আজকে আমি তার কথাই বলতে চাই। আমি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, তাঁর সরকারের যে প্রচারপুস্তিকা বেরিয়েছে সেই পুস্তিকার তথ্যের উপর ভিত্তি করেই আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের দেশের গো-জাতির এমন একটা অবস্থা হয়েছে যার ফলে দুধ, যা নাকি মানুষের বড় খাদ্য, সেই দুধ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। আমি ইনস্ট্যান্সেস্ দিচ্ছি—যেখানে ক্যানাডাতে দৈনিক দুধ পায় ৫৬·৮ আউন্স, অস্ট্রেলিয়ায় ৪৪·৪ আউন্স, পাঞ্জাবে ৩৫·৬ আউন্স, সেখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ২·৭০ আউন্স পাওয়া যায়। আমরা যদি অন্যদিকে দেখি তাহলে দেখব, যেখানে গ্রেট ব্রিটেনে একটা গরু দুধ দেয় ৬ হাজার ৫৭ পাউন্ড, পাঞ্জাবে দেয় ১ হাজার ৪৪৫ পাউন্ড সেক্ষেত্রে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৪২০ পাউন্ড। এই অবস্থায় যদি বিচার করা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে এর দুটো প্রধান কারণ বিদ্যমান রয়েছে—এক হচ্ছে গরুর খাদ্যাবস্থার উন্নতি করা হচ্ছে না, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে গরুর প্রজনন সম্পর্কিত। খাদ্যের ব্যাপার যদি ধরা যায় তাহলে দেখবেন খড় ৪০ টাকার কমে পাওয়া যায় না মণপ্রতি এবং খৈলের দরও ১২।১৩ টাকা। এবং মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় নিশ্চয়ই জানেন, গোচারণভূমি একদিন বাংলাদেশে ছিল, পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট হওয়ার সময় জমিদাররা সেগুলি খাস করে নিয়েছিল, বর্তমানে আবার সরকার সেগুলি খাসে এনে ফেলছেন। গরুর খাদ্যের ব্যাপার নিয়ে চরম অব্যবস্থা চলছে এবং বিশেষ করে এই বৎসর একটি ভয়াবহ ব্যাপার দেখা দিয়েছে—গরুর জন্য জলের ব্যবস্থাও নাই। টিউবওয়েলে জল নাই, পাতকুয়ায়ও জল নাই। আমি জানি মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানায় পানীয় জলের ভীষণ অভাব। এজন্য সেখানে হাজার হাজার গরু মারা যাচ্ছে। আমাদের হুগলি জেলায় প্রায় একই অবস্থা। এতে করে গরুর জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে। তারপর আমি যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে গরুর প্রজনন। মন্ত্রিমহাশয় তাঁর প্রচার দপ্তরের মারফৎ বলেছেন ৩৫ হাজার উন্নত ষাঁড় হলে বাংলাদেশে ঠিকমত প্রজননের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমি গতবারেই বলেছিলাম এবং মন্ত্রিমহাশয়ের প্রচারপুস্তিকা থেকেই বলেছিলাম যে, ৫০০ ষাঁড় বর্তমানে আছে, তখন মন্ত্রিমহাশয় বলেছিলেন ১,১০০; যদি ১,১০০ ষাঁড় থাকে তাহলেও এই জনকল্যাণ রাষ্ট্রের গো-জাতির উপযুক্ত প্রজননক্রিয়ার জন্য যেখানে ৩৫ হাজার উন্নত ষাঁড়ের প্রয়োজন সেখানে ১,১০০ ষাঁড়ের দ্বারা ঠিক প্রজনন হতে পারে না। আমি জানি আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন-এর যে ব্যবস্থা হয়েছে তা অত্যন্ত উন্নত ধরনেরই হয়েছে। আমি এজন্য মন্ত্রিমহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এটা গ্রামে পাবার ব্যবস্থা নাই। এ সম্বন্ধে মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন প্রত্যেক জেলায় ইউনিয়নবোর্ডের উপর এই বিষয়ের ভার আছে। আমি আমাদের ইউনিয়নবোর্ডের একশ' গজের মধ্যে থাকি। আমি আমার গরুটাকে তিন বৎসরের মধ্যে গাভিন করাতে পারি নি। আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশনএর ব্যবস্থা উন্নত ধরনের হয়েছে একথা আমি পূর্বেই স্বীকার করেছি, কিন্তু এটাকে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজন রয়েছে। এর সঙ্গে আমি আরেকটা দিকেও মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি জানেন কিনা জানি না গ্রামের চাষীরা বকনা বাছুর হলে বিলিয়ে দেয়। বকনা বাছুর তারা রাখতে পারে না। যদি বকনা বাছুরের যত্ন না করা হয় তবে আমাদের দেশের গাভীসম্পদ নষ্ট হবে। পরিশেষে আমি মন্ত্রিমহাশয়কে বলতে চাই, ভেটেরিনারি কলেজে ভাল ভাল কর্মী আছেন তা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। তাঁরাও কাজ করতে প্রস্তুত। মফঃস্বলে যেসমস্ত ডাক্তার পাঠান হয় তাঁরাও প্রত্যেকে দেশকর্মী। আমি দেখেছি আমাদের জেলায়

ভেটেরিনারী ডক্টর এক ভদ্রলোক আছেন, তিনি নিজে গরুর দুধ দুইয়ে দেন। কিন্তু মুশকিল হল, এই ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্টএ কতকগুলি দালাল আছে তারা কাজ করতে দেয় না। তারা এস, বি.র কাজ করে। তারা কর্মীদের বিরুদ্ধে লেগে থাকে, কাকে কোথায় ট্রান্সফার করতে হবে এসব কাজ ও'রা করেন।

তাই শেষকালে আমি বলতে চাই, প্রত্যেক ইউনিয়নে আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশনএর ব্যবস্থা করুন এবং সেখানে যাতে প্রকৃতই আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন দ্বারা গো-জাতির উন্নতি হতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার এবং সংগে সংগে মন্ত্রিমহাশয়ের সামনে আমি আরেকটা বিষয় রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে, সত্যি করে যদি গো-জাতির উন্নতি চান তাহলে গরুর খাদ্যের ব্যবস্থা করুন, গোচারণভূমির ব্যবস্থা করুন এবং তার জন্য বিমলবাবুর সংগে পরিষ্কার কথা বলুন। এগুলি যদি করতে পারেন তাহলে আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাব। একটা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে, তা না করে একবার বাজেটের সময় এই বিষয় উত্থাপন করে কিছুমাত্র উন্নতি করা যাবে না গো-জাতির। সেজন্য আমি প্রস্তাব করি যে, স্থানীয় এম এল এ, জনপ্রতিনিধি নিয়ে প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মহকুমায় মহকুমায় একটা কমিটি করে গো-জাতির উন্নতির চেষ্টা করুন। তা না হলে কিছু হবে না।

[5-30—5-40 p.m.]

Sj. Gobinda Chandra Maji:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই খাতে বায়বরাদ্দ অত্যন্ত অপ্রচুর। এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ খাতে এত অপ্রচুর ব্যয়বরাদ্দ আমরা সমর্থন করতে পারি না।

যেসমস্ত পন্থা অবলম্বন করলে আমাদের দেশে গো-জাতির উন্নতি হতে পারে, আমাদের গভর্নমেন্ট ঠিক সেইরকম সজাগ দৃষ্টি সেদিকে না দেওয়ার দরুন আমাদের গো-জাতির দিন দিন অবনতি হতে চলেছে। গোচারণভূমি ও ফডার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। আমি সেই গোচারণের ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। কিন্তু ফডার সম্বন্ধে এখানে যে আলোচনা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে ফডারএর দিকে গভর্নমেন্টের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। গো-জাতির জন্য ফডারএর অভাব অত্যন্ত বেশি। খড়ের দাম অত্যন্ত বেশি হয়ে যাচ্ছে। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির দরুন পল্লী অঞ্চলে খড়ের অভাব হচ্ছে। আমাদের দেশে নেপিয়ার ঘাস প্রভৃতি, যা খুব সহজেই জন্মাতে পারে, সেইসমস্ত ফডার উৎপন্ন করে যাতে সংরক্ষণ করে রাখা যায় সেদিকে সরকারের সজাগ দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং প্রয়োজন হলে প্রতিটি ইউনিয়নে কিছু কিছু জায়গা নিয়ে, গভর্নমেন্ট যেমন কৃষি-ব্যাপারে করেছেন, সেইরকম ফডারএর ব্যাপারেও আশু দৃষ্টি রাখা উচিত বলে আমি মনে করি।

আর একটা বিষয়ের প্রতি আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়ায় যেসমস্ত কাউ-সেড আছে তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমার পল্লী অঞ্চলে কয়েকটা কাউ-সেড আছে, তা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর। এই অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য আমাদের গো-জাতির উন্নতি কখনও সম্ভব হয় না। যাতে অল্প খরচে একটা মডেল কাউ-সেড হতে পারে তার জন্য গভর্নমেন্টের ব্যবস্থা করা উচিত। এই ধরনের কাউ-সেড যাতে পল্লী অঞ্চলে হতে পারে এবং অল্প ব্যয়ে টিন প্রভৃতি যাতে কৃষকরা পেতে পারে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ফডার ও প্রকৃত কাউ-সেডএর দিকে নজর দিলে গো-জাতির উন্নতি হতে পারে।

তারপর গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে—আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখছি পল্লী অঞ্চলের প্রত্যেক থানায় থানায় একজন করে ভেটেরিনারি সার্জন রাখতে পারেন নি। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় একটু আগে বললেন পল্লী অঞ্চলে ভেটেরিনারি সার্জন পাঠাবার শীঘ্রই ব্যবস্থা করছি। উনি এ-ও বলেছেন যে, বহু থানায় যেসমস্ত ভেটেরিনারি সার্জন আছে তারা ভালই কাজ করছে, সেখানে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আমার কেন্দ্র আমতা থানা, সেখানে একজন মাত্র ভেটেরিনারি সার্জন আছে, তাকে কুড়িটা ইউনিয়ন দেখতে হয়। একজন ভেটেরিনারি সার্জনএর পক্ষে কুড়িটা ইউনিয়নে গো-চিকিৎসা করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য এক-একটা জায়গায়, যেখানে

সাত-আট জন করে ভেটেরিনারি সার্জন রেখেছেন, সেখানে অন্তত চারটা কেন্দ্র করতে পারেন। এটা করলে ভাল হয়। তা ছাড়া প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন করে যাতে ভেটেরিনারি সার্জন রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। যদিও আপনারা বলছেন যে, আপনাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভেটেরিনারি সার্জনএর অভাবের দরুন কিছু করতে পারছেন না, কিন্তু এই লক্ষ্য নিয়ে আপনাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

আর একটা জিনিসের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন যে এন, ই, এস, ব্লকএ ভেটেরিনারি সার্জনদের জন্য ১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে এবং কনস্ট্রাকশন অব ডিসপেনসারিজ ইন এন, ই, এস, ব্লকসএর জন্য ৬১ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এন, ই, এস, ব্লকএ ভেটেরিনারি এইডএর জন্য এই ২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা খরচ করছেন। কিন্তু এন, ই, এস, ব্লকস ছাড়াও পশ্চিমবাংলায় যেসমস্ত অঞ্চল পড়ে রয়েছে, সেখানে কি দিচ্ছেন, সেটা আমরা পরিষ্কার করে দেখতে পাচ্ছি না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি আন্ডার গ্রান্ট নং ২৫ ভেটেরিনারি সেন্টারসএ সেখানে ১৯৫৭-৫৮ সালে পনের হাজার টাকা ধরা হয়েছিল, কিন্তু, অ্যাকচুয়ালি খরচ হয়েছে দশ হাজার টাকা। এ বছর দশ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে তার থেকেও হয়তো খরচ কম করে করা হবে।

আমরা দেখছি এন, ই, এস ব্লকসএর দিকে আপনাদের বেশি লক্ষ্য। কিন্তু এন, ই, এস, ব্লকস ও সি ডি পি ব্লকস ছাড়াও বহু অঞ্চল আছে যেখানে গরু, ছাগল বহু আছে। সেখানে যদি আপনারা এত অল্প টাকা বরাদ্দ করেন, তাহলে সেখানকার গরু, ছাগল বাঁচতে পারে না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি বন্যার পর হাজার হাজার গরু, ছাগল অসুখে মারা গিয়েছে। আমরা ভেটেরিনারি সার্জন করেছি, কিন্তু তাদের পয়সা নেই, ক্ষমতা নেই যে এদের রক্ষা করতে পারে।

[5-40—5-50 p.m.]

পাড়াগাঁয়ে আর একটা জিনিসের অভাব আছে। তিনি জানেন পাড়াগাঁয়ে ভাল ষাঁড়ের খুব অভাব। ষাঁড় রেখে ইনসেমিনেশন সেন্টার করে বেশ ভাল কাজ করেছেন। আমাদের দাবি হচ্ছে যেসব অঞ্চলে, যেসব থানায় একজন করে সার্জন রাখতে পেরেছেন, সেখানে যেন অন্তত ইনসেমিনেশনএর ব্যবস্থা করেন। যেখানে যেখানে ইনসেমিনেশনএর ব্যবস্থা করেছেন তা-ও অত্যন্ত অপ্রচুর। হাওড়া জেলায় যে ব্যবস্থা আছে, তাতে গোটা হাওড়া জেলার সুবিধা হতে পারে না। আমতায় একটা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করুন। হাওড়ায় যেটা আছে তাতে ডোমজুর পর্যন্ত কিছু কিছু সুযোগ হতে পারে। কাজেই সুদূর পল্লী অঞ্চলে ইনসেমিনেশন সেন্টার-এর ব্যবস্থা করুন। আর এটাও লক্ষ্য রাখুন যাতে গোচারণভূমি ও ফডারএর ব্যবস্থা হয় এবং অসুখবিসুখ করলে ভেটেরিনারি সার্জনএর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। তাহলে গো-জাতির উন্নতি সম্ভব হবে। নতুবা উন্নতি হতে পারে না।

Sj. Ramanuj Haldar: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দের ব্যাপারে আজ আলোচনা হচ্ছে, যেটা পল্লীজীবনের কৃষকদের এবং অন্য লোকের একমাত্র উন্নতধরনের শিল্প বলা যেতে পারে। শুধু অবসর সময় অনেক ভূমিহীন চাষী, অনেক দরিদ্র জনসাধারণ এই শিল্পের মধ্যে কাটাতে পারে। দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ এই বিভাগ চেষ্টা করে যেখানে এসে পৌঁচেছে, সেটা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। যদিও ইতিপূর্বে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় ঘোষণা করলেন যে ১,৫০০ মণ দুধ তারা দিতে পারবেন অদূরভবিষ্যতে এই টুরলেট আছে। কিন্তু আপাতত যা দিতে পারছেন তা যদি লক্ষ্য করে দেখি তাহলে দেখতে পাব তার পরিমাণ হচ্ছে আড়াই লক্ষ লোককে এক পোয়া করে। আমরা জানি বাংলার অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের শিশু সন্তানেরা দুধের আস্বাদ পর্যন্ত পায় না।

তারপর এক কোটি দশ লক্ষ যে গরু আছে তার যা অবস্থা তাতে বলা যায় "আছে গরু, না বয় হাল" সেই অবস্থায় ঠেকে গেছে। আমরা বৃষ সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখতে পাচ্ছি, মন্ত্রিমহাশয় বলেছেন, ১,২০০ বৃষ সরবরাহ করা হয়েছে। সরকার একাই শুধু করবে না জানি। উন্নতধরনের কোন জিনিস দিতে হলে, সরকারকেই অগ্রণী হয়ে তা সরবরাহ করতে হবে। যেখানে ত্রিশ হাজার বৃষ প্রয়োজন, সেখানে আমরা মাত্র বারশ' বৃষ পেয়েছি। কৃত্রিম প্রজনন ব্যাপারে আঠারোটি এবং শাখা-কেন্দ্র করা হয়েছে মাত্র ত্রিশটি। তার দ্বারা, মহকুমায় একটা কেন্দ্র থেকে কতগুলি পুষ্ট বাছুর পাওয়া গেছে? সেটা তল্লাস করলে দেখবেন ফল যথেষ্ট নৈরাশ্যজনক। তার মূলগত দুটি ত্রুটি থেকে গেছে--প্রথম হচ্ছে, সপ্তাহে কোন কোন ক্ষেত্রে একবার, কোন কোন ক্ষেত্রে দু'বার ইনসেমিনেশনএর জন্যে সিমেন প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। বিশেষ করে যখন সুদূর গ্রামাঞ্চলে এটা ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়, তখন গাভী নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারা যায় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি বহু গাভী এই কৃত্রিম প্রজননের দ্বারা একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, পাঁচবারেও উপযুক্ত ফললাভ করতে পারে নি। সুতরাং এর যে কোথায় ত্রুটি হচ্ছে সেটা মন্ত্রিমহাশয় একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে জীবন্ত বীর্য প্রেরণের মধ্যে ও উহা যথাসময়ে যথাযথভাবে প্রয়োগের ত্রুটি থেকে গেছে। অথচ নির্দিষ্ট সময়ে গাভীকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা বা সুযোগ নেই। আমাদের এখানে গোচারণের কথা অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা বলেছেন। আমরা যুদ্ধকালীন অবস্থার সময়েও বিলাতের দিকে লক্ষ্য রেখে দেখেছি যে সেখানে দেশের শতকরা আশি ভাগ ভূমি এই গোচারণের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আমাদের এখানে গোচারণ তো দূরের কথা, উপযুক্তভাবে খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। সেখানে একটা গাভীর যে দুগ্ধ হয় তা আমাদের দেশের গাভীর চেয়ে পনের-কুড়ি মণ বেশি। আমাদের দেশে গাভীর যে দুগ্ধ হয় তা বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে ভাগ করে দিলে মাথাপিছু আধ ছটাকেও এসে পৌঁছাবে না। ছয় কোটি টাকার গরু প্রতি বৎসর কলিকাতায় আসে এবং আমরা হিসাব করে দেখেছি যে প্রতি বৎসর পঁচিশ হাজার গরুকে হত্যা করা হয় এবং পঞ্চাশ হাজার বাছুর হত্যা করা হয়। এই হত্যার ব্যাপার বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। এই যে ছয় কোটি টাকার গরু যা আসছে, তার মধ্যে যদি উৎকৃষ্ট গরু না থাকে তাহলে বাংলাদেশের গো-জাতির উন্নতির পরিকল্পনা কোনভাবেই সার্থকতা লাভ করতে পারে না। আড়াইটি থানায় একজন করে সহ-অস্ত্রোপচারক রাখা হয়। সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি গ্রামাঞ্চলে কোন ক্ষেত্রে কোন দরিদ্র চাষীর গাভী বা বলদের অসুখবিসুখ হলে তাঁদের (সরকারী চিকিৎসকদের) যদি ডেকে আনতে হয় তাহলে তাদের উপর থেকে দর্শনী বাবত যে টাকা আদায় করা হয় তার হার অত্যন্ত বেশি। আমার মনে হয় গ্রামাঞ্চলে গো-পালনের জন্য যখন সরকার অগ্রসর হচ্ছেন তখন এই দরিদ্র লোকরা যাতে বিনা পয়সায় না হলেও, অল্প পয়সা দিয়ে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করতে পারে সে ব্যবস্থা করা উচিত। আমি কৃষি খাতে দেখলাম যে বলদ-ক্রয় ঋণ রাখা হয়েছে, তেমনি আমার মনে হয় পল্লীগ্রামে চাষী বা গো-পালকদের মধ্যে উন্নতধরনের গাভী ঋণ দেবার দরকার আছে। গ্রামের জনসাধারণ যারা গো-পালন করবে তাদের উপযুক্ত গো-পালন শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তাদের যদি অধিক ব্যয়ে চিকিৎসার সামর্থ্য না থাকে, তাদের যদি বুদ্ধিমত্তা না থাকে, মাত্র সরকার থেকে দু-একটি অঞ্চলে চিকিৎসা কেন্দ্র বা প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করলে জনসাধারণের মধ্যে গো-পালনের আগ্রহ ব্যাপকতা লাভ করবে না। সেইজন্য আমার বহু প্রস্তাব রয়েছে, এই বিষয় মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় নজর দেবেন।

Sj. Ledu Majhi:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডাক্তার রায় ভারত-বিখ্যাত ডাক্তার, আমরা মনে করেছিলাম পুরুলিয়া বাংলায় এলে জেলার গরু-ছাগল পশুরা কিছু ঔষধ পাবে, চিকিৎসা হবে। কিন্তু তাঁরই রাজত্বে এই দু' বছরে আমাদের জেলায় অনেক গরু-মোষ উজাড় হয়ে গিয়েছে। আমাদের জেলায় বলতে গেলে পশু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নেই। ডাক্তার এখানে-ওখানে দু-চারজন আছে তা সময়ে পাওয়াই যায় না। হাসপাতালে ঔষধও অনেক কিছু থাকে না। অনেক ঔষধের দামও অনেক দিতে হয়। গরীব চাষীরা দিতে পারে না। চারদিকে মড়ক লাগলে পশু-বিভাগ কাজেই লাগে না, এই আমাদের অবস্থা। ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মানুষ ঠেঙাতেন কিন্তু

তাঁর পশু-চিকিৎসাটা ডাক্তার রায়ের চেয়ে বোধ হয় কিছু ভাল ছিল। আপনারা বলছেন চাষীর উন্নতি করবেন। এক জোড়া গরু, এক জোড়া মহিষ চাষীর জীবনের সম্পত্তি, এক-একটা হাওয়ায় জলের দরে যদি তা মরে যায় তাতে চাষীও মরে যায়। জানবেন দেশের উন্নতির এ-ও একটা মস্ত বড় বাধা। আপনারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ছেলেখেলা করছেন। এইরকম ব্যবস্থায় আমরা সমর্থন দিতে পারি না।

[5-50—6 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

স্পীকার মহোদয়, আমি শুধু বাংলাদেশের গো-মড়ক ও তার চিকিৎসা সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলছি। কোথায় কত মড়ক হয়েছে তার সরকারী হিসাব পাওয়া যায় না। কারণ আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এবং সরকারী রিপোর্টেও দেখেছি যে কতকগুলি অঞ্চল আছে যেখানে প্রতিবৎসর বর্ষাকালে গো-মড়ক লাগে। এই বিশেষ বিশেষ অঞ্চল নিয়ে সেই সম্পর্কে সরকার যদি স্পেসিফিক্যালি আমাদের হিসাব দিতেন যে, এইসব অঞ্চলে বিশেষ ব্যবস্থা কতদূর অবলম্বন করেছেন, কয়েক বৎসর চিকিৎসা করার ফলে কতটা উন্নতি হয়েছে তাহলে আমরা স্পেসিফিক্যালি জানতে পারতাম তাদের কাজ সম্পর্কে।

এই সূত্রে আমি একটা বিশেষ অঞ্চল সম্পর্কে বলছি যেটার উপর কাট মোশান যাচ্ছে। যে ত্রিশটি ইউনিয়নযুক্ত গড়বেতা থানা, মেদিনীপুর জেলার, সেখানে মাত্র একটি ভেটেরিনারি সার্জন দিয়েছেন যার পক্ষে ফিজিক্যালি অসম্ভব সব কাজ করা। একটি সার্জনএর পক্ষে ত্রিশটি ইউনিয়নএ ঘুরে আজকে কাজকর্ম করা অসম্ভব। মোরওভার, ঘোরাফেরার জন্য যে বিশেষ অ্যালাউয়েন্সএর ভালরকম ব্যবস্থা আছে তা নয়। মন্ত্রিমহাশয় গত বছর একথা বলেছিলেন যে মফঃস্বল অঞ্চলে যেসমস্ত সাবডিভিসনাল টাউন আছে সেগুলিতে ভেটেরিনারি হাসপাতাল করবেন, ভাল কথা। সেই সময় আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে শুধু সাব-ডিভিসনগুলিতে করলেই হবে না। যেসমস্ত বড় বড় অঞ্চল আছে, সাব-ডিভিসন নয়, সেইসব অঞ্চলে গো-মড়ক চলেছে, সেইসব অঞ্চল সম্পর্কে স্পেসিফিক নজর দিন। তা না হলে প্রোগ্রাম করে বড় অঞ্চলকে ধরতে পারবেন না, তাতে শুধু হিসাবই বয়ে যাবে আসলে কোনরকম কাজ হবে না। সেদিক থেকে অনুরোধ করি যে ঘাটাল সাব-ডিভিসন সম্পর্কে যে টাকা অ্যালট করা হয়েছে এখনও সেটার সম্পর্কে জায়গা পাচ্ছেন না, বাড়ি পাচ্ছেন না, তাই সে টাকা তাঁরা খরচ করতে পারছেন না। সেদিক থেকে আমার সাজেশন হচ্ছে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানায় জায়গা আছে, বাড়ি আছে, সেখানে লোক যদি ডোনেট করতে রাজি থাকে এবং মন্ত্রিমহাশয় যদি নজর দেন ও আশ্বাস দেন তাহলে লোক্যালিটিতে যেয়ে সে সম্পর্কে আমরা চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, খাদ্য সম্পর্কে অনেকে বলে গিয়েছেন। অনেক ডাক্তারের মত হল যে এই যে গো-মড়ক যা বিভিন্ন সময়ে হয়, বর্ষাকালে যেসমস্ত গরু রোগে মারা যায়, তারা বলেন, এসব সাময়িক চিকিৎসা করে ভাল হতে পারে না, এর ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে ভাল ফডার ক্রপ; গরুর ভাল খাদ্যের অভাব হয়েছে। আর এটা মন্ত্রিমহাশয়ও জানেন যে ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের যেসমস্ত কাজ হল তার ফলে পূর্বে যেসমস্ত গোচারণভূমি ছিল সেগুলি লিখিয়ে নেবার ফলে, সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবে অথচ এই যে প্রবলেম কি করে খাওয়াবে তার হিসাব আপনারা কি করে করেছেন? আমরা তো জানি যে, আজ গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ কৃষক গরুকে খাওয়াতে পাচ্ছে না যার ফলে তারা গরু বিক্রয় করে দিচ্ছে এবং না খেতে পেয়ে দুর্বল হয়ে যাবার ফলে নানা রোগাক্রান্ত হচ্ছে। আপনারা ডাক্তার দিন, হাসপাতাল দিন, কিন্তু গরুর খাদ্যের ব্যবস্থা যদি না করতে পারেন তাহলে গরুকে বাঁচান যাবে না গো-মড়ক থেকে। তাই আমার কথা হল বড় বড় অঞ্চল যেগুলি সাব-ডিভিসন নয়, তাতে সাময়িকভাবে হলেও ভেটেরিনারি সার্জন দিন, শুধু যে বিশেষ অঞ্চলে গো-মড়ক তা নয়, কাজেই সাব-ডিভিসন ছাড়া বড় বড় অঞ্চলে যেখানে গো-মড়ক হয় সেখানে হাসপাতাল করুন এবং বিশেষ করে গরুর খাদ্যের ব্যবস্থা—ফডার সাপ্লাইএর ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি।

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Mr. Speaker, Sir, I have at my disposal just six minutes and I will very briefly like to reply to some of the points.

Shri Monoranjan Hazra has talked about milk and he has compared the amount of milk we are getting in India, viz. 2 ounces whereas some other countries give 10 oz. or one pound or more per capita. May I remind him that in our State of West Bengal we have got 1 crore 11 lakhs of cattle of which about 30 lakhs are maimed, decrepit and old? We keep them in Pinjrapoles. We do not destroy them because of sentiment. This is not the occasion to go into that but I would say as far as fodder is concerned we have got only 123 lakh acres of land. We cannot stretch it From the same land we have got to produce food for human beings as well as for our animals and that means we must double-crop or triple-crop our land and use more fertilizers to grow fodder from the same land. It can be done—it is possible—and many other countries have done it, countries that supply us milk. For example, we get skimmed milk, butter and cream from the United States of America. Do you know the number of cattle that they have? There is only about 60 lakh cattle in the whole of United States of America and they export to us all that because the production is more. Our scientists and experts are of the opinion that we should have less cattle but they must produce more—some honourable members have suggested 10 seers or 15 seers. This can be done; it is possible You come to Haringhata and you will see that our cattle there are giving on an average 10 seers of milk This can be done provided you give them proper food.

Shri Gobinda Maji has mentioned that we do not know how to build model cow sheds. If you kindly visit any of our agricultural exhibitions the one perennial thing that we exhibit is how a model cow shed is to be made and it is exhibited everywhere.

With regard to Shri Ramanuj Haldar, he has mentioned that milk supply is insufficient. I quite agree; we should increase our milk supply by the example we are showing at Haringhata, how we get four times the milk from the local cattle by feeding them well. Provided we give them good care and attention it can be done. I am not speaking of any other country; I am speaking of West Bengal, 35 miles from Calcutta in Haringhata this is being done. Come and see what is being done there.

Mr. Maji has mentioned about Purulia. I find that we have got six veterinary hospitals there and I am sure in course of time, along with progress in other parts of the State, we shall have one veterinary surgeon in every thana and Purulia will not be out of the picture.

Lastly, Shri Saroj Roy has mentioned about the outbreak of diseases and he wants to know what has been done. Sir, I have not got the time to give a detailed picture of this, but I have here a broadsheet which gives you in brief, when an epidemic occurs in any part of West Bengal, how many days after the officer has arrived, how many died and how many survived. The whole picture is there. If Mr. Saroj Roy will come to my office or the office of the Director of Veterinary Services, he will be able to go into it and if he has any difficulty it will be taken care of and if he has any suggestion to make, we shall certainly make it a point to go into the question.

With regard to the point that he has raised of having a subdivisional veterinary hospital not in Ghatal subdivision but somewhere else in Garbeta, our difficulty is that at the present time according to a Cabinet decision the veterinary hospitals should be situated in districts or in subdivisions. As

Garbeta is not a subdivision we have to take special permission of the Cabinet with regard to it, and I can assure him that I shall look into this and see what can be done, if we cannot get any place in Ghatal town itself.

I will close with one remark with regard to artificial insemination centres. Science has placed at our disposal today the artificial insemination method by which at the present time we can get semen from Calcutta of Jersey bulls which we were using in the Darjeeling district. For one ejaculation of the semen we can get 80 cows impregnated. It is a great advance. So we do not have to take cows to bulls as we used to do five years ago but today the picture is different. But the point is that we must increase artificial insemination. It is possible to do it when we have more refrigeration facilities in every village, which, I am sure, in course of time we will have.

With these words I oppose all the cut motions and commend my motion to the acceptance of the House.

[6—6-10 p.m.]

Mr. Speaker: I am putting all the cut motions to vote save and except cut motion No. 7.

The motion of Sj. Amal Kumar Ganguli that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Chaitan Maji that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Monoranjan Misra that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Sasabindu Bera that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Sj. Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 25,62,000 to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—60.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
[illegible]orudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sjta. Labanya Preva
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Majumdar, Sj. Apurba Lal
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

NOES—139.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Manilal

Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallck, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Saha, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

The Ayes being 60 and the Noes 139 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed that a sum of Rs. 25,62,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 25, Major Head: "41—Veterinary", was then put and agreed to.

Major Head: 8—State Excise Duties

The Hon'ble Syama Prasad Barman: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 28,07.000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 3, Major Head: "8—State Excise Duties".

The motion was then put and a division taken with the following result:—

AYES—137.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra

Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

NOES—60.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Badrudduja, Janab Syed
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Hazra, Sj. Monoranjan
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Majl, Sj. Gobinda Charan
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Ray, Sj. Phak'r Chandra
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda

The Ayes being 137 and the Noes 60, the motion was carried.

Major Head: 4 Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs 3,85,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 1, Major Head: "4 - Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty".

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 9—Stamps

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 5,80,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 4, Major Head: "9—Stamps".

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 11—Registration

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 14,69,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 6, Major Head: "11—Registration".

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 30—Ports and Pilotage

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 8,07,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 18, Major Head: "30—Ports and Pilotage".

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 36—Scientific Departments

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 19,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 19, Major Head "36—Scientific Departments".

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 43—Industries—Cinchona

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs 21,35,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No 29, Major Head: "43—Industries—Cinchona".

The motion was then put and agreed to.

[6-10—6-15 p.m.]

Major Head: 47—Miscellaneous Departments—Fire Services

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 23,32,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 30, Major Head: "47—Miscellaneous Departments—Fire Services".

The motion was then put and a division taken with the following result:—

AYES—138.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand

Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Doloi, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare, Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti
Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Saha, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatna Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

NOES—54.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Basu, Sj. Chitto
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunti
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj Hare Krishna
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas

Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 138 and the Noes 54, the motion was carried.

Major Head: 54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,14,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 34, Major Head: "54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers".

The motion was then put and a division taken with the following result:—

AYES—137.

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdus Shokur, Janab
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Banerjee, Sjta. Maya
Banerjee, Sj. Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Monilal
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhagat, Sj. Budhu
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Sj. Nepal
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Chaudhuri, Sj. Tarapada
Das, Sj. Ananga Mohan
Das, Sj. Bhusan Chandra
Das, Sj. Gokul Behari
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das Adhikary, Sj. Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanai Lal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta Sjta Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Gayen, Sj. Brindaban
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, Sj. Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Kuber Chand
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Jamadar
Hazra, Sj. Parbati
Hembram, Sj. Kamalakanta
Hoare Sjta. Anima
Jana, Sj. Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kar, Sj. Bankim Chandra
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Lutfal Hoque, Janab
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Mahendra Nath
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Debendra Nath
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mohibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Sj. Jagannath
Mallick, Sj. Ashutosh
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Mardi, Sj. Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Modak, Sj. Niranjan
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Sj. Baidyanath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Dhawajadhari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Sj. Pijus Kanti

Mukherjee, Sj. Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Sj. Ras Behari
Panja, Sj. Bhabaniranjan
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Rajani Kanta
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Sj. Sarojendra Deb
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Amarendra Nath
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santi Gopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Sj. Jatindra Nath
Talukdar, Sj. Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Thakur, Sj. Pramatha Ranjan
Trivedi, Sj. Goalbadan
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing
Zia-ul-Huque, Janab Md.

NOES—57.

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Chitto
Bera, Sj. Sasabindu
Bhaduri, Sj. Panchugopal
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Sj. Radhanath
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Gobardhan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghose, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Sj. Sitaram
Haldar, Sj. Ramanuj
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Hansda, Sj. Turku
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Konar, Sj. Hare Krishna
Majhi, Sj. Jamadar
Majhi, Sj. Ledu
Maji, Sj. Gobinda Charan
Mondal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Modak, Sj. Bijoy Krishna
Mondal, Sj. Amarendra
Mondal, Sj. Haran Chandra
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Mullick Chowdhury, Sj. Suhrid
Naskar, Sj. Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Sj. Gobardhan
Panda, Sj. Basanta Kumar
Panda, Sj. Bhupal Chandra
Pandey, Sj. Sudhir Kumar
Roy, Sj. Jagadananda
Roy, Sj. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Rabindra Nath
Roy, Sj. Saroj
Sen, Sj. Deben
Sen, Sjta. Manikuntala
Sengupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi
Taher Hossain, Janab

The Ayes being 137 and the Noes 57, the motion was carried.

Major Head: 55—Superannuation Allowances and Pensions, etc.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 97,43,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 35, Major Head: "55—Superannuation Allowances and Pensions and 83—Payments of Commuted Value of Pensions".

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 56—Stationery and Printing

The Hon'ble Bhupati Majumder: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 45,69,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 36, Major Head: "56—Stationery and Printing".

The motion was then put and agreed to.

Major Head: 64C—Pre-partition Payments

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 13,08,000 be granted to complete the sum necessary for expenditure under Grant No. 42, Major Head: "64C—Pre-partion Payments".

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker: Tomorrow we will have our usual work and we will have questions; only the questions which the Hon'ble Bhupati Majumdar is expected to answer will be held over because of certain personal reasons.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-15 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 25th June, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 25th June, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 11 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 213 Members.

[3—3-10 p.m.]

Date for a debate on Second Five-Year Plan and Purulia Development.

Sj. Canesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান সম্বন্ধে স্পেশাল ডিবেট চেয়েছিলাম আপনার হয়তো স্মরণ আছে। ডাঃ রায় প্রিপেয়ার্ড আছেন কি না জানি না। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানএ ওয়েস্ট বেংগল বিশেষভাবে কন্সার্নড—এই কারণে এই স্পেশাল ডিবেট আমরা বহু দিন থেকে চাচ্ছি। তারপর পুরুলিয়া ডেভেলপমেন্ট পজিশন এই দুটো বিষয়ের জন্য আমরা দুটো দিন চাই এবং আগে থেকে জানতে পারলে আমাদের পক্ষে ভাল হয়। সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান সম্বন্ধে ডিবেট হবার আগে যদি একটা হ্যান্ড-আউট দেন তাহলে আমরাও প্রিপেয়ার্ড হতে পারি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

পুরুলিয়া হবে কি না জানি না—সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান হবে।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Bus accidents in route No. 91 on 3rd and 9th May, 1958

***1A.** (SHORT NOTICE.) (Admitted question No. *1846.) **Sj. Canesh Ghosh:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(a) whether the attention of the Government has been drawn to two cases of serious bus accidents in route No. 91 on 3rd May, 1958, and 9th May, 1958, respectively; and

(b) if so, what steps have been taken by the Government to prevent the recurrence of such accidents?

The Minister for Home (Police) (The Hon'ble Kali Pada Mookerjee): (a) Yes.

(b) Arrangements have been made to break the speed on Louhati-Shyambazar Road at several points, and the road surface has been demarcated for movements of up and down vehicular traffic. Constables have also been posted at important points to control and regulate both vehicular and pedestrian traffic.

Sj. Canesh Ghosh:

মার্চ মে পর্যন্ত গেল ছ'মাসে এই রুটএ কত এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে জানাবেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

ছয় মাসের তথ্য আমার কাছে নেই।

Sj. Ganesh Ghosh:

এই রাস্তা দিয়ে বহু গাড়ী চলে, বহু ভিহিকুলার ট্র্যাফিক যাতায়াত করে—এই কথা বিবেচনা করে এ্যাক্সিডেন্ট কমাবার জন্য কোন ব্যবস্থা কেন করা হয় নি তা জানাবেন কি?—তিনি বলেছেন নাইন্থ মে-এর এ্যাক্সেডেন্ট হবার পর ব্যবস্থা করা হয়েছে—আগে কেন করা হয় নি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

কারণ, তার প্রয়োজনীয়তা আগে উপলব্ধি করা হয় নি।

Sj. Ganesh Ghosh:

যেসমস্ত মেজার্স নেওয়া হয়েছে এই রুটএ ওভারক্রাউডিং কমাবার জন্য যেমন posting of constables and demarcation of the route for up and down vehicular traffic.

তাতে ওভারক্রাউডিং ইন দি বাসেস ইন দিস রুট কমেছে কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

পুলিশ নজর রাখে যাতে ওভারক্রাউডিং না হয়—ওভারক্রাউডিং হলে পুলিশ থেকে প্রসিকিউশন করা হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এক শতটা বাস পুট করা হবে—আশাকরি তাতে ওভারক্রাউডিং কমে যাবে।

Sj. Ganesh Ghosh:

ডিফারেন্ট রুট দিয়ে বাসের ফুটবোর্ডএ দাঁড়িয়ে এবং বামপারএর উপর দিয়ে চলাচলের জন্য এ্যাক্সিডেন্ট হয়—এই এ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেন্ট করার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

বলেছি তো পুলিশ দ্বারা প্রসিকিউশনএর ব্যবস্থা হয়।

Sj. Ganesh Ghosh:

ফুটবোর্ডএ চলাচলের জন্য একটাও প্রসিকিউশন হয়েছে কি?

Mr. Speaker: Mr. Ghosh, do you want the police to stop overcrowding?

Sj. Ganesh Ghosh: I do not want the police to stop overcrowding but I want that Government should take measures to stop overcrowding so that there may not be accidents due to overcrowding,

Mr. Speaker:

আপনি যা বলছেন তাতে রোজই একটা করে রায়ট হবে।

Sj. Ganesh Ghosh:

সেজন্যই আমরা চাই পুলিশ টেনে না নামাক—ডাঃ রায় নাম্বার অব বাসেস বাড়াবার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন সেটা জানতে চাই।

Sj. Deben Sen:

শ্যামবাজার পুল ও চিৎপুর ব্রীজ গত বৎসর ধরে পড়ে আছে—তার উপর দিয়ে কোন ট্র্যাফিক যায় না—এই ব্রীজ কবে মেরামত হবে এবং তার কি পরিকল্পনা আছে? এবং একটা টাইম বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee:

এটা খগেনবাবুকে বলবেন—আমি জানি তাঁর ডিপার্টমেন্টএর একটা পরিকল্পনা আছে—এবং এ বিষয়ে তাঁদের অনেকবার বলা হয়েছে।

Letter of the Director of Publicity published in newspapers on the Report of the Dey Commission on Tram and Bus Fares in Calcutta.

***1B.** (Short Notice.) (Admitted question No. *1858.) **Sj. Somnath Lahiri:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Publicity) Department be pleased to state whether the attention of the Government has been drawn to the letter of the Director of Publicity published in the issue of the *Statesman* of 22nd April, 1958, in reply to the criticism of the Report of the Dey Commission on Tram and Bus Fares in Calcutta?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the view expressed by the Director of Publicity in his abovementioned letter is the view of the Government; and

(*ii*) whether it has been decided by the Government to accept the recommendation of the Dey Commission?

The Chief Minister and Minister for Home (the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy): (*a*) Yes.

(*b*)(*i*) No opinion has been expressed regarding the Commission's Report.

(*ii*) The matter is still under consideration.

Dr. Ranendra Nath Sen:

এটা কি মন্ত্রী মহাশয় জানেন—ডাইরেক্টর অব পাবলিসিটি এই চিঠিতে পরিস্কারভাবে বলেছেন ভাড়া বাড়াবার প্রয়োজন আছে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

না; আমি চিঠি দেখেছি—এটা শুধু ডাঃ সান্যাল এবং মিঃ গুপ্ত চিঠি দিয়েছিলেন—আমরা মনে করেছিলাম এটা আন্‌কন্ট্রাডিক্‌টেড যাওয়া উচিত নয়। ভাড়া কমান সম্বন্ধে আমরা এখনো কিছু ঠিক করি নি।

Dr. Ranendra Nath Sen:

(বি)(২)তে বলছেন
the matter is still under consideration.
আমরা দেখছি বহু দিন ধরে আন্ডার কন্সিডারেশন আছে—কবে ফাইনাল হবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

হলেই জানতে পারবেন।

Sj. Ganesh Ghosh:

এই কমিশনের রিপোর্ট আমরা পাব?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

লাইব্রেরী টেবলএ আমরা দেব পাবলিশ করে।

Sj. Deben Sen:

অতিরিক্ত প্রশ্ন; মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি—এই যে (বি)(২)তে বলছেন—
the matter is still under consideration.

এই ম্যাটার এই হাউসএ ডিসকাসন হবে এবং তার জন্য স্পেশাল টাইম দেবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:
Let the Government come to a decision.

Sj. Deben Sen:

এই ডিসকাসনএ আসবার জন্য আমাদের কোন মতামত শুনবার প্রয়োজন কি নাই?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

প্রয়োজন মনে করি না।

Sj. Sunil Das:

কবে পর্যন্ত এই কন্সিডারেশন শেষ হবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

Mr. Speaker: That question has been answered.

Sj. Sunil Das:

এই কমিশন যদি লোক মত প্রকাশ করে থাকে তাহলে সেটা ট্রাম এবং বাসএর ভাড়া বৃদ্ধির সূচক হিসাবে আমরা ধরে নিতে পারি কি না?

Mr. Speaker: That is a hypothetical question.

Sj. Sunil Das:

মিঃ স্পীকার, স্যার, 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজে সেই চিঠিতে কমিশনের সমর্থনে মত প্রকাশ করা হয়েছে—আমার এখানে জিজ্ঞাস্য হল এই যে মত প্রকাশ করা হয়েছে এটা বৃদ্ধির সম্মতিসূচক কি না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এ রকম কোন মত প্রকাশ করা হয় নি—গোটাকতক ফিগার দেওয়া হয়েছিল—ফিগারগুলি ভুল—সেই ভুলটাই দেখান হয়েছে।

Cases of heat stroke in the office of Supplies Department at 11A Free School Street, Calcutta.

***1C.** (SHORT NOTICE.) (Admitted question No. *1847.) **Sj. Ganesh Ghosh:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Food and Supplies Department be pleased to state if it is a fact that the undermentioned employees of the Supplies Department working at the Headquarters at 11A Free School Street, Calcutta, had attacks of heat stroke on the dates mentioned respectively against the name of each:—

(*i*) Munshi Routh on 3rd June, 1958;

(*ii*) Hemanta Banerjee on 3rd June, 1958;

(*iii*) Rabindra Nath Mitra on 2nd June, 1958; and

(*iv*) Ramlal Chakravarty on 4th June, 1958?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether any medical aid was given in each of the cases mentioned under (*a*);

(*ii*) whether Munshi Routh, mentioned in (*a*)(*i*) above, who died in the hospital, was not given any medical aid while he was lying ill at office; and

(*iii*) if any suggestions had been received from the employees of the department to provide for the safety of the employees working in the offices located in the shed at 11A Free School Street?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) Shri Munshi Routh had heat stroke but the other three persons felt unwell on the dates noted against each while in office.

(*b*) (*i*) Medical aid was given to Shri Munshi Routh and Shri Ramlal Chakravarty.

(*ii*) Immediately after Shri Munshi Routh had attack of heat stroke he was removed to hospital in an ambulance car after being given first-aid in office by the members of the staff.

(*iii*) The employees working in sheds represented their difficulties to work during daytime on account of unusual heat and excessive humidity. As a measure of safety, all employees working in the sheds at 11A Free School Street were allowed to attend office from 7 a.m. to 11 a.m. for one week with effect from 5th June, 1958.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Ganesh Ghosh: With regard to (b)(ii) immediately after Shri Munshi Routh had attack of heat stroke . .

এখানে এই 'ইমিডিয়েটলি আফটার' সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে কি? সেই 'ইমিডিয়েটলি আফটার' মানে কি এক ঘণ্টা? তা কি জানেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

হ্যাঁ। তাঁর এটাক্ হবার পরেই এম্বুলেন্সএর জন্য টেলিফোন করা হয়, এম্বুলেন্স আসতে পঞ্চাশ মিনিট দেরী হয়, এবং পঞ্চাশ মিনিট পরে তাকে হসপিটালএ পাঠান হয়।

Sj. Ganesh Ghosh:

এখানে যে বলা হয়েছে—

was given first-aid by the members of the staff.

এই ফার্স্ট-এডএর মানে কি, শুধু মাথায় মুখে জল দেওয়া, না আরও কিছু?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

তা ছাড়া আর কিছু নয়। সেখানে কোন মেডিক্যাল ইউনিট এ্যাটাচড্ নেই। আমরা মেডিক্যাল ইউনিটএর ব্যবস্থা করছি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে ডাক্তার দিয়েছেন।

Sj. Ganesh Ghosh:

শ্রী মুন্সী রাউথ যে মারা গিয়েছে তাঁর পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য কি সরকারের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ব্যবস্থা হবে। আমি এখনও করি নি, করবো।

Sj. Deben Sen:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি সরকারী কর্মচারীদের যতগুলি হিট স্ট্রোক-এর কেস হল, সেটা শুধু খাদ্য বিভাগে হল কেন? সেখানে সূর্যের উত্তাপ কি বেশী?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে ওখানে আমাদের যে শেড আছে সেই শেডএ একটু গরম বেশী। তা ছাড়া, এ বছর একটু বেশী গরম পড়েছিল টেম্পারেচার, হিউমিডিটি অত্যন্ত বেশী ছিল, সেইজন্য সেখানে একটি মাত্র হিট স্ট্রোকএর কেস হয়েছে, বাকী আর কোন লোকের হয় নি।

Dr. Narayan Chandra Ray:

প্রশ্নে চারটা হিট স্ট্রোক কেসের কথা বলা হয়েছে এবং আপনি তার উত্তরে বলেছেন কেবল শ্রী মুন্সী রাউথএর হিট স্ট্রোক হয়েছিল,

but the other three persons felt unwell.

আমার প্রশ্ন হচ্ছে—এ'রা মারা না গেলেও তাঁদের যে হিট স্ট্রোক হয়েছিল, এ কথা মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সদস্য তো নিজেই একজন ডাক্তার, তবু আমি তাঁর অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ডাক্তারেরাই বলেছেন ঐ একটাই হিট স্ট্রোক হয়েছে, আর কোন হিট স্ট্রোক হয় নি।

Dr. Ranendra Nath Sen:

যে শেডগুলিতে এমপ্লয়িজরা কাজ করেন, সেই শেডগুলি বদলে, অন্ততঃ তার টপটা ইট দিয়ে তৈরী করবার জন্য সরকার চিন্তা করছেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আমরা ব্যবস্থা করছি তাদের ঘর বদলাবার জন্য। নূতন যে বাড়ী হচ্ছে, সেখানে তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হবে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

শ্রী মুন্সী রাউথ সম্বন্ধে আমার প্রশ্ন হচ্ছে—'হি ডায়েড ইন সার্ভিস' বলে কি গণ্য করা হবে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এটা বলাই বাহুল্য, হি ডায়েড ইন হারনেস, নিশ্চয়ই।

Mr. Speaker: Died in harness means died in service.

Dr. Narayan Chandra Ray: No, Sir I personally gave one question about State Transport where a man left his house, was in the office, was on the car at the steering wheel. He died but did not die "in service"

Dr. A. A. M. Obaidul Ghani: In (i) the Hon'ble Minister has stated about medical aid and in (ii) he has stated about first aid. May I know the difference between the two?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Frankly speaking I do not know the difference between medical aid and first aid. I will find out and let the honourable member know.

Dr. Narayan Chandra Ray:

ঐ তিন জন সম্পর্কে

did the doctor say it was not a case of heat stroke?

Mr. Speaker: I think the question was answered.

Sj. Sunil Das:

প্রশ্নোত্তরে (বি)(১)তে শ্রী মুন্সী রাউথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং (বি)(২)তে শ্রীরতনলাল চ্যাটার্জী সম্বন্ধে মেডিক্যাল এডএর কথাও বলা হয়েছে, ফার্স্ট এড দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আর যে দু'জন ভদ্রলোক, তাদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। এখন আমার প্রশ্ন হল, তারা কি ফার্স্ট এড বা মেডিক্যাল এড কিছুই পায় নি?

Mr. Speaker: It has been admitted that they are alive. They are not dead. Since they did not die, further question on this point is not allowed. That is my decision. I do not think it necessary to pursue the matter any further.

I may inform the honourable members that Mr Jalan rang me up a few minutes ago and he expressed his inability to attend the Assembly to answer the questions because of personal reasons. I have said that those questions should be answered on July the 2nd. All the questions answerable by Mr. Jalan and Sj Bhupati Mazumdar are held-over.

Arrangement for accommodation and protection of young women doctors and nurses posted outside their home towns.

***9.** (Admitted question No *1221 **Sj. Monoranjan Hazra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(a) whether Government have any arrangements to secure accommodation for young unaccompanied women doctors and nurses posted outside their home towns, and

(b) whether Government have any arrangements for their personal safety when they are posted outside their home towns?

The Minister of State for Health (the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): No.

Dr. Narayan Chandra Ray:

এখানে কোয়েশ্চেন ছিল দুটো। একটা ছিল—

accommodation for young unaccompanied women doctors and nurses

আর একটা ছিল—

arrangements for their personal safety.

এই দুটো কোয়েশ্চেন ছিল। আপনি ছবের পাতায় দেখুন।

Mr. Speaker:

আমি দেখছি।

Dr. Narayan Chandra Ray:

দুটো প্রশ্ন ছিল। প্রথমটা ছিল মেয়ে ডাক্তার ও নার্সদের বাইরে থাকবার জন্য কোন বন্দোবস্ত করা হয়েছে কি না? এবং দ্বিতীয়টি ছিল তাদের নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি না? তার জবাবে পরিষ্কার বলা হচ্ছে—'না'।

Mr. Speaker: The answer to both the questions is 'No.'

Dr. Narayan Chandra Ray:

সেটা বুঝেছি যে মেয়ে ডাক্তার ও নার্সদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। কিন্তু এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

Mr. Speaker: It is begging the answer If you read the heading you will find that it is only meant for young women doctors and nurses.

Dr. Narayan Chandra Ray:

তখন নিরাপত্তার প্রশ্ন ওঠে

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

বুড়ো মানুষের নিরাপত্তার দরকারটা কি?

Mr. Speaker:

বুড়া মানুষ নয়, এখানে ইয়াংএর কথা হচ্ছে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আপনারাই সাপ্লিমেন্টারি করছি। ইয়াং ডক্টরস এবং ইয়াং নার্সস আপনারা এ্যাপয়েন্ট করেছেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Yes.

Dr. Narayan Chandra Ray:

ওমেন ডক্টরস অ্যান্ড নার্সদের নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যবস্থা করেছেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: There is accommodation for the appointed nurses whatever may be the age. Once they are admitted into the service, they are given quarters wherever there are attached quarters in the rural health centres, and where there are no quarters, certainly they are to be given some quarters, and it is the Government's duty to find out such quarters for their accommodation. In case of emergency there are arrangements to protect them with Police guards and so on.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার প্রশ্নটা হচ্ছে

women doctors and nurses in different towns in the muffassil

সম্বন্ধে। তাদের যখন রাত্রিতে ডেলিভারী কেসে যেতে হয় আমার কাটেগরিক্যাল কোয়েশ্চেন হচ্ছে ছেলেমানুষ মেয়ে ডাক্তার বা নার্স, তাদের রাত্রিবেলায় কেস এ্যাটেন্ড করতে যেতে হয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে পাহারায় পুলিশ বা আর্দালী রাখবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি, এটা কি সত্য?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Usually no police protection is given. Whenever a nurse or a midwife goes outside, she is accompanied by some of the attendants in the hospital.

[3-20—3-30 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে—পুলিস থাকে না সে কথা আপনি জানেন আমিও জানি, কিন্তু একটা চাপরাসী সঙ্গে দেওয়া হয় কি না?

Mr. Speaker: My personal knowledge is that some male attendant always, in fact, accompanies such doctors or nurses.

Appointment of Deputy Superintendent in Calcutta Medical College

***10.** (Admitted question No. *1153.) **Sj. Amarendra Nath Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(a) how many Deputy Superintendents are there in Calcutta Medical College Hospitals;

(b) when these posts were created;

(c) what salary, allowances and amenities these posts carry;

(d) how the present incumbents were recruited;

(e) whether the present incumbents were re-employed after their superannuation;

(f) if so, the present pay drawn and the pay drawn by them before their retirement; and

(g) whether they have been granted enhanced pay?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: (a) One.

(b) The post was created in September, 1957.

(c) The post carries pay in the scale of Rs. 500—50—1,000, non-practising allowance of Rs. 150 per month, administrative allowance (special pay) of Rs. 100 per month and usual dearness allowance.

According to the revised pay-scale for Health Services the post will carry pay in the scale of Rs. 600—50—1,200, non-practising allowance of Rs. 200 per month, administrative pay Rs. 150 per month *plus* usual dearness and other allowances.

(d) By selection from among experienced Civil Surgeons.

(e) Yes, the present incumbent was re-employed after superannuation.

(f) Present pay is Rs. 1,000 per month *plus* non-practising allowance of Rs. 150 per month and dearness allowance at the rate of Rs. 17½ per cent. of the pay.

Pay before retirement was Rs. 1,000 per month *plus* Jail allowance of Rs. 42-8 per month dearness allowance at the rate of Rs. 17½ per cent of the pay, with right of private practice.

(g) No.

Establishment of a subdivisional hospital at Contai

***11.** (Admitted question No. *1265.) **Sj. Sisir Kumar Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(a) whether the Sadar Hospital is going to be constructed in the subdivision of Contai;

(b) if so, when the construction will be finished;

(c) whether Government have chosen any site for the same;

(d) whether Government have any scheme to shift the hospital from its present site at Contai Town; and

(e) if so, the reasons for shifting from the present site?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: (a) A new subdivisional hospital will be established in the subdivision.

(b) It is too early to say anything.

(c) Yes.

(d) The present hospital will be shifted to the new site at Uttar Darua.

(e) Required amount of suitable land is not available at the present site.

Sj. Sisir Kumar Das: Will the Hon'ble Minister be pleased to state the area of the present site of the hospital?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The site has been selected but the area I do not know—I can find it out.

Sj. Sisir Kumar Das: The area is 8 acres of land.

Mr. Speaker: This is disallowed. If you know something, you cannot put a question on that.

Sj. Sisir Kumar Das: Then why does the Hon'ble Minister think that the present site is not suitable?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Not only for area but for other reasons the present site is not found suitable.

Sj. Sisir Kumar Das: What are the other reasons?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I require notice for that.

Sj. Sisir Kumar Das: The Hon'ble Minister has stated that the required amount of land is not available, but he is not aware what is the area of the present site

Mr. Speaker: The Hon'ble Minister may consider the present site unsuitable—that may be the reason why it has not been selected

Sj. Sisir Kumar Das: Why is it considered unsuitable—the present hospital has been there for hundreds of years?

Mr. Speaker: It is for the Government to form its own views

Sj. Natendra Nath Das:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, এই সাইট সিলেকশন যা করেছেন, সেই সাইট সিলেকশন কে করেছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The site is, first of all, selected by the Selection Committee in the district.

Sj. Natendra Nath Das:

এই যে সাইট সিলেকশন কমিটি কাকে নিয়ে করেছেন এবং রিজিওনাল হেল্থ কমিটির পরামর্শ নিয়েছিলেন কিনা?

Was any Regional Health Committee consulted in the matter?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Regional Health Committee was not consulted.

Sj. Natendra Nath Das: Who were consulted? Were the local members of the Assembly consulted?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The District Magistrate and others were consulted.

Sj. Natendra Nath Das:

উত্তর দারমায় যে সমস্ত জায়গা নিয়ে হাসপাতাল করতে যাচ্ছেন—সেখানে ল্যান্ড একুইজিশন-এর নোটিশ পেয়ে ৫টি গ্রামের হিন্দু এবং মুসলমানের মিলিতভাবে আপত্তি ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন-এর বিরুদ্ধে পেয়েছেন কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: That is not known to me.

Sj. Natendra Nath Das:

ল্যান্ড এ্যাকুইজিশনএর ব্যাপারে সেখানে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, হাসপাতাল করবেন বলে, তার মধ্যে বেশীর ভাগ জায়গা হচ্ছে তাজিয়াস্থান রিলিজিয়াস প্রেয়ার-এর স্থান—সেগুলি গভর্নমেন্ট ছেড়ে দেবেন কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Not known to me..

Sj. Natendra Nath Das:

মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, এরকম হাসপাতালের জন্য কতখানি জায়গা দরকার?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: I will enquire and find out.

Sj. Natendra Nath Das:

কতগুলি বেড এই কনটাই সাবডিভিসনএ প্রোভাইড করবেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: About 50 bighas of land is required for a subdivisional hospital.

Sj. Natendra Nath Das:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি—বর্তমানে যে হাসপাতাল আছে তাতে ৪৪টি বেড আছে, তার সামনে এ জি হাসপাতাল আছে কনটাইতে যা আপনি দেখে এসেছেন- সেখানে ১০০ বেডএর জায়গা হতে পারে এটা মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: 58 beds

Sj. Natendra Nath Das:

এই এ জি হাসপাতালএ কত বেড আছে মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: As I said, 50 bighas of land is required It requires lot of land for quarters for the doctors, nurses and other things

Sj. Natendra Nath Das:

আপনি এটা জানেন কি যে এই এ জি হাসপাতাল যেটা কনটাইতে ছিল বর্তমানে হাসপাতালে যে কম্পাউন্ড আছে—হাস্ড অপোজিট .

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: There is an A. G. hospital already.

Sj. Natendra Nath Das:

সেখানে ১০০ বেড হতে পারে এরকম জায়গা আছে কি না? এস ডি ও কোন সাজেসশন দিয়েছিল কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No, that is not considered suitable.

Sj. Saroj Roy:

কন্টাই সাবডিভিসনএ হাসপাতাল হবে বলে এখন মনস্থির করা হয়েছে—তার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করছি পুনরায় এ বিষয়ে খোঁজ খবর নেয়া হবে কি না এবং এটা কন্সিডার করা হবে কি না যে কন্টাই টাউনএ যে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে সে জায়গায় হাসপাতাল হোতে পারে কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: That may be considered; it has not been finally settled.

Sj. Saroj Roy:

সাইট সিলেকশন ফাইনালি কবে হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It is too early to say just now

Want of medical facilities for non-railway people of Kharagpur

***12.** (Admitted question No. *1205.) **Sj. Narayan Chobey:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state whether Government have received several representations from the people of Kharagpur for the construction of a hospital or at least a dispensary with a chest clinic and a maternity centre for the non-railway men of this town?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what steps have been taken or are proposed to be taken to meet the requirement of the people of Kharagpur;

(*ii*) whether Government approached the Railway administration for suitable land for the purpose; and

(*iii*) if so, what is the outcome?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: (*a*) Yes.

(*b*)(*i*) Government are considering the possibilities of establishing an outdoor dispensary with facilities for modern treatments at Kharagpur.

(*ii*) Yes.

(*iii*) The South Eastern Railway authorities have since agreed to part with a portion of their land at Kharagpur in favour of the State Government, on payment of full value, for the proposed dispensary.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Narayan Chobey:

গত বারে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম- আপনার কাছে উত্তর চেয়েছিলাম—এবারে কোয়েশ্চেনএর জবাবে আপনি বলেছেন—

Government are considering the possibilities, etc

এই যে কন্সিডারেসন এটা কত দিন ধরে চলবে বলবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The South Eastern Railways have now agreed to part with a portion of their land for the purpose and the question of land will soon be finalised in consultation with the Chief Engineer, South Eastern Railway

Sj. Narayan Chobey:

সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে কবে এগ্রি করেছেন দয়া করে মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: If you want the date, I want notice for that.

Sj. Narayan Chobey:

সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে এগ্রি করেছে সেটা কি ফাইনালি আপনাদের সঙ্গে সেটল্ হয়েছে যে তারা প্রস্তুত হয়েছে

to part with a portion of their land on payment.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It will be finalised in consultation with the Chief Engineer of the South Eastern Railways.

Sj. Narayan Chobey:

আমি অনেকদিন আগে এই কোয়েশ্চেন করেছি—এর মধ্যে কি এটা ফাইনালাইজ হতে কেন পারলো না বলবেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

ছয় মাস আগে যখন কোয়েশ্চেন করেছিলেন তখন হয় নাই—নাউ দে হ্যাভ এগ্রিড।

Mr. Speaker: Mr. Chobey, what is being said is that there has been an agreement so far as the South Eastern Railway is concerned. They have agreed to part with the land but the price was not fixed so far.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, there were two suggestions as regards site but the director has got to go there to fix it up.

Sj. Narayan Chobey:

এসব কত দিনে হবে দয়া করে বলবেন কি?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

তা বলতে পারব না, তবে যতশীঘ্র পারা যায়।

Sj. Saroj Roy:

শ্রী নারায়ণ চোবের প্রশ্ন ছিল- খড়গপুরে কনস্ট্রাকশন অব এ হসপিটাল অথবা একটা আউট-ডোর ডিসপেন্সারী উইথ এ চেস্ট ক্লিনিক আপনি সেখানে উত্তরে বলেছেন (বি)(১)এ যে সরকার বিবেচনা করছেন খুলতে একটা

outdoor dispensary with facilities for modern treatment

আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে আপনি যে মডার্ন ট্রিটমেন্টএর কথা বলেছেন তাতে কি চেস্ট ক্লিনিক থাকবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The difficulty was that the amount of the land that the Railway authorities would give us will not be sufficient for a hospital. Therefore an outdoor clinic including probably a chest clinic is proposed to be set up there and it will be linked up with our health centre there and arrangements will be made for taking ambulance service from one place to another. The reason why so much delay has occurred is that the railway people would not allow their Railway hospital to be used by people belonging to the municipality. After much discussion they refused ultimately to do that. Then we asked for land sufficient for a hospital. They refused to give us so much land but they agreed to give us a portion of their land which will not be sufficient for a hospital except for a small outdoor dispensary. Already a 50-bedded health centre has been opened there and therefore this outdoor dispensary will be attached to that health centre by means of ambulance service.

Sj. Saroj Roy:

মূল প্রশ্নের কনেকশনএ না উঠলেও চীফ মিনিস্টার যে স্টেটমেন্ট এই মাত্র দিলেন তার কনেকশনএ আমার এই প্রশ্ন উঠে বলেই আমি জিজ্ঞাসা করছি—সেখানে যে থানা হেল্থ সেন্টার করা হয়েছে সেটার নাম খড়গপুর থানা হেল্থ সেন্টার হলেও সেটা হয়েছে একেবারে জঙ্গলের পাশে প্রেমবাজার বলে একটা জায়গায়, সহর থেকে বহু দূরে এই প্রেমবাজার থানা হেল্থ সেন্টার হওয়ার জন্য সেখানে পেসেন্ট যায় না মন্ত্রী মহাশয় কি তা জানেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No, it is a very popular hospital.

Kotrung Outfall Drainage Scheme

***13.** (Admitted question No. *1129.) **Sj. Monoranjan Hazra:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(ক) কোতরং আউটফল ড্রেনেজ স্কীমটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে গৃহীত হইয়াছে কিনা ;

(খ) হইয়া থাকলে, কতদিনে তাহা কার্যকরী করা হইবে ; এবং

(গ) স্কীমটি মোট কত টাকার ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

(ক) গৃহীত হওয়ার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গ) ২,৮২,০০০ টাকা।

Sj. Monoranjan Hazra:

আমি জানতে চাই মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে—এটা কি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ?

The Hon'ble Anath Bandhu Ray: Yes, it has been included in the Second Five-Year Plan period

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যদের কাছ থেকে কোন আবেদন চেয়েছিলেন কি ? এবং পেয়েছেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No I have not got any

Sj. Monoranjan Hazra:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের একটা নোট পাঠাতে আমি নিজে দেখেছি অথচ মন্ত্রী মহাশয় "না" বলছেন, এত বড় আশ্চর্য ব্যাপার [হাস্য]

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy:

আমি মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে ফরম্যাল কোন আবেদন পাই নাই তবে আপনারা যেমন দিয়েছেন তেমনি বহু লোক যে আবেদন দিয়েছেন, মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন তা পেয়েছি।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table.)

Basic salary of nurses

5. (Admitted question No. 1150.) **Dr. Narayan Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) what was the starting basic salary of an ordinary staff nurse according to the old scale;

(*b*) what is the starting basic salary of an ordinary staff nurse according to the new scale; and

(*c*) why the Government have decided to alter the starting basic salary of low-paid staff nurses leaving the starting basic salary of the supervisory staff unaffected?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray): (*a*)—

Rs. 130—5—180 for Senior Staff nurse.

Rs. 90—4—130 for Junior Staff nurse.

(*b*) Rs. 100—4—180—5—200.

(*c*) As the training of Junior Certificate Course has to be abolished according to the West Bengal Nursing Council Rules, a uniform scale has been sanctioned.

It is not true that pay-scale of the supervisory nursing staff has not been revised Their pay-scales have also been revised.

Dr. Narayan Chandra Ray:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে—আপনার উত্তরে বলেছেন আগে ছিল ৯০—৪—১৩০ সে স্থলে এখন দিতে যাচ্ছেন ১০০—৪—১৮০—৫—২০০ অথচ এখানে উত্তরে দিয়েছেন—

It is not true that pay-scale of the supervisory nursing staff has not been revised Their pay-scales have also been revised.

লাস্ট যে এনসারটা সেটা বিবেচনা করে দেখেছেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The pay-scale has since then been revised.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে—এখানে নার্সিং স্টাফএর পে-স্কেল করার সময় বেসিক স্কেলটা কমানো হয়েছে, স্টার্টিং যেটা আগে ছিল ১৩০ সেটা করা হয়েছে ১০০ - এটা লক্ষ্য করে দেখেছেন কি ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

হ্যাঁ, দেখেছি। এক রকম স্কেল করা হয়েছে সেই জন্য ঐরকম লেখা হয়েছে।

New terms and conditions of service of nurses

6. (Admitted question No. 1136) **Dr. Narayan Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) if it is a fact that in this Province there is shortage of trained nurses;

(*b*) if so, whether Government consider the desirability of attracting more suitable persons to this profession,

(*c*) if it is a fact that certain categories of nurses have expressed their disapproval before the authorities to the new terms and conditions of their service;

(*d*) if so, what steps Government propose to take to remove the grievances of those nurses already in service; and

(*e*) whether Government consider the desirability of keeping the pay of staff nurses in service unaffected?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: (*a*) and (*b*) Yes.

(*c*) No employee-nurse expressed disapproval officially.

(*d*) Does not arise.

(*e*) No.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার প্রশ্নটা বলেছি—
if it is a fact that in this Province there is shortage of trained nurses.
তার সঙ্গেই আমি জিজ্ঞাসা করেছি—
desirability of attracting more suitable persons to this profession.
গভর্নমেন্ট বিবেচনা করেন কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

উত্তরে তো "ইয়েস" বলা হয়েছে।

Dr. Narayan Chandra Ray:

কথা হচ্ছে ট্রেন্ড নার্সেস সম্বন্ধে সেই প্রসঙ্গে প্রশ্নটা ছিল—
desirability of attracting more suitable persons
সে সম্বন্ধে আপনারা কি শিক্ষার মান গ্রহণ করেছেন? আপ টু ম্যাট্রিক ক্লাশ অবধি কি হতে হবে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: No, the standard will be up to class VIII qualification.

[3-40—3-50 p.m.]

Dr. Narayan Chandra Ray:

আপনি এই যে এ্যাট্রাক্শন ডিজাইরেবল পারসন্স ট্রেন্ড মেন অথচ সর্টেজ অব ওমেন, এই সর্টেজ এটার জন্য নীতি হিসাবে কি ধরেছেন ৪০ টাকার মাইনের সেবিকা?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Trainees—qualified nurses under training and they will be called shebikas.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমি (সি)-তে প্রশ্ন করেছি।
Is it a fact that certain categories of nurses have expressed their disapproval, etc.
তার জবাবে বলেছেন—
no employee-nurse expressed disapproval officially
কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে অফিসিয়ালি এমপ্লয়ি-নার্স ডিপার্টমেন্টাল কর্মচারীর আপনাকে কিছু বললে আপনি কি তাদের প্রোটেক্শন দিতে পারেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

এইরকম কেউ আমাকে বলেন নি।

Dr. Narayan Chandra Ray:

আপনার উত্তর হচ্ছে—
no employee-nurse expressed disapproval officially.
কিন্তু তারা কি আনঅফিসিয়ালি কিছু করেছে এবং ইট ইজ ইমপ্লায়েড বলে কি আমরা ধরে নেব?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

তাঁরা আনঅফিসিয়ালি অর অফিসিয়ালি কিছুই করেন নি।

Dr. Narayan Chandra Ray:

তারা যদি অফিসিয়ালি করে তাহলে তাদের ভিক্টিমাইজ করা হবে না। এইরকম আশ্বাস কি আপনি দিতে পারেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

যদি এইরকম রিপ্রেজেন্টেশন আসে তাহলে নিশ্চয় শোনা হবে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

যদি তারা কোন কিছু বিষয় রিটন্ কম্‌প্লেন করে তাহলে তাদের ভিক্টিমাইজ করা হবে না এইরকম এস্যুরেন্স কি আপনি দিতে পারেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: It will depend on the manner in which it is represented. If this is a complaint, that is different. If there is some representation, if they want to say something, why should they come under disciplinary action?

Dr. Narayan Chandra Ray:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই হ্যামারিং টু সেপ ফর ফিউচার গাইডেন্স—এই সময় যদি তাঁরা তাঁদের কথা বলতে চান মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে তাহলে তাঁরা কি সেটা বলতে পারেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

That has been passed

Dr. Narayan Chandra Ray :

যদি তাঁদের কিছু বক্তব্য থাকে যে এতে ক্ষতি হচ্ছে তাহলে তাঁরা কি তা বলতে পারেন—এরকম কোন অভয় কি আপনারা দিতে পারেন?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No servant of the Government needs any *abhoy* for that purpose. The usual method is that he sends his representation officially. If necessary he sends a copy of the representation to the Minister, so that the Minister will know that such a representation has come to the office. There is no question of *abhoy*.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

ডিপার্টমেন্ট থেকে তাঁদের এ্যাপ্রুভাল নেবার কোন চেষ্টা করা হয়েছিল কি?

Mr. Speaker The answer is a categorical no.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

এখানে আপনি বলেছেন যে তাঁরা অফিসিয়াল্‌লী কিছু ডিসএ্যাপ্রুভাল প্রকাশ করেন নি, নন-অফিসিয়াল্‌লী কিছু করেছিলেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray:

আমার কাছে তো কিছু আসে নি।

Post of Superintendent of Nursing Service [now Assistant Director of Health Services (Nursing)]

7. (Admitted question No. 949.) **Dr. Narayan Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(*a*) when was the post of Superintendent of Nursing Services created;

(*b*) what was the nationality of those who served as Superintendent of Nursing Services before Independence;

(*c*) what was the scale of pay and allowances attached to this post during pre-Independence days;

(*d*) what was the scale of pay and allowances of the immediate predecessor of the present incumbent;

(*e*) what is the new scale of pay and allowances for the Superintendent of Nursing Services [re-designated as Assistant Director of Health Services (Nursing)]; and

(*f*) what is the total gain or loss of an incumbent for coming under the new scale from the old one during the full term of service?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: (*a*) In 1946.

(*b*) The first was British and the second, Canadian.

(*c*) Pay—Rs. 600—900.

Diet allowance—Rs. 150 per month.

House-rent allowance—Rs. 100 per month.

Conveyance allowance—Rs. 35 per month *plus* dearness allowance.

(*d*) Rs. 600 (fixed).

Diet allowance—Rs. 150 per month.

House-rent allowance—Rs. 100 per month.

Conveyance allowance—Rs. 35 per month *plus* dearness allowance.

(*e*) Rs. 600—50—1,200.

(*f*) It depends on the age and date of appointment of an incumbent The exact amount cannot, therefore, be assessed. There is no possibility of loss to an incumbent under new terms

Dr. Narayan Chandra Ray:

আপনি (ই) প্রশ্নের জবাবে বলেছেন ৬০০—৫০—১,২০০ এই স্কেল কিন্তু এটাতে উল্লেখ নেই যে ডায়েট য়্যালাউয়েন্স, হাউস রেন্ট য়্যালাউয়েন্স, কনভেয়ান্স য়্যালাউয়েন্স প্রভৃতি আছে কি না? এটার সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় একটু বলবেন কি?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The scale of pay was Rs. 600—900 plus Diet allowance Rs. 150 per month and Conveyance allowance Rs. 35 per month plus usual dearness allowance.

Dr. Narayan Chandra Ray:

আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি—(সি)তে বলেছেন আগে ৬শো থেকে ৯শো টাকা পেতেন, তারপরে (ডি)তে বলেছেন ৬শো টাকা ফিক্সড পেতেন—তার সংগে ডায়েট য়্যালাউয়েন্স, ডিয়ারনেস য়্যালাউয়েন্স, হাউস রেন্ট য়্যালাউয়েন্স সব পেতেন। বর্তমানে যা স্কেল হয়েছে ৬শো টাকা থেকে আরম্ভ করে ৫০ টাকা করে বেড়ে ১২শো টাকায় উঠছে, তাতে কিন্তু ডায়েট য়্যালাউয়েন্স, হাউস রেন্ট য়্যালাউয়েন্স, কনভেয়ান্স য়্যালাউয়েন্স, ডিয়ারনেস য়্যালাউয়েন্স প্রভৃতির কথা উল্লেখ নেই—এগুলি আছে কি না?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: There is conveyance allowance of Rs. 50.

Dr. Narayan Chandra Ray:

ডায়েট এলাউয়েন্স, হাউস রেন্ট এলাউয়েন্স, ডিয়ারনেস এলাউয়েন্স প্রভৃতি কেন কথা নেই কেন?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Plus usual dearness allowance.

Dr. Narayan Chandra Ray:

তাহলে কি এটা বুঝবো যে ৬০০—৫০—১,২০০ টাকা পর্যন্ত স্কেল এবং তার উপর হাউস রেন্ট এলাউয়েন্স, ডায়েট এলাউয়েন্স, কনভেয়ান্স এলাউয়েন্স, ডিয়ারনেস এলাউয়েন্স প্রভৃতি আছে?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: The present scale is Rs. 600—50—1,200 plus usual dearness allowance, house rent allowance, plus Rs. 50 conveyance allowance.

Dr. Narayan Chandra Ray: Do you stick to your old answer?
৫নং কোয়েশ্চেনের লাস্টে ছিল স্টাফ নার্সদের বেলায় মাইনা কমানো হোল, আর সুপারভাইজরী স্টাফেদের বেলায় বাড়ানো হোল। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে রেখেছিলাম—এই ৭ নম্বর কোয়েশ্চেনের এ্যানসারের সংগে ৫ নম্বর কোয়েশ্চেনের এ্যানসার মিলছে কি?

Mr. Speaker: What he suggests is this: whereas in the case of nurse the scale of pay has been reduced, the scale of pay so far as supervisory staff is concerned, is being increased If that is so, how is it consistent with your earlier answer?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: That is the pay regarding the nurse and for supervisory staff these additional things have been given.

[3-50—4 p.m.]

Mr. Speaker: In one of your earlier questions, you have said that the scale of pay of the nurses has been reduced whereas from a later question and answer, it would appear, you have said that the scale of pay of the supervisory staff has been increased They say this is wrong and this is inconsistent with one of your earlier answers.

The Hon'ble Dr. Anath'Bandhu Ray: The scale has not been increased—it is there—but these allowances, which a member of the supervisory staff used to get before, have been maintained.

Short-notice Question

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

স্পীকার মহোদয় আমি ৩০এ মে তারিখে একটা সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম—সেই প্রশ্নটা ছিল বেতিয়ার রেফিউজিদের উপর গুলী চালানো সম্পর্কে এবং আপনি সেটা এ্যাডমিট করেছিলেন......

Mr. Speaker:

আমি এ্যাডমিট করেছিলাম?

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

আপনি যদি এ্যাডমিট না করতেন তাহলে এ নিয়ে কথা হত না। আমি এই হাউসে আমার সেই সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চেনএর এ্যানসার পেলাম না কেন?

Mr. Speaker: If a question has been admitted, then it ought to be answered, but at this moment neither myself nor my Secretary is in a position to say whether it has been admitted, in fact. However, we will check it up from the records and I will let you know tomorrow morning.

Food situation

Sj. Bankim Mukherji:

মাননীয় সভামুখ্য মহাশয়, বিলটা আলোচনার পূর্বে একটা গুরুতর বিষয়ের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত কয়েকদিন ধরে প্রায় প্রত্যেকটি জিনিস দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে—দাম দৈনিকই বেড়ে যাচ্ছে—১।১।০।২ টাকা এইরকম করে বেড়ে যাচ্ছে—তরিতরকারী, মাছের কথা আমি পূর্বেই বলেছি। সমস্ত জিনিসই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় পোর্ট স্ট্রাইকএর সঙ্গে সঙ্গে ভাল মসলাপাতির দামও বেড়ে গিয়েছে। জানি না এগুলি বিদেশ থেকে আমদানী হয় কি না। জানি না গভর্নমেন্ট খবর রাখেন কি না যে এগুলি বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে—আশা করি গভর্নমেন্ট এই খবর রাখেন। যদি না রাখেন তাহলে তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি তাঁরা যেন অনুসন্ধান করেন। আমি মনে করি এই মূল্য বৃদ্ধির কোন কারণ নেই—তাই আমি গভর্নমেন্ট থেকে জানতে চাই—এর প্রতিকারের জন্য কোন ব্যবস্থা করবেন কি না—এবং করেছেন কি না—বা করছেন কি না বা করবার কোন পরিকল্পনা আছে কি না বা পরিকল্পনা করছেন কি না?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমাদের হাতে কি আছে বল, আমি কি প্রতিকার করতে পারি। আমরাতো ফ্রি ট্রেড এলাউ করি।

Dr. Ranendra Nath Sen:

সোজা কথায় বলুন না আপনারা কি ব্যবস্থা করছেন?

Mr. Speaker: I think, what you want to say is this, in view of the present scarcity and rise in the prices of food articles, does the Government contemplate taking any steps in the matter?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

বলছি তো, আমরা ফ্রি ট্রেড এলাউ করি। ডালের ব্যাপারে আমরা গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়াকে লিখেছি—৬৯ ওয়াগনস আসছে মুগের ডাল নিয়ে সাউথ ইন্ডিয়া থেকে—হয়তো নর্থ বেঙ্গলএ যাচ্ছে বা কোন জায়গায় আটকে যাচ্ছে

but how do I know? It may have come here and it may have been smuggled, I do not know.

ডক স্ট্রাইকের জন্য সোডা ওয়াটারএর দাম বেড়ে যায় কি না, দুধের দাম বেড়ে যায় কি না, আমি জানি না—দুধ তো এমন কোন জিনিস নয়—এগুলি তো আর ইমপোর্ট হয় না।

Already the man has bought it for Re. 1, if he sells it at Rs. 2, what can I do? I am not in Russia; I am in India. That is my difficulty.

Sj. Bankim Mukherji:

স্বাভাবিকভাবে এইরকম অবস্থায় গোলমাল হয়।

Mr. Speaker: Mr. Mukherjee, the question is what are the measures that you suggest?

Sj. Bankim Mukherji:

এইরকম ব্যাপার গভর্নমেন্ট পূর্বেও করেছিলেন। এখনও করাটা অসম্ভব নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভের পর এইভাবে জিনিসপত্রের দর বেড়ে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দেওয়ায় তারা দাম কিছু কমিয়েছিলেন—তখন অবশ্য ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ছিল।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: There was then the Defence of India Act.

Sj. Bankim Mukherji:

সেই কথাই তো বলছি—আমি এখানে সোভিয়েত রাশিয়ার কথা বলব না—কিন্তু, দুঃখের সঙ্গে আমি বলব যে, এরকম দেশও আছে যেখানে এই রকম চট করে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলে প্রতিকার করা হোত। তাই আমি সাজেসট করব—যদি আপনাদের হাতে কোন ক্ষমতা না থাকে তাহলে কালকের মধ্যে একটা বিল আনুন—আমরা ২৪ ঘণ্টা বসে সেটা পাস করিয়ে দেব। এমন একটা বিল নিয়ে আসুন যাতে করে সমস্ত জিনিসের দাম কন্ট্রোল করা যায়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The Essential Commodities Act is not our Act; it is a Government of India Act. We have, therefore, to approach the Government of India. We approached them and asked for certain power. If it were not given, what can we do? About Soviet Russia, what I wanted to say was that our system is different from theirs; here we do not control all the methods of distribution, procurement and storage except what we can do through the Essential Commodities Act.

Sj. Bankim Mukherji:

আমি জানি কোন জিনিসই আপনারা বিনা আইনে করতে পারেন না তাই আমার কথা আমি তো পরিষ্কার করে বলেছি যে আইনটা আছে.

Mr. Speaker: The position is that the Essential Commodities Act is the only method and certain powers were asked for from the Centre and the Centre declined to give the same.

Sj. Bankim Mukherji:

এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট যেটা আছে তা ছাড়াও অন্যরকম পাওয়ার চাওয়া হয়েছিল —কিন্তু বর্তমানে যে ঘটনা ঘটছে তাতে আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে এখন যখন আমরা এর প্রতি আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম তখন তাঁরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে লিখবেন কি না এই জিনিসের জন্য পাওয়ারস পাওয়া প্রয়োজন যাতে পার্লিয়ামেন্টএ এটা আলোচিত হতে পারে।

[4—40-10 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এ্যাসেমব্লী চলাকালিন সাত দিনের মধ্যে প্রত্যেকটি জরুরী জিনিস-পত্রের দাম বেড়ে গেল—

Mr. Speaker: Dr. Sen, please do not repeat Mr. Mukherjee's arguments.

Dr. Ranendra Nath Sen:

আমি কোন রিপিট করছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে—আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের দাম আজ পর্যন্তও বাড়ছে, অথচ এদিকে এ্যাসেমব্লীও চলেছে। কাজেই এর উপর ফুল স্কেল ডিবেট একটা হবার প্রয়োজন আছে। তাহলে আমরা তা নিয়ে গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি—কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। এখানে ইন এ হাফ আমি সাজেশন দিতে চাই না। এটা ডাঃ রায়ের কনসিডার করা উচিত। এটা খুব জরুরী ব্যাপার।

Sj. Subodh Banerjee:

আমি একটা পয়েন্ট এ্যাড করতে চাই। আমি মনে করি শুধু আলোচনাতে কিছু হবে না। উনি বলবেন আমাদের টোটাল কনট্রোল নাই বলে পারছি না কিছু করতে। আমি কতকগুলি সাজেসসন দিচ্ছি......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: May I suggest that instead of making a suggestion by word of mouth, if he gives his suggestions in writing, that would be helpful.

Sj. Subodh Banerjee:

আপনি যে এ্যাকচুয়াল অপারেশনের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন আইন ছাড়া ও......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আপনি লিখে পাঠান—আমরা কন্সিডার করবো এবং গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার কাছেও দরকার হলে পাঠান যেতে পারে।

Sj. Subodh Banerjee:

নিশ্চয়ই দেব। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়াকে লেখার দরকার, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট......

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

এখানে বলে লাভ নাই—কাইন্ডলি লিখে দেবেন।

Sj. Subodh Banerjee:

আপনি ফেয়ার প্রাইস সপ করে এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্ট অনুসারে কতকগুলি এসেন্সিয়াল কমোডিটি দেবার ব্যবস্থা করুন। সে রকম......

Mr. Speaker: Please write to the Chief Minister giving all your suggestions.

Sj. Subodh Banerjee: That I shall do.

আমার বক্তব্য তা নয়। ও'রা করবেন—কতকগুলি মেজার চেয়েছেন। আইন করতে দেরী লাগবে। গভর্নমেন্ট একটা স্কীম করে এই সমস্ত জিনিসগুলি কিনে মার্কেটে সাপ্লাই করতে পারেন বা ফেয়ার প্রাইস সপ মারফতও সাপ্লাই করতে পারেন। তা হলে প্রেসার অনেক কমতে পারে। আমার জিজ্ঞাসা—আদার স্টেটসএর মত চাল, ডাল ইত্যাদি কিনে এনে সাপ্লাই করবার কোন স্কীম ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আছে কি না?

Mr. Speaker:

না।

GOVERNMENT BILL

The Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to introduce the Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958.

[Secretary then read the title of the Bill.]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, the only purpose of this amending Bill is to extend the life of that Act by another year. This is becoming almost a hardy annual but when I came before this Legislature last year, I gave almost an assurance to this House that we shall try to dispose of all the cases within one year. I am happy to say before this House that at that moment there were about 450 cases pending before the Competent Authority and now as a result of strenuous effort only 9 cases are pending and all the cases have been disposed of. A question may therefore be legitimately asked "why then are we coming up before the Legislature for the extension of the life of

this Act by another year?" The answer is very simple. Sir, orders have been passed but still the execution thereof remains and so long as the execution is pending we shall have to keep alive this Act, not for clearing up the cases any more but for winding up our operations. This is the object of the Bill. And now I may add something. As the House is aware, there is a Committee chosen out of all parties in this House which advises us from time to time on matters relating to land acquisition and that sort of thing. We discussed this question in that Committee twice during the last few months and members discussed the report that was placed before them and members found that though judgment has been passed in almost all cases—I may say, in 99.9 per cent. of the cases—still actual restoration of possession was very difficult because of various reasons—sometimes the owners are Muslims and have gone away to Pakistan, sometimes the refugees are squatting on these lands and though they have been offered alternative sites they are not moving out. Only in 41 cases out of 1,000 cases in Calcutta and 24-Parganas there has been restoration without any compensation and we are not willing to exercise any pressure whatsoever in those cases and that is the reason why the Committee suggested that we might possibly make a survey of where the families have gone, whether the families are willing to come forward and take back the house because it is sometimes difficult for persons to live inside the area where the surrounding area has been abandoned by the refugees. Sometimes we have to raise more houses if the isolated houses are restored to them. These are the various difficulties. Therefore the Committee suggested certain points on which enquiry may be conducted and it was further suggested by that Committee that the Government may think after the report is available from those investigating officers and Government may think whether something in the line of regularisation of these colonies will be feasible or not. Therefore we are proceeding along that direction. As some honourable members of this House know the investigating officers are actually conducting survey and reports are coming in every day and as soon as reports are available we shall discuss them in our Committee and then the Government will take a final decision and I hope that we shall have to strike new ways and find out the means how to solve this problem. Therefore, Sir, I come to this Legislature for the extension of the life of this Act not because the cases are pending—and I repeat that the assurance that we gave to this House has been amply fulfilled—for keeping alive the proceedings that are continuing after the orders have been passed That is the simple object of this Bill and I hope the House will agree.

Mr. Speaker: There are two motions for circulation, one is of Mr. Samar Mukherji and another of Sj. Khagendra Nath Roy Chaudhuri.

Sj. Samar Mukherjee: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th July, 1958.

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th July, 1958.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলটার আবার এক বছর এক্সটেন্সন চাওয়া হয়েছে। আমি বিশেষ করে—বিমলবাবু যে কথা বলে গেছেন, কেস বেশী বাকী নাই, নয়টা মাত্র বাকী আছে। কিন্তু অপারেশন্সএর কাজ বহু বাকী আছে এবং সেটা চলছে। যে সমস্ত স্কোয়ার্টার্স কলোনী আছে, তার রেগুলারাইজেশন ব্যাপারে কত দূর এগিয়েছে, সেটা আমি মাননীয়

[4-10—4-20 p.m.]

সদস্যদের সামনে রাখতে চাই এবং আমি মনে করি যে পদ্ধতিতে কাজ এগুচ্ছে সেটা যদি বদল করা না হয় তাহলে এক বৎসর কেন আরো কত বৎসর লাগবে তা বলা যায় না। এইগুলিকে যদি রেগুলারাইজ করতে হয় তাহলে সরকার এ পর্যন্ত যে সময় নিয়েছেন, আমার মনে হয় তার চেয়ে অনেক কম সময়ে এই সমস্ত কাজ শেষ করা যেতো। কিন্তু তাদের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে গোলমাল থাকার জন্য তারা এই কাজ শেষ করতে পারেন নি। যেমন তারা যে-সমস্ত কলোনী-গুলিকে রেগুলারাইজ করতে চাচ্ছেন তার জন্য তারা যে ক্ষমতা নিচ্ছেন, যে-সমস্ত ব্যাখ্যা আইনে আছে সেদিকে যদি পুরোপুরি নজর দিতেন অর্থাৎ সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন করার জন্য কলোনীগুলিকে রেগুলারাইজ করবেন এটাই যদি একমাত্র লক্ষ্য হত তাহলে এতদিনে দেখতাম কাজ শেষ হয়ে যেতো। এর উপর জোর না দিয়ে যার উপর বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে রেগুলারাইজএর চেয়ে কি করে উচ্ছেদ করা যায়। এটার উপর জোর দেবার জন্য এই কাজ শেষ হতে পারছে না। এবং অর্পণপত্র যা রেগুলারাইজ করার প্রথম ধাপ তা অতি সামান্য লোককে দেওয়া হয়েছে এবং এই অর্পণপত্র রেগুলারাইজ করার শেষ ধাপ নয়। তারপরে তার স্বত্ব, এবং জমি দখলের প্রশ্ন আছে। আমি মনে করি সরকার যদি এই সমস্ত রেগুলারাইজ করার নানা রকম নীতি না আনতেন তাহলে এই জিনিস সহজেই হত। যেমন রিফিউজিদের মধ্যে যারা ১৯৫০ সালের আগে এসেছে এবং তার পর এসেছে তাদের মধ্যে পার্থক্য টেনে আনবার যদি চেষ্টা না করতেন শুধু তাদের যদি দেখতেন যে তারা রিফিউজি, তাদের ঘর আছে কি না অন্য কোন বাধা আছে কি না, সেটা যদি দেখতেন তাহলে অনেক সহজ হত। তারা দেখছেন ১৯৫০ সালের আগে কে এসেছে এবং তারপরে এসে তারা ঘর দখল করেছে কি না এবং বর্তমানে অনেক উদ্বাস্তু জবর দখল করেছে তাদের কি করে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যায়, সেই চেষ্টা হচ্ছে। সেই জন্য প্রশ্ন করতে চাই যে ১৯৫০ সালের পর যারা এসেছে তাদের সম্বন্ধে সরকারের কোন দায়িত্ব আছে কি না, তাদের উদ্বাস্তু বলে মনে করেন কি না এবং তাদের পুনর্বাসন করার দায়িত্ব সরকারের আছে কি না। যদি বুঝতাম যে ১৯৫০ সালের পরে যারা এসে জমি দখল করে বাসস্থান গড়ে তুলেছে, সেই জমির মালিক সেই জমি না পাওয়ার ফলে তারা অনাহারে আছে, তাদের রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাহলে প্রশ্ন থাকতো সত্যিই এই জমি দখল করার মধ্যে দিয়ে আরো অনেক লোকের আর্থিক ক্ষতি হবে, তাদের আবার পুনর্বা-সনের প্রশ্ন আছে, সে সব ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এদের এই নীতি সব জায়গায় চালাচ্ছেন। যারা ২।৪ বিঘা জমি দখল করে আছে তাদেরও হটিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। সরকার যদি সত্যিকারের কাজ করতে চান তাহলে কেবল ১৯৫০ সালের আগে নয় তার পরেও যে সমস্ত উদ্বাস্তু এসেছে, শুধু তাদের ঘরবাড়ী নয়, পাকিস্তানে তাদের সমস্ত কিছু হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছে, এসে নিজেদের চেষ্টায় বস্তু গড়ে তুলেছে তাদের দ্বিতীয় বার উদ্বাস্তু করা চলবে না। তা যদি করেন তাহলে আবার তারা কিছু লোককে বাস্তুহারা করবেন। সরকারের চেষ্টা দেখি যে যারা বড় বড় জমির মালিক, যাদের জমি এরা দখল করে বসে আছে তাদের সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করে কি করে তাদের জমি ফিরিয়ে দেবেন সেই দিকেই এদের উৎসাহ।

যেসমস্ত উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে দেখেছি কি ভাবে তারা আছে আজ ৭।৮ বছরেও তাদের যোগ্যতা হয় নি এবং শুধু নিজের চেষ্টায় যারা উন্নতি করেছে তাদের বাসস্থান গড়ে তুলেছে সরকার সেটা ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে সেজন্য এই বিলে এক বছর সময় নেবার বিরোধিতা, তার জন্য সরকারকে বিবেচনা করে দেখতে বলি। তারা অন্ততঃ এই নীতি ত্যাগ করুন। কলোনী-ওয়াইজ রেগুলারাইজ করবার চেষ্টা করুন। প্রত্যেকে উদ্বাস্তু কি না বিবেচনা করার চেষ্টা করুন। অল্টারনেটিভ একমোডেশন আছে কি নাই সেটা বিবেচনা করে বের করুন এ ছাড়া যারা উদ্বাস্তু বিশেষ করে তাদের সকলকে স্বীকার করুন। তারপর এই অর্পণপত্র দেওয়ার ব্যাপারে সত্যিকার রিফিউজি কি রিফিউজি নয়, ১৯৫০ সালে এসেছে কি না এসব প্রমাণ করা একটা মস্ত বড় ব্যাপার, যেমন সেটেলমেন্টএর ব্যাপারে ভাগচাষীদের বেলায় দেখা যায় এ্যাটেস্টেশন করে বাদ পড়ে গেল। যে রকম ১৯৫০ সালে এসেছে কি আসেনি সে সময় চিঠি থাকবে এমন

[illegible]ন প্রমাণ নাই। ব্যবস্থা যা করেছেন, সরকারের চেষ্টা হচ্ছে কি করে বাদ দেওয়া যায়। এই এসমস্ত উদ্বাস্তু যারা নিজেদের চেষ্টায় বন জঙ্গল কেটে, সাপ—চন্দ্রবোড়া ইত্যাদি বিষধর সাপ—মেরে তাড়িয়ে নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে আস্তানা গড়ে তুলল তাদের আজকে সেখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে, তাই বিমলবাবুকে একটু ভাবতে বলি। আজকে যে মূল্যের ব্যাপার এই যে জমির মূল্য এতে ওদের কোন অবদান আছে কি না? যে সিলিং ঠিক করেছেন তাতে সমস্ত উদ্বাস্তু জমি কিনতে পারবে কি না? কেন না অনেকগুলি নীতি ঠিক করেছেন —সোয়া দু'কাঠার নীতি, তার দর কি হবে সরকার ১,৮৭৫ টাকা দেবেন—তারপর আরও যে টাকা লাগবে সরকার সে সম্বন্ধে দায়িত্ব নেবেন না—আরও টাকা লাগবে এজন্য বলছি—বিশেষ করে ২। কাঠার আরও বেশী জায়গা তারা দখল করে আছে, সরকার অর্পণপত্র দিতে গিয়ে যে এক্সেস জমি থাকবে তার কি দাম হবে সেকথা কিছু বলেন নি। যদি ধরেও নিই যে ঐ ২। কাঠার যে দাম সেই অনুপাতে দাম হবে সে তো ক্যাশ দিতে হবে, তো এই রিফিউজিরা কি ক্যাশ নিয়ে বসে আছে? বেশীর ভাগ ক্যাশ দিতে পারবে না সেজন্য আর একদল ছাটাই হয়ে যাবে। কেবল ছাটাইয়েরই পালা, সেই মতলব। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরএর আগে আসে নি, কাজেই একদল ছাটাই, রিফিউজিরা প্রিমিয়াম সার্টিফিকেট না দেখাতে পেরে ছাটাই হয়েছে, আর একবার ক্যাশ দিতে না পেরে যদি ছাটাই হয়ে যায় আর গভর্নমেন্ট শুধু ১,৮৭৫ টাকা দিয়েই খালাস। এসব জায়গায় এ ছাড়া অন্য কোন রকম লোন দেওয়া হয় নি, হাউস-বিল্ডিং লোন দেওয়া হয় নি, সরকার রেগে আছেন দেখতে পাচ্ছি, সেহেতু অনেক আগে সরকারের অনুমতি নিয়ে জমি দখল করেছে সেখানে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না—যা চেষ্টা করছেন কি করে এখান থেকে বার করে দেওয়া যাবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে রাস্তা-ঘাটের যে অভাব তারও মূল্য দিতে, কোন জায়গা ডেভেলপ করায় সরকারের দায়িত্ব নাই। সমস্ত দাম তাঁরাই দেবে। এখানে উদ্বাস্তুরা এসেছে, বসেছে সেই জায়গা ডেভেলপ করায় সরকারের কোন দায়িত্ব নাই রাস্তার দাম সব ব্যাপারই তারা দেবেন।

[4-20—4-30 p.m.]

সরকার কেবল এখানে আছেন কেস করতে। তাঁরা এখানে কি করবেন বসে? তাদের এখানে কোন ডেভেলপমেন্টএর দায়িত্ব থাকবে না। সরকারের সমস্ত পরিকল্পনাই হচ্ছে—কি করে উদ্বাস্তুদের ওঠানো যায়। ওঠানোর চেষ্টা এবং পুনর্বাসনের চেষ্টা এই দুয়ে মিলে স্বপ্ন হয়ে যাচ্ছে। [হাস্য] তারপরে আন্দোলনের চাপে মন্ত্রীমণ্ডলী দেখছি আন্দোলন কথাটা বল্লে অসম্মান তাঁদের হয় মনে করেন, কারণ তাঁরা মনে করেন, আমাদের পুলিশ আছে, গুলি আছে; সেই জন্য আন্দোলনকে ওঁরা স্বীকার করেন না। যাই হোক, ১৯৫১ সালে যারা এসেছে তাদের বাদ দেবার চেষ্টা করছেন, যদি মনে করে থাকেন যে তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হবে তাহলে ভুল করছেন, আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেদিকে বিশেষ সুবিধা হবে না। তবে একটা কথা বলি—সরকারের যদি সত্যিকারের আন্তরিকতা থাকে তাদের পুনর্বাসন করাতে কলোনী রেগুলারাইজ করতে—অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, তারা নিজেদের চেষ্টায় যেটা গড়ে তুলেছে—যদি সেটা ঠিক রাখতে চান তাহলে......

Mr. Speaker: The scope of the present Bill is only to extend the life of the Act. The House has already approved the principle of the Act. The point is whether the extension should be for a period of one year only or there should be more extension.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, may I explain one thing? I think the honourable member has not cared to go through the original Act or even the amending Bill. Had he done so, he would have found that regularisation of the squatters' colonies is completely outside the scope of this Bill. Here it does not envisage at all the regularisation of the squatters' colonies. So, the point he is making out is entirely irrelevant.

Mr. Speaker: That is what I have said. The House has already accepted the principle that such an Act should be there, but the question now is for what time it should be there.

Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury:

কেন সময়টা বেশী লাগবে সেইটে আমি বলতে চাই। জবর দখল কলোনী ছাড়া যেসমস্ত মুসলিম হাউস উদ্বাস্তুরা দখল করেছিল, তার প্রায় সব ওনারই তাদের বাড়ী বিক্রয় করে দিয়েছে—হিন্দু মালিকদের কাছে, তাদের সম্পর্কে দু'-একটা কথা বলতে চাই। উল্টাডাঙ্গা, মুরারীবাগান, বাগমারী, কাঁকুড়গাছি—সে সমস্ত এলেকায় ২৫ হাজারের মতন লোক আছে যারা ঐ রকমের বিভিন্ন বাড়ীতে আছে। এখন ঐ বাড়ীর যারা মালিক ছিল তারা বিভিন্নভাবে সেখানকার উদ্বাস্তুদের তুলে দিচ্ছে, কোন কোন জায়গায় তাদের সমস্ত ঘরবাড়ী ভেঙে দিচ্ছে এবং গুণ্ডা লাগিয়ে যারা বাড়ী দখল করে আছে তাদের বের করে দিচ্ছে। সেখানে সরকার পক্ষ থেকে অলটারনেটিভ এ্যাকোমোডেশন বা লোন দেবার যে ব্যবস্থা সে-ব্যবস্থা কিছুই করা হয় নাই। সেই জন্য আমি যে এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি তাতে এটা সার্কুলেশনএ দিতে বলেছি।

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শুনে আমি একটু অবাক হয়ে গেছি। তিনি বলেছেন—

squatters' colonies, etc., are outside the scope of the Bill.

কিন্তু এই বিলে চাওয়া হচ্ছে যা তা কোন ক্লজ সম্বন্ধে নয়, সমস্ত বিলটারই এক্সটেন্সন চাওয়া হচ্ছে। স্কোয়াটারস কলোনীর রেগুলারাইজেশনএর কথা এ-বিলে কোথাও নেই। অল্টার-নেটিভ এ্যাকোমোডেশন বা রেগুলারাইজেশন নিয়ে এ-বিল আনা হয় নি। শুধু একটা পার্টিকুলার সেক্সন বা

particular clause is not the scope of the Bill. The scope of the Bill is the whole Bill, 1951 Bill.

এই বিলে তিনি ১৯৫১এর আইনের আরো এক বছর এক্সটেনসন চাইছেন। এক বৎসরের জন্য এক্সটেনসন কেন চাইছেন বুঝতে পারছি নে।

of course, if need be he may extend it further,

যে পর্যন্ত সব স্কোয়াটার্স কলোনী রেগুলারাইজ না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই বিল উইল কন্টিনিউ টু ফাংশন এবং যদি প্রয়োজন হয় গভর্নমেন্টকে বার বার এই বিলের লাইফ এক্সটেন্ড করতে হবে। কারণ এই বিলের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সাহায্য করা। প্রথম যখন বিল করা হয়েছিল—তিন বৎসরের জন্য করা হয়েছিল। আমরা তখন ভেবেছিলাম ঐ তিন বৎসরের ভিতরই বিলের কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল ৭।৮ বৎসর হয়ে গেল গভর্নমেন্টের দোষেই হোক বা যার দোষেই হোক কাজ শেষ হল না। সেই জন্য আমার বিশ্বাস আরো কয়েক বছর এই বিলের প্রয়োজনীয়তা থাকবে। ডাঃ রায় কিছু দিন আগে বলেছিলেন দু' বৎসরের মধ্যে রেগুলারাইজেশন শেষ হবে। তা যদি হয় দু' বৎসরের জন্য এক্সটেন্ড করা উচিত ছিল। এই বিল যখন প্রথম করা হয় তখন আমি পার্টি-সিপেন্ট ছিলাম—১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে। তখন আমরা ঠিক করেছিলাম ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত যেসব রিফিউজি এসেছে তাদের পক্ষে বিলটি এপ্লিকেবল হবে। বিলটি যদি আরও পরে করা হত তাহলে আরো বেশী লোক এর আওতায় পড়ত। সুতরাং ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরের পরে যে সব স্কোয়াটার্স কলোনী গড়ে উঠেছে তাদেরও এ বিলের আওতায় আনা উচিত। আমরা জানি তারা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোন লোন বা সাহায্য পায় নি। তারা তাদের বাড়ীঘর নিজেদের চেষ্টায় করেছে। মন্ত্রী প্রফুল্লবাবু সেদিন বলেছেন—অজস্র টাকা খরচ করে তাঁরা ৫০ পারসেন্টএর রিহ্যাবিলিটেশনএর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ৭।৮ বৎসর ধরে এসব স্কোটার্স কলোনী হয়েছে। তারা নিজেদের চেষ্টায় জায়গা সংগ্রহ করে ঘর-বাড়ী করেছে, জঙ্গল সাফ করে বাসস্থানের উপযুক্ত করে তুলেছে এবং ৭।৮ বৎসর ধরে বাস করছে—

Does the Government contemplate evicting them? Will the Government be able to evict them?

তারা নিজেদের চেষ্টায়ই রিহ্যাবিলিটেটেড হয়েছে। গভর্নমেন্ট নিজের চেষ্টায় কিছু করবেন

না। স্কোয়াটার্সরা যেসব কলোনী গড়ে তুলেছে সেসব যদি তারা নিজেরা না করত তাহলে গভর্নমেন্ট করতে পারতেন না। সেই জন্য আমরা গভর্নমেন্টকে জোর দিয়ে এই কথা বলতে চাই—যারা নিজেদের চেষ্টায় কলোনী গড়েছে, বাড়ীঘর নিজেরাই করেছে, তাদের কেন আপনারা মেনে নেবেন না?

[4-30—4-40 p.m.]

গভর্নমেন্ট তাদের কোন প্রকারে, এমন কি একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন নি। সুতরাং প্রথম কথা হল যে এই বিলের এক্সটেনসন এক বৎসরের জন্য কেন করলেন তা আমরা বুঝতে পারলাম না? এটা এক্সটেন্ড করা উচিত ততদিনের জন্য যতদিন না এর প্রয়োজন শেষ হয়। বিলের প্রয়োজন তখন শেষ হবে যখন সমস্ত স্কোয়াটার্স কলোনী উইল বি রেগুলারাইজড, যেসমস্ত স্কোয়াটার্স কলোনী ১৯৫০-এর ডিসেম্বরের পর গঠিত হয়েছে সেগুলিও রেগুলারাইজ করা উচিত। আমার থার্ড পয়েন্ট এবং শেষ পয়েন্ট হল যে বিলটা যখন করা হয়েছিল তখন আই হ্যাড সাম হ্যান্ডস ইন দি ম্যাটার। সেই সময় আমি ভেবেছিলাম যে তাড়াতাড়ি ১।২।৩ বৎসরের মধ্যে একটা কিছু যাই হোক শেষ হয়ে যাবে। এই বিলে সে জন্য বলা হয়েছিল যে
pending the providing of such other house and land (if any), the displaced person shall be permitted to use and occupy the land and house (if any), of which he was in unauthorised occupation on payment of such consideration periodically or otherwise to the owner as the competent authority may by order deem fit to assess.
কম্পেনসেশনএর কথাটা খুব প্রয়োজনীয় কারণ আমরা ভেবেছিলাম যে ১।২।৩ বৎসরে কিছু পিরিওডিক্যাল কম্পেনসেশন দেওয়া হবে। যত দেরী হচ্ছে ততই এই কম্পেনসেশনএর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। কার দোষে এই কম্পেনসেশনএর এ্যামাউন্ট বেড়ে যাচ্ছে—এর জন্য উদ্বাস্তুরা, না সরকার দায়ী? যদি রিফিউজিরা দায়ী না হয় তাহলে তাদের ঘাড়ে এটা চাপান হবে কেন সেটা মন্ত্রী মহাশয়ের স্পষ্ট করে বলা দরকার। তারা তো তাড়াতাড়ি রেগুলারাইজড হতে চেয়েছিল, কিন্তু ডিফিকাল্টি হল যে আপনারা তা তাড়াতাড়ি করতে পারেন নি। সুতরাং আমি আপনকে খুব সিরিয়াসলি ভাবতে বলি যে এই কম্পেনসেশন ক্লজটা খুব পরিস্কার করা দরকার যে ১।২ বৎসরের বেশী তাদের কম্পেনসেশন না দিতে হয়। কারণ আপনারা যদি ৫০ বৎসরের মধ্যেও রেগুলারাইজ না করেন তাহলে কেন তারা অতদিন পর্যন্ত কম্পেনসেশন দেবে? এতবড় একটা জুলুম আপনারা তাদের উপর চালাবেন কেন? সুতরাং এইটুকু বিবেচনা করুন যে ১।২ বৎসর পরে যা কম্পেনসেশন হবে সেটা গভর্নমেন্টকেই দিতে হবে। অর্থাৎ তাহলেই গভর্নমেন্ট তাড়াহুড়া করে রেগুলারাইজেশন করে দেবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলের কেন আবার নূতন করে বয়স বাড়িয়ে দেয়া হবে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে
as there were some cases pending before the Competent Authority for execution and as the Legislature was not in session......pending cases before the Competent Authority for execution
মন্ত্রী মহাশয় বিলটি উত্থাপন করতে গিয়ে বললেন পেন্ডিং কেসেস...

Mr. Speaker: On a point of information, Mr. Majumdar. Are you speaking on circulation only or on the entire Bill and are you supporting the Bill or opposing it?

Sj. Apurba Lal Majumdar: I am speaking on circulation and opposing the Bill.

Mr. Speaker: The reason why I am asking that is that another honourable member belonging to your party has put in an amendment that he is supporting the Bill.

In the same party there are two honourable members—one is supporting the Bill and one is opposing.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I am opposing the Bill in its present form.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: The present motion before the House is that the Bill be circulated for public opinion. Are you speaking on that Circulation Motion?

Sj. Apurba Lal Majumdar: Yes, I am speaking on the Circulation Motion.

Mr. Speaker: If all honourable members confined their speeches to circulation the debate would have been in another line. It now appears some honourable members are speaking generally on the whole Bill—merits and demerits—on the plea of speaking on Circulation Motion.

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিলটা উত্থাপন করতে গিয়ে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, কিছু কেস পেন্ডিং আছে বলে এর বয়স এক বছর বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব তিনি করেছেন এবং কটা কেস পেন্ডিং আছে সেসম্পর্কে উনি বলেছেন যে ৯টা কেস পেন্ডিং রয়েছে কিন্তু কতকগুলি কেস একজিকিউশনের জন্য বাকী আছে বা এ্যাক্চুয়াল কেস পেন্ডিং রয়েছে, না এক্জিকিউশনের কেসগুলি পেন্ডিং রয়েছে সেসম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় কোন কথা এখানে উল্লেখ করেন নি। আমরা দেখেছি যে এর পূর্বে ১৯৫১ সালে এটা প্রথম উত্থাপন করা হয়েছিল তারপর ১৯৫৪ সালে এটার এ্যামেন্ডমেন্ট হোল, ১৯৫৫ সালে এক বছর এক্সটেনসন হোল, ১৯৫৭ সালে এক বছর এক্সটেনশন হোল এবং ১৯৫৮ সালে আবার এটার এক্সটেনশন হচ্ছে এক বছরের জন্য। এই আইন যখন পূর্বে উত্থাপন করা হয়েছিল ১৯৫১ সালে তখন ডাঃ রায় যেকথা বলেছিলেন আমি সেকথা এই হাউসকে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেছিলেন—

> "Government undertakes to find out a site in an area which could give the refugees an opportunity and means of continued source of income and maintaining livelihood in the site. It will be seen that we have put down the Bill in the present form that will be operating only for three years."

তখন হয়ত যাঁরা এই বিলটাকে এই হাউসে উত্থাপন করেছিলেন বা তার সমর্থনে বক্তৃতা করেছিলেন তাঁদের ধারণা ছিল যে তিন বছরের মধ্যে তার কাজ শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তখন আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি এবং মন্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করলেন যে ৯৯ পারসেন্ট রেস্টোরেশন এখনও পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নি, বিশেষ করে কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ করলে দেখা যায় যে শুধু রেস্টোরেশন নয়, ২৪-পরগনা এবং কোলকাতায় প্রায় এক হাজার মামলা এই আইনানুসারে চালু হয়েছিল এবং শুধুমাত্র হাওড়া জেলায় ৭৬৭টা মামলা চালু হয়েছিল—এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত একটা কেস মাত্র একজিকিউশন হয়েছে। একজিকিউশনের জন্য এক বছর টাইম চেয়েছেন, কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় কি আমাদের এই হাউসকে আশ্বাস দিতে পারেন যে সমস্ত কেসেই একজিকিউশন শেষ হয়ে যাবে এই এক বছরের মধ্যে? তা কখনও সম্ভবপর নয়। কাজেই এক বছরের টাইমের মধ্যে কি করতে চান? একজিকিউসন ধরে নিলাম

Mr. Speaker: You want the life of the Bill to be extended till 1961?

Sj. Apurba Lal Majumdar: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Therefore how can you oppose the question of the Bill being considered?

Sj. Apurba Lal Majumdar: I want extension but at the same time I will have to make it clear that if there were some other amendments that would have improved the Bill.

Mr. Speaker: If you wish the life of the Bill to be extended till 1961, then as a trained lawyer you realise the question of opposing does not arise.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I am placing my points on those questions. We may not have to give further amendments to some other sections.

Mr. Speaker: When your motion comes that the Bill be extended till 1961 you will get a full opportunity of giving your reasons for it.

Sj. Apurba Lal Majumdar: In that case my speech will have to be confined only in respect of that motion. I will have to speak on a particular section at a time.

Mr. Speaker: You do not want the life of the Bill to be extended—you want it to go for circulation?

Sj. Apurba Lal Majumdar: I want it to be extended but not in this form.

Mr. Speaker: Then speak on other amendments. Why are you speaking on this? This is a matter of principle.

Sj. Apurba Lal Majumdar: If I am allowed to raise all these matters I have no objection to speak at that time.

Mr. Speaker: I was approached by the Whips of all the parties and I appealed to them "Let there be one speech from one party". You want the Bill to be extended till 1961; Dr. Kanailal Bhattacharya of your party wants it to be extended till 1959. It is a practice of the House that where there is a party there is uniformity of opinion.

Sj. Subodh Banerjee:

আমার কথা হচ্ছে, এ্যামেন্ডমেন্ট যাই থাকুক না কেন, সমস্তগুলি মুভ করি নি, ১৯৫৯ আছে, ১৯৬২তে বলা হবে।

Mr. Speaker:

একটা পার্টিতে দুটো ভিউ কি রকম?

Sj. Subodh Banerjee:

না, স্যার, আমাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই। এই রকম যদি হয় তাহলে তিনি ১৯৫৯ মুভ করতে পারেন।

Sj. Apurba Lal Majumdar: Dr. Bhattacharya is not going to move his amendment.

[4-40—4-50 p.m.]

Sj. Ajit Kumar Ganguli:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই বিলের সার্কুলেশন সম্বন্ধে দু-চারটা কথা বলতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, এটা ১৯৫০ সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং আজকে ১৯৫৮ সাল—৮ বৎসর পার হতে চলেছে।

Mr. Speaker: Are you opposing circulation?

Sj. Ajit Kumar Ganguli: I am opposing the Bill for circulation.

বিলটা যখন রচিত হয়েছিল তার পর এই ৮ বৎসর বাদে এর এফিকেসি নষ্ট হয়ে গিয়েছে—একথাটা এখন আমাদের ভাবতে হবে। ১৯৫০ সালের পর এই ১৯৫৮ সালেও যদি রেগুলারাইজ না করতে পারা যায় অল্টারনেটিভ এ্যাকোমোডেশনএর ব্যবস্থা করে তাহলে অত্যন্ত

দুঃখের হবে। তখন কার জমি কি অবস্থায় ছিল এই সমস্ত দিক বিবেচনা করেই নিশ্চয় সাব্যস্ত করা হয়েছিল এই এই জায়গায় কাজ করা যাবে, ব্যবস্থা করা যাবে। এখন আবার কম্পেন্সেশনএর কথা উঠেছে, খেসারতের কথা উঠেছে। জমির মালিকের ভাগ্য ভাল, কারণ তাঁরা জমির মূল্য তো পাবেনই, উল্টে কম্পেন্সেশনও তাঁদের দিতে হবে। পণ্ডিত নেহরু যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই আলোচনার মধ্যে আমি এখন যেতে চাই না। যখন এসব জমি তারা দখল করেছিল তখন তাঁরা ভেবেছিল, সরকারকে যত কম বিব্রত করে পারা যায় এবং নিজেরাই মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ী দখল করে জীবন ধারণ করছিল—এই রকম হাজার হাজার পরিবার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে এসব স্কোয়াটার্স কলোনীতে সো-কল্ড আনঅথরাইজড অকুপেশন করে এতদিন ছিল। ঐসব বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না, তারা ভেবেছে কোথায় যাই, তাঁরা আরো ভেবেছিল যে সরকার থেকে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে। এখন দেখুন অবস্থাটা কি? আপনারা কম্পিটেন্ট অথরিটি বললেন—এই কম্পিটেন্ট অথরিটি হতে অনেক ক্ষেত্রেই বহু দেরী হয়—তারপর কিছুই জানা নেই কম্পিটেন্ট অথরিটি কি রায় দিয়ে বসবে। এদিকে মুসলমানরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ তাদেরও ছেলেপিলে মানুষ করতে হবে। এই সব অঞ্চলে ভাগচাষ কিম্বা ছোটখাট দোকান করে কোন মতে চলবার চেষ্টা করছে আপনারা বলবেন, আরেক বছর সময় চাই। বিমলবাবু বলছেন আরেক বার এক্সটেনশন চাচ্ছি। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এই বিলের যে যোগ্যতা তাতে তার তাৎপর্য থাকছে না। বিমলবাবু মনে মনে ভাবছেন কি কি করতে হবে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় তো চাই। জনসাধারণের উপর আস্থা রেখে কন্সিলিয়েশন দিন। জনসাধারণ তাহলে আপনাদের সহযোগিতা করবে, আমরাও সহযোগিতা করব। তাই এই ফর্ম-এ না এসে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

তাদের পুনর্বাসনের কথা, তাদের স্বার্থের কথা, তাদের বাঁচবার কথা যদি ভাবতে চান, তাহলে সেটা রাষ্ট্রই খুঁজে বের করতে পারেন। এক্সটেনশনএ সন্দেহ থাকবে। শুধু কম্পেনসেশনএর কথা নয়, আমি বিমলবাবুকে অনুরোধ করব অবস্থাটা বিবেচনা করে অবিলম্বে সেসব জায়গা-জমি রিকুইজিশন করে দিয়ে যাতে তাদের স্থায়ী জীবনযাত্রার ব্যবস্থা হয়, তার ব্যবস্থা করবেন।

[4-50—5 p.m.]

Sj. Haridas Mitra:

মিস্টার স্পীকার, স্যার, বিমলবাবু উদ্বোধনী বক্তৃতায় মাত্র এক বছর সময় চেয়েছেন—১৯৬১ সাল পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দিতে হবে এই আইনের। তার কারণ পরিষ্কার দেখা যায়, ১৯৫১ সালে আইনটা পাস হয়েছে, তখন তিন বছরের জন্য সময় তিনি চেয়েছিলেন এবং আশা করেছিলেন সেই সময়ের মধ্যে তিনি কাজ শেষ করতে পারবেন। তারপরে আরও এক বছর বাড়িয়ে নিয়েছেন এবং আজকে আবার এসে বলছেন আরও এক বছর চাই। নয়টা কেস পেন্ডিং আছে, আর সবগুলির ডিসিশন হয়ে গেছে। তিনি একটা খবর রাখেন কিনা জানি না—কমপিটেন্ট অথরিটির কোর্টের সব চেয়ে বড় বিপদ হয়েছে ১৯৫০ সালে যে স্কোয়াটার্স কলোনি হয়েছে, তার প্রমাণ দাখিল করতে বলা হয়েছে। কাজেই সে সম্বন্ধে ডিপার্টমেন্টএর অনেক টাইম লাগবে ডিসিশন দিতে। তার মধ্যে আবার ল্যান্ডলর্ড বার বার এসে কমপিটেন্ট কোর্টএ সময় নিচ্ছেন ও নানাভাবে হয়রানি করে চলেছেন। এগুলি যদি বিবেচনা করেন, তা হলে আমার মনে হয়, এই যে সময় নিচ্ছেন এর চেয়েও অনেক বেশি সময় লাগবে। এতদিন পর্যন্ত যদি সব কাজ শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে আপনি যে ১৯৬১ সালের কথা বলছেন, তার চেয়ে আরও বেশি সময় এক্সটেনশন করে নিলে আমাদের রিলিফ পাওয়ার সুবিধা হয়। ১৯৫০ সালের প্রমাণপত্র যেটা চাচ্ছেন, সেটা এখন দেওয়া অনেকের পক্ষে অসুবিধাজনক হচ্ছে। আজ আট বছর পরে তা দিয়ে উঠতে অনেকে পারছে না যে ১৯৫০ সালে সেখানে বসেছিলাম।

তারপর দ্বিতীয় কথা, আপনার ডিপার্টমেন্ট ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন থেকে যখন জমি ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের মাধ্যমে এসেছে তখন দেখতে পাচ্ছি সেখানে এত দেরী হচ্ছে এবং নানারকম কারসাজি চলছে। জমি যখন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছে তখন এত দেরী লাগবে কেন? প্রফুল্লবাবু জানিয়েছেন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন ডিপার্টমেন্ট যাতে তাড়াতাড়ি অ্যাকোয়ারড করা হয় তার জন্য তাড়াতাড়ি করতে হবে।

আর কম্পেনসেশনএর কথা সবাই বলেছেন, আমিও বলছি, ১৯৫০ সালের পরে ১৯৫১ সালে আইন পাস হবার তিন বছরের মধ্যে যে সময় আগে চাওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে যদি সমস্ত কলোনি রেগ্যুলারাইজ করে ফেলতে পারতেন তাহলে আজ আট বছর পরে এই কম্পেনসেশন—রিফিউজি স্কোয়াটার্স যারা রয়েছে, তাদের ঘাড়ে চাপতো না। তা আপনারা করতে পারেন নি। কাজেই তাদের উপর আজ অনেক বেশি কম্পেনসেশন চাপছে।

আপনারা যে অর্পণপত্র দিচ্ছেন তা আরও চমৎকার! কত জমি, কত দাম, বা তার কি মালিকানা, তার কিছুই, কোন কথা তাতে উল্লেখ নাই। এর লিগ্যাল ভ্যালু কি আছে জানি না। আপনারা যে প্লট রেগ্যুলারাইজ করছেন কলোনির তার একটা খবর আপনারা রাখেন নিশ্চয়। তার মধ্যে কয়টা মাত্র প্লট রেগ্যুলারাইজ হচ্ছে। কারণ, কম্পিটেন্ট অথরিটির কোর্টের মাধ্যমে আসলে, প্রমাণপত্র পেলে ভাল হত, অ্যাকুইজিশন ডিপার্টমেন্ট থেকে আসতে দেরী হচ্ছে, নানারকম ফ্রড এসে হাজির হচ্ছে। আপনি এই আইন এক বছরের জন্য না বাড়িয়ে যদি সত্যি সত্যি রিলিফ দিতে চান, সেটা যদি আসল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমরা ১৯৬১ সাল পর্যন্ত যে সময়টা বাড়িয়ে দিতে বলেছি, সেই পর্যন্ত যদি বাড়িয়ে দেন তাহলে আমাদের অনেকের রিলিফ পাবার দিক দিয়ে অনেক সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I oppose the circulation motions.

The motion of Sj. Samar Mukherjee that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th July, 1958, was then put and lost.

The motion of Sj. Khagendra Kumar Roy Choudhury that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th July, 1958, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Sj. Sunil Das: Sir, I beg to move that in clause 2, line 5, for the words "the 31st day of March, 1959" the words "the 31st day of March, 1961" be substituted.

মিঃ স্পীকার, স্যার আমি পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি করব না। তবে দু' নম্বর ক্লজের উপর আমার যে অ্যামেন্ডমেন্ট, সেটার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। ১৯৬১ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত এই সময়টা বাড়িয়ে দেবার জন্য বলা হয়েছে। সেই সম্পর্কে কিছু কিছু যুক্তি আপনি পেয়েছেন, আমারও তাই বক্তব্য। উনি বলেছেন ন'টা কেস থাকা সত্ত্বেও অপারেশনকে এক্সিকিউশন করবার জন্য সময় লাগবে, অথচ এক্সিকিউশনের জন্য এক বছর সময় লাগবে তার কোন নিশ্চিত যুক্তি আমাদের কাছে হাজির করতে পারেন নি। সেইজন্য আমরা বলছি যেটা সাত বছরেও হল না, সেটা এক বছরেও হবে না। বিশেষ করে আমার পূর্ববর্তী বক্তা, হরিদাস মিত্র মহাশয় যেকথা বলেছেন সেটা খুব বড় যুক্তিপূর্ণ বলে আমার মনে হয়। কম্পিটেন্ট অথরিটির কাছে নালিশ দাখিল করবার জন্য তার একটা সীমারেখা স্থির হয়েছে এবং সেই সীমারেখা থাকার ফলে আর নূতন করে কেস দাখিল করা যাবে না। আমার যতটা জানা আছে লেক এরিয়াতে রাজা বসন্ত রায় রোডের উপর যেসমস্ত রিফিউজি [illegible] রয়েছে, সেখানে গত বছর পর্যন্ত কম্পিটেন্ট অথরিটির কাছে হাজির হবার জন্য নোটিস দায়ের করা হয়েছে। অবশ্য ওখানকার রিফিউজিরা কম্পিটেন্ট অথরিটির কোর্টএ হাজির হয় নি পূর্বাবস্থায়, পরের অবস্থায় হয়তো কেউ কেউ

গিয়েছে। সুতরাং এই ধরনের নূতন কেস যদি আসে তাহলে পিরিয়ডটা বেড়ে যাবে। মন্ত্রিমহাশয় যুক্তি দেখাতে পারেন নি যে এক বছরের মধ্যে সমস্ত শেষ করতে পারবেন। সেই-জন্য আমি বলছি বারে বারে এটা না এনে, একবারের জন্য করুন। অর্থাৎ এই এক্সটেনশনের সময়টা ১৯৬১ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিন।

আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়, বিশেষভাবে বিবেচনা করে এটা মেনে নেবেন।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: I want to make an announcement. The arguments advanced by Mr. Das are weighty arguments and I accept his amendment.

[5—5-10 p.m.]

Sj. Samar Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that in clause 2, line 5, for the words "the 31st day of March, 1959" the words "the 30th day of September, 1958" be substituted.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গত বৎসর যখন এই আইন এক্সটেনসনএর কথা আসে তখন আমরা বলেছিলাম এই আইন যেভাবে ১৯৫১ সাল থেকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে এবং তার মধ্যে যেসমস্ত প্রভিসনস আছে তাতে প্রকৃতপক্ষে স্কোয়াটার্স কলোনিতে যারা আছে এবং মুসলিম পরিত্যক্ত বাড়ি ও ব্যারাকএ আছে তাদের সমস্যার সমাধান হবে না। এখন অসুবিধা হচ্ছে এই বিল যিনি আনছেন তিনি রিফিউজি ডিপার্টমেন্টএর মিনিস্টার নন, যার জন্য তিনি আগেই বলেছেন রেগুলারাইজেশনের প্রশ্ন এই অ্যাক্টএর পারভিউএর মধ্যে পড়ে না। কিন্তু স্কোয়াটার্স কলোনি এবং স্কোয়াটেড হাউস সংক্রান্ত ব্যাপারেই হচ্ছে এই আইন। সুতরাং রিহ্যাবিলিটেশন এবং রেগুলারাইজেশনএর প্রশ্ন অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা দরকার। আইন যেভাবে আছে আপনারা যদি কতকগুলি মূল ও মৌলিক চেঞ্জ না করেন তাহলে স্কোয়াটার্স কলোনি রেগুলারাইজেশন হবে না। আমি অত্যন্ত প্লেনভাবে বলে যাচ্ছি কেন না নাইন্টিন-ফিফটি অ্যান্ড পোস্ট-নাইন্টিন-ফিফটি এই আইনে ভাগ করা আছে। এইভাবে ভাগ যদি থাকে, প্রত্যেক কলোনি রেগুলারাই-জেশনএর সময় যদি ডিভিসন থাকে তাহলে জেনে রাখবেন রেগুলারাইজেশনএর যে সমস্যা, স্কোয়াটার্স কলোনি, রিহ্যাবিলিটেশনএর সমস্যা সমাধান করতে পারবেন না। যার জন্য গোড়াতেই আমরা আপত্তি করে এসেছি এই ডিভিসন উঠিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের সেই আপত্তি গভর্নমেন্ট শুনছেন না। এটা বাস্তব সত্য, যারা নাইন্টিন-ফিফটির পর এসেছে অথচ স্কোয়াটার্স কলোনিতে ঘরবাড়ি তৈরি করেছে, এই অ্যাক্ট চালু থাকলে তাদের সেই জমি স্বীকার করা হবে না, তাদের রেগুলারাইজ করা হবে না, তাদের ইজেক্ট করা হবে, তাদের আইনের জোরে ইজেক্টমেন্ট অর্ডার দেওয়া হবে। এই স্কোয়াটার্স কলোনিগুলি যদি মেনে নেওয়া না হয় তাহলে কিছুতেই তা রেগুলারাইজ করা সম্ভব নয়। তারপর দামের প্রশ্ন অন্যান্য সদস্যেরা বলেছেন। দামের প্রশ্ন, দাম যেভাবে ধার্য করা হয়েছে সে দাম রিফিউজিরা দিতে পারবে না। আমি বলছি এইজন্য যে এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে প্রবলেম কিছুতেই সলভ হবে না। সেইজন্য বলছি যে এই অ্যাক্টকে এক্সটেন্ড না করে একটা ফ্রেস অ্যাক্ট আনা হোক, যাতে রিয়্যালি প্রবলেম সলভড হয়। তার জন্য গভর্নমেন্টকে আমরা সহযোগিতা করতে রাজী আছি, ফুল কো-অপারেশন দিতে রাজী আছি, কারণ ফ্যাক্টকে, রিয়ালিটিকে চেঞ্জ করবার ক্ষমতা নেই। স্কোয়াটার্স কলোনিতে যারা পোস্ট-নাইন্টিন-ফিফটিওয়ান বা পোস্ট-নাইন্টিন-ফিফটিতে এসেছে তাদের কিছুতেই ইজেক্ট করতে পারবেন না অল্টারনেটিভ না দিয়ে। তার জন্য আবার গোলাগুলি চলবে। বলেছি দ্বিতীয়ত মুসলিম পরিত্যক্ত বাড়িতে যারা আছে, এই ডিভিসন থাকার জন্য তাদের ৬-৭ বৎসর থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে কোন রিহ্যাবিলিটেশন হল না। যাদের বাড়ি ও ব্যারাক দখল করে বসে আছে, যারা হচ্ছে সব থেকে অবহেলিত, যাদের বাড়িগুলি ছিল একমাত্র আয়ের উপায়, সেইসমস্ত ইনকাম থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল, তাদের সম্বন্ধে এই অ্যাক্ট যদি চালু থাকে, অ্যাজ সাচ, তাদের কোন বন্দোবস্ত হবে না। এর সলিউশন করতে হলে এটাকে রিয়ালিস্টিক্যালি ভাবা দরকার। এখানে বিমল-বাবুর যে যুক্তি এক বৎসর এক্সটেন্ড করার জন্য দিয়েছেন সেই যুক্তি সেলফ-কন্ট্রাডিক্টরি।

নয়টি কেস বাকি আছে সুতরাং এক বৎসর বাড়ানো হোক, আবার গত বৎসর যুক্তি দিয়েছিলেন বহু কেস বাকি আছে অতএব এক বৎসর এক্সটেনশন করা হোক। বহু কেসএও এক বৎসর আর নয়টি কেসএও এক বৎসর সময় বাড়াতে বলছেন কেন বুঝতে পারি না। আমি জানি না যে প্রকৃত অবস্থা কি, কিন্তু যারা মুসলিম বাড়ি ও ব্যারাকে বাস করছে তাদের সংখ্যা কম নয়। তাদের সঙ্গে রিফিউজিদের স্বার্থ ডাইরেক্টলি জড়িত। সুতরাং আজকে যদি একটা অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অ্যাক্টটাকে দেখেন এবং দেখে এই অ্যাক্টএর লাইফ টেকনিক্যালি বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং যদি মনে করেন তারপর কম্পিটেন্ট অথরিটি কোর্টএ যে কেসগুলি আছে সেগুলি ডিসপোজ আপ করলেই সব কিছু হয়ে গেল তাহলে আমি বলব আপনারা রিয়্যালি রিয়াল সিচুয়েশন জানেন না, তা সলভ করার কোন ইচ্ছা নাই—নিছক একটা লিগ্যালিস্টিক আউটলুক থেকে এই অ্যামেন্ডমেন্ট আনার চেষ্টা করছেন। সেজন্য আমি আবার বলব যে আপনারা ব্যাপারটা সিরিয়াসলি চিন্তা করে দেখুন কারণ আমরা চাই না যে বারে বারে ট্রাবল ক্রপ আপ করুক। ১৯৫১ সাল থেকে বারবার এই জিনিস উঠছে আর ফয়সালা হবে না এবং এই অ্যাক্টটাকে চালু রেখে আপনারা সিচুয়েশনটাকে আটকে রেখে দেবেন এটা আমরা চাই না, তারই জন্য আপনাদের বলছি যে আমার দুটো অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল--একটা ফর সার্কুলেশন আর একটা পিরিয়ডটাকে রিডিউস করার জন্য। আমি জানি যেহেতু কেসগুলি ঝুলিয়ে রেখে দেওয়া হচ্ছে তাই বিলটাকে উইথড্র করবেন না, এক্সটেনশন নেবেনই। সেজন্য আমার মত আছে যত কম পিরিয়ড হয়। সেজন্যই বলেছি ছয় মাসের মধ্যে কেস ফয়সলা করে ফেলুন, তাতে আমার আপত্তি নাই। বিমলবাবু বলেছেন, সার্ভে হচ্ছে, আমরাও চাই সার্ভে হোক। কিন্তু এ বিষয়ে নতুন আইন আনুন, এনে অন্তত স্কোয়াটার্স কলোনিগুলি, যেগুলি ৬-৭ বছর ধরে নিজেরা জঙ্গল কেটে টাকা-পয়সা খরচ করে কোনরকমে নিজের থাকার বন্দোবস্ত করেছে তাদের সেটা রেগুলারইজ করা দরকার এবং অন্য কিছু সুবিধা রিফিউজি হিসাবে অন্যরা পাচ্ছে সেগুলি এদেরও হেল্প করতে হবে আর, স্কোয়ার্টার্সএর বাড়িতে যারা আছে তাদের প্রবলেম অত্যন্ত অ্যাকিউট, সে বাড়ি তারা সারাতে পাচ্ছে না, বাড়ি পড়ে যাবে, অনেক ক্ষেত্রে যারা বাস করছে তাদের ঘাড়ে বাড়ি চাপা পড়ে মরে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত মুসলিমের বাড়ি--তারা যখন ছিল তারা খাজনা হয়ত দিতে পারে নি বলে সেইটা নিলাম হয়ে গেছে, নূতন মালিক কিনেছে, কর্পোরেশন ট্যাক্স পাচ্ছে না বলে ইজেক্টমেন্ট নোটিস করেছে সুতরাং সেইসমস্ত বাড়িতে যারা বাস করে তাদের কেসও অত্যন্ত অ্যাকিউট। সেজন্য বলছি যে এইসমস্ত রিফিউজিদের জন্য আইনের ভিতর দিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তা ছাড়া যেসমস্ত বাড়ি মুসলমানের, তারা সেই বাড়িগুলির পজেসন পাচ্ছে না, অথবা অলটারনেটিভ অ্যাকোমোডেশনও পাচ্ছে না তাদের সম্বন্ধেও ভাবতে হবে। এটাই অ্যাপিল করছি যে নূতন করে ভাবুন এবং এই অ্যাক্টটাকে উইথড্র করুন একান্তই যদি উইথড্র না করেন তাহলে পিরিয়ড যত সংক্ষেপ হয় অন্তত কম্পিটেন্ট অথরিটি কোর্টএর কেসগুলি ডিসপোজ আপ করে দিয়ে যাতে হেল্প ব্যাপারটা ফয়সালা হয় সেটা ভাবুন--নূতন করে ভাবুন এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I want to say only one point. I would like again to point out that there is perhaps some confusion in the minds of some honourable members that this Bill covers the entire process of regularising squatters' colonies. May I point out that it is not, because a careful study of the Act will reveal that this Act was meant for a specific purpose and it covers the specific principles, because a certain date has been fixed in the Act and unless a person has applied within that prescribed date his case will not come up under this Act before the Competent Authority.

Sir, this Act is certainly limited in activities. It covers only 4,000 cases in Calcutta and 700 cases in Howrah and I think a few hundred cases scattered all over Bengal. That is not the entire picture, because, as the honourable members are aware, squatters' colonies are being regularised by other processes, for instance, lands are acquired and Arpannamas are

being given under the Land Planning Development Act. That process is going on side by side. Therefore, to say that this Act covers the entire need of the squatters as a whole is not correct. That, Sir, I submit, is not the purpose of the Act. Therefore, as I have said, this Act is meant for a very specific purpose and that specific purpose is being served by this Act.

Mr. Samar Mukherjee said he could not understand the argument which I have put forward and he has called that contradictory. I say it is not because I said that about 400 cases were pending last year and I assured the House that it would not take more than one year to dispose of all those cases. I repeat that that assurance has been carried out and only 9 cases remained to be disposed of. Now I specifically pointed out that execution cases are pending and as Mr. Das and Mr. Majumdar readily pointed out that it would take some more time, I oppose the amendment put forward by Mr. Samar Mukherjee and accept the amendment of Sj. Sunil Das.

The motion of Sj. Sunil Das that in clause 2, line 5, for the words "the 31st day of March, 1959" the words "the 31st day of March, 1961" be substituted, was then put and agreed to.

The motion of Sj. Samar Mukhopadhyay that in clause 2, line 5, for the words "the 31st day of March, 1959" the words "the 30th day of September, 1958" be substituted fell through.

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, I beg to move that the Rehabilitation of displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

[5-10—5-20 p.m.]

Sj. Apurba Lal Majumdar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি থার্ড রিডিংএ মাত্র কয়েকটি কথা বলব।

এই বিল আরও কয়েক বছরের জন্য এক্সটেন্ডেড হল।

Mr. Speaker: Mr. Majumdar, I made it perfectly clear to you that if you travel beyond the scope of the Bill that won't be correct. So try to confine your points to the scope of the Bill itself.

Sj. Apurba Lal Majumdar: I will confine myself to the scope of the Bill.

এই বিল ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এক্সটেনডেড হতে যাচ্ছে। মূল বিলের যে ৪ ধারা তাতে সরকারের তরফ থেকে মালিক-পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উঠাবার জন্য যেসমস্ত উদ্বাস্তুরা সেখানে বসবাস করে তাদের বিরুদ্ধে বহু কেস কম্পিটেন্ট কোর্টএ হয়ে গেছে। যাদের ক্ষেত্রে রেস্টোরেশনএর কথা বলা হয়েছে এবং কোর্টের তরফ থেকে রেস্টোরেশন করার জন্য যাদের সম্পর্কে রায় দিয়েছেন। আমরা সরকারের কাছে আশা করেছিলাম যে এই বিল এক্সটেনশন করার জন্য যখন মন্ত্রিমহাশয় হাউসের সামনে এই বিল উত্থাপন করেন তখন আমরা আশ্বাস

পেয়েছিলাম যে এই রেস্টোরেশনএর ক্ষেত্রে কাজ একটু এগিয়ে যাবে। কিন্তু কলিকাতা, চব্বিশ-পরগনা, হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় যে রেস্টোরেশনএর কাজ হবে, যেসমস্ত বাড়ি থেকে উদ্বাস্তু উচ্ছেদ করার জন্য রায় দিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে সে আইন কার্যকরী হয় নি। এই কয়েক বছর সময় বাড়াবার জন্য প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে বিশেষ করে যেসমস্ত উদ্বাস্তুর ক্ষেত্রে কম্পিটেন্ট কোর্ট রায় দিয়েছে, সেখানে তাদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য তাদের সেইসমস্ত বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে, এই আশ্বাস আমরা এপক্ষের অন্তত মন্ত্রিমহাশয়ের কাছ থেকে যেন পাই। আমরা দেখছি যেসমস্ত কেস কম্পিটেন্ট অর্থারিটি ১৯৫২ সাল থেকে তাদের অন্যত্র পুনর্বাসনের রায় দিয়েছে সেই-সমস্ত জায়গায় উদ্বাস্তুদের কোন ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে করা হয় নি। গত এক বছরের মধ্যে হাওড়ায় অন্তত যে ৪৬২টা কেসে রেস্টোরেশন অর্ডার দেওয়া হয়েছিল সেখানে মাত্র ২-৩টা বাড়ির রেস্টোরেশনএর ব্যবস্থা হয়েছে। যদি সরকার এইভাবে চলতে থাকেন, অর্থাৎ একটা বছরে যদি তিনটা বাড়ি রেস্টোরেশন হয়ে থাকে, তাহলে আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে সমস্ত রেস্টোরেশন করবেন কি করে তা বুঝতে পারি না।

তারপর আর একটা এই সংশোধনের মধ্যে আনলে ভাল হত, কিন্তু সেটা মন্ত্রিমহাশয় আনেন নি। যেক্ষেত্রে রিফিউজি বলে প্রমাণ হয়েছে, সেক্ষেত্রে কন্সিডারেশনএর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আদায় করা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। ১৯৫২ সালে, মামলা গেছে, যেখানে পাঁচ টাকা ঘর প্রতি কন্সিডারেশন ধরা হয়েছে, সেই কন্সিডারেশন সাত বছরে প্রায় চারশ' কোটি টাকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাহলে সেখানে সাধারণ লোকের চারশ' কোটি টাকা দেবার সামর্থ যদি না থাকে তবে কি হবে? তার আসবাব সমস্ত এক্সিকিউশন করে সেই উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে তাদের মালপত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ১৬নং ডোমপাড়া লেনে পুলিস দিয়ে ৪-৫ বছরের কম্পেনসেশন ও কন্সিডারেশন আদায় করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু কম্পিটেন্ট কোর্টএর রায় অনুসারে তাদের পুনর্বসতি হওয়ার যে অধিকার ছিল, সেই পুনর্বসতি না হওয়ায় তারা ভয়ে তাদের বাড়ি ছেড়ে পালাল এবং তারা এই পুনর্বসতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। হাওড়া ও কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৯৫২ সালে কম্পিটেন্ট কোর্ট রায় দেবার পরও বহুবার গভর্নমেন্টের কাছেও লেখালেখি হয়েছে এবং কম্পিটেন্ট কোর্টএর কাছে লেখা সত্ত্বেও অন্য ব্যবস্থা না হওয়ার ফলে ঐসমস্ত বাড়ি ভেঙ্গে পড়ছে, মিউনিসিপ্যালিটি ডিলাপিডেটেড হাউস থাকার কেস ফাইল করেছে, প্রসিকিউশন হচ্ছে; তা সত্ত্বেও নাম করে বলতে পারি যেমন ৪নং গোপাল গোবিন্দ বোস লেন এবং শালকিয়ারও অনেক জায়গা আছে, তার বহু উদাহরণ দিতে পারি, সেইসমস্ত জায়গায় ডিলাপিডেটেড হাউস হওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কেস হয়েছে, এবং কম্পিটেন্ট কোর্টএর রায় পাঁচ বছর পড়ে থাকা সত্ত্বেও তাদের সরিয়ে নেওয়া হয় নি। কাজেই সরকার যেভাবে আইনের মাধ্যমে তাদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছিলেন সেটা যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে কন্সিডারেশন দেবার কথা হলে তাদের ঘর ছেড়ে দিতে হয়; অন্যদিকে বাড়ির ডিলাপিডেটেড কন্ডিশন হওয়ার জন্য সেই বাড়ির উপর মিউনিসিপ্যালিটি কেস করে রয়েছে, এবং উদ্বাস্তুরা তাদের বাড়ি থেকে সরে যাচ্ছে। সরকারের তরফ থেকে কত লোক অ্যাবানডনড হাউসএ আন-অথরাইজড অকুপেশনএ আছে তার হিসাব নেবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু আইনের মধ্য দিয়ে যে কয়েক হাজার পরিবার হাওড়ায় ও কলিকাতার আশপাশে মুসলমান পরিত্যক্ত বাড়িতে আছে তাদের হিসাব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত আছেন? বিশেষ করে এই আইনের আওতার মধ্য দিয়ে যেসমস্ত বাড়িওয়ালা তার সুযোগ গ্রহণ করে রয়েছে তাদের কাছ থেকে সরকারের তরফ থেকে কম্পেনসেশন বা কন্সিডারেশন আদায় করবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে দেখি আইনের মধ্যে রেস্টোরেশনএর দিকটা বা রিহ্যাবিলিটেশনএর দিকটায় একেবারে সরকার নজর দেন নি।

[5-20—5-40 p.m.]

তারপর এই আইন কার্যকরী করা চলবে না। এই আইনের সুযোগ নিয়ে গরীব কোন বাড়িওয়ালা বা গরীব মুসলমান বস্তীওয়ালা বা মুসলমান বাড়িওয়ালা হিন্দু কেউ বস্তীবাড়ি কিনেছে তার সুযোগে নূতন করে কেস ফাইল করতে পারছে না। তার জন্য তাদের টাইটেল

স্যুট বা সিভিল কোর্টএর যে প্রসিডিওর আছে তার মধ্য দিয়ে গিয়ে যদি উচ্ছেদ করার চেষ্টা করতে হয় তাহলে সেই প্রসিডিওরএর মধ্য দিয়ে তাদের হয়রান হতে হচ্ছে। এইভাবে উদ্বাস্তুদের হয়রান না করে, এই আইনকে এই ক' বছরের মধ্যে এক্সিকিউশন করার সুযোগ না দিয়ে কম্পিডারেশন যাতে উদ্বাস্তুদের না দিতে হয়, বরং ছ' মাস এক বছরের মধ্যে ল্যান্ড-লর্ডকে সুযোগ না দিয়ে সরকার নিজেই এসে সেকশন ফোরএর সুযোগ গ্রহণ করুন এবং পুনর্বাসনের অন্যত্র ব্যবস্থা করুন। মন্ত্রিমহাশয়ের কাছে আশ্বাস চাইছি যে তাঁরা অবিলম্বে এদিকে দৃষ্টি দেবেন, এবং হাওড়া, কলিকাতা ও চব্বিশপরগনায় যে কম্পিটেন্ট কোর্টএর রায় হয়েছে তার জন্য তাদের সরিয়ে নিয়ে এই কম্পেনসেশন এবং কম্পিডারেশনএর হাত থেকে তাদের বাঁচান।

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that the Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[*After adjournment*]

[5-40—5-50 p.m.]

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Mr. Speaker, Sir, I have taken upon myself the privilege and responsibility of placing before the House the R. G. Kar Medical College and Hospital Bill. I, therefore, beg to introduce the R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, this Bill refers to an institution which has a history behind it. Sir, in this State—or, as a matter of fact, in India—the western system of medicine and method of treatment, on the basis of which education in Medicine was given, were first introduced in the year 1835 when the Calcutta Medical College was started, but during the latter part of the 19th Century—about 1885—there were many practitioners who felt that perhaps another outlet should be provided both for the treatment of patients as well as for the teaching of students in Medicine. In pursuance of that, the old Calcutta School of Medicine was started in 1887. It was started in a rented house in 161, Old Baithakhana Road, at the first instance, then at 155, Bowbazar Street and then at 117, Bowbazar Street. I have heard it from Dr. R. G. Kar—from his own mouth—that at the beginning he and Lal Madhab Banerji and one or two other friends joined together and thought of starting this institution. They had no money. They borrowed from friends tables and chairs. They had not even the money to pay for coolies to bring the chairs and tables from other houses to the house which they had rented for the school. They carried benches on their backs in order that they might be able to utilise them for the students. That is how the institution began in 1887 with the sacrifice and bodily help apart from the educational help that they gave. Later on it was changed into Calcutta Medical School. Lalmadhab Banerjee, at that time a most prominent practitioner of Calcutta, was the President and R. G. Kar became the Secretary when they formed the society under the 1882 Act. At that

time there was no hospital attached to the institution. The students used to go to Mayo Hospital for hospital practice. The course was for three years and it was in Bengali. In 1897 the school was removed to 298, Upper Circular Road, almost at the same place where subsequently the Federation ground was situated. I had occasion to see this institution then; there it had not only students but also 14 beds attached to it. I remember on my way from Circular Road I had to go through mud and rain—it was a rainy day—in June or July—I went to the institution. In 1898, one year afterwards, they purchased 12 bighas of land at the place where the hospital is now situated. It was called Albert Victor Hospital because the hospital was opened partly with the help of those who were in charge of the Albert Victor Hospital—they paid Rs. 18,000—and the hospital was started in a small way. The hospital was opened in 1902 and the school was transferred to the hospital area in 1903. In 1895 so great was the enthusiasm of the medical practitioners to increase the bounds of knowledge and the number of students trained in Allopathy that another College of Physicians and Surgeons of Bengal was started at 294, Upper Circular Road. Subsequently in 1904 these institutions, the College of Physicians and Surgeons of Bengal and the Calcutta Medical School, were amalgamated, and they had two courses—one for 4 years in Bengali and the other for 5 years in English. Between 1904 and 1911 four other schools were started one of which is still retained, viz., Dr. Sarat Mullick School, National Medical Institution with which now for the purpose of working is amalgamated the institution at Gobra. Then there were Dr. Fernandes, B Basu, Major B. K. Basu and Lt.-Col. Sinha. These three institutions disappeared but some of the students are practising in Calcutta and near about. In 1911 the Government of Bengal asked the five institutions to amalgamate—four of these as well as the Calcutta Medical School and the College of Physicians and Surgeons of Bengal—but they could not amalgamate. Then for two years they tried to do it and in 1914 the Government asked this institution to prepare a scheme for developing the institution into a College to be affiliated to the Calcutta Medical College. It was in 1914 that I came in touch with this institution although I was then an assistant surgeon in Government service. Associated with this institution are names famous in the medical world—I have already mentioned two—Dr. R. G. Kar and Dr. Lal Madhab Banerjee—and who does not remember men like Sir Nilratan Sarkar, Dr. Suresh Prosad Sarbadhikari, Dr. Kedarnath Das, Dr. Charu Bose and a host of others. That is the history behind the institution about which we are dealing today. Remember this institution embodies in itself the concentrated strength and wealth of a large number of workers and it has been one of the traditions of Bengal that most of these non-Government medical institutions have been started by medical practitioners and I know the amount of sacrifice that these great leaders of the medical profession made for the purpose of developing this institution.

Sir, the institution began to grow in size in 1916. It was affiliated to the Calcutta Universiy for the first two years preliminary M. B. Course. At that time the Government of Bengal decided to give this institution 5 lakhs of rupees if it could raise by the 31st of March, 1916, Rs. 2 lakhs and 50 thousand and I well remember the amount of effort which men like Dr. Sarbadhikari and Sir Nilratan Sarkar made in order to collect this money from the people. The money was collected and the 5 lakhs of rupees was received from the Government which formed the nucleus with which this institution was started. At first this institution was called the Carmichael Medical College out of gratitude to the first Governor of the province who gave a great deal of help in favour of this institution.

Sir, I joined this institution in 1919 as the Professor of Medicine and I have had the honour of remaining a professor in that college up till 1946. It was one of the traditions of that college that most of the senior practitioners worked there without fees and I can say from my personal experience that that did not lead to any difficulty so far as teaching was concerned. I could see the face of every one of those days—the feeling that they are carrying out a mission for the education of our young men. We started altogether in 1914 when the total value of the property was something like 10 or 11 lakhs and now it is 80 lakhs, i.e., the assets, both fixed and liquid. The management of the institution was left in the hands of the Medical Education Society of Bengal with which executive there was the governing body of the institution. On this governing body there were representatives of the Corporation, the representatives of the staff, the representatives of the governing body from the general body of members of the Society and also representatives of the Government. During recent months, unfortunately complaints came to me from various quarters about the unhappy state of affairs in the R. G. Kar Medical College It is not for me to give any opinion as to what were the causes that led to this complicated state of affairs but complaints came to me.

[5-50—6 p.m.]

There was a strike by the non-medical staff whose grievances against the administration had to be allayed by Government with timely financial assistance to the staff. There was also a stay-in strike in the month of January, 1957, by the students as their grievances regarding absence of facilities of training were not redressed by the authorities. It was an unfortunate incident in which the Chairman and members of the Council of the Medical Education Society were virtually confined in the Committee room for very long hours. These were unmistakable pointers that something should be done in the interest of the public in general who resort to this hospital for treatment and the students in particular. The students came to me on many occasions, once only recently and they did not relish the idea that while the authorities or those in authority were not agreed on particular points, their education was suffering. As a result a settlement was arrived at and on the request of the Council Government appointed—mind you, the Council requested and the Government appointed—the Director of Health Services as a single-man Commission to enquire into the working of the institution. That was last year, 1957. The Director of Health Services started the enquiry himself and with the help of the Accountant-General, West Bengal, scrutinised by a test audit party the financial side of the institution for one year. In their report the test audit party reported on the unsatisfactory maintenance of records and irregular transactions, lack of control over income and expenditure, serious defects in the system of accounts which had been going on for some years providing leakage of income and wastage resulting in considerable loss in revenue of the institution for non-realisation of dues. Mind you, at the time when this Government came to being in 1948, before that the Government of Bengal used to give this institution only Rs. 50,000 to be distributed to the college and the hall. We increased the amount of grant to Rs. 4 lakhs besides paying from time to time ad hoc grant for various capital projects. Therefore we are very anxious to see that the institution should be put on its legs again. Pending report of a detailed audit it was considered that some action should be taken immediately with a view to restoring the institution to a position favourable for the students as well as for the patients in the hospital. On the request of the Council, Government deputed one of their senior officers to be the Principal of the Institute.

Sir, it so happened however that while the Director of Health Services and the Audit party were making enquiries into irregularities there was disagreement between the various members of the Society and the matter was the subject of an injunction from the High Court. As a result of it the special general meeting could not be held as it is usually held in June or July of the year. According to the rules of the Society of which I happened to be President for several years, the general meeting alone could authenticate the spending of the money and pass the budget but the High Court injunction created two situations. The meeting could not be held, the budget could not be passed, payments could not be made to the various persons and we had to pay on one occasion Rs. 70,000 besides sending them medicines also to meet the immediate needs of the hospital. There was another injunction by the Hon'ble High Court in March, 1958. All general meetings have been stopped and therefore no progress can be made so far as running of the institution is concerned because no money was available. A deadlock arose in the administration of the institution. The Council of the Institution thought to advise the Government. The matter was placed before the Government. There was no doubt whatsoever that on the one hand the accounts of the institution so far as they were audited were found to be not satisfactory and on the other hand due to the activities of certain members of the society the High Court created a situation through its order of injunction which led to the practical stoppage of the hospital and the college. Personally I am too much associated and attached to the college to allow such a thing to continue. Therefore the problem before us was what to do with regard to this institution. There are certain members who think that we should have taken the institution over altogether. Our difficulty was that as you know, there is a Society although it is functus officio at the time being. There was a trustee in whom the assets lay and if we are to take it over under article 31, we shall have to pay compensation of at least Rs. 80 lakhs besides paying whatever we have to pay for increased amenities to the college and the hospital. Rupees 80 lakhs is not a small sum in these days and besides there is another aspect of the question which came in my mind over and over again—should we abolish or vanish altogether the whole of the efforts and struggle made in the past by our great leaders in establishing this institution and take it over from the hands of the people with whose help and sacrifice the institution has been started, continued and expanded or take over the institution altogether or should we take a middle course?

Sir, in the Constitution there is a provision under Article 31A(1)(b) by which the State can take over the management of any property for a limited period either in public interest or in order to secure the proper management of the property. The question that has been asked is—I can see that from the trend of the amendment—why do you take it for a limited period only—10 years? This particular clause could only be invoked with the sanction of the President. We cannot take recourse to this clause unless we get the sanction of the President. When it was sent to the President for sanction, they did not agree to give the authority for management at this stage for more than 10 years because their view was and so is mine and so is ours that within that period it may be possible to have a properly working managing committee which will take over the responsibility and the burden of the administration of this institution.

[6—6-10 p.m.]

If, however, it is found that that is not possible, or that we cannot render unto Caeser what is Caeser's, we cannot give back the institution which is a public institution to the public, we will have no other option but to

take it over. There is another reason why we did not want to take it over at the present moment. At the present moment we spend something like Rs. 54 lakhs for the Calcutta Medical College and Hospital and Rs. 35 lakhs for the Nil Ratan Sarkar Medical College. The expenditure in the R. G. Kar Medical College was much lower for two reasons. One was that the salary that was paid to the staff was of much lower order than the salary paid to the Government servant; secondly, many of the staff even now work on an honorary basis. The result is that while the expenditure per bed in the other two hospitals is somewhere near Rs. 8 per day, the average expenditure in the R. G. Kar Medical College is only Rs. 4-6-0. The average expenditure per student is between Rs. 850 and Rs. 1,000 in the other two Colleges, because it depends upon the number of students, whreas it is only Rs. 236 in the case of R. G. Kar Medical College. We have, therefore, to reconsider this particular point. There are nearly 600 and odd beds at the present moment. We ought to raise the total expenditure at a higher rate than Rs. 4-6-0. We have said Rs. 6 for the time being and instead of Rs. 230 per student per year we have thought that it would be necessary to provide for Rs. 1,000 per student per year. The result will be this: we have been giving, as I have said before, about Rs. 4 lakhs to the College and Hospital every year, but taking over the management in this form would mean our spending another Rs. 14 lakhs besides Rs. 4 lakhs that we have already spent. That would be money well-spent if we can enthuse amongst the people—that will be a teaching institution now and hereinafter—the sacred duty of giving proper medical treatment and instruction to the students. The question, therefore, that has been raised—and I think I ought to explain that—is that expression in the Bill that is before us, and in fact, this is the most ticklish part of the whole thing, is that persons employed in the Institution and continuing in office immediately before the appointed day shall, subject to such terms and conditions not being less advantageous than what they were entitled to immediately before the appointed day, as may be determined by the State Government in consultation with the Committee, be deemed to be the employees of the State Government.

Sir, when I was a Professor of the R. G. Kar Medical College, I stood as a candidate for the old Legislative Council. It had been the practice of the College to allow any employee, with the previous permission of the Governing Body, to stand for any public institution like the Corporation, the Assembly and so on. Now, it that be so, my advice is that simply because a person happens to be deemed to be an employee of the Government, this should not prevent him from exercising that privilege which he had before the appointed day. The institution has allowed certain privileges to its teachers or to its employees and staff and the Act says that the terms and conditions should not be less advantageous than what they were entitled to before the appointed day. Therefore, I feel that there need be no apprehension on this issue that by this arrangement the present teachers or staff would be debarred from enjoying those privileges which they are enjoying today.

Sir, the other question that may be raised is, why do you say "They will be deemed to be employees of the Government" and not say "They will be employees of the Government". We had to use that expression because, as visualised in the Bill, our objective is that this institution should be returned back to a public society after a period of time—whatever the period may be. Therefore, you cannot have two types of appointments. Suppose they are Government employees today. Then they cannot cease to be Government employees after five years or after ten years when the institution goes back to the public body. Therefore we

have used the expression "deemed to be employees of the Government". The advantage of being deemed to be employees of the Government also goes to the present employees, apart from the advantages which they are enjoying at the present moment, i.e., they get the protection of Article 311 of the Constitution which says: "No person who holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed." Then they will have a certain procedure to be appointed. That is the protection which the future employees will get if this language is used. So, they will enjoy all the privileges which they are enjoying today provided that at the time of the change-over they prove to the appointing authority that they are enjoying certain privileges. Those privileges will have to be continued because every appointment would be on such terms and conditions which are not less advantageous to the employees which they were enjoying at the time of the taking over under this Bill.

[6-10—6-20 p.m.]

Therefore, although the clearer course perhaps would have been for the Government, if they had the money, to take over the institution altogether, there are difficulties—we do not want to deprive the institution of the guidance of a public body. Although at the present moment the institution may have fallen on evil days and things have happened which should not have happened in the institution, we still have a lingering hope that it is possible for the institution to be controlled and governed by a private body. Why should we recognise failure in the matter of management of our public institutions? We say it all the time that we should have more public influence and supervision over public institutions. In consonance with that view I have, therefore, felt very strongly that this is the only way open to us to try and relieve the condition. It is in the same way that the management of the Baraset-Basirhat railway was taken over and the Sholapur management was taken over. Of course, at that time the Constitution had not been changed. We have it now provided in the Constitution and necessary sanction has been obtained for adopting this course and we have placed it before the House for its acceptance.

I have only one more remark to make. At the present moment the institution is operating under an Ordinance which was passed on the 12th May, 1958. According to our rules no Ordinance can continue to operate for more than six weeks after the beginning of a session of the Assembly. The session began on the 2nd June 1958 and it is not possible, therefore, to circulate the Bill for public opinion at this stage because there will be a deadlock as soon as the Ordinance ceases to operate.

I have placed the case of the R. G. Kar Medical College before the House and if there are any remarks made by any member I shall try and answer them as much as possible, but I think we are on the right track and we hope and trust that with the good will of the people we shall be able to rehabilitate this institution again in its old pristine glory.

Dr. Narayan Chandra Ray: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th July, 1958.

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার কথা বিধানসভার সদস্যদের সামনে রাখবার আগে আমি আর-একটা বিলের উল্লেখ করে তার ছবিটা আপনাদের সামনে রাখছি। এই বিধানসভার সদস্যদের সঙ্গে আজ থেকে তিন বছর আগে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে এরকম একটা বিলের আলোচনা করার প্রসঙ্গে এই বিধানসভায় তার

অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনস যা দিয়েছিলেন আর এটার অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনস কি দিয়েছেন সেটার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তখন আমার মূল বক্তব্য ছিল—

This Council is an outstanding example of the creative achievements of the Swadeshi Movement.

আমরা এই বলে বিলটা আলোচনা করেছিলাম, এবং আলোচনা করার সময় তার অতীতের সুনামের কথা আমাদের সামনে এসে পড়েছিল। আমরা অতীত দিনের তার স্মৃতির কথা, তার সম্মানের কথা মনে করেছিলাম। কিন্তু আজকে আর, জি, কর কলেজের কথা বলবার সময় আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কলেজের অতীত ইতিহাসের কথা বলে দিয়ে গেলেন। সেই পরের পর কথাগুলো এক সংগে মেলে না। আমি আবার আবেদন করব তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গী আনুন যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই বিধানসভায় যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বিল আলোচনা করেছিলেন। এত বড় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে, তাঁর বক্তৃতার মধ্যে এমন কিছু না থাকে যাতে অতীতের গৌরব নষ্ট করে। আমি টাকা দিতে পারছি না, এটা ঠিক কথা। কিন্তু সেটা দেবার সময় বক্তব্যটা এমন করে রাখলে ভাল হত যাতে সাধারণ মানুষের কাছে, কর্মীদের কাছে, ছাত্রদের কাছে, এই কথা ফুটে উঠত যে তোমাদের এই প্রতিষ্ঠান তার অতীত দিনের গৌরবমন্ডিত জিনিস—সেটা কত বড় ছিল, সেটা বোঝাতে ভুলে গিয়ে আজকে এই আন্দোলনের মধ্যে, ঝগড়ার মধ্যে কত বড় পঙ্কিলতা রয়েছে তার কথা তুললেন কেন? আমি হস্তক্ষেপ করছি—এই বলে ওখানকার ছাত্র ও কলেজের যারা হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁরা যেন ওখান থেকে ফিরে না যান।

[6-20—6-30 p.m.]

তাঁরা যেন একথা বাড়িতে গিয়ে না ভাবেন আপনার কাছে একটা মহান প্রতিষ্ঠান, তারা টাকা দিতে পারছে না বলে বলতে হচ্ছে এটা কত ছোট! তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মারফত বিধানসভার সামনে যে সার্কুলেশনের কথা আসে তার বিরোধিতা করি নাই। আপনার দৃষ্টি-ভঙ্গী বিধানসভার সামনে তুলে ধরেছেন। অজ মেডিকেল কলেজকে সুন্দর করবার জন্য আশি লক্ষ টাকা, এক কোটি টাকা খরচ করছেন। সেই যে টাকা খরচ করছেন সেটা বরবাদ হচ্ছে বলে মনে করতে পারেন না। আমরা এখানে এই ১৪ লক্ষ টাকায় মনে করব যে জাতির একটা প্রতিষ্ঠানকে সম্মান দেখিয়েছেন। একটা জিনিস জনসাধারণের পক্ষ থেকে বারে বারে আমাদের কাছে আসে। সাধারণত অর্ডিনারি প্র্যাকটিশনার হিসাবে প্রত্যেক দিন যে সমস্যার সম্মুখীন আমাকে হতে হয় সেটা বিধানসভার সম্মুখে রাখব। কলকাতায় শহরে কলেজ কটা, হাসপাতাল কটার মধ্যে এটা আবার একটা প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। আমি রাজনৈতিক মর্যাদার কথা বলি না। কিন্তু আজকে কে না জানে যে কলেজ বলতে আজ মেডিকেল কলেজ, নীলরতন সরকার কলেজ এবং বেলগাছিয়া কলেজ। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আসে যে আমরা সেখানে প্রয়োজনীয় ঔষধ দিতে পারি না। মেডিকেল কলেজেও তাই, নীলরতন সরকার হাসপাতালেও তাই। এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি আছে? বাইরে থেকে মানুষ এসে ফ্রি মেডিসিন চায়, যার জন্য মেডিকেল কলেজের দরজায় ধাক্কা দেয়। আজকে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন উপযুক্তভাবে চিকিৎসা, ঔষধপত্রের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং সুন্দর হাসপাতাল তৈয়ারির জন্য কলিকাতায় যত হাসপাতাল আছে তাদের একটা লিয়াইসন বডির মারফত কো-অর্ডিনেট করা। এই সব করার জন্য আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের মর্যাদা তুলে দেবার অধিকার আছে। যারা আর, জি কর কলেজে পড়ছে তাদের কাছে মেডিকেল কলেজের কথা বললেই চলবে না। পথে-ঘাটে লোকে খেলা দেখে থাকে, আর, জি, কর ভার্সেস মেডিকেল কলেজ; আবার পথে-ঘাটে দেখা গেছে সেই ডান্ডা, সেই ছড়ি—সেসবও তো অল্প হয় নি। আমিও সেই কলেজের ছাত্র। আমি অতীতের অভিজ্ঞতা সামনে রেখে বলব বাংলাদেশে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য যারা আসত তাদের সবার ভার মেডিকেল কলেজের উপর পড়ত। তারপর মেডিকেল কলেজ হাইয়ার স্ট্যান্ডার্ড অব স্টুডেন্টস ছাড়া নেবেন না বলেন। কিছু ভাল ছেলে পড়ছে, আমরা বলি না সব ছেলেই ভাল ছেলে। কিন্তু কেবল ভাল ছেলেই নয়, আমরা আরও চাই ভাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। অজ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যত ছাত্র রয়েছে তাদের সব সুযোগ আমরা দিতে পারি না। আজ কি করে আশা করতে পারেন মানুষ খেয়েপরে

বাঁচবার জন্য ভাল উপার্জন করতে না পারলে বা একটা একশ' টাকার ডিমনস্ট্রেটর হয়ে গেলে বা তার উর্ধ্ব বেতন দুশো টাকা হলে তাহলে তাদের কাছে কি করে সব ভাল জিনিস পাবেন? অবস্থার গতিকে তাদের বাধ্য করে অন্য দিকে নিয়ে যেতে।

এখন আমার কথা হচ্ছে আমরা কি আর. জি কর কলেজের জন্য সরকারের তরফ থেকে যা করণীয় কাজ ছিল তাঁরা তা করেছেন?

[6-30—6-40 p.m.]

আমি এবারে অতীতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসটা আপনার সামনে তুলে ধরব। আমি তখন মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমরা যেমন তখন বিভিন্ন জায়গায় পিস্তল নিয়ে লড়ে যাচ্ছি ঠিক তেমনি করে ইংরাজ আই. এম. এস. এর বিরুদ্ধে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি একটা বাংগালী চিকিৎসকদের সংগঠন হিসাবে শিক্ষার মধ্য দিয়ে, সেবার মধ্য দিয়ে জাতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করেছিল। মেদিনীপুরে এবং অন্যান্য জায়গায় প্যারালাল গভর্নমেন্ট হয়েছিল কিন্তু আজ আমরা সেই মর্যাদা বা ত্যাগের আলো দিতে পারি না। আর. জি. করএর যাঁরা ছাত্র ছিলেন, যাঁরা আর. জি. করকে সেবা করে চলে গেলেন তাঁরা যেন আজ ভাবতে পারেন যে আমাদের প্রতিষ্ঠান কত বড় ছিল, এর মধ্যে কোনদিন কোনরকম পঙ্কিলতা ছিল না। কাজেই আজ আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে এই আবেদন করব যে এটাকে একটা সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করুন। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলব যে আমরা চাচ্ছি সুন্দর জিনিস সুন্দর হোক, মর্যাদাসম্পন্ন জিনিসকে মর্যাদা দেওয়া হোক এবং সেখানে সরকারের করণীয় যা কিছু আছে তাঁরা সেটা করুন।

তারপরে আমি যেকথা বলছি সেটা হচ্ছে এই যে এটা কোন মানুষই ভুল করবে না যে আমাদের এখানে নীতির অভাব আছে। আজকে জাতীয় ইতিহাসের কথা স্মরণ করে আমরা যে গর্ব অনুভব করছি সেই গর্ব মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যেও আছে কিন্তু আজ তাঁর মতে ডাঃ বি. সি. রায়কে অর্থমন্ত্রী পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করলেন। তিনি একথা বললেন যে, আর. জি. কর-এর কর্মচারীদের সরকারী কর্মচারীর পর্যায়ে বা মেডিকেল কলেজের কর্মচারীদের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে অনেক খরচ লাগবে। কিন্তু যাদবপুরের সময় কি প্রেসিডেন্টের হুকুম আনা যায় নি, করণীয় কর্তব্য বা জাতীয় কর্তব্য হিসাবে কি সেটাকে করা যায় নি? (আজকে যদি এই অন্যায়কে বন্ধ করতে হয়, এইরকম অমর্যাদা দেওয়াকে বন্ধ করতে হয়, (তাহলে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলব যে এটাকে সার্কুলেশনএ দিন, সার্কুলেশন বাইরে নয়, নিজেদের মধ্যেই সার্কুলেশনএ দিন, দিয়ে এটার সংশোধন করুন) প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিয়ে এসে এটাকে আবার ভালভাবে পেশ করুন, এমন একটা আইন করুন যাতে দুর্নীতি সংশোধন হয় এবং মানুষের একটা সেবা প্রতিষ্ঠানকে ঠিকমত মর্যাদা দেওয়া হয়, এখানে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরা যেন এই গর্ব করে চলে যেতে পারেন যে হাঁ, সত্যিকারের কাজের মত একটা কাজ আমরা করে গেছি। তাঁর কথার মধ্যে আছে, আর. জি. করের বাজেটে কত খরচ এবং এটাকে মেডিকেল কলেজের স্ট্যান্ডার্ড আনতে গেলে কত খরচ আশি লক্ষ টাকা এমন নয়। আজকে কে আপত্তি করবে ট্রাস্টি বোর্ড, কে আপত্তি করবে সোসাইটি? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে তিনি যদি এটাকে একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ইংগিত দেন, তাহলে সেখানকার সমস্ত ছাত্রবৃন্দ, কর্মচারী, সেখানকার ডাক্তার, নার্স সকলেই আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে যাবে, কোন ট্রাস্টি বোর্ডের কোন ক্ষমতা নেই কিছু করতে পারে। আপনি যদি এটা করতে পারেন তাহলে কেউ এর বিরোধিতা করবে না এবং আপনি সকলের সক্রিয় সহযোগিতা এবং সমর্থন পাবেন। আমি তাই মাননীয় সদস্যদের কাছে আবার আবেদন করি যে দুর্নীতি সম্বন্ধে তাঁরা যেকথা তুলেছেন, দলাদলি সম্বন্ধে যেকথা তুলেছেন এর প্রত্যেকটির প্রয়োজন হয়েছে আমাদের একটা নীতি রেখে বিচার করা। তাঁরা যদি তাঁদের কর্তব্য পালন করে না থাকেন এবং তার জন্য যে যে ঘটনা সেখানে ঘটেছে সেগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন হচ্ছে—'আর দে কজেজ অর আর দে এফেক্টস'? দুর্নীতি সম্পর্কে আমাদের তরফ থেকে প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে লড়াই রয়েছে। একথা আপনারা ভাববেন না যে দুর্নীতি সম্বন্ধে আমাদের সমর্থন আছে, দুর্নীতি সম্বন্ধে আমরা অনুসন্ধান চাই এবং সেখানে যতদূর সম্ভব

তার প্রতিবিধান করা যায় তা আমরা করতে চাই। কিন্তু সেটা কোন অমর্যাদা দিয়ে নয়, একটা সংগঠনকে নিচে নামিয়ে দিয়ে নয়, লোকের মনকে ভেঙ্গে দিয়ে নয়, পাবলিকের কাছে এই প্রতিষ্ঠানকে নামিয়ে দিয়ে নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মারফত বিধানসভার সামনে আমার এই বক্তব্য রেখে এই সার্কুলেশনের নীতিটাকে মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে অনুরোধ করছি।

Sj. Deben Sen:

মাননীয় স্পীকার মহোদয় এই বিলটা আমাদের তরফ থেকে আমরা সমর্থন করছি এবং এই বিলটা আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা মনে করি যে বিলটা আরও উন্নত করা যায় এবং মনে করি যে বিলে সেইসব উন্নতিবিধান যদি না করা যায় তাহলে তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজ এই বিলটা আনয়ন করছেন তাঁর সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সুতরাং বিলে যে কয়েকটা পয়েন্ট অসম্পূর্ণ রয়েছে সেই কয়েকটা পয়েন্ট বলতে চাই। আমার প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে যে এই বিলে আর, জি কর‌এর মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ না করার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে কয়েকটা কারণ দিয়েছেন সেগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—একটা সংবিধানগত, আর একটা অতীতে যাঁরা মহৎ প্রচেষ্টার দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত। তাঁদের মালিকানা স্বত্ব না নিয়ে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান হবে বলে আমি মনে করি না, বরঞ্চ তাঁদের মালিকানা স্বত্ব আমরা যদি গ্রহণ করি তাহলে তাঁদের প্রচেষ্টাকে আরও উন্নত করা হবে এবং সেই প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ করা হবে। সেজন্য আমরা যদি মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ করি তাহলে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান হবে, নাহলে আমাদের কৃতজ্ঞতাটা লিপ সার্ভিস হয়ে থাকবে। সংবিধানগত বাধা বিশেষ নেই। কারণ আর্টিক্যাল ৩১(২)তে আছে—

the amount of the compensation or specifies the principles on which and the manner in which the compensation is to be determined

সুতরাং এই আশি লক্ষ টাকা দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। আজকে আমরা প্রিন্সিপ্যাল ডিভাইন করে দিতে পারতাম এবং যাঁরা ট্রাস্টি তাঁদের কাছে আমরা আপিল করতে পারতাম যে আপনারা আমাদের কাছ থেকে কম্পেনসেশন নেবেন না। সুতরাং তাঁদের কম্পেনসেশন দেবার প্রশ্ন উঠতে পারে বলে আমি মনে করি না। অতএব মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে দুটো বাধা দিয়েছেন আমি সেই দুটো বাধা গ্রহণীয় বলে মনে করি না এবং আশা করি যে এই বিলের মধ্যে যেসমস্ত ত্রুটি আছে সেগুলো তিনি দূর করবার জন্য চেষ্টা করবেন।

[6-40—6-50 p.m.]

আমি বলছিলাম যে মালিকানা স্বত্ব নেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রচেষ্টা করছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত। কিন্তু এই দুটো বাধাই অচল। কৃতজ্ঞতা ঠিকই দেখান হবে যদি মালিকানা স্বত্ব নেন। তাঁরা যে প্রচেষ্টা করেছিলেন সেটাকেই আপনারা উন্নত ও আরও মহনীয় করতে চান। সংবিধানে দেখতে পাচ্ছি—

either from the amount of compensation or specify the principles on which and the manner in which the compensation is to be determined.

আজ আমরা প্রিন্সিপল ডিটারমাইন করতে পারাতাম, কিন্তু আমি বলছি তার প্রয়োজন নাই। ট্রাস্টি আমাদের কাছে টাকা চাইবে? তাঁরা তো একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এই জিনিসটা করেছিলেন, আজকে যদি আপনারা সেই মহৎ উদ্দেশ্যের পরিপূরণ করতে চান তাহলে তাঁরা কম্পেনসেশন চাইবেন কেন? তাই আপনার দুটো যুক্তিই অচল। তাই আমি অনুরোধ করব মাননীয় মহাশয়কে যে মালিকানা স্বত্ব নিন এবং সেই কারণেই আমি বলব যে টাইম লিমিট দিয়েছেন তা এই বিলের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দেবে। কারণ, বিলের স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনএ আপনি দিয়েছেন, কেন আপনি নিচ্ছেন, সরকার কেন নিচ্ছেন, আপনি বলছেন সিরিয়াস ইররেগুলারিটিস অ্যান্ড ফাইনান্সিয়াল লস; কিন্তু এই সিরিয়াস ইররেগুলারিটিজ অ্যান্ড ফাইনান্সিয়াল লসএর মধ্যে কত ইররেগুলার জিনিস লুকিয়ে রয়েছে তা আপনি প্রকাশ করেন নি। আপনি কেবল একটা প্রকাশ করেছেন এই ঝগড়া হাই কোর্টএ গিয়েছে। সুতরাং যেখানে

এত ইররেগুলারিটিজ আমি তার মাত্র দুয়েকটা উল্লেখ করতে চাই, কারণ আপনি তা উল্লেখ করেন নি। আমরা ভেবেছিলাম আপনি করবেন, কারণ, কি এবং কত ইররেগুলারিটিজ তা না জানালে এই হাউসও জানতে পারছেন না। এত টাকা চুরি গিয়েছে, কি এত লোক বরখাস্ত হয়েছে এই কি ইররেগুলারিটি? হোয়াট ইজ দি এনোর্মিটি অব দিজ ইররেগুলারিটিজ? আমরা মনে করি এগুলি এই অ্যাক্টএর ভিতরই আসা উচিত ছিল। আমি একটা অ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি যে একটা এনকোয়ারী কমিটি করা হোক, অতীতে কি অবস্থা হয়েছে, বর্তমানে কি অবস্থা আর, জি, কর হসপিটাল এত বড় একটা মহৎ প্রতিষ্ঠান, এটাকে আমরা একদিন ন্যাশনাল মুভমেন্টএর প্রতীক মনে করেছিলাম। এটাকে আমরা মেডিকেল কলেজএর বিরুদ্ধে সাপোর্ট করেছি, মেডিকেল কলেজকে সাপোর্ট আমরা করি নি। আপনি স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনএ এর দুর্বলতা ও অনাচারের জন্য নিয়ে নিচ্ছেন একথা বলেছেন, আপনাকে আমরা সমর্থন করি। কিন্তু কি অনাচার ছিল সেটাও বলা দরকার এবং সেটা যদি না বলেন তাহলে আপনি যাদের বসাচ্ছেন তাঁদের দ্বারা এবং কাগজেপত্রে ন্যাশনালাইজ করলেই সব অনাচার দূর হয়ে যাবে এবং সব ভাল হয়ে যাবে আমরা এটা বিশ্বাস করি না। দুর্নীতি কি ছিল সেটা এই হাউসের জন্য দরকার এবং সকলেরই জানা দরকার। আমি বেশি সময় নেব না। আমি মাত্র দু-একটার কথা এখানে বলছি। এখানে ইররেগুলারিটি সম্বন্ধে আছে - method of accounting, defective, purchase of stores, tender, procedure for indents

এগুলিতে নানারকম ইররেগুলারিটি আছে। একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে এইসব অনাচার ইররেগুলারিটিজ ছিল, এবং আজও আছে কিনা এবং সেসব লোক আছে কিনা দেখতে হবে যদি থাকে তাহলে তাদের পরিচালনার ভার দিয়ে কি লাভ হবে? আমাদের দুঃখ যেসব লোক এই করাপশনের জন্য দায়ী, যাদের জন্য দুর্নীতি হয়েছে তাদের যদি কোন শাস্তির ব্যবস্থা না করে এমনিতেই নিয়ে নেন তাহলে বরং উলটো তাদের পা-উই করা হবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর কুড়ি হাজার টাকা তছরূপ করা হয়েছে কিন্তু তার কোনরূপ শাস্তিবিধান না করে নিয়ে নিচ্ছেন আপনি। আমি জানি ডেভেলপমেন্ট ফান্ডএর কোন হিসাব দেওয়া হচ্ছে না। আমি এখানে নাম করব না। কিন্তু আজকেও যারা বসে গিয়েছেন তারা যে মনে মনে ভাববেন, এই বৎসর মাথাটি নুইয়ে থাক, চুপ করে থাক, সুযোগ পেলে এই দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের দুর্নীতি পূর্ণ করে নেব। ওখানকার ঔষধ বিক্রি হয় না [illegible] ঔষধের দোকান নেই, আশে-পাশের দোকানও ওখানকার মেডিকেল স্টোরস পাচার হয়ে হাসপাতালের ঔষধ এইভাবে চলে যেত। আমাদের ওখানে একটা ইউনিয়ন আছে আমি সেই ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। আমি ৭।৮ বৎসর ধরে এইসমস্ত কথা আপনাদের জানিয়েছি। আপনাদের কাছে এই ব্যাপারে ডেপুটেশন নিয়ে আসা হয়েছে বহুবার, কাউন্সিলএর সামনে উপস্থিত করেছি, কমিটির সামনে উপস্থিত করেছি, কিন্তু কোন প্রতীকার আমরা আপনাদের কাছে পাই নি। বর্তমানেও আপনি একটা ভাল স্টেপ নিচ্ছেন না। আপনি এক পা উঠাচ্ছেন আর এক পা উঠাচ্ছেন না, কিন্তু এই এক পা উঠান আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। তারপর, এই বিলের আরেকটা ত্রুটি হচ্ছে এই যে বর্তমানেও যাঁরা দুর্নীতি করে আসছে তাদের সম্বন্ধে আপনি এই বিলে কিছুই বলেন নি। তারা বলছে, আমরা দুর্নীতি করব। তারপর, দুর্নীতি কেবল টাকা চুরি, স্টোরস চুরি তাই নয়, হাসপাতালের নমুনাও একটু দেখুন। ছিন্ন মলিন বিছানা, বালিসের বালাই নাই, যা আছে তাও দুর্গন্ধময়, ছারপোকার কামড়ে রোগীদের মধ্যে এক রোগ সারতে না সারতে আরেক রোগ সংক্রমিত হয়। বাথরুম ব্যবহারের অযোগ্য, বেশির ভাগই অকেজো হয়ে পড়েছে, সাবান নাই, ঔষধ নাই, ছেঁড়া মশারী, ভাঙ্গা যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ চলে না। সুতরাং এই অবস্থায় যদি ন্যাশনালাইজ করা হয় তাহলে তাতে কি উপকার হবে? তাই আমি বলছি যদি আপনারা ফাঁকি দিতে চান সে স্বতন্ত্র কথা, যদি ফাঁকি না দিতে চান, বাস্তবিক কাজ করতে চান, তাহলে আমি যা বলেছি একটা এনকোয়ারী কমিটি করতে হবে। দুটো এনকোয়ারী কমিটি—তার রিপোর্ট কোথায়? ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস যে এনকোয়ারী করেছিলেন তার রিপোর্ট কোথায়? এনফোর্সমেন্ট থেকে ডি সি, যে এনকোয়ারী করেন সেই রিপোর্ট কোথায়? আমরা আপনাকে সাবধান হতে বলছি। যে বিল আমরা সকলে সর্বান্তকরণে সমর্থন করতে চাই সেটা এই সমস্ত কারণে আমরা পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছি না। তারপর, এই বিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রমিকদের প্রতি অত্যন্ত উপেক্ষা

প্রদর্শিত হয়েছে। আপনি স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনসএ দেখুন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ যেখানে স্টুডেন্ট অ্যান্ড পেসেন্টদের কথা বলেছেন—

"To meet the emergency and having in view the interests of large number of students undergoing training in the R. G. Kar Medical College and also of the large number of patients".

কিন্তু এ ছাড়া লার্জ নাম্বার অব এমপ্লয়িজ আছেন তাদের কথা কিছু বললেন না। তাদের কুলি-মজদুর বলা হয়, স্টাফ নয়। সাবর্ডিনেট ও হাইয়ার স্টাফও নয়—তাদের কথাও বলেন নি। অথচ মুভ করেছে তারাই। তারা স্ট্রাইক করেছে। তারা স্ট্রাইক নোটিস দিয়ে বলেছে ন্যাশানালাইজেশন চাই; গ্রেট দিয়েছে, আজকেই নয় তিন-চার বৎসর ধরেই গ্রেট দিচ্ছে। আজকে আপনার বিলে তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দিয়েছেন। কেবল অবজেক্টস অ্যান্ড রিজনসএ করেছেন, তা নয়। আপনি ক্লজটা পড়লে দেখবেন ক্লজ ৩(বি)(৫)তে দেখুন—

Persons employed in the Institution and continuing in office.

এই অফিস কথাটা খুব মারাত্মক। অফিস যদি বললেন, সেই জায়গায় সন্দেহ আছে এই ওয়ার্কমেন বলতে। অফিস মানে ক্লার্কস, টাইপিস্টস বোঝা যায়। কিন্তু ওয়ার্কমেন বলতে সুইপার, মেথর, কুলি, ওয়ার্ড বয়, তারা আসবে কিনা? অফিসের জায়গায় আমি অ্যামেন্ডমেন্টএ বলেছি সার্ভিস করুন।

তারপরে ন্যাশনালাইজ না বলে বলেছি—

Not being less advantageous than what they were entitled to.

তারা যা পাচ্ছে তা থেকে খারাপ হবে না, খানিকটা ভাল। আপনি গ্রহণ করে মাইনে কমিয়ে দিতে পারতেন; সে অধিকার ছিল। এতটুকু আমি আপনাদের সমর্থন করছি, পারবেন, আরও বেটার হবে সেটা কোথায় আছে? কিছু নাই, সেইজন্য বলছি শ্রমিকদের সংখ্যা ছয়শ', স্টুডেন্টস বারশ', রোগী পনেরশ'। এই ছয়শ' শ্রমিকদের সেবায় বেগারীরা চলে। আপনি এই যে বিল করতে যাচ্ছেন ওয়েলফেয়ার স্টেটএ, আপনি সেখানে শ্রমিকদের সম্বন্ধে কিছু বলছেন না। সেখানে শ্রমিকদের অবস্থা কেমন? আপনি সেটেলমেন্ট করেছেন। আপনার অজানা কিছু নাই। শ্রমিকদের বেশির ভাগ কর্মচারীকে প্রত্যহ ১১।১২ ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়; সাপ্তাহিক ছুটি নাই; পূজা-পার্বণেও ছুটি নাই। অতিরিক্ত কাজের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নাই। তার উপর কর্তৃপক্ষের অসংগত ব্যবহার, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নাই, কেবল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আছে, বৈষম্যমূলক আচরণ আছে।

এ ভয়েস: কর্তৃপক্ষ তো বসে আছেন হীরেন চাটুজ্যে মশায়!

(DR. HIRENDRA KUMAR CHATTERJEE:
ছাত্র!)

সুতরাং আপনার এই বিলে এটাও মস্ত বড় ত্রুটি বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি আপনি এই ত্রুটি বিল থেকে দূর করে দেবেন।

তারপর কলেজ স্টুডেন্টদের প্রতি আপনি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। শুধু কলেজ স্টুডেন্টদের গ্রিভান্স কি? পড়া হয় না। আপনি বলেছেন বিনা পয়সায় পড়িয়েছেন। তাতে আপনাদের অসুবিধা হয় নি, শিক্ষার কাজ ভালভাবে চালিয়েছেন! আজকে সে যুগ নাই। মনে হচ্ছে ইনডিপেন্ডেন্স পূর্বের যুগ। ইনডিপেন্ডেন্সএর আগে যে সেবার প্রবৃত্তি আমাদের মনে জাগত, আজকে আর তা জাগবে না। এর মধ্যে আমরা খারাপ হয়ে গেছি। এই হচ্ছে চেঞ্জ অব সারকামস্ট্যান্সেস, চেঞ্জ অব অ্যাটমসফিয়ার। এটা স্বীকার করে নিতে হবে।

আপনারা আগে ফ্লাড রিলিফএ লক্ষ লক্ষ লোক কোটি কোটি টাকা তুলতেন আনঅফিসিয়ালি, আজ তা পারবেন না। সেই চেঞ্জড সারকামস্ট্যান্সেস আজ স্বীকার করে নিন। একটা কি দুটো ছাড়া আর সব প্রফেসর নয়। এত বড় একটা কলেজ, সেখানে সব হচ্ছে টিচার্স, তাঁদের স্ট্যান্ডার্ড অব কোয়ালিফিকেশনস খুব লো। আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে জানি না। আমি

বলছি এর প্রত্যেকটা সম্বন্ধে এনকোয়ারি করতে হবে। তা যদি না করেন, তাহলে লাভ কি? সুতরাং আপনার কাছে বিনীত নিবেদন আপনি ঐ হাসপাতালের জন্য একটা এনকোয়ারী কমিটি করুন এবং এনকোয়ারি কমিটি করে কেবল করাপশন সম্বন্ধে প্রশ্ন নয়, হাসপাতালের রোগী সম্বন্ধে, স্টুডেন্ট সম্বন্ধে, এমপ্লয়িজ সম্বন্ধে তদন্ত করুন; সেই এনকোয়ারি কমিটিতে অ্যাসেম্বলির লোক রাখুন। আপনি দেখুন আমরা সব বিষয় অপোজ করি না। এই বিলকে আমরা সমর্থন করছি। আপনি একটা এনকোয়ারি কমিটি করুন এবং সেই এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টএর ভিত্তিতে অগ্রসর হন। আজ কমিটি গঠন করবার কথা এনেছেন এই ক্লজ ফাইভ-এতে। একটা কমিটি করতে হবে। এই কমিটির উদ্দেশ্য সফল করবার ঠিকমত বাহন হবে। কমিটিতে এমপ্লয়িজদের মধ্যে থেকে সিনিয়র স্টাফএর লোক নেবেন, মনোনীত করবেন। কোন স্টাফ যারা ওয়ার্কমেন তাদের প্রতি এত অবিশ্বাস কেন? তারা ওখানের করাপশন ও দুর্নীতি আপনাকে ধরিয়ে দেবে। তাদের থেকে কোন প্রতিনিধি নেবেন না কেন? তা যদি না নেন, তাহলে ন্যাশনালাইজ করা সত্ত্বেও এই যে টেম্পোরারি করছেন, সেটা ব্যর্থ হবে এবং ব্যর্থ হবার পর আমাদের জাতীয় লোকসান হবে। তখন দেশ বলবে—এখানে ন্যাশনালাইজেশন চলতে পারে না। সুতরাং অনুরোধ করব সমস্ত ত্রুটি দূর করে নূতন করে বিলটি উপস্থিত করুন।

[6-50—6-58 p.m.]

Sj. Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার, স্যার আমি খুব অল্পসময়ের মধ্যে দু-চারটা কথা আপনার মারফত বলতে চাই।

Mr. Speaker:

সাতটা পর্যন্ত।

Sj. Ganesh Ghosh:

হ্যাঁ, আজকেই শুধু সাতটা পর্যন্ত এরপর থেকে প্রতিদিনই সাতটা পর্যন্ত হওয়া চাই।

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই যে আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের প্রচেষ্টা, তাকে আমরা ওয়েলকাম করি। কিন্তু এর সংগে সংগে দুঃখ প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমরা বাংলাদেশের মানুষ আশা করেছিলাম ডাঃ রায়ের কাছ থেকে যতটা, ততটা আমরা পাইনি। আমরা আশা করেছিলাম যে এই হাসপাতাল যেটা জাতীয় আন্দোলনের প্রতীকস্বরূপ হয়ে রয়েছে, যেটা জাতীয় সেবা, জাতীয় আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে রয়েছে, সেই হাসপাতালটা সরকার নিয়ে নিয়ে তাকে শ্রদ্ধা এবং গৌরবের সংগে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। দেশ স্বাধীন হবার পরেও এই আর, জি, কর কলেজ অ্যান্ড হসপিট্যালএর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ রায়, বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী হবার পরে, তাঁর কাছ থেকে যতটুকু আশা করেছিলাম, ততটুকু না হওয়াতে আমি বলব আমরা হতাশ হয়েছি। ডাঃ রায় এই হাসপাতাল সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করেন, আমরাও গর্ববোধ করি। কিন্তু যেরকম অর্ধেক করে রাখা হয়েছে এই হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা মাত্র দশ বছরের জন্য নেওয়া হয়েছে তাতে আমি মনে করি এই হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে না। এই আশংকা আমাদের মনে থেকে যাচ্ছে, তাই আমরা দাবি করছি এই হাসপাতালের ভার পরিপূর্ণভাবে সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করুন। ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ ও এন, আর, সরকার মেডিকেল কলেজ যে পর্যায়ে আছে, সেই পর্যায়ে এটাকেও আনা হোক, তাহলে এই হাসপাতালের পিছনে যে ইতিহাস আছে তা চিরস্থায়ী হবে। কিছু কিছু উন্নতির কথা উনি বলেছেন, আমি বিস্তারিতভাবে সেই সমস্তের ভিতর যাব না। এনকোয়ারি কমিশনএর কথা শ্রীযুক্ত দেবেন সেন মহাশয় বলে গিয়েছেন, সে কথার আর আমি উল্লেখ করব না। ডাঃ নারায়ণ রায় যেকথা বলেছেন, আমি শুধু ডাঃ রায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য বলব (এই যে আধাখেঁচড়া করে দশ বছরের জন্য করে রাখলেন এবং তাতে যেটুকু সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে আশা করছেন,

তা কিছুই হবে না।) এখানে শিক্ষালাভ করে ২৪৬টি শিক্ষার্থী, তাদের প্রতি ছাত্র মাথাপিছু হাজার টাকা বাড়িয়ে দেবেন বলেছেন। আজকে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে শিক্ষকেরা যে বেতন পান, যার জন্য তাঁদের বাইরের রোগী দেখবার জন্য যেতে হয়। তাঁরা ঐ টাকায় শিক্ষার্থী-দের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবেন কিনা, সে বিষয় আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ঐ টাকা দিয়ে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ কিংবা এন, আর, মেডিকেল কলেজে যেরকম শিক্ষা-বিস্তার করা সম্ভব হয়েছে, যে স্ট্যান্ডার্ডএ, সেই স্ট্যান্ডার্ডএ এখানে শিক্ষাবিস্তার করা যাবে কিনা? আমাদের চেয়ে যাঁরা এ বিষয়ে খোঁজ রাখেন তাঁরা বলতে পারবেন। আমরা সাধারণ মানুষ ও ছাত্র, শিক্ষকদের কাছ থেকে যা শুনছি, তাতে হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। ঐ টাকা দিয়ে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ ও এন, আর সরকার মেডিক্যাল কলেজএর যে স্ট্যান্ডার্ড, তা এখানে হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না। তারপর আমরা শুনলাম সেখানে ২৮৪ জন কর্মচারী আছে, সেই সমস্ত কর্মচারীদের সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। তারা কি টাকা পাবে, বা না পাবে সে সম্বন্ধে উনি কিছুই বললেন না। ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে এবং এন, আর সরকার মেডিক্যাল কলেজে যাঁরা এমপ্লয়িজ আছেন, অথচ শিক্ষক নন, তাঁরা যে টাকা ও যেসকল সুযোগ পেয়ে থাকেন, এই আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের শিক্ষক বাদে, সেখানে যেসমস্ত এমপ্লয়িজরা আছেন, তারাও কি সেই বেতন, সেই সুযোগ, সেই স্ট্যান্ডার্ড অব লাইফ পাবে? আমি বিশ্বাস করি না হবে বলে। অথচ যে কারণে ডাক্তার রায় আজকে এই আর, জি কর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালকে জাতীয় হাসপাতাল ও বিদ্যালয়ে পরিণত করতে রাজী হচ্ছেন না, তার পিছনে যে আবেগপূর্ণ মনোভাবের অভিব্যক্তি দিলেন সেটা হচ্ছে এই যে একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান করে রেখে দিলেই তার সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষিত হবে। কিন্তু তা কি হবে? আজকে যে অবস্থায় চলছে অনেকগুলি কারণ বলেছেন দুর্নীতি ইত্যাদি, সেসব কথা আমি বলতে চাই না,.এই আজকে দশ বৎসরের জন্য শুধু ম্যানেজমেন্ট নিয়ে নিচ্ছেন, দুর্নীতি তো মেডিকেল কলেজেও আছে, দুর্নীতি তো এন, আর, সরকারএও আছে, সেগুলি বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে, আজকে এই হাসপাতাল এবং বিদ্যালয়কে আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় যা সম্ভব সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, অন্তত স্ট্যান্ডার্ড অব টিচিং, অন্তত যা আমরা দিতে পারি, মেডিকেল কলেজ, এন, আর, সরকার যে পর্যায়ে যেতে পারে, সেখানে যারা এমপ্লয়িজ আছেন তাঁরা এই দুই হাসপাতালে যেসব প্রিভিলেজ পাচ্ছেন অন্তত সেইটুকু মিনিমাম প্রিভিলেজ যাতে দিতে পারা যায় তার জন্যই এই জাতীয়করণ প্রয়োজন এবং তা হলেই আমরা মনে করি এই হাসপাতালের অতীত ঐতিহ্য, অতীত গৌরব এবং অতীত মর্যাদা স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তাহলেই এই হাসপাতালের গৌরব রক্ষিত হবে, নাহলে হবে না। দশ বৎসরে চুরি ইত্যাদি যেসব দুর্নীতি আছে সেগুলি ধরা হল, দশ বৎসর বাদে যখন আবার ছেড়ে দেওয়া হবে তখন এই মর্যাদা, এই গৌরব কি রক্ষিত হবে, তার কোন ব্যবস্থা থাকবে কি? থাকবে না। একটা আবেগ হয়তো থাকবে, নিজের মনকে হয়তো বোঝান যাবে যে, বেসরকারী হাসপাতাল বেসরকারী ত্যাগে, বেসরকারী সেবায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বেসরকারীই থাকল তাতে মর্যাদা রক্ষিত হবে না। তাই ডক্টর রায়ের আবেগকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে তাঁর কাছে এই কথা বলতে চাই যে, এই হাসপাতালকে আজকে সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করে মেডিকেল কলেজ, এন আর, সরকার মেডিকেল কলেজের পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারলে তবেই এই হাসপাতালের মর্যাদা রক্ষিত হবে। শুধু এই কথাগুলি বলেই আমি ডাক্তার রায়ের নজর আকর্ষণ করছি এবং আশা করছি যে, বাংলার জনসাধারণের মনোভাব বিবেচনা করে তিনি এই হাসপাতালকে সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করবেন। আশি লক্ষ টাকা কি বড় হল? একটা অতীত জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত যে হাসপাতাল, যেটা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতীক হয়ে রয়েছে তার জন্য আশি লক্ষ টাকা কি বড় হল? তার জন্য আপনি একটা পাবলিক লোন ফ্লোট করুন, ডাক্তার রায়ের কাছে শুনেছি যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কিছুটা অ্যাসেট আছে যার থেকে এই হাসপাতালের খরচটা চলে, ঐ হাসপাতালে নেই, লোন ফ্লোট করুন, ঠিক এই হাসপাতালের নাম দিয়ে, আমি বিশ্বাস করি যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ টাকা আপনি পেয়ে যাবেন। খুব দীর্ঘমেয়াদী লোন অল্প সুদে আপনি কল করুন সরকারের পক্ষ থেকে পেয়ে যাবেন এবং সেই টাকায়, যত টাকা হোক, কয়েক কোটি যদি টাকা হয়, সে টাকা দিয়েও এই

অর, জি. কর হাসপাতালকে জাতীয়করণ করুন এবং তা হলেই অতীত ঐতিহ্য রক্ষিত হবে। এই অতীত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীককে গৌরবের প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে, নাহলে হবে না। আশা করি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একথা ভেবে দেখবেন।

Mr. Speaker: I may tell for the information of honourable members that tomorrow the Appropriation Bill will be taken first. After the Appropriation Bill is finished, if there is time, we will take up this Bill.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-58 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 26th June, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday the 26th June, 1958, at 3 p.m

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble SANKARDAS BANERJI) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 209 Members.

[3—3-10 p.m.]

Sj. Ganesh Ghosh: Mr Speaker, Sir, let there be no questions.

Mr. Speaker: All right The Chief Minister is not here; perhaps he is under an impression that the first hour will be devoted to questions.

Adjournment Motion

Sj. Niranjan Sengupta: Sir, I have got an adjournment motion.

Mr. Speaker: I have rejected it. As usual you can read the motion.

Sj. Niranjan Sengupta: My motion runs thus:—The proceedings of this Assembly do now adjourn to raise a discussion of urgent public importance and of recent occurrence, namely, brutal lathi-charge by Police on peaceful peasant demonstrators at Pundibari in the district of Cooch Behar when they, i.e., the peasant demonstrators, assembled on 23rd June 1958 to get group loan from the Government. Due to this lathi-charge many peasants received injuries. Sj. Siben Choudhury, Sj. Nilkanta Das and two other local Communist and Kisan Sabha leaders were arrested on the same day by the Police.

Sir, we want to hear a statement from the Government side.

Sj. Bankim Mukherji:

স্যার, আপনি অনুমতি করলেপর পুলিস মন্ত্রী মহাশয় একটা স্টেটমেন্ট এ সম্বন্ধে দিতে পারেন। উনি বলেছেন আপনি বললেই উনি স্টেটমেন্ট দিতে পারবেন।

Mr. Speaker: Are you anxious to make a statement?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Nothing of the kind.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958.

[The Secretary read the title of the Bill.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958, be taken into consideration.

Sir, under Article 266(3) of the Constitution of India no money out of the Consolidated Fund of the State can be appropriated except in accordance with law passed under Article 204.

In March last, the Assembly passed the West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1958, to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of West Bengal of certain moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants made in advance by that House under the provision of Article 206 of the Constitution of India in respect of the estimated expenditure of the West Bengal Government for a part of the financial year 1958-59.

The object of the present Bill is to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of West Bengal of all moneys required to meet the grants made by the Assembly and the expenditure charged on the Consolidated Fund of West Bengal, in addition to the sums previously authorised to be withdrawn and appropriated under the West Bengal Appropriation (Vote on Account) Act, 1958.

The Constitution provides that no amendment shall be proposed to this Bill having the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or varying the amount of expenditure charged on the Consolidated Fund of the State.

The total amount proposed to be appropriated by the Bill for expenditure during the remaining part of the financial year 1958-59 is Rs. 73 crores 97 lakhs 26 thousand and 1. The amount includes Rs. 7 crores 51 lakhs and 16 thousand on account of charged expenditure. The amount included in the Bill on account of charged expenditure does not in any case exceed the amount shown in the Statement previously laid before the House. The details of the proposed appropriation will appear from the Schedule to the Bill.

Sir, with these words, I commend my motion for acceptance by the House.

Sj. Bankim Mukherji:

সভাপতি মহাশয়, বাজেটের সমস্ত বরাদ্দগুলি মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন ২নং দ্বারা জিনিষটাকে আইনে পরিণত করতে চলেছি। কিন্তু আমাদের এই সমস্ত বাজেট যে কতখানি অমূলক এবং এর যে কোন ভিত্তি নেই, সেটা এই রিজার্ভ ব্যাংকএর বুলেটিন—১৯৫৫ থেকে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। গঠনমূলক কাজে ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বাজেট ছিল ১৯৫৭-৫৮র বাজেটে ৩৮ কোটি ৮ লক্ষ, রিভাইজড এষ্টিমেটএ আছে ৩৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা, হ্রাস পেল ৫৩ লক্ষ টাকা, মোটামুটি অর্ধ কোটি টাকা কমলো। নন-ডেভেলপমেন্টএ ৩৩ কোটি টাকা থেকে সংশোধিত হল ৩৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা, প্রায় ১ কোটি টাকা বাড়ল। সিভিল এডামিনিস্ট্রেশনএ পুলিস, জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন, জেলস এবং জুডিশিয়ারী প্রভৃতিতে ১২ কোটি ৮৪ লক্ষ থেকে ১৩ কোটি ৩৩ লক্ষ অর্থাৎ ৪৯ লক্ষ টাকা বেড়েছে। এতে করে নন-ডেভেলপমেন্টএ ১½ কোটি টাকা বাড়ল, আর ডেভেলপমেন্টএ ½ কোটি টাকা কমল। মেডিক্যালএ ও পাবলিক হেল্থএ ৪৭ লক্ষ টাকা কমানো হল, এগ্রিকালচার, ভেটেরিনারী ও কো-অপারেটিভএ ৫৪ লক্ষ টাকা কমলো, ইন্ডাস্ট্রীতেও ৭ লক্ষ টাকা কমলো, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টএ ২৬ লক্ষ টাকা কমলো, ইরিগেশনএ ৮ লক্ষ টাকা কমলো। এখন, কেন এই কম হল? এর কারণ যখন আমরা বাজেটের লাল বইটা দেখি, তখন কিন্তু সকলই দেখা যায়—যে কাজের গতি একটু শিথিল হয়েছে এবং তাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফার্স্ট ইয়ারএ যেটা কম হয়েছে, সেটা খানিকটা পাওয়া যায় এবং সেকেন্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান পরিকল্পনা করেছেন সেটাও পাওয়া যায়। এবং এবারে যে বাজেট হয়েছে যে বরাদ্দ হয়েছে সেই বরাদ্দটাকে সম্পূর্ণ বলা হবে, কি না হবে, তা এখনো পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের জানা নাই। এই বাজেটে যে বরাদ্দ হয়েছে তার খানিকটা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টএর ফান্ড থেকে আসবে। শুধু তাই নয়, যার উপর বরাদ্দ করেছেন সেটাকেও যেটা তাঁরা আশা করেছেন, সেটা হয়ত নাও পেতে পারেন। তেমনি যেগুলি গঠনমূলক কার্যের তালিকা দিয়েছেন, সেগুলি আমাদের গৃহীত নাও হতে পারে।

এই যে অবস্থা, এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে বাজেট আলোচনা নিরর্থক। তারপর তিনি যা অন একাউন্টস দিয়েছেন, সেটাও অনর্থক। এটা নেবার তিন মাস পরে বছরের পরিপূর্ণ বাজেট আলোচনা করবার প্রকৃত বিষয় বস্তুরই অভাব ঘটে—ভালভাবে সমস্ত জিনিষটা যদি আমরা না জানি। কাজেই আমরা যে আলোচনা করছি সেটা সম্পূর্ণরূপে একটা মরীচিকা মাত্র, তাই আমি অনুরোধ করি, গভর্নমেন্টকে ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্ণ আলোচনা এই সেসনে করতে হলে এক দিনে হবে না, ২।৩ দিন লাগতে পারে।

[3-10—3-20 p.m.]

আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী এসম্বন্ধে একটা ডিটেলড্ রিপোর্ট দিন যে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলার কি হয়েছে, তাঁরা কি আশা করছেন, ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তাঁরা কি পেয়েছেন, কি পান নি। আমার ধারণা যে যদি দ্বিতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা এই হাউস থেকে একটা প্রস্তাব পাশ করে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট এবং প্ল্যানিং কমিশনের কাছে পাঠাই, তাহলে পশ্চিমবাংলার পক্ষে খানিকটা সুবিধা হতে পারে। আমাদের সমস্ত বাজেটের অনেকখানি অবস্থা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পাওয়ার উপায় নির্ভর করছে। এইসব না হলে এ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের কোন অর্থই হয় না। আমার তৃতীয় কথা হচ্ছে যে, আমি অনেক বার এই সাজেশান দিয়াছি—মুখ্যমন্ত্রীও আমার যুক্তি স্বীকার করেছিলেন—যে বাজেটের সংগে সংগে যদি আমাদের সিভিল ওয়ার্কস, ইরিগেশন ইত্যাদি বিভাগের কাজের হিসাব দিয়া একটা পুস্তিকা বিবরণীসহ দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হয়। লোকসভায় এটা প্রচলিত আছে। বিভিন্ন বিভাগের কার্যবিবরণী যদি আমরা পাই যে বাংলাদেশের এখানে ওখানে এই এই কাজ হয়েছে, তাহলে আমাদের পক্ষে বাজেট আলোচনা করা সহজ হয়। কারণ তা নাহলে যে লাল বা নীল বই দেওয়া হয়, তা থেকে একমাত্র একোনমিকসএর ছাত্র ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে বোঝা কঠিন, যে কোথায় এক্সেস হচ্ছে, কোথায় ঠিক ব্যয় হচ্ছে, ইত্যাদি। সেজন্য আমি চাই যে বাজেট পেশ করার পূর্বে বা তার সংগে সংগে প্রতিটি বিভাগের কি কি কাজ গত বৎসরে করা হয়েছে, আগামী বৎসরে কি হবে, ডিপার্টমেন্টের একচুয়াল খরচ কত ইত্যাদির বিবরণ না দিলে এক্সপার্ট একোনমিষ্ট যাঁরা তাঁদের পক্ষেও বাজেট আলোচনা করা সহজ নয়। কিন্তু আমরা সেই চিরাচরিত বৃটিশ পদ্ধতিতে চলছি, যা কোন গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়। কিন্তু এবিষয়ে আমার যে সাজেশান ছিল এবং যেটা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও ভালো বলে জানিয়েছিলেন, এবার সেটা কেন গ্রহণ করা হল না, তা জানি না।

Mr. Speaker: What about the rest of India? Do they follow the same procedure?

Sj. Bankim Mukherji:

লোকসভায় আছে। সেখানে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের এই রকম একটা পুস্তিকা দেওয়া হয়। সেটা হচ্ছে লোকসভার মেম্বারদের একটা সোর্স অফ ইনফর্মেশান ফর দি ডিপার্টমেন্ট এবং তা থেকে কোয়েশ্চেন প্রভৃতি করবারও খুব সুবিধা হয় ও বাজেট আলোচনাও এই পুস্তিকার উপর ভিত্তি করে করা সহজ হয়। অন্যান্য ষ্টেটে কি প্রোসিডিওর ফলো করে সেটা আমি জানি না।

Mr. Speaker: I now find that many members consult the Kerala Budget. Is the procedure followed in Kerala different?

Sj. Bankim Mukherji:

দ্বিতীয়তঃ আমার কথা হচ্ছে যে, বিভিন্ন যে কাজ হচ্ছে, সেটুকুন সভ্যদের পরিদর্শন করবার সুযোগ হয় না। একবার মাত্র দামোদর ভ্যালিতে একটা ব্যাচ গিয়েছিলেন, আর একটা যাবার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। শুধু দামোদরভ্যালিই নয় বিভিন্ন পরিকল্পনার কাজ দেখতে কয়েকজন মেম্বার একসংগে চাইলে, তাঁদের সে সুযোগ করে দেওয়া উচিত এবং তার জন্য বাজেটে কিছু বরাদ্দ করাও অন্যায় হবে না বলে আমি মনে করি।

আমার আর একটা বক্তব্য ছিল, সেটা হচ্ছে এই যে বাংলাদেশের এসেম্বলী অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য বসে, বছরে তিন মাস হয়ে উঠে কিনা সন্দেহ। তার ফলে সব সময় সারা বাংলাদেশ হাঁ করে চেয়ে থাকে, বাজেট সেশনের দিকে এবং তাঁদের যা কিছু অভাব অভিযোগ সেটা আমরা বাজেট সেশনে পেশ করি। স্পীকার মহাশয়, আপনিও অনুগ্রহ করে আমাদের কোন এ্যাডজোর্নমেন্ট মোশান মুলতুবী প্রস্তাব আনতে দেন না এবং সব সময় আপনার বক্তব্য থাকে সেটা ত আপনারা বাজেট সেসানে আলোচনা করতে পারেন। এবারে আপনি দেখলেন যে বাজেট সেশানে আমরা কি রকম আলোচনা করতে পেলাম। আপনি জানেন যে, হাজার খানেক কাট মোশান থাকে, তার সবগুলো মুভড্ হতে পারে না। মেম্বাররা যেসমস্ত কাট মোশান দেন সেগুলি কি অনর্থক দেন। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়েরা তার এক দশমাংশেরও উত্তর দেন না এবং তা দেওয়াও সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আমার বক্তব্য কাট মোশান এবং বাজেটে যেসব জিনিষ বলা হয়, যে সমস্ত বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা হয়, সেগুলির একটা জবাব ২।৩ মাসের মধ্যে তৈরী করে বা নেক্সট সেশানে ৬ মাসের মধ্যে তৈরী করে যদি পরিবেশন করা হয় তাহলে দুটো লাভ হয়—একটা হচ্ছে সমস্ত মেম্বাররা সন্তুষ্ট হন, অপরটা হচ্ছে বহু ডিপার্টমেন্ট সে বিষয়ে জানতে পারেন। আমাদের এখানে বাজেট সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, বহু ডিপার্টমেন্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তার কোন খবর রাখেন না, কেন না রাখার প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয় এই রকম যদি ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ডিপার্টমেন্টগুলোর সুবিধা হয়। কাজেই আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষ করে অনুরোধ করছি এটা ভেবে দেখবার জন্য যে বাজেট আলোচনা হবার পর ৬ মাসের মধ্যে এই রকম একটা পুস্তিকা দেওয়া যায় কি না, যার ভেতর বিশেষ বিশেষ কাট মোশান বা স্পেসিফিক মোশানগুলি এবং বক্তৃতার মধ্যে যেসব ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয় সেগুলি থাকবে। কেন না আমরা দেখেছি, এবারকার বাজেটে স্পেসিফিক যে সমস্ত অনাচারের কথা বলা হয়েছে, মন্ত্রীরাকেউ সেদিক দিয়ে যান নি, তার কোন উত্তর দেন নি। তাহলে তাঁরা কি সেই সবগুলো স্বীকার করে নিচ্ছেন? অধিকাংশ মন্ত্রীই যথেষ্ট সময় পেয়েছেন কিন্তু ২।১ জন মন্ত্রী ছাড়া—যেমন শ্রীমতী পুরবী মুখার্জীর কথা পত্রিকাতে বেরিয়েছে, যে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সমস্ত পয়েন্টগুলির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আর কেউ তেমন উত্তর দেন নি। অথচ সকলেই প্রায় এক ঘণ্টা আধ ঘন্টা সময় নিয়েছেন উত্তর দেবার জন্য কিন্তু তার ভেতর স্পেসিফিক অনাচারের কথাগুলি সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে তাঁরা উত্তর দেন নি। মুখ্যতঃ আমি বলবো পুলিসমন্ত্রী মহাশয় প্রায় ৪০ মিনিটের উপর বক্তৃতা দিলেন এবং তাঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে তিনি বোধ হয় কোন স্কুলে ছাত্রদের "এসে" পড়াচ্ছেন। সেখানে যেমন পড়ানো হয়, গরুর এসেতে যে গরু পরম উপকারী জন্তু, গরুর দুধ থেকে খাবার হয়, গরু মরে গেলেও আমাদের অনেক উপকারে লাগে তেমনি তাঁর বক্তৃতায় তিনি বল্লেন, পুলিশ বড় চমৎকার কাজ করে, ছেলে হারিয়ে গেলে তাদের খুঁজে দেয়, ছেলেদের রাস্তা পার করিয়ে দেয় ইত্যাদি। এই সমস্ত জিনিষগুলিত জানা কথা। আমরা বলছি দেশে যে অরাজকতা উপস্থিত হয়েছে, এনার্কী এসেছে, তার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে?

[3-20—3-30 p.m.]

আমাদের সে অভিযোগ নয়, আমাদের অভিযোগ হচ্ছে, কতগুলি অনাচারের জন্য—এগুলি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান না হয় তাহলে সমস্ত রাষ্ট্রই পতন হতে বাধ্য। মন্ত্রীরা এখানে আমাদের কেবল স্তুতি শুনবার জন্যই আসে নি, তাঁদের আমাদের কঠোর সমালোচনা শোনবার জন্যও প্রস্তুত থাকা উচিত। আমাদের অভিযোগের জবাব দিতে হবে। একি ছেলেমানুষী! আমাদের যে বিশেষ বিশেষ অভিযোগ আছে তা জানাবার জন্যই আমরা এখানে এসেছি, শুধু মাত্র মন্ত্রিদের প্রশস্তি গাইবার জন্য আমরা নির্বাচিত হয়ে আসি নি। যাই হোক, অনেক ঘটনা—সাংঘাতিক ঘটনা—আমি পুলিশ মন্ত্রীর কাছে উত্থাপন করেছি, তিনি একটিরও জবাব দেন নি। আমি যেসব স্পেসিফিক ঘটনা দিয়েছি তার জবাব তিনি দেন নি। এখন আমি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের অনাচারের কথা আপনার কাছে বলছি। আমি প্রথমেই সালানপুর স্কীমের কথা বলছি। আসানসোলের কাছে ২০ লক্ষ টাকা খরচ

করে এটা করা হয়েছে, একটা লোকও সেখানে বাস করে না—এই কলোনী সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। জলপাইগুড়ির ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকশন সেন্টার ২ লক্ষ টাকা খরচ করে করেছেন। কিন্তু ৬ মাস পরেই এটা এবানডন হয়েছে এই জবাব এসেছে আমরা—আমরা জবাব পাই না সেই কথাই বলছি। আমরা যতটুকু জানি, খবরের কাগজে যেটুকু বের হয়, ব্যক্তিগতভাবে ইনফর্মেশান যা পাই তাই বলি, আমরা গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর ভিতরকার যে সংবাদ তা আমরা পাই না। বাজেট আলোচনা হয় কিসের জন্য? খড়্গপুরের ৪ মাইল দূরে একবালপুর কলোনী—সেখানে ৭টা পায়খানা, ১৮টি নলকূপ ইত্যাদি সব মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হয়েছে। ইরিগেশান প্রোজেক্টএর জন্য ১৬টি ট্রাক্টর কেনা হয়, ৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকায়। অডিট ডিপার্টমেন্টএর এই মন্তব্য হচ্ছে, ৪টি ট্রাক্টর এর জন্য ৩ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার প্রয়োজন ছিল সত্য, কিন্তু বাদবাকী ইন একসেস অফ রিকোয়ারমেন্ট করা হয়েছে—তারও জবাব আমরা পাই নি। তারপর, স্টেট ট্রান্সপোর্টএর ব্যাপার; ১৯৫৬ সালে ১৭টি গভর্নমেন্টের স্টুডিবেকার জলের দরে মাত্র ৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয়। আমরা শুনেছি এগুলি কেনেন, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মিত্র, ভাগ্যবান প্রতাপ মিত্র,—তিনি ডাঃ রায়ের প্রিয়পাত্র এবং শুধু এই নয়, কল্যাণীতেও তিনি একটা দামী জলকর পেয়েছেন। এইসমস্ত কথা উঠেছে, একথাগুলির জবাব আমরা পাই নি। তারা নিজেদের ডিপার্টমেন্টের প্রশস্তি গাইতেই ব্যস্ত, কিন্তু আমরা যেসমস্ত অভিযোগ করি তার জবাব পাই না। হয়ত এগুলির সদুত্তর আপনাদের আছে, তাতে আমরা সন্দেহ করি না; কিন্তু এগুলির আলোচনা হয় না সেই অভিযোগই করছি। এই সভায় যেভাবে বাজেট আলোচনা হয় তাতে শুধু ট্রেজারি বেঞ্চই আলোচনায় যোগদান করবে তা নয়, আমরাও যাতে আমাদের অভিযোগের সব উত্তর পাই আলোচনার ভিতর দিয়ে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনে কল্যাণী, প্যাটেলনগর, শক্তিগড়, ঝাড়গ্রামে অনেকগুলি বাড়ি তৈরি হয়েছে—তার অনেকগুলি ডিফেক্টিভ, বাসের অযোগ্য, তাতে এক কোটির উপর ব্যয়িত হয়েছে। লাভ হয়েছে কন্ট্রাক্টরদের এবং যারা বিল পাস করেছেন তাদের লাভ হয়েছে। তারপর, বীরভূমের এই প্যাটেলনগরে একটি জলাশয় হয়েছে—তার নাম বিধান সরোবর। সেখানে যখন ডাঃ রায় যান তখন ময়ূরাক্ষীর জল টলমল করে, কিন্তু ১৯৫৬ সালের পর থেকে সেখানে জল নাই। সেখনে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়েছে। এইসমস্ত জিনিসের উত্তর আমরা পাই নি। এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। বাজেট আলোচনার সর্বশেষে মন্ত্রীরা জবাব দেন, বিশেষ করে প্রত্যেক গ্রান্টএর উপর.................

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলএ।

Sj. Bankim Mukherji:

হ্যাঁ, সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটিং থার্ড রিডিংএ হয়। যাই হোক, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে তাঁর সন্ধান দিলে তিনি নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করবেন। আমি এখানে দুটো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এই স্বল্পবিত্ত যাঁরা তাঁদের জন্য বসতবাড়ির কথাটাই বলছি—মেদিনীপুর জেলার মহেন্দ্র মাহাতো, তিনিও কি এই নিয়মের মধ্যে পড়েন? দুটি বড় বড় নিজস্ব বাড়ি থাকাসত্ত্বেও তিনি এই ঋণ পান কি করে? তারপর এ, কে, সরকার (ইন্ডাস্ট্রিজ), ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডএর উপর এটা ছ' বিঘা জমির উপর এটা কেনার সংকল্প হয়েছে। হোম ডিপার্টমেন্টের স্টাফ কোয়ার্টার এবং কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজএর জন্য ঐ জমি আটশ' টাকা কাঠায় কেনা হয়েছে অথচ এই অঞ্চলে ভাল জমিও সাতশ' টাকায় বিক্রি হয়। তারপর, তাদের মরচেপড়া মেসিনারি, এইসবের দাম ধরা হয়েছে আট লক্ষ টাকা, এই কোম্পানির আবার কোন ব্যালান্স-সীটও নাই, তারপর টেকনিক্যাল এক্সপার্টস, ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিজ, তারা দেখেশুনে বলেছেন যে, পনের লক্ষ টাকা ব্যয় করলে পর এই কারখানা চালু হতে পারে। এই ব্যাপারটা মুখ্যমন্ত্রীর ভাল জানা আছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, এত তাড়াহুড়া করে এটা করার কি দরকার আছে? এ, কে, সরকার (ইন্ডাস্ট্রিজ)কে আট লক্ষ টাকা অর্পণ করবার জন্য ভূপতি মজুমদার মহাশয়ের এত আগ্রহ কেন? তারপর সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হলাম সেদিন জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিবেটএর পর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন, বিরোধীপক্ষ যদি ট্রুথএর কাছাকাছি থাকত—তাঁরা যদি এত বেশি কল্পনার উপর নির্ভর না করত! আমি তাঁকে সার্ভিসএর ব্যাপারে কয়েকটা

ঘটনার কথা বলেছিলাম, তিনি একটারও জবাব দিয়েছেন? আপনারা সাবভার্সিভ অ্যাক্টিভিটির কথা বলেন, আমি যাঁদের নাম দিয়েছি তাঁদের মধ্যে কেউ সাবভার্সিভ অ্যাক্টিভিটি দোষে দুষ্ট নন। শম্ভুনাথ মল্লিক, শিখা সেন, দীপ্তি সরকার—এ'রা কেউ সাবভার্সিভ অ্যাক্টিভিটি করে নি, দোষের মধ্যে এ'রা কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সংশ্লিষ্ট। শম্ভুনাথ মল্লিক সম্বন্ধে এ জি বি থেকে লেখা হয়েছিল ডি আই জি, যেন তার মত রিভাইজ করেন। ডি আই জি, রিপোর্টএর কেস আমাদের দেখান হয় নি—এত সিক্রেসির কি আছে এর মধ্যে? তারপর, আমি ফুড ডিপার্টমেন্টএর একজনের কথা বলেছিলাম—১৬ বৎসর চাকরি করার পর তাঁকে জবাব দেওয়া হল। কি আশ্চর্য! ১৬ বৎসর চাকরি করার পর দেখা গেল তিনি সাবভার্সিভ অ্যাক্টিভিটির সংগে জড়িত। একদিন যারা সাবভার্সিভ অ্যাক্টিভিটি করেছে তাঁদের তো আজকে আমরা মার্টার বলি, তাঁদেরই তো আমরা মাল্যদান করি।

[3-30—3-40 p.m.]

তারপর ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইন্সপেক্টর অব স্কুলস, এর সম্বন্ধে তাঁর উঁচু ধারণা ছিল, তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তিনি চীফ ইন্সপেক্টর অব প্রাইমারি বেসিক স্কুলকে লিখে পাঠিয়েছেন রাখবার জন্য, তবুও হয় নাই। যেসমস্ত লোকের কথা বলেছি তার ভেতর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বাগচি, ম্যালেরিয়ায় কাজ করতেন—(ইন্সপেক্টর) তাঁকে বলা হল যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে বললেন, বনিয়াদপুরের একদল সি পি আই, ওয়ার্কার ক্যালকাটা থেকে আসবে—কুচবিহারের ডেলিগেট তাদের আপ্যায়িত করেছেন—এই অভিযোগ অস্বীকার করা হল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হলেন। এরকম কিছু হয় নাই। সেটা যখন হল না তখন বলা হল কম্যুনিস্ট পার্টির সংযোগে রিফিউজিদের নিয়ে একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছেন। অতএব সেজন্য এর চাকরি যাবে। এই যে সমস্ত ব্যাপার এ দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আজকে মুখ্যমন্ত্রীও একথা বলেন যে পুলিসের অভিযোগ! আমি তাঁকে বলছি তিনি এইসমস্ত অভিযোগ পুলিসের রিপোর্টে সাবভার্সিভ অ্যাক্টিভিটি আছে কি না দেখুন। কেন তিনি আশ্রয় নেবেন এই বলে যে এটা হচ্ছে অফিস সিক্রেট। একটা জিনিসের উপর আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারগুলি নিজে দেখুন। অমল গাংগুলী তিনি অনশন করলেন কতকগুলি অভিযোগ করে। সেই অভিযোগের উপর তদন্ত হল কখন? তারপর যখন আজ কাট মোশান দেওয়া হল, নাইন্থ-টেন্থ জুন, তখন তাঁকে জানানো হল—

"I am directed to say that as his report is a confidential official document it will not be possible for the Chief Minister to send you a copy of the same. I am, however, desired to assure you that suitable action has either been taken or is being taken on the findings of the enquiring officer's report."

এই বলে তিনি বললেন—

"The enquiring officer has held that on the materials before him he cannot hold that there was any corruption or bribery on the part of the S.D.O., Uluberia, or Block Development Officer, etc........ though it has been found that in a small number of cases such help went to undeserving persons. The Department concerned are, therefore, being asked to tighten up the system of distribution......I am also desired to inform you that......"

একজন ফলস পার্সোনেশনএ গ্র্যান্ট নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে পুলিস কেস করেছে; তার নাম সন্তোষকুমার দলুই; আর একজন দফাদার [illegible] রায়—আন্ডার সেকশনস ৪১৯।৪২০ আই পি সি। আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে কিসের জন্য কনফিডেন্শিয়াল অফিসিয়াল ডকুমেন্ট? কি এমন ব্যাপার? এ কি ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের কোন রিপোর্ট যা অন্য রাষ্ট্র জানতে পারলে এই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হবে, বিপন্ন হবে? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কি এমন হতে পারে? এনকোয়ারি করা হল, কেন সেই তদন্তের ফলাফল সর্বসাধারণে জানতে পারবে না? কিসের জন্য এই সিক্রেসি? কুচবিহারের সুটিং থেকে আরম্ভ করে সেই ব্রিটিশ আমলের

পদ্ধতি আজও চলেছে—অফিসিয়াল সিক্রেসি। কিসের সিক্রেসি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে? এমন কি ব্যাপার ঘটতে পারে? সে জিনিস লোকে জানতে পারলে কি সারা দেশ আলোড়ন করে বিক্ষোভ সৃষ্টি করবে? গভর্নমেন্টকে যেটা অনুসন্ধান করতে হল, তা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লে তা গভর্নমেন্টের পক্ষে ভাল। তারপর সরকার কি করলেন? তাঁদের পক্ষে সুবিধামত যেটুকু, সেইটুকু প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা এই করছেন। আমি অভিযোগ করছি—তার রিপোর্ট হচ্ছে অত্যন্ত কঠোর, অমল গাঙ্গুলীর যেসমস্ত অভিযোগ ছিল সে সমস্তই তাঁরা সমর্থন করেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, সেই রিপোর্ট অন্তত বিরোধী-দলের নেতাকে দেখান। এমন কি এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট যে যা আমরা জানতে পারব না? আপনি যদি ভাবেন কনফিডেন্শিয়াল, অফিসিয়াল সিক্রেট ইত্যাদি বলে অসাধু কর্মচারী রেখে কাজ চালান, তাহলে ধীরে ধীরে আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? রাষ্ট্রকে আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? সমস্ত লোকের মনে সন্দেহ এসেছে, কিন্তু আপনি সেই সন্দেহ নিরসন করলেন না! নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সাত-আট বছরে কংগ্রেসের কি পরিণতি হয়েছে! আগে যে প্রতিষ্ঠানের উপর সাড়ে পনের আনা লোকের এতটা বিশ্বাস ছিল, আজ সেই বিশ্বাস ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ কি? তা জনসাধারণকে না জানিয়ে অন্তরালে রাখার কি কারণ থাকতে পারে? এইরকম ব্যাপার সার্ভিস সম্বন্ধে, আপনার যদি সাহস থাকে প্রুভ করুন। নইলে পর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, যাদের সার্ভিস থেকে বিদায় নিতে ফোর্স করছেন পলিটিক্যাল কারণে, তিনি সেটা জেনেশুনেই* ভাষণ দিয়েছেন। আমি জেনেশুনেই এই আনপার্লামেন্টারি কথা ব্যবহার করলাম। আমার এই উক্তিটা প্রিভিলেজ কমিটিতে দেওয়া হোক। তা ছাড়া প্রতিকারের আর কোন উপায় নাই।

Mr. Speaker:

আমি এটা প্রিভিলেজ কমিটিতে দেব না, এক্সপাঞ্জ করব।

Sj. Bankim Mukherji:

এক্সপাঞ্জ করবার অধিকার আপনার নাই।

Mr. Speaker:

হ্যাঁ, আছে।

Sj. Mahendra Nath Mahata:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার একটা পার্সোনাল এক্সপ্লেনেশন আছে। এইমাত্র বঙ্কিমবাবু আমার সম্বন্ধে বললেন যে, আমাকে হাউস বিল্ডিং লোন বিনা কারণে দেওয়া হয়েছে। সেটা সম্পূর্ণ ভুল।

দরখাস্ত করা হয়েছিল, এবং তাতে বলা হয়েছে আমাকে যেখানে থাকতে হয়, সেখানে আমার বাড়ি নেই। চেয়ারম্যানের যে বাড়ি আছে, সেটা বহু দূরে; সেকথা লোনের দরখাস্তে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল, এবং তার জন্যই এই লোন দেওয়া হয়েছে। সেই লোন যে অকারণে দেওয়া হয়েছে, তা নয়। উনি এখানে যে কারণ দেখিয়েছেন, এটা প্রকৃত কারণ নয়, এটা সম্পূর্ণ অসত্য, আর যেকথা বলেছেন অকারণে দেওয়া হয়েছে তাও সত্য নয়।

Sj. Deben Sen:

মাননীয় সভাপাল মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি দুটো বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করছি। প্রথমতঃ এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলে প্রায় ৭০ কোটি টাকা আজ মঞ্জুর হয়ে যাবে এবং কাল থেকে এই টাকা খরচ করবেন বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী। দ্বিতীয়তঃ, বাংলাদেশে সাত লক্ষ টন চালের ঘাটতি। খাদ্যের ঘাটতি সাত লক্ষ টন, কালকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজে তা স্বীকার করেছেন। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের দর হু-হু করে বেড়ে গিয়েছে তার মধ্যে চাল ও অন্যান্য জিনিস আছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি তো হু-হু করে বলি নি।

*Expunged by order of Mr. Speaker.

Sj. Deben Sen:

আপনি বলেন নি, আমি বলছি। আপনি স্বীকার করেছেন যে চাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। আচ্ছা, সেটা কিভাবে বেড়েছে তার পরিচয় আজকে দেবেন। আমি এ-ও দেখেছি আমাদের সামনে লীন মান্থস, অর্থাৎ জ্বলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর পড়ে থাকে অ্যাসেম্বলি যখন বসবে না, সেই সময় প্রতি বছর, চাল ও খাদ্যের অভাব হয়, এবং আমাদের বাংলাদেশের শত শত নরনারী ও শিশুরা রাস্তায় রাস্তায় বাটি হাতে করে এক বাটি ফ্যানের জন্য ঘুরে বেড়ায়। আমি এখানে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাবার চেষ্টা করেছিলাম। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করব, পৃথিবীর কোন দেশে আজ এই-রকম অবস্থা আছে? অর্থাৎ টেস্ট রিলিফ থেকে খেয়ে বাঁচবে, ভিখারীর মত ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা? ইংল্যান্ড বলুন, অ্যামেরিকা বলুন, সিলোন বলুন, বার্মা বলুন, পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে কিনা যেখানে টেস্ট রিলিফের মারফত ভিখারীর বেশে খেয়েপরে বেঁচে আছে? আমি এও জিজ্ঞাসা করতে চাই, এমন কি কোন দেশ আছে, যে দেশে প্রতি বছর তার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে খাদ্যের সংকট? যখন প্রতি বছর আমরা এখানে বাজেট সেসনে এসে বসি, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কিংবা গভর্নর এসে বলেন আমাদের খাদ্যের সংকট আছে। আমরা ভয় পাই, ম্রিয়মাণ হই, এবং ধীরে ধীরে আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে, যে প্রশ্ন আমি আপনার মারফত মন্ত্রীমণ্ডলী ও এই হাউসের সকল মেম্বারের কাছে এবং পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করতে চাই, সে প্রশ্ন হচ্ছে এই, আমরা কি কোনদিন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হব? পশ্চিম-বাংলা কি কোনদিন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে?

[3-40—3-50 p.m.]

আমাদের খাদ্যমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর কি কোন পরিকল্পনা আছে? তারা কি বলেছেন যে এই দশ বৎসরে কিংবা পাঁচ বৎসরে চাল এতটা বাড়িয়ে এসেছি, সামনের পাঁচ বৎসরে আমাদের এতটা বাড়বে এবং এই জেলায় এতটা বাড়বে? ভেগ কথা নয়। আমাদের কাছে এমন কোন পরিকল্পনা কি দিয়েছেন তাঁরা যে আমাদের বর্ধমানে এত চাল বাড়বে, চব্বিশপরগনায় এত চাল বাড়বে, নদীয়ায় এত চাল বাড়বে এবং পাঁচ বৎসর পরে, কি তিন বৎসর পরে, কি দুই বৎসর পরে প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক বৎসর, আমরা এসে খাদ্য সংকটের কথা বলব, না, আমরা তোমাদের খাওয়াব। আমি সে পরিকল্পনা পাই নি। সেইজন্য আমার অভিযোগ যে বাংলাদেশের মন্ত্রী-মন্ডলের খাদ্যনীতি শিথিল, দুর্বল, দুর্নীতিদুষ্ট, আন্তরিকতাহীন, পরিকল্পনাহীন। আমার অভিযোগগুলি আমি প্রমাণ করতে চাই। আমি প্রথমে বলি ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে বাংলাদেশে যে জমি চাল উৎপাদনের জন্য কর্ষিত হয়, তার পরিমাণ কমে গিয়েছে এবং পরিমাণ কমে গিয়েছে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার একর। আমি এই ফিগার আমার মনোমত নেই নি, গভর্নমেন্টএর যেটা এগ্রিকালচারাল জিওগ্রাফি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, তার ৩১৪ পৃষ্ঠায় এই জিনিসটা রয়েছে। অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে কমে গিয়েছে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার একর এবং সেই সময়ে চালের উৎপাদন কমে গিয়েছে আট লক্ষ আশি হাজার। সুতরাং খাদ্যমন্ত্রী যে দাবী করছেন আমার প্রোডাকশন বেড়েছে তা অসত্য কথা এবং তার বই তা আমাদের বলে না। তিনি চেষ্টা করেছেন ১৯৪৬-৪৭ সালের একটা তুলনামূলক হিসাব দিতে এবং ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় কিছু বেড়েছে। কিন্তু আমি বলি ১৯৪৬-৪৭ সালের সঙ্গে তুলনা হতে পারে না। পারে না তিনটি কারণে। প্রথমতঃ ডিনায়াল পলিসির জের তখন পর্যন্ত টের পায় নি বাংলাদেশে, যে ডিনায়াল পলিসির জন্য বাংলাদেশ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তার জের তখন পর্যন্ত শেষ হয় নি। দ্বিতীয়, ১৯৪৩ সালের যে দুর্ভিক্ষ তার জেরও তখন পর্যন্ত শেষ হয় নি, তৃতীয়তঃ আপনার পরাধীনতার সময় যা প্রোডাকশন আর স্বাধীনতার সময় যে প্রোডাকশন তার সঙ্গে তুলনা করবেন? এইটা কি একজিলারেশন অব ফিলিং হয় নি? যেদিন ইংরেজ, বিদেশী শাসক, এই দেশ থেকে চলে গেল, তার পরমুহূর্ত থেকে আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের মনের উৎসাহ, মনের উদ্দীপনা বাড়ে নি? সুতরাং ১৯৪৬-৪৭ সালের সঙ্গে আপনার তুলনা হবে না। আপনার তুলনা হবে ১৯৫৩-৫৪ সালে। তখন আপনারা গদীতে সমাসীন, পাকা এবং পুরানো হয়েছেন। যখন জনসাধারণ জানতে পেরেছে যে আপনাদের পলিসি কি, যখন আপনারা টাকার পর টাকা ব্যয় করে যাচ্ছেন, সেই ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে আপনাদের একারেজ কমেছে, আপনাদের উৎপাদন

কমে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, যে জেলায় যত বেশি আপনারা সেচের জন্য ব্যয় করেছেন সেই জেলায় তত কম চাল উৎপন্ন হয়েছে। এখানে অজয়বাবু রয়েছেন, যার বিরুদ্ধে করাপশনএর চার্জ কখনও আনি নি, আমি আনছিও না। আপনি প্রশ্ন করেছিলেন ভাষা, আমি বলছি এই মন্ত্রীমণ্ডলী উদ্যমহীন, এই মন্ত্রীমণ্ডলী সংকল্পহীন, তাদের এইরকম মন নেই যে আমি খাওয়াব বাংলাদেশকে। আমি বলছি আমাদের দিন, আমরা খাওয়াব। আমি বলছি আমাদের উপর ভার দিন আমরা খাওয়াব। আপনাদের সে সংকল্প নেই। আপনারা হেসে হেসে চলতে চান, ফাঁকা হয়ে চলতে চান, আজকে খাওয়াবেন বাংলাদেশকে এই সংকল্প যদি আজ খাদ্যমন্ত্রীর থাকত তিনি পারেন আমাদের খাওয়াতে যেখান থেকে হোক। তিনি যদি তা না পারেন তাহলে তাঁর কি উচিত—মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেওয়া কিংবা আত্মহত্যা করা। তিনি ভোটের জোরে আছেন, সে বিষয় কোন ডিসপিউট নেই কিন্তু তিনি যদি আমাদের খাওয়াতে না পারেন তবে কেন তিনি মন্ত্রী থাকবেন, কেন তিনি স্কোপ দেন না যে তোমরা আস, তোমরা কর। যে যে জেলায় সেচ বেশী হয়েছে সেই জেলায় আমাদের একারেজ কমে গেছে। প্রোডাকশন কমে গেছে। দেখুন ২৪-পরগণায় ৪০ হাজার একর কম চাষ হয়েছে, বর্ধমানে ৭৫ হাজার একর জমি কম হয়েছে, বীরভূমে ৫৭ হাজার একর জমি কম চাষ হয়েছে। বর্ধমানে ২ লক্ষ ১২ হাজার টন কম হয়েছে, বীরভূমে ১ লক্ষ ১৩ হাজার টন চা'ল কম হয়েছে—এটা দুঃখের কথা, কলঙ্কের কথা! আমি তাই বলছি কোনদেশে খাদ্যমন্ত্রী এসব ফ্যাক্টএর পরে মন্ত্রিত্বে থাকতে পারে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য যে এই মন্ত্রিমণ্ডলী নিয়ে চলতে হচ্ছে। আমি বলছি যে এদের পলিসি দুর্বল, শিথিল ও উদ্যমহীন। কারণ দেখছি একারেজ কমে গিয়েছে, উৎপাদন কমে গিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিম বাংলার যে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, যার জন্য সার প্রয়োগ করা উচিত—সে সার প্রয়োগ কমে গিয়েছে। আমরা যেখানে ৪০ লক্ষ টন পেতাম সেই জায়গায় পেয়েছি ১৮ লক্ষ টন। কেন কম পেয়েছি? কেন কমে গেল? মাদ্রাজ এবং অন্ধ্র তারাই ৬০ পারসেন্ট নিয়ে নিয়েছে, সেখানে তারা কোন রকম চুপ করে থাকে নি। আমাদের কম হল কেন? এবং এই যে সার যা আমরা পেয়েছি তা বিতরণ করেছেন কার মারফৎ? আমাদের বন্ধু ডাঃ আমেদ শ' ওয়ালেস এন্ড কোং-কে দিয়েছেন ৪½ হাজার টন, এলিস [illegible]ন্ডিয়াকে ২½ হাজার টন—জার্ডিন হেন্ডারসনকে ২ হাজার টন, ফসফেট এন্ড কোং কে [illegible]য়েছে ২ হাজার টন, এরপর বাঙ্গালীর হাতে দিয়েছেন, এরপরে কো-অপারেটিভএর হাতে দিয়েছেন। এখন এসব কোম্পানির কি কোন দরদ থাকতে পারে, আমাদের দেশকে বাঁচাবার? এই যে শ ওয়ালেস এন্ড কোং এরাই দুর্ভিক্ষ টেনে এনেছিল, সুরাবর্দ্দি বাংলাদেশকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। সেই শ ওয়ালেস এন্ড কোং-কে কেন দিয়েছেন? এর কোন উত্তর দেবেন? এর উত্তর দেওয়া দরকার। এমোনিয়া সোডিয়াম নাইট্রেট সমস্ত দিয়েছেন জার্ডিন এন্ড হেন্ডারসনকে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য। কেন দিয়েছেন? আরও দেখছি যে বো'ন মিলএর দর ৫০ টাকা চড়িয়ে দিয়েছেন। ১৭০ টাকার জায়গায় ২২০ টাকা হয়েছে। কি করে আমাদের চাষী চাষ করবে? কি করে ফসল বাড়াবে? আর শেষ কথা এই একারেজ কমে গিয়েছে কেন? আমরা মনে করেছিলাম অনাবৃষ্টির জন্য তারা চাষ করতে পারে নি, কিন্তু কৃষিমন্ত্রী মহাশয় বক্তৃতায় বলেছেন আমাদের পলিসি অন্য পলিসি, আমাদের পলিসি হচ্ছে ইনটেনসিভ কালটিভেশান, নূতন নূতন জমি কর্ষণ করবো তা আমাদের পলিসি নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সেই পলিসি কি আমাদের মত নিয়ে করেছেন, না কি নূতন জমি পাবেন না সেজন্য ওরকম পলিসি নিয়েছেন—কেন এই পলিসি এডপ্ট করেছেন? সেটা আমাদের বলা উচিত। এবং আমি বলছি যে আপনাদের কোন পরিকল্পনা নাই, আপনারা হৃদয়হীন দুর্বল শিথিল তার প্রমাণস্বরূপ দিচ্ছি এই সংখ্যা। জমিদারী প্রথা উঠে যাবার পরও বহু বড় বড় জমিদার জমি বেনামী করে রেখেছে। বর্গাদারকে দিচ্ছেন না ভয়ে। সুতরাং জমিদারী নিয়ে যদি সেই জমি ডিস্ট্রিবিউট না করেন, তাহলে একারেজ পাবেন কোথায়? ফসল হবে কোথা থেকে তার কারণ বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। তারপর কেন আপনাদের নীতি দুর্বল, শিথিল এবং আন্তরিকতাহীন, তার কারণ হচ্ছে আপনারা কৃষকদের পণ্যের কোন মূল্য কি নির্ধারণ করে দিয়েছেন? এমেরিকা করে দু' বছর আগে, তাতে কৃষকরা আগেই চা'লের দর, গমের দর, সুগারকেনএর দর জানতে পারে। কিন্তু আমাদের

দেশে সেরকম ফিল্ড কিছু করেছেন? তবুও একে বলবেন আমরা ভাল মন্ত্রী কেন বাজে গলাগালি করেন? তারপর আমি বলতে চাই, এই যে সেচ পরিকল্পনা সে সম্বন্ধে আমাদের বন্ধু দাশরথি তা মহাশয় যা বলেছেন—এই পরিকল্পনায় সেচের দ্বারা কোন কাজ হয় নি এখানে।

তাঁর এমফাসিস হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটীর উপর, সে ইলেকট্রিসিটী গ্রামের লোক পায় নাই এবং দামোদরের যে সেচ পরিকল্পনা সেই সেচ পরিকল্পনার মধ্য দিয়েও তাদের বিশেষ কোন মঙ্গল যে হয় নাই, একথাও অনেকবার আমরা বলেছি।

[3-50—4 p.m.]

তারপর হচ্ছে কমিউনিটী প্রোজেক্ট, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশান বাড়ানো। কিন্তু কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টএর সেই টাকা লাইব্রেরী ইত্যাদিতে দিয়েছেন ডাইভার্ট করে। তবে তার মধ্যে এইটুকু ভালো হয়েছে যে ইউ, পি, ও পাঞ্জাবে কমিউনিটি প্রোজেক্টগুলি বিদেশীর আড্ডায় পরিণত হয়েছে বলে শুনেছি, আপনারা এ বিষয়ে সাবধান হবেন। ফুড গ্রেন কমিশনএর রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রামে প্রোডাকশানএর প্রতি লক্ষ্য রেখে এই টাকা দিতে হবে—তা আপনারা যে দেন নাই, এ তথ্য ঢাকা থাকতে পারে না। এর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রোডাকশান কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রোডাকশানএর একারেজ সব জায়গায় কমে যাচ্ছে। একটা কথা আমাদের বন্ধু সিদ্ধার্থ রায় মহাশয় বলেছিলেন এবং মুখ্য মন্ত্রীও বলেছেন—আমাদের একোনমি হচ্ছে, রুরাল একোনমি, এগ্রিকালচারাল একোনমি, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল একোনমির উপর আমাদের হাত নাই। কিন্তু আজ সেই রুরাল একোনমি ধ্বংস হতে চলেছে, তাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করছেন না। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যেসব সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস, জমিদারী প্রথা উঠে গেছে, গ্রামের লোকের অবস্থা কিছু ভাল হওয়া উচিত ছিল—তাদের হাতে কিছু ক্রেডিট কোথা থেকে যাবে? তাদের অবস্থা ত ভাল হয় নি। ওদিকে আপনারা যে সার ডিস্ট্রিবিউশনএর ভার বিদেশী কোম্পানি-গুলিকে দিয়েছেন, তারা সার নিয়ে কাকে দিচ্ছে, কোথায় পাঠাচ্ছে—তার কোন প্রমাণ আপনাদের হাতে আছে? তারপর আমাদের কৃষিমন্ত্রীর অফিসে যে পোষ্টারগুলি জমা হয়ে আছে, সে পোষ্টারগুলি গ্রামের কৃষকদের মধ্যে বিলি হয় না। এদিকে আমরা শুনি খাদ্যমন্ত্রী পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন—আমরা কি রকম উৎপাদন বাড়িয়েছি দেখুন আপনারা। আমাদের দেশে উৎপাদন যে বাড়ে নি একথা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, যেহেতু আমাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেছে, সেইজন্য আমরা লোককে খাওয়াতে পারছি নে। অর্থাৎ লোক যে বাড়বে সেটা গুণতির মধ্যে থাকবে না। পরিকল্পনার মধ্যে থাকবে না। যা ধরা গিয়েছে পাঁচ বছর আগে ৫৩ সালে আজ ৫ বছর পর ১৯৫৮ সালেও যেন তাই থাকবে! সুতরাং বাড়বে মনে করেই পরিকল্পনা করতে হবে। উনি হঠাৎ যে দিন বক্তৃতা দিলেন—সে দিন বেড়ে গেল, যে দিন বক্তৃতা দেবেন না, সে দিন কমে গেল তা নয়। আমরা বুঝতে পারি অবস্থা থেকেই যে কত লোক বাড়বে। ১৯৫০-৫১-৫২ থেকে রিফিউজির কথা শুনছি—ঠিক সংখ্যা বলা যায় না। বর্তমানে রিফিউজি এমন সংখ্যায় আসে নি—যার জন্য পরিকল্পনা করতে পারা যাবে না। সুতরাং আমরা যেহেতু সংখ্যার দিক দিয়ে বেড়ে গেছি—এর দরুন খেতে পাব না, এযুক্তি আমরা ভুয়া বলে মনে করি। আমরা দেখছি পশ্চিমবাংলার তরফ থেকে যে পুস্তকটি বার করা হয়েছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে কতখানি আপনাদের সাফল্যলাভ হয়েছে—শ্রীযুক্ত হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় মহাশয়, যে বই বার করেছেন বইটা ভাল, সেই বইয়েতে দেখতে পাই—ট্রাক্টরের সাহায্যে নূতন জমি পুনরুদ্ধার ৪৬ হাজার ৭০০ একর, এখন সেচ পরিকল্পনার দরুন ব্যবস্থা হয়েছে ৮ লক্ষ ৫১ হাজার একর। অন্য পরিকল্পনাটায় ১২ লক্ষ ১৪ হাজার অতিরিক্ত ফসলের আশা ছিল—৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টন যে অতিরিক্ত শস্য আশা করা হয়েছিল, আমরা সেটা পাই নি, যেটা পাওয়া উচিত ছিল। ৫ লক্ষ টন কমে গিয়েছে। সুতরাং এই হল কৃতকার্যতার নমুনা। যেখানে ১০০ মণ পাবার কথা সেখানে ৯০ মণ পেয়েছেন। এইত আপনাদের পরি-সংখ্যানের বাহাদুরী! তাই আমাদের অভিযোগ টাকা আপনারা অজস্র ব্যয় করেছেন কিন্তু তা দ্বারা কোন রকম উপকার এবং সুফল আমরা পাই নি।

তাই আমরা বলতে চাই—দুর্ভিক্ষ আগেও হত, বৃটিশ আমলেও ৩০-৪০ বছর পরপর, কিন্তু আজকে নিত্য দুর্ভিক্ষ। আকাল আজ আমাদের নিত্য সহচর। আমরা ডিমরালাইজ্‌ড হয়ে গেছি—এইসব শুনে শুনে আমরা ভুলে গেছি—আমাদের অতীত গৌরব, অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্যের কথা। দুর্ভিক্ষের মধ্যে আজ আমরা বাস করছি—কবি বঙ্কিমচন্দ্র যে বলে গেছেন—শস্য শ্যামলা বঙ্গদেশ সেই বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেখুন লোকের কাজ নাই, চাকরী নাই, খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই, সেইজন্য আমাদের এখানে আজ রেট অব আর্বানাইজেশন সবচেয়ে বেশী—৩২·৭। বোম্বেতে ১১, দিল্লীতে ১০, সুতরাং আজকে এই যে বাংলাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছেন, তার জন্য আপনাদের আমরা দায়ী করছি। আপনারা ভোটের জোরে আছেন। কিন্তু বাংলার ৩ কোটি নরনারীর পক্ষ থেকে দাবী করছি—আপনাদের কোন অধিকার নাই এই গদিতে টিকে থাকবার। আপনাদের পদত্যাগ করা উচিত, এই কথা বলে আমি বসে পড়ছি।

Sj. Hemanta Kumar Basu:

স্পীকার মহোদয়, ৭৩ কোটি টাকার এপ্রোপ্রিয়েশন বিল গ্রহণ করবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত করেছেন, ও'রা এই টাকা এসেম্বলির মঞ্জুরী নিয়ে ব্যয় করবেন। প্রত্যেক বছরই যেমন নেওয়া হয় এবছরও সেই রকম মঞ্জুরী নিচ্ছেন। কিন্তু ওই টাকা যেভাবে খরচ হয়—দেখা যায় অনেক টাকাই খরচ হয় কিন্তু তার মধ্যে বহু অপব্যয় হয় আবার কিছু টাকা খরচও করতে পারা যায় না। সুতরাং এই টাকার মঞ্জুরীতে বাংলাদেশের যে দুঃখময় অবস্থা সেই অবস্থার পরিবর্তন বা উন্নতির আশা কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বাংলাদেশের অর্থাভাব এই নিয়ে অনবরত অভিযোগ করা হয়। সে বিষয়ে ফাইনান্স কমিশনএর রিপোর্টএ দেখি যে দাবী উপস্থিত করা হয়েছিল এলোকেশন অব ট্যাক্স শেয়ারএর সে বিষয় নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা হয়। আমি বাজেট বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি—, আমাদের এখানে এ এলোকেশন অব ট্যাক্স শেয়ার নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল তার ফল কি হ'ল? বাংলাদেশের উপর এ বিষয়ে যে অবিচার করা হয়েছে সে সম্বন্ধে এই এসেম্বলিতে সকল দল মিলে সর্ববাদীসম্মতভাবে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং সে বিষয়ে যখন এখানে আলোচনা হয় সেই আলোচনা উপলক্ষে ডাঃ রায় বলেন

> "I shall only say that so far as I am concerned with all my strength I shall see that justice is done to Bengal. The injustice that has been done I shall try to get rectified, but after all I am only one out of many. I may say here that I propose to raise this issue at the next meeting of the National Development Council where all the Chief Ministers will be present and where the Central Finance Minister is also likely to be present and there the matter will be discussed in detail."

[4—4-10 p.m.]

আমাদের এখানে এলোকেশন অব ট্যাক্স শেয়ারএর ব্যাপারে সর্ববাদীসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে সুনীল দাস মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন—

> will the Chief Minister please communicate to us the results of the discussion which was proposed to have in the National Development Council?

মিঃ স্পীকার, স্যার, তিনি বলেন—হি সেড হি উড। কিন্তু এবিষয়ে কি হয়েছে সেটা জানতে চাই?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কোন বিষয়ে?

Sj. Hemanta Kumar Basu: Results of discussion regarding allocation of shares of the Central tax to the State of West Bengal.

আপনি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলএ গিয়ে আমাদের এখানকার প্রস্তাবটা সেখানে উপস্থিত করবেন এবং ফলাফল কি হল সেটা জানাবেন বলেছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে আমরা এখনও কিছু জানতে পারলাম না।

তারপর ময়দানে, বিভিন্ন স্কোয়ারে যে সমস্ত বৃটিশ স্ট্যাচু রয়েছে সেগুলো সরান সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তিনি বলেছিলেন যে এ বিষয়ে একটা বোর্ড গঠন করা হবে এবং তারপর রিমুভ করা হবে। এই এসেম্বলিতে, ডালহৌসী স্কোয়ারে, ময়দান ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় বৃটিশ স্ট্যাচুগুলি রয়েছে সেগুলো সরাবার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হল না বা যে বোর্ড গঠিত হয়েছিল, তারই বা কি হল, সেটা আমরা এখনও কিছু জানলাম না।

আমাদের দেশে বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা কোন ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যান আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বেকার সমস্যা যে কিভাবে সমাধান করা যাবে তার কোন ইঙ্গিত এই বাজেটেও উপস্থিত করা হয় নি। আমরা শুনেছিলাম যে গেঁয়োখালিতে একটা শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ড তৈরি করা হবে। এটা যদি তৈরি হয় তাহলে সেখানে অনেক লোকের কাজ হবে। সুতরাং এ বিষয়ে কি হল সেটা আমরা জানতে চাই। এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কটেজ ইন্ডাষ্ট্রির কথা বলা হয়। কিন্তু এই কটেজ ইন্ডোষ্ট্রি ও বিগ ইন্ডাষ্ট্রির মধ্যে যদি একটা সামঞ্জস্য বিধান না হয় তাহলে কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি ডেভেলাপ করতে পারবে না। এই কটেজ ইন্ডাষ্ট্রির পেছনে সরকার খরচই করে যাচ্ছেন, কিন্তু সেটা সাবলম্বী হল কি না সে বিষয়ে কোন চিন্তা করা হচ্ছে না। এই কটেজ ইন্ডাষ্ট্রির দ্বারা কত লোক সাবলম্বী হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। তাঁদের পরিচালিত ট্রেনিং সেন্টার থেকে শিক্ষানবীশ যাঁরা বেরিয়েছেন, তাঁরা কোথায় কাজ করছেন কি না বা সেই কাজের দ্বারা জীবিকার্জন করতে পারছেন কি না, এই রকম কোন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত আমরা পেলাম না। কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি কিভাবে বড় ইন্ডাষ্ট্রির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে, সে বিষয়ে কোন ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তারপরে প্রত্যেক বছর আলোচনা হয়, সেপারেশন অব জুডিসিয়ারী ফ্রম দি একজিকিউটিভ সম্বন্ধে, এই দাবীটা আমাদের সামনে বহুদিন ধরে রয়েছে। এসেম্বলীতে এ বিষয় বহু আলোচনা হয়েছে এবং যখন শ্রীসত্যেন বসু মহাশয় মন্ত্রী ছিলেন, তিনি তখন প্রত্যেক বছর এ বিষয়ে আশ্বাস দিতেন, আজ হবে, কাল হবে, এবার হয়ে যাবে, অফিসার রিক্রুট করা হচ্ছে, এই বলে কিন্তু সেপারেশন অব জুডিসায়ারী ফ্রম দি একজিকিউটিভ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হোল সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। অথচ প্রত্যেক বছর এসেমব্লীতে এই দাবী করা হয়। এদিক থেকে বোম্বে, বিহার, উত্তর প্রদেশে সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু এখানে কোন ব্যবস্থাই হয় নি। তারপরে, এখানে যেসমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়, আমাদের মন্ত্রী মহাশয়েরা অনেক সময় ছোট খাট বিষয়ের উত্তর দেন না—তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। হাওড়ার কেঁদুয়া বিলের কথা প্রত্যেকবার বলা হচ্ছে। খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে—প্রত্যেকেই প্রায় বলেন—হাওড়ার কেঁদুয়া বিলের যদি সংস্কার করা হয় তাহলে সেখানে যে ১ লক্ষ একর জমি রয়েছে, তাতে ১০ লক্ষ মণ চাল বা ১৫ লক্ষ মণ ধান তৈরি হবে, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা খাদ্যমন্ত্রী বা কৃষিমন্ত্রী বা ইরিগেশন মন্ত্রীর কাছ থেকে বিশেষ কোন উত্তর পেলাম না। তারপর আর একটা কথা পূর্তমন্ত্রী মহাশয় সাঁতরাগাছি ও মহিয়ারী রাস্তা সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্টার প্রব্লেম সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছিল কিন্তু এ বিষয়ে কোন উত্তর এ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। তারপর বঙ্কিমবাবু যেকথা বলেছেন কাট মোশান সম্বন্ধে আমিও তাই বলি যে যদি পুস্তিকাকারে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট কিভাবে কাজ করেছে, সেগুলি সম্বন্ধে যদি জানিয়ে দেন তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। ১২ বছর হোল দেশের হাতে ক্ষমতা এসেছে, শাসনব্যবস্থা এসেছে—কিন্তু আজও পর্যন্ত সেই শাসনব্যবস্থা দেশের সাধারণ লোকের কল্যাণের উপযোগী হয় নি—জনসাধারণের সাধারণ দাবী দাওয়া সম্পর্কে কোন রকম বিবেচনা করা হয় নি। আমাদের যে সমস্ত কর্মচারী আছেন, সেই সমস্ত কর্মচারীর বেশীর ভাগই ইংরাজের সময় ছিলেন—অবশ্য তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু হয়ত ভাল কর্মচারীও রয়েছেন। আজকে দেশের লোকের যেসমস্ত দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছে, সেই অনুভূতি এই সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে নেই। যেসব দেশ সংগ্রাম করে স্বাধীনতা পায় সেসব দেশ নূতন

করে শাসনযন্ত্র তৈরী করে এবং সেটা বেশীর ভাগ লাঞ্ছিত লোকেদের দ্বারা তৈরী হয়। কাজেই আমি বলবো সে শাসনযন্ত্র জনসাধারণের প্রকৃত কল্যাণের দিক থেকে তাঁরা ব্যবহার করুন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4-10—4-20 p.m.]

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এপ্রোপ্রিয়েশন বিলএ আমরা দেখছি যে টাকা বাজেটের বিভিন্ন খাতে মঞ্জুর হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা ম্যাচিং গ্রান্ট এবং লোন হিসাবে পেয়েছি, এই বিরাট অঙ্কের টাকাটা বিলের আকারে মঞ্জুরীর জন্য এসেছে। আমরা বছরে এই একটিবারই সুযোগ পাই, এই খাতে এই বিলের উপর এই টাকা সম্পর্কে আমাদের রায় দেবার। আমাদের এই হাউসএর কোন এষ্টিমেট কমিটি নাই, পাবলিক একাউন্টস কমিটি আছে—৪।৫ বৎসর বাদে তার রিপোর্ট বের হয়। সুতারং এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বাজেট সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের যা কিছু রায় দিতে হয়। আমরা দেখছি বাজেটের যে ছবি আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়ে থাকে, সেটা অত্যন্ত কন্‌ফিউজ্‌ড এবং কম্‌প্লিকেটেড, কারণ ১৯৫৬ সালের অডিট রিপোর্ট যা আছে তার ১১ পাতায় যে টেবল দেওয়া হয়েছে এবং ৫নং পাতায় যে যে অঙ্ক দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখছি যে, অ্যাকচুয়াল এবং ভোটেড একাউন্ট বা এষ্টিমেটেড একাউন্টএর মধ্যে ভেরিয়েশন এবং এই ভেরিয়েশন ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে, এতে একটা জিনিষ প্রমাণ হয় যে, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ যে ডিপার্টমেন্ট সকলের শেষে বাজেট তৈরী করে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের রিকমেন্ডেশন নিয়ে তাদের ১২ মাসের হিসাব তৈরী করার কম্পিটেন্সী আছে কি না, সে সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে। এই যে এভার-ওয়াইডেনিং ভেরিয়েশন হচ্ছে এবং এই যে ফ্লেক্সিবিলিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি—এটার কারণ হচ্ছে এই যে, অর্থমন্ত্রী বা তাঁর ডিপার্টমেন্টএর সেক্রেটারী এ'দের হাতে এর মাধ্যমে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং এই ক্ষমতা যথেচ্ছ ব্যবহার করবার সুযোগ ও দেওয়া হচ্ছে। স্যার, আমি একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের ফাইন্যান্স সেক্রেটারী যিনি রাইটার্স বিল্ডিংসএর সেক্রেটারীয়েটএর সেক্রেটারীদের মধ্যমণি, সেই শ্রীযুক্ত বি, বি, দাশগুপ্ত মহাশয়ের একজন পেট আছেন—তাঁর নাম ডি, এন, গাঙ্গুলী—তিনি হচ্ছেন ডেপুটী ডাইরেক্টর, ষ্ট্যাটিষ্টিকাল ব্যুরো—গত ৭।৮ বৎসর ধরে তাঁকে এই পদে বসিয়ে রাখা হয়েছে এবং ৭।৮ বার তাঁর নাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর কাছে পাঠান হয়েছে এবং ৭ বারই তাঁর নাম আমি যতদূর খবর রাখি—টার্ণ্ড ডাউন হয়েছে। এসব সত্ত্বেও সিনিয়ার ষ্ট্যাটিষ্টিসিয়ান বলে তাঁকে আবার আরেকটা পদে দেওয়া হয়েছে। ডেপুটী ডাইরেক্টারএর রিকিউজিট কোয়ালিফিকেশান যাঁর ছিল না, তাঁকে যে জায়গায় টেক্‌নিক্যাল কোয়ালিফিকেশান থাকা দরকার, সেই জায়গায় তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হল।

১৩ই জুন তারিখে আমাদের কৃষিমন্ত্রী ফার্টিলাইজারএর কথা বলেছেন। ফার্টিলাইজার গত বৎসর ৩২ হাজার টন, সেই জায়গায় এই বৎসর ৪০ হাজার টন চাওয়া হয়েছে। আমাদের জুট কাল্টিভেশানএর জন্য অ্যামোনিয়া ১৫ হাজার টন দেওয়া হয়েছে, গত বৎসর যেখানে ১০ হাজার টন দেওয়া হয়েছিল। আমরা দেখছি আজকে জুট কাল্টিভেশানএর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের কৃষিমন্ত্রী বলেছেন যে, কন্সিডারেবল ডাইভারশন হয়েছে প্যাডি ল্যান্ড থেকে আমাদের পশ্চিম বাংলায়। পার্টিশানএর পর ৩ লক্ষ একর ছিল জুটএর জন্য, সেই জায়গায় আজকে পশ্চিম বাংলার এলাকার মধ্যে ১০ লক্ষ একর হয়েছে—ডলার য়ার্নিংএর খাতিরে এতে আমরা নিশ্চয়ই রাজী আছি। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করব মুখ্যমন্ত্রীও আমাদের সরকারকে, এই যে আমাদের প্যাডি ল্যান্ড ডাইভারটেড হচ্ছে, যার জন্য আমাদের চা'লের উৎপাদন কম হচ্ছে, তার কি কম্পেনসেশান—যে লোন পাওয়া যাচ্ছে সেই লোনই বা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কতটুকু বেশী পাচ্ছি।

এর সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখাতে চাই, আমরা সকলেই জানি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বাড়ী কেনার একটা হবি আছে। এবং তার লিষ্ট শিশির দাস মহাশয় দিয়েছেন। আজকে আমি একটা খবর বলছি—এই খবর যদি সত্যি হয়, তাহলে এটা অত্যন্ত মারাত্মক কথা।

এডুকেশান ডিপার্টমেন্টএর কাজের জন্য ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডএ পি, এন, ঠাকুরের একটা বাড়ী—যার নাম 'এমারেল্ড টাওয়ার'—১৪ লক্ষ টাকায় কেনা হয় এবং বেলতলায় আমাদের শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায়ের বাড়ীর কাছে অহিভূষণ ঘোষের বাড়ী বহুদিনের পুরানো বাড়ী—এই ভদ্রলোক ডাঃ রায়ের কাছে আবেদন জানানোর ফলে সেই বাড়ীটি যার মূল্য ৭ হাজার টাকা হতে পারে, তা শেষ পর্যন্ত ২ লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছে। ল্যান্ড একুইজিশান কলেক্টার এতে আপত্তি করেছিলেন এবং আমরা জানি আপত্তি জানানোয় ব্যোমকেশ সেনগুপ্ত মহাশয়কে সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে সরিয়ে অন্যখানে দেওয়া হয়—একথা সত্যি কিনা আমরা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে গর্ব করেন অথচ আমরা দেখছি যে, লক্ষ লক্ষ টাকা এইভাবে বাড়ী কেনার জন্য খরচ করা হচ্ছে—প্রকৃত শিক্ষার জন্য খরচ না করে ১০০ বছরের পুরানো বাড়ী যার চুন সুর্কি কিছুই নাই সেসব বাড়ী কেনার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। বাড়ী কেনার জন্য যত টাকা খরচ হচ্ছে সত্যিকার শিক্ষার জন্য তত টাকা খরচ হচ্ছে না।

[4-20—4-30 p.m.]

এরপর আমি পুলিশ খাতে যে টাকা চাওয়া হয়েছে এবং যে টাকা মঞ্জুর হয়েছে সে সম্পর্কে বলতে চাই।

পুলিশের ব্যাপারে আমরা জানি দুটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে। পুলিশের যে বর্ডার বা সীমান্ত রক্ষিবাহিনী আছে আমাদের ১৩ শো মাইল সীমান্ত পাহারার জন্য, সে সম্বন্ধে আমাদের আপার হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত শশাংকশেখর সান্যাল মহাশয় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। কিভাবে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রক্ষা করতে, সে কথা তিনি বলেছেন। আমি প্রস্তাব করতে চাই, এখানে ন্যাশনাল মিলিশিয়া গঠন করা হোক এবং ফ্রি ফায়ার-আর্মস সমান্ত এলাকায় যে সমস্ত লোক আছে, তাদের দেওয়া হোক। প্রশ্ন উঠতে পারে দায়িত্বশীল লোক আমরা বাছাই করবো কি করে? আমার প্রস্তাব হচ্ছে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন দেখে দেওয়া হোক, কিম্বা ইনকাম-ট্যাক্স অথবা এগ্রিকালচারাল ট্যাক্স যারা দেয় বা যাদের স্টেট আছে, তাদের সকলকে দেওয়া হোক। প্রশ্ন উঠতে পারে, এত খরচ হবে, তা আসবে কোথা থেকে? আমি তার উত্তরে বলতে চাই, সরকারের যে খাস জমি আছে, সেটা চাকরান জমি হিসাবে মিলিশিয়া লোকদের দিয়ে দেওয়া হোক, সেই মিলিশিয়া যদি সীমান্তে মার্চ করে। এবং এটা করলে ভারতীয়দের মনে আত্মবিশ্বাস আসবে এবং পাকিস্তানী হামলা-দারদের মনে ভয় সৃষ্টি করবে।

পুলিশের আর একটি বিশেষ কাজ হ'ল ব্ল্যাক-মার্কেটিং বন্ধ করা এবং এর জন্য তাদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। আমরা এও জানি, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় গতকাল এখানে বলেছেন যে বাংলাদেশে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, এবং একথা তিনি স্বীকার করেছেন হু হু করে না বাড়লেও দর বেড়েছে। সেই দর বাড়ার একটা কারণ হচ্ছে ব্ল্যাক-মার্কেটিং, সেটা সমাধানের জন্য আমি প্রস্তাব করি ফিক্সেশন অব প্রাইস করে দেওয়া হোক। প্রত্যেকটি দোকানে ডিসপ্লে অব দ্যাট ফিক্স প্রাইস, সেটা দেওয়া হোক, এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যেমন এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট আছে, তেমনি এখানে একটা এন্টি-ব্ল্যাকমার্কেটিং এ্যাক্ট, যে এ্যাক্ট করবার অধিকার এখানে আমাদের হাউসের আছে, সেটা করা হোক।

এর সঙ্গে আমি আরও দুটা বিষয়ের কথা বলতে চাই। একটা হচ্ছে ফুলের গাছ এবং বীজের উপর সেলস ট্যাক্স বসান হয়। ফুলের গাছের উপর দু-হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা সেলস ট্যাক্স হিসাবে আদায় করা হয়, আর গাছের জন্য, পাঁচ, ছয় হাজার টাকা সেলস ট্যাক্স আদায় করা হয়। সেখানে দেখছি বেগুণচারা, লঙ্কার চারা প্রভৃতির উপর সেলস ট্যাক্স বসান হচ্ছে। বীজের উপর সেলস ট্যাক্স বসিয়ে ৩০।৪০ হাজার টাকা পাচ্ছেন। উনি বলেছেন সিরিল সীডসএর জন্য ট্যাক্স লাগে না, অথচ বীজ হিসাবে সেটা একই জিনিস। যেমন মুগ ডাল, মুসুর ডাল, অড়হর ডাল সীড হিসাবে বিক্রয় করে, তার উপর ট্যাক্স বসান হচ্ছে। আমি

জানি তাদের পক্ষ থেকে আবেদন জানান হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। গ্লোব নার্সারীর মিউনিসিপ্যাল মার্কেটএ তিনটা দোকান আছে, এই তিনটা দোকানে কেবলমাত্র ফুলের জন্য সেল্‌স ট্যাক্স দিয়ে থাকে এবং তার পরিমাণ হবে দুই আড়াই হাজার টাকা। যদি গাছ ও বীজের উপর ট্যাক্স মকুব করতে না চান, তাহলে অন্ততঃ ফুলের উপর যে ট্যাক্স রয়েছে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হোক।

আজকে টেক্সট-বুকসএর উপর সেল্‌স ট্যাক্স বসান হয়েছে, এবং এর বাবদ বহু টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু এরকম ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান্য কোন প্রদেশে নেই। ইউ. পি, উড়িষ্যা, দিল্লী, পাঞ্জাব, অন্ধ্র, এলাহাবাদ, মাদ্রাস, কেরালা, জম্মু এবং কাশ্মীর, কোন জায়গাতেই টেক্সট-বুকের উপর এই ট্যাক্স বসান হয় না। পাব্লিশার্স এবং এসোসিয়েশনএর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন জানান হয়েছে। পাব্লিশার্স এ্যান্ড কাশ্মীর বুক-সেলার্স এসোসিয়েশনএর পক্ষ থেকে মেমোর‍্যান্ডাম দেওয়া হয়েছে, তাঁরা প্রস্তাব করেছেন এই ট্যাক্স রেহাই করে দেওয়া হোক। তার পরিবর্তে কাগজের উপর এবং এ্যাট দি সোর্স ট্যাক্স বসান হোক। বইয়ের উপর থেকে যে ট্যাক্স বর্তমানে পাচ্ছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা পেতেন যদি কাগজের উপর এবং এ্যাট দি সোর্স এই ট্যাক্স বসাতেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

কোন্ কাগজের উপর?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

যে কাগজে আমাদের বইটই ছাপান হয়। আপনার কাছে যে মেমোর‍্যান্ডাম দেওয়া হয়েছে সেটা দেখুন। আজকে টেক্সট-বুকএর উপর ট্যাক্স বসিয়ে যে টাকা পাচ্ছেন, সেই ট্যাক্স কাগজের উপর এবং এ্যাট দি সোর্স যদি বসাতেন তাহলে আপনি তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা পেতে পারতেন।

আমি আর একটা বিষয় বলবো। সেটা হচ্ছে টেক্সমাকো, বিরলা কোম্পানির, তার পাশের জমিতে ৩৫০টি উম্বাস্তু পরিবার বাস করছে। ১৪ লক্ষ টাকা সরকার তাদের দিয়েছেন, এবং সেই টাকা দিয়ে তারা সেখানে জমি কিনে ঘরবাড়ী তৈরী করে বসবাস করছে। আজকে হঠাৎ টেক্সমাকোর কারখানাকে এক্সটেন্ড করবার অজুহাতে বাস্তুহারাদের সেখান থেকে তুলে দেবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। ২৬এ অক্টোবর ১৯৫৭ তারিখে ল্যান্ড একুইজিশন কলেক্টর সেখানে গিয়ে এনকোয়ারী করে এসেছিলেন। আমরা জানতে চাই সেই এনকোয়ারীর ফল কি হ'ল? এই যে অনিশ্চয়তার মধ্যে সরকার তাদের ১৪ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, এবং সেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যার জন্য সরকার ২২ হাজার টাকা দিয়েছেন এবং উম্বাস্তু নিজেরাও ৩৪ হাজার টাকা দিয়েছেন, এবং সেই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা হচ্ছে ছয় শো। এই যে কলোনী, একে সরিয়ে বিরলার সুখের দিকে চেয়ে, সরকার কি রাজী হবেন আবার তাদের উম্বাস্তু করতে? এ সম্বন্ধে বারে বারে ডেপুটেশন এসেছে। এখন আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে উত্তর চাই, সেইসব উম্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ কি? বিরলার স্বার্থ রক্ষিত হবে, না, উম্বাস্তুদের স্বার্থ রক্ষিত হবে, তিনি স্পষ্ট করে আমাদের জানিয়ে দিন।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এপ্রোপ্রিয়েশন বিলএর আলোচনায় আমার মন্তব্য কেবল শিক্ষা ব্যাপারে রাখবো। সেদিন বাজেট বরাদ্দ আলোচনার সময় আমাদের শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন—একটি কথা, তিনি পূর্বে যখন মন্ত্রী ছিলেন, তখন শিক্ষানীতি বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষানীতি সম্বন্ধে ভাল ভাল পরিকল্পনা করে গিয়েছেন। সে কথা শুনে মনে হয়েছে কিংস প্রোক্লেমেশনএর কথা। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিংস প্রোক্লেমেশন হবার পর বিলেতের লোকেরা ভেবেছিল, ভারতবর্ষ মুক্তি পেয়ে গেছে, স্বাধীনতা পেয়েছে। তাই শিক্ষামন্ত্রীর কথা ও মন্তব্যকে কুইন্‌স প্রোক্লেমেশন মনে করা যায়, অন্ততঃ কুইন্‌স প্রোক্লেমেশন না হোক—একটা প্রোক্লেমেশন; কারণ

শিক্ষা খাতে যা দেখতে পাই, তাতে এছাড়া আর কি বলবো! তাঁর এই বক্তৃতার উপর, তিনি যা বলেছেন—

"The State has been following a policy laid down by the experts and approved by the Centre to assure education throughout the country after one uniform pattern."

এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে, যে পত্রিকার সম্পাদক হচ্ছেন তুষারবাবু। তাতে তিনি একথা বলেছেন—

"In other words it is also laid down by the Central Government which is loyally followed by the State Government. Why then should the State have a Ministry of Education at all? If the policy comes ready-made from an external agency it would be pointless to have a functionless Minister. The West Bengal Government appears to have forgotten altogether that education is a State subject under the Constitution."

অতএব তিনি যেন মনে না করেন—বামপন্থী দল থেকে এই মন্তব্য করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মন্তব্য, যেটা উদ্ধৃত করলাম।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে শিক্ষা ব্যাপারে আমাদের দেশে, মিষ্টার স্পীকার, আপনি জানেন—হুমায়ুন কবীর ১৯৫৪ সালে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন—ইলেভেন-ইয়ার্স কোর্স এবং তারপর থ্রি-ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্স। আপনি হয়ত একথা জানেন, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য যে কোনদিন বাংলার শিক্ষাদপ্তর ইউনিভার্সিটিকে ইলেভেন ইয়ার্স হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল ও থ্রি-ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্সএর কথা জানান নাই। কোনদিন জানান নাই বলেই ইউনিভার্সিটীর কাছ থেকে এর জন্য প্রতিবাদ এসেছিল। আমি দেখতে পাচ্ছি—সেন্ট্রাল এডুকেশন মিনিষ্ট্রীর সেক্রেটারী কি বলেছেন। তিনি বলছেন—মিনিষ্ট্রী বলছেন—

"The Ministry of Education has been anxious to provide publicity for all significant and promising educational experiments."

পাবলিসিটীর জন্য বলা হয়—সেন্টার স্টেট মিনিষ্ট্রীতে বলছেন, তাঁরা সেন্টার থেকে নির্দেশ পান। স্টেট সেখান ব্ল্যাক-আউট করার নীতি। সেখানে যা হয়, এখানে তা খাটে না। শুধু তাই নয়—সেখানে আরো বলেছেন, সেক্রেটারী, এডুকেশন মিনিষ্ট্রী বলেছেন—

"I do not know why in this matter our Education Departments and educational workers should prefer to carry their lights under the bushel. It is the publicity not for an individual but for a cause."

একথা বলেছেন সেন্ট্রাল এডুকেশন মিনিষ্ট্রীর সেক্রেটারী এবং তিনি যে বইতে বলেছেন, তা আমার কাছে আছে। যদি দেখতে চান আমি দেখিয়ে দেব। তিনি বাংলা গভর্নমেন্টের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএর মন্ত্রী। এই যে ব্ল্যাক-আউট হচ্ছে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএর সেক্রেটারীর কারণে কি সব জিনিষ চেপে চেপে তলে তলে হচ্ছে? তাতে কি এডুকেশনএর সুষ্ঠু ব্যবস্থা হচ্ছে? এই প্রশ্নে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তার কোন্ প্রয়োজন বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে? আমরা বারবার বলেছি—ধূমকেতুর উদয় হয়েছে। সেকথা আমার নিজের কথা নয়—একথা বলেছেন নিখিল ভারত শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী—তিনি নিষ্ঠাবান কংগ্রেসী। তিনি বলেছেন—

"বাংলা দেশের শিক্ষা সংস্কারের নাম করে—অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষা সংকুচিত হচ্ছে। শিক্ষা-মন্ত্রী আসছেন এবং যাচ্ছেন। কিন্তু একজন বিভাগীয় সেক্রেটারী—বৃটিশ আমলের আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি নিয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছেন এবং বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে নিয়ে চলেছেন।

[4-30—4-40 p.m.]

শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে তিনি একটা হৃদয়হীন যন্ত্র বলে মনে করেন, সে কলকাঠির জিম্মাদার তিনি। তাঁর নির্দেশে শিক্ষকরা ছোট বড় চাকার মত ঘুরবে আর যন্ত্রকে চালু রাখার জন্য তিনি ছিটে ফোঁটা সাহায্যের তেল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ছড়িয়ে

দেবেন। এ ব্যবস্থা শুধু গণতন্ত্র বিরুদ্ধ নয়, প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার সংহারকও বটে। শিক্ষানীতি সম্পর্কে তার অদূরদর্শিতা যেটা শিক্ষা ক্ষেত্রে কালস্বরূপ হয়েছে। যেটা দিয়ে দপ্তরী বিদ্যা কতকগুলি নীতি শিখিয়েছে, যেগুলি তিনি অনবরত মন্ত্র বা বুলি হিসাবে ব্যবহার করেন, তার কার্যকালে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবনতি হ'ল, তার জন্য কোন বাঙ্গালী তাঁকে ক্ষমা করবেন না।"

শুধু রাজকুমারবাবুর কথা বলবো না, আব'র আমি 'অমৃতবাজার পত্রিকার' কথাই বলবো। তাতে বলেছেন তারা—

"For about two years the Education Secretary has been functioning as the D.P.I. in addition to his own duties. This is a strange arrangement indeed. If the post of the D.P.I. is considered superfluous under the present set up, it should be abolished, and the Education Secretary who has certainly too much work to do should not be saddled with additional duties for an indefinite period. Every one who has to deal with Education Directorate knows how administrative efficiency has suffered as a result of this peculiar combination of posts which is unknown anywhere else in India and which is without precedent in the educational history of Bengal."

এই কথা বলার পর সেই শিক্ষাদপ্তরের কথা আমি বলবো সেই শিক্ষাদপ্তরের মধ্যে যে ১১ বৎসর ধরে কংগ্রেসী শাসন চলছে, সেখানে যেসব কর্মচারী আছেন, তাদের একটা বই আছে। সে বই গভর্নমেন্টই পাবলিস করেছেন। কোন অফিসারএর কি কোয়ালিফিকেশন প্রয়োজন তা এতে লেখা আছে এবং তার কি কি কর্তব্য তা এতে লেখা আছে। তার মধ্যে দেখাচ্ছি যে গত ১১ বৎসরের মধ্যে কার কার মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন এখনও সেটেল করতে পারেন নি সরকার। প্রথম হচ্ছেন ডি. পি. আই—নো কোয়ালিফিকেশন প্রেসক্রাইভড ইয়েট, মাইনে হচ্ছে ১৮ শত থেকে দুই হাজার টাকা। অর্গানেজ অফিসার—নো কোয়ালিফিকেশন প্রেসক্রাইভড, মাইনে ৩½ শত থেকে ১২ শত। সেক্রেটারী, টেক্সট-বুক কমিটি—নো মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন, মাইনে হচ্ছে, ২½ শত থেকে ৭½ শত। চীফ ইন্সপেক্টর, ফিজিক্যাল এডুকেশন—নো মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন লেড ডাউন, মাইনে হচ্ছে ৩ শত থেকে ১২½ শত। আর এ্যাডল্ট এডুকেশন অফিসার—ঐ নো কোয়ালিফিকেশন লেড ডাউন, মাইনে ২½ শত থেকে ৭½ শত। ঐ মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন ঠিক হ'ল না, মাইনে স্থির হয়ে গেল। এর মধ্যে অনেকেরই এখনও ডিউটি ঠিক হয় নি। আর একটা চমৎকার কথা ইন্সপেক্টর, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুল এডুকেশন, মাইনে ৩½ শত থেকে ১২½ শত, কিন্তু স্পেশ্যাল অফিসার, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ এডুকেশন, তার দরকার নেই, তাকে কোন মতে কাঙ্গালী বিদায়ের মত ২ শত থেকে ৪½ শত টাকা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছেন। তারপর বলি এখানে আমাদের শিক্ষিত আনএমপ্লয়েড, তাদের জন্য অনেক দরদ হয়, শিক্ষিত আনএমপ্লয়েড যারা এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের চাকরী দেওয়া হয় না কিন্তু যাদের ৫৫ বৎসরের পর রিটায়ার করবার কথা তাদের মধ্যে বেছে বেছে কতকগুলিকে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টএ রাখা হয়েছে, নামগুলি বলে দিচ্ছি। ক্ষীতিশচন্দ্র কুশারী, সত্যেন্দ্রনাথ দাস-মজুমদার, শ্রীমতি সরলা ঘোষ, হৃদয় ঘোষাল, বীরেন্দ্রকুমার মুখার্জী, আর একজন আছেন নিয়োগী, তিনি হয়ত এডুকেশন ডাইরেক্টরেটএর বি, কে, নিয়োগী এবং বি, পি, নিয়োগী তাদের কারো আত্মীয় হবেন। তাদের এক্সটেন্সন চলেছে। এই সম্বন্ধেও 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মন্তব্য আমি বলছি—

"The office of the Board has become a paradise for retired officers and of the existing men few can hardly be expected to do much improvement of secondary education. The clerical and the lower subordinate staff are discontented because their emoluments and conditions of service are not satisfactory. Ask any Head Master in West Bengal whether the Board's reply to a letter can normally be expected in three months, and you will have a negative answer."

'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই কথা বলছে। তারপর আমি জানাচ্ছি, এই আমাদের বাংলাদেশে এডুকেশনএর এক্সপেন্ডিচার সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় অনেক কথাই বলেন। আমাদের মন্ত্রী মহাশয় অনেক সময় আমাদের উপদেশ দিয়ে বলেন "একটু লেখাপড়া করুন।"। আজকে আমি তাঁকেই তাঁর কথা উপহার দিচ্ছি আলেকজেন্ডারকে রবার যা বলেছিলেন—

"I will answer your question by another; what have you done yourself"

আপনি পড়াশুনা করুন, একটু শিখুন" এখানে পশ্চিমবঙ্গের এডুকেশন এক্সপেন্ডিচার দেখুন। ষ্টেট গভর্নমেন্ট যা খরচা করেন আর গার্ডিয়ানদের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় অর্থাৎ তাদের পকেট থেকে ছাত্রদের ফী হিসাবে। সমস্ত ভারতবর্ষের ২৯ ষ্টেটসএর মধ্যে পশ্চিম বাংলায় গার্ডিয়ানদের কাছ থেকে ফী বাবদ আদায় করা হয় সবচেয়ে বেশী এবং তার পারসেন্টেজ হচ্ছে ৫৬·২ পারসেন্ট অব টোটাল কস্ট। টোটাল এডুকেশনএ যা খরচা হয় তাতে গভর্নমেন্ট খরচা করেন ৪৪ পারসেন্ট এবং গার্ডিয়ানদের কাছ থেকে নেওয়া হয় ৫৬·২।

Of all the States in India, it is the fourth lowest so far as the percentage of expenditure of Government funds on education is concerned.

তারপর কথা হচ্ছে টোটাল রেভিনিউর কি পারসেন্টেজ এডুকেশনএ খরচ হচ্ছে। উনি বলেছেন বাংলাদেশে অনেক খরচ হচ্ছে। ১২ কোটি ৬৮ লক্ষ খরচ হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের টোটাল রেভিনিউর কতখানি? মাত্র ১৭ পারসেন্ট। কেরালার কথা বলে ইংগিত করা হয়েছে। কেরালাতে এই বছরের যে বাজেট তাতে বাংলাদেশের চেয়ে টোটাল এক্সপেন্স অন এডুকেশন কম হয়েছে বটে, কিন্তু টোটাল রেভিনিউর তুলনায় পারসেন্টেজ হচ্ছে ৩২·৭ পারসেন্ট। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তিনি ১৯৫৬ সালে ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটী কনভোকেশনএ দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—সেই সময় তিনি জাপান থেকে ঘুরে এসেছেন, মোহিত হয়ে এসেছিলেন—তিনি তাই বলেছিলেন জাপানে টোটাল রেভিনিউএর ৩০ পারসেন্ট খরচ হয় শিক্ষাখাতে। আমরা আশা করেছিলাম বাংলাদেশ চিরকাল—

what Bengal thinks to-day, the rest of India thinks to-morrow.

আজকে আমাদের বলতে হয়—

what the rest of India thinks to-day, West Bengal might be thinking day after to-morrow.

আমাদের এই কথাই বলতে ইচ্ছা হয়।

তারপর একথা বলতে চাই। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এবং শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ বলেছিলেন যে বিল্ডিং ইত্যাদিতে বেশী খরচের দরকার নাই। আমি আশা করবো আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় আমাদের জানাবেন—এই যে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে—দেবেনবাবু যেকথা বলেছিলেন—তারা শিক্ষার খাতে যে টাকা খরচ করছেন তার কত পারসেন্ট বিল্ডিংএ আর কতখানি শিক্ষকদের জন্য, ইকুইপমেন্টএ কত হচ্ছে এটা যেন তিনি ক্লাসিফাই করে দেন—এটাই তাঁর কাছ থেকে আশা করবো। গত বছর আমাদের এখানে কংগ্রেস সাইড থেকে এক বন্ধু বলেছিলেন শিক্ষার খাতে এত কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, সেই টাকা বে অব বেঙ্গলএ যদি পুটলী বেঁধে ফেলে আসেন আর এসে যদি বলেন শিক্ষাখাতে এত খরচ হচ্ছে, তাহলে আমি বলবো খরচ হয়েছে বটে, তবে শিক্ষার কোন উন্নতি হয় নাই—সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

তারপর আমি বলি শিক্ষার খাতে ইন্টারভেনশন অব দি স্টেট, প্রত্যেক কাজে সেকেন্ডারী বোর্ডকে সুপারসীড করা হয়েছিল, তার জন্য যে এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট তৈরি হোল সে রিপোর্ট কোথায়? সে রিপোর্ট বেরুল না, আমরা শুনেছি—রিপোর্ট যতক্ষণ না বেরিয়েছে সেটা মিথ্যা হোক বা ভুল হোক বলবো—সেকেন্ডারী বোর্ডএর অফিসার ব্যক্তি বিশেষই তার জন্য দায়ী। তার জন্য কি হয়েছে? যে কন্সপিরেসী হয়েছিল, তা রাইটার্স বিল্ডিংসএর খুব দূরে হয় নি, এটাই আমাদের খবর। এটাই আমরা বলতে চাই। আর এ সম্বন্ধে যা বলেছিলাম ইন্টারভেনশন সম্বন্ধে আমাদের কথা বলছি না—প্রাইম মিনিস্টার ডেস্‌রেলী কি বলেছিলেন

সেটাই স্মরণ করিয়ে দিই—

> State interference is such an act as the return to the system of barbaric age, the system of paternal Government."

আর বলেছেন ডাঃ জন মাথাই, তিনি হচ্ছেন কংগ্রেসের সেন্ট্রাল এডমিনিস্ট্রেশনএর ফাইন্যান্স মিনিস্টার, তিনি বলেছিলেন—

> "I consider the autonomy of the University essential to fulfil its purposes and the intervention of the State in its affairs as an evil to be fought at any cost."

কিন্তু আমরা কি দেখতে পাই? প্রত্যেকটি কাজে ইন্টারভেনশন হচ্ছে, প্রত্যেকটি কাজই লুকিয়ে চলেছে। এতে শিক্ষার সুষ্ঠু ডেভেলপমেন্ট হতে পারে একথা আমরা কিছুতেই বলতে পারি না।

আমি এবার প্রাথমিক শিক্ষা—প্রাইমারী এডুকেশন সম্বন্ধে বলবো। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরু বলেছেন—

> "Primary Education to the people was much more necessary than anything else—than even food and housing."

অতএব আমাদের এখানে খাদ্যমন্ত্রীর চেয়েও ইম্পর্টেন্স বেশী আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর অন্ততঃ আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু যা বলেছিলেন সেই মতানুযায়ী। আর সেই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি, আমি এই সমস্ত যে তথ্য বলছি তা 'এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া' বই থেকে উদ্ধৃত করছি। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার ষ্ট্যাটিষ্টিকস তা থেকে টুকে এনেছি—ওয়েষ্ট বেঙ্গলএ ১৯৫২-৫৪এ প্রাইমারী এডুকেশনএ খরচ হয়েছে টোটাল এডুকেশন এক্সপেন্ডিচার ২৫·৬ পারসেন্ট এবং ১৯৫৪-৫৫এ ২৯·১ পারসেন্ট। কিন্তু এভারেজ ইন্ডিয়ার খরচ হচ্ছে ৩৯·৯ পারসেন্ট অর্থাৎ

West Bengal is not only behind the big States mentioned in the First Schedule but also behind such small States as Himachal Pradesh, Tripura and Vindya Pradesh.

প্রাইমারী এডুকেশনএর ক্ষেত্রে আমাদের কি এ্যাচিভমেন্ট তা এর মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠছে। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করছেন!

প্রাইমারী এডুকেশনএ ট্রেন্ড টিচার্সদের প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা কেউ অস্বীকার করবে না। টোটাল প্রাইমারী স্কুল টিচার্সদের মধ্যে শতকরা কতজন ট্রেন্ড সেই কথা বলছি। এখানে আমি সর্বভারতীয় ফিগার দিচ্ছি—সর্বভারতীয় ট্রেন্ড টিচার্সদের সংখ্যা হচ্ছে ৬১·২ পারসেন্ট। কেরলে ৯২·৯ পারসেন্ট, মাদ্রাজে ৯২·৫ পারসেন্ট, আর ওয়েষ্ট বেঙ্গলএ ৩৪·৬ পারসেন্ট। কি বিস্ময়কর প্রগ্রেস!

Excepting Assam and Madhya Pradesh all the other 26 States of India are ahead of West Bengal.

এতে কি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের শরীরে পুলকের সঞ্চার হচ্ছে?

[4-40—4-50 p.m.]

তারপর পারসেন্টেজ অব একচুয়াল ষ্টুডেন্টস এ্যান্ড চিলড্রেন অব স্কুল-গোয়িং এজএর কথা বলবো। ১৯৫৩-৫৪ সালে এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা হোল ৭২·৪ পারসেন্ট, ১৯৫৫ সালে এই সংখ্যা হ'ল ৭৮·৮ পারসেন্ট—এগুলোর পেজ নম্বর দিতে পারি। আর ১৯৫৫-৫৬ সালে খুব উন্নতি হ'ল—সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৮৭ পারসেন্ট। আর ১৯৫৬-৫৭ সালের ফিগার সম্বন্ধে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছি ওঁর চিঠি আমার কাছে আছে—তিনি দেখিয়েছেন যে ১৯৫৫-৫৬ সালের পর এই সংখ্যা আরও বেড়ে [illegible] আরও উন্নতিলাভ কোরে ৮৭

পারসেন্ট থেকে ৬৮ পারসেন্টএ দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এক বছরের কৃতিত্ব হচ্ছে ১৯ পারসেন্ট ড্রপ অব ইমপ্রুভমেন্ট অর্থাৎ এ্যান ইমপ্রুভমেন্ট ইন দি রিভার্স ডিরেকশন! আমি অঙ্কে খাঁট নই, তবু বলব হিসাব কেরে দেখলে বোঝা যাবে যে যদি এক বছরে ১৯ পারসেন্ট রিভার্স ডিরেকশন উন্নতি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কৃতি শিক্ষামন্ত্রী তিন বছর ছয় মাস দশ দিনে বাংলাদেশের প্রাইমারী স্কুল-গোয়িং ছাত্রের সংখ্যা বেকসুর জিরোতে দাঁড় করিয়ে দেবেন। অর্থাৎ তাঁর হাতযশে বাংলাদেশ গণ্ডমূর্খে পূর্ণ হয়ে যাবে। এই তথ্য সমস্ত তথা সারা পশ্চিম বাংলার। তাহলে মনে করেছিলাম নিশ্চয় ডিস্ট্রিকটের তথ্য আছে। আমি সেজন্য ডিস্ট্রিকটের তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছিলাম, অনুসন্ধান করেছিলাম। অনুসন্ধানের উত্তর আমার কাছে এই শিলপ রয়েছে ঐ এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের। তাতে জনৈক অফিসার শ্রী বি. পি. নিয়োগী লিখেছিলেন—"সরি, দি থিং ইজ নট ইয়েট রেডি"। তারপর আবার তাগাদা করাতে চিঠি এল—"আই এম সরি, দি স্টেটমেন্ট ইজ নট রেডি"। যদি ডিস্ট্রিকট বাই ডিস্ট্রিকট ফিগারস এখনও রেডি না থাকে তবে সারা বাংলার তথ্য কোথা থেকে তৈরি হল? এইসব অভিজ্ঞ স্ট্যাটিস্টিকস কোথা থেকে হল তা বুঝতে পারছি না যে, হোয়েন এ্যান্ড হাউ দিজ ফিগারস ওয়েয়ার কুক্‌ড? এ স্ট্যাটিস্টিকস কোথা থেকে তৈরি হয়েছিল, এখন সরকারই ডিস্ট্রিকটএর ফিগারস সরবরাহ করতে পারেন এবং বলেন সরি, ইট ইজ নট ইয়েট রেডি? এই যে ছাত্রের সংখ্যা বাড়ছে আবার কমছে—এটা কি টাইফয়েড ফিভারের টেম্পেরেচার, যে উঠছে আর নামছে? কে এই স্ট্যাটিস্টিকস সরবরাহ করছেন আমাদের কাছে? আর তিনিই আমাদের উপদেশ দেন—"লেখাপড়া একটু করুন—কিছু শিখুন"!

এইবার আসব সেকেন্ডারী স্কুলের ব্যাপারে। সারা ভারতে সেকেন্ডারী এডুকেশনের দায়িত্ব গভর্নমেন্টের চার্জে আছে ২২·২ পারসেন্ট। বাংলাদেশ নাকি শিক্ষামন্ত্রীর কৃতিত্বের ফলে এ বিষয়ে খুব উন্নত হয়েছে এবং এখানকার শিক্ষামন্ত্রী এই শিক্ষার জন্য খুব চেষ্টা করার ফলে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪·২ পারসেন্ট এবং প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজএর সংখ্যা হচ্ছে ৯৫·৪ পারসেন্ট। তার

Proportion of total expenditure on secondary education and of fee realised from students

দেখলে পাওয়া যায় যে গভর্নমেন্ট খরচ করছেন অল-ইন্ডিয়ায় ৪০·১ পারসেন্ট এবং স্কুল ফী আদায় হয়েছে ৪৪ পারসেন্ট। কেরালায় সরকার খরচ করেছেন ৪৬·৮ পারসেন্ট এবং ফীজ রিয়েলাইজড হচ্ছে ৪৪·৯ পারসেন্ট আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে বদান্য গভর্নমেন্ট খরচ করছেন ২০·২ পারসেন্ট এবং ফী আদায় করছেন ৬৬·৬ পারসেন্ট এবং সেকেন্ডারী এডুকেশনএর জন্য পশ্চিম বাংলায় সরকারের খরচ হচ্ছে সেকেন্ড লোয়েস্ট ইন ইন্ডিয়া। অর্থাৎ গভর্নমেন্ট যেটা খরচ করছেন সেটা সেকেন্ড নয়, সেকেন্ড লোয়েস্ট। এই সেকেন্ড লোয়েস্ট প্লেসটার প্রতি আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর একটা টান আছে, নচেৎ হঠাৎ সেকেন্ড লোয়েস্ট প্লেস অকুপাই করবার জন্য তাঁর কেন এত আগ্রহ? এটা বুঝতে পারলাম না।

Sj. Subodh Banerjee:

ডাঃ চ্যাটার্জি কি ফিলসফিতে এম.এর থার্ড ক্লাশএর সেকেন্ড লোয়েস্টএর কথা মিন করছেন?

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

আমি যা মিন করছি তাই বলছি।

তারপর সেকেন্ডারী এডুকেশনে পার্সেন্টেজ অব ট্রেন্ড টিচার্সদের কথা স্বতঃই এসে পড়ে। ১৯৫৭ সালে আমাদের দেশে ৭৬,৭৮৭ ছেলের মধ্যে ১,২০৮ জন স্কুল ফাইন্যালে ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করে, সেই জন্য এখানকার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন—"এই যেখানে ছাত্রদের স্ট্যান্ডার্ড, সেখানে কি কোরে এইসব ক্যান্ডিডেটদের কাজ দেওয়া যায়? ছেলের কতটা দোষ তা পরে বলব। এ বছর প্রায় ১ লক্ষ ছেলে দিয়েছিল, তার মধ্যে ১,৮৫০ জন ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছে। টিচারদের দোষ দিতে গেলে বলবো এখানকার টিচারদের দোষটা কি? মাদ্রাজে দেখি টিচারদের সংখ্যার অনুপাতে ট্রেন্ড টিচার হচ্ছে ৮৭·৬ পারসেন্ট, কেরালায় ৭২·১ পারসেন্ট

অর ওয়েষ্ট বেংগলে ২৬·৯ পারসেন্ট। এর পরেও যদি সমালোচনা করা হয়, তাহলে মন্ত্রী মহাশয়ের তেতো লাগে। তাহলে বলতেই হবে যে তার তেতো লাগাটা তারই মুখের দোষ, আমাদের গলার দোষ নয়। তেতো লাগলে কি করা যাবে। অপ্রিয় হ'লেও এযে কঠিন সত্য এবং অবিমিশ্র সত্য!

তারপরে সেকেন্ডারী বোর্ড অব এডুকেশন একটু ফাটকা বাজারের পর্য্যায়ে নেমেছে। এই ক'বছরে কি লভ করেছেন তা বলিঃ

১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত—

রিসিপটস	এক্সপেন্ডিচার	সারপ্লাস
৪২ লক্ষ টাকা	২০ লক্ষ টাকা	২২ লক্ষ টাকা
৭১ লক্ষ টাকা	৪৩ লক্ষ টাকা	২৮ লক্ষ টাকা
৭৪ লক্ষ টাকা	৫১ লক্ষ টাকা	২৩ লক্ষ টাকা
৮৪ লক্ষ টাকা	৫৪ লক্ষ টাকা	৩০ লক্ষ টাকা
৯৫ লক্ষ টাকা	৭৬ লক্ষ টাকা	১৯ লক্ষ টাকা
১০২ লক্ষ টাকা	৮৫ লক্ষ টাকা	১৭ লক্ষ টাকা
১০৪ লক্ষ টাকা	৯২ লক্ষ টাকা	১২ লক্ষ টাকা

তাহলে এই কবছরে সেকেন্ডারি স্কুল বোর্ড থেকে ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেকেন্ডারী বোর্ড করে চমৎকার লাভের ব্যবসা ফেঁদেছেন, অভিভাবকদের পকেট মেরে! ওয়েলফেয়ার ষ্টেট অফ সোশ্যালিষ্টিক প্যাটার্ন কিনা!

তারপরে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন সম্বন্ধে জানাব। আপার হাউসে ৩রা মার্চ তারিখে এডুকেশন মিনিষ্টার বলেন যে,

"in 1947-48 with 38 thousand students on the University roll"—

গভর্নমেন্ট তাঁদের ৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দিয়েছিলেন, আর ১৯৫৬-৫৭ সালে যখন ৮৩ থাউসেন্ড ষ্টুডেন্টস তখন ২১ লক্ষ ৫২ হাজার দিয়েছেন। অতএব তাঁদের গ্রান্টের কোন ঔদার্যের অভাব হয় নি। জানি না এ ফিগারস কে ওয়ার্ক আউট করেছেন, উনি নিজে না ও'র পিছনকার সেক্রেটারিয়েট তৈয়ার করে দিয়েছেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে তখন ইউনিভার্সিটির হাতে ম্যাট্রিকুলেশন একজামিনেশন ছিল, তখন সেকেন্ডারি বোর্ড হয় নি। সেইজন্য ১৯৪৭-৪৮ সালে ৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ইউনিভার্সিটি পেয়েছে, কিন্তু তার সংগে ম্যাট্রিকুলেশনের ইনকাম এ্যাড করা উচিত ছিল। সমশুদ্ধ দাঁড়ায় ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ যেখানে ৩৮ হাজার ছেলের জন্য ইউনিভার্সিটি ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা পেয়েছে, সেই অনুপাতে কষে দেখলে পর যখন ৮৩ হাজার ছেলে হয়েছে, তখন তাদের প্রাপ্য হওয়া উচিত ছিল, ৩৭ লক্ষ ·৭০ হাজার টাকা, এবং এ বছর যখন ১ লক্ষ ১৫ হাজার ইউনিভার্সিটি ষ্টুডেন্টস সেখানে ৫২ লক্ষ টাকা পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি দিয়েছেন তা বলছি। তিনি বলেছেন, ১৯৫১ সালে যখন সেকেন্ডারি বোর্ড এ্যাক্ট হল তখন তাতে বলা আছে যে, ৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা কম্পেন্সেশন দিবেন। কিন্তু এ বছর বাজেট আলোচনা'র সময় তিনি পরের পর সংখ্যা দিয়ে দেখিয়েছেন যে, প্রাইমারী, সেকেন্ডারি ও ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে। তা যদি বাড়ে তাহলে ভদ্রলোকের এক কথা ১৯৫১ সাল থেকে ৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা এই কম্পেনসেশন কি করে হয়? কারণ, যখন ছেলে বাড়ছে, এবং স্কুল ফাইন্যাল পাশ করলে পর কলেজিয়েট স্টেজে যাওয়া তার খরচও দিতে হবে। সেখানে তাই আমার মনে হয় যেমন এক ভদ্রলোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ হয়েছিল; তাতে তিনি বলেছিলেন ৫ জন লোক এলে পর হাঁড়িতে যা রসগোল্লা আছে, ৫০০ লোক এলে পরও ঢালাও খাইয়ে যাও একটা কোরে। সেই রকম আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষার খাতে বদান্য—ঢালাও একটি কোরে রসগোল্লা খাওয়াও সেইভাবে। যত ছাত্রই বাড়ুক না কেন—৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা—ভদ্রলোকের এক কথা। আমরা বলি ইউনিভার্সিটি এ্যাক্টে আছে তাঁরা দেবেন মিনিমাম ১৬ লক্ষ টাকা কলিকাতা

ইউনিভার্সিটিকে—

and that is the minimum statutory grant.

আজকে জিজ্ঞাসা করি—উনি সেদিন যা বলে গেছেন ও'র বক্তৃতার মধ্যে যে এত ইউনিভার্সিটি ছাত্র বেড়ে গেছে, এত শিক্ষা আমরা দিচ্ছি, কিন্তু মিনিমাম ষ্ট্যাটুটারী গ্রান্ট এক নয়া পয়সাও বাড়িয়েছেন সেখানে? এইসব তথ্য যখন সরবরাহ করেন তখন এসবও বলেন না কেন? আমি দুটো কোট করছি—স্বর্গীয় ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখার্জী যিনি গভর্নর ছিলেন, তিনি তাঁর কনভোকেশন অ্যাড্রেসএ বলেছিলেন—ইউনাইটেড কিংডমএ ১৯৩৮-৩৯ সালে ইউনিভার্সিটির যা খরচ তার ⅓ দেন গভর্নমেন্ট এবং ১৯৫৫ সালে সেটা টু-থার্ডসএ দাঁড়িয়েছে। তাদের সেখানে শিক্ষাও বাড়ছে সঙ্গে সঙ্গে টাকাও বাড়ছে, কিন্তু আমাদের এখানে শিক্ষা বাড়ছে, ছেলে বাড়ছে—কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা—সেই ১৬ লক্ষ টাকা। সেখানে ষ্টুডেন্টসদের কি রকম এনকারেজ করা হয় দেখুন। ১৯৩৪-৩৫ সালে ইউনাইটেড কিংডমএ ৪০ পার সেন্ট ষ্টুডেন্টস ষ্টাইপেন্ডারি, আর আজ সেখানে ৬৮ পার সেন্ট ষ্টাইপেন্ডারি। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ—যেগুলি এরিষ্টোকেট ইউনিভার্সিটি সেখানেও ১৯৩৪-৩৫ সালে ৪৩·৪ পার সেন্ট ষ্টাইপেন্ডারি এবং সেখানে ১৯৪৯ সালে ৪২ পার সেন্ট ষ্টাইপেন্ডারি।

[4-50—5 p.m.]

হরেন মুখার্জী মহাশয়ের কথা থেকে আমি এ জিনিষ বলছি। এই গেল ইউনিভার্সিটি এডুকেশন সম্বন্ধে, এবার আমি শিক্ষকদের সম্বন্ধে কিছু বলবো। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটিতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আমি তাঁকে অনুরোধ করবো যে সেটা কপি করে আমাদের কংগ্রেসী বন্ধু এবং বিরোধীপক্ষের বন্ধুদের কাছে করবরাহ করা হোক। তিনি বলেছিলেন,

> "Our teachers are ill paid. They have got no status in society and yet these are the persons in whom we have laid the responsibility for our future generations."

কিন্তু তাঁদের প্রতি কি করা হয়েছে? সম্প্রতি তাঁদের অনশন ধর্মঘট করতে হয়েছিল, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সামনে তাঁদের যেতে বলা হয়েছিল, তাঁরা যান নি—তারপরে কি হোল? ট্রেনিং স্কুলে যে ভর্তি করা হচ্ছে, সেই ট্রেনিং স্কুলের ভর্তির ব্যাপারে ব্ল্যাক লেগিং চলছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে তাঁদের যারা আজ্ঞাবাহী তাঁদের জন্য ৬০ পার্সেন্ট এ্যাডমিশন রিজার্ভ করা হচ্ছে—অথচ সেখানে ইতিপূর্বে ভর্তি হবার জন্য এ্যাডমিশন টেষ্ট হোত। ফলে এই হয়েছে যাঁরা এ্যাডমিশন টেষ্টএ পাশ করেছেন, তাঁরা ঢুকতে পান নি, কিন্তু যাঁরা ও'দের "শ্রীচরণ কমলেষু" তাঁদের জন্য ৬০ পার্সেন্ট সিট রেখে দিয়েছেন। এরপরেও যদি বলেন যে আমাদের শিক্ষা দপ্তর অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, তাহলে আমি একটা কথা বলবো যে আর বেশী দেরী নেই।

পরিশেষে একটা কথা বলে আমি শেষ করবো স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র একখানা বই লিখেছিলেন "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস"। কাল রাত্রে আমিও স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান পেয়েছি, এপ্রোপ্রিয়েশন বিলটা নিয়ে পড়তে পড়তে বুকের উপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম যে বিলের মলাটের পরের পাতায় পঞ্জিকার ধরনের এক ছবি তাতে দুটি মূর্তি। ছবির উপরে লেখা আছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তর আর নীচে লেখা আছে, "যাহা রাজা তার মন্ত্রী আজি"। [হাস্য]

Dr. Suresh Chandra Banerjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি সেদিন আমাদের উদ্বাস্তুমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে খুশীই হয়েছি, খুশী হয়েছি এইজন্য যে তিনি পরিসংখ্যানের সাহায্যে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তা খুবই মূল্যবান। তিনি বলেছেন যে যদিও আমরা এপর্যন্ত অনেক টাকা উদ্বাস্তুদের জন্য খরচ করেছি তবুও শতকরা ৫০ জনের বেশী লোককে আমরা

পুনর্বাসন দিতে পারি নি। একথাটা নূতন নয়। একথা আমরা অনেক দিন ধরে বলে আসছি, কিন্তু মন্ত্রীরা তা মানেন নি। তিনি যদি বলতেন কেন তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হোল, কেন এত টাকা খরচ করেও শতকরা ৫০ জনকে মাত্র পুনর্বাসন দিতে পারলেন তবে আমরা আরও খুশী হতাম, আমরা বুঝতে পারতাম যে কোথায় ত্রুটী আছে। আমরা জানি যে তাঁদের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নীতিতেই গলদ ছিল। তাঁরা প্রথম থেকে বিল করলেন যে প্রত্যেক উদ্বাস্তু পরিবারকে ৪-৫ কাঠা করে জমি দিতে হবে, কিছু গৃহ নির্মাণ ঋণ দিতে হবে এবং কিছু ব্যবসায়ী ঋণ দিতে হবে, যেন এ তিনটি কাজ করলেই তাঁদের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ শেষ হয়ে যাবে। প্রথম দুটো সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নেই। কারণ সত্যই গৃহ ঋণের সাহায্যে তারা অনেক গৃহ বানিয়েছে এবং সেইসব গৃহে তারা বসতি করছে। জমিও তারা পেয়েছে, কিন্তু ব্যবসায় ঋণের সাহায্যে তারা পুনর্বসতি লাভ করতে পারে নি, কেন না প্রথমতঃ একটা জায়গার সেন্ট পার্সেন্ট লোক ব্যবসা করে খেতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ সকলে ব্যবসা করতে জানেও না, তৃতীয়তঃ এমন অনেক জায়গায় তাদের উপনিবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার ধারে কাছে কোন ব্যবসার সুযোগ নেই, বাজার নেই, বন্দর নেই। সুতরাং যদিও অনেক টাকা গভর্নমেন্ট উদ্বাস্তুদের জন্য খরচ করেছেন—অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যয়িত অর্থের তুলনায় সেটা অনেক কম, তবুও আমি বলি না যে কম টাকা খরচ করেছেন, ঠিক পথে যদি এই টাকা ব্যয়িত হোত তাহলে তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা যে অনেকটা হয়ে যেতে পারতো—তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদি তারা একটা পরিসংখ্যানের সাহায্যে নির্ণয় করতেন কত উদ্বাস্তু সরকার প্রদত্ত অর্থে পুনর্বসতি লাভে সমর্থ হয়েছে। তবে দেখতেন যে, শতকরা ৫ জনও সমর্থ হয় নি আর বাদবাকী ৪৫ জন তাদের নিজেদের চেষ্টায়, নানা প্রকার কাজ কর্ম করে পুনর্বসতি লাভ করতে চেষ্টা করেছে। এরা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোন সাহায্য বা সহানুভূতি পায় নি। মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা রাস্তার দু পাশে ছোটখাট বহু দোকান করেছিল এবং এ বিষয়ে আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কাছে বহু আবেদন নিবেদনও করেছি, কিন্তু বাধা ছাড়া কোন রকম সাহায্য পাই নি। পুলিশ তাদের লাঠি পেটা করে উঠিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বহু উদ্বাস্তু ইস্টার্ণ রেলওয়ের বিভিন্ন গাড়ীতে হকারী করে মাসে ৩০।৪০।৫০ টাকা উপার্জন করে তাদের উপরও হামলা চলে। এই ব্যাপারে আমরা গভর্নমেন্টের কাছে বলছি, যে পর্যন্ত তারা পুনর্বসতির সুযোগ না পায় সে পর্যন্ত হকারী করবার জন্য তাদের লাইসেন্স দেওয়া হোক, কিন্তু তাও দেওয়া হয় নি। লাইসেন্স না পাবার ফলে পুলিশ তাদের ধরছে, জেলে নিয়ে যাচ্ছে এবং ঘুষ খাচ্ছে। আমি আমার বাজেট স্পীচে বলেছিলাম, গভর্নমেন্ট যদি একটু বাস্তব দৃষ্টি ও দরদ নিয়ে চেষ্টা করেন তবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন খুব কঠিন নয়। আমরা বারবার বলেছি যে যেসমস্ত স্কোয়াটার কলোনী আছে তাদের যদি রেগুলারাইজ করা হয়, বা যেসমস্ত বিনিময় সম্পত্তি আছে তা যদি বিধিবদ্ধ করা হয়, বা যেসমস্ত কলোনী নিজেদের চেষ্টায় বা গভর্নমেন্টের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে তাতে ছোট ছোট শিল্প, যেমন স্পিনিং, মিল করা হয় বা যেসমস্ত ক্যাম্পে রিফুজি আছে তাদের যদি জলাভূমির উন্নতিসাধন করে কৃষির মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়, তবে দেখা যাবে পশ্চিমবাংলার বর্তমানে যেসব উদ্বাস্তু আছে তাদের পুনর্বাসন মোটেই কঠিন নয়। সেজন্য গভর্নমেন্টের কাছে আমার অনুরোধ যে অনেক সময় ও অর্থ নষ্ট হয়েছে, এখন আর সময় ও অর্থ নষ্ট না করে বাস্তব-দৃষ্টি ও দরদ নিয়ে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন। তারপর তাঁরা যে ৫।৬ বছর ধরে কাপড়ের কল করার কথা বলে আসছেন সে কল ক'টা যদি দ্রুত চালু করতে পারেন, তাহলে ভাল হয়। গয়েশপুরে যে কলটা হবার কথা ছিল সেটা কাটাগজে হচ্ছে, কিন্তু সেখানে কাজ যেন এগোতেই চায় না। কাজের ধরণ দেখে মনে হয় যে গভর্নমেন্ট চান না এটা হোক। তাহেরপুর, হাবড়া, চাকদহে কল করবার কথা গত কয়েক বৎসর ধরেই শুনে আসছি, কিন্তু এসব জায়গায় কল যে স্থাপিত হবে এমন কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। আর একটা কথা বলেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। পশ্চিম বংলার দুর্ভাগ্য এই যে পশ্চিম বাংলায় যেসব কাজ আছে তার বেশীর ভাগ কাজই করে বাইরের লোকেরা। সম্প্রতি মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র

একটা বক্তৃতা কৃষ্ণনগরে খাদি ভান্ডার খুলতে গিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা পড়লাম তাতে তিনি বলেছেন যে আমাদের দেশ থেকে ইট কাটার খাতে কোটি কোটি টাকা বাংলার বাইরে চলে যায়।

[5—5-20 p.m.]

শুধু ইট কাটার ব্যাপারে কেন, যে দিকেই তাকানো যাক দেখা যাবে অবাঙ্গালীরা কাজ করছে। এই যেমন কল্যাণীতে কাজ হচ্ছে সরকারের অধীনে, সেখানে কয়টা বাঙ্গালী কাজ করে। কাটাগঞ্জে যেখানে স্পিনিং মিল হচ্ছে—আমি প্রফুল্লবাবুকে অনুরোধ করি তিনি নিজে গিয়ে একদিন দেখুন—সেই স্পিনিং মিলএ যে কনষ্ট্রাকশন হচ্ছে সেখানে কয়জন বাঙ্গালী কাজ করছে? কেন বাঙ্গালী কাজ করে না? আপনি কন্ট্রাক্ট দিয়েছেন কাকে—কন্ট্রাক্টাররা সস্তায় হিন্দুস্থানীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়—বাঙ্গালীদের এপয়েন্ট করে না। এসব বিষয়ে আপনারা অবহিত হউন। আমি আর একটা কথা বলে আমার বক্তৃতা শেষ করব। আমি এসব বিষয়ে ডাঃ রায়কে লিখেছি, প্রফুল্লবাবুকে লিখে কোন উত্তর পাই নি। আপনারা যেসমস্ত কলোনীতে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করছেন যেমন লিচুতলা কলোনীতে করছেন, যেমন গায়েশপুরে করছেন, যেমন কাটাগঞ্জে করছেন, সেইসব কলোনীতে যে রাস্তা হচ্ছে, ড্রেন হচ্ছে, পুকুর কাটা হচ্ছে—সেখানে গিয়ে একবার দেখে আসুন, সেখানে কিভাবে কাজ হচ্ছে। কিভাবে টাকার অপচয় হচ্ছে। একদিকে লোকেরা হাহাকার করছে আর একদিকে কি রকম অপচয় ঘটছে। কলোনীর লোকেরা ভেবেছিল, সত্যিই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সরকার কলোনীর ডেভেলপ করবে, যখন এই সমস্ত কাজ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টএর হাতে ছিল তখন ঠিকভাবে কাজ হত, কিন্তু কন্ট্রাক্ট ডিপার্টমেন্টএ যাবার পরে কিভাবে কাজ হচ্ছে, একবার দয়া করে আপনারা দেখে আসুন—এই আমার অনুরোধ।

[At this stage the House was adjourned up to 5-20 p.m.]

[*After adjournment*]

[5-20—5-30 p.m.]

Sj. Phakir Chandra Ray:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পল্লীপ্রধান পশ্চিম বাংলার একটা সমস্যা হ'ল ক্রেডিট। এই রুরাল ক্রেডিটএর সমস্যা একটা প্রকান্ড সমস্যা। এই সমস্যা সমাধান করবার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে পল্লী অঞ্চলে লার্জ-স্কেল ক্রেডিট সোসাইটি গঠন করবার কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। যতদূর সংবাদ পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে লার্জ-স্কেল ক্রেডিট সোসাইটী গ্রামাঞ্চলে সাফল্যমণ্ডিত হবে। কিন্তু সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পথে বাধা আসছে এই সমবায় বিভাগ থেকে। লার্জ-স্কেল ক্রেডিট সোসাইটী গড়বার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ম্যানেজারএর। তাদের মাহিনা হচ্ছে ৭৫ টাকা করে। এই সামান্য মাহিনা তারা আবার ৪ মাস ধরে পান নি। যে প্রতিষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে, তার প্রতি ডিপার্টমেন্টএর তরফ থেকে যদি এই রকম অবহেলা থাকে, তাহলে এইসব প্রতিষ্ঠান মোটেই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে না। আজকে রুরাল ক্রেডিটএর যেটা সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান করবার পক্ষে সরকারের যেসব প্রচেষ্টা চলছে তার মধ্যে দেখা যায় আন্তরিকতা নেই। আমি অনুরোধ করব যাতে এই ম্যানেজার যাঁরা ৪ মাস ধরে মাহিনা পাচ্ছেন না—অবিলম্বে যাতে তাঁরা মাহিনা পান সেই ব্যবস্থা যেন করা হয়। এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ কি, তাঁদের উন্নতির রাস্তা কি, এই বিভাগে তাঁদের স্থান কি—এইসব কথা যেন বিবেচনা করা হয় এবং তার প্রতিকার করা হয়।

পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা বেশী, জমি কম, কৃষিপ্রধান জায়গা—যদি এদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে শিল্পায়ন গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এই শিল্পায়ন করতে গেলে পশ্চিম বাংলার যে কুটিরশিল্প—যা আজ মৃতপ্রায় অবস্থায়—তাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। ছোট ছোট ও মাঝারী ধরণের শিল্প গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প, মাঝারী রকমের শিল্প—যে শিল্পের উপর বাঙ্গালী

বাঁচতে পারে, সেদিকে সরকারী অর্থব্যয় মোটেই সন্তোষজনক নয়, সরকারের বেশীর ভাগ অর্থব্যয় হচ্ছে, বৃহদাকার শিল্পের দিকে। সরকার সম্প্রতি জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা ঋণ চেয়েছেন এবং সেই টাকা চেয়েছেন বৃহদাকার শিল্পের জন্য, দুর্গাপুরে কোক-ওভেন প্ল্যান্টএর জন্য। কিন্তু এই টাকা যদি কুটির শিল্পে, মাঝারী রকম শিল্পে—যে শিল্পের উপর বাঙ্গালীরা বাঁচতে পারে, তার দিকে খরচ করবার ব্যবস্থা হতো, তাহলে সত্যিকার পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালী সমাজের উপকার করা হোত।

তারপর অপব্যয়ের কথা একটু বলছি—'অমৃতবাজার পত্রিকায়' একটা সংবাদ দেখলাম। যে কার্যক্রম ভারত সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট দিয়েছেন, সেই কার্যক্রম ভারত সরকার মঞ্জুর করেন নাই। যে ব্যয়বাহুল্য হয়েছে এবং বহু টাকা যা অপচয় হয়েছে; সল্ট লেক ক্লিয়ারেন্সএর এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে গেলে অপচয় হবার আশঙ্কা খুব বেশী আছে। এবং আরো অভিযোগ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপব্যয় বহু। বিভিন্ন সরকারী প্রচেষ্টায় যখন সরকারী তহবিল থেকে খরচ হয়, তখন দেখি বহু অপব্যয় হয়। এই অপব্যয়ের কথা ভারত সরকারও বলছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অপব্যয় সম্পর্কে সচেতন হন; যাতে অপব্যয় বন্ধ করতে পারা যায়, তার ব্যবস্থা করুন।

অডিট রিপোর্টে ২ লক্ষ টাকার বেশীতে অবজেক্‌শন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এত যে অবজেক্‌শন এইসব অবজেক্‌শনএর কোন কৈফিয়ৎ আজ পর্যন্ত ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয় নাই। এতে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টএর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে আমার মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গের তহবিল থেকে টাকা নেবার জন্য যে বিল এনেছেন, এটা কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। যে পাবলিক একাউন্টস কমিটি আছে এসেম্বলী থেকে নির্বাচিত, তাঁরা সরকারী বিভিন্ন বিভাগের খরচের উপর নজর রাখেন। কিন্তু সত্যিকারের এসেম্বলীর কন্ট্রোল যদি ষ্টেটের উপর রাখতে হয়, তাহলে বিভিন্ন বিভাগের ফাইন্যান্সিয়াল এষ্টিমেট যখন তৈরী করা হয়, সেই সময় এসেম্বলীর হাত থাকা ও পরামর্শ থাকা এসেম্বলীর কন্ফিডেন্সএর জন্য দরকার।

এই কয়টি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ও এই বিলের বিরোধিতা করছি।

Sjkta. Tusar Tudu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ এই এপ্রোপ্রিয়েশন বিল আমাদের সামনে আছে। আর বাজেটের সমালোচনা আমি যতদূর সম্ভব মনোযোগ সরকারে শুনেছি। তাতে আমি একই কথা শুনে আসছি। কারণ আমি বিশ্বাস করি—তাঁরা নিশ্চয়ই ভদ্রলোক এবং সেজন্য ডাঃ রায়ের লক্ষ্ণৌ কনভোকেশন এড্রেসও আমি শুনেছি। আর যে টাকা এখানে বরাদ্দ হয়, তা বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত করবার জন্য হয়, সে কথাও শুনেছি ইতিপূর্বে।

মাননীয় সদস্যদের আপনাদের মাধ্যমে একথা বলতে চাই যে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করলে আপনারা দেখতে পাবেন—সমস্ত টাকা বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত করবার জন্য বরাদ্দ হয় না। আমার আজ অল্প সময়। আমি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে বলবার আগে এইটুকু বলবো যে মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য থেকে আমি এইটুকু জানতে পেরেছি—তাঁরা বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারেন নি কোন্‌ সময়ের সঙ্গে কোন্‌ সময়ের তুলনা করছেন। তাই মাননীয় সদস্য দেবেন সেন বক্তৃতার প্রারম্ভে বলেছেন যে প্রথমে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখতে চান এবং তিনি চেয়ে দেখেছেন। তাই তিনি পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে তাঁর নিজের দেশের কথা হারিয়ে ফেলেছেন—তাই তিনি ভুলে গেছেন। স্বাধীনতার দশ বছর পরের কথা, তিনি তুলনা করছেন অন্য সব পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে। আমি তাঁর তুলনায় কোন দরদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেলাম না।

[এ ভয়েস: কেরালা কি পাশ্চাত্য দেশ?]

[5-30—5-40 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের বাজেটের মধ্যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারএর খাতে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তাতে এখানকার মাননীয় সদস্যদের কারও কাছ থেকে এ পর্যন্ত বিশেষ কোন সুপরিকল্পিত সাজেশন আমরা শুনতে পাইনি।

আমি আজ গভর্নমেন্টকে অভিনন্দিত করছি এই জন্য যে তাঁরা আজ ১০ বছরের মধ্যে এই খাতে ব্যয়বরাদ্দ ক্রমশঃ বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আমার বিশ্বাস এই খাতে যে ব্যয়বরাদ্দের টাকা ধরা হয়েছে, তার দ্বারা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারএর কাজ সুসম্পন্ন হবে, এবং আমাদের সকলের সহযোগিতা এতে কামনা করি। কারণ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে পরিমাণ টাকা এই সমস্ত অনুন্নত জাতির জন্য খরচ হয়ে থাকে, সেই সমস্ত টাকার খবর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের উপজাতি ভাইবোনেরা জানেন না। তাই মাননীয় সদস্যদের কাছে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাতে চাই, তাঁরা যেন এই যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার স্কীমএর মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ রয়েছে, সেগুলি তাদের জানিয়ে দেন।

তারপর দেখছি উপজাতির শিক্ষাখাতে সরকার আজ পর্যন্ত বহু টাকা ব্যয় করেছেন, যার ফলে আজকে গভর্নমেন্ট অফিস থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ওয়র্কশপএ আমাদের উপজাতি কর্মচারীদের দেখতে পাই। যা ইতিপূর্বে দশ বছরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই নি।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজ আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের এইটুকু দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, বর্তমানে এই খাতে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়, তা অধিকাংশ সময়ই ঠিক মত, ভালভাবে খরচ হয় না। তার কারণ সেখানে কোন একজিকিউটিভ অফিসার নেই। সেইজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যাতে এর জন্য উপযুক্ত সরকারী অফিসার নিযুক্ত করা হয়। এই ব্যাপারে যেটুকু টাকা বরাদ্দ হচ্ছে সেটা যেন ভালভাবে বিভিন্ন জেলাতে প্রয়োগ হয়, সেদিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বলতে চাই, শিক্ষার দিক দিয়ে যেমন উপজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারলাভ করছে, তেমনি তাদের স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও আমাদের দেখতে হবে। আজ এই উপজাতির মধ্যে যে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ, বিশেষ করে ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, তার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে বেশী করে যাতে সীট রিজার্ভ করা যায়, তার ব্যবস্থা করবার জন্য আমি বিশেষ করে সরকারকে অনুরোধ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন ইতিপূর্বে জলপাইগুড়িতে মোবাইল ডিস্পেন্সারী দেওয়া হয়েছে, যাতে উপজাতি গ্রামগুলির মধ্যে এই মোবাইল ইউনিটগুলি কাজ করতে পারে, এবং যাতে বিনামূল্যে সেখানকার উপজাতি ভাইবোনরা সাহায্য পেতে পারে তারও বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

আমি সরকারকে অনুরোধ করি, উপজাতিদের স্বাস্থ্যের জন্য হাসপাতালে শুধু সীট রিজার্ভ করাই নয়, যাতে এইরকম মোবাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিভিন্ন জেলাতে খোলা যেতে পারে তারও ব্যবস্থা করা উচিত। এবং তা করলে পর আমরা আরও সত্বর উপজাতির মধ্যে কাজের ফল দেখতে পাবো।

আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, আমাদের উপজাতির জন্য যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে, তার ইকোনমিক কন্ডিশন ডেভেলপ করা। তা যদি করা না হয়, তাহলে আমরা যতই শিক্ষাখাতে ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়বরাদ্দ করি না কেন, তাতে খুব বেশী আশাপ্রদ ফল দেখতে পাবো বলে আমি মনে করি না। তা যদি না হয় তাহলে তাদের জন্য যে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ হচ্ছে এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ যা হচ্ছে তাতে আমরা খুব বেশী আশাপ্রদ ফল দেখতে পাচ্ছি না। কারণ আমরা জানি অল্প শিক্ষা পাবার পর ক্লাস এইট, ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়ার পর তারা সংসারের চাপে তাদের নানা কাজ দেখতে হয় ফলে তারা উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হতে পারে না। সেই জন্য আমি আশা করি যে ভবিষ্যতে সরকার এই যে যারা নন-ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশুনো করার পর তাদের আর্থিক অবস্থার জন্য

যারা কাজ খোঁজে তাদের যেন জল ওয়ার্কশপএ বিভিন্ন কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। যাতে তারা তার মধ্যে দিয়ে তাদের নিজেদের আর্থিক উন্নতি করতে পারে। অন্য দিক থেকেও তারা ভবিষ্যতে নিজেদের অন্যের সংগে সমান করে তুলতে পারে। কারণ আমার বিশ্বাস এই সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তাতে চিরদিন তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে তা নয়, একদিন তাদের কম্পিটিশনএ দাঁড়াতে হবে এবং তারা যাতে দাঁড়াতে পরে সেই কাজের জন্য সকলের সহযোগিতা আমি কামনা করি। তাদের সম্বন্ধে যে মনোভাব রয়েছে, তারা আলাদা হয়ে রয়েছে, সেই মনোভাব যেন দূর হয়। আমাদের অন্য ভাইবোনেরাও রয়েছে তারা যেন ঠিক সেইভাবেই তাদের গ্রহণ করতে পারে। তারা কিছু সময় আলাদা ছিল কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের এমন একটা অবস্থায় যেন দেখতে পারেন, যেখানে তারা সকলের সংগে সমান হয়ে সমান কাজ করতে পারে এবং সেই অবস্থার সৃষ্টি করাই আজকে আমাদের গভর্নমেন্টএর প্রধান উদ্দেশ্য। সেই অবস্থা যদি সৃষ্টি করতে হয় তাহলে আমাদের মাননীয় সদস্যদের মাধ্যমে সমস্ত দেশবাসীকে এই কথা বলি যে এই কাজে তাদের সকলের সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sj. Panchanan Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের দুর্ভাগ্য যে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে নেই। তিনি আগের দিনে অর্থাৎ যখন খাদ্য সম্পর্কে বাজেট বিতর্কের জবাব দিচ্ছিলেন, সেই সময় যে ফিগার দিয়েছিলেন, স্ট্যাটিস্টিকস দিয়েছিলেন, সেগুলি শুধু ভুলই নয়, অতি মারাত্মক ভুল। এখন ষ্ট্যাটিষ্টিকস সম্বন্ধে আমার মাথা ব্যাথা এই জন্য যে জন্মসংখ্যা, মৃত্যুসংখ্যা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি—এই সম্বন্ধে পাকা জ্ঞান না থাকলে এই বাজেট বরাদ্দ থেকে আরম্ভ করে সব কিছুতেই কেবল ঢেউ গুনতে হয়। তিনি আগের দিনে বললেন ১৯৪৭ সালের বাংলাদেশে কত লোক জন্মেছে তার সংখ্যা দিলেন—অবশ্য সেটা সংশোধন করে বিতর্কের দিনে তিনি যা বললেন তা হচ্ছে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মাসিক জন্মের হার ছিল ৩৫ হাজার, আর মাসিক মৃত্যুর হার ছিল ৩২ হাজার। ১৯৫৬ সালে খুব উন্নতি হয়, মাসিক জন্মের হার ৫২ হাজার, মাসিক মৃত্যুর হার ২৮ হাজার। এর একটা হিসাব নিয়ে সেদিন আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে গিয়েছিলাম, তখন মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয় আমাকে বলেছিলেন পরে একদিন এই কথা তুলবেন। সেন্সাস রিপোর্ট দেখলে দেখা যাবে এ ফিগার ভুল। তাহলে এখানে বলতে হয় যে সেন্সাস কমিশনারএর যে মেসিনারী আছে, যারা ১২ মাস এই কাজ করে, ভোটার লিষ্ট তৈরী করে প্রতি কনষ্টিটিউয়েন্সীতে, হয় তারা গাঁজা খায়, নাহলে মন্ত্রী মহাশয়ের উপর রাজসাহী জেলার কোন এক মহকুমার প্রভাব পড়েছে। সেন্সাস রিপোর্টএ দেখছি বার্থ রেট ১৯৪১ টু ১৯৫০, এই ১০ বৎসরে গড়ে বেড়েছে ৩৫·৪ পার থাউজেন্ড।

[5-40—5-50 p.m.]

তাহলে আমাদের দেশে ১৯৪৭-৪৮ সালে ঐ হিসাবে দাঁড়ায় ২ কোটি ২৮ লক্ষ, এই পপুলেশনএ মোট জন্মসংখ্যা দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার আর ডেথ্ রেটও দেওয়া হয়েছে ২৮·৬ পার থাউজেন্ড, মৃত্যুসংখ্যা ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার—এই হল সেন্সাস কমিশনারএর একটা রিপোর্ট। কিন্তু সেন্সাস কমিশনার একটা সামারি করে বলেছেন, ভারতবর্ষে গড়পরতা জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৩৬ কোটিতে ৫০ লক্ষ, তার মানে বাংলাদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হওয়া উচিত ৩ লক্ষের কিছু বেশী—৩ লক্ষ ১৬ হাজার কি ১৮ হাজার। আর সেন্সাস রিপোর্ট থেকে দেখবেন যে, রেজিষ্ট্রেশন অফ বার্থ রেট অ্যান্ড রেজিষ্ট্রেশন অফ ডেথ রেটএর মধ্যে গোলমাল আছে। সেন্সাস কমিশনার রিপোর্টএ একথা স্বীকার করে বলেছেন যে, এক্‌চুয়াল বার্থ রেট এবং রেজিস্টার্ড বার্থ রেটএর মধ্যে তফাৎ আছে। যথা ঐ সময়ে ১০ বছরে রেজিষ্ট্রেশন অফ বার্থ রেটএর সংখ্যা ছিল হাজারে ২০·৫ যেখানে ৩৫; পয়েন্ট সামথিং সেন্সাস কমিশনার আন্দাজ করেছেন হাজার করা বাড়তি হওয়া উচিত। ডেথ রেটএর বেলায় ঠিক দেখা গেল ১৮·৯ রেজিস্টার্ড, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার তুলনায় আরও অনেক বেশী। কিন্তু এটাকে একটা স্যাম্পল সার্ভে পাওয়া যায়।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে যাঁর বাড়ীতে জন্মালো রেজিস্ট্রেশন করান, মৃত্যুর বেলায়ও রেজিস্ট্রেশন করান তারাই এবং মিউনিসিপ্যাল টাউনগুলিতে রেজিস্ট্রেশন হয় তাহলে একটা স্যাম্পল সার্ভে পাওয়া যায় এবং তাতে দেখা যায় যে, ৩৬,৪৮০ অ্যানুয়াল ইনক্রিজ—সেটাও অনেকাংশে ভুল। কিন্তু আর একটা ফিগার আছে সেন্সাস কমিশনারএর, তিনি বলছেন বার্থ রেট হচ্ছে ৩৫·৪ আর রেজিষ্টার্ড ডেথ রেট হচ্ছে ১৮·৯—এটা ৩৫·৪ থেকে বাদ দিলে হয় ১৬·৫। আমাদের দেশে বছরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার অর্থাৎ সেন্সাস কমিশনার যে সামারী করেছেন যে বছরে ৩৬ কোটি পপুলেশন ঐ ৫০ লক্ষ এই হিসাবে বাংলাদেশে যা হওয়া উচিত এটা তার কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রফুল্লবাবু যে হিসাব দিয়েছেন ১৯৫৬ সালের সেটা বোগাস মনে হয়। ১৯৫৬ সালের যে হিসাব—বছরে ৫২ হাজার জন্ম হলে হাজারে হার দাঁড়ায় ২১;৭, সেন্সাস কমিশনার জেনারেল যা বলেছেন সেটা হচ্ছে হাজার করা ৩৪এর বেশী। উত্তর প্রদেশের একটা রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় সেখানে হার হচ্ছে ৩৫, সুতরাং এটা বলা যায় যে, তাদের শাসনে জন্মের হার কমে গিয়েছে, কমে দাঁড়িয়েছে হাজার করা ২১। তাহলে ভুল স্বীকার করে বলবেন যে ভুল পরিসংখ্যানের উপরই তাঁরা কাজ করছেন।

দ্বিতীয় জিনিষ হল—এই যে ডেথ রেট প্রফুল্লবাবুর কথাই যদি ঠিক হয়, তাহলে উত্তর প্রদেশে হাজার করা জন্মের হার হয়েছে ৩৫, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে ২১। গত ৮-১০ বৎসরের স্বাধীনতায় ডেথ রেট সম্বন্ধে সেন্সাস কমিশনারএর যে রিপোর্ট তাতেও এ বিষয়ে দ্বিমত নাই—তিনি বলেছেন ডেথ রেট হাজারে ২৮·৬। সুতরাং ডেথ রেট যদি ২৮·৬ হয় এবং বার্থ রেট হয় ২১ বাংলাদেশের, তাহলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা তো কমছে এখানেও তিনি ভুল করেছেন। আমার মনে হয় মিথ্যা হিসাব এনে আমাদের পরিবেশন করা হয়েছে। আমি বলব হয় সংশোধিত হিসাব দিন, নয় এরকম *জিনিস যেন না হয়। অতএব কথা হচ্ছে যেমন এই দপ্তরের কর্তারা কাজ করছেন, তেমনি শিক্ষাদপ্তরের ডাঃ ডি, এম, সেন——তাঁর বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলা হয়েছে। আমি কোন এক জায়গার একটা কাহিনী বলছি।

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে বাণীতীর্থ বলে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে ৯ জন সদস্য নিয়ে একটা কমিটি করা হয়েছে, তার কনষ্টিটিউশন এমন যে সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে কোন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবেন না। তিনি অজর অমরবৎ হয়ে থাকবেন, কেউ তাঁকে সরাতে পারবে না। সেখানকার যিনি সম্পাদক তিনি ডাঃ ডি, এম, সেনের কন্যার মামাশ্বশুর—অর্থাৎ তাঁর বৈবাহিক। আমি বলি না যে তাঁর কন্যার মামাশ্বশুর হলে তিনি সম্পাদক হতে পারবেন না, একথা আমি হলফ কোরে বলতে পারি। ঐ ভদ্রলোকের উপর ভার দেওয়া হয়েছে যে ঐ অঞ্চলের বেসরকারী স্কুলের তদারক করবেন। তিনি ইন্টারমিডিয়েট অবধি পড়েছেন। আমি জানি ইন্টারমিডিয়েট অবধি না পড়েও বাড়ীতে পড়াশুনা কোরে প্রচুর জ্ঞানলাভ করা যায়। আমি বলি না তিনি উপযুক্ত নন। তিনি আর কি করেছেন? না, ১৯৫৭ সালে হঠাৎ ৩৫ লাখ টাকা দান করলেন কি জন্য? না, বাণীতীর্থের ওখানে একটা পলিটেকনিক বিদ্যালয় হবে, এস, ডি, ও জানতেন না, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জানতেন না। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ও নিশ্চয় জানতেন না, তবে এখন হয়ত বলবেন যে জানতেন। তারপর এস, ডি, ও, ও ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট --যখন দেখলেন যে ৩৫ লাখ টাকা জাহান্নামে যেতে বসেছে—তখন তাঁরা লেখালেখি কোরে ৩৪ লাখ টাকা খরচের ভার নিজেদের হাতে নিলেন। এখন সেখানে পুরোদস্তুর কাজ হচ্ছে—হল-টল হবে। ঐখানে আর একটা কান্ড হয়েছে। একটা হল হবে ঐ বাণীতীর্থে তার জন্য ৭৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, আর মূল্যবান আসবাবও দেওয়া হয়েছে, আর একজন আত্মীয় সেখানে আছেন, ঐ ডাঃ ডি, এম, সেনের আত্মীয়, তার নাম শ্রীঅনিল মোহন গুপ্ত—তিনি এরগোদা গ্রামের মালটিপারপাস স্কুলের কর্তা হয়েছেন। সেই স্কুলে এ পর্যন্ত অনেক মূল্যবান ফার্নিচার দিয়েছেন। এ ছাড়া টেলিফোনের ব্যবস্থা হয়েছে, এবং এয়ার কণ্ডিশন করার ব্যবস্থা হচ্ছে। ঐখনকার ঝাড়গ্রামের অধিবাসীরা সেই স্কুলে ছাত্র পাঠান না, সেই

*Expunged by order of Mr. Speaker.

স্কুলের ছাত্রসংখ্যা একশরও কম। সুতরাং স্কুল ভালই বলা চলে। এইভাবে যে টাকা খরচ করা হচ্ছে—তার মূল কারণ কি? একথা বলা যায় সেখানে তাদের ঢেউ গণনার চাকরি হয়েছে।

আশা করি দুটো যা বললাম ঐ ঝাড়গ্রামের কাহিনীইএসব সম্বন্ধে পরিসংখ্যান দিয়ে শিক্ষা-মন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দেবেন।

Mr. Speaker: Mr. Bhattacharjee, I did not interrupt you in the middle of your speech. Did you use the expression '?

Sj. Panchanan Bhattacharjee: It may be. And if I have done so, I withdraw it.

Mr. Speaker: That will be expunged from the proceedings.

[5-50—6 p.m.]

Dr. Ranendra Nath Sen:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়! আমি এই এপ্রোপ্রিয়েশন বিলে বিভিন্ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীরা যা বলেছেন সেই সম্পর্কে গুটিকয়েক কথা আপনার মারফত উত্থাপন করছি।

স্যার! শ্রমমন্ত্রী মহাশয় এই বাজেট বক্তৃতায় একটি কথা বলেছেন, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগ বীমাকারী ব্যক্তিগণের জন্য স্বতন্ত্র হসপিটাল স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন "এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে হাসপাতালের সমস্যা সমাধান হবে। বীমাকারীদের চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করার বিষয়টা সরকারের বিচারাধীন আছে।"

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে সত্তার সাহেব ব্যক্তিগত হিসাবে লোক ভাল হলেও এই হাউসের সামনে তিনি একটা অর্ধ সত্য কথা বলেছেন। ঘটনা মোটেই তা নয়। কর্মচারীদের রাজ্যবীমা সম্পর্কে যে ঘটনা ঘটেছে তা হল বীমা ২ বছর আড়াই বছর হয়েছে—যার জন্য রাজ্য সরকারের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল—১৯৫৫ সালে যখন এই বীমা প্রবর্তিত হয়, তার আগে থেকে আমরা বরাবরই বলে আসছি, আমরা মানে আই, এন, টি, ইউ, সি এবং এ, বি, টি, ইউ, সি এবং হিন্দ মজদুর সভার প্রতিনিধি যে শ্রমিকদের চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা না কোরে এই বীমা পরিকল্পনা চালু করবেন না। আমার কাছে আজ পর্যন্ত ফাইল আছে—তা থেকেই নিচ্ছি যে ১৯৫৫ সাল থেকে যে আলোচনা হয়েছে তাতে রিজিওনাল বোর্ড স্থাপনের বিষয়ে দেখছি, প্রত্যেকটি মিটিংএই শ্রমিক প্রতিনিধিরা এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা এই কথাই বলেছেন ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা কোরে, স্বতন্ত্র হাসপাতালের ব্যবস্থা কোরে, শ্রমিকের পরিবারকেও তার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু পরিকল্পনার মধ্যে তা নাই। এখন ঘটনাটা কি হয়েছে—১৯৫৬ সালে ষ্টেট ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন ইভেলুয়েশন কমিটি গঠন করা হয়। সেই ইভেলুয়েশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে শ্রমিক পরিবারকেও এই বিলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৫ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত তার বিরোধিতা কোরে চলেছেন। অথচ বক্তৃতায় তিনি বলেছেন বিবেচনাধীন আছে। এই বক্তৃতা ৬ মাস আগে "শ্রমিক বার্তা" কাগজে পশ্চিমবাংলা সরকার ছাপিয়েছেন—

"अभी हाल ही में विभिन्न कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को भी डाक्टरी सहायता देने का निश्चय किया गया है। इस योजना से लाभ उठानेवालों की संख्या ४० लाख से भी अधिक हो जायगी।"

তার পরের সংখ্যায়—

"कर्मचारी राज्य-बीमा योजना के अन्तर्गत जिन लोगों का बीमा हो चुका है, उनके परिवारों को अभी तक चिकित्सा की सुविधा नहीं दी जाती थी। परन्तु अब दी जायगी।"

অর্থাৎ নিশ্চয় দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে। অথচ এখানে তিনি বলেছেন "বিবেচনাধীন" আর সিক্সটিন লেবার কনফারেন্সএ—আমার কাছে রিপোর্ট আছে—সেখানে ভারত গভর্নমেন্ট বলেছেন যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে এটা প্রচলিত হতে পারে। আমি বলছি—কেন এ কথা? কেন শ্রমিককে বলা হচ্ছে দেওয়া হবে, আর আমাদের কাছে বলা হচ্ছে বিবেচনাধীন। ভারত সরকার বলছেন তিন বছরের মধ্যে দেওয়া হবে না। আর কেন একথা বলা হচ্ছে না যে পশ্চিমবাংলা সরকার—এর বিরোধিতা বরাবরই করে আসছেন।

আজকে একথা সকলেরই জানা দরকার যে, যখন ভারত সরকার থেকে ঠিক কোরে দেওয়া হয়েছিল যে রাজ্য সরকার রাজ্যের বাবত যে খরচ হয় তা প্রথমে ঠিক হল যে এক-তৃতীয়াংশ খরচ করবেন এবং পরে রাজ্য সরকার ধরলেন যে আরও কমিয়ে এক-চতুর্থাংশ করা হউক, আবার এখন নাকি বলা হচ্ছে যে আট ভাগের এক ভাগ এই কোটা ও'দের অংশে দেওয়া হবে। অথচ লোকের কাছে প্রচার করছেন যে হাসপাতাল সম্পর্কে তিনি বললেন স্বতন্ত্র হাসপাতাল স্থাপনের জন্য একটা পরিকল্পনা করেছেন—তাহলে এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। আমি আশ্চর্য হলাম, এইরকম একটা অসত্য ভাষণ এই সভায় কি কোরে তিনি কোরে গেলেন? ঘটনাটা কি? আমি আবার বলি—আই, এন, টি, ইউ, সি ; এ, আই, টি, ইউ, সি এবং হিন্দ মজদুর সভা এবং ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধি যাঁরা তাঁরা দু' বছর ধরে প্রতিটি মিটিংএ বলেছেন যে তাদের স্বতন্ত্র হাসপাতাল দরকার। কিন্তু আপনি শুনলে আশ্চর্য্যান্বিত হবেন যে প্রতিটি মিটিংএতেই পশ্চিম বাংলা সরকারের তরফ থেকে বিরোধিতা করা হয়েছে, এবং শুধু বিরোধিতা করা হয় নি, বলায় এবং কার্য্যেতে করা হয়েছে কি? আমাদের দেশে হাসপাতালে রোগীরা ভর্তি হওয়ার জন্য বেড পায় না, সাধারণ লোকে বেডএর অভাবে মেডিকেল কলেজে এবং বিভিন্ন হাসপাতালের দরজার গোড়ায় কিউ কোরে দাঁড়িয়ে থাকে—এইরকম যেখানে অবস্থা সেখানে ওখান থেকে বেড কেটে নিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য রাখা হয়েছে কেন? এই শ্রমিক কর্মচারীর জন্য আলাদা বেডএর হাসপাতাল করা হয় নি কেন? তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে, আজ পশ্চিম বাংলায় ২ বছরে ২॥ কোটি টাকা নিয়েছেন। অথচ হাসপাতালে ওদের জন্য রিজার্ভ বেড থাকায় শ্রমিক ও সাধারণ লোকের মধ্যে বিবাদ বাধাবার জন্য যেখানে প্রায় ৪০০ বেডএর দরকার আছে, সেখানে তাঁরা করেছেন ১৯০টা বেড আর টি, বি-র জন্য যেখানে ১৬০টা বেড প্রয়োজন সেখানে করেছেন ৫০টা বেড। তার উপর আবার স্বতন্ত্র হাসপাতাল স্থাপনের বিরোধিতা আজ পর্যন্ত করে আসছেন। তার ফলে আজ ঘটনা ঘটেছে এই যে শ্রমিকেরা হরতাল করেছে, তারা বলছে বেডএ আমরা ভর্তি হতে পাই না। তারা তাই স্ট্রাইক করেছে সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা খারাপ। সেখানে ইন্সিওর্ড ওয়ার্কারসরা গিয়ে হাঙ্গার-স্ট্রাইক করেছে। তারা বলেছে যে প্রতি মাসে আমাদের কাছে টাকা কেটে নেওয়া হয়, কিন্তু আমরা এখানে ভাল চিকিৎসা পাই না কেন? কেন পশ্চিম বাংলা গভর্নমেন্ট স্বতন্ত্র হাসপাতাল করবেন না? আজকে এই কথা বা বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ অসত্য। কেন না ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একটা দেখাবার সুবিধা পান যে, এই ডেভেলপমেন্ট স্কীম হচ্ছে, এই ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম হচ্ছে, এই দেখ এত হাসপাতাল করেছি, এই ধুবুলিয়া টি, বি, হাসপাতাল হয়েছে, অথচ আপনি শুনলে বিস্মিত হবেন যে, হাসপাতালের ব্যাপারে—ডিরেক্টর অব হেল্থ সার্ভিসেস বলেছেন যে, ক্যাবিনেটে এই পরিকল্পনা হয়েছে এ বদলাবে না। আমরা আলাদা হাসপাতাল করব না। আমি বলি আমরা কি ঘাস কাটবার জন্য আছি। আমরা প্রতিনিধিত্ব করব, আর আমাদের কথা শোনা হবে না? উনি বলছেন ক্যাবিনেট ডিসিশন হয়ে গেছে, আর লেবার মিনিস্টার বলছেন যে ক্যাবিনেট ডিসিশন হয় নি।

সেখানে মন্ত্রী মহাশয় বসেছিলেন, তিনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না, অথচ ডি, এইচ, এস জোরের সঙ্গে বললেন যে হয়ে গেছে। এবার বাজেটে লেখা আছে স্টেট ইনসিওরেন্স স্কীমএ পশ্চিম বাংলায় ১৩ লক্ষ টাকা দিলেন, আবার তলায় লেখা আছে ডিডাকশন ফ্রম ইউ, এ, সি ১০ লক্ষ টাকা—তাহলে ৩ লক্ষ টাকা। এখানকার এম্প্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্সএর কর্তারা ভারত সরকারকে গিয়ে বললেন যে আমরা আলাদা হাসপাতাল করতে পারব না। অথচ আসাম গভর্নমেন্ট, উড়িষ্যা, মাইশুর—একাজ করেছেন। এ'রা তো কিছুই করতে পারছেন না, করবেন না। এবার আমরা সিক্সটিন্থ লেবার কনফারেন্সএ মাদ্রাজ স্টেটে গিয়ে দেখে এলাম যে মাদ্রাজ করেছে, বম্বে আলাদা ৩০০ বেডের হাসপাতাল করেছে। একমাত্র পশ্চিমবাংলা গভর্নমেন্ট সেখানে দাঁড়িয়ে বলে এলেন যে তাঁরা আলাদা হাসপাতাল করতে পারবেন না। অদ্ভূত এ'দের নীতি। আমরা মাঝে মাঝে অন্য প্রদেশে কনফারেন্সে যাই, সেখানে অন্য সমস্ত প্রদেশের লোকেরা আসে তাদের কথা শুনে আমাদের অবাক হতে হয়। এই একটা সাব-কমিটিতে অন্য একটা গভর্নমেন্টের লেবার ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী আমাকে বললেন—মিঃ সেন, ইওর গভর্নমেন্ট ইজ হোপলেস। এই সমস্ত শুনে এ'দের লজ্জা না হতে পারে, আমাদের লজ্জা করে। যেখানে সমস্ত গভর্নমেন্ট বললেন যে আমরা আলাদা করব, সেখানে এ'রা বললেন যে আমরা আলাদা এ্যানেক্স করব। ও'দের যে এ্যানেক্সের কথা সাপ্লিমেন্টএ বাজেটের সময় ধরা পড়ে গেল যে সেটা ফাঁকির কথা। এবার বাজেটে আমরা দেখলাম যে এন, আর, এস হসপিট্যাল-এ আলাদা এ্যানেক্স তাতে ৩৬০টা বেড হবে। এর মধ্যে ১৮০টা বীমাকৃত শ্রমিক কর্মচারীর জন্য আর ১০০টা পাবলিকের জন্য। এর দ্বারা বীমা কর্মচারীর জন্য আলাদা এ্যানেক্স হল না। অর্থাৎ তাহলেই দেখুন যে আগাগোড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সম্পর্কে বিগত দুই বৎসর যাবত ছলনাই করে চলেছেন এবং এটা তাঁরা দিল্লীর সঙ্গে, এই হাউসের বাইরে ও ভেতরে ইত্যাদি সবারের সঙ্গেই করেছেন। অথচ আলাদা হাসপাতাল যদি হয় তাহলে কোন অসুবিধাই হয় না। আজকে সাধারণ হাসপাতালে কি হয় সেটা আমরা জানি। আমি নিজে পি, জি, হাসপাতালে দেখেছি যে সেখানে খাবার, ওষুধপত্রের অবস্থা সব খারাপ হয়ে গেছে। এখানে গভর্নমেন্ট হয়ত বলবেন যে সাধারণ পাবলিক থেকে আমরা আলাদা করব না। কিন্তু তাতো নয়, কারণ এখানে শ্রমিকদেব কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে, তখন তাদের জন্য আলাদা নিশ্চয় করতে হবে। প্রতি মাসে শ্রমিকরা গড়ে ২ টাকা থেকে ২৷৷ টাকা আলাদা করে ইনসিওরেন্স স্কীমএর জন্য যেখানে দিচ্ছে সেখানে আলাদা হাসপাতাল করতেই হবে এবং তা যদি না পারেন তাহলে এ ব্যবস্থা ছেড়ে দিন। সেজন্য আমি বলব যে পরের ধনে পোদ্দারী করবার অধিকার আপনাদের নেই। এ হচ্ছে এমপ্লইজ স্টেট ইনসিওরেন্স স্কীম সম্পর্কে আমাদের সরকারের নীতি। যেখানে এই স্কীম প্রবর্তিত হয় নি সেই রকম একটা গ্রুপের কথা বলছি। সেটা হচ্ছে জার্ডিন হেন্ডারসন গ্রুপএর কি অবস্থা হয়েছে দেখুন। বরানগর জুট মিলে ৬২ হাজার শ্রমিকের জন্য জুন, ১৯৫২তে সেখানে তারা মেডিক্যাল অফিসারস, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নিয়েছিল ১১ জন সেটা এখন দাঁড়িয়েছে ২ জনে।

[6—6-10 p.m.]

কামারহাটি জুট মিলে ৬২ হাজার শ্রমিকের জন্য মার্চ, ১৯৫২তে ৭ জন মেডিক্যাল অফিসারস ছিল, এখন হয়েছে ১ জন। কাঁকিনাড়া জুট মিলে ৬ হাজার শ্রমিকের জন্য মার্চ, ১৯৫২তে ৫ জন মেডিক্যাল অফিসার ছিল, এখন একজন এবং সেখানকার মেটার্নিটি হসপিট্যালও তারা বন্ধ করে দিয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের [illegible] কোন টনক নড়ে না। আমাদের কাছে একটা সার্কুলার আছে সেই সার্কুলার ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির কথা—তাতে তাঁরা বলেছেন কলেরা লেগেছে—তোমাদের ওখান থেকে তোমরা ইনঅকুলেশন দাও, কিন্তু তা দেবার জন্য তাদের ডাক্তার নেই। সেখানে ডাক্তার নেই, একজন মাত্র ডাক্তার আছেন, তিনি সাহেবদের দেখবেন, না শ্রমিকদের দেখবেন—কাদের দেখবেন এবং ইনঅকুলেশন দেবেন? সুতরাং ইনঅকুলেশন দেওয়া হোল না। আমি এখানে একটা কলঙ্কময় ইতিহাসের কথা বলবো, সেটা লেবার দপ্তরে গেছে। একজন ডাক্তার পি. এম. ঘোষ তিনি কাঁকিনাড়া জুট মিলে কাজ করতেন। তাঁকে হঠাৎ অর্ডার দেওয়া হোল তুমি [illegible]। জুট মিলে যাও। তিনি বললেন, আমার

মেয়েদের বয়স হয়েছে, তারা স্কুলে পড়ছে, তাদের আমার ভাইয়ের বাড়ীতে রেখে যাবো। তার ভাইও কাঁকিনাড়া জুট মিলের ডাক্তার, তিনি জুট মিলের কোয়ার্টারে থাকেন। কোম্পানি বললেন, তা হবে না, তোমার মেয়েদেরও নিয়ে যেতে হবে। তিনি বললেন, সেকি, আমার মেয়েরা আমার ভাইয়ের কাছে থাকবে তাতে আপত্তি কি থাকতে পারে? কোম্পানি তা শুনলেন না, তখন বাধ্য হয়ে সেই ভদ্রলোক রিজাইন দিলেন। সেই চিঠি এবং তার সম্পূর্ণ ফাইল আমার কাছে আছে। তারপরে কি করা হোল? সেই ভদ্রলোক ১১ শো টাকা মাইনা পেতেন—তাঁকে বরখাস্ত করার পরের দিন থেকে ৩ শো টাকা মাইনায় এক মেডিক্যাল অফিসারকে সেখানে রাখা হোল—৮ শো টাকা কোম্পানির বেঁচে গেল। সেখানে ৭ জন ডাক্তার থেকে একজন করা হোল। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কি হবে তা তাদের ভাববার দরকার নেই, আমাদের গভর্নমেন্টেরও ভাববার দরকার নেই। তাঁরা কেবল দেখাবেন যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট স্কীম হচ্ছে, কিন্তু সেই ডেভেলপমেন্ট স্কীম কি ধরণের হচ্ছে তা তাঁদের দেখবার দরকার নেই। আমি এই উপলক্ষে বলতে চাই যে বিপুল পরিমাণে ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর বিভিন্ন চটকলে আজকে ছাঁটাই হচ্ছে, যার কথা কেউ জানি না। আজকে সেখানে যে ঘটনা ঘটছে সেটা গভর্নমেন্টের দৃষ্টিতে আনার প্রয়োজন আছে। আর একটা কথা, ডাঃ রায়ের একটা বক্তৃতার উল্লেখ করে আমি বলতে চাই যে তিনি বাজেট অধিবেশনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কথা বলেছেন এবং তাঁর নিজের গভর্নমেন্টের বহু ডিপার্টমেন্টের তিনি প্রশংসা করেছেন, তাতে অবশ্য আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু একটা ঘটনা আমি জেনে বিস্মিত হয়ে গেলাম। ৪ জন এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, একজন লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কাজ করছেন আড়াই বছর, তিনি হচ্ছেন অফিসিয়েটিং, একজন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে মোটে আড়াই বছর কাজ করছেন, একজন লেবার ডিপার্টমেন্টে ২॥ বছর কাজ করছেন এবং একজন মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টে ২॥ বছর কাজ করছেন। তাঁদের ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড ভাল, তাঁদের সেখানে কনফার্ম করা উচিত ছিল—সেখানে তাঁদের কনফার্ম না করে, তাঁদের ঘাড়ের উপর দিয়ে আনকনফার্মড জুনিয়ার হেড এ্যাসিস্ট্যান্টদের বেশীর ভাগ হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে এনে বিভিন্ন এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পোস্ট দেওয়া হয়েছে। যাঁরা কাজ জানেন না, যাঁরা কাজ বোঝেন না, যাঁরা অন্য ডিপার্টমেন্টের জুনিয়ার স্টাফ ছিলেন, তাঁদের সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা কি ধরণের নীতি তা জানি না। শুনলাম নাকি হোম ডিপার্টমেন্টের কর্তাদের হুকুমে এটা হয়েছে। সেখানে একমাত্র বিমল সিংহ মহাশয় এইরকম স্বেচ্ছাচারমূলক কাজের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে আমার এখানে এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী কাজ করেছিলেন তাঁকে আমি কনফার্ম করবো, তিনিই কাজে বহাল থাকবেন—অন্য কোন মন্ত্রীর আর এ সাহস হোল না। শুনছি নাকি ডাঃ আমেদও একটু নাড়াচাড়া দেবার চেষ্টা করছেন, অবশ্য তাঁর কতদূর সাহস হবে জানি না, তবে তাঁর ডিপার্টমেন্টও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। সুতরাং এবিষয়ে আমি ডাঃ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই, ডাঃ রায় ট্রেড ইউনিয়ন রাইট্স্ সম্পর্কে প্রত্যেকবার বলেন, এবারও বলেছেন। আমি হঠাৎ কাল রাত্রে ভারত গভর্নমেন্টের পুরানো একটি ফাইল দেখছিলাম—ডাঃ রায় বলেন যে এটা ত ট্রেড নয়, সুতরাং ট্রেড ইউনিয়ন বলে স্বীকার করা হবে কেন? এখানে ভারত গভর্নমেন্টের একটা রিপোর্টে, সামারী রেকমেন্ডেশনে আছে—

> "public and private undertakings should normally be treated on equal footing. ....this has been generally accepted by the Government. The Ministry of Labour and Employment have addressed the Employment Ministries of State Governments about the advisability of urgently implementing the various provisions of the existing labour legislation which apply to undertakings in the private sector."

অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্পিউটস এ্যাক্ট ও বিভিন্ন যে সমস্ত আইন আছে সেগুলি কার্যকরী করবার জন্য ভারত সরকারের নির্দেশ। আমি জানতে চাই, পশ্চিমবাংলা সরকার সেগুলি কার্যকরী করেছেন কি না? না যদি করে থাকেন তাহলে কৈফিয়ত দিতে হবে। আজকে তাঁদের পরিত্রাণের উপায় নাই। এটা ভারত গভর্নমেন্টের শ্রম বিভাগ থেকে এই অর্ডার

বেরিয়েছে সেই অর্ডারএর অরিজিন্যাল কপি আমার কাছে আছে। সুতরাং এ বিষয়ে আজকে কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন আছে। আমি আরেকটা জিনিষ এখানে উল্লেখ করতে চাই, এই কর্মচারীদের বেতন বাড়াবার ব্যাপারটা। সেখানে ডাঃ বি, সি, রায় এই বিধান সভাতে কেরালার কথা বলেছেন—আমি এটা উল্লেখ না কোরে পারছি না যে কেরালা সরকারের ৩৩ কোটি টাকা বাৎসরিক আয় ব্যয়ের ব্যাপার। আমার ৭৩ কোটি টাকা। সেখানে কেরালা সরকার কমিশন বসিয়ে সেই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা তারা বেতন বৃদ্ধি করেছে। এবং সবই হচ্ছে নন-গেজেটেড স্টাফ এবং ক্লাশ ফোরএর জন্য। আমি শুধু একটা ক্যাটাগরীর কথা বলব। আমাদের এখানকার কর্মচারীদের এবং ওদের ওখানকার কর্মচারীদের বেতনএর কথা উল্লেখ করব। আমাদের এখানে একটা স্কেল আছে ক্লাশ ফোর—তারা পান ৫৬ টাকা আর একটা হচ্ছে ৬২ টাকা, এই ৫ টাকা যে গত বছর বৃদ্ধি হয়েছে তা নিয়ে। কেরালার সর্বনিম্ন হচ্ছে ৬৭ টাকা। যেখানে কষ্ট অব লিভিং পশ্চিমবাংলার চেয়ে অনেক কম—এটা ভারত গভর্নমেন্টের হিসেব দেখলেই বোঝা যাবে। তা সত্ত্বেও সেখানে তাদের ৬৭ টাকা দেওয়া হয়, আমাদের সব থেকে বেশী পান এই পিওন, চাপরাসী ইত্যাদি তারা পায় ৬২ টাকা। আর যারা মফঃস্বলে তারা পায় ৫৬ টাকা। আমরা ৭৩ কোটি টাকা খরচ করি। আর তারা ৩৩ কোটি টাকা খরচ করে। এবং ওপরের সিলিং তাঁরা বেঁধে দিয়েছেন ৩টা অফিসার ছাড়া ১ হাজার টাকা। এটা সকলেই কাগজে দেখেছেন। এই সভায় যদি কেরলার বাজেটের কথা উল্লিখিত না হত তাহলে হয়ত আমি বলতাম না।

আরও একটা কথা বলি। সেটা হচ্ছে, এখানে বাজেট থেকে বলা হয়েছে কে একজন বলেছেন আমার ঠিক স্মরণ নেই- আমিও বাজেট দেখছিলাম--

percentage of administrative expense to total expenditure

কেরালায় হচ্ছে টুয়েন্টী পারসেন্ট আর আমাদের পশ্চিমবংলায় হচ্ছে ২৭ পারসেন্ট আর

percentage of expenditure on Social Service to total expenditure.

কেরালায় হচ্ছে ৪৫·২ পারসেন্ট, আর আমাদের হচ্ছে ২৬·৭ পারসেন্ট। কৃতিত্ব আমাদের এই-রকম অথচ কেরালার উল্লেখ করে ব্যাঙ্গ করেন অনেক মন্ত্রীরা। এখানে আবার আমি শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জার্নালিষ্টদের ব্যাপারে অনেক কথা হয়েছে তিনি বলেছেন যে সমস্ত তিনি জানেন এবং চেষ্টা করবেন। আমি তাকে একটি কথা বলব, যে 'বসুমতী' পত্রিকা থেকে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং তার সংগে আরও তিনজনকে বিতাড়ন করা হয়েছে কি না? বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পরিচয় আশা করি দিতে হবে না। তাঁরা যদি এই দিকে একটু দৃষ্টি দেন যে কি ঘটনা ঘটছে এই প্রেস জগতে, সংবাদপত্র জগতে তাহলে আমরা বাধিত হব।

আমার সময় শেষ হয়ে গেছে, আমি শুধু একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই, যে সেটা হচ্ছে—আজকে এই দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে আমি যদি কিছু না বলি তাহলে কর্তব্যের অবহেলা করা হবে। কালকে এখানে ডাঃ বি, সি, রায় এবং প্রফুল্লবাবু কয়েকটা কথা বললেন যে তাঁদের করবার কিছু নেই। আমরা একথা বলেছিলাম যে সরকার কেন এত হতাশ হয়ে যাবেন, কেন এত অক্ষম, কেন এত আজকে হেল্পলেশ। আমি তো দেখলাম সরকার জানতেনই না যে ঘটনাটা কি, এবং কি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। কালকে বাজারে গিয়ে রেটটা আমরা দেখলাম যে গত ১৫ দিনে চালের দাম আড়াই টাকা প্রতি মণ বেড়েছে। ৬ নয়া পয়সা সের প্রতি। এবং এর সাথে সাথে প্রত্যেকটা জিনিষের দাম বেড়েছে। একটা গৃহস্থের যদি বাজার দেখি তাহলে দেখব তার ১০ পারসেন্ট বৃদ্ধি হয়ে গেছে, শুধু খাদ্য দ্রব্যের। অন্য জিনিষের নিলে পর সেখানে শতকরা ১৫ ভাগ খরচ বেড়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি আজকে পশ্চিমবাংলা সরকার কেন এত অসহায় বোধ করছেন। তাঁরা কোন স্ট্রাইক হলে, কোন আন্দোলন হলে গ্রেপ্তার করে পি, ডি, এ্যাক্টএ রেখে দেন—সেখানে বলেন অসামাজিক কাজ করছে। ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় তো বড় ডাক্তার একটু প্রপার ডোজএ পি, ডি, এ্যাক্ট কিম্বা সিকিউরিটী এ্যাক্ট কেন প্রয়োগ করেন না? এবং সেখানে বলা হয় হাইকোর্টএর ম্যান্ডামাসএর কথা। আমাদের যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তো ম্যান্ডামাসএর কথা বলা হয় না। ম্যান্ডামাসএর কথা তাঁদের বেলায়

উঠে কেন? তাঁদের কিছু গ্রেপ্তার করুন, ম্যান্ডামাসএ তাঁরা ছাড়া পান কিন্তু তাঁরা ৫-৭ দিন জেলে থাকুন, তাঁদের ভুঁড়ির পরিধিটা কমুক, তাহলে দেখবেন এই ব্যবস্থায় কিঞ্চিৎ সমাধান হবে এবং বাংলাদেশের লোক তাহলে এই মন্ত্রীসভার তারিফ করবে।

[6-10—6-20 p.m.]

Sj. Basanta Kumar Panda: Mr. Speaker, Sir, many things have been discussed with regard to this budget but I shall point out certain salient features from this budget. Now, first of all I shall draw the attention of the House that in some cases the expenditure has been unnecessary. The retention of the district boards at the present time is unnecessary. It was for three functions, that is, for the maintenance of primary schools, for the maintenance of primary health centres or rural health centres, and also for village roads. Now three other departments of Government have overlapped this function. Therefore it is unnecessary to retain the district boards. So is the condition of the Divisional Commissioners' Offices. Now, the Secretariat keeps direct touch with the District Magistrates and all orders are communicated to the District Magistrates. The Divisional Commissioners' Offices have been merely post offices for the purpose of certain obsolete Acts under the land system.

Then there is another unnecessary expenditure, the retention of the Legislative Council. It is an unnecessary expenditure on the people of the State. Then I shall show from the budget certain things and before doing that I shall draw the attention of the Hon'ble Education Minister about primary schools. The Bengal Rural Primary Education Act provides that the school boards shall have to maintain the school, to make the school buildings and also to keep the furniture. None of the school boards have made any arrangement for this. They only give the salaries of the teachers and they are not concerned with other things necessary for the schools.

As to the development work I will say that it has been stated that certain works which have been included in the Second Five-Year Plan are not being implemented and it is stated that for the paucity of funds it may not be possible to execute all these works. I would say that the construction of roads and the construction of bridges are necessary especially in the district of Midnapore where in comparison with other districts the condition of roads is poor and the number of roads is very meagre and there are a few bridges over which the motor cars can run. In the Second Five-Year Plan there have been included two important roads, a road from Egra to Bajpur and another road from Lallat to Janka and also the bridge joining Contai and Tamluk subdivisions over Rasulpur near Kalianagar. Though in the successive three budgets we have seen certain sums of money have been ear-marked, those moneys have not been utilised and no work has been undertaken. Now, the Government has undertaken certain works which are for the purpose of trade. With regard to these things I would say that the Government is running a consistent loss on the State Transport and also Deep Sea Fishing and there is an attempt to make a development of the sea side health resort at Digha. The development has been given in the hands of a Development Society which has been registered under the Bengal Co-operative Societies Act. The members of that Society, if any one makes an enquiry, are the landed aristocracy of the Contai subdivision and the Midnapore district. These persons are never co-operative minded and they are only seeking their personal gains. They themselves have acquired large tracts of land in and near about Digha for the purpose of letting out or for the purpose of selling.

Therefore, no improvement has yet been done with regard to this only proposed health resort in this Province.

Now, I would say that the Constitution provides that the State would introduce total prohibition within a certain time from the date of the Constitution. Ten years are going to be passed, and I would say that not only with regard to the whole State but in no District or in no Subdivision the total or partial prohibition has been introduced. I know that if this is introduced, there will be some loss of revenue to the State, but the States shall have to undertake this, they shall have to begin at some stage and at some place for the purpose of showing some respect to the Constitution.

Now, from this Budget I would say that in some of the items of expenditure we see that there has been a total neglect of important items with which we are concerned. In this Budget we have seen that the expenditure in certain Departments has increased disproportionately. In the case of Land Revenue Department we see that the collection charges amount to 76.8 per cent. Then what is the necessity of this revenue? Only 24 per cent. are going to the State coffer. In the Forest Department I do not know why there has been so much expenditure—we see that 73.8 per cent. money is being spent only for the purpose of collection. In the Irrigation Department we see that it has been reduced. If you say, Sir, that village economy is to be preserved, then irrigation and agriculture and other rural improvements are necessary. We see in the Irrigation Department in 1956-57 there was an expenditure of 4.9; in 1957-58 it was 5.1, but in the year 1958-59 it is only 3. So Government is negligent on the point of irrigation which is necessary for the purpose of maintaining village economy. In the Police Department you will see that 14.3 was the expenditure in 1956-57; in 1957-58 it has gone up to 17 and in 1958-59 it has been 16.7 which is almost equal to the Education expenditure of the State in 1956-57. On the Medical side we see that there has been very little improvement in the last three years. From 7.3 in 1956-57 it has been only 8.4 in 1958-59. In the Public Health Department there has been a little increase, but there is reduction in certain respects, i.e., with regard to Agriculture you will see that 4.5 per cent. of the total revenue has been spent in the year 1956-57, and in 1957-58 it is 4.4 and in 1958-59 it is 4.1. Such is the condition with Fisheries, Veterinary and other Departments. Now, I would say that in all these items which are necessary and vital for the purpose of maintenance of rural economy there is negligence on the part of the State. On the other hand we see that there has been an increase in certain respects. In Civil Works, for example, we see 3.2 per cent. in 1956-57. It has gone up to 3.7. So we see that though we have to spend money every year and the expenditure is mounting up year by year, there has been no improvement with regard to masonry building work or masonry building projects.

Then, Sir, I would say about the reappointment of certain officers. It has been a hobby on the part of the State to reappoint retired officers and thereby they say that they are maintaining the efficiency of the services. Sir, I would say that these retired officers, after their reappointment, get almost the same salary which they were drawing before retirement.

[At this stage the honourable member having reached the time-limit resumed his seat.]

[6-20—6-30 p.m.]

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Sir, I had no intention of participating in this debate, but an honourable member has purveyed to this House some incorrect information and I will briefly state the correct position.

Sj. Deben Sen has said that we have 8 lakh acres less of land which has been cultivated and 8 lakh tons less of production. Where he got these figures from I do not know. If he will consult even that "Agricultural Geography of West Bengal" from which he was quoting, he will find that on partition we had approximately about 115 lakh acres of land which was under crops. Today we have got 123 lakh acres of land under crops. So, which is the bigger figure? Then, he has said our production has become less. How he comes to this conclusion I do not know. In 1950 we produced from this acreage of ours in West Bengal 36 lakh tons of cereals. But how much did we produce in 1957-58 which was a bad year as in the previous year we had floods and drought? In that year in the same area of land which cannot be stretched, we produced 43 lakh tons of cereals. Is 43 lakh tons which we produced in 1957-58 less than 36 lakh tons which we produced in 1950? Well, I leave it to the members to use their knowledge of arithmetic and judge as to whether Sj. Sen is correct or myself. I verified these figures from the records of the Statistical Bureau which are published every quarterly by the Government of West Bengal and every member has access to it—he can get it from the Library and verify whether the figures quoted by Sj. Sen are correct or my own.

Then Sj. Sen has given us one dictum—irrigation has lessened our production. Where did he get this idea from I do not know. All our experts and even our common sense say that if we had a little more irrigation, we could produce more. After we had a little irrigation, has it lessened our production? I think if honourable members talk irresponsibly like this, it deserves no answer.

About the distribution of fertiliser, I wish to point out the last year, 1957-58, we get 30,000 tons of Ammonium Sulphate and other fertilisers such as bone-meal, compost, green manure and so on, but this year our quota for ammonium sulphate has been reduced to 18,000 tons. Why has this happened? He says that the West Bengal Government did not represent their case properly. That is his point of view. But may I point out that the allocation of fertilisers is done by the Central Government from the Central pool. Madras, Bombay, West Bengal and all the other States get according to their proportionate quota. If you read the report of the Asoke Mehta Committee, you will find therein that that committee has recommended that we should import fertilisers when Sindri is not able to give us the quantity that we require. In this connection I may point out that the production of Sindri which was supposed to be 10,000 tons has gone down to 6,000 tons due to some defect in the machinery. That is not our fault. Every State is getting its proportionate quota. Therefore, our quota is less than last year's.

Shri Sen has mentioned about ammonium sodium nitrate. We have the same quota as Madras; there is no differentiation made because the Central pool is thereto divide equally.

With regard to policy he has mentioned, why go in for intensive cultivation? What else to do? Is it wrong to go in for intensive cultivation when our acreage cannot be increased? My opinion is that we shall

have to produce much more from the same acreage of land that we have got—123 lakh acres; we will have to do double cropping, tripple cropping...

[A member from the Opposition Benches: And quadruple.].

Yes, probably in course of time we will do it—when radio-active isotopes are being used. It may take time but I am sure that we will get rid of our shortage of food in course of time; it may take three years or four years. I am not as pessimistic as Shri Sen is with regard to this matter. I am optimistic about it. Today with the progress of science I am sure we will be able to get rid of this problem.

Then Shri Sen mentioned that we produced less food crops. What has been the position with regard to the Rabi crop? Last winter vegetable was selling at so cheap a price that the cultivators complained that they were not getting good price for their produce. This year we have produced as much as 5,000 tons of potatoes, and I may say here that in the year 1948-49 we did not produce even 1,000 tons. Today we have got 5,000 tons of potatoes. If the people do not want to eat potato, it is a different matter, but, as our Chief Minister has said, let us have a diversified diet—let us have a balanced diet—let us have potatoes, fish, meat and other things so that we can have a balanced diet. I would say that the allegation that has been made that our food production is going down in West Bengal is not correct.

Another thing that Shri Sen has said is that the room of the Agriculture Minister is full of the posters that are published and that these posters are never distributed in the State. Sir, my room is not big enough to contain all the posters that are published and I am sure that when honourable members go and see our agricultural exhibitions all round the districts—there were 400 of them last year—in so many villages and thanas—they will find our posters even in the most remote places in the districts.

I would like to say one word with regard to price fixation. I am at one with my friend with regard to this matter of price fixation. We have discussed it in the Agricultural Ministers' conference in Delhi many times. There are many technical difficulties and we have not been able to come to a decision yet. If agriculture is to progress in India we must have in course of time some sort of method by which prices can be fixed as it has been done in other countries which my friend has mentioned. I agree with him on this point.

My friend has said, why have we diverted paddy land to jute cultivation? Sir, jute is one of our cash crops, and we should have crop rotation; we must change our cropping pattern. If it were left to me I would use the land for growing jowar or maize or some other crop where we are growing Aman paddy only. We should change the cropping pattern. In some cases we have grown jute on land where paddy could not be grown.

[6-30—6-40 p.m.]

We should change the cropping pattern and we should not stick to what our forefathers did. We should take the help of modern science. I shall increase my jute land if I can and produce more and with the money that I get I would buy food from the world and from other States. It does not make any differences.

Sir, I shall now conclude with one observation which Sj. Sen has made that hunger is stalking the land and in the whole countryside hungry people are seen all around. I quite agree that there is shortage of food, nobody denies that. Every patriotic son of India feels that we have shortage of food. But the question is how to correct it. During the sixty-eight years of my life I have seen hungry people; during the British times I have seen people going naked and hungry but in 1958 I am sure things are much better. There is no question about that. The only question is the way in which you look at it. If you look at it from your own point of view, I have nothing to argue. This is a free country, you can have your say but at the same time I will have my say too. I find we are progressing well. Of course, I don't say that there is nothing more to be done.

Sir, I will now conclude by saying that the statements which have been made in this House are absolutely incorrect.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি প্রথমে বলি—আমরা আশা করবো আমরা যেরূপ ধৈর্য্য-সহকারে বিরোধীপক্ষের বক্তৃতা শুনেছি, তাঁরাও আমাদের বক্তৃতার সময় অনুরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করবেন। তাঁরা হৈ হৈ করে উঠবেন, আমাদের বলতে দেবেন না, এটা যেন না হয়। এটাই হ'ল আপনার কাছে প্রথম নিবেদন।

আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি দেখে যে বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্য ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জী, বাস্তবিকই এডুকেশন এক্সপেন্ডিচার বুঝবার চেষ্টা করেছেন—সাফল্যলাভ করেছেন একথা বলি না কিন্তু চেষ্টা করেছেন এটুকুও অন্ততঃ ভাল। ফাঁকা বক্তৃতা করার চেয়ে পরিসংখ্যান দিয়ে বক্তৃতা করা ভাল। সম্প্রতি একটা কাগজে দেখছিলাম—লিখেছেন পরিসংখ্যান দিয়ে বক্তৃতা করা—"ধাপ্পা দেওয়া" কেন "ধাপ্পা" জানি না। কারণ শিক্ষা বিস্তার কতদূর হয়েছে এটা বলতে গিয়ে কতগুলি ছাত্রকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আনা গিয়েছে, কতগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, আগে কত ছিল—এসব পরিসংখ্যান দিয়ে বক্তৃতা করলে কেন সেটা ধাপ্পা বুঝি না, আগে এমনটা শুনি নি।

(Dr. HIRENDRA KUMAR CHATTOPADHYAY:

আমি তো তা বলি নি?)

আমি সংবাদপত্রের কথা বলছি, আপনি তা বলেন নি। কোন কাগজ তা বলবো না।

[নয়েজ—নাম বলুন]

সভাপতি মহাশয়, এটা সকলেরই জানা উচিত, অন্ততঃ তরুণ সভ্য যাঁরা তাঁদের অন্ততঃ জানা উচিত, বাংলার দুর্ভাগ্য কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে। বাংলার দুর্ভাগ্য আরম্ভ হয়েছে ১৯২১ সাল থেকে। যখন থেকে মেস্টন এওয়ার্ড হয়েছিল—বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সামান্য-মাত্র টাকা পাবে তার বেশী পাবে না—তখন থেকেই বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য আরম্ভ হয়েছে এটুকু তরুণ সভ্যদের জানা দরকার।

বাংলার মত সমস্যাসঙ্কুল প্রদেশ কোথায় আছে। উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে যখন বলবেন বলে বসবেন, এ সমস্যার ত সমাধান হল না। যখন অন্য বিষয়ের আলোচনা করবেন, তখন সে বিষয় সম্বন্ধে বলবেন। সেই সেই সমস্যার ত সমাধান হল না! যখন সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে আলোচনা তখন বলবেন আপনারা কিছুই করতে পারছেন না। বিবিধ সমস্যা যেমন আছে, তার সবগুলি আমাদের দেখতে হয়। আমরা যদি কেবলমাত্র শিক্ষা ও চিকিৎসার খাতে ব্যয় করতে পারতাম, তাহলে অত্যন্ত ভাল হত। কিন্তু আমরা তা পারি না। কারণ আমাদের সমস্যা অন্য সব প্রদেশ থেকে ঢের বেশী।

নূতন নূতন বক্তৃতার সময় যেসব বিষয় অবলম্বন করে বিরোধীপক্ষ থেকে বক্তৃতা দেওয়া হয়—তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন, কিন্তু আমার সময় বেশী নেই, তবু যতটা সম্ভব সব বিষয়েই বলতে চেষ্টা করব।

প্রথম সমালোচনা—ডিরেক্টর এবং সেক্রেটারী এক করা হয়েছে কেন? কোন জায়গায়ই তা করা হয় নাই। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে—এ সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কারণ তাঁর কার্যকালেই এটা করা হয়েছে। এটা আমি আসবার পূর্বে হয়েছে। কিন্তু যুক্তিটা কি? একটু বুঝে দেখা দরকার। সেক্রেটারী এবং ডিরেক্টর, এক করে নেওয়ায় কাজের সুবিধা হয়েছে এটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের অভিজ্ঞতার ফল। অতএব অন্য প্রদেশে যদি উভয় পদের কার্য একত্রিত করার চেষ্টা করা না হয়ে থাকে, তা হলেও এখানে তা করার বাধা নাই। এক্সপেরিমেন্ট ত করতে হবে। গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট থেকে পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে, আমাদের শিক্ষাবিভাগের ওভার হেড চার্জ রাজ্য-সরকারগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম। ডিরেক্‌শন এ্যান্ড ইন্সপেক্‌শনএর ব্যয় এখানে ২ পারসেন্ট, বোম্বেতে ৬ পারসেন্ট।

দ্বিতীয় কথা—এ্যাপয়েন্টমেন্ট। আমার বিভাগে নাকি এমন সব এ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে যা হচ্ছে দুর্নীতিমূলক। এক পদবীর যদি দু' জন থাকে তা হ'লেই ধরে নিতে হবে—একজন আর একজনের আত্মীয়। আমাদের ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নিয়োগী আর চীফ ইন্সপেক্টর অব সেকেন্ডারী এডুকেশনও হচ্ছেন নিয়োগী। দু' জনই যখন নিয়োগী—অতএব অতি সহজে অপসিদ্ধান্ত হয়ে গেল, তাঁরা আত্মীয় না হয়ে যান না, নিয়োগী যে একজন ব্রাহ্মণ হতে পারেন, আর একজন কায়স্থ বা অন্য জাতিও হতে পারে, সেটার দিকে লক্ষ্য রাখার দরকার নাই। তারপরে অন্যান্য এ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে প্রমোশন দিয়ে যেখানে লোক উচ্চতর পদে নেওয়া হয়—সেসব কেসও পাবলিক সার্ভিস কমিশনএ পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাঁরা যাদের নিতে বলেন তাদের নেওয়া হয়।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

সুপারয়্যানিউয়েটেডদের যে নেওয়া হয়?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri:

সব জায়গাই নেওয়া হয়ে থাকে। উপযুক্ত লোকাভাবে সুপারয়্যানিউয়েটেডদের নিতে হবে নইলে অভিজ্ঞ লোক পাওয়া অত্যন্ত দুর্ঘট। বিশেষতঃ আমাদের এইসব ডেভেলপমেন্টএর কাজের সময় সুপারয়্যানিউয়েটেড ছাড়া চলতে পারে না, অভিজ্ঞ লোক ছাড়া এসব কাজ করবে কে? বাংলা সরকারের রিটায়ারমেন্ট এজ ৫৫ আছে বলেই আপনারা বলেন যে সুপারয়্যানিউয়েটেড, কিন্তু ইউনিভার্সিটীর মত যদি অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ ধার্য্য হত, তাহলে আমাদের সরকারী কর্মচারীদের যেখানে ৫৫র পর এক্সটেনশন দেওয়া হয়, তাদের ক্ষেত্রে ৬০ বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকা নরম্যালই হত।

[6-40—6-50 p.m.]

তারপরের কথা হলো ইন্টারফিয়ারেন্স—ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে আমরা কি ইন্টারফিয়ার করেছি? দেখান আপনারা কোথায় আমরা ইন্টারফিয়ার করেছি। ১৯৫১ সালে যে আইন করা হয়েছে তাতে ইউনিভার্সিটীকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়েছে তার কার্য পরিচালনার ব্যাপারে। দ্বিতীয়তঃ কলেজের ব্যাপার। যেসব কলেজ আমাদের কাছ থেকে গ্র্যান্ট নেয়, তাদের ন্যায়তঃ কিছু কিছু নিয়ম মানতে হয়। যাঁরা আমাদের গ্র্যান্ট নেবেন তাঁদের কিছুটা নিয়মানুবর্তী থাকতে হবে। কোথায় কোন প্রফেসারকে বিনা কারণে যদি কর্মচ্যুত করা হয় বা অনুপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করা হয়, সেক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপকে ইন্টারফিয়ারেন্স বলা চলে না।

তারপর সেকেন্ডারী বোর্ড, অনেক প্রদেশেই সেকেন্ডারী বোর্ড নাই। আমাদের এখানে আছে। সেখানে আমরা যেটুকু কন্ট্রোল করছি তা সেই সেকেন্ডারী বোর্ডএরই মারফত, স্বতন্ত্রভাবে আমরা কিছু করি না। অন্যত্র সেকেন্ডারী বোর্ড নেই, সেখানে সমস্ত স্কুলই রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন।

তারপর প্রাইমারী এডুকেশন সম্পূর্ণভাবে ডেলিগেটেড হয়েছে ডি, এস, বি-র উপরে। সেখানে আমরা কি ইন্টারফিয়ার করছি। এক মাত্র টাকা দেওয়া ছাড়া, অভাব মোচন করা ছাড়া এক্ষেত্রে সব কিছুই আজ ডি, এস, বি-র হাতে ন্যস্ত।

(Dr. HIRENDRA KUMAR CHATTOPADHYAY: মিনিমাম কোয়ালিফিকেশনটা কি?)

যা কিছু করা হয় তাঁরা তাঁদের দায়িত্বেই করেন। মিঃ স্পীকার, আমাকে সময় দিলে আমি সবগুলি সমালোচনার উত্তরই দিব।

তারপরে বিল্ডিংসএ বাজে খরচ। স্যর বাজেটটা ভাল করে পড়লে, হেড ৩৭ নয়, হেড ৮১, পেজ ৯৭ দেখবেন—৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালে বরাদ্দ ছিল ৮৩ লক্ষ টাকা। সেখানে আমাদের ব্যবস্থা হচ্ছে ৫৫ লক্ষ টাকা, তাহলে বিল্ডিং বাবদ কি বাজে ব্যয়টা আমরা করছি! আমাদের টোটাল বাজেট হচ্ছে ১২ কোটি ৪৮ লক্ষ, তার মধ্যে বিল্ডিং খাতে মাত্র ৫৫ লক্ষ অর্থাৎ ৪½ পারসেন্ট, এটা কি অন্যায়? এবারকার বাজেটে একটা ব্যবস্থা আছে—১৭ লক্ষ টাকা, ফ্লাড এরিয়ার অর্থাৎ যেখানে বন্যা হয়েছিল সেখানে বন্যাবিধ্বস্ত সেকেন্ডারী স্কুল এবং প্রাইমারী স্কুলগুলি পুনঃ নির্মাণ ও মেরামত করবার জন্য। বলুন এটা কি অন্যায়? বলতে চান কি—সেসব জায়গায় স্কুল করবার প্রয়োজন নেই! এই ১৭ লক্ষ টাকা কি বাজে খরচ? যদি দরকার না হয় এই ১৭ লক্ষ টাকা বেঁচে যাবে। কাজেই বরাদ্দগুলি বুঝে কথা বললে ভাল হয়।

তারপরে হেড ৩৯এ—যেখানে বিল্ডিং গ্রান্ট আছে সেখানে দেখুন কি আছে—

improved accommodation for primary schools in rural areas

এসব করতে হবে, না করতে হবে না? তারপর হেডে দেখুন, সেকেন্ডারী এডুকেশন হেডএ—

essential accommodation of women teachers in rural areas.

তারপরে আন্ডার হেড সেকেন্ডারী এডুকেশন রয়েছে—

housing for students in Secondary Schools and housing for teachers of Secondary Schools.

তারপরে ইউনিভার্সিটী এডুকেশনএর সম্পর্কে দেখুন—

housing for students in Calcutta, urban and rural areas:

এসব কি অন্যায় ব্যয় ব্যবস্থা?

[6-50—7 p.m.]

শিক্ষা বিস্তারের কাজে আমরা কতদূর অগ্রসর হ'তে পেরেছি তা বুঝতে হ'লে আপনারা পপুলেশনএর কথা ভুলে যাবেন না, কারণ লোকসংখ্যা ভুলে গেলে হিসাব ভুল হয়ে যাবে। বম্বেতে ৪½ কোটি লোক, উত্তর প্রদেশে ৬ কোটির উপরে, বিহারে ৪ কোটি, পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ৪১ লক্ষ, মাদ্রাজে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ লোক—অতএব বুঝতে পারছেন যে আমাদের কত শিক্ষণীয় হতে পারে এবং কতজন ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার? আমরা যে খুব বেশী কিছু করতে পেরেছি, একথা আমরা কোনদিন বলি নি। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে আমাদের হিসাব আছে, তাতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬ থেকে ১১ বছরের বালকবালিকাদের এনরোলমেন্ট ইন দি প্রাইমারী স্কুল ৮৪ পারসেন্ট। ডাঃ চাটার্জী এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া রিপোর্ট থেকে বলেছেন, তাতে আছে ৮৮·১ পারসেন্টএর কাছাকাছি। দুঃখের বিষয়, আপনারা

হেডিং পড়তে পারেন নি, কারণ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া বলে যে বইগুলো প্রকাশ হয় তাতে প্রাইমারী স্টেজএর ফিগার দেওয়া আছে। আর আমাদের যে ফিগার দেওয়া হয়েছে তা প্রাইমারী স্কুল অনুসারে। এইভাবেই দুটোর তফাৎ আপনারা বোঝাবার চেষ্টা করুন। প্রাইমারী স্টেজ মানে ক্লাশ ফাইভ নিয়ে, সেখানকার প্রাইমারী স্টেজে কত ছাত্রছাত্রী হতে পারে, তার যদি এষ্টিমেট করতে হয়, তাহলে ১২½ পারসেন্ট-এর উপর হয়। কিন্তু প্রাইমারী স্কুল নিয়ে যদি করতে হয় তাহলে সেখানে আমাদের বাংলাদেশে প্রাইমারী স্টেজ চার শ্রেণীর থাকায় সেখানে সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ১০ জন নিয়ে হিসেব করতে হবে। কাজেই গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট পড়তে ভুল করবেন আর এখানে বলবেন যে ভুল ফিগার দেওয়া হয়েছে, সেটা অন্যায় হয়। তারপর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার আর একটা পাবলিকেশন—টেন ইয়ার্স অব ফ্রীডম, তাতে ষ্ট্যাটিষ্টিকস অব প্রাইমারী স্কুলস এ্যান্ড এনরোলমেন্ট যা দেওয়া আছে, তাতে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলএর এনরোলমেন্ট কি রকম বেড়েছে শুনুন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭-৪৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ২২ হাজার এখন সেটা ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার হয়েছে। বম্বেতে ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫৬ হাজারের মধ্যে ১৯৫৪-৫৫ সালে প্রাইমারী এনরোলমেন্ট হয়েছে ৩২ লক্ষ ৮৪ হাজার। উত্তর প্রদেশে ঐ সালে ৬ কোটি ৩২ লক্ষের মধ্যে ২৭ লক্ষ ৩৪ হাজার প্রাইমারী এনরোলমেন্ট হয়েছে। আর আমাদের এখানে ঐ সালে ২½ কোটি লোকের মধ্যে ১৯ লক্ষ ৫৬ হাজার এনরোলমেন্ট হয়েছিল। এখন তাহলে অংক ক'ষে দেখুন যে তাদের অর্থাৎ বম্বে ও উত্তর প্রদেশ থেকে আমাদের এখানে পার্সেন্টেজ হাইয়ার কি না? অর্থাৎ বম্বের থেকে বেশী বলছি না বম্বের প্রায় সমতুল্য, কিন্তু উত্তর প্রদেশ থেকে লোকসংখ্যার অনুপাতে কত বেশী এনরোলমেন্ট সেটা বিবেচনা করে দেখুন। অতএব আপনারা যদি রিপোর্ট খুলে পপুলেশন অনুসারে পার্সেন্টেজ ক'ষে দেখতেন, তাহলে দেখতেন যে আমরা কত এ্যাডভান্সড নতুবা বুঝতে পারবেন না। শুধু যে এনরোলমেন্ট প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেড়েছে, তা নয় প্রতি ধাপে ধাপে আমাদের এনরোলমেন্ট বেড়েছে অর্থাৎ প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উভয় ক্ষেত্রে বা পর্যায়েই আমাদের স্কুলের সংখ্যা এবং এনরোলমেন্ট দুইই বেড়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে আমাদের প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৩,৯৫০ আর ২ বছর আগে ১৯৫৫-৫৬ সালে ২৩ হাজার স্কুল হয়েছে অর্থাৎ প্রায় ৯।১০ হাজার বেশী। আবার ১৯৪৭-৪৮ সালে ১০ লক্ষ ৪৪ হাজার ছাত্রসংখ্যা ছিল, সেটা ১৯৫৫-৫৬ সালে ২১ লক্ষ ৭৯ হাজার হয়েছে। আমাদের রিসেন্ট এনরোলমেন্ট কি হয়েছে সেটা কালকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আপনারা দেখছেন যে ১০ বছরে দ্বিগুণের বেশী হয়ে গেছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে আমাদের ১,৯০০ স্কুল ছিল, আর এখন ১৯৫৫-৫৬ সালে সেটা ৩ হাজারের বেশী হয়েছে। আবার সেকেন্ডারী স্কুলের এনরোলমেন্ট ১৯৪৭-৪৮ সালে ৫ লক্ষ ২২ হাজার ছিল, সেটা ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় ৬ লক্ষ ৯৪ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের সেকেন্ডারী স্কুলের এনরোলমেন্ট প্রায় শতকরা ৫০ জন বেড়েছে। অতএব আমরা এনরোলমেন্টএ এগুচ্ছি কি পেছুচ্ছি, সেটা বুঝে দেখুন। ফল আমরা যে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি সে ধারণাটা আপনাদের ভুল। আপনারা যদি সত্য অবধারণের জন্য যত্ন ক'রে দেখতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা এগিয়ে চলেছি।

আর একটা কথা বলে আমি আসন গ্রহণ করব। ইউনিভার্সিটীকে সাহায্য দিতে আমরা নাকি কার্পণ্য করছি। এখানেও নাকি সেই ভদ্রলোকের এক কথা। এখানে বলা হচ্ছে যে ১৯৫১ সালের ইউনিভার্সিটী আইনে ব্যবস্থা করেছিলেন যে প্রতি বৎসর ১৬ লক্ষ টাকা দেবেন এবং সেকেন্ডারী এডুকেশন এ্যাক্ট অনুসারে ম্যাট্রিকুলেশনএর কম্পেনসেশনএর জন্য ৫ লাখ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশনের ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে বলে কম্পেনসেশনটাও বাড়ান উচিত। কিন্তু স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফিসের জন্য কম্পেনসেশন অনাগত কালের কোন আয়ের জন্য কোন কম্পেনসেশন কেউ কোথায় দেয় কি না খবর নিন।

তারপরে ইউ. জি. সির গ্র্যান্টএর ম্যাচিং গ্র্যান্ট বিষয়ে আমাদের ইনফর্মেশন হচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ছাড়া কোন ষ্টেটই কলেজদের ম্যাচিং গ্র্যান্ট দেয় নি। আমরা এখানকার কলেজদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে ম্যাচিং গ্র্যান্ট দেওয়া স্থির করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য বিষয়ে ফিরে আসা

যায়। ইউনিভার্সিটির গ্র্যান্ট নিশ্চয় নানা বাবদে আগে যে পরিমাণ দেওয়া হ'ত—তার থেকে বেড়েছে। তার ফলেই গত বছরে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটী যে বাজেট প্রেজেন্ট করেছেন সেটা ব্যালেন্সড বাজেট। ইউনিভার্সিটীর ব্যালেন্সড বাজেট অতীতে খুব কমই হয়েছে। স্যার আশুতোষের আমল থেকে এ পর্যন্ত বড় হয় নি। অতএব আমরা যে ষ্ট্যাটুটরী গ্র্যান্ট দিয়েই সন্তুষ্ট হচ্ছি, তা নয় তা ছাড়াও আমরা ইউনিভার্সিটির প্রয়োজন মত যথোচিত সাহায্য দিচ্ছি। আর আপনারা একথা ভুলে যাবেন না ইউনিভার্সিটী এডুকেশন মানে এখন শুধু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটী সংক্রান্ত শিক্ষা নয়। ইউনিভার্সিটী এডুকেশন মানে আমাদের বাংলাদেশে এখন তিনটা ইউনিভার্সিটীর প্রদত্ত বা অনুমোদিত শিক্ষা। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বিশ্বভারতী এবং আর একটা নূতন ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠেছে—যাদবপুরে। আমাদের বাজেট বরাদ্দ ইউনিভার্সিটী গ্র্যান্ট হচ্ছে ৪০ লক্ষ টাকা—এর অধিকাংশই যাদবপুরের জন্য যাদবপুর নূতন গড়ে উঠছে, এবং পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট এডুকেশনএর জন্য শুধু নয়, আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট স্টেজএর জন্যও। অতএব ইউনিভার্সিটীর শিক্ষাখাতে গ্র্যান্ট আমাদের বাড়ছে না এটা নির্জলা মিথ্যা কথা।

(MEMBERS FROM THE OPPOSITION: মিথ্যা একথা আপনি বলতে পারেন না।]

আচ্ছা, অসত্য কথা, আনট্রু। কাজে কাজেই আমাদের যতদূর ক্ষমতা আমরা তদনুযায়ী সাহায্য করছি। অবশ্য যতদূর করা উচিত। আমরা ততদূর করতে পারছি—এই দাবী করছি না—আমি একথাই বলছি আমাদের যা রিসোর্সেস ততদূরই আমরা করছি এবং আমার মনে হয়, তার চেয়ে বেশীই বরং করবার চেষ্টা করছি। এর বেশী আমার কিছু বলবার নাই।

[7—7-10 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, কাশীপুরের মাননীয় সদস্য দেবেনবাবু অনেক ধমকের সুরে জোর দিয়ে বল্লেন, জিনিষপত্রের দাম যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে এই আসনে থাকা উচিত নয়। তাঁর কথা শুনে মনে হ'ল, তিনিই যেন দয়া করে আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমরা তাঁর দয়ায় এখানে আসি নি। আমরা যাঁদের ভোটে এখানে এসেছি, তাদের নিকট নিশ্চয়ই গভর্নমেন্ট জবাব দেবে। দেবেনবাবুকে আমি মূল্যবৃদ্ধির যেসব তথ্য ও তালিকা সংগ্রহ করেছি, তা বলছি—

(OPPOSITION MEMBERS: আপনার সেই আবার পরিসংখ্যান?]

আপনারা পরিসংখ্যান দিলে খুব মধুর লাগে আর আমরা দিলে তা তিক্ত লাগে কেন? আমি স্বীকার করছি গত তিন মাসের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে—এ সম্পর্কে আমি দেবেনবাবুর সঙ্গে একমত। গত বৎসর এই সময় জুন ২৩।২৪ তারিখের এবং এই বছরের ২৩।২৪ তারিখের ১৬টি দ্রব্যের তালিকা আমি এনেছি। তুলনা করে আমি দেখছি ১৬টির মধ্যে ১৩টি জিনিষের মূল্য হয় সমান আছে, আর না হয় কমেছে—মাত্র ৩টি দ্রব্যের দাম বেড়েছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার কাছে এগুলি পড়ে শোনাচ্ছি—১৯৫৭ সালে ২৪এ জুন তারিখে এক সের চা'লের দাম ছিল ৬২ নয়া পয়সা, আজকে এক সের চা'লের মূল্য ৬২ নয়া পয়সা—মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে? গত বৎসর এই সময় কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলে আমাদের মডিফাইড রেশনিং নিতেন ৭ লক্ষ লোক—আজকে ২৫ লক্ষ লোকে নিচ্ছেন, যদিও চা'লের দাম তাই আছে। মুসুর ডালের দাম কিছু বেড়েছে—সামান্যই বেড়েছে।

[Disturbances]

গত বৎসর এই সময় ডালের দাম যা ছিল তিন মাসের মধ্যে—আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী প্রমাণ করে দিয়েছেন দেবেনবাবুর পরিসংখ্যান ভুল—আপনাদের তরফ থেকে যখন ডাঃ চ্যাটার্জী পরিসংখ্যান দিচ্ছিলেন, তখন তো আমরা গোলমাল করি নি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আপনাদের

সর্বত্তর দিয়েছেন, আমরা সত্য পরিসংখ্যান পরিবেশন করি বলেই কি আপনাদের ক্রোধের সঞ্চার হয়? মুগের ডালের দাম গত তিন মাসের মধ্যে বেড়েছে আমি স্বীকার করছি। কিন্তু গত বৎসর এই সময় মুগের ডালের দাম যা ছিল এই বছর তাই আছে। মুসুর ডালের দাম এক সের ছিল ৬২ নয়া পয়সা, এই বছর ২৩এ জুন তারিখেও ৬২ নয়া পয়সা। গত বৎসরের তুলনায় মুগ ডালের দাম কিছু বেড়েছে—২৪এ জুন তারিখে ছিল এক সেরের দাম ৬২ নয়া পয়সা, আজকে হয়েছে ৮৭ নয়া পয়সা। আমি স্বীকার করছি বেড়েছে। আলুর দাম যখন ৪ আনা হয়ে গেল, তখন তো আপনারা কেউ বল্লেন না যে, আলু এত সস্তা হয়ে গিয়েছে। গত বৎসর ২৪এ জুন তারিখে ১ সেরের দাম ছিল ৫০ নয়া পয়সা, সেক্ষেত্রে এবার এই সময় ৪৪ নয়া পয়সা হয়েছে—নৈনিতাল আলু গত বৎসর ২৪এ জুন ছিল ৬২ নয়া পয়সা, এবার একই সময়ে হয়েছে ৪৪ নয়া পয়সা। কমেছে না বেড়েছে? সর্ষে তেলের দাম যদি বাড়ে তবে আমাদের খুব রাগ হয়, বিশেষ করে মেয়েরা খুব গালাগালি করে। এক সময় সর্ষে তেলের দাম ৩৷৷ টাকাও হয়েছিল সেরপ্রতি, আমাদের পশ্চিমবাংলায়। যাই হোক, গত বৎসর ২৪এ জুন তারিখে এক সের সর্ষে তেলের দাম ছিল ২৸, এ বছর হয়েছে ২৷৹। কই, দেবেনবাবু তো একথা বল্লেন না, সত্যি কথা কিনা বলবেন কি করে? সিঙ্গাপুরী কলার দাম যা ছিল তাই আছে। মাছের দাম আমি স্বীকার করছি কিছু বেড়েছে, গত বৎসর ২৪এ জুন তারিখে এক সের ছিল ২ টাকা, এ বৎসর ২৷৷ টাকা—গত বৎসর রুই মাছের দর ছিল ৩ টাকা, এ বৎসর ৩৷৷ টাকা—আমি স্বীকার করছি মাছের দাম বেড়েছে। খাসীর মাংস গত বৎসর ২৷৷ টাকা সের ছিল, এবছর হয়েছে ২৩এ জুন তারিখে ২৸ আনা। গরুর দুধ সমান আছে। গত বৎসর এক সের ৮১ নয়া পয়সা ছিল, এখনো ৮১ নয়া পয়সা। চিনির দাম একটু বেড়েছে। পটলের দাম সমান আছে। কাজে কাজেই মূল্য বৃদ্ধি গত তিন মাসের মধ্যে কি হয়েছে তা আপনারাই বলুন। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কৃষি উৎপাদন কিছুই বাড়ে নি—এ সম্পর্কে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জবাব দিয়েছেন। আমিও একটা কথা বলতে চাই, কারণ একথাটা কৃষিমন্ত্রী মহাশয় বলেন নি। আমাদের পার একর জমির উৎপাদন বেড়েছে—আমার কাছে কয়েকটি অংক আছে—১৯৪৭ সালে একরপ্রতি ৯·৮ মণ হয়েছে, ১৯৫৬ সালের এত বন্যার মধ্যেও ১১·৭ মণ হয়েছে। কাজে কাজেই আমাদের উৎপাদন বেড়েছে। আমরা মার্জিন্যাল এবং সাবমার্জিন্যাল ল্যান্ডও চাষ করি। যে সব জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে উৎপাদন বেড়েছে। আমি এবছর বোলপুরের একটা অঞ্চলে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা মাঠে ময়ূরাক্ষীর জল পাওয়া যায়—তারই পাশের একটা মাঠে পাওয়া যায় না। আমাকে খাদ্যমন্ত্রী জেনেও প্রথমোক্ত জমির ফলন ১৬-১৭ মণ হয়েছে বিঘাপ্রতি, একথা সেই চাষী স্বীকার করেছিলেন—আর যে জমিতে জল পাওয়া যায় না—আকাশের উপর নির্ভর করতে হয় সেচের জন্য সেখানে মাত্র ৩ মণ ধান পেয়েছেন বিঘাপ্রতি। কাজে কাজেই কত যে বেড়েছে, এ থেকে তুলনা করলে বুঝতে পারবেন।

আর একটা কথা আমি বারবার মাননীয় সদস্যদের বলেছি যে আমাদের ভারতবর্ষে জমি যত বেশী আমরা চাষের অধীনে এনেছি, তত পৃথিবীর কোন দেশে নাই। বাংলাদেশে আরো ঢের বেশী। চীন দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে—চীন দেশে মোট জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ার শতকরা ১১ ভাগ চাষের অধীনে এসেছে, সেখানে ভারতবর্ষে এসেছে ৫০ ভাগ, পশ্চিমবাংলায় ৮২ ভাগ এসেছে। যে জমিতে ফসল জন্মাবে—কালচারেবল ল্যান্ড—তার শতকরা ২৩ ভাগ চীন দেশে চাষের অধীনে এসেছে, ভারতবর্ষে এসেছে ৭৫ ভাগ, বাংলাদেশে এসেছে শতকরা ৮৫ ভাগের উপর। চীন দেশে ভাল জমিতে ধান উৎপন্ন করে। সেখানে যেসব জমিতে ধান উৎপন্ন হয়, তার শতকরা ৮৯ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। আর আমাদের ভারতবর্ষে শতকরা ৩৫ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। আমরা জানি গত কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের এখানে ফসলের উৎপাদন অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে যে ৫ বছর শেষ হলো—তখন গড় উৎপাদন ছিল ৩২ লক্ষ টন। ১৯৫২ সালে যে ৫ বছর শেষ হলো—তখনকার গড় উৎপাদন ছিল ৩৪ লক্ষ টন। তারপর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে এই ৫ বছরে আরো ফসল বেড়েছে সেচের দ্বারা। বড় সেচ, মাঝারী সেচ ও ছোট ছোট সেচের দ্বারা, আমরা ফসল বাড়িয়ে চলেছি। [illegible] দ্বারা এবং অন্যান্য জৈব সারের দ্বারা ৯ লক্ষ টন ফসল আমরা বাড়িয়েছি। কিন্তু দুঃখের কথা—৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু ভাইবোনেরা এখানে এসেছে। তাঁরা

যদি বছরে মাথাপিছু ৪ মণ ২৫ সের খান, তাহলে আমাদের ৫ লক্ষ টন বছরে লাগবে, তাদের খাওয়াবার জন্য। তার জন্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার একটা অঙ্কের ভুল ধরেছিলেন—জন্মমৃত্যু সংখ্যার। হয় উনি ভুল বুঝেছেন, না হয় আমি ভুল বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে ১৯৪৭ সালে গড় প্রতি মাসে জন্ম ৩৫,৬৪৬ জন লাইফ বার্থ, সেখানে ১৯৫৮ সালে জন্ম গড়ে প্রতি মাসে ৫২,৮৮৫ জন। কোথায় ৩৫,৬৪৬ জন ১৯৪৭ সালে, আর কোথায় ৫২,৮৮৫ জন ১৯৫৮ সালে। আর মৃত্যু হয়েছে ১৯৪৭ সালে মাসিক গড় ৩২,২৬৪ জন, ১৯৫৬ সালে মাসিক গড় মৃত্যু হয়েছে ৩২ হাজারের চেয়ে অনেক কম—১৮,৫২০ জন। কাজে কাজেই আমি কোন রকম মিথ্যা বা অসত্য তথ্য পরিবেশন করি নাই।

আমাদের এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন—কুটীর শিল্পের তো কোন উন্নতি হয় নাই। আমি বারবার এই কক্ষে বলেছি—একমাত্র তাঁতশিল্পের যা উন্নতি হয়েছে—দশ বছরের মধ্যে তা অসম্ভব। স্বাধীনতার আগে যেখানে উৎপাদন ছিল বছরে ৮ কোটি গজ বস্ত্র, আজ সেখানে ১৬ কোটি গজ বস্ত্র হচ্ছে। নিশ্চয়ই উৎপাদন বেড়েছে, যদিও আমরা সবকিছু করতে পারি নাই জানি। আমরা জেলা জেলা থেকে সংগ্রহ করেছিলাম দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কত টাকা চাই? ৬ শো কোটি টাকা। আমরা হিসেব করে ঠিক করলাম তিন শো কোটি টাকা বছরে। ওখানে গিয়ে তাঁরা কেটে করলেন ২৫৩ কোটি টাকা। আজ যদি আমাদের ৩ হাজার কোটি টাকা দেওয়া যায়, তাহলে হয়ত আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। এক বছরে তা খরচ করতে পারি, ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে পারি।

দেবেনবাবু যতই ভয় দেখান আমরা তাঁর ইচ্ছেয় এখনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও তাঁকে ডেকে এনে বসাবো—এ ভুল নিশ্চয়ই আমরা করবো না।

মাননীয় সুরেশ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এখানে উপস্থিত নাই। আজ তিনি খুব ভাল ভাল কথা বলেছেন। তাঁর কথার সঙ্গে আমি একমত। আমি এটা স্বীকার করছি যে আমরা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা সুষ্ঠুভাবে সম্যকভাবে করতে পারি নাই। হয়ত আমাদের নীতির কোথাও ভুল ছিল।

[এ ভয়েসঃ আপনি থাকতে হবে না।]

আমাদের এখানে একবারে সবাই আসে নি। অনেকে পাঞ্জাবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমাদের এখানে পাঞ্জাবের কথা পূর্বে অনেকবার বলা হয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন পাঞ্জাবে যেখানে আড়াই লক্ষ বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তার সবই প্রায় পাকা বাড়ী এবং অন্য ৫ লক্ষ গ্রাম্য বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তার মূল্য হচ্ছে আড়াই শো কোটি টাকা। আপনারা সকলে জানেন আমাদের এখানে এভাকুয়ি প্রপার্টি বলতে কিছু নাই। আমাদের যে সমস্ত মুসলমান ভাইবোনেরা চলে গিয়েছিলেন তাঁরা সবাই ফিরে এসেছেন, তাঁদেরও এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে। কাজে কাজেই পাঞ্জাবের সঙ্গে এখানকার তুলনা করা চলে না। আর একটা কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পূর্ব পাঞ্জাব থেকে পশ্চিম পাঞ্জাবে এবং পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে প্রায় সমান সংখ্যক লোক চলে এসেছিল ও চলে গিয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আড়াই লক্ষ পাকা বাড়ী সহরে এবং ৫ লক্ষ বাড়ী গ্রামে পেল, অনেক জমিও পেল। তৎসত্ত্বেও পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যে উদ্বাস্তু এসেছে তাদের মাত্র শতকরা ৫০ ভাগের পুনর্বাসন হয়েছে পূর্ব পাঞ্জাবে। আর সব ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য প্রদেশে। আর এখানে যদি আমরা উদ্বাস্তু ভাইবোনদের কল্যাণের জন্য তাদের বাইরে পাঠাতে চাই, তাহলে অমনি আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা বলবেন—বাংলাদেশে তাদের পুনর্বাসন করতে হবে।

[7-10—7-20 p.m.]

সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বললেন—কালকে আমার কাছে তাহেরপুর কলোনীর লোকেরা এসে বললেন—আমাদের মাথাপিছু ৭ টাকা কয়েক আনা মাসিক আয়, সেই টাকায় চলতে পারে না। পশ্চিমবাংলায় শতকরা ১১ ভাগ লোক উদ্বাস্তু এবং শতকরা ৮৯ ভাগ লোক পশ্চিমবঙ্গে

বেকার। কিন্তু আপনারা খোঁজ করে দেখুন টিউবারকুলোসিস বেড যা আছে, তার শতকরা ৩৫টি বেড দখল করে বসে আছে, এই উদ্বাস্তুরা। একথা সত্য যে পাঞ্জাবে এক একটি ফ্যামিলীর পুনর্বাসনের জন্য ৩ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। এটা দুঃখের কথা আমাদের বাংলাদেশে মাত্র ১ হাজার টাকা খরচ হয়েছে পার ফ্যামিলী। সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় গত জুন মাসে দিল্লীতে ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলএর মিটিংএ বলেছিলেন—আমাদের এখানে যারা পুনর্বাসন পায় নাই ৪৩ হাজার কৃষক পরিবার, যদিও কিছু কিছু টাকা তারা পাচ্ছে, এখনো তাদের গ্রামে পুনর্বাসন হয় নাই। আর ৭৫ হাজার পরিবার যারা কৃষক নয়, তারাও পুনর্বাসন পায় নাই। আর আর্বান এরিয়ার প্রায় ২৮ হাজার পরিবার কিছু কিছু টাকা পাচ্ছে, পুনর্বাসন পায় নাই। এই পরিবার পিছু ৩ হাজার টাকা কোন কোন ক্ষেত্রে, ৪ হাজার টাকা কোন কোন ক্ষেত্রে, আর ৫ হাজার টাকা আমরা চেয়েছিলাম, পুনর্বাসনের একটা পরিকল্পনা নিয়েছি এবং এর জন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বেশী করে অর্থ দেন।

একথা মনে রাখতে হবে যে পশ্চিম বাংলায় আর জমি নাই; আর যে জমি আছে, ডাঃ আমেদ বলেছেন—সেটা বজরা হবার মত জমি, শিশল হবার মত জমি, ধান সে জমিতে হতে পারে না, কাজেই সেখানে উদ্বাস্তু ভাইদের বসিয়ে আর সর্বনাশ আপনারা করবেন না।

উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে ডাঃ ব্যানার্জী যা বলেছেন, তাঁর অধিকাংশের সঙ্গে আমি একমত। আমি একথা বলতে চাই যে উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান করতে গেলে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা কঠিন। আশা করি যেসমস্ত প্রশ্ন এখানে তোলা হয়েছে তার জবাব আমি দিয়েছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, it is difficult to say much at this late hour. I will reply to some of the fundamental propositions put forward particularly by my friend Shri Bankim Mukherjee. He says that we have not answered all the questions that have been raised from time to time. Sir, I have been thinking about and I feel that most of these questions that have been raised either during the Budget cut motions or during the Appropriation Bill discussion cannot be answered much as you wish to, because we had no intimation previously that these questions would be raised. Although my friends Dr. Ahmed, Rai Harendra Nath Chaudhuri and Shri Prafulla Sen could gather together some figures, it is not possible for the Ministers to give answers to all the questions. Just as a matter of casual interest I tried to note down how many particular questions Shri Bankim Mukherjee has raised today, and I found that he had raised about 43 different questions. I ask: where is the man here or anywhere else who would be able on the spur of the moment to give answers to all the 43 questions and then you will say that your discussion is unrealistic, because you did not answer these questions. It is for this reason perhaps that the Central Legislature has a rule of procedure which says this: The debate on Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance not of any particular area or administrative policy employed in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration. What do we hear today? The same old story, right or wrong, they think that repetition will make a wrong thing right, will make an untrue thing true. That cannot be done. Hitler's Assistant, Goebbels tried that but he failed. The second rule is that the Speaker may in order to avoid repetition of debate require the members desiring to take part in the discussion of Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise and withhold permission for raising such of the points as in his opinion appear to be repetition of the matters discussed on Demands for Grants or may not have been of sufficient public importance. We have no such rule here. Therefore the members here have tried to wax

eloquent on evils, on actions or reactions, whether they are right or wrong, on different matters. My friend Shri Bankim Mukherjee has said that this sort of budget discussion in two instalments does not give him a clear idea as to what is being done, what is being asked for. Sir, I do not know why he says that. I mentioned during my reply to the general discussion that the only difference that has been made during the last four months is that the Government of India have during this period given an extra grant of about Rs. 4 crores which was not included in the original estimate and, therefore, the minus balance that was there - 1.75 crores has now become plus 2.32 crores.

[7-20—7-27 p.m.]

I drew the attention of my friends in the Legislature about it because I thought that this was a matter which was of sufficient importance to them.

Sir, he has complained that although he has asked for reports from the different departments to be published and circulated, nothing has been done. I happened casually to collect all the papers that were in my almirah here in the Legislative Assembly. They relate to most of the departments—Irrigation, Education, Works and Buildings, Public Works, Food and Refugee Rehabilitation. There is a series of comprehensive statistics regarding the staff employed in the Government of West Bengal. There is an Economic Survey of Small Industries made in 1954 for each of the districts in West Bengal—there are fourteen such volumes. Then there is Education in West Bengal. Then there is Sundarban and Non-Sundarban Areas of 24-Parganas and the various kinds of relief that have been given—in two volumes. Then there is situation of Flood in West Bengal—that is dated 6th December, 1957. Then there is Facts and Figures of West Bengal. Then there is this white book which contains all the Development Projects. There are many others. Sir, if my friends do not take sufficient interest to go through all these books, I cannot help it. My friend says that he has not got them. I as Chief Minister has got them, but he has not got them. I do not know whether these are circulated to the members. I will see that all members do get them. Generally what happens is that they are placed in the Library. But Sj. Bankim Mukherjee says that it does not help him as he cannot always go to the Library.

Then, Sir, there is one question that he raised before and he has raised today about the enquiry made by the police regarding the previous records of a particular person who has to be given employment. This is a matter which will require careful scrutiny and I propose to give a reply some time later.

I am sorry I am not able to give much information with regard to the points which have been raised by my friends. But Sj. Chakravorty referred to Byomkesh Sen Gupta. He said that the transfer of this gentleman was due to the objection raised by the Land Acquisition Collector. My report is that there was a Joint Land Reforms Commissioner who retired and in his place Mr. Sen Gupta was chosen because he was found the best among all the available officers. I do not know how he links up the two with some property or something that has been taken and because he did not give a favourable reply.

Then he spoke about Mr. P. N. Tagore's house. As we all know, Mr. P. N. Tagore's house has been taken over in connection with a case which is going on in the High Court—the house belongs to a list of such property. We have not paid the whole of the money.

Then he also referred to the case of printers. He said "Why tax the book and why not tax the paper of the printer?" If he is a registered dealer—and a printer is a registered dealer—he can purchase paper as raw material and when a person purchases paper as raw material, according to our Sales Tax Act, we do not levy any sales tax for such purpose.

Sir, I do not think, at this late stage, I need worry my friends here with regard to any other point which has been raised here. I am glad to say that most of the questions that were raised with regard to education, food, refugees and agriculture have been replied to by my colleagues in the Ministry. All I can say to my friends here is that politics is a very hard task-master. You cannot slip in everywhere simply because you choose to be abusive of the administration. By abuses you cannot convince a person. Let them not forget that we do hold a majority in the House; it is not a mere artificial majority. Let them first go to the country and get a majority and then talk about coming and occupying the Ministry.

With these words, I move that my motion be accepted.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clauses 1 to 3

The question that clauses 1 to 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Schedule.

The question that the schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble.

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Adjournment.

The House was then adjourned at 7-27 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 2nd July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 2nd July, 1958, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Sankardas Banerji) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 211 Members.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

[3—3-10 p.m.]

Dinhata Town Committee

***1.** (Admitted question No. *1288.) **Sj. Chitto Basu:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state if it is a fact that there is a Town Committee at Dinhata, Cooch Behar?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the Town Committee is a nominated or elected body;

(*ii*) if nominated, what actions have so far been taken to have an elected body instead of the nominated one;

(*iii*) whether a memorandum was submitted by the people of Dinhata embodying some concrete suggestions in this respect; and

(*iv*) if so, what actions have been taken on that memorandum?

The Minister for Local Self-Government (The Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) Members of the Town Committee are appointed by Government.

(*ii*) and (*iv*) Government are considering whether the Town Committees of the smaller towns should be replaced by Panchayats constituted under the West Bengal Panchayat Act and those of the bigger towns, which fulfil the conditions laid down in the Bengal Municipal Act, should be converted to municipalities.

(*iii*) Yes.

Sj. Chitto Basu:

তারা নমিনেটেড, না এ্যাপয়েন্টেড?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes, they are nominated.

Sj. Chitto Basu:

এ্যাপয়েন্টিং অথরিটী কে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

গভর্নমেন্ট।

Sj. Chitto Basu:

এ্যাপয়েন্ট করার সময় লোকাল জনসাধারণের কোন রকম সাজেসসন নেওয়া হয় কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: They are governed by the Cooch Behar Town Committee.

Sj. Chitto Basu:

এই আইনের কোন এ্যামেন্ডমেন্ট করার কথা ভাবছেন কি না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: We are considering as to whether the Bengal Municipal Act should be applied there.

Sj. Chitto Basu:

জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপনাকে যে মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়েছে, তাতে আইনের সংশোধনের কথা কি বলা হয়েছে।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Well, suggestions had come. There is no use adopting a different kind of Municipal Act in Cooch Behar. If we have to extend our Act we shall extend the Bengal Municipal Act.

Sj. Chitto Basu:

দিনহাটা ছাড়া অন্য কোথায় এই রকম ধরনের টাউন কমিটি কি আছে?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: I think there are one or two more places in Cooch Behar.

Mr. Speaker: I think the question is sufficiently answered.

Sale of grave land in Darjeeling district

***2.** (Admitted question No. *656.) **Sj. Rama Shankar Prasad and Sj. Bhadra Bahadur Hamal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(*a*) whether the Government has received any representation from the public about the sale of the Burial Ground Estate in Darjeeling by the owners of the said estate; and

(*b*) if so, what action, if any, has been taken by the Government?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: (*a*) There was a report from the Secretary, Darjeeling District Kisan Sabha, to the effect that the grave land at Rangbhang Busty, Block No. 2, Manendara, was sold by the proprietor.

(*b*) No record was found to show the existence of any public graveyard in Rangbhang Busty.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि किसान सभा के सिक्रेटरी के रिपोर्ट पाने पर कोई इन्क्वारी की गई है?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

वह इन्क्वारी किस के मार्फत से की गई है?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Enquiries are always made by local officers.

Sj. Bhadra Bahadur Hamal:

क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि दो नम्बर ब्लाक में अभी तक बहुत से कबरिस्तान खाली पड़े हैं ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: There are huts on either side of the graveyard. There is nothing to show that it is a public graveyard.

Election and reconstitution of Purulia District Board

***3.** (Admitted question No. *571.) **Sj. Sagar Chandra Mahato:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state—

(ক) পুরুলিয়া জেলাবোর্ডের নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা কত ;

(খ) ঐ সদস্যগণ কখন নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং সাধারণ নিয়মানুসারে তাঁহাদের কার্যকাল কখন শেষ হইয়াছে ;

(গ) পুরুলিয়া জেলাবোর্ডকে নূতনভাবে পুনর্গঠনের জন্য এবং তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ;

(ঘ) কয়লা সেস বাবত বিহার সরকারের নিকট পুরুলিয়া জেলাবোর্ডের কত টাকা প্রাপ্য রহিয়াছে ; এবং

(ঙ) কয়লা সেস বাবত বাকী টাকা বিহার সরকারের নিকট হইতে আদায়ের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

(ক) ও (খ) পুরুলিয়া জেলাবোর্ড গঠিত হইবার পর কোনও নির্বাচন হয় নাই। পুরুলিয়া এলাকা হইতে মানভূম জেলাবোর্ডে যে ছয়জন সদস্য নির্বাচিত ও দুইজন সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act-এর ৪৬ ধারা অনুযায়ী নবগঠিত পুরুলিয়া জেলাবোর্ডের সদস্যরূপে নিয়োগ করিয়া গত ২১এ নবেম্বর, ১৯৫৬ তারিখে ৯৭১০। এল. এস. জি. নম্বরের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে। উপরোক্ত নির্বাচিত সদস্যগণ ১৯৪৭ সালে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সাধারণ নিয়মানুসারে ৫ বৎসর পরে নির্বাচন হওয়া উচিত ছিল। পরে Bihar and Orissa Local Self-Government (Amending and Validity) Act, 1954 (Bihar Act VII of 1954) section 13 অনুসারে তাঁহাদের কার্যকাল পুনর্নির্বাচনকাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে।

(গ) বোর্ড পুনর্গঠনের কোনও প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই। জেলাবোর্ডের আর্থিক উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি সরকারের বিবেচনাধীন আছে:

(১) বর্তমান সদর লোকাল বোর্ডের বিলোপসাধন করিয়া উহার সমুদয় কর্মচারীকে নূতন স্কুলবোর্ডে, যাহা গঠিত হইবার পরিকল্পনা আছে, তাহাতে নিযুক্ত করা ;

(২) জেলাবোর্ডের অধীনস্থ পশুচিকিৎসালয়গুলি সরকার কর্তৃক গ্রহণ করিয়া বোর্ডের ব্যয়ভার লাঘব করা ;

(৩) জেলাবোর্ডের হাসপাতাল ও এলোপ্যাথিক ঔষধ-বিতরণ কেন্দ্রগুলিকে সরকারের অধীনে আনিয়া বোর্ডের ব্যয়ভার লাঘব করা ;

(৪) বঙ্গভুক্তির পূর্বে যে-সব সরকারী দান পুরুলিয়া জেলাবোর্ডের প্রাপ্য ছিল তাহার পুনর্ব্যবস্থা করা ;

(৫) জেলাবোর্ডের বাড়তি কর্মচারীদের সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করা ; এবং

(৬) জেলাবোর্ডকে Augmentation Grant দেওয়া।

(ঘ) (ঙ) এ-বিষয়ে তদন্ত ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

Election of Garden Reach Municipality

*4. (Admitted question No. *925.) **Janab Shaikh Abdulla Farooquie:** (*a*) **Will the Hon'ble Minister in charge of the** Local Self-Government Department be pleased to state whether Government is making any arrangement to hold election for the Garden Reach Municipality within 24-Parganas district?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state when the election will take place?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

क्या मिनिस्टर साहब बतलायेंगे कि Garden Reach Municipality के चुनाव के बारे में जो सिर्फ 'no' बतलाया है, उसकी वजह क्या है ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

Garden Reach Municipality की हालत बहुत खराब है।

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

क्या यह बात सही है कि वहां पर कांग्रेस की हालत ठीक नही है और इसी कारण से वहा election नही करा रहे है, ताकि कम्युनिस्ट मेम्बर चेयरमैन न बन सके ?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

नही, कोई ऐसी बात नही है।

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

लेकिन क्या वजह है कि वहा पर Administrator बैठाया गया है ? उसकी वजह से म्युनिस्पैलिटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और म्युनिस्पैलिटी की तरक्की भी नही हो रही है, क्या आपको मालूम है ?

Mr. Speaker: I have not followed your questions at all. What do you want? The point is that it is not in the contemplation of the Government.

Janab Shaikh Abdulla Farooquie:

আমি বলতে চাই—সেখানে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকার ফলে মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে, এটা জালান সাহেব কি জানেন?

Mr. Speaker:

এ প্রশ্ন উঠে না।

Sj. Rabindra Nath Mukhopadhyay:

কতদিন যাবৎ এই রকম অবস্থা থাকবে তা মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি?

Mr. Speaker:

যতদিন আবশ্যক বোধ করবেন।

Next question.

Tribal Welfare Schemes in Sunderban areas

*5. (Admitted question No. *553.) **Sj. Khagendra Nath Naskar:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state if it is a fact that a large number of Scheduled Tribes people live in the Sunderban zone?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the number of children of school-going age among the Scheduled Tribes in Sunderban zone;

(*ii*) whether Government have any scheme for establishing some school hostels for the Scheduled Tribe students in any area of Sunderban zone;

(*iii*) whether the G. N. Hari-Narayani Vidyapith within Herobhanga Union under Canning police-station, 24-Parganas, applied for grants for establishing a hostel for Scheduled Tribe students;

(*iv*) how many tubewells with the names of places have been sunk for supply of drinking water for use of Scheduled Tribes in Sunderban zone; and

(*v*) what are the schemes for welfare of Scheduled Tribes in Sunderban areas included in the Second Five-Year Plan?

The Minister for Tribal Welfare (The Hon'ble Bhupati Mazumdar): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) This figure is not available.

(*ii*) Yes, during the Second Plan period.

(*iii*) No.

(*iv*) Statement "A" is laid on the Library Table.

(*v*) The schemes included in the Second Five-Year Plan are not formulated for any particular area of a district or districts. The Scheduled Tribes of the Sunderban area will derive benefit, more or less, of all the general schemes in the Second Five-Year Plan which will be executed in the district of 24-Parganas. Statement "B" is laid on the Library Table showing the general schemes included in the Second Five-Year Plan of this department.

Particular mention may be made of the Hasnabad Thana Creamery Society, Kalinagar Paddy Storage and Marketing Society, Sandeshkhali Co-operative Dharmagola and Haroa Thana Dharmagola which have benefited the Scheduled Tribes of the Sunderbans.

Sj. Bijoy Singh Nahar: May I know under question (b)(iv) are the tubewells being made only for the Scheduled Tribe people and nobody else can use them?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar: It is in the Scheduled Tribe area. It does not mean that nobody else can use that.

[3-10—3-20 p.m.]

Sj. Saroj Roy:

আপনি বলেছেন ২(বি)তে, 'ডিউরিং দি সেকেন্ড প্ল্যান পিরিয়ড'—সেকেন্ড প্ল্যানএর তৃতীয় বৎসর যে চলে গিয়েছে, ইতিমধ্যে কয়টা হোস্টেল হয়েছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এ পর্যন্ত যা হয়েছে তার হিসাব দেওয়া হয়েছে।

Sj. Saroj Roy:

হোস্টেল সম্পর্কে আপনি উত্তর দিয়েছেন এই প্রশ্নের—

Whether Government have any scheme for establishing some school hostels for the Scheduled Tribe students in any area of Sundarban Zone যে, 'ইয়েস, ডিউরিং দি সেকেন্ড প্ল্যান পিরিয়ড', এখন আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে—ইতিমধ্যে কয়টা হয়েছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

যে লিস্ট দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সমস্ত থানার কথাই আছে।

Mr. Speaker: The only question is if the scheme has been implemented under the Second Plan at all till now. If so, yes; if not, no.

The Hon'ble Bhupati Mazumdar: Yes, it is being implemented.

Sj. Saroj Roy: Have you succeeded in implementing the scheme up till now?

Mr. Speaker: I am afraid he is not in a position to answer it.

Sj. Saroj Roy:

সেকেন্ড প্ল্যান পিরিয়ড-এ কয়টা হোস্টেল হবে?

Mr. Speaker: I take it the answer is, as many as would be necessary.

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

১৯৫৭-৫৮, ১৯৫৮-৫৯এ যেগুলি হবার কথা সবই আপনাকে বলতে পারি—তবে এই প্ল্যানের ভিতর নানা ভাগ আছে।

Mr. Speaker: The question is with reference to question (b)(ii)—whether Government have any scheme for establishing some school hostels. Your answer is—yes, during the Second Plan Period. Has the Government been able to make up its mind as to how many school hostels it wants to establish?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar: Yes, there is a sum for backward class education from the Education Department which is supplemented by grants from the Tribal Welfare Department.

Sj. Saroj Roy: That was not my question.

আমার প্রশ্ন হল—সেকেন্ড প্ল্যানএর ভিতর কয়টা হোস্টেল করার ব্যবস্থা ঠিক করা হয়েছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

টোটাল তো বলেছি: যেখানে যেমন দরকার হবে সেখানে সেরকম করতে হবে।

Sj. Saroj Roy:

আমার আশ্চর্য লাগছে এই কোয়েশ্চেন ৬ মাস দিয়েছি, এখনো এই ফিগার এ্যাভেলএবল হল না, ৬ মাস পরেও আপনি বলছেন 'দিস ফিগার ইজ নট এ্যাভেলএবল'।

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

প্রত্যেক জেলার সার্বডিভিশনএর খবর নিয়ে যে আপনাদের দিতে হবে।

Sj. Saroj Roy:

একটা প্রশ্নের জবাব ৬ মাস পরেও দিতে পারছেন না, বলছেন 'দি ফিগার ইজ নট এ্যাভেলএবল'।

Mr. Speaker:

উনি এখন দিতে পারছেন না।

the Minister has not the figure at the moment. Perhaps some other day he will give you;

Sj. Saroj Roy:

তাহলে কখন আমরা ফিগারটা পাব?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এখন আমার কাছে ফিগার নাই এটুকু বলতে পারি।

Sj. Chitto Basu:

সুবার্বান টাউন বলতে কোন্ কোন্ থানা ইনক্লুডেড?

Mr. Speaker:

ওটা জিওগ্রাফির কোয়েশ্চেন, এখানে উঠে না।

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রী মহাশয়কে বাদ দিয়ে তাহলে আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি—আমরা একটা ফিগার চাই—৬ মাস পরেও উনি বলছেন ফিগার ইজ নট এ্যাভেলএবল।

Mr. Speaker:

উনি তো বলেছেন পরে জানাবেন।

Sj. Chitto Basu:

সুবার্বান ট্রাইবাল এরিয়াতে কতগুলি স্কুল আছে বলতে পারেন?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

নোটিশ চাই।

Sj. Chitto Basu:

ওখানকার নাম্বার অব চিলড্রেন অব স্কুল-গোইং এজ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এটা কি বলা যাবে? ওখানে কত স্কুল হয়েছে সেটা কাগজপত্র দেখে বলা যেতে পারে, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা স্কুল-গোইং বালক কত আছে সেটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বলতে পারবে। আমি এটুকু বলতে পারি যেখানে যেখানে করা হয় সেখানেই সাহায্য দেওয়া হয়; যেখানে হয় নি সেসব থানার খবর আমার কাছে নাই।

Sj. Chitto Basu:

কতগুলি টিউব-ওয়েল ভেরিফাই কন্ডিশনএ আছে জানেন কি?

Mr. Speaker: I disallow it.

Stipends to tribal students in Birbhum district in 1956

***6.** (Admitted question No. *619.) **Sj. Turku Hansda:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(ক) ১৯৫৬ সালে বীরভূম জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের কতজন উপজাতীয় ছাত্রছাত্রী বিশেষ বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন এবং কতজনকে এই বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল ;

(খ) যাঁদের বৃত্তি দেওয়া হয় নাই, কি কারণে দেওয়া হয় নাই ;

(গ) সরকারের কি এই নির্দেশ ছিল যে, যে-সকল উপজাতীয় ছাত্রছাত্রী একই শ্রেণীতে দুই বৎসর থাকিবেন, তাঁহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে না ;

(ঘ) সত্য হইলে, উপরোক্ত নির্দেশনামা পূর্বাহ্নে স্কুলগুলিকে জানানো হইয়াছিল কিনা ; এবং

(ঙ) না হইয়া থাকিলে, তাহার কারণ কি ?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

(ক) ১৯৫৬ সালে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে বৃত্তি পাওয়ার জন্য প্রাপ্ত ১৮৯টি দরখাস্তের মধ্যে ১৮৮-টি ক্ষেত্রেই বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

(খ) একটিমাত্র ক্ষেত্রে বৃত্তি দেওয়া হয় নাই বা প্রয়োজন হয় নাই, কারণ সেই ছাত্রটি বিদ্যালয় হইতে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা (School Final Examination) দিতে অনুমতি পায় নাই।

(গ) না।

(ঘ) ও (ঙ) এ প্রশ্ন উঠে না।

Sinking of tubewells and opening of Dharmagolas in Memari and Kalna police-stations for tribal people

***7.** (Admitted question No. *1098.) **Sj. Jamadar Majhi:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(*a*) the number of tubewells sunk from Tribal Welfare Fund in each of the police-stations of Memari and Kalna in the financial year 1956-57 and the number of such tubewells sunk or proposed to be sunk in the financial year 1957-58 in each of those two thanas;

(*b*) whether any grain banks (Dharmagola) for the tribal people have been organised by the Tribal Welfare Department in any of the above thanas;

(*c*) if so, what is the number and location of them; and

(*d*) if not, whether Government have any scheme to open such grain banks in any of the thanas?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar: (*a*) The number of tubewells sunk in the police-stations of Memari and Kalna during 1956-57 are five and three, respectively. In 1957-58 the numbers of tubewells proposed to be sunk in the aforesaid police-stations are five and four, respectively.

(*b*) No.

(*c*) Does not arise.

(*d*) A scheme for the opening of a grain bank at Goara in Kalna police-station has already been taken up during the year 1957-58 and the work is under progress.

Sj. Hare Krishna Konar:

আপনি জানিয়েছেন এই বৎসর ৪।৫টা টিউব-ওয়েল করা হবে। আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে—এই দুটি থানায় যথেষ্ট সংখ্যক সিডিউল্ড ট্রাইব আছে। এই রেটএ চল্লে ওদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে কত বৎসর লাগবে বলে মনে করেন?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

কত বৎসর লাগবে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না—সাধারণভাবে টিউব-ওয়েল পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেন্ট বা সরকারের অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে দিয়ে থাকে—এটা অতিরিক্ত।

Sj. Hare Krishna Konar:

লোকাল ডেভেলপমেন্ট স্কীমএ যে টিউব-ওয়েল দেওয়া হয় তার অধিক গ্রামবাসীদের দিতে হয়—

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

আপনি যে নিয়মের কথা বলছেন সেটা হচ্ছে ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে যেসব করা হয় তাতেও গ্রামবাসীদের অর্ধেক কন্ট্রিবিউশন লাগে।

Sj. Hare Krishna Konar:

আমি সেই কথাই বলছি—এই নিয়মে গ্রামবাসীদের যে অর্ধেক দেওয়ার কথা সেটা এই গরীব সাঁওতালদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়—তাদের পক্ষে ৫০ পারসেন্ট দেওয়া সম্ভব নয়—সুতরাং গভর্নমেন্ট থেকেই সবটা করার বন্দোবস্ত করবেন কি?

Mr. Speaker: That question I do not allow.

Welfare work for Tribal and Scheduled Caste people in Burdwan district

***8.** (Admitted question No. *652.) **Sj. Jamadar Majhi:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(ক) বর্ধমান জেলায় বর্তমান বৎসরে—

(১) উপজাতীয়দের সংখ্যা কত, এবং

(২) তপশীলীদের সংখ্যা কত ;

(খ) কোন্ কোন্ থানায় উপজাতীয়দের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ও তাহার সংখ্যা কত ;

(গ) ১৯৫৬-৫৭ সালে উপজাতি উন্নয়ন তহবিল হইতে বর্ধমান জেলার কোন্ থানায় কয়টি নলকূপ ও কূপ খনন করা হইয়াছে ;

(ঘ) বর্ধমান জেলায় উপজাতিদের জন্য কোন ধর্মগোলা খোলা হইয়াছে কিনা ;

(ঙ) হইয়া থাকিলে, কয়টি এবং কোথায় ;

(চ) না হইয়া থাকিলে, ১৯৫৭-৫৮ সালে জেলার কোথাও ধর্মগোলা খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা ;

(ছ) ১৯৫৬-৫৭ সালে বর্ধমান জেলার জন্য উপজাতি তহবিলে কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল ; এবং

(জ) ১৯৫৭-৫৮ সালে বর্ধমান জেলার জন্য উক্ত উদ্দেশ্যে সরকার কত টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন ;

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

(ক)—

(১) ১০৪,৫৪৫ জন।

(২) ৫৮৪,৮০৬ জন।

(খ) থানা প্রতি লোকসংখ্যার হিসাব উপস্থিত দেওয়া সম্ভবপর নয়। সার্কেল অনুযায়ী বিবরণী "ক" এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) বিবরণী "খ" এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(ঘ) হ্যাঁ।

(ঙ) তিনটি। গলসী থানার অন্তর্গত চরকডাঙ্গায় একটি, বরাবনী থানার দোমহনী বাজারে একটি ও সালানপুর থানার রামামেটিয়াতে একটি।

(চ) এ প্রশ্ন উঠে না।

(ছ) ১,৬৯.২৩১ টাকা।

(জ) ৪,৪৩,৫০০ টাকা।

Statement "ক" referred to in reply to clause (খ) of starred question No. 8

থানাসহ সার্কেলের নাম।		উপজাতি লোকসংখ্যা।
সখনিপুর—কুলটী—হীরাপুর—আসানসোল—বরাবনী—জামুরিয়া।		৩৪,৭২১
মেনারী—জামালপুর	..	২৬,০১০
গলসী—ভাটার—আউসগ্রাম	..	২৩,৭৭৮
রাণীগঞ্জ—অণ্ডাল—ফরিদপুর—কাঁকসা	..	১৭,৩১৫
কালনা—পূর্বস্থলী—মন্তেশ্বর	..	১৫,০৮০
বর্ধমান—খণ্ডঘোষ—রায়না	..	৮,৬৯৭
কাটোয়া—মঙ্গলকোট—কেতুগ্রাম	..	৪,২৫৫

Statement "খ" referred to in reply to clause (গ) of starred question No. 8

থানা।		নলকূপ ও কূপের সংখ্যা।			প্রকার (নলকূপ অথবা কূপ)।
		উপজাতি এলাকা।	তপশীলী এলাকা।		
পূর্বস্থলী	..	১	..		নলকূপ
গলসী	..	১	..		ঐ
আউসগ্রাম	..	১	২		ঐ
মেনারী	..	৩	২		ঐ
কালনা	..	২	১		ঐ
ভাটার	..	২	৩		ঐ
মঙ্গলকোট	..	১	..		ঐ
জামালপুর	..	২	..		ঐ
কাঁকসা	..	২	..		ঐ
মন্তেশ্বর	..	..	১		ঐ
সালানপুর	..	২	১		পাকা কূপ
বরাবনী	..	১	২		ঐ
জামুরিয়া	..	১	৪		ঐ
কেতুগ্রাম	..	..	১		নলকূপ
রায়না	..	..	৪		ঐ
কোটোয়া	..	..	৪		ঐ
		১৯	২৫	মোট ..	৩৩-টি নলকূপ ও ১১-টি কূপ।

উপজাতি এলাকায়	..	১৫-টি নলকূপ ও ৪-টি পাকা কূপ
তপশীলী এলাকায়	..	১৮-টি নলকূপ ও ৭-টি পাকা কূপ
		৩৩-টি নলকূপ ও ১১-টি পাকা কূপ

[3-20—3-30 p.m.]

Sj. Hare Krishna Konar:

আপনি এখানে যে হিসাব দিয়েছেন তাতে আছে সখানপুর-কুলটী-হীরাপুর সার্কেলএ ৩৪,৭২১ জন উপজাতি আছে। আর মেমারী-জামালপুরে হচ্ছে ২৬ হাজার। অর্থাৎ এই দুটিই হচ্ছে বৃহত্তম সংখ্যা তাহলে মেমারী-জামালপুরে একটাও ধর্মগোলা হয় নি তার কারণ কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

ধর্মগোলার জন্য একটা টাকা বরাদ্দ করা আছে। সেইজন্য বাৎসরিক সাধারণতঃ দেশের যেখানে যেখানে ট্রাইবাল এরিয়া আছে, যেখানে তাদের কন্সট্রিবিউশন আছে, সেখানে বেছে বেছে ম্যাজিস্ট্রেটএর পরামর্শমত করা হয়। করবার বেশী ক্ষমতা অল্প। যে টাকা বরাদ্দ আছে, তাতে কতকগুলি করা হয়েছে। কোথাও চারটি, কোথাও তিনটি, কোথাও দুটি—এইরকমভাবে প্রতি জেলায় বেড়ে চলেছে। এটা আরম্ভ হয়েছে অল্পদিন। যদিও আমরা জানি ধর্মগোলার প্রয়োজন খুব বেশী। কিন্তু অর্থ ভাণ্ডার যা তাতে বেশী করে কাজ করবার উপায় নেই। ভবিষ্যতে যদি বেশী স্যাংশন পাই তাহলে করবো।

Sj. Hare Krishna Konar:

একটা ধর্মগোলা করতে কত টাকা লাগে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সাধারণতঃ ধরা যায় ১০½ হাজার টাকা।

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার প্রশ্ন ছিল যে গলসী থানা এলাকায় ২০ হাজার উপজাতি আছে সেখানে একটা করা হয়েছে, আমি মনে করি এখানেও করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু মেমারী-জামালপুরে এই দুইটি থানায় লোকসংখ্যা বেশী, সেই জায়গায় না করে অন্য জায়গায় প্রায়োরিটি দেওয়া হয় কেন?

Mr. Speaker:

এ প্রশ্ন এ্যারাইজ করে না। এখানে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না। ইট ডাজ নট এ্যারাইজ।

UNSTARRED QUESTIONS

(answers to which were laid on the table)

Election of Kharagpur Municipality

1. (Admitted question No. 786.) **Sj. Narayan Chobey:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government Department be pleased to state if it is a fact—

(*i*) that the nominated Board of Kharagpur Municipality has been continuing for more than three years since the inception of the Municipality; and

(*ii*) that no election of the Municipality has been held up till now?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what are the reasons for such delay in holding election of the Municipality of Kharagpur;

(*ii*) what steps are being taken to hold election of Kharagpur Municipality; and

(*iii*) when the election is likely to be held?

The Minister for Local Self-Government (the Hon'ble Iswar Das Jalan): (*a*) Yes.

(*b*) (*i*) It has not been possible to hold the election as a considerable number of residents of the Municipality have been unable to acquire the franchise due to the Municipality's inability to realise the rates from them as a result of certain Civil Rules issued by the High Court against such realisation.

(*ii*) and (*iii*) The Civil Rules mentioned above have been recently disposed of by the High Court and steps will be taken to hold the election of the Municipality as soon as possible after the objections filed by the rate-payers against the Municipal assessment are disposed of and rates are realised from them.

Sj. Saroj Roy:

এই ইলেকশন খড়গপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে না হবার কারণ দিয়েছেন (বি)(১)তে। আমার সাপ্লিমেন্টারী হল—বর্তমানে যে ইলেকশন করতে যাচ্ছেন তাতে টোটাল পপুলেশনএর কত পারসেন্ট সেখানে ভোটার হয়েছে জানেন কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: About 5 per cent.

Sj. Saroj Roy:

এই যে মাত্র ৫ পারসেন্ট ভোটার হয়েছে তার জন্য সেখান থেকে এই ইলেকশন বন্ধ করার জন্য কোন ডেপুটেশন আপনার কাছে এসেছে কি না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Yes.

Sj. Saroj Roy:

তার ফলে এই বর্তমান ইলেকশন বন্ধ করে দেওয়া হবে কি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

না, করতে পারি না আন্ডার দি ল।

Sj. Saroj Roy:

সেখানে মাত্র ৫ পারসেন্ট ভোটার হয়েছে। এখানে ইলেকশন কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখা যায় কি না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

ল অনুসারে চার বৎসরের বেশি পারা যায় না। এখানে ইলেকশন করতে হবে।

Sj. Saroj Roy:

এখানে ভোটার কেন করা হয় নি?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

তারা টাকা দেয় নি।

Sj. Saroj Roy:

এটা কি সত্য যে যে অঞ্চলে বেশীর ভাগ গরীব মানুষ তাদের ইচ্ছা করে সেই সমস্ত জায়গায় ভোটার করা হয় নি, আপনি কি এটা খোঁজ নিয়েছিলেন?

The Hon'ble Iswar Das Jalan:

না।

Sj. Saroj Roy:

আপনার কাছে যারা ডেপুটেশনএ এসেছিল তারা কি এটা জানিয়েছিল যে কিছু সুবিধা-বাদী লোকদের নিজস্ব ভোটার তৈরী করার জন্য বাকী সাধারণ লোককে ভোটার করেন নি— সে সম্পর্কে এনকোয়ারী করবেন কি?

Mr. Speaker: The question is disallowed.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

মন্ত্রী মহাশয় বল্লেন যে, টাকা না দিলে ভোটার হওয়া যায় না, দিলে ভোটার হওয়া যায়— এখানে টাকা বলতে কি বুঝবো?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Tax, rates, fees.

Sj. Nepal Ray:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে টাকা দিলেই বা ইচ্ছা করলেই ভোটার হতে পারেন কি না?

Mr. Speaker: The question disallowed.

Sj. Gopal Basu:

অ্যান্সার (২) এবং (৩)-তে আছে

by the High Court and steps will be taken to hold the election of the Municipality as soon as possible after the objections filed by the rate-payers against the Municipal assessment are disposed of and rates are realised from them.

সেই অবজেক্‌শন তৈরী করার জন্য লাস্ট ডেট বলতে পারেন কবে?

Mr. Speaker: The High Court rules will decide it.

Sj. Gopal Basu:

তাহলে ইলেক্‌সন কবে হবে?

Mr. Speaker: The matter relating to the time factor rests with the High Court. Once the matter is before the High Court the Judges may grant time as they like. The executive Government cannot answer that question.

Sj. Gopal Basu:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে—রেট পেয়ার্স'রা আবার কোন অপরচুনিটি, এনরোলমেন্ট করার কোন অপরচুনিটি পাবেন কি না?

Mr. Speaker: There are municipal rules and if your application comes within the provisions of the municipal rules your name will be enrolled; otherwise not.

Sj. Saroj Roy:

(বি)(১)তে বলেছেন যে হাই কোর্ট থেকে যে রুল জারী করা হয়েছিল, যার ফলে ট্যাক্স রিয়েলাইজ করা হয় নি,......

Mr. Speaker: That is not a proper question.

Sj. Saroj Roy:

যার ফলে মাত্র ৫ পারসেন্ট ভোটার হল এর পর ইলেকশন স্থগিত রাখা দরকার কি না?

Mr. Speaker: That question need not be answered.

Sj. Gopal Basu:

আমি জিজ্ঞাসা করছি—হাই কোর্টে মামলা ডিস্‌পোজড্‌ অব হয়ে গেছে,

The Civil Rules mentioned above have been recently disposed of by the High Court and steps will be taken to hold the election of the Municipality as soon as possible after the objections filed by the rate-payers against the Municipal assessment are disposed of and rates are realised from them

এখন অপরচুনিটি পাবে কি না?

The Hon'ble Iswar Das Jalan: The election is going to be held on the 10th July.

Mr. Speaker: That completes the answer.

Scheduled Castes Welfare Schemes in Midnapore district

2. (Admitted question No. 849.) **Sj. Ananga Mohan Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

(ক) ১৯৫৬-৫৭ সালে মেদিনীপুর জেলার ময়না থানায় তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য সরকার কি কি কার্য করিয়াছেন ও কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন;

(খ) ১৯৫৭-৫৮ সালে উক্ত সম্প্রদায়ের জন্য ঐ থানায় সরকার কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, ও তজ্জন্য কত টাকা ব্যয় হইবে;

(গ) ১৯৫৭-৫৮ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সরকারের কি কি পরিকল্পনা আছে এবং সেই বাবত কত টাকা ধার্য আছে, এবং

(ঘ) মেদিনীপুর জেলা ও ময়না থানাতে ঐ-সকল পরিকল্পনা এই বৎসরে গ্রহণ করা হইবে কিনা?

The Minister for Tribal Welfare (the Hon'ble Bhupati Mazumdar):

(ক) বিবরণী "ক" এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(খ) বিবরণী "খ" এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(গ) বিবরণী "গ" এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল।

(ঘ) মেদিনীপুর জেলায় কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে তাহার জন্য বিবরণী "ঘ" এতৎসহ উপস্থাপিত করা হইল। ময়না থানার জন্য "খ" বিবরণ দ্রষ্টব্য।

Statement "ক" referred to in reply to clause (ক) of unstarred question No. 2.

Name of the scheme.	Amount spent.	Targets achieved.
	Rs.	
(1) Stipends to poor meritorious Scheduled Caste students.	1,500	Six students were given stipends.
(2) Hostel charges to Scheduled Caste students	1,100	Eleven students were given hostel charges.
(3) Water-supply schemes in Scheduled Caste areas.	14,200	Eight tube-wells have been sunk.
(4) Training facilities to Scheduled Caste in vocational trades and crafts.	120	One trainee.

Statement "ক" referred to in reply to clause (ক) of unstarred question No. 2.

Name of the scheme.	Amount likely to be spent.	Targets expected to be achieved.
	Rs.	
(1) Stipends to poor meritorious Scheduled Caste students.	3,000	Fourteen students.
(2) Hostel charges to Scheduled Caste students	1,290	Thirteen students.
(3) Water-supply schemes in Scheduled Caste areas.	6,400	Four tube-wells.
(4) Housing	11,250	Fifteen houses for 15 families.
(5) Training facilities to Scheduled Castes in vocational trades and crafts.	210	One trainee.

Statement "গ" referred to in reply to clause (গ) of unstarred question No. 2.

Name of the scheme.	Estimated expenditure.
	Rs.
(1) Stipends to poor meritorious Scheduled Caste students ...	1,07,000
(2) Expansion of common hostel facilities ...	40,000
(3) Hostel charges to Scheduled Caste students ...	75,000
(4) Water-supply arrangements in predominantly Scheduled Caste areas ...	1,60,000
(5) Training facilities to Scheduled Castes in vocational trades and crafts ...	59,400
(6) Financial assistance to the Scheduled Caste people trained in various trades and crafts ...	38,800
(7) Aid to voluntary agencies ...	50,000
(8) Encouragement of community activities, such as, holding of Melas, celebration of Harijan days, grants of prizes for outstanding work in eradication of untouchability, inter-community dinner, etc. ...	20,000
(9) Housing ...	2,50,000
(10) Water-supply under Centrally Sponsored Programme ...	1,31,000
(11) Training-cum-production centre for uplift of Muchis ...	1,20,000
(12) Training-cum-production centre for jute spinning and weaving ...	80,000

Statement "খ" referred to in reply to clause (খ) of unstarred question No. 2.

NAMES OF THE SCHEMES

(1) Stipends to poor meritorious Scheduled Caste students.

(2) Hostel charges to Scheduled Caste students.

(3) Water-supply arrangements in predominantly Scheduled Caste areas.

(4) Training facilities to Scheduled Castes in vocational trades and crafts.

(5) Financial assistance to Scheduled Caste people trained in various trades and crafts.

(6) Aid to voluntary agencies.

(7) Encouragement of community activities, such as, holding of Melas, celebration of Harijan days, grant of prizes for outstanding work in eradication of untouchability, inter-community dinner, etc.

(8) Water-supply under Centrally Sponsored Programme.

(9) Housing.

[3-30—3-40 p.m.]

Sj. Ananga Mohan Das:

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি ১৯৫৮-৫৯ সালেরটাও চাই, উনি ১৯৫৭-৫৮ সালের যে হিসেব দিয়েছেন তার মধ্যে কত টাকা খরচ করা হয়েছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সমগ্র জেলাগুলির হিসেব আমাকে এক সংগে বলতে হবে। শুধু একটা জেলার কথা আলাদা করে বলতে পারি না। স্টেট প্ল্যানে—

১৯৫৬-৫৭ সালে ছিল ২৬ লক্ষ ৯ হাজার বাজেটে ধরা, তার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৪ লক্ষ ৭৭ হাজার।

১৯৫৭-৫৮ সালে বাজেটে ধরা ছিল ২৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৯ লক্ষ ২৩ হাজার।

১৯৫৮-৫৯ সালে বাজেটে ধরা হয়েছে ১৯ লক্ষ ৯৫ হাজার, এর ভিতর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অর্ধেক ব্যয় বহন করবেন।

Mango trade in Malda district

3. (Admitted question No. 675.) **Dr. Golam Yazdani:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state whether the Government are aware of the difficulties of mango traders of Malda district due to absence of cold storage and transport facilities?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the Government have any scheme for removing these difficulties; and

(*ii*) if so, the details of the scheme?

The Minister for Commerce and Industries (the Hon'ble Bhupati Mazumdar): (*a*) Yes.

(*b*)(*i*) Yes.

(*ii*) Steps have already been taken for the construction of an aerodrome at Malda to airlift mango to Calcutta during peak of season.

The road and rail transport facilities are also being improved under the Second Five-Year Plan.

A co-operative society of mango growers and merchants has already been formed for primary processing of green and ripe mango for preservation.

Dr. Golam Yazdani:

মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি—মালদা থেকে আম কলকাতায় আসছে কি এরোপ্লেনে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এয়ার-লিফ্‌টএর বন্দোবস্ত করা হয়েছে, আম আসছে কি না বলতে পারি না।

Dr. Golam Yazdani:

আমের মোর্স্‌ম আরম্ভ হয়ে গেছে। এয়ারএ পাঠানোর ভাড়া অত্যন্ত বেশী হওয়ায় আম এখানে আসছে না। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ভাড়া কমাবার জন্য।

Mr. Speaker: The question is regarding absence of cold storage and transport facilities. You may ask for remedy.

Dr. Golam Yazdani:

এরোপ্লেন চলা আরম্ভ হয়ে গেছে। তাই আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি -আম আসছে কি?

Mr. Speaker: You can arrange for transport.

ওরা ট্রান্সপোর্টএর বন্দোবস্ত করতে পারেন, আসবে কি না সেকথা বলতে পারেন না। গাড়ী দিতে পারেন--চড়বে কি না সে যারা চড়বে তাদের ইচ্ছা। (হাস্য)

Dr. Golam Yazdani:

ভাড়াটার মিনিমাম রেট আছে জানতে পারি কি সেটা আর কিছু কমানো হবে কি না?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

ভাড়ার রেট যা ধার্য আছে তা হিসেব মতই ধার্য করা হয়েছে।

Dr. Golam Yazdani:

(বি)(২)এর উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে রোড অ্যান্ড রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট-এর উন্নতি করা হয়েছে, রুট তো অনেক আছে, কোনটার কি উন্নতি হয়েছে?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

প্রথম রাজমহলে যেটা এবং কালিয়াচকের রাস্তা হয়েছে দুটো বড় রাস্তা হয়েছে তা দিয়ে নদী পথে আসতে পারবে।

Dr. Golam Yazdani:

এতে ট্রান্সপোর্টএর কি সুবিধাটা হয়েছে?

(No reply.)

Dr. Golam Yazdani:

রোহনপুরের যে লাইন ছিল পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে সেটা চালু করার পরিকল্পনা কি আপনাদের আছে?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Ganesh Ghosh: Sir, in answer it is stated that "the road and rail transport facilities are also being improved under the Second Five-Year Plan". So what improvements have been effected for the transport of mango from Malda to Calcutta?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar: Sir, there are good roads and they are very good and in tip top condition and therefore easy movement is assured.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have approached the Government of India to start construction of a railway to go to Malda and though they agreed they have not yet started the construction.

Sj. Ganesh Ghosh: What improvements in the road and railway transport have already been effected.

The Hon'ble Bhupati Mazumdar: There are good roads and about railways you know they are not under us.

Supply of electric power for development of cottage and small-scale industries in areas north of North Dum Dum.

4. (Admitted question No. 826.) **Dr. Pabitra Mohan Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Commerce and Industries Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) উত্তর দমদম পৌর এলাকায় মধুসূদন ব্যানার্জি রোডের উত্তর দিকে এবং Bilkanda Union-এর Sodepur Road এর দুইপাশে যথেষ্টসংখ্যক Cottage and Small-scale ndustries গড়িয়া উঠিতেছে ও নূতন নূতন industries গড়িবার সম্ভাবনা আছে,

(২) এই-সব এলাকায় electric power আনিবার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, এবং

(৩) সোদপুর স্টেশন হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে ঘোলা পর্যন্ত electric power আসিয়াছে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে, মাননীয় মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি Small-scale industries বৃদ্ধির সহায়তার জন্য এই-সব এলাকায় electric power আনিবার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন কি?

The Hon'ble Bhupati Mazumdar:

(ক) হ্যাঁ।

(খ) মধুসূদন ব্যানার্জি রোডের উত্তরে অবস্থিত উত্তর নিমতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। অনতিবিলম্বে এই কার্য শুরু হইবে। আশা করা যায় উপরোক্ত বৈদ্যুতীকরণ পরিকল্পনার কার্য সম্পন্ন হইলে এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি প্রসার লাভ করিবে। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিলকান্ডা ইউনিয়নের সোদপুর রোডে বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

Dr. Pabitra Mohan Roy:

(খ) প্রশ্নের উত্তরের শেষ ভাগে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যা বলেছেন সেই প্রসঙ্গে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—বীলকান্দী ইউনিয়নের লোকদের জায়গায় ইলেকট্রীসিটি পাবার জন্য তাদের যে খুব আগ্রহ আছে তা তিনি জানেন কি? এবং যারা আগ্রহান্বিত তারা পাবে কি না?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

এটা সব সময় লোডের উপর নির্ভর করে। সার্ফিসিয়েন্ট লোড যদি হয় তাহলে নিশ্চয়ই স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড দিয়ে থাকেন।

Dr. Pabitra Mohan Roy:

সেখানে—মন্ত্রী মহাশয় দেখেছেন কি না জানি না,—ছোট ছোট নানা রকমের কারখানা এবং ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করার সম্ভাবনা আছে, তার ফলে লোড যাতে হয় সেটা মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা হবে। নিমতা পর্যন্ত আছে ওদিকে বারাসত পর্যন্ত। মাঝখানে দুটো জায়গায় বন্ধ আছে। বর্তমানে যারা কাজ করবে তাদের সেখান থেকে বিদ্যুৎ টেনে নিতে হবে কিন্তু সমস্ত এরিয়ায় বিদ্যুৎ দিতে গেলে যে সার্ফিসিয়েন্ট লোডের দরকার সেটা পেলে সেদিকে কাজ সম্ভব হবে।

Dr. Pabitra Mohan Roy:

এই যে তিন আনা আর সাড়ে পাঁচ আনা রেট দিয়েছেন তার জন্য যে অভিযোগ রয়েছে সে বিষয়ে আপনি বিবেচনা করবেন কি?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

বর্তমানে এ তারতম্য থাকবেই। বর্তমানের যে কোম্পানী তাদের পুরাতন কোম্পানী থেকে গ্রীড্‌এর জন্য বেশী খরচ করতে হয়, সেই জন্য রেট একটু চড়া আছে। যতই দিন যাবে লোড বাড়বে ততই রেটও কমবে।

Dr. Pabitra Mohan Roy:

মধুসূদন ব্যানার্জি রোড যা না কি ১৫।২০ ফুট মাত্র চওড়া সেই রাস্তার এক ফুটপাতে রেট তিন আনা আর অপোজিট ফুটপাতে সাড়ে পাঁচ আনা কি করে হয়—চিন্তা করবার প্রয়োজন আছে কি না?

The Hon'ble Bhupati Majumdar:

আমি তো বলেছি—স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড যে রকম তাদের ব্যয় পড়ে সেই অনুসারে চার্জ করছে।

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Muslims displaced by riots of 1950

***14.** (Admitted question No. *767.) **Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani and Sj. Samar Mukhopadhyay:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(*a*) number of displaced Muslims in each district of West Bengal in 1950;

(*b*) how many of them have been rehabilitated up to date in each district; and

(*c*) what steps, if any, have been taken by the Government to expedite the rehabilitation of displaced Muslims?

The Minister for Food, Relief and Supplies (the Hon'ble Prafulla Chandra Sen): (*a*) and (*b*) The information wanted forms part of the report of the Disturbances Enquiry Commission set up by the Government. A similar Disturbances Enquiry Commission was set up by East Bengal Government also after the Prime Ministers' Agreement. Neither of these reports has yet been published and it is not considered desirable to give the information wanted until both the Governments agree to publish the reports.

(*c*) Government formulated a scheme for relief and rehabilitation of persons displaced by the riots of 1950 which provides for—

(*i*) Multipurpose grants up to Rs. 200 per family.

(*ii*) Business loans up to Rs. 500 per family.

Sj. Samar Mukhopadhyay:

সেই ইনকোয়ারী কমিশনএর রিপোর্ট কবে পাব্লিসড হবে বলতে পারবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ভারত গভর্নমেন্ট ও পাকিস্তান গভর্নমেন্ট রাজী না হলে সে রিপোর্ট পাব্লিসড করা যাবে না।

Sj. Samar Mukhopadhyay:

মন্ত্রী মহাশয় কি সেটা পাব্লিশ করবার চেষ্টা করবেন?

Mr. Speaker: The question has been answered. Unless both the Governments agree it is not possible to publish the report.

Sj. Samar Mukhopadhyay:

জবাবের (সি)(১)তে যে মাল্টিপার্পাস গ্র্যান্টএর কথা মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এটা বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

মাল্টিপার্পাস গ্র্যান্ট বলতে যা বোঝায় তাহারা—

Multipurpose grant up to Rs. 200 per family is given. This sum may be used either for repairs of broken houses or for relief and out of this the riot-affected persons might purchase cloth, cotton goods, implements, etc., as may be found necessary.

[3-40—3-50 p.m.]

Sj. Samar Mukhopadhyay:

যারা বাড়ী ফেরৎ পাচ্ছে না তাদের জন্য কোন প্রভিশন আছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যারা বাড়ী ফেরৎ পায় নি তাদের আমরা ২০০ টাকা দিয়েছি।

Sj. Samar Mukhopadhyay:

২০০ টাকা দিয়ে নূতন কোন বাড়ী করা যায় কি?

Mr. Speaker: That is not the question. That is all that Government has done; whether it is good, bad, or indifferent is another question.

Sj. Samar Mukhopadhyay:

যারা জমি বা বাড়ী ফেরৎ পাচ্ছে না তাদের অলটারনেট রিহ্যাবিলিটেশনএর জন্য এমাউন্ট বাড়াবার কোন চিন্তা করছেন কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এর সংগে এ প্রশ্ন ওঠে না।

Sj. Samar Mukhopadhyay:

মুসলিম রিফিউজি যারা তাদের হাউস-বিল্ডিং লোন দেবার কোন প্রভিসন দেখছি না কেন?

Mr. Speaker:

ঐ যে বললেন মাল্টিপার্পাস ইনক্লুডস হাউস-বিল্ডিং।

Sj. Samar Mukhopadhyay:

অন্য রিফিউজি এবং মুসলিম রিফিউজিদের মধ্যে এই পার্থক্য কেন করা হচ্ছে?

Mr. Speaker: That question does not arise.

Sj. Chitto Basu:

মাল্টিপার্পাস গ্র্যান্ট এ পর্যন্ত কতজনকে দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এ পর্যন্ত আমরা ২৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৭৫ টাকা গ্র্যান্ট দিয়েছি এবং ৫৬ হাজার ২৫০ টাকা লোন দিয়েছি, কিন্তু কত লোককে তা দেওয়া হয়েছে তার হিসাব উপস্থিত কাছে নেই।

Sj. Chitto Basu:

অন্য রিফিউজিরা যেসমস্ত মুসলমানদের জায়গায় চাষ করছে তাদের ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এরা রিফিউজি নয়, এরা ডিসপ্লেসড হয়েছিল।

Sj. Chitto Basu:

চাষের জমি যদি বেদখল হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য ক্ষতিপূরণের কি ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: That question does not arise out of this.

Sj. Chitto Basu:

আমার প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট রিলিফ দে হ্যাভ বিন গিভন্?

Mr. Speaker: A very pertinent question was put by Mr. Samar Mukherjea. What does multipurpose mean and include—whether it is a good definition or a bad definition it has been definitely told what it means.

Sj. Samar Mukhopadhyay:

বিজনেস লোন কত দেওয়া হয়েছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

৫৬ হাজার ২৫০ টাকা লোন দেওয়া হয়েছে এবং ১৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৭৫ টাকা গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে।

Distribution of agricultural loans in West Dinajpur district

*15. (Admitted question No. 304.) **Sj. Basanta Lal Chatterjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় কৃষিঋণ বাবত ১৯৫৭-৫৮ সালে বরাদ্দ অর্থের মোট পরিমাণ কত ;

(খ) ঋণদানের সরকারী পদ্ধতি কি ;

(গ) ঋণের জন্য আবেদনকারীদের সকলকেই ঋণ দেওয়া হয় কিনা ;

(ঘ) বন্যা ও শস্যহানির দরুন পূর্ব ঋণশোধে অপারগ ব্যক্তিদের ঋণ মকুব করা হয় কিনা ;

(ঙ) এইরূপ ব্যক্তিদিগকে চাষ-আবাদের জন্য পুনরায় ঋণ দেওয়া হয় কিনা ;

(চ) না হইলে, তাহার কারণ কি ; এবং

(ছ) সার্টিফিকেট জারী দ্বারা ঋণ আদায়ের বর্তমান পদ্ধতি স্থগিত রাখিবার ইচ্ছা সরকারের আছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(ক) কোনও অর্থের পরিমাণ বরাদ্দ নাই। দুর্দশা মোচনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহাই দেওয়া হইয়া থাকে।

(খ) Agriculture Loans Act, XII of 1884-তে বর্ণিত ধারাসমূহের বিধান অনুসারে এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক প্রচারিত আদেশ অনুসারে ঋণদান করা হয়।

(গ) ঋণের ন্যায্য প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইলে এবং পর্যাপ্ত জামিন থাকিলে সমস্ত উপযুক্ত ক্ষেত্রেই ঋণ দেওয়া হয়।

(ঘ) যে ক্ষেত্রে পূর্ব ঋণ আদায়ের ফলে ঋণগ্রহীতার বিশেষ বিপদাপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে, সে-ক্ষেত্রেই ঋণ পূর্ণ বা আংশিক মকুব করা হয়।

(ঙ) হাঁ।

(চ) প্রশ্ন উঠে না।

(ছ) না, যেহেতু সার্টিফিকেট জারী হয় কেবলমাত্র সেই-সকল ক্ষেত্রে, যেখানে ঋণগ্রহীতা সংগতি থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করেন না বা ঋণ তামাদি হইবার আশঙ্কা থাকে।

Sj. Basanta Lal Chatterjee:

আপনি (গ)এর উত্তরে বলেছেন যে ঋণের ন্যায্য প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইলে এর পর্যাপ্ত জামীন থাকিলে সমস্ত উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হয়—এখানে এর উপর আমার প্রশ্ন যে কতগুলি দরখাস্ত পড়েছিল, কতজন টাকার জন্য আবেদন করে টাকা পেয়েছে?

Mr. Speaker: You must give notice.

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার বক্তব্য, স্যার, প্রফুল্লবাবু খুব বুদ্ধিমানের সংগে উত্তর দিয়েছেন—আসল উত্তরটা উনি দেন নি।

Mr. Speaker: If you read the question and the answer, whether the answer is good or bad.

একটা স্পেসিফায়েড এরিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে, উনি আনসার দিয়েছেন কিন্তু ইফ ইট ইজ ইওর কোয়েশ্চেন এ্যালটমেন্ট কত হয়েছে, বরাদ্দ একটা জিনিস, আর দেয়া হয়েছে কত আর একটা জিনিস—দ্যাট ইজ এনটায়ারলি ডিফারেন্ট। ইট ইজ এ কমপ্লিট এনসার।

Sj. Hare Krishna Konar:

আমার কোয়েশ্চেন তাই, স্যার।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, the question was put in June, 1957, and therefore there is no question of allotment in June.

Mr. Speaker: Mr. Konar, he says that the question relates to 1957-58. The answer is given on the 31st of March, 1958. The question was put in June, 1957 and at that point of time there was no question of allotment.

Sj. Hare Krishna Konar:

ঐ যে তারিখটা দেওয়া হয়েছে ২৬এ জুন ১৯৫৭ সাল—ঐ তারিখে এ্যালটমেন্ট ছিল না। ১৯৫৭-৫৮ সালে টোটাল কত টাকা দেওয়া হয়েছে?

Mr. Speaker: Would you answer the question on some other occasion?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Allotment depends on the circumstances. I cannot give you the figures now.

Mr. Speaker: Can you give it later on?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Oh yes.

Sj. Hare Krishna Konar:

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৫৭-৫৮ সালে কত টাকা চেয়েছিলেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

সেটা এখন বলতে পারবো না, পরে জেনে বলতে পারি।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

স্যার, কোয়েশ্চেনগুলির ডেট আর আনসারগুলির ডেট যদি লিখে দেন তাহলে সুবিধে হয়।

Mr. Speaker:

১৯৫৭ সালের জুন মাসের কোয়েশ্চেনের উত্তর যদি ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে দেয়া হয় তাহলে এই হবে।

Sj. Chitto Basu:

(ক)এর জবাবে যেকথা বলেছেন, "যে অর্থের প্রয়োজন তাহাই দেওয়া হইয়া থাকে" এই পরিমাণটা নির্ধারণ করেন কে?

Mr. Speaker:

যাঁরা ইনচার্জ তাঁরা করেন।

Sj. Sunil Das:

(ছ) প্রশ্নের জবাবে বলেছেন "যেহেতু সার্টিফিকেট জারী হয় কেবলমাত্র সেইসকল ক্ষেত্রে, যেখানে ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করেন না" ইত্যাদি—আমি জানতে চাচ্ছি এরকম ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট জারীর পদ্ধতিটা কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নোটিশ দিলে জানিয়ে দেবো সেটা।

Distribution of agricultural loans in Chakdah police-station

***16.** (Admitted question No. *97.) **Dr. Suresh Chandra Banerjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(a) whether any agricultural loan has been distributed within the Chakdah thana;

(b) if so, on what system and to how many people such distribution has been made; and

(c) what is the amount already distributed, union by union?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (a) Yes.

(b) Loans were distributed on joint bond system to 2,375 persons.

(c) A statement is laid on the Table.

Statement referred to in reply to clause (c) of starred question No. 16

Names of Union Boards.		Amount distributed during the current financial year.
		Rs.
Chanduria	...	14,250
Madanpur	...	12,000
Kanchrapara	...	7,000
Saguna	...	8,500
Ghetugachi	...	7,000
Tatla	...	9,500
Denli	...	8,000
Silindah	...	8,000
Shimurali	...	7,500
Hingara	...	7,500

[3-50—4 p.m.]

Sj. Suresh Chandra Banerjee:

যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছিল ১৯৫৭ সালে মন্ত্রী মহাশয় কি সেটাই যথেষ্ট মনে করেন?

Mr. Speaker. Question disallowed.

Damages to homesteads by 1956 cyclone within Uluberia police-station

***17.** (Admitted question No. *710.) **Sj. Abani Kumar Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(a) the number of homesteads, union by union, in Uluberia police-station, affected by flood and cyclone in 1956;

(b) the number of them that collapsed and were rendered totally unfit for dwelling; and

(c) the number of them partly damaged requiring repairs for dwelling?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: A statement is laid on the Library Table.

Movement of rice and paddy outside the State through the borders of Birbhum district

***18.** (Admitted question No. *1075.) **Sj. Benoy Krishna Chowdhury:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Food Department be pleased to state if it is a fact that a very large quantity of rice and paddy is regularly going out of the State through the borders of Birbhum district after the introduction of restrictions on movement of foodgrains?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps Government have taken to prevent such movement of paddy and rice?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (*a*) There is no information of any large-scale smuggling of rice and paddy to areas outside the State through the borders of Birbhum district.

(*b*) The Superintendent of Police and Dy. A.R.C.P. of the district have been specially alerted against any movement of rice and paddy to areas outside the district. Besides the police and the Food Department personnel, members of the National Volunteer Force have also been drafted for the purpose.

Sj. Sunil Das:

মন্ত্রী মহাশয় বল্লেন—
There is no information of any large-scale smuggling,
স্মল-স্কেল স্মাগ্লিংএর ইন্‌ফরমেশন আছে কি—এবং কি কি যায়—এবং রেট অব স্মাগ্লিংএর দৈনিক বা মাসিক কিছু খবর আছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ধরা যায় না, ধরা খুব শক্ত।

Sj. Sunil Das:

গড় স্মাগ্লিং রেট কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

ধরা পড়লে জানাতে পারব।

Sj. Sunil Das:

আপনাদের কি কোন হিসাবই নেই?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কি হিসাব?

Sj. Benoy Krishna Choudhury:

শিউড়ী-দুমকা রোড এবং রামপুরহাট-দুমকা রোডে যে লরী-লোডস পাচার হয় তা চেক করার কি এ্যারেঞ্জমেন্ট আছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

এখন যা আছে তা হচ্ছে—৩৬টি চেক পোস্ট, টু প্ল্যাটুন কমেন্ডার্স, ৬৮ জন ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স—এদের বর্ডারে রাখা হয়েছে এবং এদের উপর দায়িত্ব দেওয়া আছে।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee:

চেক পোস্টস থাকা সত্ত্বেও কত স্মাগ্লিং হয় তা কেন ধরা যাচ্ছে না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

আপনি রিপোর্ট চাইলে আমি পরে দিতে পারব।

Sj. Saroj Roy: Supplementary question, Sir,

এখানে আপনি বল্লেন—লার্জ-স্কেল স্মাগ্লিং হচ্ছে না, এবং কতগুলি স্টেপ নেওয়া হয়েছে;—যদি স্মাগ্লিং হয় তবে হেডলোডএ কি কি যায়—এবং এই হেডলোড স্মাগ্লিংএর পরিমাণটা কি, এবং কোন্ মাসে কত হয়েছে এ সংবাদ আছে কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

কোন খবর নাই।

Sj. Saroj Roy:

যদি পরিমাণ ও সংখ্যা না জানা থাকে তাহলে লার্জ-স্কেলই হোক বা স্মল-স্কেলই হোক, স্মাগ্লিং যে হয় কি করে জানতে পারেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

যদির উত্তর দেওয়া হয় না।

Sj. Hemanta Kumar Ghosal:

পরিমাণ ও সংখ্যা না জানলে লার্জ-স্কেল বা স্মল-স্কেল কি করে জানলেন?

Mr. Speaker: Question disallowed it is a matter of opinion.

Sj. Saroj Roy:

মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কোনপ্রকার হিসাব না থাকায় তিনি স্মল-স্কেল বলে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন।

Mr. Speaker:

এই রকম কোয়েশ্চেন করলে ডিস্‌এ্যালাউ করব।

Formation of Union Relief Committees

***19.** (Admitted question No. *976.) **Sj. Shyama Prasanna Bhattacharjee:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Relief Department be pleased to state—

(*a*) how the Union Relief Committees are formed;

(*b*) what are the functions of these Committees; and

(*c*) what are the steps taken when these Committees become defunct or when the individual members are inactive?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: (*a*) The Union Relief Committees are formed with the following members:

(*i*) The President of the Union Board or the Panchayat, as the case may be.

(*ii*) The local M.L.A. (within whose constituency the union falls).

(*iii*) Union Agricultural Assistant or Gram Sevak (V.L.W.) as Secretary.

(*iv*) Two persons to be nominated by Government.

(b) (i) To help in the preparation of priority lists for gratuitous relief, building and other grants.

(ii) To prepare priority lists for agricultural and other loans.

(iii) To render such advice as may be necessary for the preparation of schemes for different types of test relief works.

(c) (i) When Union Relief Committees become defunct, their functions are carried out by local officials of Government and urgent steps are taken to reform the Committees.

(ii) When the individual members of the Union Relief Committees are inactive they are replaced by new members with the approval of Government.

Sj. Amal Kumar Canguli:

আপনি বলেছেন 'টু পার্সনস টু বি নমিনেটেড বাই গভর্নমেন্ট'—গভর্নমেন্ট বলতে কাবে গভর্নমেন্টকে বোঝায়—

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

গভর্নমেন্ট বলতে আর কি বোঝায়?

Sj. Amal Kumar Canguli:

আপনি বলেছেন, 'টু পার্সনস টু বি নমিনেটেড বাই গভর্নমেন্ট'- আমরা বিভিন্ন অফিসারের কাছে গিয়েছি, তারাও বলেছেন, গভর্নমেন্ট নমিনেটেড করেছেন, এখন গভর্নমেন্ট কথাটার মানে কি?

Mr. Speaker: "Government" means the State of West Bengal

Sj. Amal Kumar Canguli:

দেখা গিয়েছে একটা জেলায় কিম্বা সাবডিভিসনএ দুজন নমিনেটেড ব্যক্তি, এই দুজন নমিনেটেড ব্যক্তি একদলভুক্ত লোক এবং তাঁদের সম্পর্কে বহু অভিযোগ আছে- তা সত্ত্বেও তাঁরা মনোনীত হলেন কি করে—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই নমিনেশন-এর পদ্ধতিটা কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

নমিনেটেডএর যে পদ্ধতি গভর্নমেন্টএর অন্যান্য অনেক ব্যাপারে আছে এখানেও ঠিক সেই পদ্ধতিই আছে—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এস ডি ও নমিনেশন পাঠান--সেটা আমরা গ্রহণ করি।

[4—4-10 p.m.]

Adjournment motion

Dr. Colam Yazdani: Sir, I have an adjournment motion ... .

Mr. Speaker: I have refused my consent to it. But you may read it without the statement.

Dr. Colam Yazdani: Sir, it runs thus: the proceedings of the Assembly do now adjourn to raise a discussion of urgent public importance and of recent occurrence, viz., hunger-strike since 30th June, 1958, by 3,000 people in front of B.D.O. office at Chanchol under Kharba police-station in the district of Malda. The hunger-strike has been resorted to by these 3,000 people as a protest against non-implementation of the assurances given by the Chief Minister and also by the local authority with regard to starting of test relief works on a mass scale, mass scale distribution of agricultural and C.P. loans, etc.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

এই কোয়েশ্চেনটা খুব আর্জেন্ট। মালদহে এতগুলি লোক অনশন করছেন......

Mr. Speaker: Mr. Basu, need you have said that.

Sj. Hemanta Kumar Basu:

আপনি সবটাই ডিস্‌এ্যালাউ করছেন। এটা শোনা উচিত, মন্ত্রী মহাশয়কে বলুন এ সম্বন্ধে একটা স্টেটমেন্ট দিতে।

Mr: Speaker: I have made a note of everything. I have now taken up other business of the House.

Leave of absence

Mr. Speaker: I have a message to read: Mr. C. L. Blanche, a member of this House, who is proceeding to Europe to attend some conference, has applied for leave of the House for remaining absent from the meetings of the Assembly from the 23rd June, 1958, till 31st October, 1958. I think the House will have no objection in granting him the necessary leave of absence.

[There was no objection and leave was given]

Sj. Bankim Mukherji:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকের প্রসিডিংস আরম্ভ হবার আগে আমি আপনাকে জানাচ্ছি—এই হাউসের বিজনেস ঠিক করবার সময় কয়েকটা জিনিস যেন মনে রেখে গভর্নমেন্ট পক্ষ থেকে প্রোগ্রাম করা হয়। একটা হচ্ছে—সেকেণ্ড ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান সম্বন্ধে ডিস্‌কাসনএর অত্যন্ত প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। আর একটা হচ্ছে- জ্যোতিবাবু যাবার আগে জানিয়ে গিয়েছিলেন—পুরুলিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধেও আলোচনার জন্য।

তারপর ওয়াটার স্কেয়ার্সিটি সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন, তার আলোচনার জন্যও একটা দিন ধার্য হবে। ওয়াটার স্কেয়ারসিটি, ওয়াটার কণ্টামিনেশন ক্যালকাটা ও রুরাল এরিয়ার এমন কি সমস্ত বাংলাদেশের।

Mr. Speaker:

পুরুলিয়ার কথা বোধহয় আজকে নূতন বলছেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: My friend Mr. Bankim Mukherji has a one track mind. He never forgets a thing. I have told him that Purulia cannot be discussed as I have not got all the facts. About watersupply, I am not yet quite clear.

Mr. Speaker: All right, in the meantime the facts will be collected and if facts are available a discussion will follow.

Sj. Bankim Mukherji: I think one track mind is better than no track mind.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: It is much better to have no track than one track mind.

Sj. Bankim Mukherji:

তারপর হচ্ছে—এ কয়টা ছাড়াও পঞ্চায়েৎ রুলস সম্বন্ধে আলোচনা গেল সেসন থেকে পড়ে আছে, এই সেসনে আলোচনা হবে বলে। যদিও রুলস অনুসারে সেই সেসনে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। তবে সেই সময় হাউস সম্মত হয় যে এই সেসনে পঞ্চায়েতের রুলস সম্বন্ধে ডিস্‌কাসন হবে, মোটর ভিহিকলস্ রুল সম্বন্ধে একটা দিন রাখতে হবে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I am not quite sure. The business of the House has to be done before we can allot all these different dates. I find today in the Education Bill there have been amendments from that side. I do not know how long it will take to finish it. I would not interfere with the work of the House until these things are finished.

Sj. Bankim Mukherji:

আর একটা হচ্ছে ফুড সিচুয়েশন সম্বন্ধে একটা দিন তিনি দেবেন। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে—হাউসএর কাজ শেষ হয়ে যাবার পর এটা করা অসম্ভব। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে, যেসমস্ত প্রমিসেস করা হয় তা হাউস শেষ হবার সময় এটা শর্টেন করা হয়। সেইজন্য প্রোগ্রাম করা উচিত যে একটা বিল শেষ হবার পর যদি এই রকম একটা দিন পাওয়া যায় তাহলে কোন বিলই সাফার করবে না। সেকেন্ডারী এডুকেশন বিল নেওয়া হলে তা চলতে থাকুক এবং এর মাঝে মাঝে নন-অফিসিয়াল ডে-ও থাকবে। এ ছাড়া মাঝে মাঝে এই সব ব্যাপারে একটা দিন স্থির করে দেবেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I will try.

Laying of Papers relating to the West Bengal State Electricity Board.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to lay before the Assembly the Statements of Estimated Capital and Revenue Receipts and Expenditure of the West Bengal State Electricity Board for the years 1957-58 and 1958-59.

GOVERNMENT BILL

The R. C. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958

Mr. Speaker: Dr. Ranendra Nath Sen will kindly speak.

Dr. Ranendra Nath Sen:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল বিল, ১৯৫৮, আলোচনা করছি। এই বিলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ডাক্তার রায় প্রথম যেদিন এই বিল উত্থাপন করেন তখন কয়েকটা কথা বলেছিলেন যেগুলি আমাদের গুরুত্বের সংগে অনুধাবন করা দরকার। এই প্রতিষ্ঠানের বহু দিনের ইতিহাস আছে এবং ঐতিহ্য আছে। এই প্রতিষ্ঠান একমাত্র বে-সরকারী প্রচেষ্টায়, দেশের ধনী ও নির্ধন উভয়ের প্রচেষ্টায় আজ পর্যন্ত চলে আসছে। আমরা এসেম্ব্রী হাউস-এ আমাদের পক্ষ থেকে ডাক্তার নারায়ণ রায় আজ পর্যন্ত বার বার দাবী করেছেন যে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটাল জাতীয়করণ করা হোক। আজকে যেভাবে বিলটা এসেছে আমরা ঠিক এইভাবে বিলটা আশা করি নি। আমরা বার বার যে দাবী করেছিলাম সেই দাবী আরো জোরের সংগে করতে চাই, বরাবরের জন্য, এই কলেজ ও হসপিটালকে গভর্নমেন্ট জাতীয়করণ করে নিন। এই হাসপাতাল ও কলেজ সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে আমরা বহুদিন ধরে দেখেছি সেখানে ছাত্রদের একটা অভিযোগ ছিল শিক্ষা ব্যাপারে। সেখানে শিক্ষকদের ১০-১৫ বৎসর চাকরী করার পর ১৫০-১৭৫ টাকা পর্যন্ত করে দেওয়া হতো। যেখানে অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষক যাঁরা, তাঁদের বেতন যদি ২০০-২৫০ টাকা বেতন হয় তাহলে স্বভাবতই সেখানকার শিক্ষার মান অনেক নীচে নেমে যায়। এই কথা বার বার বাংলাদেশের, শুধু যে মেডিক্যাল ছাত্ররা বলেছে তা নয়—জনসাধারণের তরফ থেকে এই কথা উঠেছে যে, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজএর শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজন আছে। সেখানে সংগে সংগে আমরা এও দেখেছি ছাত্রদের সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে, গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজএর চেয়ে সেখানে শিক্ষার মান নীচে হলেও, গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজএ ছাত্ররা যে বেতন দেয় তার চেয়ে অনেক বেশী বেতন এই আর জি কর মেডিক্যাল কলেজএর ছাত্রদের দিতে হয়।

[4-10—4-20 p.m.]

এবং সেখানে ছাত্রদের তরফ থেকে আমি যতটা জানি বার বার মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই সম্পর্কে উন্নতির জন্য। এখানে চিকিৎসা অথবা রোগীদের খাদ্যের যে বে-ব্যবস্থা ছিল সে সম্পর্কেও দেশের প্রত্যেক নরনারী খবর রাখে। সেখানে যে কর্মচারীরা কাজ করে সেই কর্মচারীদের বিষয় অনেকেরই হয়ত জানা নাই। এই কর্মচারীদের বেতনের একটা লিস্ট আমাদের কাছে আছে, যারা কেরানী, যারা টাইপিস্ট, যারা লেবোরেটরী এ্যাসিস্ট্যান্ট তাদের বেতন ৫০ টাকা থেকে সুরু হয়। যারা লোয়ার সাবঅর্ডিনেট স্টাফ তাদের বেতন সুরু হয় ২৫ টাকা থেকে এবং ৩৩ টাকায় শেষ হয়। তাদের ডি-এ ২৫ টাকা, হাউস রেন্ট ৪ টাকা, হলিডে বেনিফিট ৪ টাকা দেওয়া হয়। এমন অবস্থায় সেখানে যে স্টাফ আছে তাদের পক্ষে ঠিকমত কাজ করতে যাওয়া কত দুরুহ এটা সকলে জানেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত দু'-তিন মাস যাবৎ খবরের কাগজ মারফত এটা প্রচার করছেন যে, হাসপাতালের স্ট্রাইক বন্ধ করতে হবে, সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ণ করার চেষ্টা করেছিলেন—সুখের বিষয় ভারতীয় শ্রমিক সংস্থার চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন কি ভারত সরকারের মন্ত্রীও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন নি। এখানে একথা সকলেই বলেন যে, যদি হাসপাতালের কর্মচারী-দের বেতন না দিতে পারেন, তার ভাল ব্যবস্থা না করতে পারেন তাহলে আইন করে ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা স্ট্রাইক করা বন্ধ করা যেতে পারে না—এবং একথা সঙ্গে সঙ্গেই আসে যে, স্ট্রাইক এবং ধর্মঘট কেউ পছন্দ করে না—কিন্তু গভর্নমেন্ট তরফ থেকে প্রচেষ্টা থাকা দরকার যাতে কর্মচারীদের অবস্থার উন্নতি হয়, কিন্তু ডাঃ রায়ের মধ্য দিয়ে এসমস্ত কোন কিছু পরিষ্কার হল না যে তিনি যে বিল এনেছেন সে বিলের মধ্য দিয়ে এ জিনিসগুলি হবে কি না। আমার মনে হয় একমাত্র চিরকালের জন্য যদি এই হাসপাতাল গভর্নমেন্ট নিয়ে নেন, জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হতে পারে। এখানে ছাত্রদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে, কর্মচারীদের অবস্থার উন্নতি হতে পারবে এবং যে রোগীরা আছে যারা সেখানে ভর্তি হয় তাদের ইনডোর এবং আউটডোরএ যে চিকিৎসা হয় তার ব্যবস্থার উন্নতি হতে পারবে। এখানে ডাঃ রায় একটা প্রশ্ন তুলেছেন সেটা হচ্ছে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন। আমি ডাঃ রায়কে জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে যারা এই আর জি কর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান করেছে নিজেরা টেবিল চেয়ার কাঁধে করে নিয়ে করেছে যারা অনেক দুঃখ এবং ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে, যে লোকেরা ২।৩ টাকা নয়, হাজার হাজার টাকা এই হাসপাতালে এবং কলেজে দান করেছে তারা কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বা মুনাফার জন্য সেটা করেন নি। সুতরাং এই ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন তুলে তিনি অযথা জল ঘোলা করতে চাইছেন এবং গভর্নমেন্ট যে জাতীয়করণ করতে চাইছেন না সে কথাই প্রকারান্তরে বলতে চাইছেন। আমরা মনে করি যেহেতু এটা লাভ করবার জন্য নয় প্রফিট-মেকিং ইনস্টিটিউট নয়, ক্ষতিপূরণ ছাড়া এটা নেবার বিষয়ে যদি মেডিক্যাল এডুকেশনাল সোসাইটির সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেন এবং পাবলিকের সামনে এ জিনিস উপস্থিত করেন যে আমরা বিনা ক্ষতিপূরণে এই সমস্ত জিনিস নিয়ে ইনস্টিটিউশনকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে চাই তাহলে সমগ্র পশ্চিমবাংলার লোক এতে সমর্থন করবে এবং এডুকেশনাল সোসাইটিও এতে সমর্থন দেবে। এই প্রসঙ্গে ডাঃ রায় সেদিন একটা কথা বলেছিলেন, আমি তখন তাঁর কথা বুঝতে পারি নি। তিনি বলেছিলেন কনস্টিটিউশনের ৩১ ধারার কথা—তিনি আবার বলেছেন শোলাপুর স্পিনিং মিলস ইত্যাদির ম্যানেজমেন্ট নিয়ে নেবার প্রশ্ন। আমি তাঁর কথা শুনে ভেবেছিলাম যে, কনস্টিটিউশনের সেই ধারা অনুসারে নিশ্চয় সেটা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে বিশেষ আইনের বলে সেটা নেওয়া হয়েছে, সেটার নাম ইন্ডাস্ট্রীয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন এ্যাক্ট, ১৯৫১। তার সঙ্গে হাসপাতাল বা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনগুলোর সম্পর্ক নাই। এই আইনের সিডিউলগুলো সেগুলো নিছক কলকারখানা নেবার ব্যবস্থা সম্পর্কে ওঠে। সুতরাং এখানে সেকথা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর মনে হয়। ডাঃ রায়ের চিরকালের মত ন্যাশনালিজেশন করার বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি থাকতে পারে না। আজকে দেশের লোক যখন একথা দাবী করছে, এই হাউসে যখন আমরা বার বার একথা উঠিয়েছি যে তখন আমাদের যদি বলা হয় শুধু ১০ বছরের

জন্য এটা নেওয়া হবে, তাতে স্বভাবতঃই একটা আশংকা ছাত্রদের মধ্যে, ডাক্তারদের মধ্যে, কর্মচারীদের মধ্যে এবং পাবলিকএর মধ্যে হবে ১০ বছরের জন্য। তাহলে এটা কি সুপারসেসনএর মত একটা জিনিস হতে যাচ্ছে? আমরা তাই ডাঃ রায় এবং পশ্চিমবাংলা সরকারকে অনুরোধ করি যে এবিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা দরকার, বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডঃ রায় ঐ হাসপাতালের এবং কলেজের আভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং বে-বন্দোবস্তের কথা তুলেছেন। আমরা এখান থেকে জোরের সঙ্গে দাবী করি যে ডিরেক্টর জেনারল অব হেল্থ সার্ভিসেস—তিনি যে তদন্ত করেছেন—তাঁর রিপোর্ট এই হাউসের সামনে কেন উপস্থিত করা হবে না? আমরা এই হাসপাতাল সম্বন্ধে অনেক দিন অনেক কেলেংকারীর কথা শুনেছি যে কেলেংকারীর মধ্যে কোন কংগ্রেস কাউন্সিলরের নাম জড়িত হয়ে পড়েছে। আমরা তাই চাই যে সেই রিপোর্টে যা আছে তা এই হাউসের সামনে উপস্থাপিত করা হউক আমি বিশ্বাস করি এবং যেটুকু খবর পেয়েছি তাতে সেই রিপোর্ট উপস্থাপিত হলে সম্পূর্ণভাবে চিরকালের জন্য জাতীয়করণের যে কেস সেটা শক্তিশালী হবে।

[4-20—4-30 p.m.]

দ্বিতীয় কথা—ডাঃ রায় ক্লজ ৩(৫) সম্পর্কে একটা উক্তি করেছেন। সেই ক্লজ সম্বন্ধে যখন সংশোধন আলোচিত হবে তখন সেটা ভাল ক'রে বলা যাবে। কিন্তু এখানে সংক্ষেপে এটা না বোলে পারছি না। ডাঃ রায় এই ধারা সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং কোন কোন মহলে তা বলা হয়। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ডাঃ রায় যে কথা বলেছেন সেটা যদি সত্যই তিনি মনে করেন যে সেটা ঠিক, তাহলে আমাদের তরফ থেকে যে একটা এ্যামেন্ডমেন্ট আছে সেই এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ কোরে আমরা যে কথা বলেছি সেই কথা আরও সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা প্রয়োজন। কেন না তাহলে তারা—

will be deemed to be employees of the State Government.

একথার নানা ব্যাখ্যা হতে পারে। ডাঃ রায় যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যা ধরে নিয়ে আমরা যে এ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছি সেই এ্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ করলে তাহলে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে গভর্নমেন্ট কি ব্যাখ্যা দিতে চাইছেন। সুতরাং এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার যেটার প্রতি গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তৃতীয় জিনিস হচ্ছে, চুরির কথা। এই বিলে যেভাবে কমিটি ফরম্ করবার কথা আছে, এই কমিটি গঠন করবার ব্যবস্থার আমরা তীব্র বিরোধিতা করি। আমরা মনে করি যে জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে যদি ডেমোক্রেটিক সেট-আপ না আসে তা হলে এই জাতীয়করণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলি—কোন ব্যক্তিগত কথা না তুলে—বছর দুই আগে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল-এর পদ কিছুদিনের জন্য ইন এ্যাবেয়েন্স থাকে। আজকে অর্ডিন্যান্স জারীর সঙ্গে সঙ্গে কেন ভাইসপ্রিন্সিপ্যাল পদে লোক নিয়োগ করা হয়? যে ভদ্রলোক হয়েছেন ডাঃ এ সি মুখার্জি—তিনি সজ্জন, তাঁর বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। আমি প্রশ্ন করি—এ নীতিতে কি জড়িত আছে? কাজেই দেড় হাজার টাকা মাহিনার প্রিন্সিপাল যদি থাকেন, তখন আর ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল করবার কেন দরকার হল রাতারাতি এই অর্ডিন্যান্স জারী করবার সঙ্গে সঙ্গে? এ সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করেছেন সেটা যে কতখানি অগণতান্ত্রিক সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গভর্নমেন্টের তরফ থেকে

Director of the Institute of Post-Graduate Medical Education and Research,

তিনি কমিটির চেয়ারম্যান আছেন। তারপরে

Director of the School of Tropical Medicine, ex-officio

থাকবেন। তারপরে স্টেট গভর্নমেন্ট সিনিয়র মেম্বার অব দি স্টাফ এ্যাপয়েন্ট করবেন। এই সিনিয়র মেম্বর অব দি স্টাফ বলতে কি বোঝা যাচ্ছে? তাঁকে নমিনেট করবেন কি গভর্নমেন্ট? কিভাবে করবেন, কেন করবেন? তারপর

one member of the Faculty of Medicine, of the University of Calcutta, nominated by the Vice-Chancellor of the said University.

আবার নমিনেশন কেন? ভাইস-চ্যান্সেলন কি নমিনেট করবেন? তারপর
4 persons interested in medical education and public health nominated by the State Government.

সেটার সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট ঠিক করেছেন যে কারা ইন্টারেস্টেড ইন মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড পাবলিক হেল্থ এবং গভর্নমেন্টই লোক মনোনয়ন করবেন। এই মনোনয়ন আমরা জানি গভর্নমেন্টের মনোনয়ন এখনও যা দেখছি—সেগুলি হচ্ছে তাঁদের নিজের দলের লোকদের—তাদের সে যোগ্যতা এবং বিচক্ষণতা না থাকা সত্ত্বেও তাদেরই গভর্নমেন্ট মনোনীত করেন। এ রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। সঙ্গে সঙ্গে উদাহরণ দিতে পারি কি কোরে নিজের লোককে নানাভাবে ঠেলে তাঁরা কমিটির মধ্যে রাখবার চেষ্টা করেন। আমরা সেইজন্য বলি যত কিছু করুন—সঙ্গে সঙ্গে ডেমোক্রেটিক সেট-আপএর ব্যবস্থা করুন। এত মনোনয়ন করবার দরকার কি আছে? কি গরজে মনোনয়ন করবেন? যোগ্য ব্যক্তি নেবার ব্যবস্থা ইউনিভার্সিটি থেকে হতে পারে। সিনেট থেকে তাঁরা নির্বাচিত কোরে পাঠাতে পারেন। গভর্নমেন্ট সেখানে কেন এত লোককে নামিনেট করবেন তার কারণ খুঁজে পাই না। সুতরাং যদিও দেশের লোক চায় যে জাতীয়করণ হউক, তবু দেশের লোকের মনে সন্দেহ জাগে যে, গভর্নমেন্ট পুরান সেট-আপ ফিরিয়ে আনবার জন্য একটা চেষ্টা করতে পারেন। আমরা সেই সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে এই নমিনেশনএর লম্বা ফিরিস্তি গভর্নমেন্টের বাদ দিয়ে দেওয়া দরকার। সেদিক থেকে আমি এই সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে চাই যে, জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে ডেমোক্রাটিক সেট-আপ যদি গভর্নমেন্ট না আনেন তাহলে ইন্স্টিটিউশনের উন্নতি হাসপাতালের উন্নতি এবং কলেজের উন্নতি সম্ভব হবে না।

Sj. Sudhir Chandra Ray Choudhuri:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে যে আইনটা আমাদের সামনে আনা হয়েছে সেই আইন আমরা চাই। কারণ আমরা মনে করি যে দেশের লোকের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সরকারের দায়িত্বে আনা উচিত। সরকার যে এতদিন তা আনেন নি সেটা পরিতাপের বিষয়। কিন্তু এতে আনন্দ থাকলেও আশংকা থেকে যাচ্ছে। কারণ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে অন্যান্য হাসপাতালের যে অবস্থা আমরা দেখছি তাতে অবস্থাটা যে কত ভাল হবে তা সহজেই অনুমেয়। তবে আমরা এইটুকু মনে করছি যে যখন কোন দায়িত্বশীল কর্তব্যপরায়ণ সরকারের হাতে ক্ষমতা আসবে তখন অন্যান্য হাসপাতালের সঙ্গে এটিরও উন্নতি হবে। এই সরকারের দ্বারা যে কিছু হবে সে আশা আমরা করতে পারি না। ১০ বছরের জন্য যখন নিচ্ছেন তখন এর মধ্যে একটা গূঢ় রহস্য আছে বলে সন্দেহ হয়। এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার যে কেন আপনারা ১০ বছরের জন্য এর ম্যানেজার হচ্ছেন? এ ছাড়া এখনকার যাঁরা কর্মচারী তাঁদের কি হবে? এই বিল আনার কারণ হচ্ছে যে
serious irregularities in the matter of running and maintenance of the institution came to the notice of the Government.

ডাঃ রায় বললেন যে, সিরিয়াস ইরেগুলারিটিজ ইন রানিং দি ইনস্টিটিউশন. কিন্তু সরকার নেওয়ার পরই কি রকম একটা সিরিয়াস ইরেগুলারিটি হয়েছে সেকথা বলে আমি বসে পড়ব।
Assistant Clinical Pathologist to the Gynaecological and Obstetrical Department, R. G. Kar Medical College Hospital.

এর ৫০ টাকা মাইনের একজন হোল-টাইম ডাক্তারের জন্য এ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা হয়। এর জন্য অনেকে আবেদন করেন এবং যিনি ছিলেন তিনিও আবেদন করেন। যিনি ছিলেন তাঁর নাম ডাঃ ব্যানার্জি. তিনি এখানে তিন টার্ম আছেন—২ ইয়ার্স ইচ টার্ম। যখন এ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয় তখন সরকার নেন নি এবং যে সার্ভিস কমিটি ছিল তাঁরা সকলের ইন্টারভিউ নিলেন। আগে যিনি ছিলেন ডাঃ ব্যানার্জি তিনিও ইন্টারভিউ দিলেন। ২ বছর অন্তর এর টার্ম বদলে বদলে দেওয়া উচিত। যাই হোক তাঁকে দেওয়া হল না। সার্ভিস কমিটি একজনকে রেকমেন্ড করলেন এবং যে ভদ্রলোককে কাউন্সিল এ্যাপ্রুভ করলেন তার নাম হচ্ছে ডাঃ অনিল ব্যানার্জি, এম বি, ডি জি ও (ক্যাল)। গভর্নমেন্ট এসেই তাঁকে এ্যাপয়েন্টমেন্টএর চিঠি দিলেন—চিঠির

তারিখ ২রা জুন—

"Dr. Anil Kumar Banerjee, M.B., D.G.O. (Calcutta), is hereby appointed as an Assistant Clinical Pathologist for the Obstetrical and Gynaecological Department of the R. G. Kar Medical College Hospital for six months or till finalisation of the set-up of the institution by the Government, whichever is earlier, with effect from 1st June 1958 or any subsequent date on which he takes over charge on a salary of Rs 50 per month. He is to report to the Director, Professor of the Department of Obstetrics and Gynaecology, Professor of Pathology, Superintendent of the Hospitals on joining his appointment."

তাঁর এ্যাপয়েন্টমেন্ট চলে গেল এবং যার জায়গায় তিনি কাজ করবেন তাঁকে বলা হল ইউ মেক ওভার চার্জ। ঐ ভদ্রলোক কিন্তু চার্জ বুঝিয়ে দিলেন না এবং যার চাকরী হল তিনি রোজ ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। তারপর তিনি শুনলেন যে মন্ত্রীরা তদ্বির করছেন এবং তাঁরা নাকি গিয়ে বলেছেন যে না ওকে চাকরী দেওয়া হবে না।

He must wait until a suitable post is created and this man is provided there এইসব কথা তিনি শুনলেন। সে ভদ্রলোক ঐ চাকরীতে ছিলেন তিনি এখনো সেখানে রয়েছেন এবং যাঁর চাকরী হল তিনি রিমাইন্ডার দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে সম্প্রতি জানান হয়েছে--

"With reference to your letter, dated 23rd June 1958, I am to inform you that Dr. Dina Bandhu Banerjee made a representation which has been forwarded to the Government for necessary orders. On receipt of the Government's decision you will be informed accordingly."

মন্ত্রী মহাশয়ের বন্ধুরাও কিছুতেই এফেক্টেড হতে পারে না। যাই হোক, স্যার দেখছি, যে আসে লংকায় সেই হয় রাবণ সুতরাং আপনারা যে ভাল করবেন এ স্বপ্নেও আমরা ভাবতে পারি না।

[4-30—4-40 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacherjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে বিলটা আমাদের সামনে আনা হয়েছে সেই বিলটার ভেতর সরকারের একটা দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। সরকার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজকে ১০ বছরের জন্য হাতে নিচ্ছেন এবং তার কারণ স্বরূপ দেখিয়েছেন যে সিরিয়াস ডিফেক্টস এর মধ্যে আছে, সেজন্য তাঁরা নিচ্ছেন। তাই যদি হয় তাহলে সরকারের ১০ বছরের জন্য—এটাকে সুপারসীডই বলবো—সুপারসীড করে নেওয়াটা ঠিক আমরা সমর্থন করি না। আমি মনে করি যে সুপারসেসনটা দু' বছরের জন্য হোলে যথেষ্ট হবে এবং প্রয়োজনবোধ করলে আরো ২।১ বছর বাড়িয়ে নিতে পারেন। এই কলেজের এ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য শুধু যদি এটাকে হাতে নেয়া হয় তাহলে আমি মনে করি তারজন্য ১০ বছরের কোন প্রয়োজন নেই। অতএব সেদিক দিয়ে সরকারের স্পষ্টভাবে চলা উচিত, আর যদি বলেন যে আজকে দেশের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা সরকারের স্বহস্তে গ্রহণ করা উচিত তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেদিক দিয়ে সেটাকে সমর্থন করবো। আমি এটুকু বলতে পারি—সরকারের হাতে সেখানে এত বড় বড় হাসপাতাল রয়েছে যেগুলির পরিচালনব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, অনেক জায়গায় কেলেংকারীতে ভর্তি হয়ে রয়েছে, সেখানে এই সরকার আবার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজকে হাতে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবেন এটা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নীতি হিসাবে আমি এটা সমর্থন করি যে সরকার দেশের সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তার কারণ হচ্ছে আজকে এই সরকার আছেন, দুদিন বাদে অন্য সরকার আসতে পারেন, তাঁরা হয়ত এই এই হাসপাতালগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন এইজন্য নীতি হিসাবে এটাকে গ্রহণ করতে পারি কিন্তু যে বিলটা আমাদের সামনে পেস করা হয়েছে তার ভেতর কোন কথা স্পষ্টভাবে বলা নেই এবং বিলটা অত্যন্ত ইলড্রাফটেড, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এটাকে ড্রাফট করা হয়েছে বলে মনে হয় যার ফলে সরকারের ঠিক বিলটা

এর ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হয় নি। আজকে যদি এর পরিচালনব্যবস্থা ভাল করে ফের পুরানো ম্যানেজমেন্টের হাতে সরকার ছেড়ে দিতে চান তাহলে আমি বলবো তার জন্য ১০ বছরের প্রয়োজন ছিল না ১২ বছর হোলেই হোত, আর যদি বলতে চান যে, আমরা এটা আমাদের হাতে নিতে চাই তাহলে এই ১০ বছর টাইম মেনসন করে দেয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। সেজন্য আমি মনে করি, যে বিলটা আমাদের সামনে আনা হয়েছে সেটার ভেতর একটা দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে।

আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, এর স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যান্ড রিজন্সটা আমি পড়লাম —সরকার বড় বড় হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি রান্ করছেন কিন্তু সেগুলির মধ্যে যা গলদ রয়েছে সেই গলদগুলি তাঁরা দূর করতে পারেন নি। সুতরাং আর জি কর মেডিক্যাল কলেজকে হাতে নিয়ে তাঁরা এটার গলদগুলি দূর করবেন, এটা দুরাশা বলে মনে হয়। তা সত্ত্বেও তাঁরা যদি সম্পূর্ণরূপে এটা গ্রহণ করেন তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

আমার তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এই বিলটার ড্রাফটিং ভালভাবে হয় নি, ড্রাফটিংএর ভেতর গলদ রয়েছে, তা সত্ত্বেও বিলের মধ্যে দুটো নীতিকে আমি সমর্থন করতে পারলাম না। এই যে ম্যানেজিং কমিটি তৈরী করা হচ্ছে এই ম্যানেজিং কমিটির সদস্য জনপ্রতিনিধিদের ইলেক্টেড হবে না; এখানে দেখা যাচ্ছে এই ম্যানেজিং কমিটি সরকার কর্তৃক মনোনীত হবে। এই ধরনের ম্যানেজিং কমিটি কোথাও আছে বলে মনে হয় না। অন্তত টিচারদের তরফ থেকে ম্যানেজিং কমিটিতে সদস্য থাকা উচিত ছিল। এজন্য আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি। এতদ্দ্বারা আমরা মনে করি গণতান্ত্রিক মনোভাবের টুঁটি চেপে ধরা হচ্ছে।

আমার চতুর্থ বক্তব্য হচ্ছে, এই কমিটি কি ভাবে কাজ করবে—সরকার নিয়ন্ত্রণ করবেন—সেই ক্ষমতা আমরা দেব—এই যে আইন এটা কার্যে পরিণত করবার জন্য নিয়মকানুন তৈরী করবেন আমরা মনে করি এই মনোভাবও অগণতান্ত্রিক। ডাঃ রায় সরকারের পক্ষ থেকে রুলস তৈরী করবেন এবং তাদের হাতে পাওয়ার ডেলিগেট করবেন—এই রুলস এই এ্যাসেম্‌ব্লীতে আসবে না। কি ধরনের রুলস্ তৈরী করা হবে তা জানি না। দুঃখের বিষয় ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাসেম্‌ব্লী প্রসিডিওর রুলস্ যা আছে তার মধ্যে এইভাবে পাওয়ার ডেলিগেট করবার কোন কথা নেই— অর্থাৎ সরকার কি রুলস তৈরী করলেন বা কি ক্ষমতা ম্যানেজিং কমিটিকে দিলেন সেটা আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। তারপর এই ডেলিগেটেড পাওয়ার চেক্ করবার জন্য আমাদের এই লেজিস্‌লেচারএর কোন কমিটিও নাই। আমি মনে করি এই ত্রুটিগুলি থাকার জন্য বিলটা কম্‌প্লিট হতে পারে নি। বিলটা সম্পূর্ণ হত যদি এর ভিতর ম্যানেজিং কমিটি এবং সরকারী কর্তৃত্ব কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে তার বিস্তৃত ধারা থাকত এবং তাহলে সেটা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যেত। সেজন্য আমি এই বিলটা সমর্থন করতে পারি না। আমি মনে করি এটা জনমত সংগ্রহের জন্য যাওয়া উচিত।

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

মিঃ স্পীকার, স্যার, গতকাল মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মিষ্টি মিষ্টি শ্লোগান শুনিয়েছেন, তাই আমার আজকের কথাগুলি মিষ্টি লাগবে না, তেতোই লাগবে। এই বিলএর উদ্দেশ্যে যে কথাগুলো বলা হয়েছে এবং যে কারণ দেখান হয়েছে, যে ইরেগুলারিটিজ এবং ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস-এর কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের কোন বিবাদ নাই—এটাই সাধারণতঃ হওয়া উচিত। উনি আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এই বিল উপস্থিত করতে গিয়ে যে সব পুরানো ইতিহাস বিবৃত করলেন আমি এত পুরোনো ইতিহাস বিবৃত না করে শুধুমাত্র দুই-এক বৎসরের ইতিহাসই উপস্থিত করব। আর এত দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করার উদ্দেশ্যটা কি, গত ১২ই মে তারিখে এমন কি ব্যাপার হল যাতে অর্ডিন্যান্স জারি করতে হল—অনেক আগে থেকেই এই গলদ, এই ইরেগুলারিটিজ, এই ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস ওখানে চলছে। অথচ আমরা দেখছি অর্ডিনান্সএর হবার আগে—যে কথা রণেনবাবু বল্লেন, যে ভদ্রলোকের কথা বল্লেন, সেই বঙ্কিম সরকার কলেজের আই এস্-সি সেক্‌শনএর ক্যাশিয়ার, ক্লার্ক, এ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং কর্পোরেশনএর কংগ্রেসী কাউন্সিলার এই বঙ্কিম সরকার মহাশয় ১৯৫৬ সালের জুন মাসের

কাছাকাছি তহবিলের বহু টাকা তছরুপের অভিযোগে ধরা পড়েন। এবং ৩০এ অগাস্ট তারিখে সাধারণ সভায় জনৈক সদস্য যখন একথা তোলেন সেই সময় অধ্যক্ষ ডাঃ অমল রায়চৌধুরী বলেন তিনি এ ব্যাপারের কিছুই জানেন না, অথচ ১৯৫৮ সালের ৬ই এবং ৭ই জুন তারিখের 'স্বাধীনতা' কাগজে যে খবর বেরিয়েছে, তা থেকে আমরা দেখছি যে ১৭ই অগাস্ট তারিখে ডাঃ অমল রায়চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে ওই ভদ্রলোকের একটা চুক্তিনামা হয় যে তিনি অর্থাৎ সেই ভদ্রলোক ওই টাকা দিয়ে দেবেন।

[4-40—4-50 p.m.]

সোসাইটির যে কনস্টিটিউশন, মাননীয় বিমল সিংহ মহাশয়—একজন ট্রাস্টী, তিনি জানেন। তিনিও বলবেন—সোসাইটির কনস্টিটিউশন অনুসারে ট্রাস্টীদের নামে ঐ চুক্তি হতে পারতো।

তারপর আমি দেখাচ্ছি যে ৩০এ অগাস্ট তারিখে যখন সভা হল সেই সভায়, ট্রাস্টীর সদস্যরা বিভ্রান্ত হবার ফলে ডাঃ নলিন ব্যানার্জি পরাজিত হলেন। নব নির্বাচিত [illegible] কলেজের উন্নতির জন্য যে আবর্জনা জমা ছিল সেটা পরিষ্কার করবার কাজে হাত দিলেন। নূতন এ্যাপয়েন্টমেন্ট বিজ্ঞাপন দিয়ে শুরু করলেন। যেটার অস্তিত্ব ছিল সেই প্রভিডেন্ট ফান্ডএর ব্যবস্থা করলেন। অফিসে যারা কাজ করে তাদের কিছু কিছু মাইনে বাড়াবার চেষ্টা করলেন। সর্ববিষয়ে উন্নতির জন্য তিনি ৬৫ বছরের উপর যাঁদের বয়স, যাঁরা টিচিংএ অক্ষম হয়েছেন, তাঁদের রিটায়ার্ড করান। তার মধ্যে ডাঃ রায় একজন। এর মধ্যে যাঁরা মাইনে পেতেন, তাঁদের কিছু কিছু গ্র্যাচুইটি দেওয়া হল। স্টোরের ও ডায়েটএর লিকেজ বন্ধ করলেন। আর সেই সঙ্গে ঐ সরকার মহাশয়কে সাসপেন্ড করলেন। তারপর রায় অ্যান্ড রায় কোং অডিটর, যাদের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর যথেষ্ট পরিচয় আছে। এই রয় অ্যান্ড রয় কোং যে ড্রাফট অডিট রিপোর্ট দিয়েছেন যেটাকে জেনারেল মিটিংএ পাস করিয়ে নিয়েছিলেন। যখন সদস্যরা প্রশ্ন করেন, তখন চেপে গেলেন, সেই ড্রাফট রিপোর্টএর কথা। রয় অ্যান্ড রয় কো-র আসল রিপোর্টের ইনস্টিটিউট অব অডিটরস সদস্যরা চিঠি দিলেন। এই সবের জন্য দেখা যাচ্ছে যে ঠিক এই সময়—যখন সভা ডাকা হল ২৫এ নভেম্বর ১৯৫৭ সাল এবং সেই সভায় বিশেষ সাধারণ সভায় হঠাৎ দেখা যাচ্ছে হাইকোর্ট থেকে ইন্‌জাংশন এল। এই ইন্‌জাংশন আনলেন কারা? যাঁদের সাথে কলেজের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁরা সভ্য হবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সভ্য হতে পারেন নাই। সেই সম্পর্কে নূতন যিনি প্রিন্সিপ্যাল, ডাঃ ইন্দ্র, সেই ভদ্রলোক সেটা জানিয়ে দিয়েছেন। যা হোক, পাঁচ মাস আগে কাউন্সিল থেকে বঙ্কিম সরকারের নামে মামলা রুজু করবার প্রস্তাব নিয়ে সমস্ত কাগজপত্র এ্যাডভোকেটএর কাছে জমা দেওয়া হলো। ট্রাস্টীদের জানান হলো মে মাসের মাঝামাঝি মামলা শুরু করা হবে ঠিক হলো। ঠিক সেই সময় অর্ডিন্যান্স এল। আমি কি মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে পারি—এই যে অর্ডিন্যান্স করা হলো, এটা কি এজন্য করা হয় নাই যে তা না হলে অনেক রথী-মহারথীকেও কোর্টে ছুটতে হতো?—যারা ট্রাস্টী, রয় অ্যান্ড রয় কোং, ফর্মার প্রিন্সিপ্যাল ও প্রেসিডেন্ট!

আর জি কর হাসপাতালের বিপদ তো আজ আসে নি। ডাঃ রায় যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন হতে ছিল এই আর্থিক বিপর্যয়। সেই বিপদ চরম হলো ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি। যে এ্যাসেটস স্টেট ব্যাঙ্কে ছিল, তা থাকে ২ লক্ষ টাকা ওভারড্রাফট্‌ নিয়ে নেওয়া হয়েছে। যে ১৪ লক্ষ টাকা আজ খরচ করবার কথা হচ্ছে, তখন মাত্র দু' লক্ষ টাকা খরচ করলে সেই এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভালভাবে চলতো। ডাঃ রায় হাউসে ডি এইচ এস এনকোয়ারী রিপোর্টএর কথা বলেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি সেই এনকোয়ারী রিপোর্ট কোথায়? আমার কাছে একটা এনকোয়ারী রিপোর্ট আছে, যে রিপোর্ট টেস্ট অডিট রিপোর্ট তার একটা কপি আমার কাছে আছে। আমি ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আসল যে রিপোর্ট, সেই রিপোর্ট কেন এই হাউসের সামনে পেশ করা হচ্ছে না? যে কাউন্সিল ডিজল্‌ভড হয়ে গেছে, আমি ডাক্তার রায়কে বলছি—তাদের সেই রিপোর্ট থেকে যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে সেই রিপোর্ট অনুসারে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক, মামলা করা হোক।

আমি এও শুনেছি—ডি এইচ এস বলেছেন, মাই রিপোর্ট ইজ রেডি। কিন্তু আই হ্যাভ বিন ইনস্ট্রাক্টেড নট টু সাবমিট দ্যাট রিপোর্ট। একথা সত্য কি না? আমি ডাঃ রায়ের কাছ থেকে জানতে চাই। আমার মনে সেইজন্য সন্দেহ জাগছে। আজকে যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করছেন সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে। ডাঃ রায় ছেলেদের পড়ার কথা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এত বড় কলেজ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ও আই এস-সি নিয়ে যেখানে এক হাজার ছেলে পড়ে, সেখানে সরকার দেন মাত্র ১৫ হাজার টাকা। কলকাতার আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট কলেজে দিচ্ছেন তিন লক্ষ পনের হাজার টাকা। কলেজ বহু অবেদন নিবেদন করেছেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে। তা ছাড়াও ভাল ছাত্রদের মরাল নষ্ট করা হচ্ছে। তারপর প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আরো কি সব কাণ্ড করেছেন তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাই। আমার কাছে ফোটোস্ট্যাট কপি আছে। এতে দেখছি নয় জন ছেলে পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নি, এবং সেই ফেল করা ছাত্রদের সম্পর্কে ডাঃ রায় এই ডকুমেন্ট দেখেছেন—স্টুডেন্ট ইউনিয়নএর প্রেসিডেন্ট লিখে ছিলেন—রিকমেন্ডেড, এদের এ্যালাউ করা হোক এবং অধ্যক্ষ ডাঃ অমল রায়চৌধুরী লিখে দিচ্ছেন—এ্যালাউড এ্যান্ড রেকমেন্ডেড। এবং আমার কাছে আর একটা ফোটোস্ট্যাটএর কপি আছে, তাতে দেখছি যার নাম প্রথমে আছে সে সব সাবজেক্টএ ফেল করেছে। এইভাবে ফেল করা ছাত্রদের পাশ করিয়ে দিয়ে ভাল ছাত্রদের মরাল নষ্ট করা হচ্ছে। অবশ্য এতে ডাঃ রায়চৌধুরীর পপুলারিটি বাড়ল এটা ঠিক। তারপর মাননীয় সুধীর রায়চৌধুরী মহাশয়, যেসব ইরেগুলারিটিজএর উদাহরণ দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। কংগ্রেসী কাউন্সিলার ডাঃ ভূপেন বোস সুপারেনিউটেড হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং তার ফেয়ারওয়েলএর সব কিছু বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও......

[at this stage the red-light was lit]

Mr. Speaker: Mr. Chakravorty, 12 minutes' time has been given to you by your party. Let it be quite clear. If you take up that dictatorial attitude, I won't give you time. You must make a request for time.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I am praying for a few minutes' time.

Mr. Speaker: I will give you two minutes more. Please take notice of it.

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty:

আমি যে কথা বলছিলাম, ডাঃ ভূপেন বোস তাঁর ফেয়ারওয়েলএর বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দেখা গেল কোথা থেকে সুতা টানা হল এবং তাঁকে সেখান থেকে সরান হল না। তারপর হোল-টাইম প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ করা হবে এবং নিয়োগ করা হলে যিনি ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল তার পোস্টটি তুলে দেওয়া হবে। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—আজকে সরকার এই ম্যানেজমেন্ট এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেশন হাতে নেবার পর ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল নতুন নিয়োগ করেছে, এবং বিরোধী দলের সদস্য বলে ডাক্তার হীরেণ চ্যাটার্জি মহাশয় ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তাকে সরিয়ে দেওয়া হল কি? কিম্বা যিনি নতুন প্রিন্সিপ্যাল হয়েছেন তিনি কি এখন হোল-টাইমার প্রিন্সিপ্যাল নন—এই কথা আমি......

Mr. Speaker: Are you dissecting the past or are you going to talk on this Bill?

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty: I am not dissecting the past

এখানে ইরেগুলারিটিজএর কথা আছে। জিজ্ঞাসা করছি—আজকে সরকার এই ইরেগুলারিটিজ নিজেরা করছেন কি না ম্যানেজমেন্ট হাতে নেবার পর। হোল-টাইমার প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ করে ভাইস-প্রিন্সিপ্যালএর পোস্ট তুলে দেবার কথা হয়েছে, তুলে দেওয়া হল কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—সরকার হাতে নেবার সাথে সাথে আবার নূতনভাবে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ করা হয়েছে কেন? তাহলে আজকে কি ফের হোল-টাইমার প্রিন্সিপ্যাল নেই? তাই

আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ডাক্তার রায়ের কাছে যে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হবে কি না, এন্‌কোয়ারী রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে কি না, সরকার যাদের সুনজরে দেখেন না তাদের ওরা ভিক্‌টিমাইজ করবেন কি না এই রকম আশংকা দেখা দিয়েছে। সেই জন্য আজকে আমি এই যে বিল, এই বিলের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে আজ সন্দেহ জেগেছে এবং আন্তরিকতা তাদের নেই যার জন্য এই বিলের বিরোধিতা আমি করছি।

[4-50—5-15 p.m.]

Dr. Jnanendra Nath Majumdar:

মিঃ স্পীকার, স্যার, এই আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ বিল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এর বিরাট ঐতিহ্যের কথা এই হাউসএর সামনে বলেছিলেন, একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে সেই ঐতিহ্যের কথা আমারও মনে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী যখনই এই কলেজকে আংশিকভাবে জাতীয়করণ করছেন তখনই আমাদের মনে হচ্ছে, যদিও আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে এদের হাতে গেলেই যে সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়ে যাবে তা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু তাহলেও আমরা জাতীয়করণকে নিশ্চয় করবার জন্যে এবং জাতীয়করণকে পূর্ণ করবার জন্যে বলতে চাই। এবং সেই জাতীয়করণ সম্পূর্ণ করবার জন্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে কারণ দেখিয়েছেন যে ৮০ লক্ষ টাকা দিতে হবে এবং জাতীয়করণ করতে গেলে সে টাকা দেওয়া যায় না এ যুক্তিও ঠিক না। কনস্টিটিউশন ৩০ আইনে যা বলা আছে তাতে প্রিন্সিপল্‌স অব পেমেন্ট অর্থাৎ কিভাবে টাকা দেওয়া হবে সেটাও সরকার বা লেজিসলেচার নির্ধারণ করে দিতে পারেন বিলে এবং অনেক জায়গাতেই এখানে করা হয়েছে, আজকের যে দাম সেটা ৮০ লক্ষ টাকা হতে পারে কিন্তু অনেক জায়গায় ঠিক আজকের দামটি দেওয়া হয় নি এবং তার ডিপ্রিসিয়েশন করেও অনেক জায়গায় দাম ধরা হয়েছে। কাজেই টাকা দিয়েও হয়ত করা যেতো এবং ট্রাস্টীদের বলে হয়ত সেটা আরো কম করে দেওয়া যেতো। সেই জন্যই মনে হচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর মনে এখনও হয়ত আছে যে, যে বিরাট ঐতিহ্যের তিনিও একজন অংশিদার ছিলেন সেই ঐতিহ্য আবার ফিরে আসতে পারে এবং যে বিরাট ঐতিহ্যের মধ্যে আমিও ছাত্র হিসাবে একজন অংশিদার ছিলাম সেই ঐতিহ্য ফিরে আসতে পারে বা পারলে আমিও খুসী হতাম। কিন্তু তাঁকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যে আশা তিনি করছেন সে আশায় নিশ্চয়ই তাঁরও সন্দেহ আছে। কারণ তিনি বলছেন যে ১০ বৎসর পরে যদি সম্ভব হয় তাহলে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেবো, তা নইলে জাতীয়করণ করবো। যদি ১০ বৎসর পরে করতে পারা যায় তবে আজকে কেন করা যাবে না এটা আমি বুঝতে পারি না। তবে তাকে শুধু এইটুকু স্মরণ করাতে চাই যে সমাজের আজকে যে অবস্থায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি, যখন এর সত্যি সত্যি ঐতিহ্য ছিল এর চালিত শক্তি ছিল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। তখন কি শিক্ষক, কি ছাত্র সকলেই আররা সরকারী কলেজ থেকে যাতে ভাল করতে পারি, এখানে আমার অন্য সদস্য বন্ধু আছেন যারা ওখানকার প্রাক্তন ছাত্র তাঁরাও জানেন যে তখন আমাদের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, প্রতিযোগিতা শুধু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এবং ওখানে যাঁরা শিক্ষা দিতেন তাঁরাও দুনিয়ার সামনে দেখাতে চাইতেন যে সত্যি সত্যি তাঁরাও না পয়সা থেকে, না যন্ত্রপাতি থেকে, শুধু চেষ্টায় এমন জিনিস করতে পারেন যে তা থেকে ভাল ছাত্র বেরোয় এবং এটাও ঠিক যে এই আর জি কর কলেজ থেকে বাংলাদেশের বহু সফল ছাত্র বেরিয়েছে। কাজে কাজেই সেইদিন ফিরে আসবার চেষ্টা করলে হয় তো ভাল হত। কিন্তু সে চালিকা শক্তি আজকে নেই। আজকে চালিকা শক্তি, যে কথা আমি বরাবর এখানে বলে আসছি, কি সরকারী কি বেসরকারী সব জায়গায় চালিত শক্তি হচ্ছে মুনাফা। তখন আমরা বলতাম যে কেদার দাসের কলেজ। তখন আমরা বলতাম ডাঃ বিধান রায় ওখানে পড়ান। তখন আমরা বলতাম আর জি করের কলেজ কিন্তু আজকে ডাক্তাররা কলেজের নাম করে খান। কলেজে ছাত্রদের পড়াবার কথা থাকে না, তখনকার কলেজে ছাত্র এবং শিক্ষকদের সম্বন্ধ ছিল একেবারে বাপের মত। আমার নিজের মনে আছে আমার অসুখের সময় আমাদের কলেজের প্রত্যেক—একবার আমার খুব অসুখ হয়—তারা বাড়ীতে এসে প্রত্যেকে দেখে যেতেন। আজ সেই রকম জিনিস আর আজকে হতে পারে না। যে সমাজব্যবস্থা চলছে যতক্ষণ পর্যন্ত এর আকার সম্পূর্ণ না বদলায় ততক্ষণ পর্যন্ত

ডাঃ রায়ের যে আশা—যা হলে আমিও খুসী হতাম প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে—সেটা যে হতে পারে তা আমার মনে হয় না। কাজেই কলেজকে সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করলেই হয়ত সত্যি সত্যি ভাল হত। অবশ্য একথা ঠিক নয় যে সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করলেই খুব ভাল চলবে তা নয়। তা নয় এজন্য যে মেডিক্যাল কলেজ ভাল চলছে না। আজকে পি জি হাসপাতাল চলছে না। সেখানকার যা কিছু খবরের কাগজে পড়ি চিকিৎসা সম্বন্ধে যা শুনি তা শুনে চিকিৎসক হিসাবেই আমাদের লজ্জা হয়। সরকারী হাসপাতালগুলিতে আমরা যে বন্দোবস্তের কথা শুনি, তাদের কর্মচারীদের উপর যে বন্দোবস্তের কথা শুনি, রোগীদের প্রতি ব্যবহারের কথা যা শুনি তাতে আমাদের লজ্জা হয়। তবুও যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব বিরোধী পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে তার কিছু কিছু মেনে নিয়ে যদি সম্পূর্ণভাবে জাতীয়করণ করা যেতে পারে তাহলে একটা প্রধান জিনিস হয় তখনকার দিনের যে আর্থিক অনটন আর আজকের দিনে যে আর্থিক অনটন তার তফাৎ অনেক বেড়ে গেছে—যে সমস্ত আদায় হয় সে হিসাবে খরচ অন্ততঃ ৫০০ গুণ বেড়ে গেছে। আদায় যদি দুশ গুণ বেড়ে থাকে খরচ ৫০০ গুণ বেড়ে গেছে। কাজেই কোন বেসরকারী হাসপাতাল আজকে সরকারী সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। আর সরকারী সাহায্য দিয়েই যদি চালাতে হয় তাহলে যা হয় সম্পূর্ণ জাতীয়করণ না করলেই যা হবে ডাঃ রায়ের নিজের কথা থেকেই শুনা যাচ্ছে যে এখানে নীলরতন সরকার কলেজ বা মেডিক্যাল কলেজ থেকে টাকার দিক দিয়ে তফাৎ করা হবে। সেই তফাৎ করে যদি এঁরা ভাবেন যে কম টাকা দিয়ে এরা ভাল পড়াবেন তাহলে আমরা বরাবর দেখে আসছি তা হয় না। যারা একবার স্বাদ পেয়েছেন বাইরের তারা টাকাটাও পকেটস্থ করবেন এবং বাইরেও দেখবেন এটা ডাক্তারদের কথা না, অর্থনীতির কথা। কাজেই তিনি যে বলছেন আংশিকভাবে করলে পরে সুবিধা হবে তা আমার মনে হয় না। আর আংশিকভাবে করার বিরুদ্ধে আর একটা এজন্য বলছি যে কি রকমভাবে চলছে না চলেছে—আংশিকভাবে চললে পরে আমরা এখানে খবর পাব কি করে? হয়ত বাজেটে—কোথাও ছিটেফোটা খবর পাবো কিন্তু আংশিকভাবে না নিয়ে যেটা উনি বলেছেন ১০ বছর পরে দরকার হয়ত করা যাবে কিন্তু ১০ বছর পরে করা গেলে আজকে কেন করা যাবে না এটা আমি বুঝতে পারি না। কাজে কাজেই আমার বক্তব্য এই বলেই শেষ করবো যে এটা যদি সম্পূর্ণভাবে জাতীয়করণ করেন তাহলে খানিক উন্নতি হতে পারে, সবটা হবে না। এবং ভবিষ্যতে যদি এমন হয় যে সমাজের চালিকা শক্তি বদলায় তাহলে তাড়াতাড়ি কাজের সুবিধা হবে। সেজন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে জাতীয়করণ করার কথা বলেছি এবং যদি করেন তাহলে যে সমস্ত সংশোধনী এখানে এসেছে সেগুলি কিছু কিছু গ্রহণ করে করুন। আর জাতীয়করণ করার রাস্তা হয়ত আছে। ৩০এতে বলা আছে এটা গ্রাজুয়াল জাতীয়করণ এবং আর একটা জিনিস কম্পেন্সেশন দেবার রাস্তাটা ঘুরে যায়। ৩০ এতে যা বলা আছে তাতে কম্পেন্সেশনএর কথা একেবারেই উঠে না। সেটাও ঠিক কি না আমি বলতে পারি না। বিরোধীপক্ষ থেকে আর যে-সব আলোচনা হয়েছে সেটা শুধু আর জি কর সম্বন্ধে নয় অন্যান্য হাসপাতাল সম্বন্ধেও দিনের পর দিন করে যাই—এবং এরা যে তার কতটা ব্যবস্থা নেন এ পর্যন্ত তার কোথাও প্রমাণ পাই নি। এবং এটাই এদের গণতন্ত্রের রীতি ও নীতি। এদের তিন রকম কোথাও বা মুখ্যমন্ত্রীর এক নায়কত্ব, কোথাও বা দলগত এক নায়কত্ব, কোথাও বা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সে মুন্দ্রাজীরই হোক্ কি ডালমিয়ারই হোক্। এবং সে স্বাধীনতা তাদের সরকারী ও বেসরকারী সহযোগিতার স্বাধীনতা এ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ এন্কোয়ারীই হোক আর সেই রিপোর্ট পাবলিশড্ই হোক তাতে এ্যাক্শন যে কিছু হবে তা আমার মনে হয় না। কাজেই শেষ করবার আগে দুঃখের সঙ্গে আমি একথাই বলতে চাই যেখান থেকে আমরা শিক্ষালাভ করেছিলাম, যেখান থেকে শিক্ষালাভ করে কিছু চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেছিলাম—তার সেই ঐতিহ্যতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে যদি তিনি ভেবে থাকেন—তাহলে বলবো তা যাবে না আমার আগের বক্তারা যা বলেছেন জাতীয়করণ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত তাহলে সেই ঐতিহ্যকে আরও প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে আমার সত্যই মনে হয়। এই বলে বিলকে সমর্থন করলেও আংশিকভাবে করছি এবং বলছি যে এই প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করা হোক।

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes]

[After adjournment]

[5-15—5-25 p.m.]

Dr. Pabitra Mohan Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়! যে বিলটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, এই আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হস্‌পিট্যাল—এই বিল আমরা সমর্থন করেও এটা দশ বছরের জন্য বলে আমাদের দিক থেকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছি না। আমরা এটাকে পুরোপুরি জাতীয়করণের দিকে নিয়ে যাবার পক্ষপাতী। পুরোপুরি জাতীয়করণ সম্বন্ধে কারও কারও এ ধারণা থাকতে পারে যে, দশ বছর পরে হয়ত এমন একটা দল এসে এর ভার নিতে পারেন যারা হয়ত আরও ভাল ভাবে সুষ্ঠুভাবে এটা চালাবেন। কিন্তু আজকে জাতীয় সরকার হওয়ার পরে—এই হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি পুরোপুরি জাতীয়করণের দিকে আমরা বেশী সমর্থন করছি। ডাঃ রায় সেদিন তাঁর বক্তৃতার ভিতরে এবং এখানে স্টেটমেন্ট অব অব্‌জেক্টস্‌ অ্যান্ড রিজন্‌স্‌ যা দিয়েছেন তাতে সিরিয়াস ইরেগুলারিটিজএর কথা বলেছেন; কিন্তু এখানে আমার বক্তব্য যে সিরিয়াস ইরেগুলারিটিজ কি এই রকম একটা সময়ে হঠাৎ ঘটল যে অর্ডিন্যান্স কোরে এটাকে হঠাৎ দখলে আনতে হল? ধীর ভাবে একটা বিল এনে এটা নেওয়ার কি সময় হল না, এই সিরিয়াস ইরেগুলারিটিজ কি হঠাৎ এক দিনে দেখা দিল? এইটাই আমার বক্তব্য।

গত জুন মাসে আমরা যখন প্রথম এই হাউসে আসি, আমাদের প্রথম বাজেট বক্তৃতা, আমি সে সময় বলেছিলাম যে কলিকাতায় বিভিন্ন হাসপাতালগুলির সরকারী এবং বেসরকারীর মধ্যে যে ইরেগুলারিটিজ চলছে যা নিয়ে সংবাদপত্রে জনসাধারণের এত অভিযোগ—ইমিডিয়েটলী তার একটা তদন্ত হউক। গত বাজেটের পরে এবার যখন গত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বাজেট হয়েছিল সে সময়ও আমি ঠিক এই বক্তব্যই রেখেছিলাম—যে বিভিন্ন হাসপাতাল সম্বন্ধে যে অভিযোগ সেই অভিযোগ সম্বন্ধে পুরোপুরি তদন্ত করা হউক। কিন্তু সেই তদন্ত করার ভিতর সরকার কিছুতেই যাচ্ছেন না। নিশ্চয়ই সরকারের এখানে এমন অসুবিধা আছে যে তাঁরা হাসপাতালগুলির সম্বন্ধে তদন্ত করতে সাহস পাচ্ছেন না। অথচ হঠাৎ একদিন আর জি কর হাসপাতাল ও কলেজকে অর্ডিন্যান্সের বলে হাতে নিয়ে নিলেন। পরে বলছেন আমরা দশ বছরের জন্য নিচ্ছি। আমার যা বক্তব্য তার মাত্র অল্প সময়ে দেওয়া হয়েছে। যথেষ্ট কাগজপত্র এবং ডকুমেন্ট আমার হাতে থাকা সত্ত্বেও আমি সব কিছু আপনার সামনে রাখতে পারব না। তাই আমার কথা হল যে ডিরেক্টর যে এন্‌কোয়ারি কোরেছিলেন সে রিপোর্টের কথা অনেকে বলেছেন। তা ছাড়া আর একটা রিপোর্টের উল্লেখ করব। সে জিনিসটা হল অগাস্ট ১৯৫৪ সালে—তারপরে অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন ডাঃ অমল রায় চৌধুরী। তিনি সে সময় কলেজে যোগদান করেন নি, এই রকম সিরিয়াস ইরেগুলারিটিজ দেখিয়ে নিয়ে তিনি আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ কাউন্সিল তাঁরা নিজেরা একটা এন্‌কোয়ারি কমিটি সেট-আপ করেন। সেই

Abstract of the Report of Enquiry Committee appointed by the R. G. Kar Medical College Council in August, 1954.

তা থেকে আমি কিছু কিছু জায়গা আপনার মার্ফৎ সমস্ত সভ্যদের কাছে উপস্থিত করছি। তাঁরা এন্‌কোয়ারিতে সেই সময় কতকগুলি জিনিস যা দেখিয়েছেন, তার এক জায়গায় বলছেন—

"We failed to get any figure in the Superintendent's Office regarding the number of patients remaining in the indoor per day as a check or Steward's calculation. There is no posting of number of diets in Steward's register for the months of May, June, July, August and entries for October and that only up to 16th October was seen on 15th November 1954."

আর এক জায়গায় বলছেন—

"There is no register or log book to show any purchase or any addition in the stock which are done day-to-day. So also there is no register of goods issued to the department day-to-day. There is no

evidence that stock-taking is done any time of the year. The stock books of the central store do not show any opening balance and up to date balance of any article."

আর এক জায়গায় তাঁরা বলেছেন—

"We find no policy of stores purchase.................

Mr. Speaker: May I know what are you reading from? I don't want to stop you but please give me the reference of the report.

কিসের রিপোর্ট, কবেকার রিপোর্ট? আমি আপনাকে থামাচ্ছি না।

Dr. Pabitra Mohan Roy:

আমি বলছি ১৯৫৪ অগাস্ট মাসে—সেই সময় যে কাউন্সিল ছিল—তাঁরা একটা এনকোয়ারি কমিটি নিজেরা সেট-আপ করেন—এইটাই আমি বলেছি। তাঁরা আরও বলছেন—

"We find no policy of store purchase, while even common medicines such as Pt.Bicarb or Soli.Bicarb are out of stock and remains unsupplied for a long time though huge stocks are accumulating under other heads."

তার অর্থ এই যে, সাধারণ ঔষধ 'সোডি-বাইকার্ব', 'পটাশ বাইকার্ব'—যেগুলো দৈনন্দিন দরকার —তাও স্টকে থাকে না, তা ছাড়া কস্টলি ঔষধ ব্যবহার করা হয় না।

আর এক জায়গায় বলছেন—

"Stores purchased from Disposals have no bearing with actual needs. A large number of X-Ray machines have been purchased and stocked. The Professor of Radiology is of the opinion that they will heavily deteriorate unless they are used from time to time. Two thousand bottles of Plasma for Rs. 6,000 have been procured; only about 30 bottles have been used so far."

আর এক জায়গায় বলছেন—

"We failed to find any inventory of hospital furniture or equipments, in many wards; the stock books have not even one entry since 1947."

স্যার! এইটুকু যখন আমরা সমস্ত রিপোর্ট ঠিক মত সময়ে পাচ্ছি না আমার বক্তব্য যে এই এনকোয়ারি কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তার ভিতরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদস্য ছিলেন, এবং কলিকাতা শহরের এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিও ছিলেন,—তার ভিতর তিনটা নাম উল্লেখ করছি—

Capt. P. B. Mukherjee, Dr. M. N. Sarkar, Capt. J. L. Sen

এই রকম বিশিষ্ট লোকেরা থাকার পরে যে রিপোর্ট করা হয়েছিল তা পড়লে পর অনেক কিছু দেখা যাবে। কিন্তু তার কিছুই করেন নি। আজকে ইরেগুলারিটিজএর নাম কোরে হঠাৎ যদি নেওয়া হয় তাহলে অসুবিধা হবেই।

আর একটা কথা বোলে শেষ করব। ডাঃ রায় সেদিন বলেছেন—

বিরোধীদলের কোন লোক এম এল এ হয়ে যদি সেখানে চাকরীতে থাকতে চান তাহলে সেখানে দলগত নীতি থাকবে কি না ডাঃ রায়ের কাছে সেটা জানতে চাই। কারণ বর্তমানে একটা প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস দল দখল করে আছেন—কোলকাতা কর্পোরেশন, সেখানে আমরা সেই নীতি দেখছি। কংগ্রেস দলের যদি কোন সদস্য এম এল এ হন তাহলে তাকে কর্পোরেশনে চাকরী করতে দেয়া হয় এবং এই জায়গায় এম এল এ শীপ একই সঙ্গে কন্টিনিউ করতে হয় কিন্তু বিরোধী দলের কোন

লোক যদি এম এল এ হন, আনফরচুনেটলি ফর দেম তাঁকে চাকরী তো করতে দেয়াই হয় না, তদ্‌পরি তিনি যদি একথা বলেন যে আমাকে রেখে দেয়া হোক তাহলেও তাঁকে রাখা হয় না। এই জিনিস আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের বেলায় হবে কেন সেটা ডাঃ রায়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

[5-25—5-35 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আজকে এই বিলটার উপর বলবার সময় একটু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার বক্তব্য বলছি, কারণ এই বিল সম্বন্ধে আমার একটা হর্ষ-বিষাদ আছে। হর্ষ এই জন্য যে অন্ততঃ বর্তমানে হয়ত সরকার বুঝেছেন যে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ সম্বন্ধে কিছু করা প্রয়োজন- এটাই হর্ষের কারণ। বিষাদের কারণ দুটো- একটা হচ্ছে এর যে এমস্ অ্যান্ড অবজেক্টস লেখা হয়েছে সেটা সম্বন্ধে শুধু বিষাদ বলবো না আমি লজ্জিতও হয়েছি— তার কারণ হচ্ছে আমরা জানি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বিল যখন পাশ করা হয়েছিল তখন তার যে এমস্ অ্যান্ড অবজেক্টসএ ছিল—সেটা আমি আপনার কাছে পড়ে শোনাচ্ছি—গোড়াকার কথা—

> The National Council of Education was founded in 1906 to impart education - literary education and scientific as well as technical and vocational—on national lines.

তারপরে যে সেনটেন্সটা সে সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আরো আকর্ষণ করবো—

> This Council is an outstanding example of the creative achievements of the Swadeshi movement

একথা ছিল। সত্যই গর্বের কথা ছিল যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বিলে। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী যখন এই বিল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনিও সেই জাতীয়তাবোধের কথা উল্লেখ করে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন এবং স্বদেশী মুভমেন্টের সময় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন তার পিছনে কি মনোবৃত্তি ছিল, কি জাতীয়তাবোধ ছিল তার কথা যখন বলছিলেন তখন আমি পুলকিত হচ্ছিলাম। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি হচ্ছেন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের এক স্টুডেন্ট কিন্তু এর এমস্ অ্যান্ড অবজেক্টসএর মধ্যে ন্যাশনাল মুভমেন্টের যে কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তার কোন মেনসান নেই। তার মধ্যে কি গলদ আছে, কোথায় ইরেগুলারিটি আছে, কোথায় কিভাবে ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস আছে, কোথায় ডেডলক, কোথায় দলাদলি আছে এসমস্ত কথা উল্লেখ করেছেন। মনে হোল মহাত্মা গান্ধী যেমন বলেছিলেন মিস্ মেয়োজ রিপোর্টকে ড্রেন ইন্সপেক্টরস রিপোর্ট, এর এমস্ অ্যান্ড অবজেক্টসের মধ্যে তেমনি ড্রেন ইন্সপেক্টরস রিপোর্টের মনোবৃত্তি পেয়েছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে যে মনোবৃত্তি পেয়েছিলাম, জাতীয়তা বোধের যে ইঙ্গিত পেয়েছিলাম এর মধ্যে তা পাই নি। আমি জানি না এই স্টেটমেন্ট অব অবজেক্টস অ্যান্ড রিজন্স সেটা মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি না, তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে এই স্টেটমেন্টে আজকে সেই জিনিস না থাকার জন্য তাঁর বুকের মধ্যে কিছুটা স্পন্দনও জাগে নি সেজন্য আমি দুঃখিত। তিনি যদি বলতেন যে যাদবপুর কলেজ যেমন বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তেমনি করে আই এম এস কোটারীর বিরুদ্ধে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাহলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। আই এম এস ক্লিক এবং কোটারীর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে এই জিনিস হয়েছিল, জাতীয় মুভমেন্ট হিসাবে একটা স্মৃতিসৌধ রচনা হয়েছিল—আমরা ভেবেছিলাম এমস্ অ্যান্ড অবজেক্টসএর মধ্যে সেকথা থাকবে গোড়ার দিকে কিন্তু সেটা নেই—এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। দ্বিতীয় কথা সেদিনে যেসব কথা শুনেছিলাম, যেসব ইররেগুলারিটিজএর কথা হয়েছে, আমি পরে সেকথায় আসবো। একটা কথা আমি বলতে চাই যে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ফাইনান্স সম্বন্ধে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন তার মধ্যে গোলমাল আছে। আমি আপনাকে জানাচ্ছি, মিঃ স্পীকার, ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল এই ৪০ বছর আর জি কর কলেজের সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এ বিষয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রীর

চেয়ে এক বছরের সিনিয়ার, তিনি আমার চেয়ে এক বছরের জুনিয়ার। কারণ ১৯১৮ সালে আমি এই কলেজে এসেছি, তিনি সেদিন বলেছিলেন যে ১৯১৯ সালে তিনি সেখানে এসেছিলেন এবং ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন অর্থাৎ ২৭ বছর ছিলেন, আর আমি ৪০ বছর আছি এবং আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমার চেয়ে এক বছর আগে এসেছিলেন বটে ১৯১৭ সালে কিন্তু তাহলেও সেই তুলনায় তাঁকে বালক বলা চলে কারণ সাড়ে ছয় কী সাত বছরের বেশী এই কলেজের সংগে তাঁর কনেকশন ছিল না। কাজেই এই কলেজ সম্বন্ধে যে তথ্য আমি জানি স্বর্গতঃ প্রিন্সিপ্যাল এম এন বোস ছাড়া সেই তথ্য সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশী কেউ জানেন না। আমি জানাতে চাই যে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে, স্ট্যাটুটরী গ্রান্ট ইংরাজ আমলে ১৯১৬ সালে ৫০ হাজার টাকা কলেজকে দেওয়া হয়েছিল, আজ সেই গ্র্যান্ট বেড়ে চার লক্ষ টাকা হয়েছে। এটা ভুল কথা। স্ট্যাটুটরী গ্র্যান্ট ইংরাজ আমলে ৫০ হাজার টাকা ছিল, আর স্বাধীন কংগ্রেস সরকারের আমলে আজও সেই স্ট্যাটুটরী গ্র্যান্ট ৫০ হাজার টাকাই আছে। মুখ্যমন্ত্রী বোধহয় এ খবর জানেন না বা রাখেন না। এই গ্র্যান্ট অন্যভাবে দিচ্ছেন—এ্যাড হক গ্র্যান্ট, স্পেস্যাল গ্র্যান্ট ইত্যাদি দিচ্ছেন। তিনি খোঁজ করলেই দেখবেন যে সেই স্ট্যাটুটরী গ্র্যান্ট আজও ৫০ হাজার টাকাই আছে। তিনি বলেছিলেন চার লক্ষ টাকা, তা নয় সেটা তিন লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। এই টাকার মধ্যে ১৫ হাজার টাকা কলেজ ডিপার্টমেন্টের গ্র্যান্ট এবং তিন লক্ষ টাকা হচ্ছে হসপিট্যাল ডিপার্টমেন্টের গ্র্যান্ট। তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরে খোঁজ করলেই দেখবেন যে এই তিন লক্ষ পনের হাজার টাকা আপটু ১৯৫১ পর্যন্ত হয়েছিল। অতএব আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই স্ট্যাটুটরী গ্র্যান্টএর জন্য কত টাকা দেওয়া হয়। এটা আমি জানি যে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজকে সকলেই ভালবাসেন। আমাদের কংগ্রেস দলের দুই জন আর জি করের ছাত্র, তাঁরা এখানে আছেন। সেজন্য বলছি যে আর জি করকে সবাই ভালবাসেন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন ভালবাসেবেন না? আবার যেখানে আর জি করের কলেজ ডিপার্টমেন্ট ১৫ হাজার টাকা পায় সেখানে ৩½ লক্ষ টাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ পায়। ইন্টারেস্ট অব দি স্টুডেন্টস, ইন্টারেস্ট অব দি পেসেন্টসএর ব্যাপারে আর জি কর কলেজের এ্যাকিউট প্ররেমস নয়। বছরের পর বছর আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অথরিটিস কেন গভর্নমেন্টের কাছে রিপ্রেজেন্ট করে শুনুন? আমাদের অবস্থা হচ্ছে কুমারটুলির কুমোরের মত, আমরা সেখানে প্রতিমাই তৈরী করি। আপনারা খোঁজ করে দেখুন যে ক্যালকাটায় যতগুলি মেডিক্যাল কলেজ আছে তার শিক্ষকদের মধ্যে আর জি করের ছাত্র কতগুলি আছে। ৪।৫ বছর ধরে আর জি কর এদের শিক্ষক তৈরি করে তার পর তারা বেশি মাইনে পেয়ে মেডিক্যাল কলেজ, নীল রতন সরকার ও ক্যালকাটা ন্যাশনালে এমন কি বাঁকুড়ায় চলে যায়? অতএব আমরা প্রতিমাই তৈরী করি, পুজো করতে পারি না। এই সব কারণে আমাদের নূতন শিক্ষক নিয়ে আসতে হয়। অতএব দশ বছর হয়ে গেল আমাদের ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট তো সেসব কন্সিডার করেন নি। আজকে দেখুন ক্যালকাটা ন্যাশনাল যেটা একটা প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ সেখানে একজন ডিমনস্ট্রেটর এ্যাপয়েন্ট হয় প্রথমে সর্বসমেত ২৫০ টাকা মাইনেতে, অথচ আমাদের কলেজে তার মাইনে ১০০ টাকা এবং ১০ টাকা ডি এ সুতরাং কম মাইনে দিয়ে তাদের আমরা কি করে আটকাব? আপনারা জানেন যে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ শিক্ষকও তৈরী করেন। আমি এখানে গর্বের সংগে বলছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, যার কাছে শিক্ষা লাভ করেছি, যিনি মেডিসিনএ ভাল প্রফেসার ছিলেন এবং যিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ফিজিসিয়ান তাঁকে তৈরী করেছে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ। এখানে আসার আগে তিনি ম্যাটেরিয়া মেডিকা কার্মাইকেল কলেজের টিচার ছিলেন, কিন্তু তাঁকে মেডিসিনের চেয়ার দিয়েছে আর জি কর। ললিতমোহন ব্যানার্জি সার্জেন হয়েছেন এখানে থেকেই। নিউ সেট-আপএ মেডিক্যাল কলেজে যাঁরা বিশিষ্ট শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন তাঁদের নাম করছি। ডাইরেক্টর প্রফেসর অব সার্জারি সুবোধ দত্ত আর জি করে তৈরী হয়েছিলেন। ডাইরেক্টর প্রফেসর অব মেডিসিন হরিহর গাঙ্গুলি এখানে তৈরী হয়েছিলেন। আর্থোপেডিয়া ডিপার্টমেন্টের হেড কনক সর্বাধিকারী আর জি করের ছাত্র। ডার্মাটোলজীর বীরেন ব্যানার্জি আর জি করের ছাত্র। রেডিওলজীর শম্ভু মুখার্জি আর জি করের ছাত্র। আমি শুধু হেডস অব দি ডিপার্টমেন্টের কথাই বলছি, এছাড়া অন্য ডাক্তারও আছেন। হেডস অব ডিপার্টমেন্ট ছাড়া

আজকে ১২ই মে তারিখে হঠাৎ অর্ডিন্যান্স করা হল—ঠিক সেসনএর তিন উইক আগে কেন? এর পিছনে রহস্য আর কিছু আছে কি সেটাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই? হঠাৎ এত সহৃদয়তা এত সহানুভূতি সন্দেহ উদ্রেক করে।

তার পরে এখানে বলা হয়েছে ছেলেদের ইন্টারেস্টএর কথা। আমি বলেছি যে শিক্ষক চলে যায় আমরা রাখতে পারি না। এখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের বহু কর্মচারী উপস্থিত আছেন। তাদের কাছ থেকে স্ট্যাটিস্টিক্‌স নিন। আমার কাছে আছে এ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট থেকে ১৩ জন ডাক্তার, ১৩ জন ডিমনস্ট্রেটর আমরা হারিয়েছি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে। ফিজিও-লজি ডিপার্টমেন্টএর তিন-চার জন হারিয়েছি। ফার্মাকলজি ডিপার্টমেন্টএর ৭ জন—এসব চলে গেছে, তাদের কি কোরে আমরা আটকে রাখব? আপনারা জানেন যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাঁকুড়ায় বাড়ী, সেখানের এ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর অব এ্যানাটমি তিনি চলে গেছেন কয়েক মাস পূর্বে—তিনি চলে গেছেন এখান থেকে, তাকে কি কোরে আটকে রাখব? ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিসএর কথা বললেন, রুগীর ইন্টারেস্টএর কথা—একথা কি বলি নি ১৯৫৫ সালে? আমার বক্তৃতার মধ্যে সে কথা আমি বলেছিলাম, ডায়েটএর কথা বলেছিলাম যে ৳৵০ আনা করে আমরা দিই। একথা কি সত্য নয় যে রুগীর স্বাস্থ্যের জন্য তার ডায়েট একটা মূল্যবান জিনিস? ঔষধের চেয়েও অনেক সময় মূল্যবান।

তারপর ঔষধের কথা বলি। আমাদের কলেজের যারা রুগী তাদের আমরা এ্যান্টি-বাওটিক্‌স এমনি দিতে পারি না। গ্লুকোস পর্যন্ত আমরা এমনি দিতে পারি না। আমরা শুধু ছাতের তলায় রুগীগুলোকে গুদামে পুরে রেখে দিই। এই যেখানে অবস্থা তার জন্য দায়ী আর জি কর মেডিক্যাল কলেজএর এ্যাডমিনস্ট্রেশন। আমি এইটুকু জিজ্ঞাসা করি তাদের সেই সিকিউরিটি মর্টগেজ দিয়ে বাজারের দেনা মেটাতে হয়েছিল। অতএব আজকে যদি স্টুডেন্ট-ইন্টারেস্ট বলেন তাহলে এই অর্ডিনান্স স্টুডেন্ট-ইন্টারেস্টএ হয় নি, এই অর্ডিনান্স রুগীর ইন্টারেস্টএ হয় নি, এই অর্ডিনান্স ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিসএর জন্যও হয় নি।

তারপর ইররেগুলারিটিজএর কথা বলেছেন। এর কথা আমি বেশী বলতে চাই না। ফাইনান্সিয়াল ইররেগুলারিটিজ কেন, বলব ফাইনান্সিয়াল স্ক্যান্ডালএর কথা ডি এইচ এস-এর ইন্টারিম রিপোর্টএ বেরিয়েছে। আমার জনৈক বন্ধু বলেছেন সেই জন্য আমি আর সে কথা উল্লেখ করব না। কিন্তু একটা কথা শুধু বলব এই ফাইনান্সিয়াল যে স্ক্যান্ডাল হয়েছিল তাতে যে টাকার উল্লেখ আছে ডি এইচ এস-এর রিপোর্টএ বেরিয়েছে যে ২০ হাজারের উপরে বাড়ী মর্টগেজ হয়েছিল সেই কংগ্রেসী কর্পোরেশন কাউন্সিলএর। তারপর আরও অডিটএর ফলে আরও ১৫ হাজার টাকা বেরিয়েছে এবং সেই ডি এইচ এস-এর রিপোর্টএ তাতে বলা আছে ইয়ার ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত। তার পেছনে যদি ফলো আপ করা যায় তাহলে কি বটম লেস পিট আছে এখন তা আমরা জানি না। সেটা প্রপারলি অডিটেড হয় নি। এখানে বলে গেলেন ফাইনান্সএর কথা। আমি এইটুকু শুধু বলব যে অতি দুঃখের কথা—আমিও জানতাম না, তার কারণ হচ্ছে—আমি যখন ছিলাম ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল—একথা আমি, স্যার, জানাচ্ছি আমার বন্ধুদের যে ফাইনান্স সম্বন্ধে দায়িত্ব আমার নয়, আমার দায়িত্ব ছিল ছাত্র, তাদের এক্‌জামি-নেশন, তাদের রুটিন, হোস্টেল এই সমস্ত আমার হাতে ছিল। অতএব পলিসি অব দি এ্যাডমিনস্টেশন, ফাইনান্স অব দি এ্যাডমিনস্টেশন কোন দিনই আমার হাতে ছিল না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে এই যে ইররেগুলারিটিজ হয়ে গেছে—এই শুধু সব নয়। আমি একজন সিনেটের মেম্বার একথা, স্যার, আপনি জানেন, আপনিও সেখানকার মেম্বার, আপনি জানেন যে ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে অনেক কথা বলতে হয় এবং আমরা সমালোচনা করি কিন্তু লজ্জায় অধোবদন হয়ে যেতে হয়, আমার সেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অবস্থা নেই যে এ্যাকাডেমিক স্ক্যান্ডাল আর জি কর মেডিক্যাল কলেজএ হয়ে গেছে। সেই এ্যাকাডেমিক স্ক্যান্ডালএর জন্য আপনার কাছে লজ্জার সঙ্গে আজকে জানাচ্ছি যে ইউনিভার্সিটির যারা কর্মচারী তারা আমাকে আঙ্গুলে দেখিয়ে বলে যে এটা হচ্ছে "চোরা কলেজ"। আমি বলছি, তারা ঠিকই বলে, তার কারণ সেখানে চৌর্যবৃত্তি হয়েছে। আপনার কাছে জানাচ্ছি, আপনাদের

শ্নিয়ে দিচ্ছি—

Hindusthan Standard 1st August 1957—R. G. Kar Medical College affairs; story of smuggling M.M.F. students into M.B.B.S. courses.

আমি জানতে চাই যারা এম এম এফ-এ ভর্তি হয়েছিল তারা স্মাগল্ করে এম বি বি এসএ গিয়েছিল—এই কথা সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। এবং আমার কাছে আছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্সপেক্টর অব কলেজ রিপোর্ট। সেই রিপোর্টএর ফলে কি হয়েছে, সিন্ডিকেট কি একথা বলেন নি—আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুসন্ধান করবার জন্য বলছি, তারা কি বলেন নি—

The Syndicate takes strong exception to these irregularities.

এ পর্যন্ত এই রকম লজ্জাকর কথা কোনদিন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজকে শুনতে হয় নি। আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করি ৬৩ জন কন্ডেন্সেড এম বি ভর্তি করা হয়েছিল, তখন ইউনিভার্সিটি পারমিসন ছিল না। সেই ৬৩ জনের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৭ জানুয়ারি মাসে তদানীন্তন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুবোধ দত্ত এবং আমি তখন অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপ্যাল, আমাদের নতজানু হয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার-এর কাছে যেতে হয়েছিল মাপ চাইতে সেই ইররেগুলারিটিজএর জন্য। অথচ সেই ইররেগুলারিটিজ আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নি। এটি করেছিলেন অপর জন। তারপরে আই এস-সি ডিপার্টমেন্টএ রাজকুমার সেনের স্ক্যানডাল, আপনি, স্যার, ইউনিভার্সিটি ফাইল গিয়ে দেখে আসবেন—ঐ সমস্ত এ্যাকাডেমিক স্ক্যান্ডালএর তথ্য অনুসন্ধান করে এনকোয়ারী হওয়া প্রয়োজন। এ্যাডমিনস্ট্রেশন স্ক্যান্ডাল-এর কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার কাছে আছে, আমি দেখছি যখন ১৯৫৭এ তদানীন্তন কাউন্সিল দেখেছে যে কলেজের ইররেগুলারিটিজ হচ্ছে সেই জন্য যাতে অনুসন্ধান হয় তার জন্য কলেজের কাউকে দিয়ে তারা অনুসন্ধান করতে চান নি। ১৮ই তারিখে আমরা রিজলিউ-শন করেছিলাম যে—

That this Council unanimously requests the D.H.S. to institute an enquiry and report.

[5-45—5-50 p.m.]

সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একটা ভুল বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে অনুসন্ধান করতে নিয়োগ করেন নি, করেছিলেন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপ্যাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু অনুগ্রহ করে পারমিশনটা দিয়েছিলেন, তাঁদের পারমিশনএর দরুন, তিনি তা অনুসন্ধান করেন। ১৩ই মে তারিখে এ্যাড ইন্টারিম রিপোর্ট দেন যেটা ফাইনান্সিয়াল স্ক্যান্ডাল বেরিয়েছিল। তারপর ১৩ই মে থেকে ১৮ই মে ১৯৫৮ সালে, পূর্ণ এক বৎসর বাদেও ডি এইচ এস-এর রিপোর্ট বেরুল না। ১৯৫৭ সালের অগাস্ট মাসে ডি এইচ এস-এর সঙ্গে এক গাড়ীতে চলছিলাম, তখন তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন—

My report is ready and by the end of this month it will be sent to the President.

তিনি এ্যাড ইন্টারিম রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন সোসাইটির প্রেসিডেন্টের কাছে, এই রিপোর্ট তাঁর কাছে যাওয়ার প্রথম। আমার কালকে রাত্রে প্রেসিডেন্ট অব দি সোসাইটি সুবোধবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছিল, সুবোধবাবুর কাছে ডি এইচ এস বলেছিলেন—

The report is of such a nature that the Chief Executive Officer of the College may be hauled up before a court of law and criminal proceedings may be instituted.

আমি তাই অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে দেবেনবাবুর প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। এনকোয়ারী রিপোর্ট বের করা হোক, হাই কোর্ট জজ সেটা বিচার করুন, যাকে শাস্তি দেবার তাকে সাজা দিন। আমারও যদি দোষ থাকে, তাহলে আমি তাদের দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নেব। কেন এনকোয়ারী রিপোর্ট বেরুল না এক বছর হয়ে গেল? আমি জানতে চাই। কাউন্সিল

এ্যাপয়েন্ট করেছিল তাঁকে। কাউন্সিলএর রিজলিউশন ছিল—

With the request to forward his report so that his valuable suggest may be placed at the Annual General Meeting scheduled to be held on 11th December 1957.

এটা হচ্ছে পূর্বের—আগেকার এ্যাড ইন্টারিম রিপোর্টএর কথা। ফাইনাল রিপোর্ট তাঁরা দিচ্ছেন না। দুটা রিজলিউশন করা হয়েছে, রিমাইন্ডারস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মিস্টিরিয়াস্ ব্যাপার হলো ফাইনাল রিপোর্টটা দিনের আলোতে এল না। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে চাই কংগ্রেসী বন্ধুদের তার একটা কপি তিনি দিয়ে দিন, তাঁরা এটা বিচার করুন। আমরা চাই প্রয়োজন হলে হাইকোর্টের জজ দিয়ে রি-এনকোয়ারী করা হোক—কোন্ কারণে ডি এইচ এস ফাইনাল রিপোর্ট দিচ্ছেন না? আমি এই বিলেতে একটু হরষে বিষাদ অনুভব করছি। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, আমার বন্ধু স্বাস্থ্যমন্ত্রী, এই কলেজের প্রতি তার কর্তব্য করেন নাই। কারণ তিনি একটি ভাল কথাও এর মধ্যে দিলেন না। স্টেটমেন্ট অব অবজেক্ট অ্যান্ড রিজন্স যেমন বিধানবাবু দিয়েছিলেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বিলেতে, তার তুলনায় এটাকে বলতে হয় ড্রেন ইন্সপেক্টরস রিপোর্ট। এই বিলের যে প্রিয়েম্বল তা রিরাইট করুন। আমাদের কর্মচারী ও শিক্ষকদের সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যা বলেছিলেন—প্রিএম্বলএ যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বিলে, সেইভাবে এটা যাতে করা হয়, তার ব্যবস্থা করুন। স্বদেশী মুভমেন্টএর সময় যাঁরা ব্রিটিশ ইম্পেরিয়েলিস্টএর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে এই ইনস্টিটিউশন-এর প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, তাঁদের কথা এর মধ্যে রেকর্ডেড করা হোক এবং আপনাদের সেই বাক্য উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—অনাগত ভবিষ্যতের জন্য।

এই বিলের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। তবে যে সমস্ত গলদ ও ইররেগুলারিটিজএর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিসএর কথা উল্লেখ করেছেন, ছাত্রদের ইন্টারেস্টএর কথা বলেছেন, রোগীদের ইন্টারেস্টসএর কথা এবং অন্যান্য জিনিসের কথা বলেছেন, তাই এত সব কথা বলছি। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিয়েছি যে, এতৎসত্ত্বেও এই অর্ডিন্যান্স এখানে জাস্টিফাই করে না। আমি বলবো মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে সেখানকার শিক্ষক হিসেবে ও চিকিৎসক হিসেবে এই কলেজের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া অনেক আগেই উচিত ছিল এটা এমার্জেন্সী কেস নয়—ক্রনিক্ এর জন্য অর্ডিন্যান্স করা হল কেন? সুধীরবাবু যেটা বলেছেন এর পেছনে একটা রহস্য আছে। আমি জানতে চাই কি সেই রহস্য!

[5-50—6 p.m.]

Sj. Nepal Ray:

মাননীয় সভাপাল মহোদয়, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজএর যে বিলটা এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, যদিও আমি ডাক্তার নই, যেহেতু উত্তর কলিকাতায় এই কলেজ হয়েছে এবং যেহেতু উত্তর কলিকাতার প্রায় সকল নাগরিক এই কলেজের সঙ্গে জড়িত আছে সেহেতু আমি বলছি অত্যন্ত সুখের কথা আজকে শুধু উত্তর কলিকাতা নয়, সারা কলিকাতা কেন সারা বাংলাদেশের জনসাধারণ ডাক্তার রায়কে আশীর্বাদ করছে যেহেতু তিনি এই কলেজকে উদ্ধার করছেন। উদ্ধার কেন বলছি, এই কলেজের যে অবস্থা ছিল তাতে অন্ততঃ আমরা বাইরে থেকে যেটুকু আলোর সন্ধান পেয়েছি তাতে অন্ততঃ সেটা যমদূতের হেডকোয়ার্টার বলে মনে করতাম। রোগী একটা গেলে ফিরে আসবার সম্ভাবনা ছিল না। যদি বা ফিরে আসতো সে নেহাত ভগবানের দয়ায় ফিরে আসতো। ডাক্তার চ্যাটার্জি এই কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। একথা অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই, স্যার, যে এই কলেজের পিছনে বাংলাদেশের কেন, সারা ভারত-বর্ষের বহু মনীষীর অবদান আছে, বহু রাজনৈতিক নেতার ত্যাগ আছে, তাদের রক্ত বিন্দুর দ্বারা এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব দিনে ইংরেজ আমলে যখন কোন রাজনৈতিক নেতা বা কোন কর্মী আহত হতেন তখন বলতেন নিয়ে চল আমাকে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজএ। কারণ মেডিক্যাল কলেজএ সব সাহেব ডাক্তার, তাদের হাতে পড়লে হয়ত অন্যভাবে তার জীবন-বায়ু শেষ হয়ে যাবে। এই বিশ্বাস আমাদের মানুষের মনে ছিল। মেডিক্যাল কলেজএর

চেয়ে তাদের আর জি কর মেডিক্যাল কলেজএ নিয়ে যাবার মানে সেখানে ভালভাবে তাদের চিকিৎসা হবে। আজকে সেই আর জি করএর অবস্থা কি? ডাঃ চ্যাটার্জি ৪০ বৎসর এই কলেজের সঙ্গে জড়িত। তার মানে সামান্য সময় নয়। কিন্তু ৪০ বৎসরের মধ্যে কি তাঁরা দাঁড় করিয়েছেন। শুধু সাধারণ ডাক্তার হিসাবে নয় সেখানে তিনি ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসাবে ছিলেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাই। এখানে এই সম্বন্ধে কয়েকবার বলা হয়েছে যে, যেখানে রোগীকে ৮৵০ আনা খোরাকী দেওয়া হয়, সেই হাসপাতালের রোগীরা, স্যার, আধ-পেটাও খেতে পায় না, ৮৵০ আনার জায়গায় ।৵০ আনা খোরাকী দেওয়া হয় আর ৷৷০ আনা চুরি। এই হল এই হাসপাতালের অবস্থা। এটা তিনি নিজেও স্বীকার করে গিয়েছেন। স্যার, আপনি জানেন, ১৯৫৫ সালে এই হাসপাতালে স্টুডেন্টসরা স্ট্রাইক করে ছিল। স্যার, ১৯৫৫ সালে স্টে ইন স্ট্রাইক বাই দি স্টুডেন্টস হয়েছিল। অর্থাৎ অমল রায় চৌধুরী যখন প্রিন্সিপ্যাল হলেন, তখন উনি ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁকে ডিঙিয়ে কাজ করতে অনেক অসুবিধা হয়। সেই জন্য স্টে ইন স্ট্রাইক করা হল। কারণ প্রিন্সিপ্যাল হলে অনেক রকম সুবিধা পায়।

Mr. Speaker: I will only tell you one thing. In the course of general introduction do not start attacking individuals whether they are in the House or not.

Sj. Nepal Ray:

সেই সময় যেসব ছাত্ররা পড়তে গিয়েছে, যারা দেশের ভবিষ্যৎ, আমাদের দেশের মেরুদণ্ড, তাদের দিয়ে তিনি স্টে ইন স্ট্রাইক করালেন। এটা কি অন্যায় হয় নি, এই কি তাঁদের কর্তব্য হয়েছে? যাদের পড়াবার ভার বা দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের দিয়ে স্টে ইন স্ট্রাইক করালেন। আমার কাছে সংবাদ আছে যে ডাঃ অমল রায় চৌধুরীর টেবল্এ সে ফাইল ছিল এবং সেই ফাইল মিসিং হয়, তার প্রমাণ যদি চান......

Mr. Speaker: I will tell you one thing, Mr. Roy. When the Hon'ble Chief Minister presented the Bill he merely mentioned one fact that so far as he was concerned he was satisfied with the irregularities. He took great precaution not to mention anyone's name, never made any charges against a single person and if that were necessary I am quite sure he would have done that. Do not make the proceedings acrimonious.

Sj. Nepal Ray:

স্যার, একটা জিনিস, এখানে যখন ডাক্তার রায় এই আর জি কর হাসপাতাল সম্বন্ধে বলেন তার উপর শ্রীদেবেন সেন এই কথা বলেছেন কয়েকদিন আগে এই বিলের উপর যখন আলোচনা হচ্ছিল যে আর জি করএ যেরকম অনাচার হচ্ছে তার এন্‌কোয়ারী আমরা দাবী করি; সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী করছি যে যারা এই সমস্ত অনাচার করছে তাদের পানিশমেন্ট দেওয়া হোক্। এবং এখন এই পানিশমেন্ট যাতে ঠিকভাবে দেওয়া হয় এবং সেখানে যাতে কোন রকম কারচুপি না হয় সেজন্য কয়েকটি ফ্যাক্টস মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সামনে রাখছি—উনি যেন এ বিষয়ে এন্‌কোয়ারী করেন এবং জনসাধারণের তরফ থেকে আমাদের দাবী করা দরকার আছে—যেখানে এত বড় অনাচার হয়েছে সেখানে সরকারকে স্টেপ নেওয়া প্রয়োজন। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে......

Mr. Speaker: I thought Mr. Deben Sen was saying that if any individual has been responsible for any crime no provision has been made in the Bill before the House for punishing him. So what is the good of saying all these things?

Sj. Nepal Ray:

স্যার, এই সমস্ত বিল এসেছে বলে আমাদের বলার একটু স্কোপ হয়েছে। আমি বিলের সমর্থনেই বলছি—এই সমস্ত অনাচারের এন্‌কোয়ারী প্রয়োজন, মেজরিটি আছে, আমরা তো বিল পাশ করে নেবোই। স্যার, আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে এ'রা যে এত লম্বা লম্বা কথা বলেন, বড় বড় কথা বলেন—কি কাণ্ড হয়। সেখানে যে পেসেন্টএর ভর্তির ব্যাপার এটা

দেখলে পরে দেখবেন কার রিকমেন্ডেশন হলে সেখানে পেশেন্ট ভর্তি হবে, যদি স্ক্যানিং করা যায়, কত লোক, কয়েক হাজার লোক—৪০ বছরের নয়, ৫ বছরের যদি হিস্ট্রি নেওয়া যায় তাহলে অন্ততঃ এক হাজার পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে—ডাঃ ইন্দ্র চান তো এগুলি দিতে পারি—নিজেদের লোক না হলে টাকা নিয়ে ভর্তি হয়, পেশেন্ট ডাক্তারের কাছে নিজের রোগকে দেখিয়ে এলো, টাকা দিয়ে সে স্লিপ দেখালে তবে ভর্তি হয়। আপনিও জানেন, স্যার, এসমস্ত ব্যাপার।

আর একটা কথা বলবো, স্যার। বঙ্কিম সরকার তার কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন স্যার। তিনি হাসপাতালের বহু টাকা মেরেছেন এবং ডাঃ চ্যাটার্জিও অস্বীকার করবেন না—বঙ্কিম সরকারের সঙ্গে তার প্রাইভেট ব্যবসা আছে, সিনেমা ব্যবসা আছে।

Dr. Hirendra Nath Chattopadhyay: Will you allow this thing unless it is substantiated.

Sj. Nepal Ray:

এই ভদ্রলোক বহু টাকা হাসপাতালের আত্মসাৎ করেছেন ওনারই আমলে, তিনি কি কোন কৈফিয়ৎ চেয়েছেন? তিনি কোন রকম কিছু করেন নি, চুপচাপ চেপে গিয়েছেন। অমল রায় চৌধুরী এটা বার করলেন। কি করাপ্‌শন সেখানে! আপনার শালা কি চাকরি করে না সেখানে? আপনি কি অস্বীকার করেন যে আপনার শালা নয়? অস্বীকার করতে পারবেন না শালার চাকরি আপনি কি করে দিলেন—ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হয়ে নিজে? আমাকে আর একটু টাইম দিন, স্যার। ডিস্‌পোজালএর মাল কিনেছেন, নষ্ট হয়ে গেছে। এক্স-রে প্ল্যান্ট ডিস্‌পোজালএর মাল কিনে রেখে দিয়েছেন।

[6—6-10 p.m.]

Sj. Subodh Banerjee:

মিঃ স্পীকার, স্যার, আলোচ্য বিলের সঙ্গে কংগ্রেস এম এল এ নেপাল রায় মহাশয়ের বক্তব্যের কি সম্পর্ক বুঝতে পারছি নে।

Mr. Speaker:

আপনার কেস আপনি বলুন। আপনিই কি জাজমেন্ট পাস করছেন?

What is the use of saying all this?

Sj. Subodh Banerjee:

আমি জাজমেন্ট পাস করছি না। আপনার বেশী বুদ্ধি আপনি বেশী বুঝতে পারেন, আমার কম বুদ্ধি হলেও আমি এইটুকু বুঝতে পারি, স্যার,

he has thrown a challenge against an individual member Dr. Hiren Chatterjee and I, as a member of this House, think it my duty to say this.

এবং এটা আমার বক্তব্য বলেই আমি মনে করি সেই জন্য

I am the first man to demand an explanation.

Mr. Speaker: I want the proceedings to continue in a better atmosphere, otherwise I will stop the proceedings altogether, Mr. Banerjee, you can continue.

Sj. Subodh Banerjee:

প্রথমেই বোঝা দরকার, এবং ডাঃ চ্যাটার্জি সেটা পরিষ্কার করে বলেছেন—ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপার সম্বন্ধে ভাইস-প্রিন্সিপ্যালএর কোন দায়িত্ব ছিল না। তিনি ৪০ বৎসরই হোক বা ৫০ বৎসরই হোক ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। ফাইন্যান্সিয়াল ইররেগুলারিটিজ আছে সে সম্বন্ধে ডি এইচ এস যে রিপোর্ট দিয়েছেন এন্‌কোয়ারী করবার পর তাতে কি আছে যে ডাঃ চ্যাটার্জি সেজন্য রেস্পন্সিবল? তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকে ছেড়ে দিতেন না। আমি মনে করি যে

ডাঃ চ্যাটার্জি ও'র চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন। দ্বিতীয় কথা তিনি বলেছেন—ছাত্রদের ব্যাপারে,—আমার একটু কনেক্শন আছে, আমি জানি—কি হয়েছে। আমি সে সমস্ত ফাইল দেখেছি। ব্যক্তিগত কোন কথা আমি তুলব না। কারণ আমি মনে করি এই বিলের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। আসল যেটা দরকার সেটা আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করব—কেন এইভাবে বিল আনা হয়েছে! মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, তিনি কলেজটাকে ন্যাশনালাইজ করতে পারেন না তার কারণ

Article 31A of the Constitution of India stands in the way.

তাতে কম্পেন্সেশন দিতে হয় সে কম্পেন্সেশন দেবার ক্ষমতা তাদের নেই। সুতরাং আর্টিকল্ ৩১এ ক্লজ (বি) অনুসারে কলেজটা গ্রহণ করছেন—অর্থাৎ টেম্পোরারী ম্যানেজমেন্ট গ্রহণ করছেন। এই টেম্পোরারী ম্যানেজমেন্ট গ্রহণ করাকে কি সাধারণত বলা হয়? একে বলা হয় সুপারসেসন, যেমন করে কর্পোরেশনকে সুপারসিড করা হয়, মিউনিসিপ্যালিটিকে সুপারসিড করা হয়। কিন্তু এখানে তিনি করছেন ম্যানেজমেন্ট গ্রহণ ফর এ টেম্পোরারী পিরিয়ড হলেও ১০ বছরের জন্য। সাধারণত মিউনিসিপ্যালিটি সুপারসিড করলে তার ম্যানেজমেন্ট ২।৩ বৎসরের জন্যই নেওয়া হয়, ২-৩ বৎসর ম্যানেজ করবার পরই তাকে ভাল করে তুলে ফিরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি এখানে ২-৩ বৎসরের জন্য নিচ্ছেন না। নিচ্ছেন ১০ বৎসরের জন্য। কোন মিউনিসিপ্যালিটি কি ১০ বছরের জন্য নিয়েছেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, ডাঃ রায় বলেছেন—এটাকে আবার তিনি ফিরিয়ে দিতে চান। কিন্তু সেই বডির হাতেই ফেরৎ দিতে চান। আমি জিজ্ঞাসা করি—নীতিগতভাবে প্রাইভেট চ্যারিটিতে কি স্কুল চলবে, না, হাসপাতাল চলবে? জনসাধারণের ট্যাক্সের পর ট্যাক্স দেবে—তারপরও আবার ইন্‌ডাইরেক্টলি ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেন বহন করবে? যেমন ইংরেজের আমলে করত? সেদিন চলে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য ওয়েলফেয়ার স্টেটের কথায় বলি, ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের কথায় বলি—

Every expenditure for education and medical facilities should be borne by the State.

কেন ডিস্‌ক্রিমিনেশন আপনারা আর জি কর মেডিক্যাল কলেজএর বেলায় করছেন? এন আর সরকার হস্‌পিটাল করেছেন করুন, আরো কলেজ বা হাসপাতাল করতে হয় করুন, কিন্তু আর জি করএর বেলায় ডিস্‌ক্রিমিনেশন কেন? কম্‌পেন্‌সেসন্‌এর ব্যাপার নিয়ে আমি একজন ট্রাস্টীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁর নাম বলে দি—তিনি একজন মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম গভর্নমেন্ট যদি এটা নিয়ে নেন তাহলে কি আপনারা কম্পেন্সেশন চাইবেন, না কি আপনারা রিলিভড্ হবেন এবং যুগধর্মের সঙ্গে পা ফেলে চলবেন? বিমলবাবু বল্লেন—বর্তমানে কম্পেন্সেশনএর প্রশ্ন ওঠে না। আমরা কম্পেন্সেশন চাইব গভর্নমেন্টের কাছে এই ইনস্টিটিউশন নেবার জন্য—এ প্রশ্ন উঠতে পারে না,—

That is the real attitude and that should be the attitude.

ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করি—কম্পেন্সেশন না দিয়ে এটাকে কি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন, স্টেট ইনস্টিটিউশন করবার মতন কি কিছু ব্যবস্থা করা যায় না? যাতে কোন কম্পেন্সেশন দিতে হবে না—অথচ এটাকে আমরা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন করে সুষ্ঠুভাবে চালাবো? এসব বলে কি হবে—উনি যে সেদিক দিয়ে কোন চেষ্টা করেছেন তার কিছুই প্রমাণ নাই। সুতরাং এই জিনিসগুলি চিন্তা করা দরকার।

তিনি উদাহরণ দিয়েছেন—

Article 31, Sholapur Spinning and Weaving Mills (Emergency Provision) Act, 1950

এর কথা বলেছেন। আমরা জানি প্রথমে অর্ডিন্যান্স এবং পরে আইনটা হয়েছিল। কিন্তু তখন আর্টিকল্ ৩১(বি) এ্যাজ ইট স্ট্যান্ড টুডে ছিল না। ছেড়ে দি তার কথা। আপনি জানেন, স্যার, জেশপ কোম্পানীর ম্যানেজমেন্ট অর্ডিন্যান্স করে গভর্নমেন্ট নিয়েছেন মুন্দা

যখন সমস্ত শেষ করে দিলে। সেখানে প্রথমে অর্ডিন্যান্স হয়েছে পরে এ্যাক্ট হয়েছে; সেই পথে কেন গেলেন না? কিন্তু তা না করে কন্ট্রোল করছেন তার এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, এম্‌প্লয়িজদের তিনি স্টেট কন্ট্রোলএর ভিতর নিচ্ছেন। সেখানকার সমস্ত কর্মচারীদের যদি গভর্নমেন্ট এম্‌প্লয়ি বলে নিতেন তাহলে আমাদের আপত্তি ছিল না। তাহলে তাদের গভর্নমেন্ট এম্‌প্লয়িজরা যে ফেসিলিটিজ পান তা তাদের দিতে হয়। ডাঃ রায়ের বক্তৃতা থেকে যা বুঝেছি—তাতে তা যদি তারা না পান তাহলে বর্তমানে তাঁদের যে লিবার্টি আছে সে লিবার্টি কার্টেল করবার তাঁর কি অধিকার আছে? একজন যেখানে কলকাতা ইউনিভার্সিটির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট এ্যানাটমীর ডাইরেক্টর-প্রফেসর এবং ওয়ান অব দি বেস্ট প্রফেসর ইন এ্যানাটমী হয়েও ২০০ টাকা মাইনেতে ৪০ বৎসর ধরে এই কাজ করছেন কিসের জন্য? তিনি অন্যান্য চিকিৎসকদের মতন ব্যবসা ব্যাপার না করে ২০০ টাকাতেই চালাচ্ছেন। ২০০ টাকায় আজকের দিনে কি অবস্থায় চলে তা আপনি বুঝতে পারেন। তবু—সেই অবস্থায় তিনি দিন রাত্রি কাটাচ্ছেন কেন?

because he does not want to lose his political independance.

এই কলেজের অধ্যাপক হিসেবে। এই যদি হয় যে

he will be treated as a Government employee

এবং তার পলিটিক্যাল ইন্‌ডিপেন্ডেন্স তার মতের ও পথের যে স্বাধীনতা ছিল তা চলে যাবে না, মাইনে বাড়বে—না অন্য কিছু সুযোগ সুবিধা পাবে—ইজ ইট জাস্ট অ্যান্ড ফেয়ার? এ-রকমভাবে করা উচিত নয়। ডাঃ রায় বলেছেন—কোন একজন মেম্বারের দিকে নজর রেখে, আমি তা বলি নাই। প্রকৃতই যদি আপনি করতে চান—সে হতে ইচ্ছুক কি না জানুন। গভর্নমেন্ট এম্‌প্লয়ির যে পরাধীনতা তা বরণ করে নিতে সে ইচ্ছুক কি না সেই অপ্‌শন তাকে দিন। অপ্‌শন দিলে যাঁরা আসতে চান তাঁদের আসতে দিন।

মোটামুটি যে জিনিসটা এর মধ্যে দেখছি তা হচ্ছে এই যে, এই জিনিসটা হঠাৎ গভর্নমেন্টের মাথায় এসেছে। কেন একথা বলছি? মিঃ স্পীকার, স্যার, ফেব্রুয়ারি মাসে বাজেট পাশ হল, আর জি কর নেওয়া হবে—এর একটা কথাও তাতে নাই। আর জি করএর ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস—এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনএর ক্রাইসিস, আর জি করএর পেসেন্টসএর ক্রাইসিস এবং আর জি করএর স্টুডেন্টসদের ক্রাইসিস কি তখন দেখেন নাই? আগে থেকে এ বিষয় যে গভর্নমেন্ট চিন্তা করে দেখেছেন তার কি কোন প্রমাণ আছে? বাজেটে এ সম্বন্ধে কোন কথা গভর্নমেন্ট চিন্তা করেন নাই। কোথাও কিছু নাই—হঠাৎ দেখা গেল—১২ই মে—এ্যাপয়েন্টেড ডে ১২ই মে-তে হয়ে গেল—ইন বিটুইন এমন কি ঘটেছে যার জন্য অর্ডিন্যান্স সেই হিসেবে তাকে আনতে হয়েছে?

[6-10—6-20 p.m.]

আমি কোন কথা না বলে শুধু একটা দিকে, অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এর ভেতর অনেক গলদ রয়েছে যাতে করে বিমলবাবু আর চুপ করে থাকতে পারেন নি। তার মধ্যে ট্রাস্ট আছে। আগেকার প্রিন্সিপ্যাল আছেন, কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাউন্সিলর—সরকার আছেন এবং অডিটর আছেন, অনেকেই জড়িয়ে আছেন যাঁদের সম্বন্ধে সরকারের একটু কোমলতা আছে। কোমলতা যদি না থাকে আমি খুসী হব, কিন্তু যদি নাড়ীর টান থাকে তবে তাকে ছেদ করা দরকার এবং সেজন্য আমি বলবো—আমি শুনেছিলাম যে ডি এইচ এস দুখানা রিপোর্ট সাবমিট করেছেন, সেই রিপোর্ট-অনুসারে এ্যাক্‌শন নিন, তার বোনাফাইডি প্রমাণ করুন। সেখানকার এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনে কোন গলদ নেই, ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে মেনসন্ড হয়েছে। কে হবে তা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে পার্মানেন্ট নিয়ে। প্রিন্সিপ্যাল ইন্দ্র-এর সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নেই, ভাল অফিসার বলে শুনেছি, আমাদের দিক থেকে বলুন, পেসেন্টদের ইন্টারেস্টের দিক থেকে বলুন—কোন রকম দুর্ব্যবহার তাঁর কাছ থেকে পাই নি। কিন্তু নীতি যদি এটা হয় একজন হোল-টাইম প্রিন্সিপ্যাল যদি এ্যাপয়েন্টেড হোল,

ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল রাখার প্রয়োজনীয়তা যদি না থাকে

if that be the policy and principle of the Government

তাহলে আমি মনে করি যে গ্রাউন্ডে আগেকার ভাইস-প্রিন্সিপ্যালকে সরিয়ে দেয়া হোল—রাতারাতি আবার নূতন ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করার কি প্রয়োজন? এগুলি ঠিক নয়। সেজন্য আমি বলবো যে পিসমিল এ জিনিস হয় না—আগে মনস্থির করুন যে একে পুরোপুরি নিয়ে নেয়া উচিত এবং নিতে হোলে যা করা প্রয়োজন তাই করুন। স্পীকার, স্যার, আপনি একজন আইনজ্ঞ, কাজেই আপনাকে বলে দেয়ার দরকার হয় না। আপনি যদি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন দেখেন তাহলে দেখবেন সেখানে লিমিটেড পিরিয়ডের অর্থ

founded by a time; it may be 99 years; it may be 100 years; it may be 1000 years.

হাজার বছরের জন্য যদি আপনি নিয়ে নেন তাহলে সেটা লিমিটেড পিরিয়ড হবে এবং আর্টিকেল্ ৩১এর ভায়লেসন হয় না। কাজেই ১০ বছরের জন্য কেন নিচ্ছেন? ১০০ বছরের জন্য নিয়ে নিন, আর্টিকেল ৩১এ-এর দ্বারা ১০০ বছর নিয়ে নিতে পারেন, কনস্টিটিউশন অনুসারে কম্পেন্সেশন দিতে হয় না। কাজেই মাঝখানে রেখে এই যে জিনিস করছেন এটাকে খুব ভাল নজরে আমরা দেখছি না। সরকারের পেছনে বহু জিনিস আছে—যে জিনিসগুলি তারা প্রকাশ করতে পারেন না। এখানে কতকগুলি যে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট প্লে করছে সেই ভেস্টেড ইন্টারেস্টগুলিকে যদি জিইয়ে রাখা হয় তাহলে এই কলেজের এ্যাডমিনিস্টেশন এবং ম্যানেজমেন্ট কোনদিনই ভাল হবে না একথা বলতে আমি বাধ্য এবং এতে করে রোগীদের স্বার্থও ঠিকভাবে রক্ষিত হবে না।

Dr. Monilal Basu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ সম্বন্ধে যে আলোচনা হোল আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তা শুনেছি। এই কলেজ এবং হাসপাতালের সংগে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বর্তমানে এর যে শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়েছে সে সম্বন্ধে কি জনসাধারণ, কি গভর্নমেন্ট সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন। আমি শুধু একজন জনসাধারণ হিসাবে নয়, এই কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে এই কলেজের সংগে আমার বহু দিনের ঘনিষ্ঠতা আছে এবং যখন গত বছর গভর্নমেন্টের মনোনীত সদস্য হিসাবে আমি এই কলেজ কাউন্সিলের মেম্বার হই তখন এই কলেজের বর্তমান ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। এই কলেজটা একদিন জাতীয় গৌরব হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। ১৯১৬ সালে এই কলেজটি ইউনিভার্সিটি এ্যাফিলিয়েশন পাবার পর জনসাধারণ উৎসাহের সংগে এই কলেজের উন্নতির দিকে চেয়েছিলেন কারণ তখনকার দিনে আমাদের দেশে এটাই একমাত্র বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দিনে দিনে এই কলেজটার উন্নতি হচ্ছিল—এই কলেজ থেকে শত শত ছাত্র চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এই হাসপাতাল থেকে সহস্র সহস্র রোগী রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে কলেজের কর্মকর্তাদের আশীর্বাদ করে ঘরে ফিরে যেতেন। তখন থেকেই জনসাধারণ এই কলেজটা সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করে আসছেন, কিন্তু বেশী দিন নয়, মাত্র ৩০।৪০ বছরের মধ্যে এই কলেজটার এত শোচনীয় অধঃপতন হোল কেন? এই কলেজ কাউন্সিলের মেম্বার হবার আগে থেকে যখন খবরের কাগজের মাধ্যমে এই কলেজ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল তখন আমি অত্যন্ত মনোযোগের সংগে সেগুলি পড়েছিলাম। এ ছাড়াও আমার পুত্র যখন ঐ কলেজের ছাত্র হিসাবে ঢুকেছিল তখন এর অধ্যাপনা সম্বন্ধে আমার পুত্রের কাছ থেকে যেসমস্ত বিবরণী পেয়েছিলাম তাতে করে এই কলেজ সম্বন্ধে আমি ইনকোয়ারী করেছিলাম, বিশেষ করে আমার এনকোয়ারীর সুযোগ হয়েছিল তখনই, যখন আমি এই কলেজ কাউন্সিলে মেম্বার হলাম। আমার যতটুকু এই কলেজ সম্বন্ধে মনে হয়েছিল সেটা সংক্ষেপে আপনার কাছে বলছি। ১৯৪৮ সালে গণতন্ত্রের নামে এই কলেজের কনস্টিটিউশন যখন পালটানো হয়েছিল আমার মনে হয় তখন থেকেই এই কলেজের ম্যানেজমেন্টের অধঃপতন আরম্ভ হয়েছিল। যে এনকোয়ারী কমিটির কথা পবিত্রবাবু বলেছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলি। ১৯৫৮ সালে বাজেট কমিটির রিপোর্ট-এ যে তথ্য

প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল সেটা অনুধাবন করে ১৯৫৮ সালে অগাস্ট মাসে এনকোয়ারী কমিটি এ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন যে, এর মধ্যে গভর্নমেন্ট মনোনীত সদস্য ছিলেন, কিন্তু আমি যতদূর জানি তার মধ্যে একজনও ছিলেন না। তার মধ্যে ডাঃ জি সি ভট্টাচার্য, শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য ইত্যাদি সমস্ত ছিলেন এবং এঁরা কেউ গভর্নমেন্টের নমিনেটেড মেম্বার নন। এনকোয়ারী কমিটি কলেজ সম্বন্ধে যে সমস্ত মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটন করেছিলেন যাট ফর সাম মিস্টিরিয়াস রিজন্স কলেজ কাউন্সিল সে সম্বন্ধে কোন এ্যাক্‌শন নেন নি। ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জি, আমার প্রশ্নের শিক্ষক মহাশয় বললেন যে, এ সম্বন্ধে কলেজ কাউন্সিল দায়ী নন। কিন্তু যখন এনকোয়ারী কমিটি এত ইররেগুলারিটিজ সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করলেন তখন কেন কলেজ কাউন্সিল সে সম্বন্ধে কোন এ্যাক্‌শন নেন নি? তিনি যখন ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন সে সময় ছাত্রদের যে কি দুরবস্থায় পড়তে হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাঁর নিশ্চয় জানা আছে। আমি তাঁকে বর্তমানে বিলের অর্ডিন্যান্স করে যে কমিটি ফরমেশন-এর কথা হচ্ছে তার মধ্যে গভর্নমেন্টের নমিনেটেড মেম্বার-এর সংখ্যা বেশী হয়েছে বলে অনেকে রিমার্ক করেছেন। কিন্তু ডেমোক্র্যাটিক ওয়ে-তে [illegible] করবার জন্য ১৯৪৮ সালে যখন এই কলেজের কনস্টিটিউশন পাল্টান হয়েছিল তার ফলে ভোটের মাধ্যমে [illegible] স্টাফ কলেজ কাউন্সিলের মেম্বার হওয়াতে কি হল শুনুন। অনেক ডিমনস্ট্রেটর, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কলেজ কাউন্সিল-এর মেম্বার হয়ে আসাতে ডিপার্টমেন্টাল হেডসদের বিচার করতে বসলেন, ডিপার্টমেন্টাল হেডসদের কার্য সম্বন্ধে কি এ্যাক্‌শন নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে বিচার করতে বললেন এবং এর ফলে ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়ে গেল। শুধু তাই নয় এর ফলে যাঁরা ডিপার্টমেন্টাল হেডস তাঁরা তাঁদের সাবর্ডিনেটদের, যাঁরা কাউন্সিল মেম্বার, বিরুদ্ধে কোন এ্যাক্‌শন নিতে পারলেন না, তাঁদের খোসামোদ করে চলতে হল। অর্থাৎ এর দরুন ডিসিপ্লিন বলে আর কিছুই রইল না। এই রকম একটা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন-এ যদি এইভাবে গণতন্ত্র আনা হয় তাহলে তার ফল কি হয় সেটা আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। কলেজ এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলছি না তবে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে কেন কোন এ্যাক্‌শন তখন নেওয়া সম্ভব হয় নি? এনকোয়ারী কমিটির কথা রেফার করা হয়েছে বলেই আমি এসব বললাম। সেখানে যে সমস্ত সিরিয়াস ইররেগুলারিটি সম্বন্ধে তাঁরা পয়েন্ট আউট করেছিলেন তার সম্বন্ধে ২।১ কথা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন যে কি অবস্থায় কলেজ চলছিল। তাঁরা বলেছেন যেখানে ১৬ হাজার ১৪২ জনের অপারেশন হয়েছে সেখানে মাত্র ৮৮ হাজার ২০০ টাকা অপারেশনের জন্য আদায় হয়েছে। কিন্তু আপনি জানেন যে কলেজে অপারেশন হলে পেসেন্টদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়—যারা ফ্রি-বেড-এর পেসেন্ট তাদের কাছ থেকেও ১০ টাকা করে নেওয়া হয়।

[6-20—6-30 p.m.]

এবং যারা পেইং বেডএ থাকেন বা কেবিনএ থাকেন তাঁদের কাছ থেকে ১০০।২০০।২৫০ টাকাও নেওয়া হয়। যদি ধরা হয় যে পেসেন্টদের কাছ থেকে ১০ টাকা করেই নেওয়া হয়েছে তাহলে ১৬,১৪২টি অপারেশনএ আদায় হওয়া উচিত ছিল ১ লক্ষ ৪২০ টাকা, কিন্তু সে জায়গায় আদায় হয়েছে ৮৮ হাজার ২২০ টাকা, এ টাকা কোথায় গেল? হয়তো এক্সেম্প্‌শন দেওয়া হয় বলতে পারেন গরীব পেসেন্টদের। কিন্তু এক্সেম্প্‌শন দেওয়ার কোন রীতি নাই, কোন লিস্ট নাই, তার কোন রেজিস্টারও নাই। তারপর নাম্বার অব পেসেন্ট দেখান হয়েছে ১২ হাজার ৯২, ১৯৫৩ সালে এক বছরে। নাম্বার অব কেসেস অপারেটেড হয়েছে দেখান হয়েছে ১৬,১৪২। রোগীর চেয়ে অপারেশনএর নাম্বার বেশী। এর মধ্যে আরো বহু জিনিস আছে। আজকে এন্‌কোয়ারী কমিটির রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে বলেই আমি আপনাদের কাছে এগুলি বলছি। এভাবে বহু গুরুতর অভিযোগ এন্‌কোয়ারী কমিটি দেখিয়েছেন যাতে তাঁরা বলেছেন নানা কারণে কলেজের আয় কমে গিয়েছে, ব্যয় বেড়ে গিয়েছে। সেটা যে স্বাভাবিক দুর্মূল্যতার জন্য হয়েছে তা নয় সেট মিসম্যানেজমেন্টএর জন্য হয়েছে এবং কলেজের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্যই এই

জিনিসটি হয়েছে। এবং তাঁরা এ বিষয়ে বহু তথ্য উদ্ঘাটিত করেছেন। সে সম্বন্ধে আমি সামান্য দুটো কথা আপনাদের সামনে বলুম। কলেজে এমনভাবে হিসাব রাখা হয়েছে, ধরুন এই স্টোর—যেসব জিনিস কেনা হয় এই বিষয়েও ও'রা বলে গিয়েছেন। আমি বলতে পারি স্টোরএর জিনিসের কোন পদ্ধতি নাই, কোন রিকুইজিশন নাই, যে জিনিস ক্রয় করা হল তা খাতায় এন্ট্রি নাই, যে জিনিস ডিপার্টমেন্টএ দেয়া হল তারও কোন হিসাব নাই। ডায়েট সম্বন্ধে ক্লার্ক যে হিসাব দিয়েছেন স্টুয়ার্ড সেই হিসাব নিয়ে নাম্বার অব ডায়েট ঠিক করেছেন সেসম্বন্ধে কোন চেকিং নাই। সুপারিন্টেন্ড অর ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডএর সেসম্বন্ধে চেক করবার কথা, কিন্তু অফিসে কোন রেকর্ড নাই। 'একদিনে কত পেসেন্ট হাসপাতালে ডায়েট খেয়েছে এবং নো ডায়েট হয়েছে এবং তার এগেনেস্টে কত ডায়েট সাপ্লায়েড হয়েছে—সুতরাং ডায়েট ক্লার্কএর হিসাবে স্টুয়ার্ড যা পাস করেছেন সেই সমস্ত পাস হয়ে গিয়েছে, কেউ চেক করেন নি। ডায়েটএর খরচ হিসাবে দেখা গিয়েছে সেখানে ১৯৫১এ যে স্কেল বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যে স্কেল অনুযায়ী এক বছরে পেসেন্ট পিছু যে ডায়েট দেওয়া হয়েছে তার পরের বছরে ডায়েটএ অনেক বেশী খরচ দেখান হয়েছে। একটা উদাহরণ আপনাদের বলছি—১৯৫১-৫২ সালে ১ লক্ষ ১৭৭ টাকা খরচ হয়েছে, সে জায়গায় ১৯৫৩-৫৪ সালে ১ লক্ষ ৮৪১ টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু রোগীর সংখ্যা অনেক কম ছিল ঐ সালের চেয়ে। এক্স-রে মেটিরিয়াল সম্বন্ধে ১৯৫১ সালে ১,৬৩০ টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালে খরচ হয়েছে ২৪ হাজার ৯২২ টাকা যদিও রোগীর সংখ্যা কম ছিল। এক্স-রে মেটিরিয়াল সম্বন্ধে এক্স-রে কেমিক্যাল কত আসছে, কি প্রয়োজন হচ্ছে তার কোন স্টক রেজিস্টার নাই। এই অব্যবস্থা বহু দিন ধরেই চলে আসছে। আজকে আমাদের ওদিককার বন্ধুরা বল্লেন গভর্নমেন্টএর হাতে নেওয়াই নাকি ভাল হয় না—এবং এটাও যে গভর্নমেন্ট হাতে নিয়ে ভাল করতে পারবেন সে আশা তাঁরা করেন না। কিন্তু আমি বলি এই কলেজ কাউন্সিল যেটা জনসাধারণের প্রতিনিধি দিয়ে তৈরী তাঁরাই গভর্নমেন্টকে বার বার বলেছেন এই কলেজএর সাহায্যে আসবার এই আশা নিয়ে যে গভর্নমেন্ট এই প্রতিষ্ঠানের ভাল করবেন। ১৯৫৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী যখন কলেজের অবস্থা তাঁদের আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়েছে তখন ডাইরেক্টর অব হেল্থ সার্ভিসেসকে অনুরোধ করেছিলেন যে, আপনি দয়া করে এসে কলেজের ইম্প্রুভমেন্টএর কি করা যেতে পারে সেই সাজেস্‌সন দিন। আবার তাঁরা ১৯৫৭ সালের ৩০শে মে তারিখে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে আপনি একজনকে হোল টাইম প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে দিন, তা না হলে আমরা আর সামলাতে পারছি না। কাজেই কলেজ কাউন্সিল যেটা জনসাধারণের প্রতিনিধি দিয়ে তৈরী তাঁরা বারবার গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করেছেন এই আশা নিয়ে যে গভর্নমেন্ট ভালো করবেন। তাই আজ গভর্নমেন্ট হাতে নিয়েছেন। আরেকটা কথা এখানে বলা হয়েছে যে হঠাৎ কেন অর্ডিন্যান্স করে এটা নেওয়া হল। এটা হঠাৎ নয়। এই কলেজ এমন ডেডলকএ এসে গিয়েছিল যে একটা দিনও গভর্নমেন্ট হাতে না নিলে কলেজের স্টাফরা মাইনে পেতেন না—কলেজের বাজেট পাস হয় নি। ১৯৫৬ সালের অগাস্ট মাসে বাজেট পাস হয়েছিল, তারপর ১৯৫৭ অগাস্ট মাসে যে বাজেট পাস হওয়ার কথা ছিল তা নানা কারণে প্লেস করা হয় নি এবং জেনারেল মিটিংও ডাকা হল না। এর ফলে হল কি? যখন প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ ইন্দ্র কাউন্সিল-এর কাছে বল্লেন আমি কি হিসাবে খরচ করব যখন বাজেট পাস হয় নি, কাউন্সিল তখন দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন না। ডাঃ ইন্দ্র নিজের দায়িত্বে কিছুদিন খরচ করে গেলেন, কিন্তু তিনি এনটায়ারলি নিজের দায়িত্বে খরচ করে যেতে পারেন না। লক্ষ লক্ষ টাকার দায়িত্ব তিনি নিজের ঘাড়ে নিতে পারেন না। সুতরাং তিনি যখন বল্লেন ডি এইচ এস-কে, আমি এই দায়িত্ব নিয়ে কলেজ চালাতে পারব না, বাজেট যখন পাস হয় নি আমি দায়িত্ব নিতে পারি না তখন এসে গেল ডেডলক। এবং তার পরের দিন কলেজের এক পয়সাও খরচ করার অধিকার নাই প্রিন্সিপ্যালএর। সেই অবস্থায় যদি সরকার হাতে না নিতেন তাহলে বলুন পরের দিন রোগী-দের খাওয়ার বাজার হত কোথা থেকে এবং মাসের শেষে এই গরীব এমপ্লয়িদের যাদের কথা এ'রা বলেছেন তাঁরা মাইনে পেতেন কোথা থেকে? কাজেই গভর্নমেন্ট হঠাৎ নেন নি। আজ বহু দিন থেকে যে আবর্জনা জমা হচ্ছিল, মিসম্যানেজমেন্টএর জন্য যে ডেডলক উপস্থিত হয়েছিল, সেই ডেডলক ভাঙ্গাতে গিয়ে আজকে অর্ডিন্যান্স করতে হয়েছে। কেন না, কাউন্সিলএর মিটিংএর জন্য অপেক্ষা করতে গেলে রোগীরা না খেয়ে মরত এবং এমপ্লয়িরা চলে যেত।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani: Mr. Speaker, Sir, if it was 1945 or 1946, and if it was a Chief Minister under the British regime, facing us with such a Bill, I would have certainly opposed it tooth and nail. But today at the end of the eleventh year of our Independence, in the changed conditions when a national Government is in power, the question is not whether we oppose the Bill or welcome it. Today we demand a much more radical Bill, a Bill ensuring complete nationalisation of this institution straightaway. In the form in which it has been presented before us it falls far short of our hopes and people's expectations. I fully agree with my friends Sj. Deben Sen and Sj. Subodh Banerjee that there is no constitutional bar to nationalisation of this institution. I need not repeat their arguments.

The other point which Dr. Roy raised was the sentiment that an institution created by the people and still belonging to the people should not be taken away from them. I consider this to be the most unkindest cut of all. To our shame I have to state that the same statutory grant of Rs. 50,000, which was started by the then British Government, has still been continued by our National Government until recently. Only an ad hoc grant of Rs. 3,15,000—not Rs. 4 lakhs—has been recently sanctioned. But with this we do not expect the institution to make any headway. Since its inception this institution has been struggling against financial hardship which was bravely and patiently borne by the institution because it knew that nothing more could be expected of an alien Government. Due to this financial handicap it has never been able to give that standard of service to the people and medical education to the students which must have been the fondest hope of those great sons of Bengal who gave birth to such a grand challenge to the proud British product—the Calcutta Medical College. In fact the very fulfilment of their dream can be nothing less than the nationalisation of this institution in such a way that it becomes a sister institution to the Calcutta Medical College and Hospital in every sense of the word.

[6-30—6-40 p.m.]

At present the patients in this institution can only get 2nd class food, care and treatment as compared with Calcutta Medical College Hospital. Recently the quality of food has been improved since the Ordinance has been enforced. The students of this institution have never been given that standard of equipment and training that has been given to the students of Calcutta Medical College. In spite of all this, this Institution has produced such stalwarts of medical science as compared favourably with the products of any other medical institution of India. The employees of this institution, right from the professors down to the lowest rung of the ladder, have never been paid as well as those of the Calcutta Medical College and Hospital. All this difference must go at once. This is the minimum tribute that can be paid to the pioneers who built this institution at a time when it was really a magnificent feat to perform. Otherwise waxing eloquent on the past glory of the institution and its worthy architects has no meaning. This Bill and our stand vis-a-vis the Bill appears to be a paradox. We demand full nationalisation, and the Government is evading the responsibility—as if we want to put our trust in the Government, and the Government is betraying a lack of trust in itself. Those great leaders of medical profession whose sterling initiative brought this institution into existence would undoubtedly be proud to see it flourishing in the patriotic care of a National Government today, instead of rotting in the rotten hands of self-seekers. In fact, the institution has already been dragged to the verge of ruin by these designing persons. If a searching enquiry is made by competent authorities, I am confident that giant hidden caves of corruption will be

exposed and large sums of defalcated money will be recovered, solving the problem of compensation for nationalisation if any compensation has got to be paid at all. The very fact that a High Court injunction has precipitated an Ordinance and then this Bill makes it imperative that a judicial enquiry must be instituted and the real culprits hounded out. An enquiry has already been made but its report has not seen the light of the day. Without this a mere change of the Executive Committee cannot stop corruption and defalcation, and save the institution from those evil influences which are allowed to go scot-free.

I am insisting on nationalisation, not because I believe that mere nationalisation will be a panacea for all sorts of ills. We know our own Government and its debonair and colourful character too well to have such high hopes. But what I do hope from this is that the institution will at least be saved from bankruptcy and extinction, a certain better standard of medical education and service will perforce be evolved, and the governmental performance will come under concentrated vigilance of the public eye. With this hope in view, and in the best interest of the institution I call upon the trustees to rise to the occasion, and serve a public cause by handing over the institution, free from all encumbrances, to the care of our national Government, and earn the gratitude of West Bengal. I know the trustees. They are not small people. Let the people speak well of them. I believe this ought to be their desire too.

Considering the circumstances in which the institution is placed, I believe there is no time to lose. A bold step forward is needed. There is no use looking back. There is no good fooling about with 10-year time-periods, or hand-picked committees. I do not decry the committee as such. Even after nationalisation, I believe that a very independent, elected and representative committee should be in charge of the administration of the institution.

There is no occasion for standing on ceremony, or fumbling with false sentiments. As an ex-student of the Calcutta Medical College, as an ex-member of the Calcutta Medical College Hospital house-staff, as a member of the medical profession, as a representative of the people here, I demand of Dr. Roy of 27-years' intimate association with this institution as a Professor, that this institution must be saved from the jaws of sharks and brought within the full control of the nation. My fervent appeal and earnest prayer to Dr. Roy is: Please nationalise this institution immediately, and follow it up with nationalisation of the Calcutta National Medical College and Hospitals in the nearest future. I hope, Sir, you will fully agree with this prayer of mine as you are so deeply interested in that institution for years. I am not prepared to accept any excuses, financial or otherwise. There is no other way to improve matters and save such institutions from decay. This is the only way to make the R. G. Kar Medical College and Hospital a memorial to the names of those great martyrs who gave their life-blood to transfuse life into it against heavy odds and at a most difficult time.

Sir, with these few words I oppose the Bill in the form in which it has come, and I hope that it will come back in a better form so that we can accept it in toto.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Mr. Speaker, Sir, there are two questions to which I want to address myself first before I go on to the Bill itself.

Sir, it has been asked what was the urgency for bringing in the Ordinance in May, 1958. and it has also been suggested that there must be some hidden reasons behind it. My friend Dr. Bose, who is also a member of the

Council, has said it and I also told the House but probably the members have forgotten that the urgency was that no budget was passed by the general body of members in July or August, 1957. According to the constitution of this body, it was not possible for the Principal or the Council to spend any money unless it is provided for the budget. Due to various causes—the various litigations that took place in the High Court and the injunctions that followed, etc., etc.—no meeting could be held. Under these circumstances, late in April, 1958, it was found that the institution could not get any credit in the market and they did not have the money to pay for the staff. Then, what were we to do? There was no other alternative but to take over temporarily, under the Ordinance, the institution because if that step had not been taken, the whole institution would have to be closed down and the teachers, students and menials would have to be disbanded. The Government could not look at that eventuality with equanimity.

Sir, the next question I have been asked is, why has there been a difference made between the Jadavpur University Bill and the R. G. Kar Medical College and Hospital Bill. Apart from the fact that in both these cases, the legislature is discussing the future of an institution run by the nationalist-minded people—the similarity ends there—in the case of the Jadavpur University, there was no question of there being any abuse or corruption which has jeopardised the very existence of the institution. It is true that that institution had been run at a deficit and in order that the University might be entitled to the grants made by the University Grants Commission, it was essential that the Jadavpur University Bill should be passed by the Legislature.

[6-40—6-50 p.m.]

I would remind the members of the opposition to the Bill—those who think that opposition is the only virtue that a man can cultivate sitting in a particular bench—that resemblance ends there and here the object is entirely different. I read it out to you the other day when introducing this Bill. There was a stay-in-strike in the month of January, 1957, by the students as their grievances regarding absence of facilities of training were not redressed by the authority. I had the students seeing me on two or three occasions. They did not bother about the fight or the quarrels between the members who controlled the institution but they wanted better training. They told me that they went to their classes but found that there were no lecturers there; time and again they could not get the lecturer to give them the lecture. On the other hand, four members of the Council who represented the staff told me that it was not possible for them to continue to work under the difficult financial condition in which they had been, with the result, they confessed, that they could not go in time to give clinical teaching to the students because they had to attend to their own private practice for the purpose of making two ends meet. Such confessions and such incidents cannot be passed over and glossed over. If the students were so exasperated that they surrounded the members of the Council for several hours and did not allow them to go out—I believe for several hours they did not allow them to go out even for getting their food etc., it showed a state of affairs which cannot be ignored. What followed next? It is better for us to know exactly what happened. As Dr. Bose has said, it is the Council which asked the Director of Health Services to form a one-man committee to make enquiries into the grievances, into the abuses and into the dealings of the Secretariat—and why—because the Council members, I take it, were not able to fix upon a particular machinery for the purpose of finding out and scrutinising things. It is also true that the Director of Health Services after making a preliminary enquiry appointed

some men of the Accountant-General to go into the matter and the matter is still being considered by the Department. The Council again asked the Government to lend them the services of a whole-time person who could be the Principal of the College. You will realise, Sir, that throughout this period I was not anxious, the Government was not anxious to interfere with the activity, with the independence or with the freedom of action of the Council which is a body corporate created under a particular Act. In the case of the Jadavpur University, the University was able to look after itself; there was no quarrel among the members of the Council; there was no question of there being any abuse so far as teaching was concerned. Here the thing is entirely different.

Now, Sir, I was really perplexed when I heard the speeches particularly from the Opposition side. On the one hand in season and out of season they abuse the Government and its administration, and it seemed that they are very keen that Government should take these institutions over. Why is that? That is an apparent paradox to my mind. I know some members even today criticised the fact that the Government has put into the Bill a provision for nominating a committee for the purpose of managing it. Why should there be nomination—why should not the Government allow election to take place? That is the approach and yet I am told over and over again that Dr. Roy made a mistake in taking it over a little while—why not take it permanently. Sir, I was wondering what was at the back of all this. There might be two explanations—one is that by simply managing we may not be able to give the institution such help as it needs. Sir, I made it perfectly clear the other day that so far as the financial aspects are concerned for every student the actual expenditure will be almost in the same level as that of any other medical college. In Medical College the actual expenditure now is about Rs. 1,080 per student per year and we have provided for Rs. 1,000 per student per year in the R. G. Kar. Some friends have felt what this Rs. 1,000 means. Well, Sir, it is calculated on the basis of payment to be made to the Medical Officers, to the superior officers, menial staff—etc., etc.,—they are calculated and then divided by the number of students. So far as the Medical College is concerned, I told you the actual expenditure—the number of students vary from time to time. We want to put Belgatchia on the same level—we have provided Rs. 1,000 per student per year.

With regard to the hospital, it is true that the average expenditure of the hospital—taking everything into consideration—is Rs. 4-12 in Belgachia and Rs. 8 or Rs. 9 in the other colleges. We have provided for Rs. 8 per day for Belgachia. We want to allot Rs. 6 per bed. This figure is arrived at after taking into consideration the salary of medical officers, salary of nurses, salary of superior officers, menial staff, etc. In the case of Belgachia we get more income from endowed funds and from the paying bed patients which is to the extent of Rs. 6 lakhs whereas in the case of other two medical colleges the amounts that we realise from such sources are very small indeed.

[6-50—7-5 p.m.]

Therefore the argument that we do not want to take it over because we want to avoid expenditure is a myth. I have said it the other day and I repeat again that apart from the 4 lakhs and odd that we give to the college another 14 lakhs would be necessary every year in order to raise the standard of teaching and treatment in this institution. The second thought that came to my mind is that perhaps our friends have lost faith in human capacity to manage the affairs. I can tell them frankly that I have not lost faith. It is true that things have happened in the Belgachia

College which should not have happened. People who were in responsible position did not realise the debts they owed to the previous leaders who kept the institution going and they have mismanaged due perhaps to personal rivalry in some instances, misunderstanding in others, to the extent that they could go up to the High Court and bring this matter for adjudication. Therefore the time has come when something has to be done keeping in view the amount of money that we have decided to give to the institution. The question was, how. Shri Subodh Banerjee is entirely wrong and has misquoted me about my reference to section 31. Very glibly he said he asked one of the Trustees and the Trustee said, "we do not bother". Does he realise that this institution is based not upon the contribution of the trustee but is based upon every individual who has paid some money to the institution and who is entitled to question whether that institution should be transferred without proper compensation? It is not such an easy thing. We discussed it threadbare from all points of view. I said the other day, to which my friend Shri Deben Sen got very excited, that it would have meant spending 80 lakhs. I do not mind spending 80 lakhs. We are going in for various schemes which cost 80 lakhs or more. The question is priority. We know that we have got other schemes for medical relief in our hand. We cannot simply play ducks and drakes with our finances. We have to take up various other institutions in our hand. For instance the institution of a thousand-bedded tuberculosis hospital in Dhubulia which alone would cost us 70 lakhs in construction and 25 lakhs every year for maintenance. Then the problem is we have got an offer from friends for a certain sum of money provided we open a students 200-beded hospital. I have agreed subject to further consideration and further examination to take over this donation so that we might have the provision for 200 beds for students alone. Similarly there are other institutions. These institutions like the Mayo Hospital, the Sambhunath Pandit Hospital—those which are said to have some independence—have to be taken over and it is not possible to take over too much of responsibility at the same time; but if occasion arises, it it is found that this arrangement that we have made is not possible for us to manage, we will take it over. There is nothing to prevent us from taking it at any time. Sj. Subodh Banerjee of course is " সবজান্তা " person. He knows a great deal about everything and he expresses freely his opinion upon all matters. He said "Why do you take it over for 10 years? You should have taken it over for 2 years or 100 years." A man who does not understand the implication of the whole problem can very well say this because it does not affect him. But the fact remains that there were two alternatives, as I said the other day, either to take it over under section 31 or to take over the management under section 31A. The matter was so urgent that we could not possibly stay on to consider the implications of the language of section 31 and therefore the only thing we could do is to take recourse to section 31A. You know section 31A requires the President's sanction. The language of the Constitution is "for a limited period"—taking over the management for a limited period. Probably Subodh Babu thinks in terms of thousand years, and hundred years is a limited period for him. But limited period according to the Constitution and according to the interpretation of the Law Department of the Government of India.........

Sj. Subodh Banerjee:

দয়া ক'রে কন্সটিটিউসানটা একটু প'ড়ে দেখবেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy:

আমি যথেষ্ট পড়েছি।

I do not want to learn from you. I say again it was necessary to get the sanction of the President and they insisted upon 10 years as the limit. I repeat what I have said just now—if within these ten years we may not find a suitable body which will take over the maintenance on behalf of the public we shall take it over ourselves.

Now I come to the problem which is a very important one because every person who has spoken on it has spoken in a cavaliar fashion. They never thought what it is to depend upon the public for running an institution. If you do not trust the public, the public will never trust you. Therefore, here is an institution which has been serving the public for the last 40 years. Can we afford to stop it functioning by taking it over? Ridiculous, I say, without giving any opportunity to the same public to try and take over the management which has been taken from them. This is the point of view which I have taken and I believe there is not one person in this Hall who is more interested in that institution than I am. Therefore I thought that it might have been the easiest thing in a way so far as money is concerned to take it over or to take over the control of the concern if that was possible within a short period of time. I still feel that I should trust the public to take over the management of the concern which is a public concern. It is not a question—as somebody wanted it to be—because they only think in terms of pound, shilling, pence,—it is not a question what an institution can get from the public. The question is, do you want the public to work with you or with the administration or do you want to take over everything without the public assistance and take it over into your hands? Why did I have to provide for the management of the institution during this period by a governing body nominated by the Government? Is it any worse than if we had taken over ourselves? I do not understand the argument. You say "you take over, but if you take the management, then let the managing committee be controlled by the members of the Legislative Assembly" as if they are the paragons of intelligence and great intellect. Sir, I do not believe that the time has yet come to say that the people will not be able to manage the Belgachia Medical College and Hospital in the best interest of the country. I still believe there are men in this country who will be able to give their best. I agree, I admit that the institution which used to be nursed and nurtured by the men of the past cannot be nursed and nurtured by the men of today, because the economic condition has become entirely different today. It is not possible for a young man to work there for Rs. 50 or Rs. 100. It is not possible; either he will neglect his work or he is of no use as a worker. Therefore, we have got to improve the teaching, we have got to improve the type of treatment we give to the patients, we have to provide for better facilities for treatment and for that purpose, as I said, we are prepared to spend money for the Belgachia Medical College. While we consider that it is necessary to develop that college, we must also keep in view the ideas that we had when the Jadavpore University was established, namely to give to the people the institution that is theirs. There is a great deal in its psychological problem, in its own financial problem. It may be said that the Belgachia Medical College should have been given more money and there would have been no trouble. Possibly there is one argument which we can put forward. To my mind even if we gave money, would that have stopped the internecine quarrel? Members of the Council have come and told me of what has happened inside the Council Chamber. I have heard from very reliable sources what was the attitude of some of the members of the Council towards those who should be respected. In any case I say again that we cannot possibly hold back this Bill. A Bill is circulated for public opinion in the hope that when the public opinion comes in, some other thing may follow. The difficulty is today you have got no funds in the

Institution. If the Ordinance becomes functus officio, then the staff, the employees of the institution won't get their pay. Therefore, it is not a joking matter.

With these words, Sir, I oppose the motion for circulation and I move that the Bill be proceeded with.

The motion of Sj. Apurba Lal Majumdar that the R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th day of November, 1958, was then put and lost.

Mr. Speaker: The rest of the amendments fall through.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-5 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 3rd July, 1958, at the Assembly House, Calcutta.

Index to the

West Bengal Legislative Assembly Proceedings

(Official Report)

Vol. XX—No. 2—Twentieth Session (June-August), 1958

(The 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 23rd, 24th, 25th and 26th June and 2nd July, 1958)

[(Q.) Stands for question.]

Abdulla Farooqui, Janab, S. A.

Demands for Grants—

"25—General Administration" p. 116.

"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 365-67.

"29—Police": pp. 7, 39-40

Election of Garden Reach Municipality (Q.) p. 598.

Abdus Sattar, The Hon'ble

Demand for Grant—

"47—Miscellaneous Department—Excluding Fire Service". pp 191-95, 240-43.

Adjournment motions: pp. 1, 130, 547, 621-22.

27—Administration of Justice: pp 384-409.

Appointment of Deputy Superintendent in Calcutta Medical College: (Q.) pp. 504-505.

Arrangement for accommodation and protection of young women doctors and nurses posted outside their home towns: (Q.) pp. 503-504.

Badrudduja, Janab, Syed

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.". p. 136.

"25—General Administration": pp. 79, 111-13.

"29—Police": pp. 7, 41-43.

Bandyopadhyay, Sj. Smarajit

Demand for Grant—

"10—Forest": p. 426.

Banerjee, Sj. Dhirendra Nath

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": pp. 134, 156-157.

"10—Forest": p. 418.

"25—General Administration": p. 77.

"29—Police": p. 5.

Banerjee, Sj. Subodh
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p. 386.
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 136.
"10—Forest": p. 419.
"25—General Administration": pp. 78, 101-104.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 198, 211-13.
"29—Police": p. 7.
"12A—Sales Tax": pp. 435, 440-43.
Memorandum of the Pascheem Banga Dhankal Majdoor Union: p. 294.
The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 642-45.

Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 136.
"43—Industries—Industries" and "73—Capital outlay, etc.": pp. 355, 357, 359-62.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": p. 198.
Distribution of agricultural loans in Chakdah police-station: (Q.) p. 618.
The Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised occupation of Land (Amendment) Bill, 1958: pp. 522-23, 525.
Short-notice question: p. 515.
The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958: pp. 568-70.

Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Demand for Grant—
"8—State Excise Duties": p. 489.

Basic salary of nurses: (Q.) pp. 510-11.

Basu, Sj. Abani Kumar
Damages to homesteads by 1956 cyclone within Uluberia police-station: (Q.) p. 618.

Basu, Sj. Amarendra Nath
Appointment of Deputy Superintendent in Calcutta Medical College: (Q.) pp. 504-505.
Demand for Grant—
"29—Police": p. 4.

Basu, Sj. Chitto
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": pp. 134, 144-46.
"40—Agriculture Fisheries": p. 176
"50—Civil Works": p. 325.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 354, 355.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Service": pp. 196, 204-206.
Dinhata Town Committee. (Q.) pp. 595-96.

Basu, Sj. Gopal
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": pp. 385, 399-401.
"50—Civil Works": p. 320.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 353.
"28—Jails and Convict Settlements": p. 455.
"48—Loans and advances by State Government": p. 265.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Service": pp. 196, 229-30.
"29—Police": p. 5.

Basu, Sj. Hemanta Kumar
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p. 385.
"29—Police": p. 5.
"12A—Sales Tax": p. 435.

Basu, Dr. Monilal
The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 645-47.

Bera, Sj. Sasabindu
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p. 386.
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 136.
"50—Civil Works": p. 321.
"10—Forest": p. 418.
"25—General Administration": p. 78.
"28—Jails and Convict Settlements": p. 455.
"29—Police": p. 7.
"12A—Sales Tax": p. 434.
"41—Veterinary": p. 480.

Bhaduri, Sj. Panchugopal
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 135.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 199-201.

Bhagat Sj. Mangru
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": pp. 148-50.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 197, 234-35.

Bhandari, Sj. Sudhir Chandra
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": pp. 136, 158.
"25—General Administration": p. 79.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 354, 357.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": p. 198.

Bhattacharjee, Dr. Kanai Lal
Demands for Grants—
"50—Civil Works": p. 321.
"25—General Administration": pp. 79, 90-92.
"28—Jails and convict settlements": p. 455.
"57—Miscellaneous contributions": pp. 384, 390-91.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": p. 197.
"57—Miscecelaneous—Other miscellaneous expenditure": pp. 265, 273-76.
"29—Police": p. 6.
12A—Sales Tax": p. 435.

Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Demands for Grants—
"40—Agriculture Fisheries": pp. 183-85.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 353, 357.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 198, 223-26.
"12A—Sales Tax": pp. 434.
The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958: pp. 573-75.

Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Demands for Grants—
"25—General Administration": p. 78.
"28—Jails and Convict Settlements": p. 455.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": p. 198.
"29—Police": p. 7.
"12A—Sales Tax": p. 434.
Formation of Union Relief Committee: (Q.) p. 620.

Bill(s)
The Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment)—, 1958: pp. 518-32.
The R. G. Kar Medical College and Hospital—, 1958: pp. 532-45, 623-54.
The West Bengal Appropriation (No. 2)—, 1958: pp. 547-93.

Bose, Dr. Brindabon Behari
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 134.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 355.
"28—Jails and Convict Settlements": pp. 455, 464-66.
"29—Police": p. 5.

Bose, Sj. Jagat
Demans for Grants—
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Service": pp 197, 237
"29—Police": pp. 43-44.

Bus accidents in route No. 91 on 3rd and 9th May, 1958: (Q.) pp. 497-98.

85A—Capital outlay on State Schemes of Government Trading: pp. 474-77.

Cases of heat stroke in the office of Supplies Department at 11A Free School Street, Calcutta: (Q.) pp. 500-503.

Chakraborty, Sj. Jatindra Chandra
Adjournment Motion—
Notice of an—: p. 1.

Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p. 385.
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 135.
"85A—Capital outlay on State Schemes of Government Trading": p. 475.
"50—Civil Works": p. 320.
"25—General Administration": pp. 77, 100-101.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 353, 356
"28—Jails and Convict Settlements": pp. 455, 461-63.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 197, 208-11.
"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure, etc.": p. 265.
"29—Police": pp. 6, 22-25.
"12A—Sales Tax": p. 434.
The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 628-31.
The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958: pp. 559-61.

Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 134.
"40—Agriculture Fisheries": p. 176.

Chatterjee, Sj. Basanta Lal—*concld.*

"50—Civil Works": p. 320.

"25—General Administration": p. 76.

"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 354, 355.

"28—Jails and Convict Settlements": p. 455.

"29—Police": p. 4.

"41—Veterinary": p. 479.

Distribution of agricultural loans in West Dinajpur district (Q.) p. 616.

Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 635-40.

The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958: pp. 561-68.

Chatterjee, Sj. Mihirlal

Demans for Grants—

"50—Civil Works": pp. 320, 328-29.

"10—Forest": p. 418.

"25—General Administration": p. 77.

"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 354.

"29—Police": p. 6.

"12A—Sales Tax": p. 434.

Chatteraj, Dr. Radhanath

Demans for Grants—

"50—Civil Works": p. 321.

"25—General Administration": p. 78

"29—Police". p. 7.

Chowdhury, Sj. Benoy Krishna

Demands for Grants—

"27—Administration of Justice": p 385.

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc": p. 134.

"50—Civil Works": p. 322.

"10—Forest": p 418.

"25—General Administration". p. 76.

"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 353, 355.

"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Service": p. 196.

"29—Police": p. 4.

"12A—Sales Tax": p. 434.

Memorandum of the Pascheem Banga Dhankal Majdoor Union: pp. 294-97.

Movement of rice and paddy outside the State through the borders of Birbhum district: (Q.) p. 619.

Chobey, Sj. Narayan

Demands for Grants—

"27—Administration of Justice": pp. 396-99.

"50—Civil Works" p. 322.

"25—General Administration": pp. 106-108.

"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 354.

"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": p. 197.

"29—Police": pp. 6, 40-41.

Election of Kharagpur Municipality: (Q.) p. 605.

Want of medical facilities for non-railway people of Kharagpur: (Q.) pp. 508-509.

Committee of Privileges: p. 129.

Committee on Public Accounts: p. 129.

Damages to homesteads by 1956 cyclone within Uluberia police-station: (Q.) pp. 618-19.

Das, Sj. Ananga Mohan
Demand for Grant—
"29—Police": pp. 25-26.
Scheduled Caste Welfare Schemes in Midnapore district: (Q) pp. 608-10.

Das, Sj. Durgapada
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": pp. 401-402.
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 134.
"50—Civil Works": p. 320.
"10—Forest": p. 418.
"25—General Administration": p. 76.
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 356.

Das, Sj. Gobardhan
Demand for Grant—
"50—Civil Works": pp. 320-32.

Das, Sj. Natendra Nath
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p. 386.
"50—Civil Works": p. 321.
"29—Police": pp. 33-35.

Das, Sj. Sisir Kumar
Demand for Grant—
'25—General Administration": pp. 78, 85-90.
Establishment of a subdivisional hospital at Contai: (Q.) pp. 505-506.

Das, Sj. Sunil
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p. 386.
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 136.
"10—Forest": p. 418.
"25—General Administration": p. 79.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 354.
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 357.
"48—Loans and Advances by State Government": p. 265.
"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure": pp. 266, 285-90.
"12A—Sales Tax": pp. 434, 437-39.
Point of Information: p. 265.
The Rehabilitation of Displaced Persons and Evictions of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958: pp. 527-28.

Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Demands for Grants—
"81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account": pp. 314-19, 334-36.
"50—Civil Works": pp. 313-19, 334-36.
"57—Miscellaneous—Miscellaneous expenditure, etc.": pp. 299-300.

Date for a debate on Second Five-Year Plan and Purulia Development: p. 497.

Debate on Second Five-Year Plan and Purulia Development: p. 497.

Demands for Grants
"27—Administration of Justice": pp. 384-409.
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": pp. 130-74.
"40—Agriculture—Fisheries": pp. 174-90.
"81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account": pp. 314-46.
"85A—Capital outlay on State Schemes of Government Trading": pp. 474-76.
"50—Civil Works": pp. 313-45.
"10—Forest": pp. 416-28.
"25—General Administration": pp. 69-127.
"43—Industries—Cinchona": p. 491.
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 346-82.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 346-79.
"28—Jails and Convict Settlements": pp. 452-55.
Loans and advances by State Government: pp. 257-311.
"57—Miscellaneous Contributions": pp. 383-409.
"47—Msicellaneous Departments—Excluding Fire Service": pp. 191-255.
"47—Miscellaneous Departments—Fire Service": p. 491.
"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure—82—Capital Account of other State works outside the Revenue Account": pp. 257-311.
"13—Other Taxes and Duties": pp. 451-52.
"29—Police". pp. 1-67.
"30—Ports and Pilotage" p. 491
"64C—Pre-partition Payments": p 495.
"54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers". p. 493.
"11—Registration". p. 491
"12A—Sales Tax" pp. 433-46
"36—Scientific Departments": p. 491.
"9—Stamps". p. 490.
"56—Stationery and Printing". p. 495.
"8—State Excise Duties" p. 489.
"55—Superannuation Allowances and Pensions, etc.": p. 494.
"4—Taxes on income other than Corporation Tax and Estate Duty": p. 490.
"41—Veterinary": pp. 477-87.

De, Sj. Tarapada
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p 386.
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 136.
"81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account": p. 323.
"50—Civil Works": pp. 321, 330-31.
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 357.

Dey, Sj. Kanai Lall
Demand for Grant—
"50—Civil Works": pp. 331-32.

Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Demands for Grants—
"25—General Administration": pp. 76, 114-16.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 353.
"57—Miscellaneous contributions": p. 384.
"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure": pp. 265, 276-78.
"29—Police": p. 5.

Dhara, Sj. Hansadhwaj
Demand for Grant—
"25—General Administration": pp. 92-96.

Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p. 386.
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 136.
"40—Agriculture Fisheries": pp. 176, 181-83.
"81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account": p. 322.
"25—General Administration": p. 78.
"43—Industries—Cottage Industries" and 72—Capital outlay, etc.": p. 357.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": 198.
"29—Police": p. 6.

Dinhata Town Committee: (Q.) pp. 595-96.

Distribution of agricultural loans in West Dinajpur district: (Q.) pp. 616-17.

Distribution of agricultural loans in Chakdah police-station: (Q.) p. 618.

Distribution of pamphlets to the members: p. 215.

Divisions: pp. 62-67, 123-27, 167-74, 188-90, 247-54, 305-11, 340-45, 375-79, 409-12, 414-16, 430-33, 448-49, 473-74, 476-77, 487-88, 489-90, 491-93, 493-94.

Dutta, Sjta. Sudha Rani
Demand for Grant—
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 362-63.

Election and reconstitution of Purulia District Board: (Q.) pp. 597-98.

Election of Garden Reach Municipality: (Q.) pp. 598-99.

Election of Kharagpur Municipality: (Q.) pp. 605-608.

Establishment of a subdivisional hospital at Contai: (Q.) pp. 505-508

Food situation: pp. 516-18.

10—Forest: pp. 416-28.

Formation of Union Relief Committee: (Q.) pp 620-21.

Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": pp. 160-62.
"25—General Administration": p. 76.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 353, 355.
"29—Police": p. 4.
The Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958 pp. 525-26.

Ganguly, Sj. Amal Kumar
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 133.
"81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account": p. 322.
"50—Civil Works": pp. 322, 333-34.
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 355.
"41—Veterinary": p. 479.

Gayen, Sj. Brindaban
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": pp. 158-60.

25—General Administration: pp. 69-127.

Ghosal, Sj. Hemanta Kumar

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 135.

"29—Police": p. 5.

"41—Veterinary" : p. 479.

The West Bengal Appropriation (No 2) Bill, 1958. pp. 557-59.

Ghose, Dr. Prafulla Chandra

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc": p. 134.

Ghosh, Sj. Ganesh

Bus accidents in route No. 91 on 3rd and 9th May, 1958: (Q.) p. 497.

Cases of heat stroke in the office of Supplies Department at 11A Free School Street, Calcutta: (Q.) pp. 500-501.

Demands for Grants—

"50—Civil Works": p. 320.

"25—General Administration": pp. 77, 96-100.

"29—Police": pp. 5, 7-13.

Regarding date for a debate on Second Five-Year Plan and Purulia Development: p. 497.

Regarding non-official days in the programme p. 313

The R. G Kar Medical College and Hospital Bill 1958 pp. 543-45.

Ghosh, Sjta. Labanya Prova

Demands for Grants—

"27—Administration of Justice": p. 391.

"25—General Administration": pp 77, 104

"29—Police": pp. 6, 32-33.

Ghosh, Sj. Parimal

Demand for Grant—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc" pp. 153-54.

Golam Yazdani, Dr.

Adjournment motion: p 621.

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc." p. 135.

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.". pp. 157-58.

"50—Civil Works": p. 321.

"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc" pp. 354, 356.

"29—Police". p. 5.

"41—Veterinary": p. 479.

Mango trade in Malda district: (Q.) pp. 610-11.

Guillotine time: p. 451.

Gupta, Sj. Sitaram

Demands for Grants—

"50—Civil Works": pp. 321, 326-28.

"25—General Administration". p. 78.

"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 198, 237-38.

"29—Police": p. 7.

Haldar, Sj. Mohananda

Demand for Grant—

"29—Police": pp. 37-38.

INDEX

Haldar, Sj. Ramanuj

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": pp. 136, 139-43.

"40—Agriculture Fisheries": p. 176.

"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 357.

"29—Police": p. 7.

"41—Veterinary": pp. 480, 482-83.

Haldar, Sj. Renupada

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 136.

"40—Agriculture Fisheries": p. 176.

"50—Civil Works": pp. 322, 326.

"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 355.

Hamal, Sj. Bhadra Bahadur

Demands for Grants—

"50—Civil Works": p. 321.

"25—General Administration": p. 76.

"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 196, 216-18.

Sale of grave land in Darjeeling district. (Q.) pp. 596-97.

Hansda, Sj. Turku

Demands for Grants—

"10—Forest": pp. 420-21.

"47—Miscellaneous Department—Excluding Fire Services": p. 198.

Stipends to tribal students in Birbhum district in 1956: (Q.) p. 602.

Hazra, Sj. Monoranjan

Arrangement for accommodation and protection of young women doctors and nurses posted outside their home towns. (Q.) p. 503.

Demands for Grants—

"27—Administration of Justice": pp. 386, 388.

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 135.

"40—Agriculture Fisheries": p. 176.

"50—Civil Works": p. 320.

"25—General Administration": p. 77.

"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 356.

"48—Loans and advances by State Government": p. 265.

"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": p. 197.

"29—Police": pp. 6, 35-37.

"41—Veterinary": pp. 479, 480-81.

Kotrung Outfall Drainage Scheme: (Q.) p. 510.

Hoare, Sjta. Anima

Demand for Grant—

"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 236-37.

43—Industries—Cinchona: p. 491.

28—Jails and Convict Settlements: pp. 452-55.

Jalan, The Hon'ble Iswar Das

Demands for Grants—

"27—Administration of Justice": pp. 384-409.

"57—Miscellaneous contributions": pp. 383-409.

Dinhata Town Committee: (Q.) pp. 595-96.

Election and reconstitution of Purulia District Board: (Q.) pp. 597-98.

Jalan, The Hon'ble Iswar Das—*concld.*
Election of Garden Reach Municipality: (Q.) p. 598.
Election of Kharagpur Municipality: (Q.) pp. 606-608.
Sale of grave land in Darjeeling district: (Q.) pp. 596-97.

Jha, Sj. Banarashi Prasad
Demand for Grant—
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 202-204.

Kar, Sj. Bankim Chandra
Demand for Grant—
"25—General Administration": pp. 104-106.

Khan, Sjkta. Anjali
Demand for Grant—
"50—Civil Works": pp. 329-30.

Konar, Sj. Hare Krishna
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice". p. 385.
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p 135.
"50—Civil Works": p. 322.
"10—Forest": p. 419.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 355, 358.
"48—Loans and advances by State Government". pp. 265- 266-69.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services". p. 197.
"29—Police": p. 5.

Kotrung Outfall Drainage Scheme: (Q) p. 510.

Lahiri, Sj. Somnath
Demands for Grants—
"25—General Administration". p 78.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc." p 353.
"29—Police". pp. 7, 46-48.
Letter of the Director of Publicity published in newspapers on the Report of the Dey Commission on Tram and Bus Fares in Calcutta: (Q.) p. 499.

Laying of papers relating to the West Bengal Electricity Board: p 623.

Letter of the Director of Publicity published in newspapers on the Report of the Dey Commission on Tram and Bus Fares in Calcutta: (Q) pp 499-500.
Loans and Advances by State Government: pp. 257-311.

Mahata, Sj. Mahendra Nath
On a point of personal explanation. p. 451.
The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958: p. 553.

Mahata, Sj. Surendra Nath
Demand for Grant—
"10—Forest": pp. 421-22.

Mahato, Sj. Sagar Chandra
Election and reconstitution of Purulia District Board: (Q.) p. 597.

Majhi, Sj. Chaitan
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 134.
"10—Forest": p. 418.
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 366, 367.
"41—Veterinary": p. 479.

Majhi, Sj. Jamadar

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 135.

"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 197, 235.

Sinking of tube-wells and opening of Dharmagolas in Memari and Kalna police-stations for tribal people: (Q.) p. 602.

Welfare work for Tribal and Scheduled Caste people in Burdwan district: (Q.) p. 603.

Majhi, Sj. Ledu

Demands for Grants—

"27—Administration of Justice": p. 386.

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 146.

"10—Forest": p. 420.

"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 354, 362.

"41—Veterinary": pp. 483-84.

Majhi, Sj. Nishapati

Demand for Grant—

"40—Agriculture Fisheries": pp. 185-87.

Maji, Sj. Gobinda Charan

Demands for Grants—

"27—Administration of Justice": p. 385.

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p 135.

"50—Civil Works": p. 319.

"10—Forest": p. 419.

"25—General Administration": p 77.

"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 353.

"47——Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services". p. 196.

"29—Police": p. 5.

"12A—Sales Tax": p. 435.

"41—Veterinary": pp. 479, 181-82.

Majumdar, The Hon'ble Bhupati

Demands for Grants—

"43—Industries—Cinchona". p. 491.

"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 346-53, 370-72.

"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 346-53, 370-72.

"56—Stationery and Printing." p. 495.

Scheduled Caste Welfare Schemes in Midnapore district: (Q.) pp. 608-10.

Sinking of tube-wells and opening of Dharmagolas in Memari and Kalna police-stations for tribal people: (Q.) pp. 602-603.

Stipends to tribal students in Birbhum district in 1956: (Q.) p. 602.

Supply of electric power for development of cottage and small scale industries in areas north and North Dum Dum: (Q.) pp. 612-13.

Mango trade in Malda district: (Q.) pp. 611-12.

Tribal Welfare Schemes in Sunderban areas: (Q.) pp. 599-601.

Welfare work for tribal and Scheduled Caste people in Burdwan district: (Q.) pp. 603-605.

Majumdar, Sj. Byomkesh

Demand for Grant—

"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 213-15.

On a point of personal explanation: p. 26.

Majumdar, Sj. Apurba Lal
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p. 384.
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 133.
"40—Agriculture Fisheries". p. 176
"50—Civil Works": p. 321.
"25—General Administration": p. 76.
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 355.
"28—Jails and Convict Settlements": p. 455.
"57—Miscellaneous contribution". p. 384.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": p. 199.
"29—Police": pp. 4, 20-22
"12—Sales Tax". pp 439-40.
The Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958: pp. 523-25, 530-32

Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Demands for Grants—
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc": p. 356.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services". p 199.
"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure, etc.": pp 282-85.
"29—Police": p. 5.

Majumdar, Sj. Jagannath
On a point of personal explanation p 181
The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958 pp 631-32.

Mallick, Sj. Asutosh
Report of the Committee of Privileges p 129.

Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Demand for Grant—
"50—Civil Works'. pp 332-33

Mango trade in Malda district: (Q) pp 610-12.

Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc": p. 133.
"40—Agriculture Fisheries" p. 176.
"50—Civil Works": p. 319.
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc." pp. 353, 357.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.". p. 353.
"10—Forest": pp. 418, 422-25.
"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure, etc." pp. 290-92.
"29—Police": p. 7.

Memoranda from Tramway workers: pp. 297-98.

Memorandum of the Paschim Banga Dhankal Majdoor Union: pp. 294-97.

57—Miscellaneous Contributions: pp. 383-409.

47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services: p. 191.

47—Miscellaneous Departments—Fire Service: p. 491.

57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure—82 Capital Account of other State works outside the Revenue Account: pp. 257-311.

Misra, Sj. Monaranjan
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 135.
"40—Agriculture Fisheries": p. 176.
"50—Civil Works": p. 322.
"10—Forest": p. 419.
"25—General Administration": p. 77.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 354, 356.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": p. 197.
"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure, etc.": p. 265.
"Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure, etc.": p. 265.
"29—Police": p. 6.
"41—Veterinary": p. 480.

Mitra, Sj. Haridas
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p. 385.
"25—General Administration": p. 77.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 354.
"28—Jails and Convict Settlements": pp. 455, 457-61.
"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure, etc.": pp. 270-72.
"29—Police": p. 5.
The Rehabilitation of Displaced Persons and Evictions of Persons in Unauthori Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958: pp 526-27.

Mitra, Sj. Satkari
Demand for Grant—
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 198, 233-34.

Modak, Sj. Bejoy Krishna
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p. 385.
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc." p. 134.
"40—Agriculture Fisheries": p. 176.
"50—Civil Works": p. 321.
"25—General Administration": p. 76.
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 35 363-65.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 354.
"28—Jails and Convict Settlements": p. 455.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Service": p. 196.
"29—Police": p. 4.
"41—Veterinary": p. 479.

Mondal, Sj. Amarendra
Demand for Grant—
"50—Civil Works": pp. 319, 324-25.

Mondal, Sj. Bhikari
Demand for Grant—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": pp. 147-48.

Mondal, Sj. Haran Chandra
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p. 385.
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 135.

Mondal, Sj. Haran Chandra—*concld.*

"40—Agriculture Fisheries": p. 176.
"10—Forest": pp. 418, 425-26.
"25—General Administration": p. 77.
"28—Jails and Convict Settlements": p. 455.
"29—Police": p. 5.

Mookerjee, The Hon'ble Kalipada

Bus accidents in route No. 91 on 3rd and 9th May, 1958: (Q.) pp. 497-98.
Demand for Grant—
"29—Police": pp. 1-4, 50-58.

Movement of rice and paddy outside the State through the borders of Birbhum district: (Q.) pp. 619-20.

Mukherjee, Sj. Bankim

Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": pp. 385, 402-403.
"41—Agriculture Fisheries": pp 177-81
"50—Civil Works": p. 319.
"25—General Administration". pp. 76, 80-85.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": p. 196.
"29—Police": p. 4.
Food situation pp 516-17.
Memoranda from Tramway workers: pp 297, 298.
Regarding programme of business: p. 522.
The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958. pp. 548-53.

Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal

Demands for Grants—
"25—General Administration": pp. 113-14.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 207-208.
"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure, etc.": pp. 278-79.
"29—Police": pp. 17-20

Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi

Demand for Grant—
"28—Jails and Convict Settlements". pp 452-55, 467-71.

Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath

Demands for Grants—
"50—Civil Works". p. 320.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 198, 238-40.

Mukhopadhyay, Sj. Samar

Demands for Grants—
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": pp. 357-59.
"29—Police": p. 7.
Muslims displaced by riots of 1950: (Q.) pp. 613-15.
The Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958: pp. 519, 528-29.

Mullik Chowdhury, Sj. Suhrid Kumar

Demands for Grants—
"25—General Administration": p. 79.
"29—Police": p. 7.

Muslims displaced by riots of 1950: (Q.) pp. 613-15.

Nahar, Sj. Bijoy Singh
On a point of personal explanation: pp. 74, 75.
On a point of order regarding distribution of pamphlets: p. 215.

Naskar, Sj. Gangadhar
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 134.
"47—Miscellaneous departments—Excluding Fire Service": p. 197.
"41—Veterinary": p. 479.

Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Demands for Grants—
"40—Agriculture Fisheries". pp. 174-75.
"10—Forest": pp. 416-18.

Naskar, Sj. Khagendra Nath
Tribal Welfare Schemes in Sundarban areas: (Q.) p. 599.

New terms and conditions of service of nurses: (Q.) pp. 511-1

Non-official days in the programme: p. 313.

Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Demands for Grants—
"25—General Administration": p. 76
"28—Jails and Convict Settlements": p. 464.
"29—Police": pp. 4, 49-50.
"47—Miscellaneous Department—Excluding Fire Service": p. 196.
Muslims displaced by riots of 1950: (Q.) p. 613.
The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 647-49.

"13—Other Taxes and Duties": pp 451-52.

Pakray, Sj. Gobardhan
Demands for Grants—
"40—Agriculture Fisheries". p. 176.
"50—Civil Works": p 319.
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 35
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Service": p. 196.
"29—Police": p. 5.

Pamphlets to the members
Distribution of—: p. 215.

Panda, Sj. Basanta Kumar
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": pp. 385, 391-96.
"81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account": p. 3
"50—Civil Works": p. 320.
"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure, etc.": p. 265.
"12A—Sales Tax": p. 434.
The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958: pp. 580-81.

Panda, Sj. Bhupal Chandra
Demands for Grants—
"27—Administration of Justice": p. 384.
"50—Civil Works": p. 321.
"41—Veterinary": p. 479.

Pandey, Sj. Sudhir Kumar

Demands for Grants—

"40 Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 137.

"50—Civil Works". p. 320.

"10—Forest" p. 418.

Point of Information: p. 257.

"30—Ports and Pilotage": p. 491.

Post of Superintendent of Nursing Service [now Assistant Director of Health Services (Nursing)]: (Q.) pp 513-15.

Prasad, Sj. Rama Shankar

Demands for Grants—

"25—General Administration" p 78

"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services". p. 198.

"29—Police": p. 6

Sale of grave land in Darjeeling district (Q.) p 596.

"12A—Sales Tax" p 435.

64C—Pre-Partition Payments: p 495

54B—Privy Purses and Allowance of Indian Rulers: p 493

Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc": pp 130-33, 162-164.

"41—Veterinary" pp 177, 185-86.

The West Bengal Appropriation (No 2) Bill, 1958 pp. 582-84

Rai, Sj. Deo Prokash

Demands for Grants—

"25—General Administration" pp 108-109

"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure, etc." pp. 292-94.

Rai Chaudhuri, The Hon'ble Harendra Nath

Demand for Grant—

"36—Scientific Departments" p. 491.

The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958 pp 584-88.

Ray, Dr. Narayan Chandra

Basic salary of nurses. (Q.) pp 510-11.

Demands for Grants—

"29—Police": p 6.

"12A—Sales Tax". pp. 435-37.

New terms and conditions of service of nurses: (Q.) pp. 511-13.

Post of Superintendent of Nursing Service [now Assistant Director of Health Services (Nursing)]. (Q.) pp. 513-15.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 537-40.

Ray, Sj. Phakir Chandra

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 136.

"50—Civil Works": p. 320.

"28—Jails and Convict Settlements": pp. 455, 466-67.

"57—Miscellaneous—Miscellaneous expenditure" etc.: pp. 298-99.

"29—Police": p. 6.

The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958: pp. 570-71.

Ray, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu

Appointment of Deputy Superintendent in Calcutta Medical College: (Q.) p. 505.

Arrangement for accommodation and protection of young women doctors and nurses posted outside their home towns:: (Q.) pp. 503-504.

Basic salary of nurses: (Q.) p. 511.

Establishment of a subdivisional hospital at Contai: (Q.) pp. 505-508.

Kotrung Outfall Drainage Scheme: (Q.) p. 510.

New terms and conditions of services of nurses: (Q.) pp. 511-13.

Post of Superintendent of Nursing Service [now Assistant Director of Health Services (Nursing)]: (Q.) pp. 514-15.

Want of medical facilities for non-railway people of Kharagpur: (Q.) pp. 508-509.

Ray Chowdhury, Sj. Sudhir Chandra

Demands for Grants—

"29—Police": pp. 13-16.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 626-28.

11—Registration: p. 491.

Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958: pp. 518-32.

Report off the Committee of Privileges: p. 129.

R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp 532-45, 623-54.

Roy, Sj. Bhakta Chandra

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.". pp 133, 151-53.

"50—Civil Works". p. 321.

"25—General Administration": pp. 76, 109-11.

"29—Police"· p. 4.

Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Demands for Grants—

"25—General Administration": pp. 69-74, 102, 116-20.

"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc": pp. 367-70.

"48—Loans and advances by State Government": pp. 257-311.

"47—Miscellaneous Departments—Fire Services": p. 491.

"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure—82—Capital account of other State works outside the Revenue Account": pp. 257-64, 300-304.

"13—Other Taxes and Duties": p. 452.

"30—Ports and Pilotage". p. 491.

"64C—Pre-Partition Payments."

"54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers": p. 493.

"11—Registration": p. 491.

"12A—Sales Tax": pp. 433-34, 443-46.

"9—Stamps": p. 490.

"55—Superannuation allowances and pensions" and "83—Payments of commuted value of pensions": p. 494.

"4—Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty". p. 490.

Food situation: pp. 516-18.

Laying of papers relating to the West Bengal Electricity Board: p. 623.

Letter of the Director of Publicity published in newspapers on the Report of the Dey Commission on Tram and Bus fares in Calcutta: (Q.) pp. 499-500.

Memorandum of the Pascheem Banga Dhankal Majdoor Union: p. 294.

Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra—*concld.*

Point of information: p. 257.

R. G. Kar Medical College and Hospital Bill. 1958: pp. 532-37, 649-54.

The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958: pp. 547-48, 591-93.

Roy, Sj. Jagadananda

Demand for Grant—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": pp. 135, 154-56.

Roy, Sj. Nepal

Memoranda from Tramway workers: p. 298.

Demand for Grant—

"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 230-33.

The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 640-42.

Roy, Dr. Pabitra Mohan

Demands for Grants—

"27—Administration of Justice". pp. 388-90.

"85A—Capital outlay on State Schemes of Government Trading": p. 475.

"25—General Administration" p. 78.

"28—Jails and Convict Settlements": pp. 455, 463-64.

"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure, etc.": p. 265.

"29—Police" p. 6.

The R. G Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 633-35.

Supply of electric power for development of cottage and small-scale industries in areas north and North Dum Dum (Q) pp. 612-13.

Roy, Sj. Provash Chandra

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": pp. 137-39.

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 136.

"50—Civil Works". p. 322

"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 357.

"29—Police": p. 6.

Roy, Sj. Rabindra Nath

Demands for Grants—

"50—Civil Works": p. 323.

"29—Police": p. 6.

Roy, Sj. Saroj

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and '71—Capital outlay, etc.": pp. 137, 143-44.

"50—Civil Works": p. 319.

"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 355.

"10—Forest": pp. 418, 419-20.

"25—General Administration": p. 78.

"12A—Sales Tax": p. 424.

"41—Veterinary": p. 484.

Point of information: p. 257.

Roy Chowdhury, Sj. Khagendra Kumar

The Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958: pp. 519-21, 522.

Questions

Appointment of Deputy Superintendent in Calcutta Medical College: pp. 504-505.

Arrangement for accommodation and protection of young women doctors and nurses posted outside their home towns: pp. 503-504.

Basic salary of nurses: pp. 510-11.

Bus accidents in route No. 91 on 3rd and 9th May, 1958: pp. 497-98.

Cases of heat stroke in the office of Supplies Department at 11A Free School Street, Calcutta: pp. 500-503.

Damages to homesteads by 1956 cyclone within Uluberia police-station: pp. 618-19.

Dinhata Town Committee: pp. 595-96.

Distribution of Agricultural loans in Chakdah police-station: p. 618.

Distribution of agricultural loans in West Dinajpur district: pp. 616-17.

Election of Kharagpur Municipality: pp. 605-608.

Election and reconstitution of Purulia District Board: pp. 597-98.

Election of Garden Reach Municipality: pp. 598-99.

Establishment of a subdivisional hospital at Contai: pp. 505-508.

Formation of Union Relief Committees: pp. 620-21.

Kotrung Outfall Drainage Scheme: p. 510.

Letter of the Director of Publicity published in newspapers on the Report of the Dey Commission on Tram and Bus Fares in Calcutta: pp. 499-00.

Mango trade in Malda district: pp. 610-12.

Movement of rice and paddy outside the State through the borders of Birbhum district: pp. 619-20.

Muslims displaced by riots of 1950: pp. 613-15.

New terms and conditions of service of nurses: pp. 511-13.

Post of Superintendent of Nursing Service [now Assistant Director of Health Services (Nursing)]: pp. 513-15.

Sale of grave land in Darjeeling district: 596-97.

Scheduled Caste Welfare Schemes in Midnapore district. pp. 608-10.

Sinking of tube-wells and opening of Dharmagolas in Memari and Kalna police-stations for tribal people: pp. 602-603.

Stipends to tribal students in Birbhum district in 1956: p. 602

Supply of electric power for development of cottage and small-scale industries in areas north and North Dum Dum: pp. 612-13.

Tribal Welfare Schemes in Sunderban areas: pp 599-601.

Want of medical facilities for non-railway people of Kharagpur: pp. 508-509.

Welfare work for tribal and Scheduled Caste people in Burdwan district: pp. 603-605.

Sale of grave land in Darjeeling district: (Q.) pp. 596-97.

12A—Sales Tax: pp. 433-46.

Scheduled Caste Welfare Schemes in Midnapore district: (Q.) pp. 608-10.

36—Scientific Departments: p. 491.

Sen, Sj. Deben

Adjournment motion. Notice of an—: p. 130.

Demands for Grants—

"27—Administration of Justice": p. 385.

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.". p. 134.

"40—Agriculture Fisheries": p. 177.

"81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account": p. 322.

"25—General Administration":

"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 356.

"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 353.

Sen, Sj. Deben—*concld.*
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Service": p. 196.
"29—Police": p. 5.
"12A—Sales Tax": p. 434.
The R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 540-43.
The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958: pp. 553-57.

Sen, Sjkta. Manikuntala
Demands for Grants—
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 356.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": p. 197.
"29—Police": p. 6.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 227-29.

Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Cases of heat stroke in the office of Supplies Department at 11A Free School Street, Calcutta: (Q.) pp. 501-502.
Damages to homesteads by 1956 cyclone within Uluberia police-station: (Q.) p. 619.
Demands for Grants—
"85A—Capital outlay on State Schemes of Government Trading": pp. 474-75.
Distribution of agricultural loans in Chakdah police-station: (Q.) p 618.
Distribution of agricultural loans in West Dinajpur district (Q) pp. 616-17.
Formation of Union Relief Committee. (Q.) pp. 620-21.
Movement of rice and paddy outside the State through the borders of Birbhum district: (Q) pp. 619-20.
Muslims displaced by riots of 1950 (Q.) pp 614-15.
The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958: pp. 588-91.

Sen, Dr. Ranendra Nath
Adjournment motion. Notice of an—: p. 1.
Demands for Grants—
"10—Forest" p. 419.
"25—General Administration": p. 78.
"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 357.
"43—Industries—Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 351.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services". p. 199.
"57—Miscellaneous—Other miscellaneous expenditure, etc" pp 279-82.
"29—Police". p 7.
The R G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958. pp. 623-26.
The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958 pp. 575-80.

Sengupta, Sj. Niranjan
Adjournment motion. Notice of an—: p. 547.
Demands for Grants—
"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": pp. 135, 150-51.
"85A—Capital outlay on State Schemes of Government Trading": p. 475.
"50—Civil Works": p. 319.
"28—Jails and Convict Settlements": pp. 455, 456-57.
"57—Miscellaneous Contributions": p. 384.
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": p. 197.
"29—Police": p. 6.

Short-notice Questions: p. 515.

Shukla, Sj. Krishna Kumar
Demand for Grant—
"29—Police": pp. 44-46.

Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra

The Rehabilation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958: pp. 518-19, 521, 527-30.

Sinking of tube-wells and opening of Dharmagolas in Memari and Kalna police-stations for tribal people:...(Q.) pp. 602-603.

Speaker, Mr. (The Hon'ble Sankardas Banerji)

Announcement by—. The cut motions are out of order: pp. 75, 76, 79, 195.

Announcement by—the names of the members of the Committee of Privileges: p. 129.

Announcement by—the names of the members of the Committee on Public Accounts: p. 129.

Announcement by—the time for guillotine: p. 451.

Announcement by—that the speeches should be finished before the guillotine: p. 451.

Announcement by—the leave of absence of Mr. C. L. Blanche: p. 622.

Consent refused by—the adjournment motions given by Sj. Jatindra Chandra Chakravorty and Dr. Ranendra Nath Sen: p. 1.

Consent refused by—the adjournment motion of Sj. Deben Sen: p. 130.

Consent refused by—the adjournment motion of Sj. Niranjan Sengupta: p. 547.

Observations by—on the demand for grant "29—Police": pp. 9, 10, 18, 19, 20.

Observations by—on a point of order raised by Bijoy Singh Nahar on the distribution of pamphlets to the members. pp. 215-16.

Observations by—on a point of information raised by Sj. Saroj Roy: p. 257.

Observations by—that the cut motions are out of order: pp. 264, 384.

Observations by—that the speeches should be made within the time limit p. 383

Observations by—on the point of information raised by Dr. Suresh Chandra Banerjee about short-notice question: p. 515.

Observations by—on the Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1958: pp. 521, 523, 524, 525.

Observations by—on the R. G. Kar Medical College and Hospital Bill, 1958: pp. 630, 634, 641, 642.

Ruling by—that the discussion should be made on the basis of cut motions: p. 79.

9—Stamps: p. 490.

8—State Excise Duties: p. 489.

56—Stationery and Printing: p. 495.

Stipends to tribal students in Birbhum district in 1956: (Q.) p. 602.

55—Superannuation Allowances and Pensions, etc.

55—Superannuation Allowances and Pensions, etc.: p. 494.

Supply of electric power for development of cottage and small-scale industries in areas north and North Dum Dum: (Q.) pp. 612-13.

Tah, Sj. Dasarathi

Demands for Grants—

"40—Agriculture—Agriculture" and "71—Capital outlay, etc.": p. 134.

"50—Civil Works": p. 322.

"25—General Administration": p. 77.

"43—Industries—Cottage Industries" and "72—Capital outlay, etc.": p. 356.

"29—Police": p. 5.

"12A—Sales Tax": p. 435.

Taher, Hossain, Janab
Demands for Grants—
"47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services": pp. 198, 218-23.
"29—Police": pp. 27-32.

Tribal Welfare Schemes in Sunderban areas: (Q.) pp. 599-601.

Tudu, Sjkta. Tusar
The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958. pp. 571-73.

Want of medical facilities for non-railway people of Kharagpur: (Q.) pp. 508-509.

Welfare work for tribal and Scheduled Caste people in Burdwan district: (Q.) pp. 603-605.

The West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1958: pp. 547-93.

WBGP-60/1-16A-700
E-44